বাল্মীকির রামায়ণ।

বিবিধ ছন্দে

শ্রীনিত্যানন্দ রায় কর্ত্তৃক রচিত ও

রঘুনাথগঞ্জ হইতে প্রকাশিত।

কলিকাতা,

২ নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট্ ভিক্টোরিয়া প্রেসে

শ্রীকুঞ্জবিহারী দাস দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩১০ সাল।

Baboo Pancha ...

 [মূল্য ১৲

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ।
১	১	১	তরঙ্গিনী	তরঙ্গিণী।
১	২	১২	গগণে	গগনে।
২	২	২৬	অযধ্যা	অযোধ্যা।
৪	১	১৯	ত্রিভুবনে	ত্রিভুবন।
৪	১	২০	স্বামি	স্বামী।
৪	২	১৫	যিনি	জিনি।
৪	২	২১	শান্তনা	সান্ত্বনা।
৪	২	২৩	বিনিত্ত	বিনীত।
৫	১	২	নিরবধী	নিরবধি।
৫	১	৩২	দেবগণে	দেবগণ।
৫	২	২৩	নলক	নোলক।
৫	২	২৬	কৈশেয়	কৌশেয়।
৬	২	১০	শগত	স্বাগত।
৭	১	২	উদ্বিগ্ন	উদ্বিগ্ন।
৭	১	১৭	বেদক্ত	বেদজ্ঞ।
৭	২	১৯	বৎস্য	বৎস।
৭	২	২৮	রাজাগণে	রাজগণে।
৮	১	৪	ভাণ্ডারি	ভাণ্ডারী।
৮	২	৩১	সোল	সোল।
৯	২	১৬	যিনি	জিনি।
১০	১	২৩	চারস্থালী	চরুস্থালী।
১১	২	২১	বনাহুত	রবাহুত।
১২	১	১৫	ব্রাহ্মণের	ব্রাহ্মণে।
১২	১	১৮	নথচি	নথটি।
১৩	২	২৩	হইতে	হৈতে।
১৪	১	১৮	বঞ্চিবে	বঞ্চিব।
১৫	১	১২	বব	বল।
১৭	২	১৪	চমৎকার	সুখকর।
১৭	২	১৬	বিদামান	বিদ্যমান।
১৯	১	১১	অন্ত	অদ্য।
২০	১	২৫	হইতে	হৈতে।
২১	১	৫	মৃজাপুরে	মির্জাপুরে।
৩৬	১	১১	বাক্য	বয়।
		৬	বিশ্বামিত্র	বিশ্বামিত্রে।
৩৬	২	২৫	শুনঃশেক	শুনঃশেফ
৪০	২	১৪	বিচিত্র	চিত্রিত।
৪০	২	২৪	কহ	কব।
৫২	১	২০	নামে	নাম।
৫৫	১	১৮	অছে	আছে।
৫৫	২	২৩	হিরি	হরি।
৫৭	১	১১	মুখে	মুখ।
৬১	১	৮	দোষে	দোষ।
৬৮	২	৩	নিগ্রহে	নিগ্রহ।
৭২	২	২৩	প্রখরে	প্রখর।
৭৪	১	৫	পথ	পথে।
৭৪	১	২৫	এড়াইবে	এড়াইব।
৭৪	২	১০	রাজব	রাজব।
৭৪	২	২১	মত্বরে	সত্বরে।
৭৫	১	১১	ধধ	ধর।
৭৭	১	২৬	সুরাসুরে	সুরাসুর।
৭৭	২	৬	ছেটো	ছোটে।
৭৯	২	৪	তমাসায়	তমসার।
৮০	১	৬	লোকে	লোক।
৮১	১	৭	অবশেষে	অবশেষ।
৮১	২	২৮	নীরে	নীর।
৮৬	২	১০	আমারে	আমার।
৮৮	২	১৭	শোষে	শেষে।
„	„	„	স্বরণ	স্মরণ।
„	„	৩১	সুশীল	সুশীতল।
৯৬	২	১৭	ডেলা	ভেলা।
৯৭	১	২৩	কারঘাত	করাঘাত।
„	„	৩০	আসা	আশা।
„	২	৪	আসা	আশা।
৯৯	১	৬	মোহিনী	মোহিনী।
১০৩	২	৩৪	সম্পন্ন কার্য্য	কার্য্য সম্পন্ন।
১০৮	২	৩১	কবিরাজ	কবিরাজ।
১১১	২	১৩	গুণধান	গুণধাম।
„		১৬	ধক্কা	ধাক্কা।

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ।
১১৫	১	২৭	কুলকুল	ফুলকুল।
১১৬	২	৯	নীলাম্বুন	নীলাম্বুদ।
১১৭	২	৫	তপোনব	তপোবন।
১১৯	১	২৮	সাসী	ভাসী।
"	"	"	গ্রধ্যে	গৃধ্র।
"	২	১৪	সামে	নামে।
১২০	১	৬	সুস্ববে	সুস্বনে।
১২৪	২	২৪	নর	খর।
"	"	২৮	খাঙ্কি	বাঙ্কি।
১২৫	১	৩০	আমার	আমায়।
"	২	৩১	রবি	ধরি।
১২৬	২	৩২	শূন্য	শূন্য।
১২৬	১	১১	আশ্বাসিতে	আশ্বাসিত।
১২৭	১	১৯	শর	সব।
"	১	৭	চলিল সারথি	সারথি চলিল।
"	১	৩২	পরাক্রমা	পরাক্রমে।
১২৮	১	২৯	উপড়ি	উপাড়ি।
১২৯	১	৩	স্বর্গে	স্বরগে।
"	"	১১	কোলাহল	কোলাহলে।
"	২	২৫	এই	ঐ।
১৩১	২	১৩	হইতে	হৈতে।
"	"	১৫	জানিতে	শুনিতে।
"	"	১৬	শুনিতে	দেখিতে।
১৩৩	১	৭	সাহিত	সহিত।
১৩৪	১	১৪	অর্ঘ	অর্ঘ্যে
১৩৫	২	১১	কাহিনী	কামিনী।
"	"	১৯	ক্ষুরে	ক্ষুরে।
"	"	২০	হুর	হর।
১৩৬	১	৩১	আসিয়া	আনিয়া।
"	২	৫	আনিয়ে	আনিবে।
১৩৭	১	১০	গুরধাম	গুণধাম।
১৩৮	২	৩০	হৃদয়ে	হৃদয়ে।
১৩৯	২	৫	বদন	মদন।
১৪০	২	১৬	লঙ্কেশ্বরি	লঙ্কেশ্বর
"	২	২৫	সুখে	দুখে।
১৪১	১	৩	অঙ্গে	অঙ্গ।
"	১	১৯	সীতার	সীতায়।
"	২	৬	তাহা	তারা।
১৪৩	২	৩	গোদাবীর	গোদাবরী
১৪৫	১	৩০	সীতাব	সীতায়
"	"	৩২	থাকিলে	থাকিয়া।
"	২	১২	হাতে	হ'তে।
১৪৭	১	১৫	পরিচর	পরিচয়।
"	২	৭	তোমার	আমার।
১৪৮	১	৬	[illegible]	লোম।
"	"	৯	লক্ষ্মণ	লক্ষ্মণে।
"	২	২৭	অমির	অমিয়।
"	"	৩১	পড়িব	পাড়িব।
১৪৯	২	২৮	পাইবে	পাইব।
১৫০	২	৩২	প্রকাশে	প্রবেশে।
২২৯	১	১৪	সুপ	মুখ।
২৩৫	১	১৮	হইবে	হইলে।
২৫৫	২	১৩	চলিতে	চলিবে।
২৫৬	২	২৭	দিবানিশি	সারানিশি
২৬৮	২	৩১	আছে	যাছে।
২৬৯	১	১১	করি	কার।
২৭০	১	২১	জীব	বীচ।
"	২	৩১	বিশ্ব	বিশ্ব।
৩০১	২	২৬	উড়ে	উড়া।
৩০৩	২	৩২	অমর	অমরে।
৩১৪	২	১৩	পাড়িবে	পারিবে।
৩১৭	১	৩১	চর্ম্মে	বর্ম্মে।
৩৪৫	২	২১	প্রহার	প্রহারে।
৩৫৭	১	১৫	অন্তরে	অন্তর।

বিজ্ঞাপন।

রামায়ণ বা রাম-চরিত্র বঙ্গবাসী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার বড় আদরের জিনিস। উহা যতবার পাঠ করা যায়, তত বারই নূতন মনে হয়, পুরাতন হইতে চায় না, পুনঃপুনঃ শুনিয়াও পরিতৃপ্তি হয় না, আবার শুনিতে ইচ্ছা করে। বাল্মীকিপ্রণীত মূল সংস্কৃত রামায়ণ সাধারণের পাঠ্য নহে। গদ্যে যে অনুবাদ হইয়াছে, তাহাও সমধিক রুচিকর নহে। পদ্যে যে অনুবাদ হইয়াছে তাহা মূল্যাধিক্য বশতঃ জনসাধারণের পাঠ্য হইতে পারে নাই। সুতরাং সাধারণের একমাত্র অবলম্বন কীর্ত্তিবাসী রামায়ণ। কিন্তু সেই মহাকবির মহতী কীর্ত্তি প্রায় লুপ্ত হইয়াছে, বহুকাল হইতে ক্রমশঃ ছাপার ভুলে তাহার অধিকাংশই অপাঠ্য হইয়া পড়িয়াছে। কীর্ত্তিবাসী রামায়ণ সম্বন্ধে আর একটি বক্তব্য এই যে, কবিবর কেবল বাল্মীকির অনুসরণ করেন নাই, পাঁচ ফুলে সাজী ভরিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থ পাঠে, তাহাতে আদি কবির মূল কাব্যের কি আছে—কি নাই, তাহা জানা যায় না, অথচ এক্ষণে অনেকেই তাহা জানিবার ইচ্ছা করেন। এই সমস্ত কারণে আমি বহুদিন ধরিয়া বহু পরিশ্রমে অতি সরল ভাষায় নানাপ্রকার ছন্দে এই রামায়ণ রচনা করিয়া পাঠক পাঠিকার করে অর্পণ করিলাম, তাঁহারা কিঞ্চিন্মাত্র আদর করিলেও শ্রম সফল বোধ করিব।

দশরথ, সীতা, রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, হনুমান প্রভৃতির চরিত্র মহর্ষি যে ভাবে যে উপাদানে গঠন করিয়াছেন, তাহাতে লোক-শিক্ষার অভাব নাই। অথচ যেমন, পথে চলিবার সময় অনেকে আশে পাশে চাহিয়া চলিতে জানে না, সেইরূপ অনেক পাঠক পাঠিকার চিন্তা করিয়া পাঠ করার অভ্যাস নাই, গল্পটি বুঝিতে পারিলেই হইল। তাঁহাদের মনে ঐ সমস্ত চরিত্র যাহাতে অঙ্কিত হয়, আমি তাহার চেষ্টা করিয়াছি; স্বভাববর্ণনে যাহাতে মনে ঈশ্বরপ্রেমের উদয় হয়, তাহারও চেষ্টা করিয়াছি; এবং বঙ্গীয় মহিলাগণ তাঁহাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উপদেশ লাভ করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন পাইয়াছি। কৃতকার্য্য হইয়াছি কি না, তাহা তাঁহাদের অনুগ্রহ বা নিগ্রহ দ্বারা জানা যাইবে।

জঙ্গিপুরের ভূতপূর্ব্ব মুন্সেফ সুকবি শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ পাল এম, এ, মহোদয় সুন্দরকাণ্ড ও লঙ্কাকাণ্ড আগাগোড়া দেখিয়া দিয়া আমাকে চির-কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন।

পরিশেষে ইহাও বক্তব্য যে, প্রথম তিন কাণ্ড অন্য প্রেসে ছাপিতে দিয়াছিলাম। তাঁহাদের উপরেই প্রুফ সংশোধনের ভার থাকায়, অনেক অশুদ্ধ পাঠ রহিয়া গিয়াছে। তজ্জন্য একটি শুদ্ধিপত্র দিতে হইয়াছে।

শ্রীনিত্যানন্দ রায়।

ভূমিকা।

"রাম জন্মগ্রহণ করিবার ষাট হাজার বৎসর পূর্ব্বে রামায়ণ" এই কিম্বদন্তী যে অমূলক, তাহা মহর্ষি বাল্মীকির 'রামায়ণ' পাঠে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয়। আদি কবি বাল্মীকি 'রামায়ণ' রচনা করিতে যেরূপে প্ররোচিত হয়েন, তৎসম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে, যথা—এক দিন মহর্ষি স্নান করিতে গিয়া দেখিলেন, ক্রীড়াসক্ত কোন ক্রৌঞ্চমিথুনের প্রতি এক ব্যাধ শরসন্ধান করিয়া তাহাদের একটিকে বধ করিল, তাহাতে করুণার্দ্রচিত্ত মুনিবর শোকার্ত্ত হইয়া এই বাক্যটি উচ্চারণ করিলেন,—"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ। যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥" তৎপরে কুটীরে প্রত্যাগমন করিয়া উক্ত বাক্যটির পুনঃপুন আবৃত্তি করত মহর্ষি দেখিলেন যে, উহা দিব্য ছন্দোবদ্ধ ও সুশ্রাব্য হইয়াছে। তখন তিনি জনৈক শিষ্যকে ডাকিয়া উহা শ্রবণ করাইলেন, এবং শোক হইতে উৎপন্ন বলিয়া উহার নাম শ্লোক রাখিলেন। ক্রমে তাঁহার ইচ্ছা হইল যে, ঐরূপ ছন্দে কোন মহাপুরুষের চরিত্র বর্ণনা করিয়া কাব্য রচনা করেন। সেই সময়ে এক দিন দেবর্ষি নারদ বাল্মীকির তপোবনে উপস্থিত হইলে, তিনি নারদকে পূজা করিয়া, মনুষ্যে যে সকল সদ্গুণ সম্ভবে, তৎসমস্ত উল্লেখ করিয়া কহিলেন, প্রভো! পৃথিবীতে অধুনা এই সমস্ত গুণসম্পন্ন মানব যদি থাকে, তাহার নাম আমাকে বলুন, আমি সেই মহাপুরুষের চরিত্র অবলম্বনে এক কাব্য রচনা করিব। নারদ বাল্মীকির এই কথায় অযোধ্যাধিপতি রামচন্দ্রের উল্লেখ করিয়া, তাঁহার বিষয়ে কাব্য রচনা করিতে আদেশ দিয়া স্বস্থানে চলিয়া গেলেন।

দেবর্ষি নারদ চলিয়া গেলে বাল্মীকি, রামের চরিত্রগত সমুদয় বিষয় কিরূপে পরিজ্ঞাত হইবেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই কালে ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাকে দর্শন দিয়া কহিলেন—তুমি রামচরিত্র বর্ণন কর, আমার বরে তাঁহার সমস্ত কার্য্যকলাপ তোমার নিকট প্রত্যক্ষের ন্যায় হইবে। যাহা গত হইয়াছে, তাহা বর্ত্তমানের ন্যায় প্রতীয়মান হইবে, এবং যাহা ভবিষ্যতে হইবে, তাহাও তুমি জানিতে পারিবে। ব্রহ্মার এই উপদেশ অনুসারেই মহর্ষি রামায়ণ রচনা করেন।

এই বিবরণ পাঠ করিয়া আমরা দুইটি জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারি। ১ম—রামের বাল্যকালে বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করেন। ২য়—বাল্মীকির রামায়ণে যাহা নাই, তাহা প্রকৃত ঘটনা নহে, পরবর্ত্তী কবিগণের কল্পনা মাত্র।

Baboo Pancha Non Dutt

বাল্মীকির রামায়ণ।

আদিকাণ্ড।

অযোধ্যা।
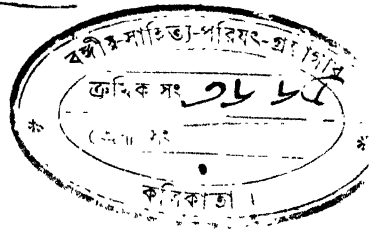
ভূধর নন্দিনী, সুরতরঙ্গিনী,
যেন রে স্বরগ ত্যজি।
কাচ স্বচ্ছ বারি, সরযূ সুন্দরী,
মহীতে আইল আজি ॥
নন্দন কাননে, যা ছিল যেখানে,
গোপনে হরিয়া সতী।
মোহিতে সকলে, রাখিয়াছে কূলে,
যতন করিয়া অতি ॥
পরশিতে নীর, যেন নত শির,
তীর জাত যত তরু।
স্বভাব মুকুরে, হাসিতেছে হেরে,
আপন মুরতি চারু।
দেখাতে ভকতি, সরযূর প্রতি,
কুসুমের উপহার।
দিয়া অনুক্ষণ, পূজে তরুগণ,
চরণ দুইটী তার ॥
সুমন্দ অনিলে, সরযূ সলিলে,
সে ফুল সৌরভ মিশি।
দিক্ আমোদিত, মানস মোহিত,
করিতেছে দিবানিশি ॥

ফলের আশায়, ত্যজিয়ে কুলায়,
শাখায় শাখায় পাখী।
কত সুরে গায়, শ্রবণ জুড়ায়,
রূপেতে জুড়ায় আঁখি ॥
কেকা রব করি, ময়ূর ময়ূরী,
শাখায় শাখায় ফেরে।
ইন্দ্রধনু তুচ্ছ, মনোহর পুচ্ছ,
বিস্তারি রবির করে ॥
অমর নগর, যিনি মনোহর,
অযোধ্যা সরযূ কূলে।
শক্র সম্ভাষিতে, সুহৃদে ডাকিতে,
গগনে মস্তক তুলে ॥
মরকত ময়, রাজ পথ চয়,
পান্না লয় মাঝে মাঝে।
তার দুই ধারে, মণিময় পুরে,
সেজেছে অতুল সাজে ॥
বিপণি বিস্তর, তাহে স্তরে স্তর,
কত না মহার্ঘ মণি।
হয় হেন মনে, অখিল ভুবনে;
শূন্যোদর সব খনি ॥

বিচিত্র বরণ, অমূল্য ভূষণ,
সাজাইয়া স্থানে স্থানে।
বণিক সকলে, বসি দলে দলে,
বেচিছে আনন্দ মনে॥
শিল্পীর বৈভব, কারুকার্য্য সব,
নব নব আবিষ্কার।
আনিয়া যোগায়, পাইবে আশায়,
উপযুক্ত পুরস্কার॥
যে দেশে যে দ্রব্য, হয় রাজ সেব্য,
বণিক্ আনয়ে তাই।
জগতের সার, রতন সম্ভার,
অযোধ্যায় এক ঠাঁই॥
ঠগ বা ঠগামি, বাণীমাত্র শুনি,
সুন্দর শাসন লাগি।
অর্গল দুয়ারে, নাহি কোন ঘরে,
প্রহরী না রহে জাগি॥
দীর্ঘ সরোবর, অতি মনোহর,
বিকচ কমল তায়।
পরিমল লোভে, অলিকুল সবে,
ঝঙ্কারি সে দিকে ধায়॥
সরসীর পাশে, উদ্যান নিবাসে,
সরলা সুন্দরী বালা।
তুলি ফুল গুলি, কুন্দ দন্ত মেলি,
উদ্যান করিছে আলা॥
প্রমোদ কাননে, বরাঙ্গনা গণে,
সাজায়ে ফুলের ডালা।
কবরী সাজয়, পরয়ে গলায়,
গাঁথিয়া বিচিত্র মালা॥
স্বভাব সুন্দরী, ফুল সাজ পরি,
সাজায় মুরতি যবে।
জ্ঞান হয় মনে, দেবাঙ্গনাগণে,
বিহার করিছে ভবে॥

নাহি জানে পাপ, নাই শোক তাপ,
অকালে মরে না কেহ।
দরিদ্র দুর্ব্বল, অতি সুবিরল,
সবার নীরোগ দেহ॥
সন্তান পুলকে, সেবয়ে জনকে,
দেবের অধিক মানি।
নারীগণ তথা, সবে পতি রতা,
পতিরে দেবতা জানি॥
ভৃত্যগণ যত, প্রভু-অনুগত,
বৃদ্ধের সম্মান অতি।
নাহি আত্মপর, করয়ে আদর,
সকলে শিশুর প্রতি॥
সবে শুদ্ধ মতি, দেব দ্বিজে ভক্তি,
অতিথি সেবায় রত।
ঘরে ঘরে সব, নিত্য মহোৎসব,
সুখ শান্তি বিরাজিত॥
দৈর্ঘে সে ভবন, দ্বাদশ যোজন,
প্রস্থে মাত্র তিন হয়।
মধ্য ভাগে তার, প্রাসাদ রাজার,
উপজে বিস্ময় ভয়॥
ভীম প্রহরণ, করিয়া ধারণ,
রক্ষিগণ সিংহ দ্বারে।
মৃত্যু পতি ভীতি, দেখি সে মুরতি,
পলায় বিপক্ষ ডরে॥
শক্তি অপ্রমেয়, জগতে অজেয়,
তাইতে অযোধ্যা নাম।
সকল প্রকারে, জগতী মাঝারে,
অতুল সুখের ধাম॥

দশরথ॥

রঘুকুল ধুরন্ধর বিখ্যাত জগৎ।
অযোধ্যার অধিপতি রাজা দশরথ॥

সমুন্নত বপু তাঁর বক্ষ সুবিশাল।
উজ্জ্বল আকর্ণ চক্ষু চৌরস কপাল॥
আজানু লম্বিত বাহু শাল বৃক্ষ সার।
দৃঢ় স্থূল শিরা সব বন্ধনী তাহার॥
শূরোচিত ক্রীড়ায় কৌতুকে হরে কাল।
সমরে শত্রুর পক্ষে কালান্তের কাল॥
দেবগুরু সম বুদ্ধি জ্ঞানে গণপতি।
কণ্ঠে বিণাপাণি দেবী বাণীর বসতি॥
পয়োধির তুল্য ধীর মন্ত্রণা কুশল।
বিপদে অটল যথা হিমাদ্রি অচল॥
সাম দান ভেদ আদি রাজোচিত গুণে।
না মেলে তুলনা তাঁর ভারত ভুবনে॥
দয়াগুণে অতুল্য দানের নাই সীমা।
বর্ণিতে অশক্ত কবি গুণের গরিমা॥
প্রিয়ভাষী এমনি বিপক্ষ হয় বশ।
যাহু জানে ব'লে লোকে ঘোষে অপযশ॥
শিশুর সরল ভাব সুজনের সঙ্গে।
শত্রু প্রতি ভীমকান্তি প্রকাশে ভ্রূভঙ্গে॥
সত্যপ্রিয় ধর্ম্মে মতি পাপকার্য্যে ভয়।
যোগী তুল্য করিয়াছে ইন্দ্রিয়ের জয়॥
কোশলপতির কন্যা কৌশল্যা রূপসী।
পতিসোহাগিনী ধন্যা প্রধানা মহিষী॥
দ্বিতীয়া কৈকেয়ী বড় আদরের ধন।
এখনও হৃদয় মাঝে বিরাজে যৌবন॥
তৃতীয়া সুমিত্রা দেবী সর্ব্বগুণান্বিতা।
সতিনীর সুখে সুখী পতি-অনুরতা॥
বিজয় সুরাষ্ট্র ধৃষ্টি অকোপ জয়ন্ত।
ধর্ম্মপাল আর রাষ্ট্রবর্দ্ধন সুমন্ত্র॥
এই আট জন মন্ত্রী বুদ্ধে বৃহস্পতি।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় সদা শুদ্ধমতি॥
বশিষ্ঠ জাবালি আর কশ্যপ গৌতম।
মহামুনি মার্কণ্ডেয় আর কাত্যায়ন॥

এই সব ঋষি পরিবেষ্টিত রাজন।
যাগ যজ্ঞ আদি দেবকার্য্যে সদা মন॥
অক্ষয় ভাণ্ডার পূর্ণ মাণিক মুক্তায়।
রজত কাঞ্চন রাশি পর্ব্বতের প্রায়॥
গজ বাজি অগণ্য সমরে সুশিক্ষিত।
কে পারে গণিতে গাই গোঠে আছে যত॥
দধি দুগ্ধ ক্ষীর ছানা খাইতে না পারি।
নগরে বিলায় ভৃত্য দুই হাতে করি॥
বড় সুখে বাস করে প্রকৃতি মণ্ডলী।
রাজায় আশীস করে দুই হাত তুলি॥
বদ্ধপরিকর ভূপ দুষ্টের দমনে।
পুত্রবৎ পালন করয়ে শিষ্টজনে॥
সমর কুশল সৈন্য কোটি পরিমাণ।
দেখিলে সে সবে সুরাসুর কম্পমান॥
এক ছত্র দশরথ ধরণী ঈশ্বর।
প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ নাই অবনী ভিতর॥
সখ্য করে দেবরাজ ভয় বাসি মনে।
পাছে রাজ্য কাড়ি লয় জিনি দেবগণে॥
সকল সুখের সুখী নাহি কোন দুখ।
সবে মাত্র নাহি হেরে অপত্যের মুখ॥

পুত্রাভাবে দশরথের বিলাপ।

দরিদ্র কি ভাব, দেখিবা বৈভব,
রতনে মণ্ডিত কুবের বাস।
রথ গজ হয়, মণিমুক্তাচয়,
দেখিয়া করিছ সুখের আশ॥
তুমি চক্ষুহীন, কি ভাবি মলিন,
ওহে খঞ্জ কেনে ঝরিছে আঁখি।
ভেবেছ বুঝিবা, চক্ষুষ্মান যেবা,
জগতে কেবল তারাই সুখী॥
অথবা যে কেহ, পসারিয়া বাহু,
দাপাইয়া ধরা ছাটিয়া যায়।

সতৃষ্ণ নয়নে, হের সেইজনে,
সুখী বলে গণ্য করহ তায়॥
নিরক্ষর তুমি, বুঝিয়াছি আমি,
তাই তব সুখ নাই হে মনে।
ভেবেছ নিদান, সুখী সে বিদ্বান,
তাহার সমান কে ত্রিভুবনে॥
কিন্তু শুন সার, পরম পিতার,
সৃষ্টির কৌশল বুঝিতে ভার।
দয়ার নিদান, সবাই সমান,
নাই ভেদ জ্ঞান মানসে তাঁর॥
ইন্দ্র আদি করি, পথের ভিখারী,
সমান চক্ষেতে দেখেন তিনি।
সবার কল্যাণ, করেন বিধান,
সকলে আপন সন্তান জানি॥
মঙ্গল কারণে, দেন জীবগণে,
সমান সমান দুঃখের ভার।
মায়াতে মোহিত হয়ে জ্ঞান হত,
দোষ ভিন্ন তুমি দেখনা তাঁর॥
এস দেখ ওই, ত্রিভুবনে কই,
কুবের জিনিয়া ধনের স্বামি।
যার বীর দাপে, অরিকুল কাঁপে,
চরণের ভরে ভারত ভূমি॥
নয়ন যুগল, বিকচ কমল,
তিন কালে দৃষ্টি সমান ভাবে।
জিহ্বাগ্রেতে বাণী, প্রতিভা এমনি,
অবনী মাঝারে আর না হবে॥
কিসের অভাবে, কেন মৌন ভাবে,
কেনে বা চিত্তের অশান্তি এত।
কে বর্ণিবে হায়, যার গাথা গান,
এস হে জিজ্ঞাসি অন্যথী যত॥
আছে সকলি সব, বিষয় বৈভব,
[illegible] বাড়িবে অতুল হবে।

অপত্য অভাবে, সুখ কি বিভবে,
সদা দশরথ তাহাই ভাবে॥
শয়নে ভোজনে, প্রেম আলাপনে,
বন্ধুর মিলনে নাহিক সুখ।
শান্তি মাত্র নাই, ভাবয়ে সদাই,
কেমনে দেখিবে অপত্য মুখ॥
করিলাম কত, যাগ যজ্ঞ ব্রত,
সব হল হত করম দোষে।
কি জানি কি পাপ, করি পাই তাপ,
পড়িলাম কোন সাধুর রোষে॥
সেই ভাগ্যধর, সংসার ভিতর,
শশধর তুল্য শিশুর মুখে।
অমিয়া জিনিয়া, বচন শুনিয়া,
সংসার সাগরে ভাসয়ে সুখে॥
নবনীত জিনি, নব তনুখানি,
হৃদয়ে ধরিলে কি সুখোদয়।
জানিব কেমনে, অন্ধ নাহি জানে,
দর্শনে আনন্দ কেমন হয়॥
এইরূপে কত, খেদ অবিরত,
করে দশরথ অযোধ্যাপতি॥
সান্ত্বনা কারণে, সুমন্ত্র সদনে,
বিনয়ে কহিছে রাজার প্রতি॥

পুত্রেষ্টি যজ্ঞের প্রস্তাব॥

যুড়িয়া যুগল কর বিনিত বচনে।
কহিতে লাগিলা মন্ত্রী ভূপতি সদনে॥
অবধান কর ক্ষিতিপতি মোর বাণী।
কহিব কিঞ্চিত আজি পুরাণ কাহিনী॥
অঙ্গরাজ্যে ইন্দ্রের হইল কোপ দৃষ্টি।
বহুকাল ব্যাপিয়া করিলা অনাবৃষ্টি॥
নাহি জন্মে তৃণ শস্য শুকাইল তরু।
হইল সোনার রাজ্য সুবিশাল মরু॥

বারিহীন তড়াগ সরসী হ্রদ নদী।
ঝঞ্ঝাবাতে উড়াইছে ধূলা নিরবধী।
খরতর রবিকর বাড়ে দিন দিন।
পোড়াইয়া জীব দেহ করিল মলিন॥
মরিল গবাদি পশু খাইতে না পেয়ে।
নগর ত্যজিল লোক মড়কের ভয়ে॥
কাণ পাতা নাহি যায় রোদনের রবে।
ঢাকিল মেদিনী প্রজামণ্ডলীর শবে॥
অঙ্গরাজ রোমপাদ সঙ্কট গণিয়া।
মুক্তি হেতু ঋষিগণে আনে নিমন্ত্রিয়া॥
যোগে জানি মুনিগণ কহিলা রাজায়।
চিন্তা ত্যজি কর ভূপ যে কহি উপায়॥
কশ্যপ তনয় বিভাণ্ডক গুণধর।
তাহার অপত্য ঋষ্যশৃঙ্গ যোগীবর॥
মহাতপে মগ্ন সদা যথা শূলপাণি।
সমর্পণ কর তব কন্যা তারে আনি॥
অরিষ্ট যাইবে ইষ্ট হইবে সাধন।
আন ঋষ্যশৃঙ্গে ত্বরা করিয়া যতন॥
মুনি বাক্যে অঙ্গরাজ মানিয়া বিস্ময়।
কহেন তাহারে আনা সম্ভব কি হয়॥
ধ্যানমগ্ন বাহ্য জ্ঞান নাহিক যাহার।
বিবাহে সম্মতি কিসে পাইব তাহার॥
কেমনে করিবে কেবা যোগ ভঙ্গ তার।
ভাবিয়া ব্যাকুল বড় মানস আমার॥
শুনিয়া রাজার বাক্য ঋষিগণ বলে।
ভয় নাই কার্য্যসিদ্ধি হইবে কৌশলে॥
পাঠাও চতুর চরগণে নানা দেশে।
পরমা সুন্দরী বারবনিতা উদ্দেশে॥
দুই চারি সুন্দরী সাজায়ে নানামতে।
ধরণ করহ ভূপ যোগীরে ভুলাতে॥
রমণীর রূপ আর যৌবন থাকিলে।
কি তার সামান্য নর দেবগণে ভুলে॥

হাব ভাব কটাক্ষাদি কামের নিগড়।
কতক্ষণ উপেক্ষা করিতে পারে নর॥
মঞ্জরে নীরস তরু বসন্তের বায়।
নবীন নীরদে যথা শিখিরে নাচায়॥
বীণা বেণু রবে যথা মোহিত ভুজঙ্গ।
পুরুষ তেমতি পরশিলে নারী অঙ্গ॥
অবশ্য হইবে বশ সেই তপোধন।
চিন্তা ত্যজি উদ্‌যোগ করহ রাজন॥
এতেক বচন শুনি আশ্বাস পাইলা।
দেশ দেশান্তরে বহু দূত পাঠাইলা॥
দূত মুখে প্রচার হইতে রাজা দেশ।
কত বারাঙ্গনা আসে করিয়া সুবেশ॥
ক্ষীণ কোটী গুরু-উরু পীন-পয়োধর।
অপাঙ্গ ভঙ্গিতে করে মোহিত অন্তর॥
অগুরু চর্চ্চিত চারু বদন মণ্ডল।
তার কাছে তুচ্ছ অতি বিকচ কমল॥
সুরঞ্জিত অধরোষ্ঠ তাম্বুলের রাগে।
মৃদুহাসি দিবানিশি নাচে তার আগে॥
রাজার প্রসাদে পায় নানা আভরণ।
সাজায় মূরতি অতি করিয়া যতন॥
মণিময় কুণ্ডল পরিল শ্রুতিমূলে।
খোঁপায় কণকফুল কত দিল তুলে॥
নাসিকায় ইন্দুনিভ নলক দোলায়।
গজমতি দিয়া হার পরিল গলায়॥
সুগোল বাহুতে দিল কেয়ূর কঙ্কণ।
পরিধান পরিপাটী কৌশেয় বসন॥
ধরিয়া সুবেশ সবে মুনি মনোহরা।
শিবিকা বাহনে তপোবনে যায় ত্বরা॥
ঋষ্যশৃঙ্গে ঘেরিয়া থাকয়ে দিবানিশি।
সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে ভুলে গেল ঋষি॥
ত্যজিয়া তপস্যা বত সতত বিলাসে।
কৌপীন ছাড়িয়া দিব বস্ত্র কোটীদেশে॥

ভস্ম ত্যজি অগুরুচন্দন করে সার।
মাথায় মুনির আর নাই জটাভার॥
কৃষ্ণ কেশ কুঞ্চিত সুগন্ধ তৈল তায়।
গন্ধে মুগ্ধ মধুকর আশেপাশে ধায়॥
ফলমূল পত্রাশী খাইয়া ক্ষীরশর।
শুষ্কদেহ পুষ্ট ফুটে কান্তি মনোহর॥
ক্রমে ক্রমে হইল মুনির মনে আশ।
তপোবন ত্যজিয়া নগরে করে বাস॥
জানিয়া যুবতীগণ মুনির বাসনা।
অঙ্গরাজ্যে চলে সবে আনন্দ মগনা॥
কতদূর আগুসারি রোমপাদ রায়।
সম্ভাসিতে ঋষ্যশৃঙ্গে চতুরঙ্গে যায়॥
বিধিমত পূজায় তুষিয়া ঋষিবরে।
রাখিল লইয়া নিজ কন্যার অন্দরে॥
হেরিয়া শান্তার রূপমাধুরী যৌবন।
ভুলিল মুনির মন মজিল নয়ন॥
ক্রমে গুণে বশীভূত হইয়া তাহার।
বিবাহ করিতে মুনি করিলা স্বীকার॥
এ দিকে তাপসবর গৃহে প্রবেশিতে।
হইল প্রচুর বৃষ্টি রাজার রাজ্যেতে॥
দূরে গেল রোগ শোক রোদনের ধ্বনি।
নানা শস্যে পরিপূর্ণ হইল ধরণী॥
তবে রোমপাদ শুভদিনে শুভক্ষণে।
মুনিরে সঁপিলা শান্তা কন্যা হৃষ্টমনে॥
সে অবধি ঋষ্যশৃঙ্গ পত্নীর সহিতে।
করয়ে বসতি সেই রাজার গৃহেতে॥
সনৎকুমার মুখে শুনিয়াছি বাণী।
করিলে পুত্রেষ্টি যাগ ঋষ্যশৃঙ্গে আনি॥
হইবে বাসনা পূর্ণ শুনহ রাজন।
অতএব তাহারে করহ আনয়ন॥
রোমপাদ সনে তব আছয়ে বন্ধুতা।
হবে না আপত্তি কিছু পাঠাতে জামাতা॥
দূত দ্বারা এ কার্য্যের হবে না সাধন।
আনিতে ঋষিরে নিজে সাজহ রাজন॥
সুমন্ত্র বচনে দশরথের উল্লাস।
সাজিতে সকলে আজ্ঞা করেন প্রকাশ॥
বশিষ্ঠাদি ঋষি আর মন্ত্রিগণ সঙ্গে।
চতুরঙ্গ দলবলে চলিলেন রঙ্গে॥
পাইয়া বন্ধুর আগমনের সম্বাদ।
কত দূরে আসিয়া ভেটিল রোমপাদ॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজে বিবিধ সম্মানে।
স্বাগত জিজ্ঞাসে পরে মধুর বচনে॥
দশরথ কুশল জিজ্ঞাসি অঙ্গেশ্বরে।
পরস্পর আলিঙ্গন করে প্রেমভরে॥
রোমপাদ বলে আজ বড় ভাগ্য মানি।
তোমা হেন বন্ধু বিধি ঘরে দিল আনি॥
দশরথ বলে ভাই তব দরশনে।
কি কহিব কত সুখ উপজিল মনে॥
এইরূপ মিষ্টালাপে দুই মিত্রবরে।
পাদচারে আসি উপনীত রাজপুরে॥
সুখে বঞ্চি দুই এক দিন বন্ধুসনে।
দশরথ কহিলেন আসা যে কারণে॥
হাসি রোমপাদ তবে লয়ে দশরথে।
পরিচয় করাইল জামাতা সহিতে॥
মনোগত ঋষ্যশৃঙ্গে করি নিবেদন।
অযোধ্যা যাইতে রাজা করে নিমন্ত্রণ॥
সম্মতি দিলেন মুনি প্রফুল্ল অন্তরে।
আনন্দে রাজার হাসি অধরে না ধরে॥
তবে শুভক্ষণে শান্তা ভার্য্যাসনে ঋষি।
অযোধ্যায় উপনীত হইলেন আসি॥

যজ্ঞের আয়োজন।

শান্তাসহ ঋষ্যশৃঙ্গ দশরথপুরে।
বহুদিন বঞ্চয়ে পরম সমাদরে॥

দেখিতে দেখিতে ঋতু বসন্ত আইল।
যজ্ঞ হেতু দশরথ উদ্বিগ্ন হইল॥
ডাক দিয়া আনাইল যত মন্ত্রিগণে।
আর যত বেদজ্ঞাত ঋত্বিক ব্রাহ্মণে॥
করযোড়ে কহে রাজা বশিষ্ঠের প্রতি।
অবধান কর ঋষি শ্রেষ্ঠ মহামতি॥
পরম সুহৃদ তুমি গুরুর প্রধান।
কে আছে আমার বন্ধু তোমার সমান॥
অপত্য অভাবে সুখ লেশ নাই মনে।
অবিদিত নহে কিছু তোমার চরণে॥
উপযুক্ত সময় হইল উপস্থিত।
এখন কর প্রদান যে হয় বিহিত॥
বড়ই কঠোর যজ্ঞ কি হবে উপায়।
ভরসা কেবল মোর তোমার ও পায়॥
যে যে দ্রব্য চাই আর যে যে পরিমাণ।
সত্বর করহ দেব তাহার বিধান॥
মহর্ষি তাপস আর বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ।
সাবধানে সকলে পাঠাও নিমন্ত্রণ॥
মিত্ররাজ আছে যত ভারত ভিতর।
অযোধ্যায় আনাইতে হউন তৎপর॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য সঙ্গর হইবে।
সকলে পাইবে পূজা কেহ না ফিরিবে॥
শুনিয়া বশিষ্ঠ আশীর্ব্বাদ করি কন।
পূর্ণ হবে মনোরথ শুনহ রাজন॥
দেব দ্বিজে যাহার সতত হয় মতি।
দেবগণ নিশ্চয় প্রসন্ন তার প্রতি॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ লাভ সে করিবে।
বেদবাক্য ব্যর্থ নহে নিশ্চয় জানিবে॥
যেরূপ কহিলে তুমি যজ্ঞ আয়োজন।
ততোধিক করি দিব দেখহ রাজন॥
এত বলি সুমন্ত্র প্রভৃতি মন্ত্রীগণে।
ডাকিয়া করেন ব্রতি যজ্ঞ আয়োজনে॥
কোশল রাজ্যের মাঝে যত শিল্পী আছে।
নিযুক্ত করহ কার্য্যে লয়ে বেছে বেছে॥
সরযূ উত্তর তটে হবে যজ্ঞস্থান।
নির্ম্মাণ করাও পুরী কোটী পরিমাণ॥
বিচিত্র হইবে পুরী অতি মনোহর।
রাখিবে বিচিত্র শয্যা তাহার ভিতর॥
প্রতি পুরীপাশে যত্নে রচিবে উদ্যান।
নানাবিধ ফলফুলে করি শোভমান॥
সুন্দর সরসী মাঝে মাঝে শত শত।
বান্ধাইবে ঘাট তার দিয়া মরকত॥
প্রশস্ত করিবে পথ তরু দুই ধারে।
আলোক বিধান কর স্ফটিক আধারে॥
যতনে বাহক বহু নিযুক্ত করিবে।
সদাসাবধানে তারা পথে জল দিবে॥
ক্রীড়াভূমি মাঝে মাঝে করিবে রচন।
দেখাবে কৌতুক আসি যত মল্লগণ॥
সুখাদ্য সমস্ত চর্ব্ব্যচোষ্য লেহ্য পেয়।
যতনে ভাণ্ডারে আনি রাখ অপ্রমেয়॥
লক্ষ লক্ষ ধেনু বৎস্য রাখিবে নিকটে।
দেখ যেন দুগ্ধের অভাব নাহি ঘটে॥
পাঠাইয়া দেহ দূত দেশ দেশান্তরে।
আনিতে নৃপতিগণে অযোধ্যা নগরে॥
বিশেষত সর্ব্ব অগ্রে যাবে মিথিলায়।
সমাদরে আনিবেক জনক রাজায়॥
কাশিপতি কেকয়াদি মগধ ঈশ্বর।
কোশলের অধিপতি আর অঙ্গেশ্বর॥
সৌবির সৌরাষ্ট্র সিন্ধুদেশে দূত যাবে।
বহুমানে রাজাগণে এখানে আনিবে॥
পূরব পশ্চিম আর উত্তর দক্ষিণে।
যত নৃপ আছে নিমন্ত্রিবে জনে জনে॥
তপবনে যতনে করিবে নিমন্ত্রণ।
বাদ নাহি পড়ে যেন কোন তপোধন॥

নিয়োগ করহ দাসদাসী অগণন।
থাকিবে সর্ব্বদা তারা সেবার কারণ॥
ভাণ্ডারে কৃপণ যেন নিযুক্ত না হয়।
কৃপণ ভাণ্ডারি হলে অযশ নিশ্চয়॥
হউক পরের ধন বিলাতে না পারে।
স্বভাবের গুণে দিতে হলে জ্বলে মরে॥
দাতা ভোক্তা বহুদর্শী মিষ্টভাষী অতি।
পরিশ্রমে ক্লান্তিশূন্য দেবদ্বিজে মতি॥
এ হেন মহৎ ব্যক্তি ভাণ্ডারে রাখহ।
সুসম্পন্ন হবে ক্রিয়া নাহিক সন্দেহ॥
হস্তি অশ্ব রথ উপযুক্ত রক্ষীসনে।
যথাস্থানে সন্নিবেশ করিবে যতনে॥
স্থানে স্থানে নাট্যশালা করিবে স্থাপন।
কলকণ্ঠ নটনটী রাখ অগণন॥
সেবকে ভোজন অর্থ অল্প নাহি দিবে।
তবে সে যতনে তারা স্বকার্য্য সাধিবে॥
সাবধান কেহ যেন ক্ষুন্ন নাহি হয়।
অনাহূত অতিথিরে পূজ্য করি বয়॥
নীচ বর্ণ হইলেও ঘৃণা না করিবে।
আত্মারূপে পর-ব্রহ্ম অধিষ্ঠিত জীবে॥
এত বলি নিবর্ত্তিল বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ।
সুমন্ত্র চলিলা আজ্ঞা করিতে পালন॥

যজ্ঞারম্ভ।

সম্বৎসর গত পুনঃ বসন্ত আইল।
রাজা দশরথ অশ্বমেধ আরম্ভিল॥
সঙ্গে দিয়া চতুঃশত নৃপতি কুমার।
মোচন করিল সুলক্ষণ অশ্ববর॥
পূর্ব্বোভাগে ঋষ্যশৃঙ্গে করিয়া স্থাপন।
আর যত মহা ঋষি ঋত্বিক ব্রাহ্মণ॥
করিল যজ্ঞের বেদি বেদজ্ঞ যাজক।
প্রথমে আচরে হোম প্রবর্গ্য নামক॥
তারপর উপসদ নামে যজ্ঞ করি।
ঐ ঐ কর্ম্মপূজ্য দেবগণে স্মরি॥
হৃষ্টচিত্তে প্রাতঃসবন করি সম্পাদন।
ইন্দ্রের উদ্দেশে হবি দিলেন রাজন॥
সোমলতা অভিষব শাস্ত্রত দর্শন।
করি যত্নে মাধ্যন্দিন করিলা সবন॥
তারপর তৃতীয় সবন সমাধিয়া।
স্বর আর বর্ণশুদ্ধ মন্ত্র উচ্চারিয়া॥
আহ্বান করেন ইন্দ্র আদি দেবগণে।
বিধিমতে ওষ্ঠ করি সাম উচ্চারণে॥
সমর্পিয়া হবি যে দেবের যত ভাগ।
সমাধা করিলা সর্ব্ব প্রেমে যাগ॥
পলাস খদির শ্লেষ্মাতক কাষ্ঠময়।
দেবদারু বিরোচিত যূপ ছয় ছয়॥
সুবর্ণে মণ্ডিত সব অতি সুশোভন।
বস্ত্রে ঢাকি করে যজ্ঞভূমিতে স্থাপন॥
এইরূপে অষ্ট কোণ যূপ মনোহর।
গন্ধে পুষ্পে সুশোভিত হইল সুন্দর॥
অগ্নি সংস্থাপন করিলা তারপর।
শোভিল সুবর্ণ পক্ষ যেন খগবর॥
ভিন্ন ভিন্ন দেবতার বলির কারণ।
ছিল পশু পক্ষী সর্প জলচরগণ॥
পুরোহিত মন্ত্রপূত করি বলি সবে।
সমর্পিল যতনে ইন্দ্র আদি দেবে॥
মুক্ত অশ্ব প্রত্যাগত হইয়া সে স্থানে।
যজ্ঞ হেতু বান্ধা ছিল যূপ সন্নিধানে॥
প্রদক্ষিণ করিয়া কৌশল্যা মহারাণী।
বধিলেন অশ্বে খড়্গা তিনবার হানি॥
লইয়া অশ্বের বসা অগ্নিতে ফেলিল।
সেই ধূম দশরথ আঘ্রাণ করিল॥
অনন্তর সোলজন ঋত্বিক ব্রাহ্মণ।
অগ্নিতে অশ্বের মাংস করে নিক্ষেপণ॥

এইরূপে অশ্বমেধ করি সমাপন।
নানা ধন ঋষিগণে করি বিতরণ॥
সবাকার আগে বর মাগে দশরথ।
আশীর্ব্বাদ কর যেন পূরে মনোরথ॥

পুত্রেষ্টি যজ্ঞ।

অশ্বমেধ সুসম্পন্ন করি যোগিবর।
পুত্রেষ্টি যজ্ঞের হেতু হইলা সত্বর॥
অথর্ব্ব বেদের মতে বেদি বিরচিল।
মন্ত্রপূত করিয়া হোমাগ্নি জ্বালি দিল॥
স্বাহা স্বাহা বলি ঋষ্যশৃঙ্গ মহাঋষি।
আহুতি প্রদান করে পুরোভাগে বসি॥
চারিদিক ঘেরি বৈসে যত বিপ্রগণ।
সমস্বরে করে বেদমন্ত্র উচ্চারণ॥
যজ্ঞধূমে আকাশ হইল অন্ধকার।
আহুতির সঙ্গে শিখা জ্বলে বার বার॥
ঘৃতগন্ধে মোহিত হইল যজ্ঞস্থল।
যজ্ঞভাগ লইতে আইল দেবদল॥
দিব্যরথে বাসব করিলা আগমন।
সূর্য্যকান্ত-মণিময় কিরীট-ভূষণ॥
বরুণ আইলা চড়ি মকর বাহনে।
সঙ্গে লয়ে শত শত নদনদীগণে॥
সূর্য্য চন্দ্র বায়ু ধর্ম্মরাজ যজ্ঞেশ্বর।
অশ্বিনীকুমারদ্বয় আইলা সত্বর॥
দেবতা তেত্রিশ কোটী আসিয়া উদয়।
পিতামহ ব্রহ্মা আসি নিজ ভাগ লয়॥
চতুর্ভুজে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধরি।
যজ্ঞস্থানে আইলেন গোলোকবিহারী॥
পিতামহে অগ্রে করি যত দেবগণ।
বিষ্ণুর করয়ে স্তব আনন্দিত মন॥
আজি প্রভু আমাদের বড় ভাগ্যোদয়।
দেখিলাম তোমার রাতুল পদদ্বয়॥
সকলের গতি তুমি পুরুষপ্রধান।
দেবের দেবতা তুমি সবাকার প্রাণ॥
তপনের তাপ-তেজ তব করুণায়।
চাঁদের জ্যোৎস্না নাথ তোমারি কৃপায়॥
বরুণ-আলয় সিন্ধু আর নদ নদী।
তোমার আজ্ঞায় প্রবাহিত নিরবধি॥
তুমি স্থূল তুমি সূক্ষ্ম জগৎকারণ।
তুমি বিভু দয়াময় বিপদতারণ॥
দেবের দুর্গতি হর কর পরিত্রাণ।
রাবণের অত্যাচারে ওষ্ঠাগত প্রাণ॥
ব্রহ্মার পাইয়া বর কাহারে না মানে।
স্বর্গ ছাড়া করিয়াছে সব দেবগণে॥
বার বার সমরে পীড়িল সবাকারে।
অমর বলিয়া প্রাণ আছয়ে শরীরে॥
মেঘনাদ নামে পুত্র দুরন্ত এমনি।
বাসবে করিল বন্দি সমরেতে যিনি॥
কুম্ভকর্ণ ভ্রাতা তার বড়ই দুর্ব্বার।
দেখিলে তাহারে কাঁপে তনু সবাকার॥
কৃতান্তে করেনা ভয় এমনি দুরন্ত।
তারি ভয়ে যমপুরী ছেড়েছে কৃতান্ত।
দেবের ভরসাস্থল তুমি নারায়ণ।
মধুদৈত্যে বধি নাম শ্রীমধুসূদন॥
বলিরে ছলিলে ধরি বামন আকার।
সাধ্য কার বুঝে উঠে কৌশল তোমার॥
প্রহ্লাদে রাখিতে নরসিংহ অবতার।
স্মরিলে সে রূপ মনে ভয়ের সঞ্চার॥
বার বার বিপদে রাখিলে ভক্তগণে।
এবার রাখহ প্রভু বধিয়া রাবণে॥
সুরাসুর গন্ধর্ব্ব কিন্নর আদি সব।
রাবণের কাছে মানিয়াছে পরাভব॥
দেবের অবধ্য দুষ্ট পিতামহবরে।
বধহ তাঁহারে দেব নররূপ ধরে॥

বাঞ্ছাকল্পতরু তুমি হও ইচ্ছাময়।
তোমাতে কিছুই নাথ অসম্ভব নয়॥
পুত্রকামনায় যজ্ঞ করে দশরথ।
দয়া করি পূর্ণ কর তার মনোরথ॥
রামরূপে জনম লইয়া তার ঘরে।
বিনাশ করহ প্রভু দুষ্ট নিশাচরে॥
এতেক কহিয়া যোড়করে দেবগণ।
বিষ্ণুর যুগল পদ করিল বন্দন॥
স্তবে তুষ্ট হয়ে বিষ্ণু কহেন সকলে।
রাবণে বধিতে জনমিব মহীতলে॥
চারি অংশে সূর্য্যবংশে হয়ে অবতার।
প্রকাশিব লীলা লোকে অতি চমৎকার॥
হইয়াছে রাবণের বড় অহঙ্কার।
পতনসময় অতি নিকট তাহার॥
ভয় ত্যজি নিজস্থানে যাও দেবগণ।
এত বলি অন্তর্হিত হন নারায়ণ॥
এখানেতে ঋষ্যশৃঙ্গ পূর্ণাহুতি দিতে।
উঠিল পুরুষ এক যজ্ঞাগ্নি হইতে॥
অগ্নির সমান জ্যোতি অঙ্গেতে তাহার।
শিরে শোভা করে অতি দীর্ঘ জটাভার॥
আজানুলম্বিত বাহু চরুস্থালী করে।
অযোধ্যাপতির কাছে যায় ধীরে ধীরে॥
চারুস্থালী দশরথে করি সমর্পণ।
কহিল মহিষীগণে করাও ভোজন॥
সুধাতুল্য এই পায়সান্ন নৃপবর।
দিয়াছেন পিতামহ করিয়া আদর॥
ভক্তিভাবে এই চরু করিলে ভোজন।
বীর পুত্র প্রসব করিবে রাণীগণ॥
এত শুনি দশরথ পাতি দুই কর।
গ্রহণ করেন চরু হরিষ অন্তর॥
আনন্দে বিভোর তনু গিয়া অন্তঃপুরে।
দিলেন পায়স অন্ন চারি ভাগ করে॥
দুই ভাগ লইলেন কৌশল্যা মহিষী।
এক ভাগ লইলেন কৈকেয়ী রূপসী॥
অপর চতুর্থ ভাগ সুমিত্রা লইল।
কৌশল্যা আপন অর্দ্ধ তারে আনি দিল॥
এইরূপে যজ্ঞ চরু পেযে তিন জনে।
ভক্তিভাবে খাইলেন আনন্দিত মনে॥
অমোঘ যজ্ঞের ফল বিধির লিখন।
ক্রমে ক্রমে দেখা দিল গর্ভের লক্ষণ॥
শশিকলা সম দিন দিন বৃদ্ধি পায়।
দেখিয়া আনন্দস্রোত বহে অযোধ্যায়॥
অযোধ্যার পতি ভাসে আনন্দসাগরে।
নৃত্য গীত মহোৎসব হয় ঘরে ঘরে॥

বানরগণের জন্মবিবরণ।

অতঃপর শুন সবে কহি বিবরণ।
যেরূপে হইল সৃষ্টি ঋক্ষ কপিগণ॥
পিতামহ ডাকি বলে যত দেবগণে।
অবতার হবে বিষ্ণু বধিতে রাবণে॥
সত্য বটে নারায়ণ অতুলবিক্রম।
প্রতিজ্ঞা পালনে কভু নহেন অক্ষম॥
তবু দেখ মোসবার হিতের লাগিয়া।
মহীতে মনুষ্যরূপে জনমিলা গিয়া॥
তাঁহার সাহায্য করা উচিত সবার।
উপায় বিধান কর তোমরা ইহার॥
সৃষ্টি কর তোমা সবে নিজ নিজ তেজে।
কামরূপী পুরুষ অগণ্য ক্ষিতি মাঝে॥
শৌর্য্যে বীর্য্যে হবে সবে দেবের সমান।
নীতিজ্ঞ হইবে আর হবে বুদ্ধিমান॥
বায়ু জিনি বেগবান অবধ্য সমরে।
সর্ব্ব অস্ত্র অবগত হবে মোর বরে॥
বানরীসদৃশী বপু যতেক সুন্দরী।
গন্ধর্ব্বী পন্নগী যক্ষী ঋক্ষী বিদ্যাধরী॥

এই সবে উপগত হইয়া সকলে।
স্বজহ বানররূপী পুত্র মহাবলে॥
পূর্ব্বেই করেছি আমি জৃম্ভাত্যাগ সূত্রে।
সৃষ্টি জাম্ববান নামে এক বীর পুত্রে॥
ব্রহ্মার বচন শুনি দেবতা যতনে।
স্বজিতে লাগিল কপিরূপী পুত্রগণে॥
ইন্দ্রের অপত্য বালি বানরের পতি।
সুগ্রীবে স্বজিলা সুখে দেব দিনপতি॥
বৃহস্পতিপুত্র সেই তার নাম ধরে।
বুদ্ধিতে হইল শ্রেষ্ঠ বানর ভিতরে॥
বিশ্বকর্ম্মা-পুত্র নল অগ্নিপুত্র নীল।
হনুমান মহাবলে স্বজিল অনিল॥
মৈন্দ আর দ্বিবিদ সৌন্দর্য্যে অনুপম।
অশ্বিনীকুমারদ্বয় করিলা স্বজন॥
সুষেণ হইল সৃষ্ট বরুণ হইতে।
শরভের জন্ম হ'ল পর্জ্জন্য দেবেতে॥
এইরূপে আর আর যত দেবগণ।
সিদ্ধ বিদ্যাধর বনচারী ঋষিগণ॥
স্বজিল বানর মহাবল অগণন।
কামরূপী সবে তেজে যেন হুতাশন॥
সিংহ ব্যাঘ্র সদৃশ সকলে বল ধরে।
পাহাড় পর্ব্বত বৃক্ষ লয়ে যুদ্ধ করে॥
নখ দন্ত আয়ুধ গর্জ্জন ভয়ঙ্কর।
পদে বিদারয়ে ক্ষিতি কাঁপায় ভূধর॥
মদমত্ত মাতঙ্গে অনায়াসে ধরে বলে।
দূরে যায় মৃগরাজ সে সব দেখিলে॥
বালির আশ্রমে বহু বানর রহিল।
ঋক্ষবান পর্ব্বত উপরে কেহ গেল॥
অপর অনেক ঋক্ষ বানর প্রধান।
রাবণ বধের হেতু মহা বীর্য্যবান॥
পৃথিবী ব্যাপিয়া রহে অলক্ষিতে গতি।
গাইল আনন্দে কবি বানর উৎপত্তি।

রামের জন্ম।

যজ্ঞ করি সমাধান, ঋষ্যশৃঙ্গ মতিমান,
বিদায় চাহেন দশরথে।
শুনি অযোধ্যার পতি, করি বহু স্তব স্তুতি,
ঋষিরে তোষেন বিধিমতে॥
রথ গজ তুরঙ্গম, মণি মুক্তা নানা ধন,
বসন ভূষণ নানা জাতি।
দাস দাসী অগণন, তুষিতে ঋষির মন,
দিলেন যতনে নরপতি॥
মহিষীরা হৃষ্টমনে, মণিময় আভরণে,
শান্তারে সাজায় মনোমত।
পতি পত্নী উভয়েরে, কান্দিয়া বিদায় করে,
সঙ্গে দিয়া রক্ষী শত শত॥
আর যত তপোধন, পেয়ে আশাতীত ধন,
সবে তুষ্ট দশরথ প্রতি।
আশীর্ব্বাদ প্রাণ খুলে; করি দুটী বাহু তুলে,
তপোবনে গেলা হৃষ্টমতি॥
নিমন্ত্রিত রাজগণে, তুষি মিষ্ট সম্ভাষণে,
দাস দাসী সঙ্গে যত ছিল।
সকলে অযোধ্যাপতি, দিয়া মণি মুক্তা মতি,
সমাদরে বিদায় করিল॥
অনাহূত বরাহূত, আইল অতিথি যত,
সকলে সন্তুষ্ট হ'য়ে দানে।
শতমুখে যশ গান, করিতে করিতে যান,
ফিরে সবে নিজ নিজ স্থানে॥
কেহ বলে হেন যজ্ঞ, অযোধ্যাপতির যোগ্য,
অন্য পরে সম্ভব না হয়।
লক্ষ লোকে রেতেদিনে, এলে গেল খাদ্য এনে,
ক্রমাগত দিন পাঁচ ছয়॥
আয়োজন অপ্রমেয়, চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়,
শ্রান্তি মিটে খেয়েছি কদিন।

সন্দেশ কত প্রকার, গণে শেষ করা ভার,
খাওয়াত নিতান্ত সুকঠিন ॥
জিলিপি মিঠাই গজা, ছানাবড়া ঘিয়ে ভাজা,
রসগোল্লা রসের ভাণ্ডার।
দেদো মণ্ডা আধা ছানা, জন্মে ভাই ভুলিব না,
জানিনা আমদানি কোথাকার ॥
কাঁচাগোল্লা এ প্রকার, খাইনি জনমে আর,
ঘিয়ে তার হাত ভেসে যায়।
প্রত্যেক লালমোহন, এক পো ক'রে ওজন,
সাধ্য কি পাঁচটা কেউ খায় ॥
মিহিদানা চমৎকার, বিলম্ব মুখে দিবার,
গলে যায় সঙ্গে সঙ্গে ভাই।
ঘুরেছি অনেক দেশ, এমন ধারা সন্দেশ,
কোথায় কখন খাই নাই।
বিদায় অতি সুন্দর, ব্রাহ্মণের দশ মোহর,
সিধার বরাদ্দ মণ মণ।
কোন দিকে নাই ত্রুটী, গিন্নীকে চেলির শাড়ী,
নথটি ভরির নয় কম ॥
এইরূপে চারিদিকে, ধন্য ধন্য সব লোকে,
করিতে লাগিল বার বার।
এখানে অযোধ্যাপুরে, শুন যা হইল পরে,
রামরূপে বিষ্ণু অবতার ॥
চৈত্র মাস নবমীতে, পুনর্ব্বসু নক্ষত্রেতে,
শুভলগ্ন কর্কট মিশিল।
রবি গুরু শুক্র গ্রহ, মঙ্গল শনির সহ,
পঞ্চগ্রহ তুঙ্গী হইল ॥
মকর কর্কট রাশি, তুলা মেষ মীনে মিশি,
শুভযোগ উদয় যখন।
কৌশল্যা রাজমহিষী, প্রসবিলা পূর্ণ শশী,
সম পুত্র সর্ব্ব সুলক্ষণ ॥
দূর্ব্বা নবঘনশ্যাম, সুচিকণ তনু রাম,
হস্তপদ রক্তবর্ণ ধরে।
নয়নের প্রান্তদ্বয়, রকত বরণ হয়,
মুখকান্তি মন মুগ্ধ করে ॥
রূপের ছটায় তার, বিনাশিল অন্ধকার,
দেখি আঁখি নিমিখ পাসরে ॥
বিষ্ণু অংশে অবতীর্ণ, সেই রূপ সেই বর্ণ,
সেই হাব ভাব শিশু ধরে ॥
কৈকেয়ী মহিষী পরে, ভরতে প্রসব করে,
সুমিত্রার যমজ তনয়।
গৌরকান্তি সুলক্ষণ, ভূমিষ্ট হ'ন লক্ষ্মণ,
পরে শত্রুঘ্নের জন্ম হয় ॥
নিরখি পুত্রের মুখ, পাসরিয়া সব দুখ,
রাজা ভাসে আনন্দসাগরে।
শূন্য করি কোষাগার, মণি মুক্তা ভারে ভার,
বিলাইল সমস্ত নগরে ॥
শুক্ল শশধর যথা, শিশুগণ বাড়ে তথা,
ক্রমে আধো আধো কথা ফুটে।
নবীন কোমল দেহ, হৃদে ধরি অহরহ,
রাজার মনের সাধ মিটে ॥
বয়স পঞ্চম বর্ষে, হাতে খড়ি দিয়া হর্ষে,
আরম্ভ করিলা বিদ্যাশিক্ষা।
তারপর শুভদিনে, লয়ে পুত্র চারিজনে,
ধনুর্ব্বেদে করিলেন দীক্ষা ॥
দর্শন শ্রবণ মাত্রে, সুশিক্ষিত সর্ব্ব শাস্ত্রে,
হইতে লাগিলা পুত্রগণ।
পিতামাতা তাহা দেখি, অন্তরে পরম সুখী,
আনন্দে মগন পৌরজন ॥
প্রথম হইতে রাম, লক্ষ্মণের গুণগ্রাম,
দেখি প্রিয় করেন তাহারে।
লক্ষ্মণ ভকতিযোগে, রামের চরণযুগে,
বিক্রীত হইল একেবারে ॥
শত্রুঘ্ন ভরতে গত, ছায়া আর কায়া মত,
দুটীতে সর্ব্বদা এক ঠাঁই।

এইরূপে বাল্যকালে, অযোধ্যায় কুতুহলে,
সময় কাটেন চারি ভাই ॥

বিশ্বামিত্রের আগমন।

উপযুক্ত বয়স দেখিয়া পুত্রগণে।
মনন করিলা উপনয়ন বিধানে॥
পুরোহিত বশিষ্ঠ বাছিয়া শুভক্ষণ।
বেদবিধি মতে কার্য্য করেন সাধন॥
পরে কিছুকাল গতে পরিণয় দিতে।
দশরথ ভাবিলেন আপনার চিতে॥
বসি মন্ত্রিগণ মধ্যে বশিষ্ঠে লইয়া।
যুক্তি করে দশরথ বিবাহ লক্ষিয়া॥
হেনকালে বিশ্বামিত্র দ্বারে উপনীত।
নৃপে বার্ত্তা দিতে কথা দ্বারীর সহিত॥
যাও দ্বারী শীঘ্র করি জানাও রাজারে।
গাধিপুত্র বিশ্বামিত্র দাঁড়াইয়া দ্বারে॥
আছে প্রয়োজন মোর বিলম্ব না সবে।
মনোগত বিজ্ঞাপন সাক্ষাতে হইবে॥
এত শুনি দ্বারপাল হয়ে ত্বরান্বিত।
করপুটে রাজার নিকটে উপনীত॥
বিশ্বামিত্র আগমন জানিয়া রাজন।
পাত্র মিত্র সহ দ্বারে করেন গমন॥
পাদ্য অর্ঘ্যে পূজিয়া যতনে ঋষিবরে।
সমাদরে আনিলেন পুরীর ভিতরে॥
বসাইয়া দিব্যাসনে জিজ্ঞাসি কুশল।
কহিতে লাগিলা পরে ব্রাহ্মণবৎসল॥
অযোধ্যা হইল ধন্য তব আগমনে।
পবিত্র এ পুরী মোর ও পদ পর্শনে॥
শুভক্ষণে হইল যে আজি নিশা ভোর।
দরশনে পবিত্র হইল আঁখি মোর॥
অপুত্রকে মনোমত পুত্র যদি মিলে।
চির অন্ধ সুখী যথা নয়ন পাইলে॥
দরিদ্র পাইলে ধন আনন্দ যেমন।
হারা নিধি ফিরে পেলে সুখী যথা মন॥
তৃষ্ণার্ত্ত পাইয়া পয় বারিশূন্য স্থানে।
ততোধিক সুখী আমি তব দরশনে॥
কহ প্রভু কি লাগি হেথায় আগমন।
কোন কার্য্য আমি তব করিব সাধন॥
হউক দুঃসাধ্য প্রভু নির্ভয়ে কহিবে।
দেবের দুর্লভ যদি তথাপি মিলিবে॥
শুনিয়া রাজার বাণী সানন্দ অন্তরে।
রাজ্যের কুশল আগে জিজ্ঞাসে তাহারে॥
ইক্ষ্বাকুবংশের কীর্ত্তি করিয়া কীর্ত্তন।
রাজার প্রশংসা বহু করে তপোধন॥
সূর্য্যবংশ সমুজ্জ্বল তোমার সুযশে।
জগৎ যুড়িয়া তব গুণগ্রাম ঘোষে॥
ব্রাহ্মণবৎসল কেবা তোমার সমান।
তোমা বিনা কে রাখিবে ব্রাহ্মণের মান॥
সত্যপ্রিয় ধর্ম্মনিষ্ঠ তুমি হে রাজন।
করিলে প্রতিজ্ঞা যাহা করহ পালন॥
বার বার করিতেছি যজ্ঞ অনুষ্ঠান।
বিঘ্ন করে রাক্ষসে না হয় সমাধান॥
কামরূপী নিশাচর মারীচ সুবাহু।
অলক্ষিতে থাকে সদা নাহি দেখে কেহ॥
অকস্মাৎ কোথা হইতে আইসে দুর্জ্জন।
রক্ত মাংস বেদি মধ্যে করে নিক্ষেপণ॥
পুনঃপুন এইরূপে কত বাধা দিল।
কথায় কহিব কত যে দশা করিল॥
যজ্ঞকুণ্ড কভু তারা প্রস্রাবে ভাসায়।
পূজার দ্রব্যেতে কভু পুরীষ ফেলায়॥
রাজধর্ম্ম রাখ রাখ আমার বচন।
যজ্ঞরক্ষা হেতু রামে করহ অর্পণ॥
রাম বিনা নিশাচরে অন্যে না আঁটিবে।
যজ্ঞ পূর্ণ হবে মোর তাহার প্রভাবে॥

রাখহ প্রতিজ্ঞা রাজা রাখ বংশখ্যাতি।
পাঠাইয়া দেহ রামে আমার সংহতি।
করিব রামের হিত বিবিধ প্রকারে।
অমোঘ আয়ুধ দিব মন্ত্রপূত ক'রে॥
দশদিন মাত্র রবে আমার আশ্রমে।
যজ্ঞশেষে ফিরে পাবে তোমার শ্রীরামে॥

বিশ্বামিত্রের করে রামকে সমর্পণ।

অন্তরে দারুণ ভয় মুখে কিন্তু হাসি।
রাজা বলে হেন বুদ্ধি কেন তব ঋষি॥
কিশোর বয়স রাম যুদ্ধের কি জানে।
রাক্ষসের রণে পাঠাইব কোন প্রাণে॥
দারুণ মায়াবী দুষ্ট মারীচ সুবাহু।
আজ্ঞা কর সমরে যাউক অন্য কেহু॥
সেনাপতি সঙ্গে লয়ে চতুরঙ্গ দল।
সর্ব্বদা করিবে রক্ষা তব যজ্ঞস্থল॥
অথবা করিলে আজ্ঞা আপনি যাইব।
এক শরে নিশাচরে পরাণে বধিব॥
যতদিন না হইবে যজ্ঞ সমাধান।
প্রহরী রহিবে করে ধরি ধনুর্ব্বাণ॥
আমার বীরত্ব তব অবিদিত নয়।
সুরাসুর গন্ধর্ব্বে কখন নাহি ভয়॥
আমারে ঠেলিয়া রামে লইতে প্রয়াস।
দেখিয়া অন্তরে হয় বিষম তরাস॥
বালকস্বভাব রাম চঞ্চল প্রকৃতি।
শিখে নাই এখনো সম্যক যুদ্ধনীতি॥
তাহারে লইলে কার্য্যসিদ্ধি না হইবে।
অকারণ তব দাসে পরাণে বধিবে॥
বৃদ্ধকালে বহুকষ্টে পেয়েছি এ ধন।
প্রাণের অধিক রাম অন্ধের নয়ন॥
তিলেক না দেখি যদি ও চাঁদ বদন।
অন্ধকারময় প্রভু হয় ত্রিভুবন॥

একাকী এ হেন পুত্রে রাক্ষসের রণে।
পারিব না পাঠাইতে মিনতি চরণে॥
বিশ্বামিত্র বলে তবে শুনহ রাজন।
পৌলস্ত্য বংশেতে জন্ম রাক্ষস রাবণ॥
ব্রহ্মার বরেতে দুষ্ট নাহি মানে কারে।
পীড়ন করিয়া ফেরে সকল সংসারে॥
চর দিয়া যজ্ঞে বিঘ্ন করে দুরাশয়।
এমনি দুর্জ্জন ব্রহ্মশাপে নাহি ভয়॥
রাম বিনা অন্যে না আঁটিবে নিশাচরে।
নির্ভয়ে সঁপহ তব পুত্রে মোর করে॥
একা যদি রামে নাহি পার পাঠাইতে।
সুমিত্রানন্দনে দেহ তাহার সহিতে॥
আমার আশ্রিত হয়ে রবে দুটী ভাই।
তাহাদের লাগি তব কোন চিন্তা নাই॥
রাজা বলে ক্ষমা কর গাধির-নন্দন।
নয়নের মণি মোর শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
তাহাদের ছাড়ি অন্য যে কিছু মাগিবে।
বিনা বাক্যব্যয়ে দশরথ তাহা দিবে॥
আজ্ঞা হ'লে এখনি জীবন দিতে পারি।
তিলেক রহিতে তবু নারি রামে ছাড়ি॥
এত যদি কহিলেন অযোধ্যার পতি।
জ্বলন্ত অনলে যেন পড়িল আহুতি॥
কম্পিত অধর ওষ্ঠ কম্পিত বচনে।
তিরস্কার করি মুনি কহে ক্রোধ মনে॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া যেই না পারে পালিতে।
উচিত রসনা তার কাটিয়া ফেলিতে॥
সুখে থাক রামে লয়ে যাই আমি বনে।
তোমার এ যশ ঘুষিবেক ত্রিভুবনে॥
ইক্ষ্বাকুবংশেতে হেন নৃপতি হইল।
প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা রাখিতে নারিল॥
প্রতিজ্ঞালঙ্ঘন পাপ ভুঞ্জিবে সর্ব্বথা।
না হবে খণ্ডন এই শাস্ত্র-উক্ত কথা॥

এতেক বলিল যদি কুশিকনন্দন।
বশিষ্ঠ মহর্ষি দশরথ প্রতি কন॥
কি হেতু চিন্তিত এত কেনে বা কাতর।
রক্ষা কর কুলধর্ম্ম হইয়া সত্বর॥
করিলে প্রতিজ্ঞা দিবে গাধির নন্দনে।
যেবা রুচি চাহিবে সে তব বিদ্যমানে॥
এখন পশ্চাৎপদ হও কি কারণ।
ব্রহ্মশাপে ভয় নাই এ আর কেমন॥
চিনিলে না পুত্রে তব রাম ব্রহ্মময়।
তাহার কারণে তব নাহি কিছু ভয়॥
ত্রিজগতে তার তুল্য বীর্য নাই আর।
রাক্ষস সংহার তার পক্ষে নহে ভার॥
যজ্ঞ রক্ষা হেতু মাত্র সাধিতে মঙ্গল।
রামে চাহিছেন মুনি করিয়া কৌশল॥
অদ্ভুত আশ্চর্য্য অস্ত্র শস্ত্র শত শত।
আছয়ে মুনির ঠাঁই শঙ্কর প্রদত্ত॥
দক্ষকন্যা জয়া আর সুপ্রভা নামেতে।
প্রসবিলা শত অস্ত্র বিখ্যাত জগতে॥
সেই সব অস্ত্র রামে করিবারে দান।
যজ্ঞ রক্ষা ছলে মুনি তব পুত্রে চান॥
মারীচ সুবাহু সম আসে শত শত।
মুহূর্ত্তেকে বিনাশিতে পারে গাধিসুত॥
যতদিন রামে রাখিবেন তপোধন।
কার সাধ্য করে তার অনিষ্ট সাধন॥
অতএব শঙ্কা ত্যজি নিশ্চিন্ত অন্তরে।
শ্রীরাম লক্ষ্মণে সঁপি দেহ ঋষিকরে॥
বশিষ্ঠবচনে দশরথ ত্যজি ভয়।
চাহিলেন বিশ্বামিত্রে দিতে পুত্রদ্বয়॥

রামের বিশ্বামিত্রাশ্রমে গমন।

তবে রাজা দশরথ কৌশল্যা সহিতে।
শ্রীরাম লক্ষ্মণে সাজাইলা মনোমতে॥
মঙ্গলাচরণ করি শাস্ত্রের বিধানে।
সঁপিলেন দুই পুত্রে মুনির চরণে॥
বিশ্বামিত্রগত রামে দেখিয়া পবন।
বহিতে লাগিল ধীরে জুড়াইয়া মন॥
সুখস্পর্শ সুশীতল নির্ম্মল প্রবাহে।
আনন্দে অনিল আজি অযোধ্যায় বহে॥
সরগে আনন্দধ্বনি দেবের সমাজে।
মহাশব্দ করিয়া দুন্দুভি সদা বাজে॥
পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলা দেববালা।
রামের গলায় পড়ে পারিজাতমালা॥
সুমঙ্গল চিহ্ন হেরি অযোধ্যার পতি।
ভয় ত্যজি হইলেন অতি হৃষ্টমতি॥
পুরবাসিগণ সবে আনন্দে মগন।
রামজয় রবে পূর্ণ করিল ভবন॥
মুনির পশ্চাতে তবে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
সাজিয়া বীরের বেশে করেন গমন॥
ধরিলা অপূর্ব্ব ধনু তূণীর পৃষ্ঠেতে।
মেঘবর্ণ সুশাণিত খড়্গ ধরে হাতে॥
দুর্ভেদ্য উজ্জ্বল বর্ম্মে আঁটি কলেবর।
অঙ্গুলে অঙ্গুলিত্রাণ পরিলা সুন্দর॥
সর্ব্বাঙ্গে পরিল মণিময় আভরণ।
রূপেতে নয়ন মন করিয়া হরণ॥
অযোধ্যা হইতে সবে ছয় ক্রোশ দূরে।
হইলেন উপনীত সরযূর তীরে॥
মুনি কন বিলম্বে নাহিক প্রয়োজন।
সরযূর নীরে রাম কর আচমন॥
বলা অতিবলা মন্ত্র তবে দিব দান।
যার তেজে সর্ব্ব কার্য্যে হবে ক্ষমবান॥
না জানিবে পথশ্রান্তি ইহার প্রভাবে।
কোন কার্য্যে কখন আলস্য না হইবে॥
অসমর্থ সুষুপ্ত বা থাকিলে নির্ভয়।
শত্রু নাহি পারিবে করিতে তোমা জয়॥

মহীতে অজেয় হবে এই মন্ত্রবলে।
বুদ্ধি জ্ঞানে হারাইতে পারিবে সকলে॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা না জানিবে মোর মন্ত্রগুণে।
দুর্লভ এ মহামন্ত্র অন্যে নাহি জানে॥
এত শুনি রামচন্দ্র করি আচমন।
মুনির নিকটে মন্ত্র করেন গ্রহণ॥
মন্ত্রের প্রভাবে বল বিক্রম বাড়িল।
দিবাকরসম তেজ দেহে প্রকাশিল॥
ভক্তিভাবে দাশরথি বন্দে মুনিবরে।
প্রসন্ন হইয়া ঋষি আশীর্ব্বাদ করে॥
তারপর সরযূর উত্তর তীরেতে।
রহিলেন সেই নিশা আনন্দিত চিতে॥
নানারূপ প্রসঙ্গ তুলিয়া ঋষিবর।
শ্রীরাম লক্ষ্মণে শিক্ষা দেন বহুতর॥
সাধুসঙ্গ এমনি মধুর মহীতলে।
রাজভোগ ভুলে রাম শুয়ে তরুতলে॥
উঠিয়া প্রভাতে সবে সরযূর জলে।
সন্ধ্যাবন্দনাদি সারি অতি কুতুহলে॥
গমন করেন সরযূর তীর ধরি।
কতক্ষণে সঙ্গমের স্থলেতে উত্তরি॥
ত্রিপথগামিনী গঙ্গা দেখি দাশরথি।
মধুর বচনে জিজ্ঞাসেন মুনি প্রতি॥
কহ তপোধন এই কাহার আশ্রম।
কোন্ তীর্থ হয় এই সরযূসঙ্গম॥
বড়ই সুন্দর স্থান নয়নরঞ্জন।
বিবরিয়া কর মোর কৌতুক ভঞ্জন॥
মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র রামবাক্য শুনি।
কহেন শুনহ বৎস পূর্ব্বের কাহিনী॥
স্বয়ম্ভূ শঙ্কর তপ করি এই স্থানে।
বিবাহ করিয়া ফিরি যান নিকেতনে॥
এমন সময়ে কাম করিয়া সন্ধান।
হরকোপে এই স্থানে হারাইল প্রাণ॥
তদবধি অঙ্গহীন হইল মদন।
এ স্থানের 'অঙ্গ' নাম সেই সে কারণ॥
পরম পবিত্র এই তীর্থ মহীতলে।
আজি নিশা এই স্থানে রহিব সকলে॥
বহু তাপসের বাস হয় এই স্থানে।
দেখিলে সে সবে বড় প্রীতি পাবে মনে॥
শঙ্করের শিষ্য তারা পবিত্রহৃদয়।
দর্শন করিলে হয় পুণ্যের সঞ্চয়॥
এত বলি কুশাসন পাতি তরুতলে।
বিশ্রাম করেন সুখে তথায় সকলে॥

সরযূ, কারুষ, মলদ ও তাড়কার উপাখ্যান।

প্রভাতে উঠিয়া সবে পরম হরিষে।
সন্ধ্যাবন্দনাদি করি চলিলেন শেষে॥
মধুর বচনে রাম জিজ্ঞাসে মুনিরে।
সরযূবৃত্তান্ত কিছু বলুন আমারে॥
মুনি কন কৈলাস শেখরে রম্যস্থান।
আছে সরোবর এক শোভার নিদান॥
মানসে সৃজিল ব্রহ্মা এই সরোবরে।
মানসরোবর নাম তাই দিলা তারে॥
সেই সরোবর হৈতে উৎপত্তি ইহার।
তাইতে সরযূ নাম হইল প্রচার॥
এইরূপে কথায় কথায় তিন জনে।
আসি উপনীত সবে সরযূ দক্ষিণে॥
দেখিয়া তথায় এক ভয়ঙ্কর বন।
মুনিরে জিজ্ঞাসে পুন শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
কহ ঋষিবর এই কোন বন হয়।
কার অধিকার কহ করিয়া নিশ্চয়॥
মুনি বলে কহিব বনের বিবরণ।
মন দিয়া রাম তুমি করহ শ্রবণ॥

পূর্ব্বে দেবতার যত্নে দুই জনপদ।
পরম সমৃদ্ধিশালী কারূষ মলদ॥
হইল সৃজিত এই স্থানে যে প্রকারে।
শুন সবিশেষ আমি বলিব তোমারে॥
বৃত্রাসুরে বধি ইন্দ্র হয়ে মলপূর্ণ।
এই স্থানে আসি হইলেন অবতীর্ণ॥
ক্ষুধা আর ব্রহ্মহত্যা তাঁহার শরীরে।
প্রবেশ করিল দোঁহে আসিয়া অচিরে॥
দেবগণ ইন্দ্রকে মলিন দেখি অতি।
গঙ্গাজলে ধৌত করে তাহার মুরতি॥
এরূপে কারূষ আর মলমুক্ত হয়ে।
কহিলেন দেবরাজ প্রফুল্ল হৃদয়ে॥
কারূষ মলদ নামে দুই জনপদ।
হবে এই স্থানে পূর্ণবিভবসম্পদ॥
ইন্দ্রবরে দুই রাজ্য হইল অচিরে।
ধন জনে ছিল খ্যাত ভারত ভিতরে॥
নিত্য নিত্য যাগযজ্ঞ হইত এখানে।
আসিত সর্ব্বদা শত শত ঋষিগণে॥
কালক্রমে ভয়ঙ্করা তাড়কা রাক্ষসী।
এই দুই রাজ্যে উপনীত হ'ল আসি॥
সহস্র হস্তীর বল ধরে নিশাচরী।
নিত্য নিত্য প্রজাগণে খায় ধরি ধরি॥
জনশূন্য ক্রমে ক্রমে হইল নগর।
রাজ্য ছাড়ি দুই রাজা গেলা স্থানান্তর॥
জীব মাত্র না রহিল রাজ্যের ভিতরে।
দশ দিকে পলাইল তাড়কার ডরে॥
চেয়ে দেখ চারিদিকে দেখিবে এখনি।
অস্থিতে ঢাকিয়া আছে সমস্ত মেদিনী॥
নগরের চিহ্নমাত্র আছে অবশেষ।
নিবিড় অরণ্যে ঢাকিয়াছে দেখ দেশ॥
এখনো নিরোধি পথ সদা বসে থাকে।
ভক্ষণ করয়ে নিকটেতে পায় যাকে॥
মারীচ তাহার পুত্র অতি ভয়ঙ্কর।
বিক্রমে ইন্দ্রের তুল্য হয় নিশাচর॥
শুনহ রাঘব তুমি আমার বচন।
তাড়কায় বধ কর প্রকাশি বিক্রম॥
তাড়কা অভাবে যাবে লোকের আপদ।
পুন প্রতিষ্ঠিত হবে দুই জনপদ॥
এত বলি নিবর্ত্তিল বিশ্বামিত্র মুনি।
বিনয়ে শ্রীরাম কন সুমধুর বাণী॥
কহ প্রভু কৌতূহল শুনিতে আমার।
কেমনে এমন শক্তি হ'ল তাড়কার॥
সহজে অবলা সেই অতি অল্প প্রাণী।
কার বরে হেন বল লভিল রমণী॥
বিশ্বামিত্র কহেন শুনহ রঘুবর।
তাড়কার জন্মকথা অতি চমৎকার॥
সুকেতু নামেতে যক্ষ অতি বলবান।
অপুত্রক হেতু সেই সদা বিদ্যমান॥
কঠিন তপস্যা করি তুষিয়া ব্রহ্মারে।
লভিল তাড়কা নামে কন্যা তার বরে॥
সহস্র হস্তীর বল বরেতে হইল।
তাড়কার যশে ক্রমে ধরণী পূরিল॥
বিবাহের যোগ্য কন্যা হইল যখন।
সুন্দকে সুকেতু তারে কৈলা সমর্পণ॥
মারীচ নামেতে পুত্র হইল তাহার।
মহামায়ী মারীচ বিখ্যাত ত্রিসংসার॥
সুন্দের বিনাশ হ'ল অগস্ত্যের শাপে।
মুনিরে গিলিতে যায় কন্যা সেই তাপে॥
দেখি মুনি শাপ দিলা করি অতি রোষ।
পুত্রের সহিত থাক হইয়া রাক্ষস॥
তদবধি পুণ্যভূমি অগস্ত্য-আশ্রম।
তাড়কার পীড়নে হইল মহাবন॥
গো ব্রাহ্মণ হিত হেতু হে রঘুনন্দন।
অচিরে করহ বৎস তাড়কা নিধন॥

স্ত্রীবধ বলিয়া ভয় নাহি কর মনে।
রাজধর্ম্ম পালহ রাখিয়া প্রজাগণে ॥
রাজপুত্র তুমি ভাবী রাজা অযোধ্যার।
প্রজারক্ষা সনাতন ধর্ম্ম যে তোমার ॥

তাড়কা বধ।

এতেক কহিয়া বিশ্বামিত্র নিবর্ত্তিল।
তবে দাশরথি তারে কহিতে লাগিল ॥
আসিবার কালে পিতা কহিলেন মোরে।
রাখিবে ঋষির বাক্য প্রাণপণ করে ॥
পিতার আজ্ঞায় আর তোমার আদেশে।
বিনাশিব তাড়কায় চক্ষুর নিমিষে ॥
এত বলি বন্দিয়া ঋষির পদ দুটি।
কটিতে পিঙ্গলবাস বান্ধিলেন আঁটি ॥
বিপুল ধনুকে গুণ দিয়া শীঘ্রগতি।
পুনঃপুন টঙ্কার দিলেন দাশরথি ॥
মেঘের গর্জ্জনে রাম ছাড়ে সিংহনাদ।
শুনি পশুপক্ষিগণ গণিল প্রমাদ ॥
সিংহ ব্যাঘ্র গুহা ত্যজি পলায় তরাসে।
ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী সব উড়িল আকাশে ॥
হুহুঙ্কার শব্দে আর ধনুর টঙ্কারে।
প্রলয় গণিয়া জীব মাত্র যায় দূরে ॥
তাড়কা সে রব শুনি স্তম্ভিত হইল।
ক্রোধ করি শব্দ ধরি ধাইতে লাগিল ॥
পদের তাড়নে আর নাকের নিশ্বাসে।
অন্ধকার করি ধূলা উড়িল আকাশে ॥
বড় বুড় বৃক্ষ অঙ্গে ঠেকি ভাঙ্গি পড়ে।
মেঘের হাঁকুনি যেন দন্ত কড়মড়ে ॥
বিকট বদনে দন্ত অতি ভয়ঙ্কর।
নাসিকার রন্ধ্র যেন পর্ব্বতগহ্বর ॥
জবার বরণ আঁখি সঘনে ঘুরায়।
থাকিয়া থাকিয়া তাহে অগ্নি বাহিরায় ॥
দগ্ধ শালতরুসম বাহু দুটি তার।
পাতালবিবরসম বদনবিস্তার ॥
গিরিচূড়া জিনিয়া চরণ দুই খান।
বাহু পসারিয়া আসে রাম বিদ্যমান ॥
রামে দেখি বিকট বদনে অট্ট হাসি।
কহিল আমার নাম তাড়কা রাক্ষসী ॥
জাননা এ বন হয় মোর অধিকার।
কি সাহসে এখানে হইলি আগুসার ॥
বালক হইয়া সাধ আমার সময়ে।
থাক থাক এখনি পাঠাব যম ঘরে ॥
বহুকাল জনশূন্য হইয়াছে বন।
না পাই খাইতে নরমাংস সে কারণ ॥
এত বলি যোজন বিস্তৃত দুই কর।
বাড়ায় রাক্ষসী মেলি মুখ ভয়ঙ্কর ॥
তাহা দেখি রামচন্দ্র হইয়া সত্বর।
ধনুকে যোড়েন ক্ষুরধার দুই শর ॥
আকর্ণ টানিয়া গুণ ছাড়িতে সে বাণ।
দুটী বাহু কাটিয়া হইল খান খান ॥
মহা শব্দে কাটা বাহু পড়িল ধরায়।
রুধিরের স্রোতে বনভূমি ভেসে যায় ॥
তবে কামরূপী মায়া করিয়া বিস্তার।
শিলাবৃষ্টি করিয়া করিল অন্ধকার ॥
উঠিল বিষম ঝড় কাঁপাইয়া বন।
ভাঙ্গিল পাদপ কত কে করে গণন ॥
প্রলয় ভাবিয়া রাম চিন্তিত অন্তর।
মুনি বলে ছাড় বাণ হইয়া সত্বর ॥
ঐ দেখ রাক্ষসী আসিছে মুখ মেলি।
জ্বলিছে নয়ন দেখা যায় দন্তগুলি ॥
মুনির বচনে সাহসেতে করি ভর।
ধনুকে যুড়িলা পুন অগ্নি হেন শর ॥
বনস্থলী উজলি চলিল সেই বাণ।
তাড়কার বুকে বাজে বজ্রের সমান ॥

বিকট চীৎকার করি রাক্ষসী পড়িল।
দেহভরে বনস্থলী কাঁপিয়া উঠিল॥
পড়িল তাড়কা যদি দেখি দেবগণে।
স্বরগে দুন্দুভি শব্দ করিল সঘনে॥
পুষ্পবৃষ্টি করি আবরিল বনস্থল।
নাচে গায় অবিরত অপ্সরী সকল॥
বনচর নিষ্কণ্টক হইল সকলে।
সিদ্ধ ঋষি পুরবাসী ফেরে দলে দলে॥
অচিরে অরণ্য কাটি দুই জনপদ।
হইল তথায় পুনঃ কারূষ মলদ॥
মুনি কন অদ্য নিশা থাকি এই বনে।
কল্য যাব সবে মেলি আমার আশ্রমে॥
এত শুনি রামচন্দ্র লইয়া লক্ষ্মণে।
মুনির সহিত রাত্রি বঞ্চিলেন বনে॥

বিশ্বামিত্রের নিকট রামের অস্ত্রলাভ।

শশীর সৌভাগ্য নাশি, অবসান হ'লো নিশি,
পারিষদ তারাদল পড়িল সরিয়া।
নাথের দুর্দ্দশা দেখি, কুমুদিনী মুদি আঁখি,
বড় দুঃখে থাকে রামা বদন ঢাকিয়া॥
ধনের গরবে যারা, পারিষদ তারা যেরা,
কান্তা কুমুদিনী মুখে বিকাশে সুষমা।
ভাবেনা সুখের নিশা, গৌরবের পূর্ণ দশা,
প্রভাত হইবে চিরদিন রহিবে না॥
এদিকে পূরব ভালে, অরুণ কিরণ জালে,
নববধূ ভালে যথা সিন্দূরের ফোঁটা।
নব তনু নব রূপ, নব নব রসকূপ,
বিকাশি বাড়ায় সৌন্দর্য্যের কত ছটা॥
জলে স্থলে নভঃমাঝে, সকলে সোণার সাজে,
সাজায় আপন করে করিয়া রঞ্জিত।
নীলিমা হরিৎ কৃষ্ণ, সবে যেন করি নষ্ট,
শিশুর হাসির মত করয়ে মোহিত॥
ক্ষণমাত্র আগে ধরা, অন্ধকারে ছিল ভরা,
কে জ্বালিল দীপ লক্ষ যোজন অন্তরে।
যার তেজে অন্ধকার, একেবারে ছারখার,
করিল এমন বাজী কোন্ বাজীকরে॥
ধন্য রে নাস্তিক ভাই, তোরে বলিহারি যাই,
হেন বাজী দেখি নাই মান জগদীশে।
কর্ত্তা না থাকিলে ঘরে, ভৃত্যে কোথা কাজ করে,
দেখে শুনে চিরকাল হ'লনা এ দিশে॥
ছাড়ি কূট তর্ক ভাই, আইস প্রভাতে গাই,
আমার বিভুর গুণগাণ সবে মিলি।
ঐ শুন পাখীগণ, তরুশিরে আরোহণ,
করি তাঁরি গুণ গায় সমস্বর তুলি॥
মৃদুল শীতল বায়, পরশে জুড়ায় কায়,
অনিল কোথায় পায় এত মধুরতা।
ভাবিয়া দেখহ মনে, তাঁহার করুণা বিনে,
পাইবে পীযূষ এত বল আর কোথা॥
পাখীর সুস্বর শুনি, নিদ্রা ত্যজি মহামুনি,
ঈশ্বর স্মরণ করি আপনার মনে।
বলেন ঘুমাও কত, রজনী হইল গত,
সাড়া পেয়ে জাগে রাম লক্ষ্মণ দুজনে॥
সন্ধ্যা সারে তিন জনে, তবে মুনি হৃষ্ট মনে,
কহিলা রাঘব শুন আমার বচন।
বধি দুষ্ট তাড়কারে, বড় তুষ্ট কৈলা মোরে,
আশীর্ব্বাদ করি লভ সুদীর্ঘ জীবন॥
গাধি বিধি বিষ্ণু হরে, কঠোর তপস্যা ক'রে,
লভিয়াছি মহা অস্ত্র অজেয় জগতে।
দেখি তব বীরপণা, করেছি মনে বাসনা,
সেই সব অস্ত্র আজি তোমারে অর্পিতে॥
আমার সে অস্ত্রচয়, অপরের যোগ্য নয়,
চালনা করিতে কেহ নাহিক ভুবনে।
কেবল তোমার ভুজে, সে সব শায়ক সাজে,
অস্ত্রগুলি লহ রাম আনন্দিত মনে॥

অশুচি থাকিলে পরে, অস্ত্রে নাহি ফল ধরে,
স্নান করি শীঘ্র তুমি এস শুচি হয়ে।
এত শুনি দাশরথি, স্নান করি শীঘ্রগতি,
মুনির নিকটে আসে প্রফুল্ল হৃদয়ে॥
পূর্ব্বদিকে মুখ করি, বসি কুশাসনোপরি,
আচমন করিয়া রহিল প্রতীক্ষায়।
একে একে মুনিবর, স্মরণ করিতে শর,
উপনীত হয় আসি সকলে তথায়॥
দণ্ডচক্র কালচক্র, ধর্ম্মচক্র বিষ্ণুচক্র,
এই চারি চক্র হয় অস্ত্রের প্রধান।
বজ্রাস্ত্র শৈবাস্ত্র আর, ব্রহ্মশির চমৎকার,
ধর্ম্মপাশ নামে অস্ত্র করে মুনি দান॥
ঐশিকাস্ত্র ব্রহ্মঅস্ত্র, যাহে সুরাসুর ত্রস্ত,
কালপাশ নামে মহা অস্ত্রের সহিত।
মোদকী শিখরী নামে, দুই গদা আসে ক্রমে,
যার নাম শুনে ভয়ে সকলে কম্পিত॥
মদনাস্ত্র মনোহর, কন্দর্পের প্রিয় শর,
গন্ধর্ব্বের প্রিয় অস্ত্র মোহন নামেতে।
হয়দন্ত ভয়ঙ্কর, মুনির সমস্ত শর,
আসি উপনীত হল তাঁহার সাক্ষাতে॥
তবে মুনি হৃষ্ট মনে, প্রাপ্ত অস্ত্র মন্ত্র সনে,
রামে দান করি অস্ত্রে কহিতে লাগিলা।
তোমরা হে এতদিন, ছিলে মোর আজ্ঞাধীন,
আজি হ'তে বীরশ্রেষ্ঠ রামের হইলা॥
আজি হইতে তোমাসবে, রাঘব স্মরিবে যবে,
পালিবে তাঁহার আজ্ঞা পরম যতনে।
তথাস্তু বলিয়া তবে, মুনিরে বন্দিয়া সবে,
অস্ত্রগণ গেলা চলি রামের সদনে॥
রাম বলে অস্ত্রগণ, শুন মোর নিবেদন,
আসিতে হইবে যবে করিব স্মরণ।
তথাস্তু বলিয়া রামে, আপন আপন ধামে,
আনন্দিত হয়ে সবে করিল গমন॥

মারীচ-নিগ্রহ।

তবে বিশ্বামিত্র লয়ে শ্রীরাম লক্ষ্মণে।
আপন আশ্রমে চলে আনন্দিত মনে॥
মুনিরে জিজ্ঞাসে রাম কহ ঋষিবর।
অদূরে ও কোন স্থান অতি মনোহর॥
নিবিড় মেঘের বর্ণ বৃক্ষ সমুদয়।
দেখিয়া আমার মনে আনন্দ উদয়॥
পুষ্প ফল ভরে শাখা পরশিছে ধরা।
মনোজ্ঞ বিহঙ্গকুলে প্রতি বৃক্ষ ভরা॥
নিরমল সুশীতল নির্ঝরের পাশে।
মৃগশিশুগণ খেলে মনের উল্লাসে॥
ফুটিয়াছে কত ফুল আলো করি বন।
গন্ধে আমোদিত দিক হরে লয় মন॥
কোন স্থান হয় এই আশ্রম কাহার।
প্রকাশিয়া কহ প্রভু মিনতি আমার॥
মুনি বলে সিদ্ধাশ্রম নাম যে ইহার।
যেরূপে হইল শুন বৃত্তান্ত তাহার॥
পুরাকালে দেবারাধ্য বিষ্ণু এই বনে।
তপস্যা করেন বহুকাল এক মনে॥
সেইকালে বিরোচনপুত্র রাজা বলি।
রাজ্য করে ইন্দ্র আদি দেবগণে দলি॥
অবশেষে এক মহা যজ্ঞ আরম্ভিল।
দেখিয়া দেবতাগণ শঙ্কিত হইল॥
যুক্তি করি সবে মিলি বিষ্ণুর নিকটে।
আসিয়া করিল নিবেদন করপুটে॥
রক্ষ রক্ষ নলিনাক্ষ এ ঘোর বিপদে।
দেবের দুর্গতি হর স্থান দাও পদে॥
যজ্ঞ সাঙ্গ হইলে কাহার রক্ষা নাই।
ত্বরা করি উঠ নাথ এই ভিক্ষা চাই॥
ভাবিয়া দেখহ প্রভু কশ্যপ অদিতি।
পূর্ব্বে ছিল সহস্র বৎসর ব্রতে ব্রতী॥

তুষিয়া তোমারে পেয়েছিল এই বর।
তব তুল্য পুত্র পাবে পরম সুন্দর॥
অতএব অবতরি বামন রূপেতে।
বলিরে হইবে নাথ তোমায় ছলিতে॥
তপস্যা হয়েছে সিদ্ধ তাহে নাহি আন।
বলি ছলি সাধ এবে দেবের কল্যাণ॥
সিদ্ধাশ্রম এ বনের নাম আজি হ'তে।
হবে সিদ্ধ যে করিবে তপস্যা ইহাতে॥
এত শুনি মহা বিষ্ণু সন্তুষ্ট হইল।
অদিতিগর্ভেতে গিয়া জনম লইল॥
বলিযজ্ঞে গিয়া তিন পাদ ভূমি ছলে।
রাজ্য হরি পাঠাইলা তাহারে পাতালে॥
সেই হৈতে যুগে যুগে যত ঋষিগণে।
সুখে তপ করে সবে বসি এই বনে॥
আমার আশ্রম এই দেখ রঘুবর।
এই স্থানে অত্যাচার করে নিশাচর॥
যজ্ঞরক্ষা হেতু আনিলাম তোমা দোঁহে।
সফল হইলে বাঞ্ছা মোর মান রহে॥
এইরূপে কথায় কথায় তিন জনে।
আসি উপনীত হয় পবিত্র আশ্রমে॥
প্রভাতে উঠিয়া রাম বিশ্বামিত্রে কহে।
দীক্ষিত হউন যজ্ঞে বিলম্ব না সহে॥
রামের বচনে মুনি দীক্ষিত হইলা।
শুচি হয়ে যজ্ঞ হেতু বেদিতে বসিলা॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ দোঁহে ধনুঃশর হাতে।
যজ্ঞরক্ষা হেতু দাঁড়াইলা দুই ভিতে॥
ত্যজিল আহার নিদ্রা ক্রমে পাঁচ দিন।
দুই ভাই করে সদা বেদি প্রদক্ষিণ॥
ষষ্ঠ দিনে চমস কুসুম দর্ভ স্রুকে।
শোভিত হইল বেদি যজ্ঞিয় পাবকে॥
এমন সময়ে অন্ধকার করি সব।
মারীচ সুবাহু আসে করি ঘোর রব॥
অনুচর বহুতর কে করে গণন।
পর্ব্বত আকার বপু বিকট বদন॥
ঢাকিয়া রবির কর করে অন্ধকার।
শূন্যে থাকি নিশাচর করে মার মার॥
দেখিয়া বিস্ময় মানি রঘুকুলপতি।
ছাড়েন মানব অস্ত্র মারীচের প্রতি॥
সেই অস্ত্রাঘাতে তার চেতনা হরিল।
মহা বেগে নিশাচর গগনে উড়িল॥
শতেক যোজন বহি সাগরের তীরে।
শবতুল্য হয়ে শেষে মহাশব্দে পড়ে॥
প্রাণে না মারিল রাম দয়ার কারণ।
তাইতে বাঁচিয়া রহে মারীচ তখন॥
অদ্ভুত অগ্ন্যস্ত্র এক লয়ে তার পরে।
সন্ধান করেন সুবাহুর বক্ষোপরে॥
অস্ত্রাঘাতে সুবাহু পড়িল ভূমিতলে।
বধিলেন রামচন্দ্র রাক্ষস সকলে॥
নিষ্কণ্টক হ'ল বন দেখি ঋষিগণ।
রামে আশীর্ব্বাদ করি আনন্দে মগন॥

রামের মিথিলায় গমন।

রজনী বঞ্চিয়া সুখে প্রভাতে উঠিলা।
ছুটি গিয়া দুটি ভাই মুনিরে ভেটিল॥
মধুর বচনে পরে সুধান মুনিরে।
কি করিতে হবে এবে বলুন কিঙ্করে॥
জনক করিছে যজ্ঞ বিশ্বামিত্র বলে।
মিথিলায় চল যাই মিলিয়া সকলে॥
পূর্ব্বে দেবরাত যজ্ঞ করিল যখন।
দেখিতে আইল শিব আদি দেবগণ॥
দেবরাতে দিলা শিব ধনু অনুপম।
যাতে গুণ দিতে হ'ল সকলে অক্ষম॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ রক্ষ আদি করি।
একে একে সকলে দেখিল ধনু ধরি॥

প্রাণপণে কেহ না পারিল গুণ দিতে।
দেখিবে সে ধনু চল জনক-সভাতে॥
ধূপ দীপ পুষ্পে তার নিত্য পূজা হয়।
উপাস্য দেবতা-সম রাজগৃহে রয়॥
আর এক কথা রাম শুন চমৎকার।
সীতা নামে কন্যা আছে জনক রাজার॥
অযোনিসম্ভবা কন্যা রূপে পদ্মাসনা।
বীণাপাণি জিনি তার গুণের গরিমা॥
পরিণয় হেতু তার জনকের পণ।
যে ভাঙ্গিবে ধনু সেই করিবে গ্রহণ॥
মুনির বচনে কৌতুহল জনমিল।
মিথিলা যাইতে রাম স্বীকার করিল॥
তবে মুনি দুটী ভেয়ে লইয়া অচিরে।
কতক্ষণে উপনীত শোণা নদী তীরে॥
স্নান দান করি সবে সমাহিত চিতে।
আহুতি দিলেন অতি যত্নে হোমাগ্নিতে॥
তবে রামচন্দ্র অতি করিয়া বিনয়।
জিজ্ঞাসে মুনিরে এই কোন্ দেশ হয়॥
বড়ই সমৃদ্ধশালী পরম সুন্দর।
বিস্তার করিয়া মোরে বল মুনিবর॥
বিশ্বামিত্র বলেন শুনহ রঘুপতি।
পুরাকালে ছিল রাজা কুশ নামে খ্যাতি॥
তার ধর্ম্মপত্নী ছিল বৈদর্ভী সুন্দরী।
যার গর্ভে কুশের হইল পুত্র চারি॥
কুশাম্ব অমূর্ত্তরজা কুশনাভ বসু।
বৈদর্ভী প্রসবে ক্রমে এই চারি শিশু॥
জিতেন্দ্রিয় সত্যবাদী মহা বলবান।
কুশের আনন্দ পেয়ে এ হেন সন্তান॥
পিতার আজ্ঞায় সবে পরম যতনে।
অচিরে নিযুক্ত হয় নগর স্থাপনে॥
কৌশাম্বী নামেতে পুরী কুশাম্ব স্থাপিল।
কুশনাভ মহোদয় নগর নির্ম্মিল॥
ধর্ম্মারণ্য নামে এক অপূর্ব্ব নগর।
স্থাপিল অমূর্ত্তরজা করিয়া সত্বর॥
বসু করিলেন পুরী গিরিব্রজ নামে।
ইন্দ্রের অমরাবতী হৈল মর্ত্ত্যধামে॥
এই যে দেখিছ দেশ অতি মনোহর।
বসুর সৃজিত ইহা পরম সুন্দর॥
উচ্চ পঞ্চ গিরি আছে বেষ্টন করিয়া।
শোণা নদী প্রবাহিত তার মধ্য দিয়া॥
বসু-অধিকৃত দেশ গিরি নদী আর।
মানসমোহনকারী শোভার ভাণ্ডার॥
কুশনাভ বিবাহ করিল ঘৃতাচীরে।
তার গর্ভে শত কন্যা জন্মিল অচিরে॥
অতি রূপবতী সবে নবীনা যুবতী।
বিশ্বপ্রাণ বায়ু দেখিলেন সে মুরতি॥
মোহিত হইয়া রূপে বলে কন্যাগণে।
আমারে বরহ তোমা সবে হৃষ্টমনে॥
কন্যাগণ বলে ইহা কিরূপে হইবে।
পিতার নিকটে যাচি লহ আমা সবে॥
তাঁর আজ্ঞা বিনা মোরা না পারি বরিতে।
অনুচিত বাসনা না কর দেব চিতে॥
শুনি বাক্য বায়ু অতি কুপিত হইল।
কন্যাগণ দেহে গিয়া প্রবেশ করিল॥
বল প্রকাশিয়া অস্থি ভাঙ্গিল সবার।
হইল দেখিতে তারা অতি কদাকার॥
কাঁদিয়া সকলে গেল পিতার নিকটে।
নিবেদিল বায়ুর কুকার্য্য করপুটে॥
কুশনাভ বায়ুকে ক্ষমিলা নিজ গুণে।
চিন্তিত হইলা কিন্তু কন্যার কারণে॥
অবশেষে চুলি নামে ব্রহ্মর্ষির পুত্র।
কাম্পিল্যার অধিপতি রাজা ব্রহ্মদত্ত॥
তারে আনি শত কন্যা করিলেন দান।
পাণি স্পর্শ মাত্রে কদাকার তিরোধান॥

হইল পূর্ব্বের রূপ অতি মনোহর।
পতি সঙ্গে গেলা সবে কাম্পিল্যা নগর॥
পুত্র লাগি কুশনাভ যজ্ঞ করে পরে।
গাধি নামে পুত্র তার হ'লো পিতৃ বরে॥
সেই গাধি মোর পিতা কুশবংশজাত।
কৌশিক নামেতে আমি এই হেতু খ্যাত॥
মোর জ্যেষ্ঠা ভগ্নী ছিল নামে সত্যবতী।
ঋচীক নামেতে রাম ছিল তার পতি॥
পতি সহ স্বর্গে গেলা ভগিনী আমার।
কৌশিকী নামেতে নদী তার অবতার॥
লোকহিতে নদী রূপ করিয়া ধারণ।
অবনীতে শান্তভাবে করে বিচরণ॥
স্নেহ বশে সেই দেশে কৌশিকীর তটে।
বসতি আমার সদা হিমাদ্রি নিকটে॥
সিদ্ধি হেতু সিদ্ধাশ্রমে কিছুদিন স্থিতি।
তোমার প্রভাবে সিদ্ধি লভিনু সম্প্রতি॥
পরম পবিত্র এই কৌশিকীর জল।
সত্য ধর্ম্ম প্রদায়ক শুন মহাবল॥
কথায় কথায় রাত্রি অধিক হইল।
দেখিয়া সকলে তবে বিশ্রাম করিল॥

ভাগীরথীর বিবরণ।

নিশা অবসান হ'লো পূরব আকাশে।
আন্ধার নাশিয়া দিনমণি পরকাশে॥
নিরমল সুশীতল বায়ুর হিল্লোলে।
তরু শিরে শাখা পত্র ধীরে ধীরে দোলে॥
ফুটিল বনের ফুল সুগন্ধ বিস্তারি।
উঠিল শোণার জলে তরঙ্গলহরী॥
জাগিল বিহগকুল গাহিয়া মধুর।
যার কাছে হার মানে বেণু বীণা সুর॥
জাগাইল সেই সুরে সমস্ত অবনি।
বিশ্বামিত্র ডাকি বলে রাঘবে অমনি॥
হের দেখ প্রভাত হইল রঘুবর।
গমনে এখন সবে হও হে তৎপর॥
অলস প্রকৃতি অকর্ম্মণ্য যেই জন।
প্রভাতে সেই সে থাকে করিয়া শয়ন॥
দিবাকর উঠিবার আগে শয্যা হ'তে।
উঠি প্রভাতের কার্য্য হয় হে সারিতে॥
উষার নির্ম্মল সুশীতল সমীরণ।
সেবন করিলে হয় পুলকিত মন॥
বল বীর্য্য বৃদ্ধি পায় পরমায়ু বাড়ে।
শরীর নীরোগ হয় জ্বর জ্বালা ছাড়ে॥
পাখীর মধুর গান শুনিয়া শ্রবণে।
স্বভাবের নব শোভা হেরিয়া নয়নে॥
মানসে ধর্ম্মের ভাব জাগরিত হয়।
ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ভক্তির উদয়॥
গৃহিণী প্রত্যূষে উঠি গৃহস্থের ঘরে।
বৌ ঝি সকলে জাগাইবে যত্ন করে॥
তবে ধন ধান্যে পূর্ণ হইবে ভবন।
অভাবের মুখ নাহি দেখিবে কখন॥
নিশাকাল হয় জান নিদ্রার সময়।
দিনমানে শ্রম কর হবে সুখোদয়॥
এত শুনি উঠিলেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
প্রভাত আহ্নিক পরে করি সমাপন॥
শোণ নদ পার হয়ে যান বহু দূরে।
কতক্ষণে উপনীত ভাগীরথীতীরে॥
স্নান করি তর্পণ সারিয়া গঙ্গাজলে।
হোম করিলেন বসি ভাগীরথীকূলে॥
মধুর বচনে জিজ্ঞাসেন দাশরথি।
কহ মুনি কিরূপে জন্মিল ভাগীরথী॥
কিরূপে ত্রিলোকব্যাপী তরঙ্গিণী বেশে।
কোন কোন দেশ দিয়া সাগরে প্রবেশে॥
মুনি কন সাধু! তব প্রশ্ন মনোহর।
যে কথা শুনিবামাত্র মোক্ষ পায় নর॥

মেরু নামে মহীধর মেনা তার কন্যা।
রূপে গুণে হয় সেই ত্রিভুবনধন্যা॥
নগাধি হিমাদ্রি ভর্ত্তা হইল মেনার।
দুই কন্যা জনমিল গর্ভেতে তাহার॥
জ্যেষ্ঠা এই ভাগীরথী ত্রৈলোক্যতারিণী।
উমা নামে কনিষ্ঠা সে হরের গৃহিণী॥
লোক হিত হেতু দেবগণ মাগি লয়।
দেবকার্য্যে কন্যারে দিলেন হিমালয়॥
উমারে লভিলা হর হিমাদ্রি হইতে।
আদ্যাশক্তি মহামায়া জগৎ সৃজিতে॥
দেবমানে শতবর্ষ উমার সহিতে।
বিহরয়ে বৃষধ্বজ আনন্দিত চিতে॥
স্খলিত হইল তেজ সেই সে বিহারে।
দেখিতে দেখিতে তাহা পৃথিবী বিস্তারে॥
দেখিয়া পাইলা ভয় যত দেবগণে।
শেষে বায়ু অগ্নি মেশে সেই তেজ সনে॥
শরবনে কার্ত্তিকের জন্ম হ'ল তায়।
মজিল দেবতা ঋষি পার্ব্বতীপূজায়॥
দেবসেনাপতি বীর হইল কার্ত্তিক।
রূপের ছটায় আলো করে দশ দিক॥
তার পর শুন রাম অপূর্ব্ব কাহিনী।
যেরূপে হইলা গঙ্গা সাগরগামিনী॥
সগর নামেতে পূর্ব্বে অযোধ্যা নগরে।
অতি পরাক্রান্ত এক রাজা রাজ্য করে॥
জ্যেষ্ঠা পত্নী কেশিনী বৈদর্ভ-রাজসুতা।
দ্বিতীয়া সুমতি অরিষ্টনেমির দুহিতা॥
দুই পত্নী সহ রাজা সন্তান কারণে।
তপস্যা করেন হিমালয়ে এক মনে॥
তপে তুষ্ট হয়ে ভৃগুমুনি দেন বর।
বহুপুত্রবান তুমি হইবে সগর॥
একের গর্ভেতে এক পুত্র কীর্ত্তিমান।
অপরের গর্ভে ষাটি সহস্র সন্তান॥
আনন্দিতা সগরবনিতা বর শুনি।
করযোড়ে এক পুত্র মাগিলা কেশিনী॥
সুমতি মাগিলা ষাটিসহস্র সন্তান।
তথাস্তু বলিয়া মুনি কৈল অন্তর্দ্ধান॥
অসমঞ্জ নামে পুত্র প্রসবে কেশিনী।
সর্ব্ব সুলক্ষণযুক্ত রূপে দিনমণি॥
সুমতি প্রসবে তুম্বাকার গর্ভপিণ্ড।
বাহিরায় পুত্রগণ তুম্ব করি খণ্ড॥
ঘৃতের কলসে ধাত্রী সে সবে স্থাপিল।
ক্রমে পুত্রগণ তথা বাড়িতে লাগিল॥
অসমঞ্জ লয়ে ষাটিসহস্র ভ্রাতায়।
সরযূর নীরে ছুড়ে ফেলিয়ে ডুবায়॥
অনীতি দেখিয়া রাজা সগর কুপিল।
অসমঞ্জে রাজ্য হ'তে দূর করি দিল॥
তার পুত্র অংশুমান্ লোকহিতে রত।
সকল প্রকারে পিতামহ অনুগত॥
অশ্বমেধ যজ্ঞে ব্রতী হইলা রাজন।
অংশুমান্ গেল অশ্বরক্ষার কারণ॥
রাক্ষসের বেশে ইন্দ্র যজ্ঞ-অশ্ব হরে।
পুত্রগণে আদেশিলা অশ্বের উদ্ধারে॥
মহা বলবান্ ষাটিসহস্র কুমার।
বাহির হইল মুখে শব্দ মার মার॥
পালায়েছে পাতালে ভাবিয়া অশ্বচোর।
বিদারয়ে বক্ষ মেদিনীর করি জোর॥
তবে সৈন্য সহ সবে পাতালে প্রবেশি।
দেখিল তপস্যা করে বসি এক ঋষি॥
যজ্ঞ-অশ্ব চরিতেছে ঋষির নিকটে।
দেখিয়া তাহারা ভাবে এই চোর বটে॥
কুমারগণের কোপ পড়িল কপিলে।
আক্রমণ করে তাঁরে মার মার বলে॥
যোগীর হইল যোগ ভঙ্গ শব্দ শুনে।
হুহুঙ্কারে ভস্ম করে রাজপুত্রগণে॥

এখানে সগর রাজা বিলম্ব দেখিয়া।
অশ্ব হেতু অংশুমানে দিলা পাঠাইয়া॥

অংশুমানের খেদ ও গরুড়ের উপদেশ।

অংশুমান্ মহাবল, সঙ্গে লয়ে দলবল,
অশ্বের সন্ধানে বীর যায়।
ঘুরি ফিরি নানা দেশে, আইলেন অবশেষে,
পাতালের সুড়ঙ্গ যথায়॥
অতুল সাহস মনে, রাখি তথা সৈন্যগণে,
একাকী সুড়ঙ্গে প্রবেশিল।
পদচিহ্ন লক্ষ্য করি, হাঁটিয়া দিবস চারি,
কপিলের কাছে উত্তরিল॥
দেখে যোগাসনে বসি, যোগে মগ্ন এক ঋষি,
বিরাট মুরতি অতি তার।
আপন তেজেতে মুনি, জ্বলে যেন দিনমণি,
শিরে শোভে দীর্ঘ জটাভার॥
আসে পাশে চেয়ে পরে, শরীর শিহরে ডরে,
দেখি সগরের পুত্রগণে।
নড়ে না চড়ে না কেহ, দগ্ধকাষ্ঠসম দেহ,
পড়িয়া সকলে সেই স্থানে॥
করিতে সন্দেহ দূর, তুলি সকরুণ সুর,
কত যে ডাকিল অংশুমান।
কে দিবে উত্তর তার, মৃত দেহ সবাকার,
মুনিশাপে হারায়েছে প্রাণ॥
সোণার বরণ ছিল, অঙ্গার অধিক কালো,
এখন হয়েছে ব্রহ্মতেজে।
দেখি সে দুর্দ্দশা চক্ষে, রাজকুমারের বক্ষে,
বিষমাখা শেলসম বাজে॥
কাতরে কান্দিয়া কন, উঠ হে পিতৃব্যগণ,
অচেতন কেন ধরাতলে।
সগরের বংশধর, দেবে নাহি ছিল ডর,
দলিতে অসুরে অবহেলে॥
কোথা গেল বীর্য্য বল, সার করি ধরাতল,
পড়িয়া কেন হে এই ভাবে।
বড় আশা করি চিতে, যজ্ঞ-অশ্ব উদ্ধারিতে,
পাঠাইল রাজা তোমা সবে॥
চল ত্বরা অশ্ব লয়ে, তোমাদের পথ চেয়ে,
বসিয়া আছেন নরপতি।
যদি নাহি যাবে ফিরে, কি বলি বুঝাব তাঁরে,
উপদেশ দেহ মোর প্রতি॥
যখন সুমতি মাতা, শুনিবেন এই কথা,
ত্যজিবেন প্রাণ সেইক্ষণে।
খুড়ী-মাতাগণ মোর, শুনি এ বিপদ ঘোর,
তিল আধো বাঁচিবে না প্রাণে॥
শুনিতে সে হাহাকার, ফিরিয়া যাব না আর,
রাজ্যসুখে নাহি মোর আশ।
এরূপ ভাবি অন্তরে, পিতৃব্যগণের তরে,
তর্পণ করিতে অভিলাষ॥
অনেক সন্ধান করি, কোথায় না পেয়ে বারি,
বড় চিন্তান্বিত অংশুমান্।
দেখিলেন হেন কালে, উপনীত সেই স্থলে,
খগেশ্বর বিনতাসন্তান॥
ডাকি বলে অংশুমানে, জল নাই এই স্থানে,
সন্ধান করিলে কোথা পাবে।
গঙ্গা আনি মহীতলে, তর্পণ তাহার জলে,
করি সবে উদ্ধার করিবে॥
ব্রহ্মশাপে এ দুর্গতি, নাই আর অন্য গতি,
শুন বাছা বচন আমার।
শোক ত্যজি অতঃপর, অশ্ব লয়ে যাও ঘর,
বিলম্ব না কর হেথা আর॥

ভগীরথের গঙ্গা-আনয়ন।

গরুড়ের বাণী শুনি যজ্ঞ-অশ্ব লয়ে।
আইলেন অংশুমান্ ফিরিয়া আলয়ে॥
অশ্ব পেয়ে যজ্ঞ সাঙ্গ করিল সগর।
কুমার তপস্যা হেতু ত্যজিল নগর॥
বাতাহারে অনাহারে যুগ যুগান্তর।
তপস্যা করিয়া পরে ত্যজে কলেবর॥
দিলীপ তাহার পুত্র হয়ে রাজ্যেশ্বর।
পিতামহগণ লাগি হইলা কাতর॥
নিরুপায় ভাবি রোগে ত্যজিলা জীবন।
পুত্র ভগীরথে রাজ্য করি সমর্পণ॥
ভগীরথ ভাবিলেন তপস্যা করিতে।
আসি উপনীত হয় গোকর্ণ পর্ব্বতে॥
ঊর্দ্ধবাহু পঞ্চতপা হইয়া তৎপর।
তপস্যা করিল বহু সহস্র বৎসর॥
তুষ্ট হয়ে পিতামহ দিলা দরশন।
ভগীরথে বলে বর লহ বাছাধন॥
ভগীরথ বলে পিতৃগণে উদ্ধারিতে।
গঙ্গায় লইয়া সঙ্গে যাব পৃথিবীতে॥
তথাস্তু বলিয়া ব্রহ্মা দিলা সেই বর।
শুনি ভগীরথ হয় প্রফুল্ল-অন্তর॥
মধুর বচনে পুন কন প্রজাপতি।
কে ধরিবে তাঁর বেগ বিনা পশুপতি॥
নগাধিতনয়া সেই পতিতপাবনী।
আকাশ হইতে যবে পড়িবে অবনী॥
ধরার না হবে সাধ্য সে বেগ ধরিতে।
করহ উপায় তার সময় থাকিতে॥
শুনি ভগীরথ করে শিবের সাধন।
কঠোর তপেতে শিব সুপ্রসন্ন হন॥
অঙ্গীকার করে হর গঙ্গারে ধরিতে।
পড়িলেন সুরধুনী আকাশ হইতে॥

বাসনা লইয়া যায় ভাসাইয়ে হরে।
অন্তর্যামী জানি তাহা হাসিলা অন্তরে॥
বিস্তারিলা জটাজাল মনে করি ক্রোধ।
গতিদা গঙ্গার গতি হয় অবরোধ॥
ঘুরিয়া বেড়ায় গঙ্গা জটার ভিতরে।
পথ নাহি পায় দেবী আসিতে বাহিরে॥
প্রমাদে পড়িয়া ভগীরথ স্তব করে।
গঙ্গায় ছাড়িলা শিব বিন্দুসরোবরে॥
মুক্তি পেয়ে মহোল্লাসে সাত দিকে ধায়।
গঙ্গার হইল দেখ সপ্ত স্রোত তায়॥
হইল পবিত্র স্রোত পূরব দিকেতে।
হ্লাদিনী পাবনী আর নলিনী নামেতে॥
পশ্চিমে সুচক্ষু সীতা সিন্ধু স্রোতস্বতী।
ভগীরথ পশ্চাতে চলিলা ভাগীরথী॥
তরঙ্গে ভাঙ্গিল কত পর্ব্বতকন্দর।
দু কূলে ভাঙ্গিয়া পড়ে কত বাড়ী ঘর।
ভাসাইল খরস্রোতে মহীরুহগণে।
হয় হস্তী মহিষ গোধন তার সনে॥
মহা শব্দে কর্ণ স্তব্ধ চলে তরঙ্গিণী।
উপনীত যথায় যোগেতে জহ্নু মুনি॥
ভাসাইল যজ্ঞদ্রব্য যজ্ঞবেদি আর।
কাঁপে মুনি ক্রোধে দেখি তার অহঙ্কার॥
গণ্ডূষে করিল পান সলিল সমস্ত।
মুনির অদ্ভুত কার্য্যে সর্ব্ব লোক ত্রস্ত॥
ভগীরথ প্রমাদ গণিয়া মনে মনে।
মুনিরে তুষিল ধরি তাঁহার চরণে॥
স্তবে তুষ্ট হয়ে মুনি কর্ণপথ দিয়া।
দিলেন গঙ্গারে তবে বাহির করিয়া॥
গঙ্গা হ'ল জহ্নু কন্যা এই সে কারণে।
জাহ্নবী নামেতে খ্যাতা সকল ভুবনে॥
হরিদ্বারে প্রথমে ধরার সহ দেখা।
তারপর গেলা দেবী নগর কনকা॥

দেখিতে দেখিতে কাণপুরে উপনীত।
প্রয়াগে মিলিলা গঙ্গা যমুনা সহিত ॥
মহাতীর্থ এই গঙ্গা-যমুনাসঙ্গম।
যে করে এ তীর্থ তারে নাহি ছোঁয় যম ॥
মির্জাপুরে আসি উপনীত তার পরে।
এই কয় বসতি গঙ্গার ডান ধারে ॥
তারপরে বামধারে হয় বারাণসী।
উত্তরবাহিনী তথা হইলেন আসি ॥
ভুবনবিখ্যাত তীর্থ এই কাশীধাম।
অন্তিমে সকলে শিব দেন রামনাম ॥
মুক্তির সুবিধা হেন নাই কোথা আর।
মরিলে যমের তথা নাই অধিকার ॥
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে যেখানে মরিবে।
স্থানের মাহাত্ম্যগুণে শিবত্ব পাইবে ॥
আদ্যা শক্তি অন্নপূর্ণামূর্ত্তিতে তথায়।
নিজ হস্তে অন্ন দেবী সকলে বিলায় ॥
শিবের কৃপায় এই বারাণসীবাসী।
থাকিবে না কখন অভুক্ত উপবাসী ॥
কাশী ফেলি যায় গঙ্গা ত্বরা গাজিপুরে।
তারপরে উত্তরিল বক্সার নগরে ॥
তথা হৈতে দিনাপুরে পরে পাটনায়।
মুঙ্গের ভাগলপুরে ক্রমে মাতা যায় ॥
পরে রাজমহল রাখিয়া কিছু দূরে।
মুরশিদাবাদে আসি উঠেন সত্বরে ॥
তথা হৈতে যান দেবী হুগলী সহরে।
রাজধানী কলিকাতা পঁহুছিলা পরে ॥
ভগীরথ সঙ্গে গঙ্গা রঙ্গেতে চলিলা।
পৃথিবী ভেদিয়া রসাতলে প্রবেশিলা ॥
সগরসন্তানগণ শাপে ভস্ম যথা।
পবিত্র গঙ্গার বারি উত্তরিল তথা ॥
মুক্তিলাভ করি সবে বারি পরশনে।
স্বর্গপুরে গেলা চড়ি বিচিত্র বিমানে ॥
দেবগণ তুষ্ট হয়ে ভগীরথ প্রতি।
গঙ্গার থুইলা নাম দেবী ভাগীরথী ॥
সগরবংশের মুক্তি গঙ্গা-আগমন।
ভক্তিভাবে যেই জন করয়ে শ্রবণ ॥
শমনে তাহার কভু নাহি থাকে ভয়।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ লভয়ে নিশ্চয় ॥

সমুদ্র মন্থন ও বিশালার বিবরণ।

পরদিন প্রভাতে জাগিয়া তপোধন।
উঠিয়া বৈসেন স্মরি শ্রীমধুসূদন ॥
প্রকাশ পাইল সূর্য্য পূরব গগনে।
আবরিয়া তরুশির সোণার বরণে ॥
গঙ্গার গভীর জলে পড়ি সে কিরণ।
করিল বিচিত্র চিত্র চিত্তবিমোহন ॥
মৃদুল হিল্লোলে প্রভাতের সমীরণ।
কি সুখ তাহাতে জানে যে করে সেবন ॥
নয়ন নাসিকা মুগ্ধ করি ফুলদল।
ফুটিয়া ছড়ায় রূপ আর পরিমল ॥
মধু পীয়ে মধুপ বিহরে ফুলে ফুলে।
মানা করে তাহারে মানিনী দুলে দুলে ॥
মধুর কূজনে বনে বিহঙ্গম গায়।
শুনিয়া আনন্দে মন শ্রবণ জুড়ায় ॥
এ হেন প্রভাতকালে যেবা নিদ্রা যায়।
কি সুখ তাহার বল বাঁচিয়া থাকায় ॥
অলস ত্যজিয়া উঠ ঘুমাও না আর।
যিনি করিলেন সৃষ্টি গাও গুণ তাঁর ॥
গঙ্গা পার হেতু লয়ে সুন্দর তরণী।
ঋষিগণ উপনীত হইল তখনি ॥
তবে বিশ্বামিত্র রাম লক্ষ্মণের সনে।
গঙ্গা পার হইলেন তরী-আরোহণে ॥
অদূরে বিশালা নামে পুরী মনোহর।
স্বরগ সদৃশ শোভা পরম সুন্দর ॥

দেখিয়া রাঘব কন ঋষিবর প্রতি।
কহ কোন্ রাজা করে এখানে বসতি ॥
বিবরিয়া বিশেষ বৃত্তান্ত বিশালার।
মনের সন্দেহ মুনি ঘুচাও আমার ॥
সাধু সাধু! বলি মুনি কহিতে লাগিল।
শুন এই স্থানে পূর্ব্বে যে কীর্ত্তি হইল ॥
অদিতি দিতির পুত্র সুরাসুরগণ।
কেমনে অমর হবে ভাবে অনুক্ষণ ॥
ক্ষীরোদ মথিয়া লাভ করিতে অমৃত।
যুক্তি করি আনে সবে মন্দর পর্ব্বত ॥
মন্দরে মন্থনদণ্ড রজ্জু বাসুকিরে।
করিয়া মন্থন করে ক্ষীরোদ সাগরে ॥
বহুকাল এইরূপে মন্থন হইল।
বাসুকি-বদন হৈতে গরল উঠিল ॥
সেই বিষে পুড়ে ধরা সৃষ্টিলোপ হয়।
হরি তবে হর প্রতি প্রিয়ভাষে কয় ॥
দেবের অগ্রণী তুমি যোগীর প্রধান।
অগ্রেতে উঠিল বিষ কর তাহা পান ॥
তোমা বিদ্যমানে যদি সৃষ্টিলোপ হয়।
রটিবে তোমার নামে কলঙ্ক নিশ্চয় ॥
এত শুনি হাসি হর বিষ করি পান।
সুরাসুরে বিপদসাগরে করে ত্রাণ ॥
পুনরায় মন্থন করিতে দেবগণ।
মন্দর পর্ব্বত করে পাতালে গমন ॥
বিষ্ণুর তপস্যা করে দণ্ড উদ্ধারিতে।
কচ্ছপ রূপেতে বিষ্ণু তুলিল পর্ব্বতে ॥
তার পর বহুকাল মন্থন করিতে।
রত্ন সব একে একে লাগিল উঠিতে ॥
ধন্বন্তরি উঠে হস্তে দণ্ড কমণ্ডল।
অপ্সরাগণের রূপে আলো ভূমণ্ডল ॥
দেব বা দানব কেহ গ্রহণ না করে।
এ হেতু তাহারা সাধারণী নাম ধরে ॥

তার পর বরুণের নন্দিনী বারুণী।
উঠিলেন সুরাদেবী জগৎ-মোহিনী ॥
দিতিপুত্রগণ তারে গ্রহণ না করে।
অদিতির পুত্রগণ লইল আদরে ॥
এই হেতু দিতিপুত্র অসুর হইল।
সুর নাম অদিতিসন্তানে সবে দিল ॥
উচ্চৈঃশ্রবা উঠিল কৌস্তভ তার পর।
সর্ব্বশেষে অমৃত দিলেন রত্নাকর ॥
অমৃত লাগিয়া বড় অনর্থ বাধিল।
সুরাসুর অনেকেই সমরে মরিল ॥
শেষে বিষ্ণু মোহিনী মায়াতে ভুলাইয়া।
পলাইয়া গেলা সেই অমৃত হরিয়া ॥
দিতির সন্তানগণ যুদ্ধে হ'ল হত।
সুরগণ পাইলেক স্বর্গের রাজত্ব ॥
পুত্রের লাগিয়া দিতি দুঃখ পায় মনে।
পুত্র বর মাগিল সে কশ্যপের স্থানে ॥
কশ্যপ কহিল পুত্র যাবৎ না হয়।
শুচি হয়ে তাবৎ করহ যোগাশ্রয় ॥
হইবে তোমার গর্ভে পুত্র মহাবল।
প্রতাপে জিনিবে স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল ॥
ইন্দ্রে বিনাশিয়ে পুত্র হবে স্বর্গপতি।
দুঃখ পরিহরি তপে মন দেহ সতি ॥
স্বামীর বচনে সতী যোগ আরম্ভিল।
সর্ব্বদা হইয়া শুচি ধ্যানেতে রহিল ॥
পরিচর্য্যা হেতু ইন্দ্র আপনি আইল।
যতন করিয়া সেবা করিতে লাগিল ॥
একদিন মধ্যাহ্নে হইল নিদ্রাবেশ।
পদস্থানে শয্যার রাখিল শিরোদেশ ॥
যে দিকে মস্তক থাকে সেই দিকে পদ।
অশুচি হইল দিতি ঘটিল বিপদ্ ॥
ছল অন্বেষিয়া ইন্দ্র সেই স্থানে ছিল।
অশুচি দেখিয়া গর্ভমধ্যে প্রবেশিল ॥

সপ্ত খণ্ড করি সেই গর্ভস্থ শিশুরে।
অলক্ষিতে দেবরাজ আইলা বাহিরে॥
তখন জানিল দিতি ইন্দ্র যে করিল।
আপনার দোষ জানি তাহারে ক্ষমিল॥
এই সপ্ত খণ্ড হ্রূণ মারুত নামেতে।
সপ্ত বায়ু রূপে সদা ভ্রমে পৃথিবীতে॥
এইস্থানে দিতি তপ করিলা বিস্তর।
এইস্থানে ইন্দ্র তার সেবায় তৎপর॥
ইক্ষ্বাকুতনয় নাম বিশাল নৃপতি।
পরম ধার্ম্মিক বীর্য্যে জিনি সুরপতি॥
এইস্থানে পুরী নির্ম্মাইল মনোহর।
বিশালা থুইলা নাম দেখিয়া সুন্দর॥
বিশালের পুত্র মহাবল হেমচন্দ্র।
তাহার তনয় নাম হইল সুচন্দ্র॥
সুচন্দ্রের এক পুত্র ধূম্রাশ্ব নামেতে।
সৃঞ্জয় তাহার পুত্র বিখ্যাত জগতে॥
সৃঞ্জয়ের পুত্র হয় সহদেব নামে।
কৃশাশ্ব তাহার পুত্র ছিল এই ধামে॥
সোমদত্ত তার পুত্র কাকুৎস্থ তাহার।
যার যশে পরিপূর্ণ অখিল সংসার॥
কাকুৎস্থের পুত্র নাম সুমতি রাজন।
বিশালা রাজ্যেতে রাজ্য করিছে এখন॥
এইরূপে রাম সনে কথোপকথন।
সুমতি শুনিল বিশ্বামিত্র-আগমন॥
অগ্রসরি আসিয়া পূজিল ঋষিবরে।
শ্রীরাম লক্ষ্মণে তোষে পরম আদরে॥
সমুচিত সমাদর পেয়ে রঘুমণি।
সবে মিলি বিশালায় বঞ্চিলা রজনী॥

অহল্যার শাপ-মোচন।

পরদিন প্রভাতে চলিলা অগ্রসরি।
দূর হৈতে দেখে সবে জনকের পুরী॥
স্বরগ সদৃশ শোভা মিথিলা নগর।
জনক রাজার পুরী অতি মনোহর॥
অদূরে দেখেন রাম এক তপোবন।
নাহিক আশ্রম তাহে নাহি কোন জন॥
রাম কন কহ মুনি এই কোন্ বন।
কাহার আশ্রম ছিল কহ তপোধন॥
মধুর বচনে মুনি কহেন শ্রীরামে।
ছিল এক তাপস গৌতম মুনি নামে॥
অহল্যা তাহার পত্নী পরমা সুন্দরী।
স্বামি-সহ রঙ্গে সতী দিবস শর্ব্বরী॥
একদিন গৌতম গেলেন স্থানান্তরে।
ইন্দ্র আইলেন গৌতমের রূপ ধ'রে॥
অহল্যারে রতিদান মাগে সুরপতি।
চিনিয়া ইন্দ্রকে তবু দিল অনুমতি॥
রতি-অবসানে ইন্দ্রে কহিল রমণী।
পলাও সত্বরে যেন নাহি দেখে মুনি॥
দেখিলে গৌতম বড় বিপদ ঘটিবে।
কদাচিৎ আমা দোঁহে ক্ষমা না করিবে॥
এত শুনি ইন্দ্র ত্বরা পলাইতে চায়।
আশ্রমের দ্বারে মুনি দেখিলেন তায়॥
দেখা মাত্র যোগবলে সকলি জানিল।
ক্রোধে কম্পমান কায়া ইন্দ্রে শাপ দিল॥
ওরে দুরাচার সুরগণের অধম।
কলুষিত করিলি এ পবিত্র আশ্রম॥
ব্রাহ্মণী জননীতুল্যা শাস্ত্রে হেন কয়।
তাহারে হরিতে তোর না হইল ভয়॥
পুরুষত্বহীন তুমি হও এই পাপে।
বৃষণ খসিয়া পড়ে গৌতমের শাপে॥
সুচিন্তিত শচীপতি বৃষণ বিহনে।
কাতর হইয়া কহে যত দেবগণে॥
দেবের কৌশলে পেয়ে মেষের বৃষণ।
তুষ্ট হয়ে করিলেন স্বর্গেতে গমন॥

ইন্দ্রে শাপ দিয়া মুনি আশ্রমে প্রবেশে।
পত্নীরে দেখিয়া তনু কাঁপে মহা রোষে ॥
তিরস্কার করি বহু দেন অভিশাপ।
কেমনে করিলি হেন অনুচিত পাপ ॥
সহস্র সহস্র বর্ষ থাক অনশন।
অদৃশ্য হইয়া কর ভস্মেতে শয়ন ॥
অনুতাপানলে দগ্ধ হও রাত্রি দিন।
দশরথপুত্র না আইসে যতদিন ॥
রামের করিয়া পূজা পাপমুক্ত হবে।
দিব্য দেহে পুন মোর সঙ্গেতে মিলিবে ॥
অতএব রামচন্দ্র চল এই বনে।
অহল্যা হইবে মুক্ত তব দরশনে ॥
শুনিয়া মুনির বাণী শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
বিশ্বামিত্র সহ তথা করেন গমন ॥
দেখিলেন অহল্যায় কাঞ্চনবরণী।
যেন ভস্মে আচ্ছাদিত হয়ে আছে অগ্নি ॥
রামের চরণে সতী লুটাইয়া পড়ে।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া বিধিমত পূজা করে ॥
শাপের হইল অন্ত নিজ রূপ ধরি।
স্বামীর সকাশে গেলা অহল্যা সুন্দরী ॥
অহল্যার শাপমুক্তি শুনে যেই নারী।
তাহারে সদয় হন গোলোকবিহারী ॥
পতিপুত্রবতী হয়ে জীবন কাটায়।
সতী নাম রটে তার রামের কৃপায় ॥

জনকের যজ্ঞস্থলে রামলক্ষ্মণের পরিচয়।

তার পর মুনি সহ শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
জনকের যজ্ঞস্থলে করেন গমন ॥
বিশ্বামিত্র-আগমনে আনন্দিত হয়ে।
পূজিল জনক রাজা পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে ॥
বিবিধ বিনয়বাক্যে তুষে ঋষিবরে।
বিশ্বামিত্র কুশল জিজ্ঞাসে জনকেরে ॥
এইরূপে উভয়ে করেন শিষ্টাচার।
শ্রীরামলক্ষ্মণে হেরি সবে চমৎকার ॥
সম্ভ্রমে জিজ্ঞাসে তবে জনক রাজন।
কেবা এই দুটী যুবা কাহার নন্দন ॥
মনোমুগ্ধকর মূর্ত্তি দেবের আকার।
যেন মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ অশ্বিনীকুমার ॥
বক্ষঃস্থল বিশাল নয়ন স্পর্শে শ্রুতি।
ক্ষীণ মধ্যদেশ করিবর জিনি গতি ॥
করিকর জিনি ভুজ শালবৃক্ষসার।
বিপুল ধনুক শোভে পৃষ্ঠে দোঁহাকার ॥
চক্রবর্ত্তি-লক্ষণ ললাটে দেখা যায়।
ভাগ্যবান ভিন্ন হেন চিহ্ন কেবা পায় ॥
কাহার অপত্য দুটি কহ ঋষিবর।
লভিল দুর্লভ পুত্র কোন্ ভাগ্যধর ॥
রাজবেশ পরিহরি কেন বীর সাজে।
পদব্রজে কি হেতু আইলা কোন্ কাজে ॥
বিশ্বামিত্র বলে শুন জনক রাজন্।
যে হেতু আইলা হেথা শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥
অযোধ্যার পতি দশরথ মতিমান।
এই দুই ভাই হয় তাঁহার সন্তান ॥
করিত যজ্ঞের বিঘ্ন নিশাচরগণে।
তাই আনিলাম মাগি শ্রীরাম লক্ষ্মণে ॥
পথে তাড়কার সনে করিয়া সমর।
তাহারে করিলা বধ রাম গুণধর ॥
পরে সুবাহুর সহ অগণ্য রাক্ষসে।
বধিলেন যজ্ঞস্থলে রাম অনায়াসে ॥
মারীচে না মারি প্রাণে সাগরের পারে।
ফেলাইয়া দিলা এক বাণের প্রহারে ॥
নির্ব্বিঘ্নে হইল মোর যজ্ঞ সমাপন।
আইলাম তব যজ্ঞ করিতে দর্শন ॥

তোমার যজ্ঞের ধনু দেখিবার তরে।
অতিশয় কৌতুহল রামের অন্তরে॥
তাই আইলেন সঙ্গে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
পথে অহল্যার করি শাপ-বিমোচন॥
অহল্যা পাইয়া মুক্তি রাম দরশনে।
মিলিলা সুন্দরী আজি গৌতমের সনে॥
শতানন্দ জনকের কুলপুরোহিত।
গৌতমের জ্যেষ্ঠ পুত্র পরম পণ্ডিত॥
বিশ্বামিত্রমুখে শুনি সব বিবরণ।
লোমাঞ্চ হইল অঙ্গ পুলকিত মন॥
সবিস্ময়ে শ্রীরামে নিরখে বার বার।
পরিতৃপ্ত নাহি হয় নয়ন তাহার॥
শুনি জননীর শাপমুক্তি-বিবরণ।
গৌতমের সহ অহল্যার সম্মিলন॥
পরম আনন্দে শতানন্দ তবে কয়।
ধন্য ধন্য ধন্য তুমি রাম দয়াময়॥
অসীম মহিমা তব রঘুকুলপতি।
অধমতারণ তুমি অগতির গতি॥
মহাঋষি বিশ্বামিত্র তোমার সহায়।
তব তুল্য ভাগ্যধর দেখা নাহি যায়॥
বিশ্বামিত্র-পরাক্রম অদ্ভুত জগতে।
শুন রাম ব্রহ্ম-ঋষি হ'লেন যে মতে॥

বিশ্বামিত্রের উপাখ্যান।

প্রজাপতিপুত্র কুশ ধরণী-ঈশ্বর।
তাঁহার তনয় কুশনাভ নৃপবর॥
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় জগতে বিখ্যাত।
গাধি নামে তাঁহার আছিল এক সুত॥
বিশ্বামিত্র হয় সেই গাধির নন্দন।
বিক্রমকেশরী ভয়ে ত্রস্ত রিপুগণ॥
চতুরঙ্গ সঙ্গে একদিন হরষিতে।
বাহিরায় বিশ্বামিত্র পৃথিবী ভ্রমিতে॥
ভ্রমিয়া অনেক রাজ্য নগরনিকর।
নদ নদী কত শত পর্ব্বত কন্দর॥
বন উপবন গ্রাম আদি ক্রমে ক্রমে।
অবশেষে উপনীত বশিষ্ঠ-আশ্রমে॥
হেরি তপোবন মন মোহিত সবার।
জগতের যাবতীয় শোভার ভাণ্ডার॥
অগণন তরুগণ সাজি ফুল সাজে।
নত শিরে কুটীরের অদূরে বিরাজে॥
বিচিত্র বর্ণের কত বিহঙ্গম সব।
পাতার আড়ালে বসি করে মিষ্ট রব॥
নির্ঝরের ঝর ঝর শব্দ কি সুন্দর।
কি ছার তাহার কাছে মৃদঙ্গ ঝাঁজর॥
মুকুরে জিনিয়া স্বচ্ছ সুশীতল বারি।
কমণ্ডলু ভরি তোলে তাপসকুমারী॥
স্বপন সমান জ্ঞান হয় তা দেখিলে।
কিংবা আইলাম বুঝি পরীর মহলে॥
অদূরে পর্ব্বতশ্রেণী অঞ্জন বরণে।
মিলিয়াছে শির তার মেঘমালা সনে॥
বৃক্ষ গুল্ম লতায় আবৃত কলেবর।
তলে খেলে মৃগশিশু আনন্দ অন্তর॥
কেকা রবে শিখী সবে নাচে পুচ্ছ মেলি।
কুরঙ্গ কুরঙ্গী সঙ্গে বেড়াইছে খেলি॥
হিংসা দ্বেষ নাই পূর্ণ শান্তির আলয়।
অহি মৃগে করে না নকুলে ব্যাঘ্রে ভয়॥
শুভ্রশ্মশ্রু শুভ্রকেশ প্রশান্তবদন।
বিরাজে বশিষ্ঠ চারি দিকে শিষ্যগণ॥
যাগ যজ্ঞ করে কেহ কেহ সাম গায়।
বিশ্বামিত্র প্রণমিল বশিষ্ঠের পায়॥
স্বাগত জিজ্ঞাসা করি দোঁহে দোঁহাকার।
বিধিমতে বশিষ্ঠ করেন শিষ্টাচার॥
অনুরোধ করিলেন আতিথ্য গ্রহণে।
স্বীকার করিল রাজা অতি হৃষ্টমনে॥

তবে ঋষি কামধেনু শবলারে কন।
আশ্রমে অতিথি আজি দেখহ রাজন॥
অক্ষৌহিণী বাহিনী আছয়ে সঙ্গে তাঁর।
তোমারে দিলাম আজি এ সবার ভার॥
চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় রাজভোগ যত।
সৃজন করহ তুমি প্রয়োজন মত॥
শুনিয়া শবলা কামধেনু করে রব।
রাশি রাশি উষ্ণ অন্ন বিবিধ আসব॥
পায়সান্ন পিষ্টক প্রচুর পরিমাণ।
স্থানে স্থানে উপজিল পর্ব্বত প্রমাণ॥
মিষ্টান্ন বিবিধ জাতি সুরসাল অতি।
সুপক্ক মধুর ফল আর নানা জাতি॥
সূপ দধিকুল্যা আর খাণ্ডব পূরিত।
রজত কাঞ্চন পাত্র রাখে শত শত॥
দধি দুগ্ধ ক্ষীরের করিলা সরোবর।
দেখিয়া বিস্মিত বিশ্বামিত্র নৃপবর॥
মনেতে ধিক্কার করি আপন বৈভবে।
বশিষ্ঠে বিনয়ে রাজা নিবেদিল তবে॥
রাজকোষযোগ্য এই অমূল্য রতন।
আমারে শবলা তুমি করহ অর্পণ॥
কোটী গাভী বৎস সহ দিব প্রতিদান।
অশ্ব গজ স্বর্ণ রৌপ্য বহু পরিমাণ॥
সহজে তপস্বী তুমি কোন্ প্রয়োজনে।
রাখিবে আশ্রমে মুনি এ হেন রতনে॥
মুনি কন সসাগরা ধরা দিলে দান।
সাধ্য কি আমার করি শবলা প্রদান॥
জীবন সর্ব্বস্ব রাজা শবলা আমার।
বাঁচিয়া কি ফল বল বিহনে তাহার॥
এত শুনি বিশ্বামিত্রে ক্রোধ উপজিল।
শবলা লইতে বলে ভৃত্যে আজ্ঞা দিল॥
আজ্ঞা পেয়ে শত শত রাজ-অনুচর।
শবলারে ধরি টানে মুনির গোচর॥
খেদান্বিতা শবলা চাহিছে মুনি পানে।
রাজ-অনুচর সবে রজ্জু ধরে টানে॥
বশিষ্ঠে শবলা বলে কি দোষ পাইলে।
কহ কেনে এতদিনে আমারে ত্যজিলে॥
মুনি বলে আমি নাহি ত্যজি গো শবলে।
দুর্ব্বল তাপস আমি রাজা লয় বলে॥
পার যদি নিজ বলে থাক মোর ঠাঁই।
তোমার নিকটে আজি এই ভিক্ষা চাই॥
মুনিবাক্যে শবলা রুষিল অতিশয়।
পদাঘাতে কাঁপাইল অরণ্য নিচয়॥
ধূলা উড়াইয়া করে ঘোর অন্ধকার।
নিশ্বাসে নয়নে হয় অগ্নির সঞ্চার॥
হম্বা রবে বাহিরিল লক্ষ লক্ষ সৈন্য।
যুদ্ধে রাজসেনায় করিল ছিন্ন ভিন্ন॥
অস্ত্র ত্যজি উর্দ্ধশ্বাসে পলায় পদাতি।
অশ্ব ছাড়ি অশ্বারোহী রথ ছাড়ি রথী॥
মরিল যতেক সৈন্য গণা নাহি যায়।
বাঁচিয়া থাকিল যারা তারা মৃতপ্রায়॥

বশিষ্ঠের সহিত বিশ্বামিত্রের যুদ্ধ।

দেখি সৈন্য ভঙ্গ, ক্রোধে কাঁপে অঙ্গ,
বিশ্বামিত্র বিচক্ষণ।
করিয়া মণ্ডলী, নানা অস্ত্র ফেলি,
করিলা অদ্ভুত রণ॥
কভু ধনুঃশর, মুষল মুদ্গার,
কভু অসি চর্ম্ম করে।
না জানে বিশ্রাম, ফেরে অবিরাম,
দিক্ আচ্ছাদিয়া শরে॥
মহামেঘ যেন, ছাইল গগন,
ঢাকিল রবির করে।
শায়কের খেলা, প্রকাশে চপলা,
আবার আন্ধার হরে॥

কিন্তু কতক্ষণ, একা করে রণ,
সহায় নাহিক আর।

অতি ক্ষুণ্ণমনে, ভঙ্গ দিয়া রণে,
তপস্যা করিল সার ॥

প্রবেশি গহনে, থাকি অনশনে,
তুষিয়া হরের মন।

যাচিল যা ইষ্ট, জিনিতে বশিষ্ঠ,
বহুবিধ প্রহরণ ॥

তুষ্ট হয়ে হর, দেন তারে বর,
অস্ত্র দেন শত শত।

দেবতা গন্ধর্ব্ব, অসুর দানবে,
নহে যাহা অবগত ॥

শিবের শায়কে, পাইয়া পুলকে,
বশিষ্ঠে জিনিতে যায়।

পুনঃ তপোবনে, মিলিল দুজনে,
যুদ্ধ বাজে পুনরায় ॥

স্বভাব প্রবল, তাহে অস্ত্রবল,
পাইয়া বাড়িল দাপ।

ভাবে মনে মনে, এবে তপোধনে,
রাখিবে কাহার বাপ ॥

প্রলয়ের কালে, সমুদ্র উথলে,
সেই মত বেগে ধায়।

মারিতে মুনিরে, মহা অস্ত্র ছাড়ে,
অশনিসদৃশ প্রায় ॥

ব্রহ্মদণ্ড করে, বশিষ্ঠ সংবরে,
রাজার শায়ক সব।

তবে ব্রহ্মঅস্ত্র, যুড়ে বিশ্বামিত্র,
এড়াইতে পরাভব ॥

মহা-অস্ত্রমুখে, ঝলকে ঝলকে,
পাবক বাহির হয়।

তাহার গর্জ্জনে, কাঁপিল সঘনে,
ত্রিলোকের লোকচয় ॥

দেবতা অসুরে, কাঁপিল অন্তরে,
পিতামহ ব্রহ্মলোকে।

হায় কি হইল, বুঝি সৃষ্টি গেল,
এই কথা সব মুখে ॥

দণ্ড ধরি করে, বশিষ্ঠ নিবারে,
ব্রহ্ম-অস্ত্র ব্যর্থ হয়।

নিরখি নয়নে, বিস্মিত বদনে,
দেবগণ চেয়ে রয় ॥

বশিষ্ঠ তখন, করিতে নিধন,
বিশ্বামিত্র নৃপবরে।

ব্রহ্মদণ্ড ধরি, হুহুঙ্কার করি,
উঠিলেন ক্রোধভরে ॥

মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর, ধরে-ঋষিবর,
দেখি ভীত নৃপপতি।

নয়নযুগল, সূর্য্য মণ্ডল,
বিকাশে অগ্নির জ্যোতি ॥

প্রতি লোমকূপে, সঘন পাবকে,
জ্বলিয়া উঠিল কায়।

জিনি যমদণ্ড, ঘুরাইয়া দণ্ড,
রাজারে বধিতে ধায় ॥

দেখি ঋষিগণ, ধরিয়া চরণ,
বিনয়ে বশিষ্ঠে বলে।

ত্যজি রাগ রোষ, ক্ষম তার দোষ,
শান্তি রাখ মহীতলে ॥

বড় দর্প করে, জিনিতে তোমারে,
এসেছিল মহারাজ।

হইল পরাস্ত, ব্যর্থ ব্রহ্ম-অস্ত্র,
পেয়েছে বিষম লাজ ॥

ব্রহ্মবল বাড়ে, আর সব মিছে,
জানিল জগতে সবে।

জানিল রাজন, এইতো মরণ,
বধিলে বেশী কি হবে ॥

ঋষিগণ মিলে, এতেক কহিলে,
শান্ত হয় মুনিবর।

সুরমে মরিয়া, গেলেন ফিরিয়া,
বিশ্বামিত্র একেশ্বর ॥

বিশ্বামিত্রের তপস্যা ও ত্রিশঙ্কুর বিবরণ।

অপমানে মলিন পাইয়া বড় লাজ।
ভবনে ফিরিয়া নাহি গেলা মহারাজ॥
পুত্রে দিয়া রাজ্যভার তপস্যা করিতে।
রাজ্ঞী সহ চলিলেন দক্ষিণ মুখেতে॥
সহি শীত বাত আদি থাকি অনশনে।
উর্দ্ধপদে কত কাল রহিলেন ধ্যানে॥
কঠোর তপেতে তুষ্ট দিয়া দরশন।
লোকপিতামহ ব্রহ্মা বিশ্বামিত্রে কন॥
আজ হৈতে রাজর্ষি হইলে নৃপবর।
আপনার রাজ্যে ফিরে যাও হে সত্বর॥
সন্তুষ্ট না হয় বিশ্বামিত্র বাক্য শুনে।
ভাবে সদা ব্রহ্মঋষি হইব কেমনে॥
ইহা হৈতে ঘোরতর তপ আচরিব।
আপনার বলে ব্রহ্মঋষি নাম লব॥
এতেক চিন্তিয়া চিত্ত করিলেন স্থির।
কার্য্যের সাধন কিংবা ত্যজিব শরীর॥
ব্রহ্মারে না বলি কিছু অতি সে বতর।
তপস্যা আরম্ভ করিলেন নৃপবর।
হইল তপের তেজে ধরণী তাপিত।
স্বরগে অমরগণ দেখিয়া চিন্তিত॥
এইকালে রাজ্য করে অযোধ্যানগরে।
পরম ধার্ম্মিক সে ত্রিশঙ্কু নাম ধরে॥
এক দিন মনে করে মহাযজ্ঞ করি।
সশরীরে গমন করিব স্বর্গপুরী॥
এত ভাবি গেলা রাজা বশিষ্ঠ-সদনে।
বশিষ্ঠ সম্মত নহে এ কার্য্য সাধনে॥
উপনীত ত্রিশঙ্কু হইল আসি পরে।
বশিষ্ঠের শত পুত্র যথা তপ করে॥
করযোড়ে ঋষিপুত্রে কহেন রাজন।
তোমা সবাকার আমি লইনু শরণ॥
বাসনা করেছি মনে মহাযজ্ঞ করি।
সশরীরে গমন করিব স্বর্গপুরী॥
পুরোহিত বশিষ্ঠে নিবেদি অভিলাষ।
আমার অভাগ্যদোষে হয়েছি নিরাশ॥
তোমরা ভরসা মোর এখন কেবল।
করহ এমন যাহে লভি ইষ্ট ফল॥
মুনিপুত্রগণ তবে কহেন রাজারে।
অসাধ্য সাধন বল করি কি প্রকারে॥
বশিষ্ঠ না কহে মিথ্যা জানিবে নিশ্চয়।
মনুষ্যের সাধ্য ইহা কাচ না হয়॥
ত্রিশঙ্কু কহেন তবে করহ বিদায়।
অন্য পুরোহিতে যজ্ঞে করিব সহায়॥
এত শুনি ঋষিগণ কোপেতে জ্বলিল।
চণ্ডাল হইবি বলি অভিশাপ দিল
অমোঘ ঋষির বাক্য দেখিতে দেখিতে।
রাজবেশ পরিণত চণ্ডাল-বেশেতে॥
নীল বর্ণ রুক্ষ ভাব খর্ব্ব সব কেশ।
নীলবস্ত্র পরিধানে চণ্ডালের বেশ॥
শ্মশানের পুষ্পমালা কণ্ঠেতে ধারণ।
ভস্ম হ'ল অঙ্গরাগ লৌহ আভরণ॥
আকার দেখিয়া সব ভৃত্য পলাইল।
চণ্ডাল ভাবিয়া রাজ্ঞী রাজায় ত্যজিল॥
মন্ত্রিগণ ছাড়ি গেলা চণ্ডাল জানিয়া।
বালকে চণ্ডাল বলি উঠিল হাসিয়া॥
অভিমানে কাহারে না বলি কোন কথা।
চলিলেন মহারাজ বিশ্বামিত্র যথা॥
কত দিনে দেখিলেন গাধির কুমারে।
তপের প্রভাবে তেজ জিনি প্রভাকরে॥
চরণ বন্দিয়া কান্দি কহিল রাজন।
আমরি দুঃখের কথা শুন তপোধন॥
ইক্ষ্বাকুকুলেতে জন্ম অযোধ্যার পতি।
পাপকার্য্যে কখন ছিল না মোর মতি॥
শতাধিক যজ্ঞে তুষিয়াছি দেবগণে।
বিনয়ে আছয়ে বশ যত গুরুজনে॥

পুত্রের অধিক ভাবি পালি প্রজাগণে।
মিথ্যা প্রবঞ্চনা কভু জানিনা স্বপনে
এত করি স্বর্গলাভ হ'ল না যখন।
মহাযজ্ঞ-অনুষ্ঠানে করিনু মনন॥
সশরীরে স্বর্গে যাব মনেতে ভাবিয়া।
কহিলাম বশিষ্ঠ মুনির কাছে গিয়া॥
বশিষ্ঠ উপেক্ষা করি আমারে ত্যজিল।
ক্রোধ করি তার পুত্রগণ শাপ দিল॥
চণ্ডাল হইনু সেই শাপের কারণে।
ঘৃণায় ত্যজিল মোরে যত বন্ধুজনে॥
রাজা হয়ে সহিলাম যত অপমান।
বিস্তারিয়া কহিতে বিদরে মোর প্রাণ॥
ইক্ষ্বাকুকুলের পুরোহিত যেইজন।
চিরকাল যার অন্নে উদর পূরণ॥
হেন দশা কৈল মোর তার পুত্র হয়ে।
কেমন সুজন মুনি দেখহ ভাবিয়ে॥
বড় দুখে লইলাম তোমার শরণ।
উচিত এখন যাহা কর তপোধন॥
হেন যজ্ঞ কর যাহে যাই স্বর্গপুরে।
তবে সে মনের দুখ সব যাবে দূরে॥
দুঃখের কাহিনী শুনি দয়া উপজিল।
মধুর বচনে মুনি তারে আশ্বাসিল॥
ডাকিয়া আপন পুত্র আর শিষ্যগণে।
নিয়োজিল সকলে যজ্ঞের আয়োজনে॥
যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ যত আছয়ে ভারতে।
আজ্ঞা দিল বিশ্বামিত্র সকলে আসিতে॥
বশিষ্ঠের শত পুত্র আর মহোদয়।
অবজ্ঞায় যজ্ঞে উপস্থিত নাহি হয়॥
যখন শুনিল বিশ্বামিত্র এই বাণী।
রুষিয়া উঠিল যেন জ্বলন্ত আগুনি॥
শাপ দিল অচিরেই মরিবে তারা প্রাণে।
ভুবনে বিখ্যাত সবে হবে ডোম নামে॥
সাত জন্ম শববস্ত্র করি আহরণ।
কুকুরের মাংস করি নিয়ত ভোজন॥
হইবে আচারভ্রষ্ট অতি কদাকার।
ঘৃণা দূরে যাবে হবে পাত্র সে ঘৃণার॥
নির্দোষ জানিয়া মহোদয় নিন্দে মোরে।
এই পাপে নিন্দনীয় হইবে সংসারে॥
দয়া মায়া ত্যজ জীবগণে প্রাণে বধি।
চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়ে রবে নিরবধি॥
তারপর আহূত তাপসে সম্বোধিয়া।
বলিলেন বিশ্বামিত্র বিনয় করিয়া॥
দেখিছ চণ্ডালবেশ চণ্ডাল সে নয়।
অযোধ্যার অধিপতি ইক্ষ্বাকুতনয়॥
যজ্ঞ করি স্বর্গে যেতে করেছে মনন।
অতএব মহাযজ্ঞ কর ঋষিগণ॥
বিশ্বামিত্র মুনি যদি এতেক কহিল।
অচিরে অদ্ভুত যজ্ঞ আরম্ভ হইল॥
পূর্ণাহুতি কালে কিন্তু যত দেবগণ।
কেহ না আইল ভাগ করিতে গ্রহণ॥
তাহা দেখি ত্রিশঙ্কুরে বিশ্বামিত্র বলে।
তোমারে পাঠাব স্বর্গে নিজ তপোবলে॥
করহ গমন স্বর্গে আমার আজ্ঞায়।
এতেক কহিতে রাজা ঊর্দ্ধে উঠি যায়॥
ইন্দ্র আদি দেবগণ মানিয়া বিস্ময়।
ত্রিশঙ্কুর প্রতি অতি ক্রোধভরে কয়॥
পতিত হইয়া তুমি আছ গুরুশাপে।
স্বর্গে তব স্থান না হইবে সেই পাপে॥
ফিরে যাও মর্ত্ত্যে পুনঃ হেঁট মুণ্ড করি।
যাবৎ স্বর্গের নাহি হও অধিকারী॥
দেবলোকে ত্রিশঙ্কু নামিতে আরম্ভিল।
থাক থাক বলি বিশ্বামিত্র ডাক দিল॥
অমনি থাকিয়া গেল রাজা মধ্যপথে।
না উঠে না পড়ে থাকে ঝুলিয়া শূন্যেতে॥
বিশ্বামিত্র বলে চিন্তা না কর রাজন।
ঐ স্থানে আর স্বর্গ করিব সৃজন॥
ইন্দ্রের অধিক সুখ হইবে তোমার।
দেখিয়া না গবে সব লোকে চমৎকার॥

এত বলি সপ্তর্ষিমণ্ডল সৃষ্টি করি।
দক্ষিণ মার্গেতে রাখে নব স্বর্গোপরি ॥
নক্ষত্র বংশের সৃষ্টি করি তারপর।
সৃজিতে দ্বিতীয় ইন্দ্র হইল তৎ পর ॥
তাহা দেখি ভীত অতি অমর সকলে।
নিবর্ত্ত নিবর্ত্ত বিশ্বামিত্র ডাকি বলে ॥
মুনি বলে ত্রিশঙ্কুরে স্বর্গে পাঠাইতে।
প্রতিজ্ঞা করেছি আমি সবার সাক্ষাতে ॥
জানহ প্রতিজ্ঞা মোর বিফল না হয়।
অতএব কয় নাহে দুই দিক রয় ॥
দেবগণ আনন্দিত শুনি এই কথা।
সবে বলে তব বাক্য না হবে অন্যথা ॥
চিরকাল তব সৃষ্ট নক্ষত্র গগনে।
থাকিবেক সুপ্রসিদ্ধ বৈশ্বানর নামে ॥
ত্রিশঙ্কু তাহার মধ্যে প্রজ্বলিত হবে।
ভুঞ্জিবে স্বরগ সুখ প্রফুল্ল হৃদয়ে ॥
এত বলি স্বর্গপুরে গেল দেবগণ।
যজ্ঞ সাঙ্গ করে বিশ্বামিত্র তপোধন ॥

শুনঃশেফের বিবরণ।

সমবেত ঋষিগণে কন বিশ্বামিত্র।
তপস্যা কারণে চল যাইব অন্যত্র ॥
ত্রিশঙ্কুর স্থিতি হেতু দক্ষিণ দিকেতে।
হইয়েছে বিঘ্ন বড় মোর তপস্যাতে ॥
পশ্চিম প্রদেশে আছে বহু তপোবন।
পুষ্করে করিব চল তপ আচরণ ॥
শুনিয়া আদেশ সবে চলিল পুষ্করে।
দুষ্কর তপস্যা তথা বিশ্বামিত্র করে ॥
এইকালে অম্বরীষ অযোধ্যার পতি।
অতি সুমহান যজ্ঞে হইলেন ব্রতী ॥
ইন্দ্র সেই যজ্ঞপশু হরণ করিল।
পুরোহিত অন্য পশু আনিতে কহিল ॥
কিম্বা অনুরূপ পশু যদি না মিলিবে।
মূল্য দিয়া নরপশু আনিতে হইবে ॥
অম্বরীষ পুরোহিত বাক্যে করি ভর।
পশু হেতু ভ্রমিলেন দেশ দেশান্তর ॥
প্রথম পশুর তুল্য পশু নাহি মিলে।
ভৃগুতুঙ্গে উপনীত হন কিছুকালে ॥
পুত্র সহ আসীন ঋচীক ঋষিবর।
অম্বরীষ নিবেদিল যুড়ি দুই কর ॥
যজ্ঞপশু আমার হরিল কোন জন।
না মিলিল পশু করি পৃথিবী ভ্রমণ ॥
মূল্য লয়ে এক পুত্র যদি কর দান।
তারে পশু করি যজ্ঞ করি সমাধান ॥
ঋচীক বলেন জ্যেষ্ঠ পুত্রে নাহি দিব।
ভার্য্যা তাঁর বলে কনিষ্ঠেরে না বেচিব ॥
পিতৃ মাতৃ-বচন শুনিয়া এ প্রকার।
মধ্যম আপন মনে করিল বিচার ॥
জ্যেষ্ঠ পুত্রে পিতার মমতা দেখি অতি।
মাতৃস্নেহ সমধিক কনিষ্ঠের প্রতি ॥
কেহ না বলেন কিছু আমার কারণে।
আমারে বেচিতে তবে ইচ্ছা আছে মনে ॥
এত ভাবি অম্বরীষে কহিল তখন।
আমারে করহ ক্রয় পশুর কারণ ॥
তবে অম্বরীষ কোটি স্বর্ণ-পণ দিয়া।
শুনঃশেফে লয়ে চলে প্রফুল্ল হইয়া ॥
মধ্যাহ্নে পুষ্করে আসি উপনীত হৈলা।
রথ রাখি রাজা তথা বিশ্রাম করিলা ॥
শুনঃশেফ ভ্রমিতে ভ্রমিতে তপোবনে।
দেখিল মাতুল বিশ্বামিত্রে যোগাসনে ॥
কান্দিয়া কাহিনী তার মাতুলে জানায়।
যাহে রক্ষা পাই তার করহ উপায় ॥
পিতামাতা নাহি মোর নাহি বন্ধুজন।
তুমি রক্ষাকর্ত্তা হয়ে রাখহ জীবন ॥
রাজার করহ হিত মোর প্রাণরক্ষা।
তোমার চরণে আমি মাগি এই ভিক্ষা ॥
এত যদি কহিলেক ঋচীকনন্দন।
বিশ্বামিত্র ডাকিলেন নিজ পুত্রগণ ॥

মুনি বলে পর-উপকার মহাব্রত।
মতভেদ নাহি ইথে সবার সম্মত॥
শৈব শাক্ত গাণপত্য সৌর বৈষ্ণবাদি।
উপাসনা করিবার নানারূপ বিধি॥
ব্রহ্মবাদী হয় কেহ কেহ বা নাস্তিক।
ভাল মন্দ পথাপথ কষ্টে হয় ঠিক॥
হিন্দু বলে সনাতন ধর্ম্ম হিন্দুয়ানী।
জৈন বলে আমরা ও সব নাহি মানি॥
বৌদ্ধগণ স্বীয় ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ বলি জানে।
যবন আবার এর কিছুই না মানে॥
খ্রীষ্ট বাদী কেবল যিশুর পক্ষপাতী।
না ভজিলে যিশুখ্রীষ্টে হবে না সদ্গতি॥
দেশে দেশে ধর্ম্মের বিভিন্ন মত হয়।
কোন ধর্ম্মে মুক্তি তার কে করে নিশ্চয়॥
কিন্তু দেখ সব জাতি বলে এক সুরে।
নিশ্চিত পরম ধর্ম্ম পর-উপকারে॥
কত সুখ দরিদ্রের দারিদ্র্য-মোচনে।
যে করেছে সেই বুঝে নাহি জানে অন্যে॥
ক্ষুধিতে করিলে দান অন্ন অকাতরে।
বিপন্নে উদ্ধার কৈলে বিপদ সাগরে,॥
স্বরগের সুখ সেই করে উপভোগ।
তার কাছে কোথায় লাগয়ে যাগযোগ॥
অম্বরীষ রাজা যজ্ঞপশুর কারণে।
শুনঃশেফে কিনিয়াছে ঋচীকের স্থানে॥
দেখ শুনঃশেফ কান্দে পড়িয়া ভূতলে।
তোমরা জনেক যাও তাহার বদলে॥
শুনিয়া পিতার বাক্য হাসে পুত্রগণ।
কেমনে বলিলে পিতা এমন বচন॥
নিজ প্রাণ দেয় কেবা পরের কারণে।
এমন উন্মাদ কেবা আছে ত্রিভুবনে॥
পুত্রের অবজ্ঞাবাক্য কাণে প্রবেশিতে।
ক্রোধে কলেবর তার লাগিল জ্বলিতে॥
অভিশাপ দিলা পুত্রে গাধির কুমার।
হইবি মুষ্টিক জাতি ওরে কুলাঙ্গার॥

পুত্রে শাপ দিয়া মুনি শুনঃশেফে কয়।
জীবনের জন্য তব নাহি কিছু ভয়॥
দিবা দুই গাথা শিখি লও মোর স্থানে।
দেবতা তুষিবে তুই সেই গাথা গানে॥
রাজার হইবে যজ্ঞ দেবের কৃপায়।
তব প্রাণরক্ষা হবে আমার আজ্ঞায়॥
শুনঃশেফ আনন্দে শিখিয়া গাথাদ্বয়।
অযোধ্যাপতির কাছে আসি তবে কয়॥
ত্বরা চল বিলম্বে নাহিক প্রয়োজন।
অযোধ্যায় গিয়া কর যজ্ঞ সমাপন॥
এতেক শুনিয়া রাজা গিয়া রথে উঠে।
ত্বরা উপনীত যজ্ঞভূমির নিকটে॥
পীত বস্ত্র শুনঃশেফে পরাইয়া দিল।
কুশরজ্জু দিয়া যূপকাষ্ঠেতে বান্ধিল॥
শুনঃশেফ গায় গাথা সানন্দ অন্তরে।
ইন্দ্র আর উপেন্দ্র হইল তুষ্ট তারে॥
দীর্ঘায়ু দেবের বরে শুনঃশেফ পায়।
সম্পন্ন হইল যজ্ঞ দেবের কৃপায়॥

রম্ভার পাষাণরূপ ধারণ।

এইরূপে বিশ্বামিত্র নিজ তপোবলে।
অনেক অদ্ভুত কার্য্য দেখায় সকলে॥
তপে তুষ্ট দেবগণ ব্রহ্মার সহিত।
মুনির নিকটে পুন হয় উপনীত॥
মধুর বচনে ব্রহ্মা বিশ্বামিত্রে কন।
তপোবলে ঋষি তুমি হইলে এখন॥
কুশিককুমার শুনি লজ্জিত হইয়া।
অধোমুখে মনোদুঃখে রহিল বসিয়া।
ভাবে মুনি করিলাম কতই কঠোর।
ব্রহ্মর্ষি হইতে তবু নাহি মিলে বর।
ক্ষান্ত নাহি দিব পুন দেখিব এখন।
কার্য্যের সাধন কিংবা শরীর পতন॥
এত চিন্তি যোগাসন করে মুনিবর।
অনাহারে তপ করে সহস্র বৎসর॥

হেনকালে এক দিন মেনকা অপ্সরী।
স্নান হেতু পুষ্করেতে আইলা সুন্দরী॥
পুষ্কর হইল আলো রূপের ছটায়।
দেখিয়া তাহারে সব লোক মোহ পায়॥
রূপের লাবণ্য হাব ভাব নিরুপম।
দেখিয়া ভুলিল বিশ্বামিত্র তপোধন॥
মেনকায় করি বশ বিনয় বচনে।
দশবর্ষ রহিলেন সুখে দুই জনে॥
একদিন সহসা হইল জ্ঞানোদয়।
লজ্জায় মলিন হয়ে অধোমুখে রয়॥
মেনকারে দেখি মুনি ভাবিলেন মনে।
যোগভঙ্গ হেতু পাঠাইলা দেবগণে॥
এতেক ভাবিতে মনে ক্রোধ উপজিল।
প্রভাতের ভানুসম নয়ন জ্বলিল॥
মূর্ত্তি দেখি মেনকার মনে হ'ল ভয়।
কান্দিয়া করুণস্বরে মুনিবরে কয়॥
কি দোষ দেখিয়া রুষ্ট বলুন দাসীরে।
মুনি বলে ক্ষমিলাম পালাও সত্বরে॥
মেনকা চলিয়া গেল আপন গৃহেতে।
তপ হেতু গেলা মুনি উত্তর পর্ব্বতে॥
তথায় করয়ে তপ সহস্র বৎসর।
ঊর্দ্ধপদে অধোমুখে থাকি নিরন্তর॥
গাছের গলিত পত্র একদিন মাসে।
খাইয়া সমস্ত মাস থাকে উপবাসে॥
গ্রীষ্মে পঞ্চতপা জলমধ্যে বাস শীতে।
বরষার ধারা মুনি ধরেন শিরেতে॥
তপেতে সন্তপ্ত হয়ে যত দেবগণ।
মন্ত্রণা করিয়া সবে রম্ভা প্রতি কন॥
অয়ি বরাননে হও দেব হিতে ব্রতী।
কৌশিকের যোগভঙ্গ কর রূপবতি॥
কোন দেব বলে আমি হইয়া কোকিল।
তব সঙ্গে রব না ছাড়িব এক তিল॥
কেহ বলে ভ্রমর হইয়া রব সঙ্গে।
করিব সাহায্য সে মুনির যোগভঙ্গে॥
পবন বলেন বহি মলয় হইতে।
জ্বালিব মদনানল মুনির মনেতে॥
মৃদুমন্দ হাসি চন্দ্র অপ্সরীকে বলে।
জ্বালাবলি বিস্তার করিব করজালে॥
মদন বলেন রম্ভা নাহি কিছু ভয়।
ফুল শরে আমিই করিব তারে জয়॥
রম্ভা বলে জানি যত ক্ষমতা তোমার।
খাটেনা যোগীর কাছে তব অহঙ্কার॥
শিবের ভাঙ্গিতে ধ্যান গিয়েছিলে ভাই।
কোপানলে দেহ পুড়ে হয়েছিল ছাই॥
মেনকা দিদির কাছে শুনেছি সকল।
মুনির নিকটে নাহি খাটিবেক বল॥
পিতৃপুণ্যে দিদির থাকিয়া গেল প্রাণ।
মোর ভাগ্যে অপমৃত্যু আছয়ে বিধান॥
না গেলে দেবতা রোষে গেলে মৃত্যু ঘটে।
পড়িলাম দেখিতেছি উভয়-সঙ্কটে॥
যা হউক একবার দেখি চেষ্টা করি।
এত বলি বেশ ভূষা করয়ে সুন্দরী॥
মুনিমনোহরা রূপ করিয়া ধারণ।
উত্তর পর্ব্বতে রম্ভা করিল গমন॥
মন্মথ লইয়া ফুলধনু কামবাণ।
মোহিতে মুনিরে তার পেছু পেছু ধান॥
বসন্ত মলয়ানিল মদনের সঙ্গে।
মুনির নিকটে উপনীত নানা রঙ্গে॥
নয়ন মিলিয়া ক্ষণে বিশ্বামিত্র চায়।
রূপসী রম্ভারে আগে দেখিবারে পায়॥
জানিয়া দেবের চক্র ক্রোধ উপজিল।
রম্ভারে পাষাণ হও বলি শাপ দিল॥
বিশ্বামিত্রবচন কখন ব্যর্থ নয়।
পাষাণ হইয়া রম্ভা সেই স্থানে রয়॥
তবে ইন্দ্র পলাইল লইয়া মদনে।
বসন্ত মলয়বায়ু গেল তার সনে॥
ক্রোধে তপস্যার ক্ষয় ভাবি মুনি মনে।
ক্রোধ ত্যজি পুনঃ বসিলেন যোগাসনে॥

অদ্ভুত তপের তেজে অধিরা ধরণী।
সন্তপ্ত হইল বায়ু আর যত প্রাণী॥
সৃষ্টিলোপ-উপক্রম দেখি পিতামহে।
দেবগণ সকলে একত্রে গিয়া কহে॥
তবে ব্রহ্মা দেবতা সকলে সঙ্গে করি।
অবতীর্ণ অবনীতে দিব্যরূপ ধরি॥
বিশ্বামিত্রে বলে তুমি স্বীয় তপোবলে।
আজি হৈতে মোর বরে ব্রহ্মর্ষি হইলে॥
এত শুনি বিশ্বামিত্র সানন্দ অন্তরে।
পিতামহে সবিনয়ে নিবেদন করে॥
বশিষ্ঠ ডাকিবে মোরে ব্রহ্মর্ষি বলিয়া।
এই বর দেহ দেব সদয় হইয়া॥
তথাস্তু বলিয়া দেব ব্রহ্মলোকে গেলা।
বিশ্বামিত্র এইরূপে ব্রাহ্মণ হইলা॥
বিশ্বামিত্র তুল্য ঋষি নাহিক জগতে।
মুনিশ্রেষ্ঠ গাধিসুত সন্তুষ্ট তোমাতে॥
ওহে রাম তব তুল্য ভাগ্য নাহি কার।
তোমার সহায় নিজে গাধির কুমার॥
বিশ্বামিত্র বিবরণ অতি মধুময়।
শুনিয়া সভাস্থ সবে আনন্দিত হয়॥
অতঃপর সন্ধ্যা সমাগত দেখি প্রায়।
হৃষ্টমনে তিন জনে নিজ স্থানে যায়॥

হরধনুক ভঙ্গ।

রামে লয়ে মুনি গেল বিশ্রামভবনে।
জানকীর সখীগণ, রামে করি দরশন.
আসিয়া তাহারে কহে প্রফুল্ল বদনে।
কালী বুঝি দিল কুল, ফুটিল বিয়ের ফুল,
জুটিল মনের মত বর এতদিনে।
এনেছি কুসুম এস পরাই যতনে॥

ভাবিয়া ভাবিয়া সখী সরোজ বদন।
হারায়েছে শোভা তার, দেখিলে যে চেনা ভার,
এরূপে ভুলিবে কেনে নাগরের মন।
এস সখি ত্যজ লাজ, করে দিই ফুল সাজ,
হরিণ নয়নে দেই পরায়ে অঞ্জন।
দেখিলে ভুলিবে সেই মদনমোহন॥

ঈষৎ হাসিয়া সীতা কহেন সখীরে।
কিসের আনন্দ এত, খুলে বলিলে না তা ত,
কেবল জ্বালাও মোরে বর বর করে।
ভেবেছ জানকী বুঝি, আহার বিহার ত্যজি,
সতত বিয়ের লাগি ভাবিছে অন্তরে।
লওগে সে বর সখী দিলাম তোমারে॥

সখী বলে মিছে কথা বলিনি এবার।
দেখেছি নয়ন ভ'রে, রাজসভা আলো ক'রে,
বসিয়া ছিলেন যুবরাজ অযোধ্যার।
দেখেছি অনেক ভাই, হেন রূপ দেখি নাই,
নবীন নীরদ সে বর্ণের কাছে ছার।
একবার দেখিয়া ভুলিতে নারি আর॥

মুখের লাবণ্যে নীলকান্তমণি হারে।
সুমধুর মৃদু হাসি, ছড়ায়ে অমিয়া রাশি,
কুন্দ দন্ত পরকাশি বিরাজে অধরে।
নয়ন আকর্ণ টানা, হেন আর হইবে না,
তাহার উপরে ভুরু ধনুর আকারে।
চাহনীতে যুবতীজনারে প্রাণে মারে॥

চাঁচর ভ্রমরকৃষ্ণ কেশ মনোহর।
নাসার গঠন সখী, খগচঞ্চু দূরে রাখি,
দেখিতে সবার আঁখি বাঞ্ছে নিরন্তর॥
দেখিলে সে রূপ সখী, জুড়াইয়া যায় আঁখি,
সুশীতল হয় অতি তাপিত অন্তর।
হেন রূপ কে গড়িল ধন্য কারিকর॥

নখ হৈতে কেশাগ্র পর্য্যন্ত কোন স্থানে।
বড়ই আশ্চর্য্য ভাই, নিন্দার কিছুই নাই,
কেমনে গড়িল বিধি কোন্ উপাদানে।

হউক প্রভাত নিশি, গবাক্ষের দ্বারে বসি,
দেখাব তোমায় সেই নবঘন রামে।
সত্য কিনা মোর কথা হেরিবে নয়নে॥

রামের রূপের কথা শুনিয়া সুন্দরী।
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি, বলে কিবা লাভ হেরি,
দেখিব না সখী আমি সেরূপমাধুরী।
যে পণ করেছে পিতা, মিলনের আশা কোথা,
থাকিব থুবড়া হয়ে মাবাপের বাড়ি।
ধনুক ভাঙ্গার আশা দিয়াছি লো ছাড়ি॥

এত বলি মৌনী হয়ে রহিলেন সীতে।
রামের রূপের কথা, শুনিয়া ঘুরেছে মাথা,
ইষ্টমন্ত্র মত মনে লাগিলা জপিতে।
নীরবে একটী পাশে, সখী মনে মনে হাসে,
তরাসে পারেনা কিছু ফুটিয়া বলিতে।
উচিত কি করা তাই ভাবে কভু চিতে॥

এইরূপে সখী সঙ্গে শয়নমন্দিরে।
কভু রামরূপ ধ্যানে, কভু অন্য আলাপনে,
নিশা শেষ হইল সীতার অগোচরে।
পাখীরা প্রভাত জানি, করিয়া মধুর ধ্বনি,
জাগাইয়া দিল লোকে মিথিলা নগরে।
সুশীতল বাতাস বহিল ধীরে ধীরে॥

উদ্যানে ফুটিয়া ফুল সৌরভ ছড়ায়।
গন্ধে মাতি অলিকুল, যথা প্রস্ফুটিত ফুল,
মধুলোভে গুনগুন্ রবে তথা ধায়।
বিশ্বামিত্র মহাঋষি, সভাস্থ হইল আসি,
শ্রীরাম লক্ষ্মণ দোঁহে আইলা সভায়।
সখী ডাকি জানকীরে রাঘবে দেখায়॥

ভুবনমোহন রূপ দেখিয়া জানকী।
পুলকে পুরিল কায়, যেন মন্ত্রমুগ্ধ প্রায়,
ভুলিয়া রামের পানটিতে নাহে আঁখি।

সখীরে সম্বোধি পরে, কহেন মধুর স্বরে,
কেনে দুঃখিনীরে রূপ দেখাইলে সখি।
ভুলিল নয়ন মন ও মুরতি দেখি॥

যদি না পারেন রাম ধনুক ভাঙ্গিতে।
পিতার দারুণ পণ, করিবে না সমর্পণ,
চির অভাগিনী জানকীরে তাঁর হাতে।
হ'ল এতদিনে মোর, সখি লো বিপদ ঘোর,
পারিব না লাজে কারে ফুটিয়া বলিতে।
মনের আগুন মনে থাকিবে জ্বলিতে॥

সঁপেছি সজনি মন প্রাণ ও চরণে।
দিন বা না দিন পিতা, অন্যে না বরিবে সীতা,
যাপিবে জীবন ও রাজিব পদ ধ্যানে।
হৃদিপটে ও মূরতি, যতন করিয়া অতি,
বিচিত্র করিয়া সখি রাখিনু গোপনে।
ভূগর্ভে লুকায় নিধি যথা দীন জনে॥

সখী বলে এত চিন্তা কেনে রাজসুতা।
অনুকূল প্রজাপতি, মনের মতন পতি,
আনিয়া দিয়াছে যবে কেনে ভাব বৃথা।
ধনুক ভাঙ্গিবে রাম, পূর্ণ হবে মনস্কাম,
সদয় তোমার প্রতি হয়েছে বিধাতা।
এখনি দেখিবে মিথ্যা নহে মোর কথা॥

এইরূপে দুইজনে কত কথা হয়।
এখানে যজ্ঞের স্থলে, জনক আসিয়া বলে,
কি করিব আজ্ঞা মোরে কহ মহাশয়।
শুনি বিশ্বামিত্র কন, ধনু কর আনয়ন,
দেখিবে ধনুক দশরথের তনয়।
ভৃত্যগণে দেহ ত্বরা বিলম্ব না সয়॥

জনক মুনির বাক্যে কহে মল্লগণে।
যাও ত্বরা মল্লগণ, ধনু কর আনয়ন,
দেখাও বিপুল ধনু আনি তপোধনে।

সাবধানে সকে মিলি, আনিবে যতনে তুলি,
রাখিবে বসিয়া রামলক্ষ্মণ যেখানে।
এত শুনি মল্লগণ চলে হৃষ্টমনে ॥

শত শত মল্লগণ ধনুক তুলিয়া।
অনেক কষ্টেতে আনি, রাখিল ধনুকখানি,
সভাস্থ সকলে হয় বিস্মিত দেখিয়া।
ধনুকের পরিচয়, জনক তখন কয়,
দক্ষযজ্ঞে মহাদেব কুপিত হইয়া।
সমরে পশিলা এই ধনুক ধরিয়া ॥

নাশিলেন যাহ প্রাণে উন্মত্ত শঙ্কর।
সঙ্কট গণিয়া মনে, যতেক অমরগণে,
স্তবস্তুতি মহেশে করিল বহুতর।
স্তবে তুষ্ট আশুতোষ, দূরে গেল রাগ রোষ,
পুরস্কাররূপে ধনু লভিল অমর।
হিমালয়ে তপস্যা করিতে গেল হর ॥

দেবগণ প্রসন্ন হইয়া দেবরাতে।
করিলেন দান পুন, হরদত্ত সেই ধনু,
তদবধি আছে এই মিথিলা পুরেতে।
মিথিলার যত রাজা, ভক্তিভাবে করে পূজা,
ইষ্টদেব তুল্য জ্ঞান করিয়া মনেতে।
দেখ সবে সেই ধনু বিরাজে সভাতে ॥

সীতার বিবাহ লাগি করিয়াছি পণ।
যে কেহ পারিবে ইথে, বাহুবলে গুণ দিতে,
তাহারে তনয়া মোর করিব অর্পণ।
অযোনি সম্ভবা কন্যা, রূপে গুণে মহীধন্যা,
হরিদ্রা চম্পক জিনি অঙ্গের বরণ।
লক্ষ্মীরূপা মাতা মোর অপূর্ব্ব গঠন ॥

জানকীর গুণের বর্ণনা করা ভার।
যেন দেবী সরস্বতী, জিহ্বাগ্রেতে শ্রুতিস্মৃতি,
পুরাণ দর্শন আছে অভ্যাস তাহার।
গণিতে সুপটু মাতা, গৃহকার্য্যে নিপুণতা,
দেখিলে তাহার লোকে লাগে চমৎকার।
সরল স্বভাব হেন দেখি নাই আর ॥

শত শত দাসদাসী আমারি ভবনে।
তবুতো আলস্য নাই, কার্য্যে ব্যস্ত সর্ব্বদাই,
রন্ধন করিতে যান নিষেধ না শুনে।
যে ব্যঞ্জনে হাত পড়ে, সুধাসম স্বাদ ধরে,
অন্নপূর্ণা অধিক জননী মোর গুণে।
জানিনা লভিবে তারে কোন ভাগ্যবানে ॥

এতেক বলিয়া নিরখিলে রাজঋষি।
বিশ্বামিত্র পদধূলি, লইয়া মস্তকে তুলি,
ধনুর নিকটে রাম দাঁড়াইলা আসি।
স্বরগে অমরগণ, হয়ে হরষিত মন,
রামের উপরে বরিষয়ে পুষ্পরাশি।
জানকী দেখেন গবাক্ষের দ্বারে বসি ॥

প্রণাম করিয়া রাম দেবের চরণে।
আঁটিয়া পরেন বাস, তেজঃপুঞ্জ পরকাশ,
হইল সর্ব্বাঙ্গে আর সরোজ বদনে।
নয়ন যুগল তার, যেন অগ্নি অবতার,
হেন সাধ্য কাহার চাহিবে মুখপানে।
বাম হাতে ধরি ধনু তুলিলা তৎক্ষণে ॥

ধরাপৃষ্ঠে এক প্রান্ত করিয়া স্থাপন।
মধ্যভাগে দিয়া জানু, নোয়ায়ে ধরিলা ধনু,
মর মর শব্দে স্তব্ধ সবার শ্রবণ।
গুণ দিয়া তার পরে, শূন্যে রাম তুলে ধরে,
দেখিয়া মোহিত হয় সবাকার মন।
টঙ্কার দিলেন রাম সঘনে তখন ॥

পুনঃপুন টঙ্কারিতে ধনু মধ্যখান।
বজ্রের নিনাদ করি, সবার চৈতন্য হরি,
ভাঙ্গিয়া করিলা দাশরথি দুইখান ॥

কেবল মিথিলা পতি, বিশ্বামিত্র মহামতি,
আর মহাবল সৌমিত্রেয় মতিমান।
রহিলেন তিনজনে হইয়া সজ্ঞান॥

দশরথের মিথিলায় আগমন।

বড় চিন্তা ছিল রাজা জনকের মনে।
দুর্জ্জয় ধনুক রাম ভাঙ্গিবে কেমনে॥
সীতার বিবাহ বুঝি বিধি না লিখিল।
তাই সে ধনুকভাঙ্গাপণ করাইল॥
এবে সেই ভাবনা আনন্দে পরিণত।
ভাঙ্গিল ধনুক রাম রব অবিরত॥
রাজার ভবনে আর বাজারে বাজার।
হাসি রাশি বিকাশে বদনে সবাকার॥
আবাল-বনিতা বৃদ্ধ যেখানে যে ছিল।
আশ্চর্য্য মানিয়া সবে দেখিতে ধাইল॥
মিথিলার পতি তবে বিশ্বামিত্রে কয়।
তোমার কৃপায় আজি বড় ভাগ্যোদয়॥
এতদিনে জানকীর অনুরূপ বর।
প্রসন্ন হইয়া মোরে মিলাইল হর॥
এখন অযোধ্যাপতি রাজা দশরথে।
উচিত সত্বরে এই সুসম্বাদ দিতে॥
মুনি বলে তব যুক্তি সঙ্গত রাজন।
দূত পাঠাইয়া দাও অযোধ্যা ভবন॥
মুনির বচনে তুষ্ট হইয়া ভূপতি।
অযোধ্যা যাইতে দূতে দিলা অনুমতি॥
ত্বরিত গমন অশ্বে করি আরোহণ।
দিবারাত্রি অভেদে ছুটিল দূতগণ॥
চতুর্থ দিবসে অযোধ্যায় উত্তরিল।
করযোড়ে দশরথে সব নিবেদিল॥
জনক রাজার কন্যা নাম তার সীতা।
অযোনিসম্ভবা রূপে ভুবন বিখ্যাতা॥
দুর্জ্জয় ধনুক ছিল রাজার ভুবনে।
অর্পিবে সীতায় ধনু ভাঙ্গিবে যে জনে॥
মিথিলাধিপতি এই করেছিল পণ।
শুনিয়া আইল রাজা রাজপুত্রগণ॥
ভাঙ্গার আছুক কাৰ তুলিতে না পারি।
লজ্জা পেয়ে গেল সবে নিজ দেশে ফিরি॥
ক্রমে যক্ষ রক্ষ কত গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
আইল সীতার লোভে স্বর্গের অমর॥
ধনুকে যোজিতে গুণ সাধ্য না হইল।
মনোদুঃখে অধোমুখে সবে ফিরি গেল॥
বিবাহের যোগ্য ক্রমে হইলেন সীতা।
জনক চি[illegible]তে বড় ছিলেন সর্ব্বথা॥
হেনকালে এ[illegible] বিশ্বামিত্র ঋষি।
জনকের যজ্ঞস্থলে উ[illegible]॥
সঙ্গে ছিল শ্রীরাম লক্ষ্মণ দুই ভাই।
রূপ দেখি বিমোহিত সভাস্থ সবাই॥
পরিচয় তাহাদের দিলা ঋষিবর।
আপনার পুত্র সেই দুটি গুণধর॥
যজ্ঞস্থলে সেই ধনু দেখি বিদ্যমান।
অনায়াসে গুণ তাহে দিলেন শ্রীরাম॥
তারপর পুনঃপুন টংকার করিতে।
ভাঙ্গিয়া বিপুল ধনু পড়িল ভূমিতে॥
অতএব রামচন্দ্রে কন্যা সমর্পিতে।
জনক করিলা স্থির আপনার চিতে॥
অনুমতি দেহ হয়ে প্রসন্ন অন্তর।
আমাদের সঙ্গে চল মিথিলানগর॥
দূত মুখে এতেক শুনিয়া মহামতি।
অন্তঃপুরে সংবাদ দিলেন দ্রুতগতি॥
রঘুকুল বধূ হবে জনক ঝীয়ারী।
শুনিয়া আনন্দে পূর্ণ অযোধ্যা নগরী॥
মন্ত্রীগণ সহ রাজা যুক্তি করি তবে।
মিথিলা যাইতে ত্বরা সাজিলেন সবে॥
বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ চলিল সঙ্গেতে।
হয় হস্তী রথ চলে অযুতে অযুতে॥
চারিদিন পথে অতিবাহিত করিয়া।
অবশেষে উত্তরিল মিথিলায় গিয়া॥

দশরথ ও জনকের বংশ পরিচয়।

শুনিয়া নগরে উপনীত দশরথ।
অগ্রসরি জনক আইলা কত পথ ॥
স্বাগত জিজ্ঞাসি পরে মধুর বচনে।
লইলেন দশরথে আপন ভবনে ॥
পূজিলা মিথিলাপতি করি শিষ্টাচার।
বিশেষ সন্তোষ তাহে হয় সবাকার ॥
বিশ্বামিত্রসহ দেখি শ্রীরাম লক্ষ্মণে।
বড় প্রীতি দশরথ পাইলেন মনে ॥
অতঃপর বশিষ্ঠ কহেন সভাস্থলে।
পরিচয় কহি আমি শুনহ সকলে ॥
জন্মমৃত্যু নাহি যাঁর সর্ব্বকাল স্থিতি।
সেই ব্রহ্মা হৈতে হয় মরিচি উৎপত্তি ॥
কশ্যপ মরিচিপুত্র বিদিত সকলে।
কশ্যপের পুত্র বিবস্বান লোকে বলে ॥
বিবস্বানপুত্র বৈবস্বত মনু হয়।
ইক্ষ্বাকু বলিয়া ছিল তাহার তনয় ॥
এই সে ইক্ষ্বাকু আদি রাজা অযোধ্যার।
কুক্ষি নামে মহারাজ অপত্য তাহার ॥
বিকুক্ষি কুক্ষির পুত্র অতুল প্রতাপ
তার পুত্র বান ধরা কাঁপে যার দাপে ॥
অনরণ্য নামে পুত্র বানের হইল।
তার পুত্র পৃথু নাম জগতে রটিল ॥
পৃথুর সন্তান নাম ত্রিশংকু ভূপতি।
ত্রিভুবনে অদ্যাপি অতুল যার কীর্ত্তি ॥
ধুন্ধুমার তার পুত্র যুবনাশ্ব তার।
সুবিখ্যাত মান্ধাতা অপত্য হয় যার ॥
মান্ধাতার পুত্র ছিল সুসন্ধি নামেতে।
সুসন্ধির দুই পুত্র বিখ্যাত জগতে ॥
কনিষ্ঠ প্রসেনজিৎ ধ্রুবসন্ধি জ্যেষ্ঠ।
ভরত তনয় তার সর্ব্বগুণে শ্রেষ্ঠ ॥
অসিত ভরতসুত মহা তেজবান।
শত্রুসহ রণে হারি রাজ্য ছাড়ি যান ॥
অসিত ঔরসে আর কালিন্দী গর্ভেতে।
ভুবন বিখ্যাত পুত্র সগর নামেতে ॥
সগরের পুত্র অসমঞ্জ নাম ধরে।
তার পুত্র অংশুমান বিদিত সংসারে ॥
তাহার অপত্য হয় দিলিপ রাজন।
দিলিপের পুত্র ভগীরথ মহাজন ॥
তার পুত্র ককুৎস্থ রঘুর জন্মদাতা।
প্রবৃদ্ধ রঘুর পুত্র শংখনের পিতা ॥
শংখন হইতে জনমিল সুদর্শন।
অগ্নিবর্ণ নামে সুদর্শনের নন্দন ॥
অগ্নিবর্ণ পুত্র হয় শীঘ্রগ রাজন।
তাহার অপত্য মরু বিখ্যাত ভুবন ॥
মরুপুত্র প্রশুশ্রুক অম্বরীষ তার।
মহীপতি নহুষ অপত্য হয় যার ॥
নহুষের অপত্য যযাতি নাম ধরে।
নাভাগ তাহার পুত্র বিদিত সংসারে ॥
নাভাগের পুত্র অজ রাজচক্রবর্ত্তী।
তাহার তনয় দশরথ মহামতি ॥
তাহার তনয় চারি সর্ব্বসুলক্ষণ।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর ভরত শত্রুঘ্ন ॥
মহাবীর সত্যবাদী বিশুদ্ধ স্বভাব।
মনুষ্য না হয় জ্ঞান দেখি হাবভাব ॥
আজানুলম্বিত ভুজ করিকর সম।
শত্রু বিনাশনে সদা যমদণ্ডোপম ॥
সুপ্রশস্ত বক্ষস্থল শৌর্য্যের নিবাস।
দেবাসুর যক্ষ রক্ষে নাহি করে ত্রাস ॥
নীলপদ্ম দুটি আঁখি আকর্ণ যুড়িয়া।
গজস্কন্ধ গ্রীবাদেশ গজারি জিনিয়া ॥
সুকুঞ্চিত নিবিড় ভ্রমর কৃষ্ণ কেশ।
বিক্রমে কেশরী জ্ঞানে দ্বিতীয় গণেশ ॥
বেদ শ্রুতি স্মৃতি জ্ঞানে না মিলে তুলনা।
জিহ্বাগ্রে বিরাজে বাণী কমল আসনা ॥
নবঘন জিনিয়া শ্যামল কান্তি রাম।
গৌরকান্তি অনুজ লক্ষ্মণ গুণধাম ॥

দুই ভাই যোগ্য তব দুই কন্যা হয় ।
অতএব আমি প্রার্থী শুন মহাশয় ॥
জনক কহেন তবে করি কৃতাঞ্জলি ।
বিদেহ বংশের কথা শুন কিছু বলি ॥
কন্যাদান সময়ে কুলের পরিচয় ।
চিরপ্রথা অনুসারে বর্ণিবারে হয় ॥
ভুবন বিখ্যাত নিমি ধার্ম্মিক প্রধান ।
তাহার তনয় এক হয় মিথি নাম ॥
জনক তাহার পুত্র বিদিত সংসারে ।
যা হ'তে জনক নাম মোর বংশ ধরে ॥
জনক তনয় উদাবসু মহাশয় ।
নন্দিবর্দ্ধ হয় উদাবসুর তনয় ॥
সুকেতু তাহার পুত্র শৌর্য্যশালী অতি ।
তাহার অঙ্গজ দেবরাত মহামতি ॥
দেবরাত পুত্র বৃহদ্রথ নাম ধরে ।
তার পুত্র মহাবীর বিদিত সংসারে ॥
জনমিল মহাবীর ঔরসে সুধৃতি ।
তাহার তনয় ধৃষ্টকেতু মহামতি ॥
হর্য্যশ্ব তাহার পুত্র বিদিত ভুবনে ।
হর্য্যশ্বের পুত্র মরু জানে সর্ব্বজনে ।
তাহার তনয় প্রতিন্ধক মহাবল ।
কীর্ত্তিরথ তার পুত্র প্রতাপে প্রবল ॥
তাহার তনয় দেবমীঢ় নামে খ্যাত ।
বিবুধ নামেতে হয় তাহার অপত্য ॥
মহীধ্রক জনমিল তাহার ঔরসে ।
তার পুত্র কীর্ত্তিরাত খ্যাত সর্ব্ব দেশে ॥
মহারোমা নামে রাজা তনয় তাহার ।
স্বর্ণরোমা তার পুত্র বিদিত সংসার ॥
হ্রস্বরোমা হয় স্বর্ণরোমার অপত্য ।
তাহার হইল দেখ ক্রমে দুই পুত্র ॥
আমি জ্যেষ্ঠ জনক অনুজ কুশধ্বজ ।
আমারে দিলেন পিতা মিথিলার রাজ্য ॥
কালক্রমে সুধন্বা সাঙ্কাশ্য অধীশ্বর ।
আক্রমণ কৈল আসি মিথিলা নগর ॥
করিলাম সুধন্বায় সমরে নিহত ।
কুশধ্বজ পাইল সাঙ্কাশ্যার রাজত্ব ॥
তদবধি ভাই মোর সাঙ্কাশ্যার পতি ।
যথায় এখন তিনি করেন বসতি ॥
করিয়াছিলাম পণ জানে সর্ব্বলোকে ।
ধনুক ভাঙ্গিয়া রাম লভিল সীতাকে ॥
অপরা তনয়া মোর উর্ম্মিলা নামেতে ।
বাসনা করেছি তারে লক্ষ্মণে অর্পিতে ॥
নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ আর গো-দান কার্য্যাদি ।
করুন অযোধ্যাপতি আছে যথা বিধি ॥

রামের বিবাহ ।

বশিষ্ঠ বলেন বড় হইলাম প্রীত ।
বিদেহ ইক্ষ্বাকুবংশ প্রমাণ অতীত ॥
এ দুইয়ের তুলনা অন্যেতে নাহি হয় ।
সমতুল্য সম্বন্ধ হইল মহাশয় ॥
আর এক প্রার্থনা আছয়ে তব ঠাঁই ।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ এঁরা হন চারি ভাই ॥
কুশধ্বজ ভ্রাতা তব পরম ধার্ম্মিক ।
দুই কন্যা আছে তার রূপে অলৌকিক ॥
ভরত শত্রুঘ্ন লাগি মাগি তব স্থানে ।
মিলন হইবে ভাবি সমানে সমানে ॥
যেমন রূপের রাশি ভ্রাতৃসুতা তব ।
তেমনি কুমারদ্বয়ে গুণের গৌরব ॥
শুনিয়া জনক রাজা হরষিত মন ।
অনুজে চাহিয়া কহে ঋষিরে তখন ॥
উভয় কুলের বন্ধু তুমি মতিমান ।
সাধ্য কি করিব আমি তব বাক্য আন ।
বিশেষ ইক্ষ্বাকুবংশ পরম পবিত্র ।
সমানে সমানে কার্য্য কিসের আপত্ত ॥
কুশধ্বজে বলে ভাই অতি ত্বরা করি ।
আনাও কন্যায় তব মিথিলা নগরী ॥
এত যদি আজ্ঞা দিলা জনক ভূপতি ।
সাঙ্কাশ্যায় গেল দূত অতি শীঘ্রগতি ॥

পরমা সুন্দরী দুই কন্যায় লইয়া।
ত্বরায় আইল তারা মিথিলা ফিরিয়া॥
দশরথ নান্দিশ্রাদ্ধ করি সমাধান।
আনন্দ অন্তরে পরে করেন গোদান॥
লক্ষ লক্ষ ধেনু রাজা দিলেন ব্রাহ্মণে।
গো-দোহন কাংসপাত্র দিলা তার সনে॥
অযুত অযুত অশ্ব হস্তী দিলা দান।
রজত কাঞ্চন দিলা পর্ব্বত প্রমাণ॥
হেনকালে যুধাজিৎ কেকয় নন্দন।
মিথিলা নগরে করিলেন আগমন॥
হরষিত দশরথ দেখিয়া শ্যালকে।
বিবিধ বিধানে তারে পূজেন পুলকে॥
যুধাজিৎ বলে বাঞ্ছা দেখিতে ভরতে।
সেই হেতু আইলাম অযোধ্যাপুরেতে॥
তথায় না দেখি তারে শুনি বিবরণ।
বিবাহ দেখিতে এনু মিথিলা ভবন॥
দশরথ বলে কার্য্য ঘটিল সহসা।
বড় তাড়াতাড়ি মিথিলায় হয় আসা।
তাইতে করিতে পারি নাই নিমন্ত্রণ।
বড় তুষ্ট হইলাম পেয়ে দরশন॥
এইরূপে দুই জনে করি শিষ্টাচার।
বিবাহ সাজাতে আজ্ঞা করেন প্রচার॥
বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিগণ।
আত্মীয় কুটুম্ব আর ছিল যত জন॥
সকলে বেষ্টিত হয়ে চারি পুত্র সঙ্গে।
জনকের যজ্ঞবাটে চলিলেন রঙ্গে॥
শতানন্দ সাজাইলা বিবাহ মণ্ডপে।
গন্ধ পুষ্প চিত্রকুম্ভ হরিদ্রা আতপে॥
স্বর্ণপালি শঙ্খপাত্র ধূপ পাত্র আর।
স্রুক স্রুব লাজপাত্র পাত্র সে পূজার॥
যবাঙ্কুর সরাব রাখিলা চারি ধারে।
দর্ভ দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া সবারে॥
বশিষ্ঠ করেন পরে অগ্নির স্থাপন।
হোম আরম্ভিলা করি মন্ত্র উচ্চারণ॥

এ দিকে জনকগৃহে কন্যাগণে লয়ে।
নারীগণ স্ত্রী-আচার করে উলু দিয়ে॥
ভূষিত করিয়া অঙ্গ নানা আভরণে।
একে একে যজ্ঞবাটে আনে কন্যাগণে॥
জনক কহেন রামে করহ গ্রহণ।
দিলাম তোমারে আমি এ কন্যা রতন॥
ছায়ারূপে সঙ্গে সদা থাকিবেন মাতা।
অথবা পাদপে বেড়ি থাকে যথা লতা॥
এত বলি সীতার লইয়া কর খানি।
রামের করেতে করে অর্পণ আপনি॥
তার পরে ঊর্ম্মিলারে লক্ষ্মণে অর্পিলা।
যেন চন্দ্রসহ আসি রোহিণী মিলিলা॥
ভরতে মাণ্ডবী দান করি তদন্তরে।
শ্রুতিকীর্ত্তি সমর্পিলা শত্রুঘ্নের করে॥
জয়ধ্বনি হইল সকল মিথিলায়।
স্বর্গে থাকি পুষ্পবৃষ্টি করে দেবতায়॥
গাইল গন্ধর্ব্বে রামজানকীর জয়।
ত্রিলোকের সিদ্ধ ঋষি পাইল অভয়॥
সীতানাথ সীতার মিলন এক মনে।
যেই জন ঐকান্তিক ভক্তি করি শুনে॥
না থাকে শমন ভয় মোক্ষ পায় করে।
অনায়াসে তরে যায় সংসার সাগরে॥
ধনপুত্র নিশ্চয় লভয়ে সেই জন।
পতিব্রতা হয় নারী করিলে শ্রবণ॥

সীতার প্রতি জনকের উপদেশ।

বধূসনে পুত্রগণে লইয়া তখন।
পটগৃহে দশরথ করেন গমন॥
সুখের রজনী শেষ সত্বরে হইল।
বিশ্বামিত্র আসি তবে বিদায় মাগিল॥
মুনিরে বিদায় করি অযোধ্যা ঈশ্বর।
কহেন মধুর ভাবে জনক গোচর॥
বহুদিন রাজ্য ছাড়ি আসিয়াছি ভাই।
পুরুষ বলিতে ঘরে একজন নাই॥

সেনাপতি আদি করি যত মন্ত্রীগণে।
আসি উপনীত দেখ মিথিলা-ভবনে॥
বিলম্ব করিতে আর মন নাহি চায়।
অযোধ্যা যাইতে মোরে দাও হে বিদায়॥
এত শুনি জনক ডাকিয়া জানকীরে।
মধুর বচনে উপদেশ দেন তারে॥
শ্বশুর তোমার হন রাজচক্রবর্ত্তী।
আমা হৈতে শত গুণে ঐশ্বর্য্যের পতি॥
প্রতাপ এমনি দেবরাজ ইন্দ্র ডরে।
দশরথ সনে চিরদিন সখ্য করে॥
তার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম ভর্ত্তা তব সীতে।
যার শৌর্য্য বীর্য্য সব দেখিলে সাক্ষাতে॥
বড় সুখে পড়িলে মা শ্বশুরের ঘরে।
দেখিয়া আমার মন কাঁপিতেছে ডরে॥
ঐশ্বর্য্যে লোকের মনে জন্মে অহঙ্কার।
অহঙ্কার হৈলে শীঘ্র হয় ছারখার॥
ধনের গৌরব কভু করিও না মনে।
মিষ্টভাবে সকলে তুষিবে সযতনে॥
মিষ্টভাষী জনের জগতে শত্রু নাই।
মনে রেখো আমার এ কথা সর্ব্বদাই॥
দয়াতে করিবে বশ অনুজীবীগণে।
কদাচ না দিবে কষ্ট তাহাদের মনে॥
নারীর দেবতা পতি তাঁর পিতামাতা।
ভাবি দেখ রমণীর পরম দেবতা॥
তাহাদের মনে যাতে কিছু কষ্ট হয়।
হেন কার্য্য ত্যজিবে সর্ব্বদা সুনিশ্চয়॥
শ্বশুর শাশুড়ী যদি কভু রুষ্ট হন।
কিম্বা যদি তোমারে কহেন কুবচন॥
তাহাতে না ভাব দুঃখ না কর উত্তর।
তুষিতে করিবে যত্ন পেলে অবসর॥
তাহারা তোমার প্রতি প্রসন্ন থাকিলে।
ঐহিকে হইবে সুখ পুণ্য পরকালে॥
স্বহস্তে রন্ধন করি অন্নাদি ব্যঞ্জন।
মাঝে মাঝে তাহাদের করাবে ভোজন॥
বৃদ্ধকালে শিশুর স্বভাব পায় নরে।
এটা সেটা খাইতে সর্ব্বদা ইচ্ছা করে॥
জননী যেমন বুঝে সন্তানের মন।
তেমনি তাদের দিকে রাখিও নয়ন॥
বালবৃদ্ধ পতি নাহি করিলে ভোজন।
অগ্রেতে কখন না খাইবে কদাচন॥
পতি যদি কভু কষ্ট হয়েন তোমারে।
হাসিয়া সহিবে কথা প্রসন্ন অন্তরে॥
সুখে দুঃখে বিচলিত কভু না হইবে।
ছায়াবৎ পতি সঙ্গে সতত রহিবে॥
আদরে কখন পতি দিলে উপহার।
মনোমত যদিও তা না হয় তোমার॥
তথাচ প্রসাদ ভাবি যতনে রাখিবে।
পতির অজ্ঞাতে তাহা অপরে না দিবে
হউক জনক কিম্বা আপনার ভ্রাতা।
নির্জ্জনে পুরুষ সনে না কহিবে কথা॥
দেবর ননদে ভাই ভগ্নি ভাবি মনে।
অন্তরের স্নেহ সহ পালিবে যতনে॥
সুখদুঃখ মিশ্রিত জানিবে এ সংসার।
কভু সুখ কভু দুঃখ বিধান যাহার॥
তার প্রতি মন রাখি সকল কার্য্যেতে।
অতি যত্নসহকারে শিখিবে চলিতে॥
ধর্ম্ম ভিন্ন আর দেখ সকলি অনিত্য।
সেই ধর্ম্ম উপার্জ্জনে চাই শুদ্ধচিত্ত॥
চিত্তশুদ্ধি করিতে কার্য্যের প্রয়োজন।
কার্য্যের প্রধান হয় দয়া আচরণ॥
দেখিলে পরের দুঃখ নিশ্চিন্ত না রবে।
যে কোন প্রকারে পার সাহায্য করিবে॥
দুঃখীর নয়নজল পারিলে মুছাতে।
পবিত্র সুখের অনুভব হয় চিত্তে॥
সীতায় এতেক বলি জনক রাজন।
যৌতুক আনিতে ভৃত্যে কহেন তখন॥
কামধেনু তুল্য গাই দিলা লক্ষ লক্ষ।
অতি স্থূলকায় অশ্ব বারণ অসংখ্য॥

পট্টবস্ত্র পাট পাট যোগায় কিঙ্কর।
বিচিত্র কার্পাসবস্ত্র দিলা বহুতর॥
রাশি রাশি রজত কাঞ্চন দিল কত।
মণি মুক্তা হীরক প্রবাল মরকত॥
রত্ন বিভূষিতা করি সহস্র কামিনী।
দাসদাসী কত দিলা সংখ্যা নাহি জানি॥
কন্যায় বিদায় দিতে জনক রাজন।
ক্ষণেকের তরে মুগ্ধ করেন রোদন॥
জননীর কোলে সীতা লুকাইয়া মুখ।
কান্দিয়া নয়ন জলে ভাসাইলা বুক॥
উর্ম্মিলা মাণ্ডবী শ্রুতকীর্ত্তি তিন জনে।
সান্ত্বনা করেন রাণী মধুর বচনে॥
মায়ের সমান স্নেহ নাহিক সংসারে।
বুক ফেটে যায় তবু রোদন নিবারে॥
কত বুঝাইয়া সবে চড়াইল রথে।
জনক কহেন তবে রাজা দশরথে॥
কন্যা দিয়া লইলাম তোমার আশ্রয়।
আশ্রিত বলিয়া মনে রেখো মহাশয়॥
দশরথ বলে বন্দি রহিলাম গুণে।
ভুলিতে তোমারে নাহি পারিব জীবনে॥
এইরূপে সম্ভাষিয়া দোঁহে দোঁহাকারে।
দশরথ উঠিলেন রথের উপরে॥

পরশুরামের দর্পচূর্ণ।

জনক প্রদত্ত অতি বিচিত্র বিমানে।
উঠিল কুমারগণ নব বধূ সনে॥
বশিষ্ঠাদি ঋষিগণে করিয়া অগ্রেতে।
বাহির হইল রাজা নগর হইতে॥
দেখে কুলক্ষণ রাজা শূন্যে উড়ে কাক।
রথাগ্রে বৈসে কভু ছাড়ে কাল ডাক॥
লোমাঞ্চিত কলেবর কাঁপিল হৃদয়।
বিনয়ে বশিষ্ঠে তবে দশরথ কয়॥
কহ মুনিবর একনে হেরি অমঙ্গল।
বিস্তারিয়া বলহ ইহার ফলাফল॥
ঋষি কন চিন্তা নাই ইহার কারণ।
রথ প্রদক্ষিণ করে দেখ মৃগগণ॥
কিছু অমঙ্গল হবে ইথে নাই আন।
স্থায়ী না হইবে শেষে হইবে কল্যান॥
এত শুনি সুস্থির হইল দশরথ।
আজ্ঞা দিল সারথিরে চালাইতে রথ॥
বায়ুবেগে ছুটিল রথের অশ্বচয়।
মুহূর্ত্তে ছাড়ায় পথ ক্রোশ পাঁচ ছয়॥
অকস্মাৎ অন্ধকারে মেদিনী ঢাকিল।
প্রচণ্ড বাতাসে বৃক্ষ ভাঙ্গিয়া পড়িল॥
দিনকর কর ভস্মে করে আচ্ছাদন।
ঘন ঘন হইতে লাগিল ভূকম্পন॥
অচেতন সৈন্যগণ পড়িল ধরায়।
প্রলয় ভাবিয়া রাজা করে হায় হায়॥
অন্যের কি কব কথা বশিষ্ঠের মতি।
চঞ্চল হইল দেখি সবার দুর্গতি॥
হেনকালে দশরথ করে দরশন।
ক্ষত্রকুল অন্তকারী ভৃগুর নন্দন॥
শিরে শোভে শঙ্করে জিনিয়া জটাভার।
পৃষ্ঠে ধনুঃশর স্কন্ধে দুরন্ত কুঠার॥
প্রলয়ের অগ্নিতেজ যদি সহ্য হয়।
জামদগ্ন্য তেজ সহ্য হইবার নয়॥
নয়নে নির্গত হয় অগ্নি রাশি রাশি।
ত্রিপুরান্তকারী তুল্য দাঁড়াইলা আসি॥
বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ কহে পরস্পরে।
পিতৃবধ এ পর্য্যন্ত নাহিক পাসরে॥
পুনঃ কি করিবে ক্ষত্রকুল নির্ম্মূলন।
আকার দেখিয়া ভয় হয় বিলক্ষণ॥
এত চিন্তি জামদগ্ন্যে করিল পূজন।
ভৃগুসুত রামচন্দ্রে কহেন তখন॥
শুনেছি হে রাম তব বীরত্ব কাহিনী।
ভেঙ্গেছ হরের ধনু শুনিয়াছি আমি॥
দুর্জ্জয় ধনুক এই দেখ মোর করে।
পিতা জামদগ্নি ইহা দিয়াছেন মোরে॥

বিরচিল বিশ্বকর্ম্মা ধনুক দুখানি।
ত্রিপুরের যুদ্ধে হরে দিল একখানি ॥
বিষ্ণুকে দ্বিতীয় ধনু দিল দেবগণ।
ধরেছি সে ধনু আমি করিয়া যতন ॥
গুণ দিয়া পার শর সন্ধান করিতে।
তবে সে করিব যুদ্ধ তোমার সহিতে ॥
এতেক বচন শুনি অযোধ্যার পতি।
বিনয়ে বলেন বাণী ভার্গবের প্রতি ॥
বহুদিন ক্ষমা করিয়াছ ক্ষত্র দোষ।
করিয়াছ ত্যাগ যত ছিল রাগ রোষ ॥
দেবরাজ নিকটে প্রতিজ্ঞা করি পরে।
শস্ত্র ত্যাগ করিয়াছ নিন্দিত সংসারে ॥
করিয়া কশ্যপে পৃথিবীর রাজ্য দান।
করেছ তপস্যা হেতু পর্ব্বতে প্রয়াণ ॥
ভৃগুবংশে জন্ম তব বিখ্যাত ত্রিলোকে।
পৌরুষ বাড়িবে কোথা বধিলে বালকে ॥
সদা বাস তপ হেতু মহেন্দ্র পর্ব্বতে।
কেন এলে এখানে আমার মাথা খেতে ॥
অবজ্ঞায় উত্তর না করি দশরথে।
শ্রীরামে ভার্গব তবে লাগিলা কহিতে ॥
হরধনু তুল্য মম ধনুক দুর্জ্জয়।
কোন মতে তাহা হ'তে ন্যূন নাহি হয় ॥
দেবগণে মনে মনে সংশয় করিয়া।
পিতামহ ব্রহ্মারে কহিল সবে গিয়া ॥
হর হরি পরাক্রমে শ্রেষ্ঠ কোন জন।
দয়া করি কর এই সন্দেহ ভঞ্জন ॥
দেবে তুষ্ট করিতে উপায় ভাবি মনে।
বিবাদ বাধায় ব্রহ্মা হরি হর সনে ॥
উভয়ে ধরিয়া ধনু সমরে পশিল।
বিষ্ণুর হুঙ্কারে হর শিথিল হইল ॥
হাতের ধনুক তার পড়িল খসিয়া।
সবার সন্দেহ দূর হইল দেখিয়া ॥
অমরে তুষ্ট করি দোঁহে নিবারিল রণে।
মিলন হইল হর হরি দুইজনে ॥
এই সে বৈষ্ণব ধনু দেখ বিদ্যমান।
পার যদি কর ইথে শরের সন্ধান ॥
পিতা মোর জমদগ্নি নিরীহ স্বভাব।
ধনু ত্যজি গ্রহণ করেন ধর্ম্মভাব ॥
কার্ত্তবীর্য্যঅর্জ্জুনে যে দুর্ম্মতি ধরিল।
বিনা অপরাধে মোর পিতারে বধিল ॥
সেই কোপে পৃথিবীতে তিন সপ্ত বার।
এই ধনু ধরি করি ক্ষত্রিয় সংহার ॥
আপন প্রতাপে ক্ষিতি করিয়া শাসন।
কশ্যপে করিনু রাজ্য শেষে সমর্পণ ॥
মহেন্দ্র পর্ব্বতে তপস্যার লাগি বাস।
তব বীরপনা শুনে আসা তব পাশ ॥
শ্রীরাম কহেন দেখি ধনুক কেমন।
এত বলি বিষ্ণু ধনু করিলা গ্রহণ ॥
ধনুকেতে গুণ দিয়া যুড়িলেন শর।
পরশুরামের প্রতি কহেন তৎপর ॥
অবধ্য ব্রাহ্মণ তুমি তোমা না বিনাশি।
বিশেষে কুটুম্ব তব বিশ্বামিত্র ঋষি ॥
কিন্তু মোর অস্ত্র দেখ কভু ব্যর্থ নয়।
কিসে লক্ষ্য করিব বলহ মহাশয় ॥
তপোবলে গতিশক্তি সর্ব্বত্রে তোমার।
আর পাইয়াছ শ্রেষ্ঠ লোকে অধিকার ॥
রোধিব কোনটি এ দুইয়ের এই বাণে।
বিলম্ব না করি শীঘ্র কহ মোর স্থানে ॥
জামদগ্ন্য বলে তুমি বিষ্ণু অবতার।
ধনুর সহিত তেজ হরিলে আমার ॥
কশ্যপে করিয়া পৃথিবীর রাজ্য দানে।
তদবধি নাহি মোর পৃথিবীতে স্থান ॥
গতিশক্তি হরিলে প্রতিজ্ঞা নষ্ট হয়।
শ্রেষ্ঠলোকে স্থান মোর রোধ মহাশয় ॥
এতেক কহিতে রাম ছাড়িলেন বাণ।
অবরুদ্ধ করি ভার্গবের শ্রেষ্ঠ স্থান ॥
মনোদুঃখে জামদগ্ন্য গেলেন পর্ব্বতে।
রামচন্দ্র উত্তরিল আসি অযোধ্যাতে ॥

রামেরগৃহ প্রবেশ।

জগজন মনোলোভা, হইল অপূর্ব্ব শোভা,
অযোধ্যায় প্রতি ঘরে ঘরে।
রাম আগমন শুনি, কি পুরুষ কি রমনী,
হাসি আর অধরে না ধরে॥
রাজপথের দুধারি, রম্ভাতরু সারি সারি,
পূর্ণঘট প্রতি তরুতলে।
পথ আর পতাকায়, শূন্য শুদ্ধ রুদ্ধ প্রায়,
সাধ্যকার রাজপথে চলে॥
সীতা সহ রামচন্দ্রে, হেরিবে বলি আনন্দে,
বালক বালিকাবৃন্দে ধায়।
বৃদ্ধের কি সাধ্য যেতে, ধরিয়া পথের ভিতে,
স্থির নেত্র উর্দ্ধপানে চায়॥
দেখিতে না পায় পাছে, ইতরে উঠিল গাছে,
কাছে এলে দেখিবে আশায়॥
দৃষ্টি হীন অন্ধ জনে, তাই বলে কি সে মানে,
ক্ষুন্ন মনে শূন্য পানে চায়॥
বলে হরি করিঅন্ধ, ঘটাইলে কি বিবন্ধ,
জগবন্ধু জগৎমাতাকে।
আমি ভিন্ন আর সবে, দেখে মুক্ত হবে ভবে,
এ দশা আমার কোন পাকে॥
সাধি আমি পদে ধরে, বারেক মুহূর্ত্ত তরে,
দাও ফিরে দর্শনের শক্তি।
দেখি ও রূপ মাধুরী, জনম সার্থক করি,
লভি ভববন্ধনেতে মুক্তি॥
যষ্টিতে করিয়া ভর, হতে চায় অগ্রসর,
ঝর ঝর চক্ষে জল ঝরে।
নাই গতি শক্তি পদে, পড়িয়া খঞ্জ বিপদে,
মনো মধ্যে ডাকিছে কাতরে॥
ওহে দুর্গতি সংহারী, অগতির গতি হরি,
আমার দুর্গতি কর দূর।
দাও হে জানকীপতি, পদে গমনের শক্তি,
যাইতে হইবে বহু দূর॥

অথবা দীনের প্রতি, যদিহে কমলাপতি,
দয়া নাহি হয় তব মনে।
ভবে গতায়াত বিধি হর ওহে গুণনিধি,
কায কি আর গমনাগমনে॥
গৃহস্থ কামিনীগণে, মনেতে হতাশ গণে,
পায় কি না পায় দেখিবারে।
সাজায়ে বরণডালা, করে কুসুমের মালা,
দাঁড়াইয়া আছে দ্বারে দ্বারে॥
হেন কালে দয়াময়, জানকী সহ উদয়,
অযোধ্যার রাজপথে আসি।
তুলে রামজয় স্বর, বাজে বাদ্য সুমধুর,
পুষ্প বরিষণ রাশি রাশি॥
এখানে রাজ ভবনে, কৌশল্যাদি রাণীগণে,
বরকন্যা করিতে বরণ।
স্বর্ণ থালে খাদ্য নানা, ক্ষীর শর দধি ছানা,
মিঠাই মিষ্টান্ন অগনন॥
অমূল্য হীরার হার, যাতে হরে অন্ধকার,
অলঙ্কার অশেষ প্রকার।
দাসী করে সমর্পিয়া, আসাপথ নিরখিয়া,
আছে দাঁড়িয়ে আনন্দ অপার॥
দাসী আসি কহে বাণী, শীঘ্র এসগো মা রাণি,
বর কনে দ্বারে উপনীত।
বরণ করি লাও ঘরে,-সোণার বরণ জানকীরে,
গৌন করা না হয় উচিত॥
শুনিয়া দাসীর বাক্য, রাণীরা হইয়া ঐক্য,
উলিয়ে ঘরে আনে বরকনে।
জলদ বরণ রামে, জানকীরে দিয়া বামে,
বসাইল রত্ন সিংহাসনে॥
বামে লয়ে উর্ম্মিলাকে, লক্ষণ দক্ষিণ দিকে,
বসিলেন আলো করি ঘর।
মাণ্ডবীরে লয়ে বামে, ভরত রামের বামে,
উপবিষ্ট হলেন সুন্দর॥
শ্রুতকীর্ত্তির সহিতে, শত্রুঘ্ন তার বামেতে,
বৈসে রত্নবেদির উপরে।

হেরি সে রূপমাধুরী, সবে আপনা পাসরি,
চক্ষু পালটিতে নাহি পারে ॥
নব বধূ লয়ে সঙ্গে, নিত্য নব রস রঙ্গে
কিছু দিন বঞ্চে ভ্রাতৃগণ।
দশরথ হেন কালে, ভরতে ডাকিয়া বলে,
যাও বাছা মাতুল ভবন ॥
পিতৃ অজ্ঞা শুনি কর্ণে, সঙ্গে লয়ে শত্রুঘ্নে,
ভরত মাতুল সঙ্গে গেল।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সহ, অযোধ্যায় অহরহ,
পিতৃপদ সেবিতে লাগিল ॥

আদিকাণ্ড সমাপ্ত।

অযোধ্যাকাণ্ড।

রামভিষেক প্রস্তাব।

ভরত শত্রুঘ্ন বড় সুখে বক্ষে দোঁহে।
মাতামহ মহারাজ কেকয়ের গেহে॥
পুত্রের অধিক করে আদর ভূপতি।
সবার সমান স্নেহ দুটি ভাই প্রতি॥
বুড়ি রাণী ভরতের নামে জ্ঞান হারা।
কি খাওয়াবে কোথা থুবে ভেবে হয় সারা॥
এখানে শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যা নগরে।
অনুজ লক্ষ্মণ সহ আনন্দেবিহরে॥
পালেন পিতার আজ্ঞা হইয়া তৎপর।
গুণে বশীভূত করি সবার অন্তর॥
সুমিত্রা কেকয়ী আদি বিমাতার প্রতি।
মোহিত সকলে দেখি রাঘবের ভক্তি॥
সত্যব্রত প্রিয়ম্বদ অতুল ভুবনে।
সদা মিষ্ট ভাষে তোষে অনুগত জনে॥
বন্ধুর কি কথা বড় শত্রু যদি হয়।
দেখিলে সে শান্ত মূর্ত্তি মোহিত নিশ্চয়॥
কটু কথা কাকে বলে কখন না জানে।
সুমধুর মৃদু হাসি সদাই বদনে॥
অন্যে যদি কটু কহে কভু রামচন্দ্রে।
হাসিয়া উত্তর দেন তাহারে আনন্দে॥
অনিষ্ট করিলে কেহ নাহি ভাবি দুখ।
উপকার করি তার মনে পান সুখ॥
অন্যে কৈলে উপকার তিল পরিমাণ।
জ্ঞান করি লন রাম পর্ব্বত প্রমাণ॥
দুষ্টের দমনে পটু শিষ্টের পালনে।
দয়া দাক্ষিণ্যাদি গুণে অতুল ভুবনে॥
শৌর্য্যে বীর্য্যে সয়ম্ভু সদৃশ মহীতলে।
অস্ত্র শস্ত্র শেখেন সর্ব্বদা কুতুহলে॥
অবসর পাইলে সজ্জনগণ সনে।
আনন্দে কাটেন কাল শাস্ত্র আলাপনে॥
ইন্দ্রিয় নিগ্রহে পশুপতির সমান।
দরিদ্র দুঃখীরে করে অকাতরে দান॥
বুদ্ধে বৃহস্পতি তুল্য শাস্ত্রে শ্রুতিধর।
সুলক্ষণ যুক্ত রোগহীন কলেবর॥
আলস্য ত্যজিয়া করে প্রকৃতি রঞ্জন।
রামের সুযশে পূর্ণ অযোধ্যাভবন॥
যেখানেতে দশজন হয় এক ঠাঁই।
রামের পৌরষ ভিন্ন অন্য কথা নাই॥
সবে বলে দশরথ বহু ভাগ্য ফলে।
লভিল অমূল্য রত্ন এই বৃদ্ধকালে॥
এখন করিছে কেনে কর্ম্মভোগ আর।
রাম হেন পুত্রে নাহি দিয়া রাজ্যভার॥
কথার বাজুনী বুড় রমণী মহলে।
নানা ছান্দে রামের প্রশংসা সদা বলে॥

রামী বলে ছেলে হ'লে রামের মতন।
মা বাপের হয় বোন সার্থক জীবন॥
ভবী বলে হেন ভাগ্য সবারি কি হয়।
সবাই তো অযোধ্যার রাজারাণী নয়॥
সরলা কহিছে আহা খুঁড়না ভগিনী।
বড় দুখে রামে পাইয়াছে বুড়ী রানী॥
বালক বালিকাগণ সুটি যথা তথা।
খেলা ছাড়ি গায় তারা রাম গুণ গাথা॥
রামের যশের কথা হয় হাটে বাটে।
কৃষকের মুখে ঐ কথা শুনি মাঠে॥
উঠিতে বসিতে সবে রাম নাম ধরে।
ভিখারী মাগয়ে ভিক্ষা রামনাম করে॥
রাম রাম কহ বলি কোটাল নিশায়।
নগরে ঘুরিয়া সব লোকেরে জাগায়॥
নমস্কার কথাটীও সবে গেল ভুলে।
রাম রাম ব্যবহার করে তার স্থলে॥
কতই অমিয়া রামনামে নাহি জানি।
দিবানিশি সব মুখে রাম রাম বাণী॥
সন্তান হইলে সব অযোধ্যার লোকে।
ত্যজিয়া অপর নাম রাম নামে রাখে॥
রাম রাজা হলে সুখ হইবে অপার।
এই কথা মুখে অযোধ্যার সবাকার॥
ক্রমে রাজা দশরথ এই কথা শুনে।
রামে রাজ্য দিতে বাঞ্ছা করিলেন মনে॥
প্রথমে কৌশল্যা সহ যুক্তি অন্তঃপুরে।
শুনিয়া মহিষী ভাসে আনন্দ সাগরে॥
পুরোহিত বশিষ্ঠে কহেন তার পর।
শুভ দিন স্থির করি দিলা মুনিবর॥
মন্ত্রীগণ সহ করি যুক্তি তার পরে।
পাঠাইলা দূতগণে দেশ দেশান্তরে॥
রামরাজা হবে শুনি মিত্ররাজগণ।
অযোধ্যায় সকলে করিল আগমন॥
নানা রত্ন উপহার দেয় জনে জনে।
বহিল আনন্দ স্রোত অযোধ্যাভবনে॥

অভিষেকের আয়োজন।

রাজার আদেশে লক্ষ লক্ষ অনুচর।
আয়োজন করে সবে হইয়া তৎপর॥
শত শত সুন্দর সুবর্ণ ঘটপূরি।
আনিল বাহকগণ যত তীর্থবারি॥
চতুঃ সাগরের জল আনিয়া সত্বরে।
স্বর্ণঘটে রাখে যজ্ঞবেদির উপরে॥
সুবর্ণাদি রত্ন সব রাখে যথাস্থানে।
ওষধি বিবিধ জাতি যোগায় যতনে॥
পঞ্চগব্য পঞ্চামৃত শ্বেত পুষ্পমালা।
সাজাইয়া সারি সারি রাখে স্বর্ণথালা।
কার্পাস কৌশেয় বস্ত্র আনিল বিস্তর।
রজত কাঞ্চন সাজাইল স্তরে স্তর॥
শ্বেত ছত্র ধ্বজ দণ্ড চামর যুগল।
ধরিয়া দাঁড়ায় সব বয়স্যের দল।
স্বর্ণশৃঙ্খল ব্যাঘ্রচর্ম্ম এক খান।
আনে সুশোভিত শত শত দিব্য যান॥
সর্ব্বসুলক্ষণ হস্তী বাছিয়া আনিল।
নগর যুড়িয়া বাদ্য বাজিয়া উঠিল॥
মুরজ মৃদঙ্গরবে মোহিত সকলে।
নহবত বাজে রামজয়গান তুলে॥
নাচে গায় বারাঙ্গনাগণ প্রতি ঘরে।
হাবভাব কটাক্ষে মুনির মন হরে॥
সুগন্ধ কুসুম মালা সর্ব্বাঙ্গেতে পরি।
সাজিল অপূর্ব্ব সাজে সমস্ত নগরী॥
অগুরু চন্দন ধূপ গুগগুলের বাসে।
মাতিল নগরবাসী মনের উল্লাসে॥
আনন্দে আহার নিদ্রা ত্যজিল রমণী।
রাম রাজা হবে আজি পোহালে রজনী॥
রাম রাজা হবে এই বাণী সব মুখে।
বাল বৃদ্ধ সকলে ভাসিল মহাসুখে॥
রাজাদেশে শত শত কারাবাসীগণ।
মুক্তিলাভ করি মহা আনন্দে মগণ॥

অধমর্ণে ঋণমুক্ত করেন ভূপতি।
দানে দুঃখী দরিদ্রের ঘুচিল দুর্গতি॥
কত স্থানে অন্নকূট গণা নাহি যায়।
যার যা খাইতে মন সে তাহাই পায়॥
দধি দুগ্ধ ক্ষীরের হইল সরোবর।
মিষ্টান্ন অশেষ বিধ খাইতে সুন্দর॥
নিশিতে সহর যুড়ে বাঙ্গা বোসনাই।
দিব কি রজনী চিনিবার সাধ্য নাই।
রাজপথে জনস্রোত বহে অনিবার।
পড়িলে উঠিতে পারে হেন সাধ্য কার॥
প্রশস্ত পথের পাশে যত সৌধরাজি।
বাল বৃদ্ধ বনিতায় পরিপূর্ণ আজি॥
প্রতি গবাক্ষের দ্বারে কামিনী মণ্ডলী।
যেন প্রস্ফুটিত শতদল পদ্মগুলি॥
মনোমত আয়োজন করি দরশন।
হইলেন দশরথ আনন্দিত মন॥
সুমন্ত্রে ডাকিয়া আজ্ঞা দেন নরবর।
রামচন্দ্রে মোর কাছে আনহ সত্বর॥
রাজার আজ্ঞায় দূত চলিল ত্বরিতে।
দশরথ আদেশ শ্রীরামে নিবেদিতে॥
করযোড়ে বিনীত বচনে রামে কয়।
রাজায় ভেটিতে শীঘ্র সাজ মহাশয়॥
সুমন্ত্রের কথা শুনি জলদ বরণ।
ত্বরা, গিয়া করিলেন রথে আরোহণ॥
হিমাদ্রির চূড়া সম প্রাসাদ সুন্দর।
দেবগণে পরিবৃত যথা পুরন্দর॥
তেমতি ভূপতি পরিবৃত রাজগণে।
করেন বিরাজ রত্নময় সিংহাসনে॥
রথ হইতে ভূমিতে নামিয়া রঘুপতি।
পিতার নিকটে পরে যান শীঘ্রগতি॥
করপুটে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া।
রাজার সম্মুখে রাম দাঁড়াইল গিয়া॥
পিতার আজ্ঞার পরে দিব্য সিংহাসনে।
বসিলেন রামচন্দ্র হরষিত মনে॥

তবে রাজা দশরথ মধুর বাক্যতে।
মনোগত রামচন্দ্রে লাগিলা কহিতে॥
করিলাম রাজ্য ষাটি সহস্র বৎসর।
জরাগ্রস্ত হইয়াছে এবে কলেবর॥
অতি গুরুভার এই রাজ্যের শাসন।
বহন করিতে সাধ্য নাহিক এখন॥
তুমি মোর জ্যেষ্ঠ পুত্র সর্ব্বগুণাধার।
প্রকৃতি মণ্ডলী বশ গুণেতে তোমার॥
নিমন্ত্রিয়া আনিয়াছি মিত্ররাজগণে।
তোমাতে আশক্ত তারা দেখি সর্ব্বজনে॥
এক বাক্যে সকলে দিয়াছে অভিমতি।
তুমি হও সসাগরা ধরণীর পতি॥
তব গুণে একান্ত মোহিত মোর মন।
তোমায় অর্পিতে রাজ্য করেছি মনন॥
ত্রিলোক শাসিতে তুমি পার ভুজবলে।
তব তুল্য বীর নাই এই মহীতলে॥
অতএব তোমারে অর্পিয়ে রাজ্যভার।
নিশ্চিন্ত হইব এই মানস আমার॥
দেখেছি দুঃস্বপ্ন গত নিশি অবসানে।
ঘোর শব্দে উল্কাপাত হতেছে গগনে॥
সূর্য্য রাহু মঙ্গল দারুণ গ্রহগণ।
মোর জন্ম নক্ষত্র করেছে আক্রমণ॥
বিলম্ব করিতে ভয় হয় মোর মনে।
সম্পন্ন করিব কার্য্য নিশা অবসানে॥
উপবাসে থাক আজ সীতার সহিতে।
কুশাসনে বঞ্চ নিশা দেব মন্দিরেতে॥
বন্ধুগণ সাবধানে থাকি চারি দিকে।
আপদ বিপদে রক্ষা করিবে তোমাকে॥
শ্রেয় কর্ম্মে বহু বিঘ্ন শাস্ত্রে হেন কয়।
উচিত থাকিতে সাবধানে এ সময়॥
ভরত মাতুলালয়ে আছয়ে এখন।
না ফিরিতে করিব এ কার্য্য সমাপন॥
অনুগত তোমাতে সে জানি আমি বটে।
তথাচ কে জানে কোন বুদ্ধি কোন ঘটে॥

তিলেকে বিকৃত হয় মানুষের মন।
সুবোধ হারায় জ্ঞান লোভের কারণ॥
সংসার ত্যজিয়া ধর্ম্ম সার করে যারা।
তারাও রিপুর হাত হতে নারে ছাড়া॥
এই চিন্তি না আসিতে ভরত এখানে।
তোমারে বসাব ইচ্ছা রাজ সিংহাসনে॥
যাও বৎস আপনার ভবনে এখনি।
অতি সাবধানে অদ্য বঞ্চহ রজনী॥
এত শুনি প্রণমিয়া পিতার চরণে।
উপনীত আসি শীঘ্র আপন ভবনে॥
থাকিতে হইবে পত্নীসহ উপবাসে।
তাই ভাবি চলিলেন সীতার উদ্দেশে॥
গৃহ মধ্যে দেখিতে না পেয়ে জানকীরে।
ত্বরাবিতে যান পুন মাতার মন্দিরে॥
দেখেন কৌশল্যা দেবী মুদিয়া নয়ন।
নারায়ণ পদে আছে ধেয়ানে মগন॥
রাম রাজা হইবে শুনিয়া এই বাণী।
লক্ষ্মণের সহিত সুমিত্রা ঠাকুরাণী॥
পূর্ব্ব হৈতে উপস্থিত আছেন তথায়।
কৌশল্যা আদেশে সঙ্গে লইয়া সীতায়
প্রণমি শ্রীরাম দুই জননীর পায়।
মধুর বচনে সম্ভাষিলেন সীতায়॥
ঈষৎ হাসিয়া কন অনুজ লক্ষ্মণে।
তুমি মোর অন্তরাত্মা জানে সর্ব্বজনে॥
তোমার কারণে আমি লব রাজ্যভার।
রাজলক্ষ্মী অঙ্কগামী হইবে তোমার॥
কৌশল্যা কহেন তব কল্যান কারণ।
ঐকান্তিক চিত্তে পূজিতেছি নারায়ণ॥
তব গুণে বশীভূত হইয়া রাজন।
বাঞ্ছা করেছেন রাজা করিতে অর্পণ॥
বহুভাগ্যে উদরে ধরিনু তোমাধনে।
করিলাম তোমারে প্রসব শুভক্ষণে॥
জীবন সার্থক মোর হল এত দিনে।
জুড়াব নয়ন তোরে দেখি সিংহাসনে॥

এখন সীতার সহ যাও নিজালয়ে।
সাবধানে আজি রাত্রি থাক শুচি হয়ে॥
মাতৃ আজ্ঞা শিরে ধরি সীতার সহিতে।
ত্বরায় গেলেন রাম আপন গৃহেতে॥

মন্থরা॥

ছিল মন্থরা, কৈকেয়ী রাণীর,
বাপের বাড়ীর ঝি।
দেখে শুনে, অবাক হয়ে,
বলে এসব কি॥
লোকের ভিড়ে, রাস্তা চিরে'
চলা দেখছি ভার।
বাজনা কেনে' বুড়োর ম্যানে,
বিয়ে নাকি আবার॥
চন্দন ছড়া, ঘড়ার ঘড়া,
দিচ্ছে পথে ঘাটে।
সাজিয়ে ডালা, ফুলের মালা,
বেচ্ছে হাটে বাটে॥
ধূপ ধুনাতে, দিনে রেতে,
সহর যুড়ে গন্ধ।
বুঝতে নারি, কিসের জারি,
লাগলো ভারি ধন্দ॥
(যত) হাতী ঘোড়া, ঘোড়া যোড়া,
ঘুরছে নগর মাঝে।
(আবার) কাঠীর পীঠে, এত চোটে,
ডঙ্কা কেনে বাজে॥
কিসের লাগি, মিনসে মাগী,
সবাই করে রঙ্গ॥
(দিয়ে) মুক্তা মতি, সব যুবতি,
সাজায় কেনে অঙ্গ॥
সহর শুদ্ধ, বালক বৃদ্ধ,
বাকি নাইকো কেউ।
ঘুরছে হেন, দেখি যেন,
বাঘের পেছু ফেউ॥

(মাগীর) তিন কাল গেছে, বাকি আছে,
গোটা কত দিন আর।
(খুলছে) খাতা পত্র, চিত্রগুপ্ত,
দিনে দশটা বার॥
(কখন) যেতে হবে, তা না ভেবে,
কৌশল্যার কি ভব্যি।
পাকা চুলে, খোঁপা তুলে,
করেছেন কি ছব্বি॥
(মুখে) দন্ত নাই, আর কি ছাই,
ভাল লাগে ও হাসি।
মরেছেন ঘুরে কিসের তরে,
যেন বাঘের মাসী॥
(যদি) রাজার মন, থাকতো তেমন,
যেমন কৈকেয়ী লাগি।
(তবে) ডুব্‌তো ভরা, ধরাকে সরা,
দেখতো বুড় মাগী॥
(আমার) রাজকুমারী, রাজ্যেশ্বরী,
কৈকেয়ী তো অছে।
ধরনি পতি, দিবা রাতি,
ফিরছে কাছে কাছে॥
রূপের জোরে, বন্ধ ক'রে,
রেখেছে দ্বারে হাতী।
ভাগ্যের লেখা, পাসনে দেখা,
ছ মাসে এক রাতি॥
থাক লো বুড়ি, আসুক ফিরি,
ভরত অযোধ্যায়।
(তোর) জারি জুরি, ভাঙ্গবো করি,
রাজ্যেশ্বর রাছায়!
বিরলে বসি, কুব্জী দাসী,
জলছে মনের রাগে।
রামের ধাত্রী, করে স্ফূর্ত্তি,
দাঁড়ালো আসি আগে॥
মনের সুখে, হাস্য মুখে,
বলে ঘুরিয়ে মাথা॥

ওলো ও কুব্জী, শুনিস্‌নি বুঝি,
রাম অভিষেকের কথা॥
পোহালে নিশি, রাম শশী,
বসবেন সিংহাসনে।
(পাবে) সোনার দানা, হীরার গহনা,
শিরপাদাসী গণে॥
(ধাত্রীর) বাক্য শুনে, দাসীর মনে,
লাগলো বিষম ব্যাথা।
চল্লো গুঁড়ি গুঁড়ি, কুব্জি বুড়ী,
কৈকেয়ী আছে যথা॥
শিরীষের ফুল, হয় নাকো তুল,
এমনি কোমল গদি।
দুধের ফেনা, যায় না চেনা,
কাছে থাকে যদি॥
তাতে শুয়ে, আছে ঘুমিয়ে,
রাজার প্রিয়া রাণী।
আগুন হয়ে, কুব্জী গিয়ে,
বলছে কটু বাণী॥
ঘুমাও কত, জাননা তো,
হ'ল তোমার কি দশা।
(ছিলে) রাজার রাণী, কাঙ্গালিনী,
এবে ফুরাল আশা॥
(ছি ছি) মর্ম্মে মরি, হরি হির,
মনে করে সব কথা।
(মুখে) স্বর্গ দিতো. এখন সে তো,
খেলে তোমার মাথা॥
মুখে সরল, মনে গরল,
এমনটি আর নাই।
সাপের অধিক, তায় শত ধিক,
মুখে পড়ুক ছাই॥
(তখন) উঠে বসি, কয় মহিষী,
এত কেন্‌লো রিষ।
খুলে বল্‌লো, কি হইল,
কার মুখে ছাই দিস॥

(তবে) কুব্জী কয়, বলবার নয়,
জ্বলে মরবে শুনে॥
ভরতে ঠেলে, রাজা দিলে,
রামকে কোন গুণে॥
(হ'ল) রাজার মাতা, আর কি কথা,
কবে তোমার সনে।
(ছিলে) রাজ মহিষী, কৌশল্যার দাসী,
হ'লে এত দিনে॥
(শুনে) রাণী কয়, তাই কি হয়,
বলিস কিলো দাসি।
(হ'ল) ভরত আপন, রাম কি নন,
শুনে যে পায় হাসি॥
(দিলি) খোস খবর, এই নে পর,
দিলাম গলার হার।
ঘর ভাঙ্গানে, কথা মেনে,
বলিস নাকো আর॥
(শুনে) উঠলো জ্বলে, দূরে ফেলে,
দিল মতির মালা।
নাক তুলিয়ে, আড়ে চেয়ে,
ঝাড়ছে গায়ের জ্বালা॥

মন্থরার উপদেশ।

রাম রাজা হ'লে ভরতের সর্ব্বনাশ।
মন্থরার মনে এই অটল বিশ্বাস॥
কৈকেয়ীর গতি মতি দেখি সবিস্ময়ে।
কহিতে লাগিল তারে কাতর হইয়ে॥
যদিও রাজার কন্যা রাজরাণী বটে।
এক বিন্দু বুদ্ধি কিন্তু নাই তব ঘটে॥
সতিনের পুত্র তব রাম রাজা হবে।
ভেবেছ মানসে বুঝি ভরতে ক্ষমিবে॥
ক্ষত্রধর্ম্মে সুশিক্ষিত কৌশল্যানন্দন।
রাজনীতি বিশারদ অতি বিচক্ষণ॥
সহজে বিমাতাপুত্রে শত্রু মধ্যে গণি।
তাহে রাজ্যলোভ জানি বুঝহ আপনি॥
লক্ষ্মণ হইতে রাম ভয় নাহি করে।
দুটী ভাই এক প্রাণ বিদিত সংসারে॥
ভরত হইতে মাত্র যত কিছু ভয়।
কাযেই অনিষ্ট তার করিবে নিশ্চয়॥
দিবে দেশান্তরে নয় বধিবে পরাণে।
কান্দিছে পরাণ মোর বাছার কারণে॥
ক্ষত্র তেজ জানি আমি আছয়ে ভরতে।
দাস হয়ে থাকিতে নারিবে কোন মতে॥
ভরত হইলে দাস বধু হবে দাসী।
ঠাকুরাণী হইবে সে সীতা সর্ব্বনাশী॥
সব দিকে জীবন সঙ্কট সবাকার।
হেন কাযে উচিত কি আনন্দ তোমার॥
ভেবে দেখ রাজা তব চির অনুগত।
তব হেতু কৌশল্যার লাঞ্ছনা বা কত॥
স্বামীর আদরে অতি হয়ে আদরিণী॥
কত দিন কত বলিয়াছ কটুবাণী।
উত্তম ভূষণ বস্ত্রে কার অধিকার।
উত্তম আহার্য্য এলে অগ্রেতে তোমার॥
দাস দাসী সকলে তোমার যত সহে।
তাহার শতাংশ কভু কৌশল্যার নহে॥
মরমে মরিয়া রাণী আছে এতকাল।
এখন তোমার পক্ষে হইবে যে শাল॥
শতগুণে শোধ লবে শত্রু ভাবি মনে॥
সবে কি সে সব তব কোমল পরাণে॥
রাজার জননী ব'লে গরবে ফাটিবে।
দিনে দশবার নাক নেড়ে কথা কবে॥
দাস দাসী সব হবে তার অনুগত।
তোমায় উপেক্ষা তারা করিবে সতত।
দাসী মধ্যে গণ্য হয়ে হইবে থাকিতে।
হুকুম চালাবে বুড়ী উঠিতে বসিতে॥
সহজে সরলা তুমি নাহি জান ছল।
মুখে মধু কৌশল্যার অন্তরে গরল।
তুমি বল ভাল বাসে ভূপতি তোমায়।
এখন সে ভালবাসা রহিল কোথায়॥

আপত্তি ঘটায় পাছে ভরত থাকিলে।
আগেই বাছারে দেশান্তরি করে দিলে ॥
বলিতে এ সব কথা মুখে না জুয়ায়।
তোমার দুর্দ্দশা ভাবি বুক ফেটে যায় ॥
বড় দুঃখে মানুষ করেছে অভাগিনী।
কোন প্রাণে তোমারে দেখিব কাঙ্গালিনী ॥
সময় থাকিতে কর উপায় ইহার।
দীপ নিবাইলে তৈলে কোন উপকার ॥
অগ্নিতে আহুতি সম মন্থরার বাণী।
শ্রবণ করিয়া জ্বলে উঠে রাজরাণী ॥
লোহিত হইল মুখে লোহিত লোচন।
নিশ্বাস প্রশ্বাসে হয় অগ্নি বরিষণ ॥
কাঁপিল শরীর ক্রোধে কাঁপে ওষ্ঠাধর।
দেখিয়া আনন্দে পূর্ণ কুব্জীর অন্তর ॥
ক্রোধের সময় নয় কহিল মন্থরা।
পাষাণ করয়ে ভেদ ধীর জলধারা ॥
স্থির চিত্তে চিন্তা কর উপায় উচিত।
উদ্দেশ্য সফল তবে হইবে নিশ্চিত ॥
কৈকেয়ী কহেন বল উপায় মন্থরে।
তব তুল্য বন্ধু মোর নাহিক সংসারে ॥
ছিলাম অজ্ঞান হয়ে কিছু বুঝি নাই।
চিরকেলে হাবা মেয়ে জানি আমি ছাই ॥
বুদ্ধির সাগর তুমি তোমার কৌশলে।
ভরসা তরিব এ বিপদে অবহেলে ॥
অন্য কুব্জী তুল্য তুমি নহ কোনরূপে।
অমানিশা অন্ধকার হরে তব রূপে।
প্রশস্ত জঘন স্থূলোন্নত পয়োধর।
পূর্ণচন্দ্র নিভাননী অলোক সুন্দর ॥
নয়ন ভঙ্গিতে ভুলে মুনির মানস।
সমুদ্র শুকায় তাপে হেরি তুব রস ॥
যতরূপ তত গুণ না দেখি এমন।
কুব্জীগণ মধ্যে তুমি অমূল্য রতন ॥
তুমি মোর এক মাত্র ভরসার স্থল।
সম্বল কেবল মোর তব বুদ্ধিবল ॥

ভরত হইবে রাজা রাম যাবে বনে।
কি আছে উপায় হেন ভাবি দেখ মনে ॥
কুব্জী বলে উপায় আছয়ে তব ঠাঁই।
ভুলেছ পূর্ব্বের কথা কিছু মনে নাই।
দক্ষিণে দণ্ডক নামে রাজ্য মনোহর।
তার অধিপতি ছিল অসুর সম্বর ॥
দেবাসুর যুদ্ধকালে সম্বর রাজন্।
দেবগণে নানামতে করে নির্য্যাতন ॥
দেবের সাহায্যে সঙ্গে করিয়া তোমায়।
দশরথ যুদ্ধ হেতু গেলেন তথায় ॥
অসুরের মায়া যুদ্ধে বিক্ষত শরীরে।
জ্ঞানহীন হয়ে রাজা ছিল তথা পড়ে ॥
স্থানান্তরে লয়ে তুমি বাঁচাইলা তায়।
তুষ্ট হয়ে তোমারে সে বর দিতে চায় ॥
তুমি না লইয়া বর কহিলে তখন।
মাগিয়া লইবে যবে হবে প্রয়োজন ॥
দুই বর দিতে রাজা আছে প্রতিশ্রুত।
এক বরে মাগ দিতে ভরতে রাজত্ব ॥
অন্য বরে চতুর্দ্দশ বৎসর কারণ।
কহ মহারাজে রামচন্দ্রে দিতে বন ॥
করিয়া ক্রোধের ভান যাও ক্রোধাগারে।
কাঁপাইয়া রাজপুরী ক্রন্দনের স্বরে ॥
দূরে ফেলি অলঙ্কার উত্তম বসন।
থাক কিছু কাল করি ভূমিতে শয়ন ॥
মৌনে রহ কভু বা রোদনে কর ভর।
জিজ্ঞাসিলে কেহ কিছু না দিবে উত্তর ॥
রাজা করিবেক চেষ্টা বিবিধ প্রকারে।
নানা ধন রত্ন দিয়া তুষিতে তোমারে ॥
উদ্দেশ্য রাখিবে মনে না ভুলিয়া তায়।
সত্য করাইবে আগে ইষ্ট সিদ্ধি যায় ॥
মনে রেখো আমার এ উপদেশ বাণী।
নিশ্চয় হইবে ইষ্টলাভ ইহা জানি ॥
ভূপতি তোমারে ভালবাসে যে প্রকার।
আসিবে এখনি কাছে পেয়ে সমাচার ॥

ঠেলিতে তোমার বাক্য কভু না পারিবে।
অবশ্য অভিষ্ট তব সকল হইবে ॥
সত্যবাদী সত্যপ্রিয় বিখ্যাত জগতে।
সাবধানে সত্যবন্দি করিবে পূর্ব্বেতে ॥
প্রাণান্তে ও সত্যত্যাগ সাধ্য নাই তার।
নিশ্চয় হইবে রাজা ভরত তোমার ॥
দীর্ঘকাল রাম যদি থাকিবেক বনে
ভরত করিবে বশ যত প্রজাগণে ॥
অর্থ দিয়া তুষিবে আত্মীয় বন্ধুসবে।
উপকারে মিত্ররাজগণ বশ হবে ॥
দৃঢ় হয়ে বসিলে বারেক সিংহাসনে।
তখন না রবে ভয় রামের কারণে ॥
চতুর্দ্দশ বর্ষ রাম থাকি বনচারী।
হারাইয়া বল বুদ্ধি সাজিবে ভিখারী ॥
তার পর ফিরে যদি আসে অযোধ্যায়।
ভৃত্য হয়ে থাকিবেক রাজার সেবায় ॥
অতএব বিলম্ব উচিত নাহি হয়।
জল গতে সেতু বান্ধি কিবা ফলোদয় ॥

কৈকেয়ীর বর প্রার্থনা।

কুকাযে যেমন মতি মানুষের হয়।
শ্রেয় কার্যে কাহারো সে রূপ কভু নয় ॥
সরল পাপের পথ প্রলোভন তায়।
ধর্ম্মপথে বাধা কত কে বলিবে হায় ॥
সোণার বরণ দেখি ভুলিয়া পতঙ্গ।
আগুণে সগুণ ভাবি ঢালি দেয় অঙ্গ ॥
হিতাহিত জ্ঞান হত যেজন বর্ব্বর।
মণি লোভে ফণি-শিরে সঁপে দেয় কর ॥
লোভের ছলনে হায় ঘটে কত পাপ।
লাভ মাত্র দেখি পরিণামে পরিতাপ ॥
কুব্জীর কুহকে পড়ি স্নেহ-মমতায়।
কৈকেয়ী কলসী বান্ধি অতলে ডুবায় ॥
খুলিয়া ফেলিল মণি মুক্তা আভরণ।
দুকুল ত্যজিয়া পরে মলিন বসন ॥

কবরী খুলিয়া বেণী ঝুলাইয়া দিল।
রাখ বলি ভয়ে বেণী চরণ চুম্বিল ॥
শয্যা ত্যজি তনুখানি ঢালিল ধূলায়।
সোণার কমল ভূমে গড়াগড়ি যায় ॥
কচালিয়া করে আঁখি জবার বরণ।
ঝরে অশ্রু যথা শ্রাবণের বরিষণ ॥
এখানে অযোধ্যাপতি ভাবি মনে মনে।
দিতে সুসম্বাদ চলে প্রেয়সীসদনে ॥
আশার ছলনে মনে কত কি উদয়।
ভাবেন কৈকেয়ী হবে সুখী অতিশয় ॥
মোর সুখে সুখী প্রিয়া মানসমোহিনী।
বড় ভাগ্যে মিলিয়াছে এ হেন রমণী ॥
সম্বন্ধ কায়ার সহ ছায়ার যেমতি।
চাঁদের রোহিনী কিম্বা শঙ্করের সতী ॥
শিশু সম সরলতা না হইবে আর।
আত্মপর ভেদ নাই একি চমৎকার ॥
শুনিয়া রামের অভিষেক বিবরণ।
হইবেন প্রিয়া মোর আনন্দে মগন ॥
এইরূপ সুখস্বপ্ন দেখিতে দেখিতে।
উপনীত আসি ভূপ রাণীর কক্ষেতে ॥
সুধাধবলিত যথা হিমাদ্রিশেখর।
অন্তঃপুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুরী মনোহর ॥
ক্রৌঞ্চ পক্ষী শিখী শুক মরাল নিকর।
নাচে গায় অবিরত পুরীর ভিতর ॥
অশোক চম্পক শোভে কুঞ্জে কুঞ্জে কত।
মাঝে মাঝে বেদি গজদন্ত বিনির্ম্মিত ॥
পুষ্পফলে সুশোভিত বৃক্ষ সারি সারি।
বিরাজে সরসী কত কাচস্বচ্ছ-বারি ॥
ফুটেছে কমল কোকনদ পুষ্পচয়।
কুবের কানন বলি মনে ভ্রম হয় ॥
স্বরগ সদৃশ পুরে প্রবেশি রাজন।
কৈকেয়ীর শূন্য শয্যা করে নিরীক্ষণ ॥
নাহি তথা মহিষী সখীরা খিন্ন মনে।
মন্থরার সহ আছে বসি ধরাসনে ॥

অন্য দিন ভূপতি অন্দরে যবে আসে।
কৈকেয়ী আসিয়া অগ্রে তাঁহারে সম্ভাষে॥
বিপরীত ভাব আজি দাসী একজন।
নিকটে না আসে নাহি করে সম্ভাষণ॥
বিস্মিত ভূপতি অতি দেখি ব্যবহার।
দাসীরে ডাকিয়া জিজ্ঞাসেন সমাচার॥
সভয়ে কিংকরী কয় শুন নরনাথ।
ক্রোধাগারে মহিষী গেলেন অকস্মাৎ॥
দারুণ হয়েছে ক্রোধ মুখে নাই বাণী।
সারাদিন কিছু নাহি খান ঠাকুরাণী॥
শুনিয়া কাঁপিল হৃদি অবশ শরীর।
অমঙ্গল ভাবি মন হইল অস্থির॥
ধীরে ধীরে গমন করেন ক্রোধাগারে।
দেখিলেন রাণী পড়ে মাটির উপরে॥
ছিন্নমূল স্বর্ণলতা ধরাতলে যথা।
কিম্বা দেববালা হইয়াছে স্বর্গচ্যুতা॥
রূপ হেরি মোহিত পীড়িল কামে তায়।
বৃদ্ধের যুবতী ভার্য্যা হলে এই দায়॥
রাণীর নিকটে বসিলেন মহীপতি।
জিজ্ঞাসেন মিষ্টভাষে কৈকেয়ীর প্রতি॥
কহ প্রিয়ে কেন হেন কার প্রতি ক্রোধ।
হউক স্বর্গের ইন্দ্র লব প্রতিশোধ॥
কে হেন বর্ব্বর করে তোমারে উপেক্ষা।
সুরাসুর হইলেও নাহি তার রক্ষা॥
সাপিনী বদনে কেবা দিল নিজ কর।
কে টানিল কেশরীর ধরিয়া কেশর॥
জলন্ত অনলে কোন মূর্খ ঝাপ দিল।
গলায় কলসী বান্ধি সাগরে পশিল॥
কহ প্রিয়ে মৌনে থাকা উচিত কি হয়।
যে দ্রব্যে করিবে ইচ্ছা মিলিবে নিশ্চয়॥
সসাগরা-ধরণীপতির ভার্য্যা হয়ে।
এ ভাব তোমার কোন অভাব লাগিয়ে॥
কি করিলে আমি তব শান্ত হয় ক্রোধ।
বল প্রিয়ে রাখহ আমার অনুরোধ॥
জীবন অপেক্ষা তুমি মোর প্রিয় অতি।
দিতে পারি জীবন হইলে অনুমতি॥
জানতো প্রেয়সি আমি তব চিরদাস।
তবে কেনে মনোগত না কর প্রকাশ॥
দিতে পারি পৃথিবীর সব রত্নজাত।
নন্দনকাননগর্ব্ব পুষ্প পারিজাত॥
কেন তবে বিষাদিতা কেন ধরাসনে।
নাহি সাজে দশরথ-হৃদয়ভূষণে॥
পুত্রগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র ছাড়া।
কে আছে জগতে মোর কৈকেয়ীর বাড়া॥
সেই পুত্র রামের শপথ করে কৈ।
যা চাহিবে এখনি তা দিব হে কৈকৈ॥
জীবন-সর্ব্বস্ব মোর রাম-গুণধাম।
রামের শপথ করি পুন কহিলাম॥
যা বলিবে করিব তা না হইবে আন।
থাক বা না থাক ইথে এ দাসের প্রাণ॥
প্রসন্ন বদনে প্রিয়ে চাও একবার।
রামের শপথ করে বলি বার বার॥
অনলে পশিতে বল পশিব এখনি।
ডুবিব সাগরে যদি চাও ভাই ধনি॥
নিশ্চয় জানিবে তব তুষ্টির কারণে।
আমার অসাধ্য কিছু নাহি ত্রিভুবনে॥
এইরূপে তিন বার রামের শপথ।
করিলেন কামমুগ্ধ রাজা দশরথ॥
সময় বুঝিয়া তবে কৈকেয়ী পাপিনী।
গর্জ্জিয়া উঠিল যেন কাল ভুজঙ্গিনী॥
সাক্ষী থাক চন্দ্র সূর্য্য যত দেবগণ।
কহিলেন রাজা যাহা করিলে শ্রবণ॥
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় রাজা দশরথ।
ত্রিসত্যে হইয়া বন্দী করিলা শপথ॥
পশ্চিমে উদয় যদি ভানু কভু হয়।
দশরথ প্রতিজ্ঞা কখন মিথ্যা নয়॥
অগ্নির শীতল গুণ যদি বা সম্ভবে।
দশরথ তবু মিথ্যা বাক্য নাহি কবে॥

পরম ধার্ম্মিক তুমি রঘুকুলপতি!
মনে কর সুরাসুর যুদ্ধের দুর্গতি॥
সর্ব্বাঙ্গে রুধিরধারা অস্ত্রের আঘাতে।
অজ্ঞান হইয়া যবে পড়ি যুদ্ধক্ষেত্রে॥
প্রাণ মাত্র অবশেষ দেখিয়া তোমায়।
স্মরিলে সে দিন আজও কান্দে প্রাণ হায়॥
কত কষ্টে বলিব কি ধরিয়া হৃদয়ে।
লইলাম দূরে দেহ অবসন্ন হয়ে॥
দিবারাত্রি অভেদে ত্যজিয়ে নিদ্রাহার।
নিযুক্ত ছিলাম মাত্র সেবায় তোমার॥
কিছুদিনে চেতনা পাইলে প্রাণেশ্বর।
বলিব কি যে আহ্লাদে পুরিল অন্তর॥
আশায় দ্বিগুণ বল বাড়িল শরীরে।
কায়মনে সেবিলাম বহুকাল ধরে॥
সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে দুঃখিনীর প্রতি।
মনে কি পড়ে হে ভাবি দেখহ ভূপতি॥
দুটি বর দিতে চেয়েছিলে এ দাসীরে।
এবে দাসী সেই দুই বর ভিক্ষা করে॥
হিমাদ্রি কখন যদি হয় স্থান ভ্রষ্ট।
তোমার প্রতিজ্ঞা তবু হইবে না নষ্ট॥
প্রাণাপেক্ষা ধর্ম্ম তব আদরের ধন।
আজীবন নাহি জান অধর্ম্ম কেমন॥
ধরমের মুখ চাহি দাও দুটি বর।
ঘুষুক তোমার কীর্ত্তি ত্রিলোক ভিতর॥
রাম অভিষেক লাগি উদ্যোগ যতেক।
করুন তাহাতে ভরতের অভিষেক॥
এক বরে ভরতে করহ রাজ্যেশ্বর।
দ্বিতীয় বরের কথা বলি তারপর॥
গাছের বাকল পশুচর্ম্ম পরাইয়া।
দণ্ডক অরণ্যে রামে দাও পাঠাইয়া॥
চতুর্দ্দশ বর্ষ রাম রবে সেই বনে।
এই দুই বর দাসী মাগে ও চরণে॥
ধর্ম্ম রক্ষা করি করি প্রতিজ্ঞা পালন।
চিরদাসী কৈকেয়ীর এই নিবেদন॥
পোহালে রজনী রামে দাও নাথ বনে।
বিলম্বে বড়ই ব্যথা পাবে দাসী মনে॥

কৈকেয়ীর প্রতি দশরথের তিরস্কার।

কৈকেয়ীর নিদারুণ বচন শুনিয়া।
ক্ষণেক রহেন রাজা স্তম্ভিত হইয়া॥
স্বপন বলিয়া জ্ঞান প্রথমে হইল।
ক্রমে ক্রমে ভূপতির চৈতন্য হরিল॥
নয়ন স্পন্দনহীন মলিন বদন।
অবসন্ন তনু রুদ্ধ নিশ্বাস পবন॥
শশব্যস্তে সখীরা সিঞ্চন করে বারি।
চামর ব্যজন করে কোন সহচরী॥
সবে মূকবৎ বাক্য নাহিক বদনে।
সবিস্ময়ে পরস্পরে চায় মুখপানে॥
নাড়ি ধরি পরীক্ষা করয়ে কোন জন।
নাসিকায় সূত্র কেহ করয়ে ধারণ॥
হৃদয়ে রাখিয়া কর্ণ শুনে কোন ধনী।
শুনা যায় কি না যায় স্পন্দনের ধ্বনি॥
বিষাদ কালিমা মাখা বদন সবার।
গণ্ড বহি পড়ে কারু নয়ন আসার॥
মনে মনে গালি পাড়ে রাণীরে সবাই।
ফুটিয়া বলিতে কিছু কারু সাধ্য নাই॥
কতক্ষণে জীবনের চিহ্ন দেখা দিল।
নিশ্বাসে নাসার সূত্র নড়িয়া উঠিল॥
ক্রমে দুই একবার নয়ন স্পন্দন।
ক্রমে হয় তারপর অঙ্গ সঞ্চালন॥
এইরূপে সখীদের শুশ্রূষার গুণে।
বাঁচিয়া উঠিল রাজা অনেক যতনে॥
কৈকেয়ীকে সম্মুখে দেখিয়া পুনর্ব্বার।
শিরায় শিরায় হয় শক্তির সঞ্চার॥
দুঃখে ক্রোধে কম্পিত অধরে রাজা কন।
হেন যুক্তি তোরে বল দিল কোন জন॥
রূপ দেখি ভুলিলাম মনে এই দুখ।
আগে নাহি জানি বিষকুম্ভ পয়োমুখ॥

চন্দন জানিয়া হৃদে করেছি ধারণ।•
কালকূটে ভরা আগে জানে কোন জন॥
কে জানে কুসুমে কীট জীবন ঘাতিনী।
কে জানে জলদে আছে দারুণ অশনি॥
ওরে পাপিয়সি লজ্জাহীনা পিশাচিনি।
কেমনে কহিলি হেন নিদারুণ বাণী॥
কোন অপরাধ রাম করিল তোমার।
কি দোষে দেখিলে তুমি বলহ আমার॥
কোশল্যা অধিক ভক্তি রামের তোমাতে।
সদা রত রাম মোর তোমার সেবাতে॥
কেমনে ইচ্ছিলি সেই রাম নির্ব্বাসন।
যার গুণে মোহিত জগত বাসীগণ॥
ভেবেছিস তোর বাক্যে বনে দিয়া রামে।
রাখিব অযশ আমি এই ধরাধামে॥
এমন কুকীর্ত্তি বল করে কোন জন।
স্ত্রীবাক্য প্রলয়ঙ্কারী শাস্ত্রের বচন॥
শুনিয়া রাজার বাণী রাণী ক্রোধে জ্বলে!
বিষমাখা বাক্যে এইরূপ তারে বলে।
কোশল্যারে লয়ে তুমি সুখে কর ঘর।
পিতার ভবনে আমি যাই অতঃপর॥
জানুক জগতবাসী তোমার করম।
দশরথ প্রতিজ্ঞা পালিতে নহে ক্ষম॥
স্ত্রীবাক্য প্রলয়ঙ্কারী ভাবিয়া ভূপতি।
করিয়াছে অনাদর ধরমের প্রতি॥
এমন অক্ষয় কীর্ত্তি করে কোনজন।
ঘুষিবে তোমার যশ যুড়িয়া ভুবন॥•
রামে রাজ্য দাও আমি লইয়া ভরতে।
গাইয়া তোমার গুণ ভ্রমিব ভারতে॥
ভিক্ষা অন্নে করি দোঁহে জীবন ধারণ।
ছড়াইব তব যশভাতি অনুক্ষণ॥
রামের প্রশংসা করিতেছ বার বার।
ভরতে ঠেলিতে গুণে সাধ্য কি তাহার॥
লজ্জাহীনা আমারে বলিলে মহারাজ।
মনে ভেবে দেখ দেখি করেছ কি কায!

ভরত থাকিলে ঘরে পাছে বাধা পড়ে।
তাইতে দিয়াছ তারে দেশান্তরি করে॥
যদিহে জানিতে রাম শ্রেষ্ঠ সর্ব্বগুণে।
তারেই কেবল প্রিয় করে সর্ব্বজনে॥
তবে আর ভরতে হইল কেনে ভয়।
ছল করে পাঠাইলে মাতুল আলয়॥
জিজ্ঞাসা করিবে যবে মিত্র রাজগণ।
ভরতে দেখিনা ঘরে কেন হে রাজন॥
কি দিবে উত্তর তাহা সবে বল শুনি।
কেমনে কহিবে মহারাজ মিথ্যা বাণী॥•
নিমন্ত্রণ করিতে ভারতে নাই বাঁকি।
কেবল আমার বাপ ভেয়ে দিলে ফাকি॥
এই সব ষড়যন্ত্র ভরতে বঞ্চিতে।
স্মরিয়ে সরম তব হয়না কি চিতে॥
মোর সহ রামের সম্বন্ধ যে প্রকার।
ভরতের সঙ্গে বল তাই কি তোমার॥
সপত্নীপুত্রের সুখে সুখী হয় মনে।
দেখেছ কি হেন নারী ভারত ভুবনে॥
রাম হবে রাজা সীতা হবে রাজরাণী।
কৌশল্যা বসিবে হয়ে রাজার জননী।
বাঁদি হয়ে আমি তাই দেখিব নয়নে।
রাজ বুদ্ধিবলে বুঝি ভাবিয়াছ মনে॥
সমান চক্ষেতে যদি দেখিতে রাজন।
দুই জনে দিতে রাজ্য করিয়া বণ্টন॥
তবে কি হইত এই সব গোলযোগ।
করহ আপন করমের ফল ভোগ॥
মূঢ় জনে আপনার দোষ নাহি দেখে।
পাইলে সামান্য দোষ নিন্দে অন্য লোকে॥
ইচ্ছা হয় সত্য ত্যজি দেহ রাজ্যরামে।
রাখহ অতুল কীর্ত্তি এই ধরাধামে॥
ঐহিকে ভুঞ্জিবে যশ পরলোক পরে।
পাইবে পরম গতি ত্যজি কলেবরে॥
স্ত্রীর কাছে প্রতিজ্ঞা করিয়া মহারাজ।
অন্যথা করিতে নাহি বাস মনে লাজ॥

কায নাই আমার ভরতে রাজ্যদিয়ে।
চিরদিন থাক মোর ঋণে বদ্ধ হয়ে॥
হাসিয়া ঘৃণার হাসি কটাক্ষে চাহিয়া।
নিবর্ত্তিলা রাণী তবে এতেক কহিয়া॥

মন্ত্রমুগ্ধ ফণীমত, নতশির দশরথ,
জ্ঞানহত নাহি বুদ্ধি বল।
কৈকেয়ীর বাক্য বাণে, দারুণ যাতনা প্রাণে,
ক্রমে ক্রমে হইল প্রবল॥
অবসন্ন কলেবর, অঙ্গ কাঁপে থর থর,
ঝর ঝর ঝরে আঁখিনীর।
মুখে হাহাকার রব, আকার প্রকার শব,
ঢালি দিল ধূলায় শরীর।
করুণ বচনে কত, খেদ করে অবিরত
শুনিলে পাষাণ দ্রব হয়।
কিন্তু কৈকেয়ীর প্রাণ, পাষাণ হ'তে পাষাণ
অটল অচলবৎ রয়॥
রাণীরে সম্বোধি পরে, কহেন কাতর স্বরে,
ক্ষান্ত হও শান্ত কর মন।
রামে দিয়া বনবাস, ঘটাও না সর্ব্বনাশ,
বধি ও না পতির জীবন॥
রাম মোর প্রিয় অতি, জেনে শুনে হেন মতি,
কেনে প্রিয়ে হইল তোমার।
চক্ষের অন্তর হ'লে, অন্তর যে কত জলে,
কথায় বুঝান তাহা ভার॥
গতি যার স্বর্ণ গজে, কি করিয়া পদব্রজে,
যোগী সাজে ভ্রমিবে কাননে।
এ হেন নিষ্ঠুর বাণী, কেমনে কহিলে রাণী,
কিছু দয়া নাই কিহে মনে॥
রাজভোগে আজীবন, করিয়া প্রতিপালন,
কোন প্রাণে দিব তারে বন।
ক্ষুধা তৃষ্ণা হ'লে তার, কে যোগাবে পানাহার,
ভাবিয়া ব্যাকুল হয় মন॥

শত শত দাসদাসী, ফিরিতেছে দিবানিশি,
প্রাণাধিক রামের সেবায়।
একাকী গহন বনে, বল দেখি কোন প্রাণে,
পাঠাইব তোমার কথায়॥
গৃহ হ'তে গৃহান্তরে, গমন করিলে পরে,
সঙ্গে যান ফেরে শত শত।
লাগিলে রবির তাপ, পাই কত মনস্তাপ,
তুমি তাতো আছ অবগত॥
রাম গেলে বনবাসে, কি সুখে এ শূন্যবাসে,
থাকিব কাহার মুখ চেয়ে।
জীবনে কি প্রয়োজন, দিব আগে বিসর্জ্জন,
থাক তুমি বিধবা হইয়ে॥
রাণী বলে বুঝিলাম, এতদিনে চিনিলাম,
জানা গেল ধরম করম।
বচন হইল সার, বাড়াবাড়ি কেন আর,
ছি ছি তব হ'লনা সরম॥
সত্য সনাতন ধর্ম্ম, সত্যই পরম ব্রহ্ম,
সত্য ত্যজে পাষণ্ড সে জন।
সত্যনিষ্ঠ যেই হয়, অনায়াসে করে জয়,
কাল ভয় শমন বন্ধন॥
যে কুলে জন্মে সগর, ভগীরথ গুণধর,
অমর অক্ষয়কীর্ত্তি জন্য।
ভাল যশ প্রকাশিলে, জনমিয়া সেই কুলে,
এমন না দেখি তোমা ভিন্ন॥
পিতামাতা চোখ খেয়ে, দিয়েছিল কেনে বিয়ে,
তোমা হেন অসারের সনে।
সরমে মরিয়া যাই, বলিবার কথা নাই,
হাসাইলে মোর শত্রুগণে॥
রাম হবে সর্ব্বময়, কৌশল্যারি জয় জয়,
কপালে ছিল কি এত লেখা।
রহিল এ দুঃখ মনে, হ'লনা বাছার সনে,
শেষদিনে একবার দেখা॥
এখনো মঙ্গল চাও, ভরতে রাজত্ব দাও,
বিলম্বে ঘটিবে বিপরীত।

আর কিছু নাহি আশ, রামে দাও বনবাস,
হবে তায় পরিণামে হিত ॥
বিলম্ব করিলে ইথে, দেখিবে সে হাতে হাতে,
এখনি ত্যজিব এ জীবন।
প্রতিজ্ঞার কথা স্মরি, দেখহ বিচার করি,
কর যাহা লয় তব মন ॥

সত্যপ্রিয় সত্যপ্রাণ রাজা দশরথ।
শিহরিল সর্ব্ব অঙ্গ স্মরিয়া শপথ ॥
অস্থির হইল চিত্ত যন্ত্রণা বিষম।
সহস্র বৃশ্চিক যেন করিল দংশন ॥
ক্ষণে জ্ঞান হত ক্ষণে চৈতন্য উদয়।
কভু কান্দে কভু হাসে কভু মৌনে রয় ॥
হা রাম হা বৎস বলি কভু উচ্চৈস্বরে।
কান্দি পড়ে নরাপতি ধরার উপরে ॥
কভু কোপদৃষ্টে চাহে কৈকেয়ীর পানে।
মনের আবেগে কভু শিরে কর হানে ॥
কভু কহে কৈকেয়ীরে কাতর বচনে।
ক্ষমা কর নাহি বল রামে দিতে বনে ॥
রামে না দেখিয়া আমি মরিব নিশ্চয়।
হইবে কি তাহাতে তোমার সুখোদয় ॥
কৌশল্যা সুমিত্রা দোহে আমার মরণে।
ত্যজিবেন প্রাণ প্রবেশিয়া চিতাগুণে।
পিতৃ মাতৃ হীন দুটি সুমিত্রা নন্দন!
অবশ্য যাইবে দূরে ত্যজিয়া ভবন ॥
জানকী ত্যজিবে প্রাণ রামে না দেখিয়া।
ভেবেছ ভরত রবে এ সব সহিয়া ॥
ভরতের মন আমি জানি ভালমতে!
কখন সে সুখী নাহি হইবে ইহাতে ॥
ভাবিয়াছ ভরতে বসায়ে সিংহাসনে।
রাজমাতা হয়ে সুখে থাকিবে ভবনে ॥
নিশ্চয় জানিহ এই আশা না পুরিবে।
লাভে হৈতে ভরতের কোপেতে পড়িবে ॥
শ্মশান হইবে এই সুন্দর ভবন।
রাম বিনে জনে জনে করিবে ক্রন্দন ॥
মনের আবেগে কেহ তোমারে দুষিবে।
কবে কটু বাণী কিম্বা মারিতে ধাইবে ॥
বাল বৃদ্ধ যুবা আদি যত পৌরজন।
রামে অনুগত ছাড়া নাহি একজন ॥
রামের নিগ্রহ হেতু সবে রুষ্ট মনে।
তোমারে নিগ্রহ করিবেক জনে জনে ॥
রাম সনে পৌরজনে বনে যাবে সবে।
ভাবি দেখ কোন সুখে তুমি গৃহে রবে ॥
ত্যজ দুষ্টমতি সতি স্থির কর মন।
আমার এ হিত বাক্য না কর হেলন ॥
সতীর মঙ্গল হয় পতির মঙ্গলে।
সতীর দেবতা পতি সর্ব্বশাস্ত্রে বলে ॥
জীবনে সঙ্গিনী জীবনান্তে সহগামী।
ইহা বিনা সতীর কর্ত্তব্য নাহি জানি ॥
রাজার নন্দিনী তুমি রাজার ঘরণী।
তোমার উচিত হবে আদর্শ রমণী ॥
ঈর্ষা দ্বেষ হিংসা আদি কুপ্রবৃত্তিচয়।
ভাবি দেখ প্রেয়সি তোমার যোগ্য নয় ॥
হিংসার অধিক পাপ নাহিক সংসারে।
দিওনা তাহারে স্থান হৃদয় মাঝারে ॥
কোমল হৃদয় তব দয়ার বসতি।
মম ভাগ্যদোষে মাত্র দেখি এ বিকৃতি ॥
ক্ষম মোরে ধরিতেছি চরণে তোমার।
নির্ব্বাসন বাক্য মুখে আনিও না আর ॥
এইরূপে দশরথ যত কথা কয়।
কৈকেয়ী রূপিনী ভবী ভুলিবার নয় ॥
রাণী কয় ধর্ম্মভয় দেখাইলে ভাল।
আপন ধরমপথে কেনে কাঁটা ফেল ॥
রাম তব আপন ভরত হয় পর।
কোথায় এ নীতি শিক্ষা পেলে নৃপবর ॥
চিরদিন এ দাসীরে হৃদয়ে ধরিয়া।
কোন ধর্ম্মমতে ফেল আছাড় মারিয়া ॥

প্রেয়সী মহিষী দাসী জানেত সকলে।
ভিখারিণী কর তারে কোন ধর্ম্ম বলে॥
কোন শাস্ত্রে শিখিলে সত্যের অনাদর।
প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘনে তাই হও অগ্রসর॥
আমি হই রাজকন্যা রাজার রমণী।
কোন কুলে জন্ম তব কহ গুণমণি॥
বল দেখি তব কুলে জন্মি কে কখন।
করিয়াছে মহারাজ প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন॥
সূর্য্যসম অমল ইক্ষ্বাকুকুলখ্যাতি।
কোন নীতি ধরি নাশ কর তার জ্যোতি॥
রাখ তব উপদেশ ধরম কাহিনী।
রেখে দাও শিখিয়াছ যতেক মোহিনী॥
বৃথা চেষ্টা যাদুমন্ত্রে ভুলিবনা আর।
বুঝিলাম তোমার সকলি ফক্কিকার॥
এই দণ্ডে রামে যদি দিবে বনবাস।
তবে পূর্ণ হইবে আমার অভিলাষ॥
অন্য কথা কর্ণে মোর প্রবেশ না করে।
অন্য চিন্তা স্থান নাহি পায় হে অন্তরে॥
দহিছে অন্তর সদা তব গুণ স্মরি।
জ্বালার উপর জ্বালাওনা পায় ধরি॥
যদি কভু দেখিব ভরতে সিংহাসনে।
তবে সে পড়িবে জল মোর মনাগুণে॥
অন্যথায় বাঁচিয়া কি সুখ বল আর।
এখনি ত্যজিব প্রাণ সাক্ষাতে তোমার॥

—:—

রামের কৈকেয়ীর অন্তঃপুরে গমন।

রাণীরে বুঝাতে রাজা যতেক কহিল।
কিছুতেই কৈকেয়ীর মন না ফিরিল॥
হতাশ হইয়া তবে ধরণী ঈশ্বর।
পড়িয়া রহিল দুঃখে ধরণী উপর॥
বিলাপ করয়ে ভূপ কভু নানা ছান্দে।
হা রাম হা বৎস বলি মাঝে মাঝে কান্দে॥
এই ভাবে ক্রমে ক্রমে নিশা অবসান।
দীন ভাবে শশী চলি গেলা নিজ স্থান॥
একে একে অদৃশ্য হইল তারাগণ।
রঞ্জিত হইল রাগে পূরব গগন॥
পাখীগণ আনন্দে করিয়া কলরব।
প্রভাতে প্রকাশ করে বিভুর বৈভব॥
তরুরাজী সাজিয়া সহস্র রশ্মি করে।
সোণার বরণ শিরে অচিরাত ধরে॥
ফুল্ল ফলে কলেবর করিয়া ভূষিত।
সুগন্ধ ছড়ায়ে করে সকলে মোহিত॥
বন্ধুর বিরহে কুমুদিনী মুদে আঁখি।
দিননাথে দেখি সরোজিনী মনে সুখী॥
জগতের হায় এই রীতি চিরদিন।
কেহ সুখে ভাসে কেহ দুঃখেতে মলিন॥
ধনের গরবে কেহ সদা উচ্চ শির।
দারিদ্র দুঃখেতে কার চক্ষে বহে নীর॥
যৌবনের মদে কেহ ধরা দেখে সরা।
কামনা করয়ে মৃত্যু যারা জীর্ণ জরা॥
কৌতুকে হাসিছে কোন গৃহে সব লোক
কোথায় বিরাজে দেখ মূর্ত্তিমান শোক॥
যৌব রাজ্যে অভিসেক হইবেন রাম।
জয়ধ্বনি নগরে হতেছে অবিরাম॥
রাজপথে জনস্রোত নিশা না পোহাতে।
অপূর্ব্ব নগর শোভা রথ পতাকাতে॥
সকলের মুখকান্তি আনন্দে উজ্জ্বল।
কে জানে কৈকেয়ী অন্তঃপুরে অমঙ্গল॥
আয়োজন করিয়া বশিষ্ঠ মুণিবর।
রাজপুরে আগমন করেন সত্বর॥
রাজারে সম্বাদ দিতে চলেছেন সুখে।
হেনকালে দেখিলেন সুমন্ত্রে সম্মুখে॥
বৃদ্ধ মন্ত্রী সুমন্ত্র রাজার প্রিয় অতি।
অন্তঃপুরে যাইতে আছয়ে অনুমতি॥
বশিষ্ঠ বলেন মন্ত্রী শুনহ বচন।
ত্বরা তুমি যাও যথা আছেন রাজন॥
কহ তারে ঋষিগণ আসিয়া সভায়।
আসাপথ চাহিতেছে তার অপেক্ষায়॥

উত্তযোগ সমস্ত হয়েছে সমাপন।
শুভকার্য্যে বিলম্ব না হয় সুশোভন॥
এত শুনি সুমন্ত্র চলেন অন্তঃপুরে।
দশরথে নিবেদন করে যোড় করে॥
উঠ মহারাজ হইয়াছে শুভক্ষণ।
অপেক্ষা করিছে সমবেত ঋষিগণ॥
সুমন্ত্রের বাক্যে রাজা সজল নয়নে।
চাহিলা তাহার দিকে বিরস বদনে॥
নাহি সরে বচন বদন শুষ্ক অতি।
ক্ষিতি পানে চাহিয়া রহিলা ক্ষিতিপতি॥
বিপরীত ভাব হেন দেখি মন্ত্রীবর।
পাছু হাঁটি দাঁড়াইলা সভয় অন্তর॥
কৈকেয়ী কহেন মন্ত্রি ভয় নাহি মনে।
ক্লান্ত হয়েছেন ভূপ রাত্রি জাগরণে॥
প্রভাতে প্রাণের পুত্র হবে রাজ্যেশ্বর।
আনন্দে ঘুমাতে না পারিলা নৃপবর॥
অনিদ্রায় মলিন হয়েছে মুখকান্তি।
রামে আন দেখি তারে পাইবেন শান্তি।
মন্ত্রী বলে আজ্ঞা নাহি হইলে রাজার।
রামে আনিবারে যাই সাধ্য কি আমার॥
কৈকেয়ীর অভিপ্রায় বুঝি নরপতি!
সঙ্কেতে দিলেন আজ্ঞা সুমন্ত্রের প্রতি॥
অন্তঃপুর ত্যজি ত্বরা মন্ত্রী মতিমান।
রামের উদ্দেশে তবে করেন প্রয়াণ॥
সুধাধবলিত অতি সুন্দর ভবন।
হিমাদ্রি মাঝারে গিরি ধবল যেমন॥
সীতার সহিত সীতাপতি বসে যথা।
রাজাজ্ঞা বহিয়া মন্ত্রী উপনীত তথা॥
করপুটে করে রামচন্দ্রে নিবেদন।
শুনি আনন্দিত অতি জানকী রমন॥
সম্ভাষি সীতারে অতি সুমধুর স্বরে।
জানাইলা রাজ আজ্ঞা সানন্দ অন্তরে॥
সখী সঙ্গে সুখে তিষ্ঠ ক্ষণেক প্রেয়সি।
বন্দিয়া পিতার পদ আমি ত্বরা আসি॥
এত বলি মন্ত্রীসহ চড়ি দিব্য রথে।
চলিলেন রামচন্দ্র পিতায় ভেটিতে॥

কৈকেয়ীর সহিত রামের কথোপকথন।

উচ্চৈঃশ্রবা সম অশ্ব যোজিত যে রথে।
নির্ম্মিত আচক্র চূড়া সুবর্ণ রজতে॥
মণি মুক্তা সাজে কত ঝলসি নয়ন।
গমনে গরজে করি বধির শ্রবণ॥
হেন রথে চড়ি রাম করেন গমন।
পশ্চাতে লক্ষ্মণ করে চামর ব্যজন॥
শত শত বীর সাজি নানা প্রহরণে।
অগ্রে অগ্রে চলে সবে অশ্ব আরোহণে॥
চলে মদমত্ত হস্তী পর্ব্বত আকার।
পশ্চাতে পদাতি তার হাজার হাজার॥
সুন্দরী কামিনীকুল সাজি আভরণে।
ঢাকিয়া ফেলিল রথ পুষ্প বরিষণে।
জয় জয় শব্দে পূর্ণ হইল নগর।
আনন্দপ্রবাহে পূর্ণ সবার অন্তর॥
রামে দেখিবার আসে পৌরবাসীগণ।
গৃহ ছাড়ি রাজপথ কৈল আচ্ছাদন॥
বিষম জনতা ভেদি সুমন্দ গমনে।
ক্রমে উপনীত রথ কৈকেয়ী ভবনে॥
অনুচরগণে তবে রাখিয়া বাহিরে।
পদব্রজে প্রবেশ করেন রামপুরে॥
দেখিলেন রামচন্দ্র পবিত্র আসনে।
উপবিষ্ট দশরথ কৈকেয়ীর সনে॥
ভক্তিভাবে পিতৃপদে করি নমস্কার।
শিরে ধরে পদধূলি কৈকেয়ী মাতার॥
শিহরিলা রাম হেরি পিতার মূরতি।
বিষাদে বিবর্ণ নাই বদনের জ্যোতি॥
'রাম' এই শব্দ মাত্র করি উচ্চারণ।
নিঃশব্দে নরেন্দ্রনাথ করেন ক্রন্দন॥

অবশ ইন্দ্রিয় যেন নাহি দৃষ্টি চক্ষে।
দর বিগলিত ধারা প্রবাহিত বক্ষে ॥
জড়িত রসনা নাহি সরিছে বচন।
কর্ণের নাহিক শক্তি করিতে শ্রবণ ॥
চিত্রবৎ নিরখিয়া নয়নে পিতায়।
সবিস্ময়ে কহে রাম কৈকেয়ী মাতায় ॥
কেনে হেন কহ দেবি রাজায় নিরখি।
কেনে অনিবার ঝরিতেছে দুটি আঁখি ॥
কোন অপরাধ রাম করিল ও পদে।
অথবা ঘেরিল কোন বিষম বিপদে ॥
সামান্য কারণে ক্ষুব্ধ না হয় জলধি।
সামান্য কারণে নাহি টলয়ে হিমাদ্রি ॥
প্রাণের ভরত ভাল আছেতো আমার।
শত্রুঘ্নের পেয়েছতো শুভ সমাচার ॥
কৌশল্যা সুমিত্রা মা'র বলুন কুশল।
বলুন ত্বরায় মাগো রাজ্যের মঙ্গল ॥
ক্রোধ ভরে আপনি কি বলি কটু কথা।
দিয়াছ রাজার মনে মর্ম্মান্তিক ব্যথা ॥
বল মাগো বিলম্বেতে স্থির নহে প্রাণ।
কি করিব আজ্ঞা মোরে করহ প্রদান ॥
কৈকেয়ী বলেন রাম স্থির কর চিত।
ঘটে নাই ভূপতির কোন অত্যাহিত ॥
পরম ধার্ম্মিক তুমি সত্য পরায়ণ।
তোমার সুযশ ঘোষে সকল ভুবন ॥
রাজার বিষাদ যাহে বলি শুন আমি।
ধর্ম্মপক্ষে বিচার করিয়া বুঝ তুমি ॥
দেবাসুর সংগ্রামে সর্ব্বাঙ্গ বিদ্ধ বাণে।
কেবল বাঁচিয়ে মাত্র ছিলেন পরাণে ॥
আরোগ্য করিয়া লাভ আমার সেবায়।
বর দিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন আমায় ॥
সত্যবদ্ধ মোর কাছে আছেন ভূপতি।
মাগিনু সে বর আমি তাঁহারে সম্প্রতি ॥
এক বরে ভরতে দিবেন রাজ্যভার।
অন্য বরে বনবাস যাচিনু তোমার ॥
শিরে জটা বৃক্ষছাল করি পরিধান।
চতুর্দ্দশ বর্ষ বনে রবে তুমি রাম ॥
জ্যেষ্ঠপুত্র তুমি স্নেহ তোমা প্রতি অতি।
সেই হেতু নাহি তাঁর বলিতে শকতি ॥
শুনিলে সকল এবে করহ উচিত।
পরকালে যাহে সকলের হয় হিত ॥
তব তুল্য সুপুত্র দুর্ল্লভ এই ভবে।
রাজার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ নিশ্চয় হইবে ॥
প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের পাপ অর্শিলে তাঁহারে।
তোমার অকীর্ত্তি ঘুষিবেক ত্রিসংসারে ॥
কৈকেয়ীর কূট বাক্য শুনিয়া শ্রীরাম।
এইরূপে তাহারে কহেন গুণধাম ॥
বনবাস তুচ্ছ কথা তব আজ্ঞা হ'লে।
প্রবেশিতে পারি মাতা অগ্নি কিম্বা জলে ॥
অনিত্য জীবন বল কদিনের তরে।
এ হেন সামান্য ধন বিনিময় করে ॥
তোমার সন্তোষরূপ অমূল্য রতন।
বহু ভাগ্য ভিন্ন লাভ না হয় কখন ॥
জীবন অধিক ভাই ভরত আমার।
দিতে পারি প্রাণ তারে রাজ্য কোন ছার ॥
বলিব কি মাতা যদি ভ্রাতা মোর চায়।
সন্তোষের সহ দিতে পারি গো সীতায় ॥
ত্যজহ অশান্তি তুমি স্থির কর মন।
যাইব পালিতে পিতৃ-সত্য আমি বন ॥
এখনি পাঠাও দূত ভরতে আনিতে।
বিলম্ব উচিত নাহি হয় কোন মতে ॥
এতেক বচন যদি শ্রীরাম কহিল।
রাণীর অন্তর সুখ-সাগরে ভাসিল ॥

কৌশল্যার নিকট রামের বিদায় গ্রহণ।

দশরথ কৈকেয়ীর লইয়া বিদায়।
চলিলেন রাম বার্ত্তা দিতে কৌশল্যায়॥
সঙ্গে সৌমিত্রেয় বীর নতশির দুঃখে।
বরষার বারিধারা ঝরিতেছে চক্ষে॥
শান্তমূর্ত্তি দাশরথি বিকার বিহীন।
সুখ দুঃখ যাহার সমান চিরদিন॥
প্রফুল্ল বদনে সম্ভাষিয়া সর্ব্বজনে।
অনুজে প্রবোধ দেন মধুর বচনে॥
ত্যজ ভাই পরিতাপ পরিহর শোক।
মায়া মোহে মনে স্থান দেয় মূঢ় লোক॥
ভাবি দেখ রাজত্বে নাহিক সুখলেশ।
অনর্থের হেতু মাত্র অশান্তির শেষ॥
অনিত্য জগতে এক ধর্ম্ম মাত্রসার।
ধর্ম্ম বিনা তরিবার পথ নাহি আর॥
সত্যে বন্দী পিতা মোর কৈকেয়ীর পাশে।
সেই সত্য পালিতে যাইব বনবাসে॥
পিতার হইবে ইথে প্রতিজ্ঞা পালন।
কৈকেয়ী জননী হইবেন হৃষ্টমন॥
পুত্রের পরম ধর্ম্ম পিতৃঋণ শোধ।
হেন কার্য্যে কভু না করিবে প্রতিরোধ॥
তপোবনে মিলিয়া তাপসগণ সনে।
বঞ্চিব পরম সুখে শাস্ত্র আলাপনে॥
স্বভাবের মনোহর শোভা দরশন।
করিয়া হইব সদা আনন্দে মগন॥
এইরূপে অনুজের সহ মিষ্টভাষে।
কথায় কথায় যান কৌশল্যার বাসে॥
পুত্রের মঙ্গল হেতু বসি কুশাসনে।
নয়ন মুদিয়া রাণী ব্রতী স্বস্ত্যয়নে॥
উপবাসে তনু ক্ষীণ হোমাগ্নির পাশে।
বসিয়া আহুতি দেন দেবের উদ্দেশে॥
জলদ বরণ গিয়া জননী নিকটে।
ভূমি লুটি প্রণাম করেন করপুটে॥
আশীর্ব্বাদ করি রাণী কহেন বসিতে।
রাম কন আইলাম বিদায় মাগিতে॥
পিতৃ সত্য পালিতে যাইব আমি বন।
অনুমতি দাও মাগো হয়ে হৃষ্টমন॥
কৈকেয়ী মাতায় পিতা দুটি বর দিতে।
প্রতিজ্ঞা করিয়া বদ্ধ হয়েছেন সত্যে॥
এক বরে ভরতে অর্পিলা রাজ্যভার।
অন্য বরে বনবাস বিধান আমার॥
অদ্য এই বর মাগে ভূপতির পাশে।
পিতার আজ্ঞায় আমি যাব বনবাসে॥
প্রত্যক্ষ দেবতা পিতা রাজা সবাকার।
তাঁর আজ্ঞা অবহেলা করে সাধ্য কার॥
শুনিয়া কৌশল্যা দেবী রামের বচন।
পড়িলা ধরণীতলে হয়ে অচেতন॥
যতনে তুলিয়া রাম বসান আসনে।
চামর ব্যজন করে যত সখীগণে॥
চেতনা পাইয়া রাণী করেন রোদন।
হেন মন্দ ভাগ্য মোর না জানি কখন॥
চির দিন সতীনের জ্বালায় জ্বলিয়া।
কত কষ্টে আছি সদা মরমে মরিয়া॥
মহারাজ তোমারে দিবেন রাজ্যভার।
শুনিয়া হইল মনে আনন্দ অপার॥
আশার ছলনে কত অন্তরে উদয়।
হরিষে বিষাদ এত সহ্য নাহি হয়॥
পিতায় মানিয়া গুরু তাঁর আজ্ঞা ধর।
কোন শাস্ত্র বলে বল মায়ে বধ কর॥
তুমি বনে গেলে কি রহিবে মোর প্রাণ।
তিলেক না হেরি বাছা হই যে অজ্ঞান॥
যদি বাছা বনে মোরে সঙ্গে করি লহ।
অথবা অস্ত্রেতে মোরে পরাণে বধহ॥
ভেবনা এ হতভাগী বাঁচিয়া থাকিতে।
তোমায় বিদায় দিবে অরণ্যে যাইতে॥

বৃদ্ধকালে রাজার হইল জ্ঞান হত।
ধর্ম্মাধর্ম্ম কিম্বা না ভাবিল হিতাহিত ॥
কৈকেয়ীর বশীভূত জানি চির দিন।
মন্ত্রে মুগ্ধ করিয়া করিল বুদ্ধি হীন ॥
তাহার কথায় মাকে বধিয়া জীবনে।
উচিত কি হয় বাছা যাইতে অরণ্যে।
জ্যেষ্ঠপুত্র চিরদিন রাজ্য অধিকারী।
কেনে তবে যাবে নিজ স্বত্ব পরিহরি ॥
লক্ষ্মীরূপা বধূ মোর জনক ঝিয়ারী।
উচিত কি যাইতে তাহারে পরিহরি ॥
তোমা ছাড়া হয়ে মাতা কদিন বাঁচিবে।
শোকে দুঃখে অচিরে সে পরাণ ত্যজিবে ॥
হেন কার্য্যে যশ ধর্ম্ম বলহ কেমনে।
স্ত্রীহত্যার ভয় নাহি হয় তব মনে ॥
এতেক বচন যদি কৌশল্যা কহিল।
শুনি সৌমিত্রের ক্রোধে গর্জ্জিয়া উঠিল ॥
কোন গুণে শ্রেষ্ঠ রাজা দেখিয়া ভরতে।
তোমারে উপেক্ষি চায় তারে রাজ্য দিতে ॥
বরদান বাক্যে মোর বিশ্বাস না হয়।
কৈকেয়ীর ষড়যন্ত্র জানিবে নিশ্চয় ॥
কুহকিনী কৈকেয়ী সে মানবী রূপিণী ॥
কালকূটে ভরা দুষ্টা কালভুজঙ্গিনী ॥
ভাবিয়াছে ভরতে বসাবে সিংহাসনে।
লক্ষ্মণ এ অসি তবে ধরে কি কারণে ॥
বাহুদ্বয় নহে মোর অঙ্গের ভূষণ।
ধনুর্ব্বাণ বহন না করি অকারণ ॥
দেখাইব ভুজবল সাক্ষাতে তোমার।
সুরাসুর সহায়েও রক্ষা নাই তার ॥
শরজালে আচ্ছন্ন করিব ত্রিভুবন।
দেখিব ভরতে আজ রাখে কোন জন ॥
রুধির পিপাসু এই অসি খরশান।
এখনি বধিবে দুষ্টা কৈকেয়ীর প্রাণ ॥
ভরত কৈকেয়ীবন্ধু স্নেহ নাহি জীবে।
লক্ষ্মণের বাণে সবে নিশ্চয় মজিবে ॥

মহারাজ মোর কার্য্যে যদি বাধা দিবে।
লক্ষ্মণের হাতে আজ ক্ষমা না পাইবে ॥
তোমার নিগ্রহে মোর প্রাণে নাহি সহে।
দুঃখানল প্রবল হইয়া প্রাণ দহে ॥
নিবর্ত্তিলা লক্ষ্মণ কহিয়া এই বাণী।
ভাল ভাল বলি তায় সায় দিলা রাণী ॥
তবে রাম গুণধাম জলদ বরণ।
জলদ গম্ভীর স্বরে বলেন বচন ॥
ক্রোধ পরিহর ভাই শান্ত কর মন।
বিচারিয়া দেখ সব বিধির লিখন ॥
পিতা দশরথ পূজ্য ত্রিলোক সংসারে।
পুত্রের কর্ত্তব্য কি কহিতে কটু তাঁরে ॥
মাতার অধিক তাঁর মমতা আমায়।
বনে গেলে আমি তাঁর বাঁচা হবে দায় ॥
মুখে সদা রাম রাম বাণী মাত্র সার।
বাৎসল্যের প্রতি মূর্ত্তি জনক আমার।
জননী কৈকেয়ী মোরে ভালবাসে যত।
প্রত্যক্ষ প্রমাণ তার জান শত শত ॥
মনেতো পড়েনা দেখিয়াছি এক দিন।
ভরতে আমাতে তিনি করেছেন ভিন ॥
দেখিলে আমারে কত করিয়া আদর।
তৃপ্তি না হইতো মার চুম্বি এ অধর ॥
শুনিলে আমার বাক্য আনন্দে ভাসিত।
আমার সন্তোষ লাগি কত না করিত ॥
সেই কৈকেয়ীর আজ এ হেন বিকার।
ঘটাইতে বিধি বিনা সাধ্য আছে কার ॥
সত্যপ্রিয় পিতা নিজ প্রতিজ্ঞা পালনে।
অবহেলা কভু নাহি করেন জীবনে ॥
আমা হ'তে যদি তাঁর সত্য নষ্টহয়।
ঘুষিবে অকীর্ত্তি মোর ত্রিভুবনময় ॥
দেবের অধিক করি জানি দশরথে।
তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘিতে না পারি কোনমতে ॥
চতুর্দ্দশ বৎসর থাকিয়া বনচারী।
আবার আসিব ভাই নিজ রাজ্যে ফিরি ॥

কেনে ভিন্নভাব ভাই ভরতে আমাতে।
ভরত হইলে রাজা ক্ষতি কি তাহাতে॥
তিন ভাই মিলি কর প্রজার পালন।
কদাচ ধর্ম্মের পথ না কর হেলন॥
লক্ষ্মণে বলিয়া রাম এতেক বচন।
করযোড়ে কৌশল্যারে করে নিবেদন॥
বৃথা শোক ত্যজ মাতা রোদন সম্বরি।
ভাবিয়া দেখহ রাজা গুরু সবাকারি॥
নারীর দেবতা পতি সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
বিশেষতঃ পিতা সকলের রাজা হয়॥
পতি আজ্ঞা রাজ আজ্ঞা উপেক্ষা করিলে।
কোন গতি তোমার হইবে পরকালে॥
পতি সেবা সতীর কর্ত্তব্য চিরদিন।
থাকুক শতেক কিম্বা সহস্র সতীন॥
বিধবার মত যেতে চাও মোর সনে।
অসম্ভব কথা মাতা কহিলে কেমনে॥
কর্ত্তব্যের অনুরোধে স্থির করি মতি।
প্রসন্ন বদনে মোরে দেহ অনুমতি॥
বাঁচিয়া থাকেন যদি রাজা দশরথ।
অচিরে পুরিবে মাগো তব মনোরথ॥
রামের বচনে রাণী বুঝিলা নিশ্চয়।
নিবারিতে তাহারে কাহার সাধ্য নয়॥
সজল নয়নে বান্ধি হৃদয় পাষাণে।
অনুমতি দেন অতি কাতর বচনে॥
স্বস্ত্যয়ন করিয়া পুজিলা সর্ব্ব দেবে।
নানা ধন দেন দান মুনিঋষি সবে॥
মন্ত্র পড়ি আশীর্ব্বাদ করিলেন পরে।
দেবগণ সদা যেন বনে রক্ষা করে॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর দৈত্য সিদ্ধ ঋষিগণ।
সকলে তোমার যেন করয়ে রক্ষণ॥
মহাগজ সিংহ ব্যাঘ্র হিংস্র পশু যত।
সকলের কাছে যেন থেক অব্যাহত॥
সিদ্ধকাম হও বৎস বাসনা আমার।
ধর্ম্মপথে সদা বুদ্ধি রাখিবে তোমার॥
এত বলি কৌশল্যা বিদায় দেন রামে।
চলিলেন দাশরথি জানকীর ধামে॥

সীতার বনগমনে রামের অনুমতি॥

সূর্য্য মিলনে কমলিনী যথা।
বিকাশে সুষমা হয়ে প্রফুল্লিতা॥
দেখি নবঘন ময়ূরী যেমন।
আনন্দে নাচয়ে মেলিয়ে পেখম॥
নব বারিধারা পেয়ে চাতকিনী।
পিয়ে যথা পয় হয় প্রমোদিনী॥
সুদরিদ্র যথা চিরদিনে ধন।
পাইয়া হয় সে হরিষে মগন॥
পিপাসিত জনে আশু পেয়ে পয়।
অন্তরে যেমন আনন্দিত হয়॥
অন্ধ যথা পেয়ে নয়নের দৃষ্টি।
নিদাঘে ধরণী পাইলে সুবৃষ্টি॥
সেইরূপ আজি জনক দুহিতা।
প্রভাত হইতে আছে প্রফুল্লিতা॥
বিকচ কমল বদন মণ্ডল।
হাসি রাশি ভরা নয়ন চঞ্চল॥
সোণার প্রতিমা স্বভাব-সুন্দরী।
সাজি নানা সাজে বেড়েছে মাধুরী॥
জীবন সর্ব্বস্ব রাম রাজা হবে।
ইহার অধিক সুখ কিবা ভবে॥
সমসুখে সুখী সব সহচরী।
ভবনে খেলিছে আনন্দ-লহরী॥
লজ্জা অবনত বদনে তখন।
উপনীত রাম জানকী সদন॥
চলিতে সঘনে কাঁপিতেছে পদ।
বিন্দু বিন্দু অঙ্গে ফুটিয়াছে স্বেদ॥
মলিন বদনে বাক্য নাহি সরে।
দেখিয়ে সীতার শরীর শিহরে॥
অমঙ্গল ভাবি কাঁপিল হৃদয়।
কত কথা মনে ক্ষণেকে উদয়॥

কম্পিত চরণে কান্ত কাছে গিয়া।
কহেন নাথের বদন চাহিয়া॥
একি নাথ কেন হেরি হেন তোমা।
কেনে বা বদনে বিষাদ কালিমা॥
আজি না চন্দ্রমা পুষ্যাতে মিলিত।
অভিষেক দিন শাস্ত্রের সম্মত॥
কৈ তবে নাথ কেনে হে এখন।
রাজছত্র শিরে না হয় শোভন॥
কেনে বা তোমারে না করে ব্যজন।
অপ্সরী নিন্দিত যত সখীগণ॥
কেনে বন্দীগণে মিলি সমস্বরে।
এখন তোমারে স্তুতি নাহি করে॥
কি হেতু না দেখি পুরবাসীগণ।
তোমার পশ্চাতে করিতে গমন॥
কহ নাথ কেন বীরগণ আজি।
নানা প্রহরণে বীর সাজে সাজি।
চরণের দাপে কাঁপাইয়া ধরা॥
তব আগে আগে নাহি ধায় তারা।
বল কেন তব মনোহর রথ।
সুশোভিত নাহি করে রাজ পথ।
মেঘের বরণ মহাগজে কেনে।
তব পুরোভাগে মন্থর গমনে॥
এখন না দেখি করিতে গমন।
কহ প্রানেশ্বর ইহার কারণ॥
ভাব দেখি তব অমঙ্গল গণি।
বড়ই অস্থির হয়েছে পরাণী॥
সরলা ললনা সীতার বচনে।
বড়ব্যথা রাম পাইলেন মনে॥
বারিধির বাঁধ ভাঙ্গিয়া পড়িল।
নয়নের নীর অমনি ছুটিল॥
যতনে সম্বরি নয়নের নীর।
যতনে আপন চিত্ত করি স্থির॥
কহেন সীতায় সুমধুর ভাষে।
রাজ্য ছাড়ি আমি যাই বনবাসে॥

কৈকেয়ী মাতাকে দুটি বর দিতে।
জনক আমার বদ্ধ ছিলা সত্যে॥
তাই মাতা আজি মাগি এক বর।
ভরতে করিয়াছেন রাজ্যেশ্বর॥
অন্যবরে মোরে দিয়েছেন বনে।
যাইতেছি প্রিয়ে দণ্ডক অরণ্যে।
চৌদ্দ বৎসর ফলমূলাশনে।
বঞ্চিব তথায় মিলি ঋষি সনে॥
ভরত হইবে রাজা অযোধ্যার।
থেক সাবধানে আশ্রয়ে তাহার॥
না করিবে হেন কার্য্য কদাচিৎ।
যাহাতে ভূপতি হয়েন কুপিত॥
প্রিয় ব্যবহারে তুষিবে তাহারে।
রাগ দ্বেষ ঘৃণা ত্যজিয়া অন্তরে॥
অন্যের প্রশংসা রাজা যদি শুনে।
তুষ্ট নাহি হয় কভু মনে মনে॥
তাই বলি তুমি ত্যজিবে যতনে।
আমার প্রশংসা ভরত সদনে॥
আমায় না দেখি পিতা মাতা মোর।
শোক তাপে যবে হবেন কাতর॥
নিকটে থাকিয়া করিবে সুশ্রূষা।
বুঝাইবে দিয়া মোর আসার আশা॥
চতুর্দ্দশ বর্ষ দেখিতে দেখিতে।
কোথা যাবে চলি জানিবে নিশ্চিতে।
এই কটা দিন এই সব লয়ে।
কোন রূপে তুমি গত কর প্রিয়ে॥
আবার আসিব দেখিব দেখাব।
সাধপুরে মনোসাধ মিটাইব॥
এতেক শুনিয়া জানকী সুন্দরী।
বিষাদে হাসিয়া প্রিয় কর ধরি॥
বলে নাথ বড় তামাসার কথা।
আমারে ছাড়িয়া যাইবে হে কোথা॥
পিতা মাতা মোরে সঁপেছে তোমাতে।
তুষিতে কি তব অনুজ ভরতে॥

হ'তে যদি রাজা আমি রাজ্যেশ্বরী।
হতেম এখন হ'ব বনচারী ॥
স্বরগে নরকে রাজ সিংহাসনে।
কিম্বা বৃক্ষমূলে মহা ঘোর বনে ॥
প্রাসাদ কুটীরে নগরে প্রান্তরে।
উপবনে কিম্বা পর্ব্বত শেখরে ॥
জীবিত বল্লভ তুমি হে যেখানে।
ছায়া রূপে সীতা যাবে সেই স্থানে ॥
বঞ্চিত হইয়া ও রাঙ্গা চরণে।
কোন সুখ আশে রহিব ভবনে ॥
শুনেছি যখন পিতৃগৃহে বাস।
আমার কপালে আছে বনবাস ॥
তদবধি সদা বাসনা অন্তরে।
দেখিতে অরণ্য পর্ব্বত কন্দরে ॥
বনফুল তুলি গাঁথি ফুল হার।
পরাইয়া দিব গলায় তোমার ॥
নিজে ও সাজিব কুসুমের দামে।
বনদেবী সম বসিব হে বামে ॥
নির্ঝরের পাশে বসি দুই জনে।
দেখিব ও মুখ স্বভাব-দর্পণে ॥
শুনিব পাখীর বৈতালিক গান।
সুমধুর স্বরে জুড়াইবে প্রাণ ॥
তাপসীর সনে মিলি তপোবনে।
খেলিব কৌতুকে মৃগশিশু সনে ॥
ময়ূরীর সনে নাচিব যখন।
দেখিবে হে ভাল নাচে কোন্ জন।
রাম বলে ভাল বলিলে ভা-মিনি।
জা'ন না বনের ভীষণ কাহিনী ॥
সিংহ ব্যাঘ্র আদি হিংস্র জন্তুচয়।
গিরি-গুহা মাঝে নিশি দিন রয়।
মত্ত করীগণ ফিরয়ে প্রান্তরে।
দেখি বড় ভয় পাইবে অন্তরে।
কণ্টক কুশাগ্রে রাঙ্গা পদ দুটি।
হাঁটিতে রুধির পড়িবেক ফুটী ॥
ক্ষুধার সময় কেবল সম্বল।
বৃক্ষচ্যুত কটু অম্ল বনফল ॥
তৃষ্ণায় মেলেনা সুশীতল বারি।
পাবে না নির্ঝর যোজন ভিতরি ॥
খর করে রবি দহিবে দিবসে।
নিশিতে কাঁপাবে শীতল বাতাসে ॥
সবে কি এ সব কোমল শরীরে।
ভাবি দেখ প্রিয়ে বারেক অন্তরে ॥
দুগ্ধ ফেননিভ কোমল শয্যায়।
শুইয়া যে জন তৃপ্তি নাহি পায় ॥
তরুতলে মাত্র তৃণশয্যা পাতি।
কেমনে সে জন কাটিবে হে রাতি ॥
অসম্ভব কথা ব'লনা প্রেয়সি।
অনুমতি দাও আমি এবে আসি ॥
শুনিয়া নাথের নিঠুর বাণী।
কান্দিলা সুন্দরী শিরে কর হানি ॥
সম্বোধি পতিরে কহে ক্ষণ পরে।
দূরে যাবে দুঃখ হেরিলে তোমারে ॥
কুঞ্জর কেশরী ব্যাঘ্রাদির ভয়।
তোমার দাসীর পক্ষে কিছু নয় ॥
কৃতান্ত কখন যদি নিজে আসে।
কি ভয় যদ্যপি তুমি থাক পাশে ॥
দেখিয়াছি নাথ বীরত্ব সচক্ষে।
নিমিষে নাশিতে পার যক্ষ রক্ষে ॥
হইয়া আশ্রিতা তব রাঙ্গা পদে।
তোমার প্রেয়সী ডরাবে শ্বাপদে ॥
বনপথে তব আগে আগে যাব।
পথে থাকে কাঁটা দূরে ফেলাইব ॥
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ভয় নাহি করি।
নেহারি ও মুখ থাকিব পাসরি ॥
আনিব কুড়ায়ে মিষ্ট বনফল।
কমণ্ডলু ভরি নির্ঝরের জল ॥
তব মুখে সুখে দিয়া করে তুলে।
আপন অস্তিত্ব যাইব হে ভুলে ॥

কভু যদি কিছু থাকে ভুক্ত শেষ।
প্রসাদ তোমার পাইব প্রাণেশ॥
রচি শয্যা দিয়া তৃণ পত্র শাখা।
শোয়াব তোমায় শুন প্রাণসখা॥
করি পদ সেবা পোহাইব রাতি।
চাঁদের আলোকে হেরিব মুরতি॥
কে চাবে আকাশে চাঁদের দিকে।
অকলঙ্ক চাঁদ কোলে যদি থাকে॥
অঞ্চলে শ্রীঅঙ্গে ব্যজন করিয়া।
মশকাদি দূরে দিব তাড়াইয়া।
অলস হইলে রাজিব চরণ।
হৃদয়-মাঝারে করিয়া ধারণ॥
স্বরগের সুখ লভিব শয়নে।
সঙ্গে লও নাথ ঠেল না চরণে॥
একান্ত যদিহে যাইবে ত্যজিয়া।
তখনি মরিব গরল ভখিয়া॥
রাম কন দুখ ত্যজহ ভামিনী।
জীবনে মরণে করিনু সঙ্গিনী॥

পেয়ে অনুমতি, প্রফুল্লিতা অতি,
সরোজ বদনে হাসিরে।
সুধাকর থেকে, ঝলকে ঝলকে,
সুধা যেন পড়ে খসি রে॥
কুন্দ বিনিন্দিত, অর্দ্ধ বিকশিত,
মরি মরি কিবা শোভা রে।
দন্তপাঁতি দিয়ে, সুবর্ণে মিলিয়ে,
যেন মুকুতার প্রভা রে।
রামের নয়ন, চকোর যেমন,
মাতিল সে সুধা পিয়ে রে।
বাহুযুগে বেরি, জিনিয়া কেশরী,
কটি ঝাঁটি ধরে যেয়ে রে।
চুম্বিয়া আদরে, সে বিম্ব অধরে,
[illegible] মেটাইছে রে।
সাধ নাহি পূরে, শত বার হেরে,
প্রণয়ের একি রীতি রে॥
দুটী তনু ছিল, এক হয়ে গেল,
তমালে কণক লতা রে।
নবীন নীরদে, পড়িল বিপদে,
চপলা বন্ধন দায়ে রে॥
সুনীল সলিলে, শতদল মিলে,
কোকনদ যেন ফুটি রে।
নবদূর্ব্বাদল, কেদার শ্যামল,
পারিজাত তার মাঝেরে॥
নিত্যানন্দ বলে, এরূপ যুগলে,
মন যদি গলে তোর রে।
কালে ফাঁকি দিবি, অন্তে মুক্তি পাবি,
জান সার এই কথা রে॥

লক্ষ্মণকে সঙ্গে যাইতে রামের অনুমতি।

তবে রামচন্দ্র কন সীতা সম্ভাষিয়া।
কেমনে করিব আজ্ঞা আগে না জানিয়া॥
রাজার তনয়া তুমি রাজবধূ হয়ে।
আগে নাহি জানি যাবে এত কষ্ট সয়ে॥
চল প্রিয়ে সঙ্গে মোর দুঃখ যাবে দূরে।
দিবানিশি উভয়ে হেরিয়া উভয়েরে॥
রচিয়া কুটীর রব তাহে দুই জনে।
দিবানিশি সমান সে নির্জ্জন গহনে॥
রবির প্রখরে কর লাগিলে বদনে।
নিবারিব বৃক্ষশাখা ধরিয়ে যতনে॥
সুপক অরণ্যফলে আন করি সুধা।
দুইজনে খাইব করিয়া আধা আধা॥
শয়নে এ বক্ষ হবে শয্যার সমান।
সুবিশাল বাহু মোর হবে উপাধান॥
মিলাইয়া দিব যত মুনিকন্যা সনে।
খেলিবে তাদের সঙ্গে রঙ্গে তপোবনে॥

এখন করহ প্রিয়ে বলি যেই কায।
বিতরণ কর ধন ব্রাহ্মণের মাঝ ॥
সুবর্ণ রজত মণি মুক্তা আছে যত।
বাঁটি দাও সবে কেহ না হয় বঞ্চিত ॥
উত্তম বসন সব প্রিয় সখীগণে।
বিতরণ কর প্রিয়ে আনন্দিত মনে ॥
আমিও করিব দান আছে যত ধন।
দ্বিজদলে ডাকিয়া আনুক ভৃত্যগণ ॥
আজ্ঞা পেয়ে দাসগণ হইয়া সত্বর।
যতেক ব্রাহ্মণ ছিল নগর ভিতর ॥
আনিল সকলে ত্বরা রাম বিদ্যমানে।
শ্রীরাম করেন দান যত বিপ্রগণে ॥
সহস্র সহস্র গাভী বৎসের সহিত।
রাশি রাশি রজত কাঞ্চন অপ্রমিত ॥
কৌশিক বসন মহামূল্য মুক্তা মণি।
যতেক করিলা দান কার সাধ্য গণি ॥
দক্ষিণা সহিত হয় হস্তী আদি দান।
মুক্ত হস্তে বিপ্রগণে করিলেন দান ॥
জানকী দিলেন দান বিপ্র কন্যাগণে।
অমূল্য ভূষণ সুবিচিত্র বস্ত্র সনে ॥
অঙ্গের মহার্ঘ্যভূষা খুলিয়া কৌতুকে।
প্রিয় সখী গণে সব দেন একে একে।
বহুমূল্য শয্যাধার করি বিতরণ।
বিচিত্র বিবিধ শয্যা দিলা অগণন ॥
দান পেয়ে বিপ্রগণে আনন্দ অন্তরে।
আশীর্ব্বাদ করে সবে রাম জানকীরে ॥
অন্তঃপর কাছে ডাকি অনুজ লক্ষ্মণে।
বিদায় মাগেন রাম মধুর বচনে ॥
ভরতের কাছে ভাই থাকি অনুক্ষণ।
যতনে করহ দোঁহে রাজ্যের রক্ষণ ॥
আমার লাগিয়া পিতা শোকেতে কাতর।
সান্ত্বনা করিবে তাঁরে হইয়া তৎপর ॥
মাতৃদ্বয়ে যতনে রাখিবে সর্ব্বক্ষণ।
অবহেলা ইহাতে না কর কদাচন ॥

এত শুনি লক্ষ্মণ কহেন যোড় করে।
হেন আজ্ঞা কভু নাহি করিবে আমারে ॥
ভোগ সুখে নাহি ইচ্ছা নাহি অন্য মন।
সার করিয়াছি তব যুগল চরণ ॥
তুমি যাবে বনবাসে আমি রব গেহে।
স্মরিলে এমন কথা মন প্রাণ দহে ॥
নাহি চাই পিতা মাতা না চাই রমণী।
সেবিব ও পদ যুগ দিবস রজনী ॥
ধরিয়া ধনুক আগে আগে ধেয়ে যাব।
যখন যা চাবে তুমি তখনি যোগাব ॥
শাখাপত্রে রচি দিব কুটীর সুন্দর।
রচিব কোমল তৃণে শয্যা মনোহর ॥
জানকী সহিত তুমি নিদ্রা যাবে যবে।
লক্ষ্মণ ধনুক ধরি প্রহরী রহিবে ॥
যতনে আনিব সুমধুর নানা ফল।
তৃষ্ণা পেলে আনি দিব নির্ঝরের জল।
ইহা ভিন্ন অন্য বাঞ্ছা নাহি মোর মনে।
সঙ্গে লহ দাসে এই ভিক্ষা ও চরণে ॥
কান্দিলা নীরবে কহি এতেক বচন।
শতধারে বহি অশ্রু ভাসিল বদন ॥
নিবারিতে না পারি লক্ষ্মণে কোন মতে।
আজ্ঞা দেন চল ভাই আমার সহিতে।

রামের বল্কল ধারণ।

সীতা সতী অনুজ লক্ষ্মণে সঙ্গে করি।
পুরী হ'তে বাহির হইলা রামচন্দ্র ॥
কান্দিছে অঝোরে সবে সে রূপ নেহারি।
দুই ধারি দাঁড়াইয়া যত প্রজা বৃন্দ ॥
হায়! হায়? বদনে সবার এই বাণী।
যার মুখ কভু নাহি দেখে দিবাকর।
পদ ব্রজে আজি সাজি যেন কাঙ্গালিনী।
বাহির হইল সীতা ভ্রমিতে নগর ॥
বৃদ্ধকালে বুদ্ধি হারা হ'ল মহারাজ।
কৈকেয়ীর কুহকে ভুলিল একেবারে।

নাহি জানি কেমনে ত্যজিয়া লোকলাজ।
বনে দিতে চায় হেন সোনার বাছারে॥
কুল বধূ লক্ষ্মীরূপা সন্ন্যাসিনী সাজি।
করে ধরি কমণ্ডলু শিরে জটাভার।
রাজ পথ যবে বাহিরিবে সীতা আজি।
কেমনে দেখিবে রাজা সেরূপ তাহার॥
নবনীত জিনি সুকোমল দেহ খানি।
কেমনে সহিবে তাহে খর রবিকর।
গলিয়া যাইবে হায় হেন অনুমানি।
রহিবে না চিহ্নমাত্র ধরণী ভিতর॥
চল ভাই অযোধ্যা হইল অরাজক।
উচিত বসতি হেথা নাহি হয় আর।
চল আমরাও যাই যুটি সব লোক।
লয়ে নিজ নিজ পুত্র কন্যা পরিবার॥
রহিব অরণ্যে রাম জানকীর সনে।
অচিরে অরণ্য হবে মহা জনপদ।
পরম সৌভাগ্য সবে ভুঞ্জিব সে বনে।
যথা লক্ষ্মী রূপা সীতা তথায় সম্পদ॥
বন হবে অযোধ্যা আমারা তথা গেলে।
সুরম্য হর্ম্ম্যাদি শূন্য পড়িয়া রহিবে।
সিংহ ব্যাঘ্র বসতি করিবে কুতুহলে।
তাদের লইয়া রাজ্য কৈকেয়ী করিবে॥
কামবশে রাজা রবে কৈকেয়ী সদনে।
ছাড়িয়া যাইতে বল কি শক্তি তাহার।
ভাল হবে এড়াইবে ও মুখ দর্শনে।
দেখিলে ও মুখ হয় পাপের সঞ্চার॥
জ্যৈষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্র তুল্য নাই গুণে।
শাস্ত্র অনুসারে হয় রাজ্য অধিকারী।
তাহারে বঞ্চিত করে স্ত্রীর বাক্য শুনে।
হেন বুদ্ধিহীনের বদন নাহি হেরি॥
এই রূপে রাজপথে সর্ব্বত্রে সকলে।
বিলাপ করিছে কত নিন্দিয়া রাজায়।
পিতার শুনিয়া নিন্দা ভাসি অশ্রুজলে।
পুরীর উদ্দেশে রাম দ্রুত পদে যায়।

রাজার মন্দিরে ধীরে প্রবেশিয়ে পরে।
দেখিলেন দশরথ ভূমিতে লুণ্ঠিত।
পদযুগে প্রণাম করিয়া কর যোড়ে।
মধুর সম্ভাষে করিলেন প্রবোধিত॥
ত্যজ বৃথা শোক তাপ সামান্য কারণে।
অগাধ জলধি নাহি হয় উদ্বেলিত।
আসিয়াছি বিদায় লইতে ও চরণে।
প্রসন্ন বদনে অনুমতি দেহ পিত॥
নিয়ম করিয়া গত ফিরিব সত্বরে।
আবার ধরিব শিরে ও রাজীব পদ।
ভেবে দেখ পিত সত্য ভিন্ন এ সংসারে।
আর কিবা আছে শুদ্ধ সুখের আস্পদ॥
জনক নন্দিনী সীতা প্রাণের লক্ষ্মণ।
চাহেন যাইতে মোর সঙ্গে বনবাসে।
অনুরোধ এড়াইতে হইয়া অক্ষম।
দিয়াছি আদেশ ক্ষম অপরাধ দাসে॥
সত্য নিষ্ঠ রামের শুনিয়া এই বাণী।
সুমন্ত্রে ডাকিয়া রাজা কন তার প্রতি।
ডাকহ এখানে মোর আছে যত রাণী।
একত্রে নয়ন ভরি দেখিব মুরতি॥
রাজার আদেশ বহি সুমন্ত্র সত্বরে।
নিবেদিল গিয়া কৌশল্যাদি রাণী সবে।
শুনি রোদনের ধ্বনি উঠে অন্তঃপুরে।
সার্দ্ধসপ্তশত রাণী কান্দে উচ্চ রবে॥
দেখিতে উৎসুক সবে রাজিব লোচনে॥
সকলের প্রিয় রাম সাধু ব্যবহারে।
ক্রমে ক্রমে উপনীত রাজার সদনে।
ক্রমে রাম প্রণমিল সবে সমাদরে॥
পুন রাম বিনয়ে চাহেন অনুমতি।
পিতা দশরথে কৌশল্যাদি মাতৃগণে।
যাইতে দণ্ডকে সঙ্গে লয়ে সীতা সতী।
প্রাণের অধিক ভাই সুমিত্রানন্দনে।
রাজা বলে বাপ বুদ্ধি হারায়েছি আমি
বর দিয়ে পাপিনী সাপিনী কৈকেয়ীরে।

নিজ ভুজ বলে হওরে ভূপতি তুমি।
(আছে তব ভুজবল) নিগ্রহি আমারে॥
রাম বলে পিত কেন হেন ইচ্ছা তব।
আমি ও যে সত্য বন্দি মাতার নিকটে।
প্রাণের ভরতে সঁপি সকল বৈভব।
যাব বনে বলিয়াছি তাঁরে অকপটে॥
দশরথ কন রহ আজকার দিবে।
যাবে কাল প্রভাত হইলে বিভাবরী।
কৈকেয়ী কহিল নাথ তাহা না হইবে।
করগ কর্ত্তব্য কাল গৌণ পরিহরি॥
রাজা বলে সুমন্ত্র আমার আজ্ঞা ধধ।
রজত কাঞ্চন মণি মুক্তা যত ধন।
হয় হস্তী রথ সবে একত্রিত কর।
রামের সহিত সব করিব প্রেরণ॥
চতুরঙ্গ সৈন্য মোর যাবে রামসনে
অযোধ্যায় তাহারা থাকিবে কোন কার্য্যে
শূন্য হবে রাজপুরী রামের বিহনে।
কোন প্রয়োজন বল সাধিবে ঐশ্বর্য্যে॥
কথা শুনি কৈকেয়ীর শুকায় বদন।
বিনীত বচনে কহে ভূপতির প্রতি।
ভোগ্যবস্তু সব যদি দিবে বিসর্জ্জন।
মিছে রাজ্য দিয়া কেনে বাছার দুর্গতি॥
কৈকেয়ীর বচনে কুপিয়া মহারাজ।
আরম্ভিলা তিরস্কার করিতে তাহারে।
ধিক পাপিয়সী তোর মুখে নাই লাজ।
কেমনে কহিস কথা সবার মাঝারে॥
কেন মহারাজ বৃথা দোষারোপ মোরে।
আবার কহিল প্রখরা কৈকেয়ী রুষি।
কর যথারীতি আছে বংশে পূর্ব্বাপরে।
সে রীতি ছাড়িলে তুমিই হইবে দোষী॥
ভাবি দেখ সগর ভূপতি কি করিল।
অসমঞ্জে যবে তিনি দিলা বনবাস।
রথ গজ হয় কত তার সঙ্গে দিল।
কত মণি মুক্তা কত ধন জন দাস॥

করিয়া প্রতিজ্ঞা রাজ্য অর্পিতে ভরতে।
ধনজন হীন শূন্য রাজ্য তারে দিবে।
আহা কি ধার্ম্মিক হেন না দেখি ভারতে।
এইরূপে বুঝি তুমি প্রতিজ্ঞা পালিবে॥
মন্ত্রৌষধি ক্রমে নতশির যথা ফণী।
মহারাজ সেইরূপ রাণীর বচনে।
নীরবে ফেলিয়া অশ্রু ভিজায় ধরণী।
বিসাদপূরিত মুখ তুলিবে কেমনে॥
মন্ত্রী শ্রেষ্ঠ সিদ্ধার্থ ছিলেন সভাস্থলে।
কম্পিত হইল ক্রোধে কলেবর তার।
আরক্ত নয়নে দুষ্টা মহিষীরে বলে।
অসমঞ্জ তুল্য কিসে শ্রীরাম আমার॥
দুষ্টমতি অসমঞ্জ ধরি বালগণে।
সরযূর স্রোতে সবে করি নিক্ষেপণ।
দেখিত কৌতুক সেই আনন্দিত মনে॥
হাসিত শুনিয়া কভু তাদের রোদন॥
প্রজাগণ সহিতে না পারি অত্যাচার।
কাতরে সগরে সবে আসি নিবেদিল॥
সেই দোষে বনবাসে গেলেন কুমার।
কুলাঙ্গার জানি তারে ভূপতি ত্যজিল॥
রামের কি দোষ আছে কহ দেখি শুনি।
কোন অপরাধে অপরাধী কার ঠাঁই;
কোন দোষে তারে বনে চাও দিতে তুমি।
বল বিস্তারিয়া মোরা শুনিবারে চাই॥
রাজার দুহিতা তুমি রাজার মহিষী।
কিন্তু চণ্ডালিনী কভু হেন নাহি করে।
তা হ'তে ঘৃণিতা তুমি অয়ী পাপিয়সি।
তোমার সমান নাহি নরক ভিতরে॥
মন্ত্রীবাক্য অবসানে অযোধ্যার পতি।
কহিতে লাগিলা কৈকেয়ীরে মনোদুখে।
থাক তুমি অযোধ্যায় ভরত সংহতি।
কর রাজ্যভোগ চিরদিন ইচ্ছা সুখে॥
রাম মোর জীবনের জীবন স্বরূপ।
যাইব যথায় যাইবেন মোর রাম।

রবে না জীবন মম না হেরি সে রূপ।
হায় সদা জাগে মনে নবঘন শ্যাম॥
তবে রাম গুণধাম অমিয়া বচনে।
করযুড়ি নিবেদিল পিতা দশরথে।
ত্যজি বিলাসবাসনা ত্যজি ধন জনে।
করেছি প্রতিজ্ঞা বনমাঝে নিবসিতে॥
গাছের বল্কল মাত্র করি পরিধান।
ফল মূল অরণ্য সম্ভূত করি সার।
করিব নির্ঝরবারি পিপাসায় পান।
হয় হস্তী রথ সৈন্যে কি কায আমার॥
দেহ আশীর্ব্বাদ পদরজ তব তাত।
সক্ষম হইব যায় সত্য পালিবারে।
নিরাপদে নিয়ম করিয়া বনে গত।
পুন আসি যেন ধরি তব পদ শিরে॥
দেহ মাগো বল্কল আনিয়া দেহ মোরে।
মনোসাধে সাজাইয়া দেহ ব্রহ্মচারী।
দেহ বান্ধি তব জটাজুট এই শিরে।
দেখ মা কেমন রাম সাজে জটাধারী॥
শুনিয়া কৈকেয়ী দেবী রামের বচন।
ত্বরায় বল্কল আনি দিলা তার করে।
ত্যজিয়া বসন রাম রাজীবলোচন।
গাছের বল্কল অঙ্গে পরিধান করে॥
সীতাও পাতিয়া কর ধরিলা বল্কল।
কিরূপে পরিতে হয় কেমনে জানিবে।
ভয়ে অঙ্গ ললনার হইল বিকল।
কাঁপে যথা মৃগী ব্যাধবাণ-বিদ্ধ যবে॥
দেখি রাম নিজ করে পরাইয়া দিলা।
প্রিয়ার কোমল অঙ্গে পরম যতনে।
সন্ন্যাসীর সাজে তবে লক্ষ্মণ সাজিলা।
স্বেচ্ছায় যাইতে বনে অগ্রজের সনে॥
আপনি কৈকেয়ী আসি শিরে সবাকার।
নারীকুল কলঙ্কিনী হাসিতে হাসিতে।
বান্ধিয়া দিলেন ত্বরা করি জটাভার।
দেখিয়া যুবতি সবে লাগিল কান্দিতে॥
ধিক্ দশরথে বলি উঠিল সকলে।
শুনিয়া সে কথা শেলসম হৃদে বাজে।
হা রাম বলিয়া রাজা পড়িল ভূতলে।
জ্ঞানশূন্য শবাকারে নারীগণ মাঝে॥

রামের বিদায়।

ক্ষণপরে মহারাজ চৈতন্য পাইয়া।
আজ্ঞা দেন মন্ত্রীবর সুমন্ত্রে ডাকিয়া॥
ধনাধ্যক্ষে বল শীঘ্র আনিতে বসন।
জানকীর উপযুক্ত বিবিধ ভূষণ॥
এত শুনি ধনাধ্যক্ষ আনিল সত্বরে।
মণিময় ভূষণ বসন স্তবে স্তরে॥
সাজাইলা জানকীর অঙ্গ বিধিমতে।
বিচিত্র বসন আর মণি মুক্তাতে॥
কৌশল্যা কহেন মাতা বাক্য নাহি সরে।
বলিতে বাসনা কিছু হতেছে অন্তরে॥
পতির সৌভাগ্যে ভাগ্যবতী যে কামিনী।
পতির সোহাগে সদা হয় সোহাগিনী॥
স্থান নাই অঙ্গে বিভূষিত সোণা দানা।
অন্নেতে অরুচি সদা খেয়ে ক্ষীর ছানা॥
শত শত দাসী ফেরে আজ্ঞায় যাহার।
তার পতিভক্তি নাহি হয় প্রশংসার॥
কিন্তু পতি অতি দীন অন্নহীন যার।
গৃহাভাবে তরুতল করিয়াছে সার॥
এমন পতিরে নারী করয়ে ভকতি।
সেই সে জগৎমান্যা হয় সাধ্বী সতী॥
লক্ষ্মীরূপা তুমি মাগো জনকের ঝী।
তোমারে এসব কথা বলিব বা কি॥
পতিরে দেবতা ভাবি যেই ভক্তি করে।
তাহার বসতি হয় গোলক উপরে॥
ঐহিকে সুযশে তার ভরে ভূমণ্ডল।
সতীত্ব নারীর দুই কালের সম্বল॥
পতিসেবা করিবে সর্ব্বদা এক মনে।
দেখ যেন বাছা কষ্ট নাহি পায় বনে॥

কর্কশ বচন কভু বলিবেনা তায়।
তুষিতে করিবে যত্ন সুমিষ্ট কথায়॥
প্রিয় জনসঙ্গ আর মিষ্ট আলাপন।
থাকিলে মহতি কষ্ট হয় নিবারণ॥
যে জন ভাবে খিন্নমনে কদাচ না রবে।
সন্তোষের তুল্য আর সুখ নাই ভবে॥
সীতা কন ঠাকুরাণী পিতার ভবনে।
উপদেশ মাতা সদা দিতেন যতনে॥
শিখিয়াছি যতন করিতে পতিধনে।
আর কোন সন্ধে মাগো যাইতেছি [illegible]
পরম দেবতা রাম আমার আরাধ্য [illegible]
প্রাণ দিয়া তুষিব তাঁহারে হ'লে [illegible]।
তব আজ্ঞা শিরে ধরি করিলাম [illegible]ত।
তাঁহার সন্তোষ আমি সাধিব সতত॥
জনক দুহিতা জানকীর কথা শুনে।
দুখের উপরে সুখ কৌশল্যার মনে॥
আশীর্ব্বাদ করিলেন এক মনে রাণী।
ভূমি সুটি প্রণমিলা সীতা ঠাকুরাণী॥
তারপর সুমিত্রা কহেন নিজ সুতে;
শুভক্ষণে বাপ তোরে ধরিনু গর্ভেতে॥
জানি চিরদিন তুমি রামে অনুগত।
তবু বনকষ্ট স্মরি স্থির নহে চিত॥
সদা আজ্ঞাবহ হয়ে থেকো সাবধানে।
রাখিও বিপদে রাম-সীতা দুই জনে॥
শুনেছি দণ্ডকে আছে রাক্ষসের বাস।
বড়ই দুরন্ত-সুরাসুরে করে ত্রাস॥
ধরি ধনুর্ব্বাণ রাম জানকীর সনে।
সতত করিবে রক্ষা ফিরি বনে বনে॥
ক্ষুধার সময় আনি যোগাইবে ফল।
তৃষ্ণা পেলে দিবে আনি সুশীতল জল॥
মোর আশীর্ব্বাদে তুমি অজেয় হইবে।
যতনে আমার বাক্য স্মরণ রাখিবে॥
এত শুনি তিন জনে তানন্দ অন্তরে।
জনক জননীগণে প্রদক্ষিণ করে॥

তবে রাজা আজ্ঞা দিল সুমন্ত্রের প্রতি।
সারথিরে কহ রথ আনে শীঘ্রগতি॥
আজ্ঞা মাত্র উপনীত রথ মনোহর।
তিন জনে উঠিলেন তাহার উপর॥
অশ্বে কশাঘাত করে সারথি তখন।
চলিল রথের হয় পবন গমন॥
বৎস হারা গাভী যথা ছোটে পথে পথে।
তেমতি কৌশল্যা ধায় রথের পশ্চাতে॥
শ্রাবণের ধারা বহে নয়ন বহিয়া।
আছাড় খাইয়া পড়ে পথ না দেখিয়া॥
দাঁড়া রে সারথি দেখি রামে একবার।
আমিরে কৌশল্যা রাখ মিনতি আমার॥
পাষাণে হৃদয় মোর গড়িয়াছে বিধি।
তাই নাহি ফাটে হারাইয়া রাম নিধি॥
নিয়তি না হলে পূর্ণ যম নাহি লয়।
রামে ছাড়ি তাইতে পরাণ মোর রয়॥
পূর্ব্বজন্মে করিয়াছিলাম কত পাপ।
সেই ফলে পাই এ দারুণ মনস্তাপ॥
কাড়িয়া লইনু রাক্ষসীর রূপ ধরি;
কত শিশু জননীর কোল শূন্য করি॥
তাই বিধি প্রতিফল দিলেন আমারে।
ভাগ্যদোষ অভাগীর দোষিব কাহারে॥
শোকে জ্ঞানহত মহারাজ দশরথ।
উচ্চৈস্বরে ডাকি বলে রাখ রাখ রথ॥
রাম কন সারথি রাখরে মোর বাণী।
মা বাপের দুর্দ্দশা দেখিতে নারি আমি।
চালাও রথের হয় কশাঘাত করি।
শীঘ্র যাহে যায় রথ জনপদ ছাড়ি॥
বশিষ্ঠ বলেন তবে দশরথ প্রতি।
পূর্ব্বাপর সংসারে আছয়ে এই রীতি॥
দূর দেশে কেহ যবে করয়ে গমন।
বহুদূর সঙ্গে নাহি যায় বন্ধুগণ॥
বশিষ্ঠ বচনে মহারাজ আর রাণী।
পুত্রের কল্যাণ চিন্তি ফিরিলা তখনি॥

সারথি রথের অশ্ব বেগে চালাইল।
রাম-সীতা সহ রথ অদৃশ্য হইল॥

রাজা ও রাণীর বিলাপ।

গেল বহু দূর পথ দেখা নাহি যায়।
হা রাম বলিয়া রাজা পড়িল ধরায়॥
জীবন লক্ষণ দেখা নাহি যায় দেহে।
কৌশল্যা সুমিত্রা ধরি তুলিলেন দোহে॥
ধরা ধরি করি লয়ে যাইতে ভবনে।
কৈকেয়ী মিলিল আসি তাদের সনে॥
চেতন পাইয়া পার্শ্বে দেখি কৈকেয়ীরে।
দূর হও পাপিয়সী বলেন তাহারে॥
সিদ্ধ হ'ল মনোরথ রাম গেল বন।
আমার সহিত তবে আর কি কারণ॥
না কর পরশ অঙ্গ না রহ নিকটে।
হেরিলে তোমারে প্রাণ বড় জ্ব'লে উঠে॥
পতি পুত্র ঘাতিনী পাপিনী দুশ্চারিণী।
বিধবা হইয়া ভোগ করহ ধরণী॥
বাঁচি যদি যাব রাম গেছেন যে পথে।
সর্প সহ গৃহে বাস করিব কিমতে॥
কৈকেয়ীর দাস দাসী আছে যত জন।
তাহাদের মুখ না হেরিব কদাচন॥
ভরত যদ্যপি করে গ্রহণ এ রাজ্য।
নিশ্চয় হইবে দশরথের সে ত্যজ্য॥
আজি হৈতে তোর সহ বিবাহ বন্ধন॥
করিলাম দেবে সাক্ষী করিয়া ছেদন॥
এই রূপে দশরথ কহিতে কহিতে।
উপনীত কৌশল্যার শয়ন গৃহেতে॥
শয্যার উপর তবে রাখিয়া রাজায়।
নিজ করে মহারাণী চামর ঢুলায়॥
কথঞ্চিৎ সুস্থ তবে দেখি দশরথে।
কাতর হইয়া দেবী লাগিল কান্দিতে॥
বিনাইয়া বলেন কৈকেয়ী লক্ষ্য করি।
অযোধ্যার পূর্ণচন্দ্র রামে নিল হরি॥
ভরতে করিতে রাজা যদি সাধ মনে।
অগ্রেতে আমারে তুই না বলিলি কেনে॥
বনে দিয়ে বাছারে কি অভীষ্ট লভিলি।
দাস করে তারে কেন গৃহে না রাখিলি॥
বাছারে লইয়ে ভিক্ষা করি দ্বারে দ্বারে।
সুখে কাটিতাম কাল কহিলে আমারে॥
শত গুণে শ্রেয় ভিক্ষা দাস বৃত্তি হয়॥
দারুণ যাতনা এ যে সহ্য নাহি যায়॥
দুঃখের আস্বাদ যেই কভু নাহি জানে॥
দারুণ বনের কষ্ট সহিবে কেমনে॥
কোমল শয্যায় যার সতত শয়ন।
শুষ্ক পত্রে শুয়ে নিশি করিবে যাপন॥
বাহু হবে উপাধান বাছার আমার।
ক্ষুধায় কষায় ফল করিবে আহার॥
হায় রে জনক সুতা রাজার নন্দিনী।
কেমনে অরণ্য মাঝে যাপিবে যামিনী॥
হা লক্ষ্মণ কেমনে এ কিশোর বয়সে।
ত্যজি রাজ ভোগ রবে অরণ্য নিবাসে॥
কে দিবে খাইতে তোরে ক্ষুধার সময়।
মনে ক'রে দুঃখ মোর ফাটিছে হৃদয়॥
কোথা কাল মেঘ তব করাল বদন।
অভাগীরে গ্রাসী কর দুঃখ বিমোচন॥
কোথারে অশনি কেন নাহি পড় শিরে।
তোরাও নিঠুর হ'লি দেখি দুখিনীরে॥
কে আছ সুহৃদ আনি দাওরে গরল।
ভক্ষিয়া তাপিত প্রাণ করিব শীতল॥
কি দিয়া গড়িল বিধি বজ্রের অধিক।
কঠিন হৃদয় নাহি ফাটে তায় ধিক॥
পশিব অনলে কিম্বা সাগরের জলে।
দেখিব রাখয়ে প্রাণ বিধি কি কৌশলে॥
সুমিত্রা কহেন দেবি শান্ত কর মন।
রামের কারণে তব শোক অকারণ॥
মনুষ্য প্রধান রাম সর্ব্ব গুণাধার।
তিন লোকে নাহি হয় তুলনা যাহার॥

সৌর্য্যে বীর্য্যে সুরাসুর মাঝে অগ্রগণ্য।
ধর্ম্ম বলে ক্ষিতিতলে হইয়াছে ধন্য॥
পিতৃ সত্য পালিতে গমন তার বনে।
সদা সূর্য্য দেব রক্ষা করিবে যতনে॥
আপনি পবনদেব মৃদুমন্দ বায়।
ব্যজন করিবে বনে সদাকাল তায়।
ধর্ম্ম হেতু দেবগণে দয়া উপজিবে।
বিপদ সম্পদে রামে সতত রাখিবে॥
লক্ষ্মীরূপা বধু তব জনক ঝিয়ারী।
স্বেচ্ছায় আছেন রামসহ সহচরী॥
সদা রত স্বামীর সেবায় সাধ্যাসতী।
বিষ্ণুর যেমন লক্ষ্মী হরের পার্ব্বতী॥
বীর মধ্যে অগ্রগণ্য লক্ষ্মণ আমার।
ধনুর্ব্বাণ হস্তে সদা প্রহরী যাহার॥
কিছুই অভাব তার রহিবেনা বনে।
তাই বলি দেবি তব চিন্তা অকারণে॥
পিতৃ সত্য পালি কাল গতে পুনরায়।
আসিবেন রাম তব এই অযোধ্যায়॥
আসিবে আবার বধূ আলো করি গেহ।
অণুমাত্র নাহি দেবি ইহাতে সন্দেহ॥
রাম পুন হইবেন রাজা অযোধ্যার।
রাজছত্র লক্ষ্মণ ধরিবে শিরে তার॥
আইস ত্যজিয়া শোক স্থির কর মন॥
রাজার সেবায় দোঁহে থাকি অনুক্ষণ॥

অযোধ্যাবাসীদের বিলাপ।

এ দিকে রথের ঘোড়া ছোটে অবিরাম।
বহু দেশ জনপদ ছাড়াইলা রাম॥
অনেক অযোধ্যা বাসী পেছু পেছু ধায়।
রামে ত্যজি গৃহে ফিরে যেতে নাহি চায়।
দিবা অবসান প্রায় সন্ধ্যা সমাগত॥
তমসা নদীর তটে রথ উপনীত॥
রাম কন অদ্য এই তমসার তীরে।
বঞ্চিব রজনী রথ রাখহ সত্বরে॥

আজ্ঞাধীন সারথি পাইয়া অনুমতি।
খুলে দিল অশ্ব চতুষ্টয় শীঘ্রগতি॥
সন্ধ্যা বন্দনাদি সবে করে কুতূহলে।
পরম পবিত্র সেই তমাসার জলে॥
তরুমূলে অশ্ব বান্ধি সারথি তখন।
শুষ্ক পত্র যতনে করিল আহরণ।
রাচল পত্রের শয্যা তরুবর তলে।
অনুজে ডাকিয়া তবে রামচন্দ্র বলে॥
হের ভাই তমসা নদীর দুই ধারে।
নানাজাতি বৃক্ষ অবনত ফল ভরে॥
কিন্তু আজ ফল মূল না করি ভক্ষণ।
তমসার বারি পানে রজনী যাপন॥
করিব বাসনা এই হয় মোর মনে।
কমণ্ডলু ভরি বারি আনহ এক্ষণে॥
শুনিয়া অগ্রজ আজ্ঞা অনুজ সত্বর।
আনিলেন তমসার বারি মনোহর॥
সেই বারি পান করি সীতাসহ রাম।
পত্রের শয্যায় শুয়ে লভিলা বিরাম॥
নিকটে সারথি সহ সুমিত্রানন্দন।
বসিয়া বিবিধ গল্প করে দুই জন॥
এইরূপে নিশি শেষ হইল প্রভাত।
নিদ্রা ত্যজি উঠিয়া বৈসেন রঘুনাথ॥
অনুজে কহেন তবে মধুর বচনে।
তরুতলে দেখ ভাই পুরবাসীগণে॥
আসিয়াছে আমাদের পশ্চাতে সকলে।
পথশ্রান্তি হেতু নিদ্রা যায় তরুতলে॥
জাগিলে যাইবে সঙ্গে ছাড়া হবে দায়।
উঠ ত্বরা যাই এরা যাবৎ ঘুমায়॥
এত বলি সারথিরে সঙ্কেত করিলা।
সত্বরে সারথি রথে অশ্ব নিয়োজিলা॥
ছুটিল পবনবেগে রামে লয়ে রথ।
ক্ষণেকে ছাড়িয়া গেলা বহুদূর পথ॥
এখানে তমসা তীরে অতঃপরে সবে।
জাগিয়া না দেখি রামে ডাকে উচ্চরবে॥

চক্রচিহ্ন ধরিয়া ধাইল কত জন।
ক্রমে সেই চিহ্ন নাহি হয় দরশন॥
উপায় না দেখি পরে কান্দিতে কান্দিতে।
অযোধ্যার পথে সবে লাগিল ফিরিতে॥
দিবা অবসানে উত্তরিল অযোধ্যায়।
দেখিয়া সকল লোকে করে হায় হায়॥
বাল বৃদ্ধ বনিতা সবার এক কথা।
জীবনের জীবনে রাখিয়া এলে কোথা॥
রাজিবলোচন রামে দিয়া বনবাসে;
ফিরিয়া আইলা গৃহে কি সুখের আশে॥
কেহ বলে দাবানলে দগ্ধ হ'লে বন।
মৃগগণ তথায় কি করে বিচরণ॥
কেহ বলে সরসীর শুকাইলে নীর।
কে কোথা দেখেছ তথা বাস হংসিনীর॥
কেহ কয় ফলশূন্য হ'লে তরুবর।
কি আশে বসিবে শুক তাহার উপর॥
মধুহীন পাত্রে পিপিলীকা নাহি যায়।
ফিরে এলে কেনে রাম শূন্য অযোধ্যায়॥
আমা সবে লয়ে পুন চল সেই বনে।
মনের আনন্দে রব রামচন্দ্র সনে॥
অথবা রামের যদি না মেলে উদ্দেশ।
অযোধ্যা ছাড়িয়া তবে চল অন্য দেশ॥
অযোধ্যায় বাস করি কোন ভাগ্যহীন।
কৈকেয়ীর বদন হেরিবে প্রতিদিন॥
এইরূপে বিলাপ করিছে কত জন।
হতাশে করয়ে কেহ ধরায় শয়ন॥
পত্নী নাহি সম্ভাষে পতিরে মিষ্টভাষে।
জননী শিশুরে নাহি স্তন্য দিয়া তোষে॥
গৃহিনী ত্যজিয়া গৃহকার্য্য সমুদায়।
শিরে কর সমর্পিয়া করে হায় হায়॥
বালক বালিকাগণ অন্য খেলা ত্যজি।
রাম বনবাস খেলে ব্রহ্মচারী সাজি॥
কৈকেয়ী সাজিয়া কেহ দুটি বর চায়।
রাজা সাজি তারে কেহ মারিবারে ধায়॥
ধূলা ছড়াইয়া দেয় অঙ্গে কোন জন।
কেহবা দিতেছে তার মুখে নিষ্ঠীবন॥
কৌশল্যা হইয়া কেহ কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
ধূলায় ধূসর অঙ্গ ধরণী উপরে॥
প্রতি গৃহে ঘাটে পথে সর্ব্বত্রে সদাই।
পাপিনী কৈকেয়ী ভিন্ন অন্য বাণী নাই।
শ্মশান সদৃশ আজি অযোধ্যা ভবন।
বিষাদের কালীমাখা সবার বদন॥
নাহি রোচে অন্নজল নাহি নিদ্রাবেশ।
ললনা পরেনা ভূষা নাহি বান্ধে কেশ॥
ঘরে ঘরে উঠিতেছে ক্রন্দনের ধ্বনি।
হা রাম হা সীতা সতী জনক নন্দিনী॥
হা লক্ষ্মণ ধন্য তুমি সুমিত্রা নন্দন।
তব সম ভাগ্য নাহি ধরে কোন জন॥
পশু পক্ষী বৃক্ষ লতা বন উপবন।
বিষাদের চিহ্ন সবে করেছে ধারণ॥
বৎস লাগি গাভী নাহি হম্বারবে ডাকে।
তৃণ ত্যজি গোষ্ঠে ম্লান ঊর্দ্ধমুখে থাকে॥
প্রভাতে পাখীরা নাহি করে মিষ্ট রব।
কুলায়ে বসিয়া দিন কাটে যেন শব॥
তরুর সম্পত্তি পুষ্প নাহি ফুটে তায়।
কে জানে কি তাপে যেন শুকাইয়া যায়॥
অযোধ্যার আকাশ মলিন দিবা রাতি।
পূর্ণ-শশী বিকাশিছে মসীমাখা জ্যোতি॥
অম্বরে আচ্ছন্ন দিবাকর সারাদিবা।
রাম বিনে দিন দিন ক্ষীণ তার প্রভা॥
হায় হায় কৈকেয়ী করিল কি কুকার্য্য।
উচ্ছিন্ন করিল দুষ্টা সোণার সাম্রাজ্য॥

গুহের সহিত সাক্ষাৎ ও সুমন্ত্রের বিদায়।

ক্রমে এড়াইলা রাম নগর বন্দর।
নদ নদী বহুতর পর্ব্বত কন্দর॥

অবশেষে বেদ শ্রুতি মহানদী তীরে।
পবন গমনে রথ আসিয়া উত্তরে॥
সেই নদী পার হৈলা রথ আরোহণে।
সারথি চালায় রথ পরম যতনে॥
পরেতে গোমতী তীরে হন উপনীত।
সেই নদী পার হন শ্রীরাম ত্বরিত॥
স্যন্দিকা হইয়া পার যান অবশেষে।
এই স্থানে হইল কোশল রাজ্য শেষ॥
তবে রাম রথ হৈতে নামি ভূমিতলে।
অযোধ্যার উদ্দেশেতে যোড় হাতে বলে॥
নগরের শ্রেষ্ঠ তুমি পরম সুন্দর।
তোমারে পালেন দশরথ নৃপবর॥
মাগিতেছি বিদায় তোমারে করপুটে।
তোমাতে যাহারা বৈসে তাদের নিকটে॥
প্রসন্ন হইয়া দেহ বিদায় আমারে।
ফিরে আসি পুন যেন দেখিহে তোমারে॥
তার পর জনপদ বাসী যত জন।
ছিল সেই স্থানে রাম সবে ডাকি কন॥
তোমাদের ভালবাসা জীবন থাকিতে।
কোন রূপে কভু নাহি পারিব ভুলিতে।
এখন আমার এই রাখ নিবেদন।
নিজ নিজ গৃহে সবে করহ গমন॥
এত শুনি সকলে বন্দিয়া রামচন্দ্রে।
নিজ নিজ গৃহে সবে ফেরে নিরানন্দে॥
তবে রথ চালাইল সারথি সত্বরে।
কতক্ষণে উপনীত ভাগীরথী তীরে॥
পবিত্র সলিলা ভাগীরথীরে নিরখি।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ দোহে হইলেন সুখী॥
রামের আজ্ঞায় রথ রাখিলা সারথি।
জানকী লক্ষ্মণ সহ নামে দাশরথি॥
করিয়া আশ্রয় তরুতল তিনজনে।
গঙ্গার বিচিত্র শোভা দেখেন নয়নে॥
কামিনীর কণ্ঠে যথা কুসুমের হার।
তরুশ্রেণি তটে তথা শোভিছে গঙ্গার॥
ফেনপুঞ্জ বিস্তারিয়া বক্ষে কোন স্থানে।
সুরতরঙ্গিণী হাসে প্রফুল্ল বদনে॥
কোথায় গভীর শব্দে গতি ভয়ঙ্কর।
নিরখিলে ভয়ে কাঁপে সবার অন্তর॥
কল কণ্ঠে কুল কুল রবে কোন স্থানে।
আনন্দ লহরি ঢালি দেয় মন প্রাণে॥
মুকুতা মলিন মানি বারিতুলনায়।
সিন্দুর অধিক শোভা রবিকর তায়॥
রাজহংস চক্রবাক সারস সারসী।
কুতুহলে খেলে জলে আসে যায় ভাসি॥
আপনা পাসরে সবে শোভা নিরখিয়া।
স্থির নেত্রে গঙ্গাবক্ষে আছেন চাহিয়া॥
হেন কালে গুহ লয়ে আত্মীয় স্বজনে।
উপনীত হয় তথা আনন্দিত মনে॥
রাম আগমন বার্ত্তা পাইল যখন।
পুলকে উঠিল নাচি গুহকের মন॥
আপনার রাজ্যে পেয়ে চিরদিন পরে।
প্রাণের সুহৃদে পূজা করিবার তরে॥
নানা দ্রব্য আনি সঙ্গে কহিছে মিতায়।
কত পুণ্য ফলে আজ পেয়েছি তোমায়॥
কেন ভাই হেন বেশ কহ ত্বরা করি।
বসন ত্যজিয়া কেন বৃক্ষছাল পরি॥
কি লাগিয়ে মণিময় অমূল্য ভূষণ।
ত্যজিয়া সন্ন্যাসী বেশ করিলে ধারণ॥
অযোধ্যার মঙ্গল বলহ শীঘ্রগতি।
ভাল তো আছেন দশরথ নরপতি॥
বল বল সম্বাদ কৌশল্যা জননীর।
সম্বরিতে নারি ভাই নয়নের নীরে॥
এত বলি কান্দি গুহ পড়ে পদতলে।
দয়ার সাগর রাম তুলি লন কোলে॥
সান্ত্বনা করিয়া সুমধুর সম্ভাষণে।
আত্ম বিবরণ তারে কহেন যতনে॥
পিতৃসত্য পালিতে হয়েছি বনচারী।
থাকিব অরণ্যে চতুর্দ্দশ বর্ষ ধরি॥

সত্যবদ্ধ ছিলা পিতা কৈকেয়ীর পাশে।
তার প্রর্থনায় রাজা দিলা বনবাসে॥
যৌব রাজ্যে অভিষেক করিয়া ভরতে।
কৈকেয়ীর কাছে পার পাইলেন সত্যে॥
অনুজ লক্ষ্মণ আর জনক নন্দিনী।
আমার সঙ্গেতে দোহে আইলা আপনি॥
ভাল হৈল বহু দিনে দেখা তব সনে।
রাজ্যের কুশল বন্ধু বলহ এক্ষণে॥
গুহ কয় দয়াময় এ রাজ্য তোমারি।
হেথা রাজ্য কর লয়ে জনক ঝীয়ারী॥
স্বজন সহিত সদা সেবিব চরণ।
সার্থক হইবে সখা মানব জনম॥
এনেছি বিবিধ খাদ্য সাধ করি মনে।
একে একে করে তুলে দিব ও বদনে॥
জানি সখা তুমি হও ভক্তের অধীন।
তাই এত আশা আজ পাইয়া সুদিন॥
রাম কন মিতে কেনে কর এত খেদ।
তোমাতে আমাতে কিহে আছে ভিন্ন ভেদ॥
ব্রত আচরণে আছি শুনিলেত ভাই।
কেমনে এক্ষণে এসকল দ্রব্য খাই॥
ফিরে এসে তব বাসে রব এক নিশি।
যা দিবে খাইব দোহে এক সঙ্গে বসি॥
এত শুনি গুহ তবে নিরস্ত হইল।
পান হেতু গঙ্গাজল লক্ষ্মণ আনিল॥
সন্ধ্যা বন্দনাদি সারি ভাগীরথীজলে।
শয়ন করেন রাম বনস্পতি তলে॥
গুহ সহ লক্ষ্মণ ধরিয়া ধনুর্ব্বাণ।
নানা গল্প ছলে করে নিশা অবসান॥
ভূমিশয্যা ত্যজি তবে উঠিলেন রাম।
সারথিরে ডাকিয়া কহেন গুণ ধাম॥
আজ হ'তে পদব্রজে করিব ভ্রমণ।
রথ লয়ে অযোধ্যায় করহ গমন॥
পিতারে সান্ত্বনা সদা করিবে যতনে।
প্রবোধিবে কৌশল্যাদি যত মাতৃগণে॥
আমার প্রণাম সবে জানাবে সাদরে।
ভরতে কহিবে মোর আশীর্ব্বাদ পরে॥
কহিবে করিতে যত্ন পিতা মাতাগণে।
পুত্র নির্ব্বিশেষে পালে যত প্রজাগণে॥
এতেক কহিয়া তারে কল্লেন বিদায়।
কান্দিতে কান্দিতে সূত যায় অযোধ্যায়॥
তবে রাম গুহকের প্রতি কন হাসি।
বিদায় করহ ভাই এবে মোরা আসি॥
শুনি গুহ কলেবর ভাসে আঁখিনীরে।
বদনে বিলাপ বাণী হানেকর শিরে॥
দরিদ্র পাইলে রত্ন পারে কি ছাড়িতে।
কেমনে কহিলে ভাই বিদায় করিতে॥
রাম কন ত্যজ শোক স্থির কর মন।
আসিব আবার সত্য করিয়া পালন॥
আসার আশায় গুহ বান্ধিয়া অন্তর।
আজ্ঞা করিলেন আন তরণী সত্বর॥
আজ্ঞা মাত্রে ভৃত্যগণ আনিল তরণী।
গুহে আলিঙ্গন দিয়া যান রঘুমণি॥
জানকী উঠিলা আগে তরণী উপরে।
ক্রমে সৌমিত্রেয় রামচন্দ্র তার পরে॥

রামের চিত্রকুটে-গমন॥

সুমিত্রানন্দন আগে ধরি ধনুর্ব্বাণ।
মধ্যে সীতাদেবী সব শেষে রাম যান॥
অনুজে বলেন রাম মধুর বচনে।
প্রকৃত অরণ্যবাস আরম্ভ এক্ষণে॥
নাই রাজপথ হেথা নাহিক নগর।
নাহিক মনুষ্য এই বনের ভিতর॥
বন্ধুর বনের পথ প্রস্তর তাহাতে।
কষ্ট পাইবেন সীতা এ পথে হাঁটিতে॥
সাবধানে চল ভাই চেয়ে চারি পাশ।
দেখিলে শ্বাপদ সীতা পাবেন তরাস॥
এই রূপে কথায় কথায় তিন জন।
ক্ষণেকে পশ্চাতে ফেলিলেন সেইবন॥

সম্মুখে দেখেন জনপদ মনোহর।
বৎসা দেশ নামে খ্যাত অবনী ভিতর ॥
পরম সৌন্দর্য্য তার দেখিতে দেখিতে।
চলিলেন রামচন্দ্র প্রয়াগের পথে ॥
গঙ্গাযমুনার সেই সঙ্গমের স্থান।
বড় রমনীয় শোভা স্বরগ সমান ॥
ভরদ্বাজ মুনির প্রয়াগে যোগাশ্রম।
উপনীত হন তথা শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥
পরিচয় পেয়ে মুনি পরম আদরে।
বিধি মতে দশরথাত্মজে পূজা করে ॥
বঞ্চিয়া সে নিশা তথা পরদিন প্রাতে।
ভরদ্বাজে রাম নিবেদিল যোড় হাতে ॥
পিতৃসত্য পালিতে এসেছি বনবাস।
লোকালয় নিকটে থাকিতে হয় ত্রাস ॥
হেন স্থান নির্দ্দেশ করুণ মুনিবর।
যেথানে থাকিলে হবে নির্ভয় অন্তর ॥
মুনি কন চিত্রকূট পর্ব্বত সুন্দর।
এখান হইতে নহে অধিক অন্তর ॥
কালিন্দী হইবে পার ভেলায় চড়িয়া।
তার পর উত্তরিবে শ্যামবটে গিয়া ॥
তথায় পাইবে পথ চিত্রকূটে যেতে।
বড়ই সুগম কোন ভয় নাই পথে ॥
এত শুনি মুনিরে বন্দিয়া তিন জনে।
কালিন্দীর কূলে উপনীত আসি ক্রমে ॥
বান্ধিলা কাষ্ঠের ভেলা অনুজ লক্ষ্মণ।
তাহাতে চড়িয়া পার হন তিন জন ॥
কিছু দূর ভ্রমণ করিয়া তটে তটে।
হইলেন উপনীত গিয়া শ্যামবটে ॥
শ্যামবটে জানকী করিয়া স্তব স্তুতি।
তথা হৈতে কিছু দূরে যাপিলেন রাতি ॥
পরদিন প্রভাতে করিয়া স্নানদান।
চিত্রকূট পথে সবে করিলা প্রয়াণ ॥
দেখিয়া বনের শোভা আনন্দিত মন।
নানা ফুল-ফলে করিয়াছে সুশোভন ॥
মনুষ্যের সম্পর্ক নাহিক সেই বনে।
করিতেছে কলরব বিহঙ্গম গণে।
কমল কুমুদে কত শোভে সরোবর।
বৃক্ষোপরে মধুচক্র বিরাজে বিস্তর ॥
দূর হৈতে দেখিলেন চিত্রকূট শোভা।
পরম সুন্দর গিরি মুনি মনোলোভা ॥
নানা জাতি মৃগ আর মত্তকরিগণ।
শেখরে শেখরে সদা করিছে ভ্রমণ ॥
নিম্ন দেশে মহামুনি বাল্মীকি আশ্রম।
বিরাজেন ঋষিরাজ সহ শিষ্যগণ ॥
অনুজ লক্ষ্মণ আর জানকী সহিতে।
মুনির আশ্রমে রাম গেলেন ত্বরিতে ॥
দেখি যোগবলে রামে চিনি মহামুনি।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজা করিলা তখনি ॥
মুনি বলে জানি সব আসা যে কারণে।
তব যোগ্য স্থান এই রম্য তপোবনে ॥
মুনির পাইয়া আজ্ঞা প্রফুল্ল শরীর।
অনুজে কহেন রাম রচিতে কুটীর ॥
তৃণ পত্র দিয়া ত্বরা সুমিত্রানন্দন।
সুন্দর কুটীর এক করিলা রচন ॥
তবে রাম কন ভাই অদ্য শুভ দিন।
বাস্তু যাগ জন্য মারি আনহ হরিণ ॥
তুষিয়া দেবতাগণে করি যজ্ঞ শেষ।
নূতন গৃহেতে তবে করিব প্রবেশ ॥
এত শুনি মৃগয়ার্থে গেলেন লক্ষ্মণ।
বধিলেন কৃষ্ণ মৃগ অতি সুলক্ষণ ॥
আনিয়া সে মৃগ ধরে রামের অগ্রেতে।
অগ্নি জ্বালি পাক করে অগ্রজ আজ্ঞাতে ॥
মাংস বলি দিয়া রাম যত দেবগণে।
যজ্ঞ সাঙ্গ করিলেন আনন্দিত মনে ॥
শুভ দিনে শুভক্ষণে প্রবেশি কুটীরে।
আনন্দে বঞ্চেন তথা লইয়া সীতারে ॥

সুমন্ত্রের অযোধ্যায় প্রত্যাগমন।

এখানে সুমন্ত্র চলিলেন অযোধ্যায়।
অনাহারে রাম শোকে ক্ষীণ কলেবর।
রামহীন রথ অশ্ব টানিতে না চায়।
ঘন উষ্ণ শ্বাস ফেলে হইয়া কাতর॥
শোকচিহ্ন ভিন্ন পথে অন্য দরশন।
নাহি দেখে সারথি সমস্ত রাজ্যময়।
করুণা করিয়া কান্দে নর নারীগণ।
রামের বিরহে সবে ব্যথিত হৃদয়॥
পশিয়াছে পশুপক্ষীগণের অন্তরে।
রামের বিরহ শোক কি রূপে ন জানি।
নাহি তোলে মাথা থাকে শুইয়া প্রান্তরে।
নাহি করে পাখীগণ সুমধুর ধ্বনি॥
নাহি রবিকর রবি উদিবে কেমনে।
রঘুকুল রবি রামে না হেরি অম্বরে।
তবু যেন শুষ্ক সব তরু লতাগণে।
পুষ্পফল আর তার শোভা না বিতরে॥
শূন্য মনে ষষ্ঠ দিনে ঢাকিয়া বদন।
রামে ত্যজে বনমাঝে দেখাবে কেমনে।
আসি প্রবেশিল সূত অযোধ্যা ভবন।
দেখিয়া ছুটিল সব পুরবাসীগণে॥
শূন্য রথ দেখি ঘোর হাহাকার ধ্বনি।
উঠিল আকাশ ভেদি অযোধ্যানগরে।
কান্দিল অঝোরে বৃদ্ধ বালক রমণী।
স্মরিয়া রামের গুণ সবে শোকভরে॥
কেহবা জিজ্ঞাসে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে সূতে।
কহ সূত কোথায় রাখিয়া এলে রামে।
কোথা গেলে মোরা তারে পাইব দেখিতে।
আছে কি সে পুণ্যধাম এই ধরাধামে॥
কেমনে কহিবে সূত বাক্য নাহি সরে।
নীরবে নয়নবারী ফেলিতে ফেলিতে।
ধীরে ধীরে উপনীত আসি রাজপুরে।
রামের বারতা দশরথে নিবেদিতে॥

দেখিল সে দশরথে অস্থিচর্ম্ম সার।
বহিছে চক্ষের জল বক্ষ ভাসাইয়া।
নাহি অন্য বাণী মুখে সদা হাহাকার।
ধরায় পতিত কভু জ্ঞান হারাইয়া॥
কৌশল্যা সুমিত্রা দোঁহে সেবায় নিরত।
পরম যতনে সিঞ্চি সান্ত্বনার বারি।
করিছেন চেষ্টা যাহে শোক অপগত।
দাব দাহ সম দেহ দহে অনিবারি॥
দৃষ্টিহারা দুটী আঁখি কান্দি অবিরত।
না পান দেখিতে দশরথ সারথিরে।
কহিল সুমন্ত্র পদে হইয়ে প্রণত।
আইল এ দাস প্রভু অযোধ্যায় ফিরে॥
ক্ষম মহারাজ আজি দাসের দুষ্কৃতি।
আজ্ঞাবহ চিরদিন হয় তব দাস।
কেমনে লঙ্ঘিবে সে প্রভুর অনুমতি।
তাই আইলাম দিয়া রামে বনবাস॥
অশনি পড়িল শিরে শিরায় শিরায়।
প্রবাহিত বিদ্যুৎ গতিতে তেজ তার।
অমনি ধরণীনাথ পড়িল ধরায়।
অন্তঃপুরে অমনি উঠিল হাহাকার॥
শিথিল হইল গ্রন্থি ইন্দ্রিয় বিকল।
বিবর্ণ বদনপ্রভা শীতল শরীর।
বোধ নাহি হয় শোণিতের চলাচল।
দেহে নাই প্রাণ সবে করিল সুস্থির॥
ফলে কিন্তু মোহ ভিন্ন আর কিছু নয়।
সুমিত্রার সুশ্রূষায় চেতন হইল।
ক্রমে-মহিষীর বাহু করিয়া আশ্রয়।
ধরা ত্যজি নরাপতি উঠিয়া বসিল॥
কহ সূত কোথায় রাখিয়া এলে রামে।
কেমন আছেন সীতা লক্ষ্মণ আমার।
কোথায় ত্যজিলে সবে বল কোন ধামে।
দেখিতে কি পাব সেই মুখচন্দ্র আর॥
কি বলিল রাম তব আসিবার কালে।
কি বলিল বল ত্বরা জনকনন্দিনী।

সোনার প্রতিমা হায় তোমার কপালে।
লিখিল এ হেন দুখ বিধির লেখনি ॥
কহ সুত কি বলিল সুমিত্রানন্দন।
ধন্য তার ভ্রাতৃপ্রেম অতুল জগতে।
কহিলেন রাজা যদি এতেক বচন।
বিনয়ে সুমন্ত্র তবে লাগিলা কহিতে ॥
পবিত্র সলিলা ভাগীরথী তীরে যবে।
উত্তরল রথ মোর শৃঙ্গবের পুরে।
রাম আইলেন দেশে শুনি এই রবে।
লইয়া স্বজনে সঙ্গে দেখিতে বন্ধুরে।
উপনীত গুহ তথা হইল সত্বরে।
কহিতে না জানি প্রভু যতেক আনিল।
রাজ ভোগ্য খাদ্য দ্রব্য কত ভারে ভারে
বাহকে তটিনী তটে স্থান না রহিল ॥
পরম হরিষে গুহ আসিয়া তথায়।
দেখিল রামের-যবে ব্রহ্মচারী বেশ।
বিষাদে কান্দিয়া পদে শরীর লোটায়।
ধূলায় ধূসর অঙ্গ আলু থালু কেশ ॥
কেনে ভাই বল্কল করিলে পরিধান।
কে দিল বান্ধিয়া তব শিরে জটাভার।
বস্ত্রের অভাবে কিহে বাকল বিধান।
করেছেন পিতা মহারাজ অযোধ্যার ॥
সাজে কি তোমায় এই কিশর বয়সে।
মুনিবেশ কঠোর বল্কল জটাজুটে।
কর রাজ্য থাকি সুখে মোর এই দেশে।
এইরূপে কহিল গুহক করপুটে ॥
উত্তর করিলা রাম গুহে শান্ত করি।
শুন ভাই বলি বল্কলের বিবরণ।
ধর্ম্মের কারণে আজ এই বেশ ধরি।
পিতৃসত্য পালিবারে যাইতেছি বন ॥
দেবাসুর সংগ্রামে আহত যবে পিতা।
জীবন সংশয় তাঁর দারুণ আঘাতে।
কৈকেয়ী জননী তা'র দেখি সে অবস্থা।
ত্যজিয়া আহার নিদ্রা রত শুশ্রূষাতে ॥

লভিয়া জীবন রাজা কৈকেয়ীর গুণে।
চাহিলেন মনোমত দিতে দুটি বর।
কহিলেন মাতা মোর চাহিনা এক্ষণে।
সময়ে লইব মাগি শুন নৃপবর ॥
ধর্ম্মগত প্রাণ পিতা মোর চিরদিন।
সত্য তার হয় সদা প্রিয়-সহচরী।
হইয়া অযোধ্যাপতি সত্যের অধীন।
করিলেন মোরে ভাই তিনি বনচারী ॥
যৌবরাজ্যে অভিষেক করিতে আমায়।
বাসনা করিয়া পিতা সব আয়োজন।
করিলেন যুবরাজ হব অযোধ্যায়।
প্রভাতে পূরবে রবি উদিবে যখন ॥
বিধির সে বিধি কিন্তু না ধরিল মনে।
মাতা মাগিলেন বর জনকে আমার।
দাও তব রামে পাঠাইয়া ত্বরা বনে।
ভরতে করহ যুবরাজ অযোধ্যার ॥
পিতার প্রতিজ্ঞা রক্ষা কর্ত্তব্য ভাবিয়া।
মাতার সন্তোষ তায় জানি নিজ মনে।
শিরে বান্ধি জটা অঙ্গে বাকল পরিয়া।
ব্রহ্মচারী সাজে বন্ধু যাইতেছি বনে ॥
নিবর্ত্তিলা রঘুকুলরবি এই স্থানে।
কান্দিলা আবার গুহ শুনি সব বাণী।
কহিলা কেমনে তোমা ধনে দিয়া বনে।
বাঁচিয়া আছেন পিতা কৌশল্যা জননী ॥
এনেছি খাবার কিছু খাও দয়া করি।
মোর প্রতি দয়া তব আছে চিরদিন।
রাম বলিলেন ভাই আমি ব্রহ্মচারী
কেমনে খাইব আছি নিয়ম অধীন ॥
এত বলি সন্ধ্যা বন্দনাদি সমাপিয়া।
জাহ্নবীর পূত বারি মাত্র পান করি।
তরুতলে সবে তৃণ শয্যায় শুইয়া।
নানা কথাছলে পোহাইলেন সর্ব্বরী ॥
প্রভাতে উঠিয়া কাছে ডাকিয়া এ দাসে।
কহিলেন গুণধাম মধুর বচনে।

যাও ফিরি রথ লয়ে অযোধ্যার বাসে।
প্রণাম বলিহ মোর পিতার চরণে॥
মোর শোকে পিতার জীবন থাকা ভার।
বৃদ্ধকালে এত শোক সহিতে কে পারে।
সর্ব্বদা করিবে সূত যতন তাঁহার।
বুঝাইবে ক্ষিতি নাথে বিবিধ প্রকারে॥
কহিবে আমার লাগি নাহি কোন ভয়।
স্বভাবের শোভা হেরি কষ্ট দূরে যাবে।
খাইব বনের ফল ক্ষুধার সময়॥
কহিয়া এরূপ সূত রাজারে বুঝাবে॥
কহিবে কৌশল্যা আর সুমিত্রা মাতারে।
সতীর দেবতা পতি শাস্ত্রের বচন।
কদাচ হেলন নাহি করিবে রাজারে।
সতত করিবে যাহে তুষ্ট তাঁর মন॥
ভরতে কহিবে করে ধর্ম্ম অনুসারে।
রাজ্যের পালন আর পিতার রক্ষণ॥
পুত্রবৎ সতত সস্নেহ ব্যবহারে।
কৌশল্যা সুমিত্রা মারে করেন পালন॥
কৈকেয়ী মাতাকে বুঝাইবে বিধিমতে।
অনুতাপ নাহি করে স্বকার্য্য ভাবিয়া।
আমার এ বনবাস বিধির চক্রেতে।
ত্বরায় আসিব ফিরি প্রতিজ্ঞা পালিয়া।
সীতা বলিলেন যাহা শুন মহাশয়।
কহিতে সে সব কথা হৃদয় বিদরে।
বনবাসে দুখ মোর কিছুই না হয়।
ক হবে সারথি তুমি গিয়া নৃপবরে॥
একমাত্র দুখ মোর জাগিছে অন্তরে।
না পারিনু থাকিতে এ শোকের সময়।
রাজার সেবার লাগি অযোধ্যা নগরে।
ইহা ভাবি সদা কান্দে আমার হৃদয়।
কহিবে কৌশল্যা আদি সব শ্বশ্রুগণে।
প্রণাম করেছে সীতা সবাকার পায়।
এতেক কহিয়া সাধ্বী মধুর বচনে।
এ দাসে জাহ্নবীতটে দিলেন বিদায়॥

শুনিতে শুনিতে সারথির সব বাণী।
শতবার কান্দিয়া উঠিলা মহারাজ।
হা রাম হা বধু মোর জনকনন্দিনী।
কেমনে যাপিছ দিন কাননের মাঝ॥
কৌশল্যা কান্দিলা কত করিয়া বিলাপ।
পাষাণ গলিয়া যায় শুনিলে সে স্বর।
কোথা গেলি অভাগীরেছাড়ি মোর বাপ
দেখা দিয়া জুড়াবে এ তাপিত অন্তর॥
পুন দশরথ কন সারথির প্রতি।
কহ সূত কি বলিলা লক্ষ্মণ আমারে।
রাজ আজ্ঞা পেয়ে তবে কহেন সারথি।
নতশিরে যোড় করে অগ্রেতে রাজার॥
রাম জানকীর বাক্য হ'লে অবসান।
কান্দিলা উভয়ে হেরি উভয়ের মুখ।
অধীর হইলা সৌমিত্রেয় মতিমান।
উপজিল অন্তরে তাহার বড় দুখ॥
জলদগম্ভীর স্বরে গর্জ্জিয়া কহিলা।
কোন দোষে বনবাসে দিলা সুধাইবা।
কোন কালে কোন রাজা এহেন করিলা।
যতনে একথা দশরথে নিবেদিবা॥
ভুবনে এমন পুত্র পায় কোন জন।
ত্রিলোকে যাহার গুণে তুল্য নাহি হয়।
হেলায় হারায় যেবা এ হেন রতন।
বাতুল ব্যতীত তারে আর কিবা কয়॥
কাম বশে কুহকিনী কৈকেয়ী বচনে।
হারাইয়া ধর্ম্মজ্ঞান সত্য ভান করি।
যে কর্ম্ম করিল রাজা অদ্ভুত ভুবনে।
অনল অধিক কায় জ্বলে কান্তি স্মরি॥
পিতৃ সম্বোধন আর করিব না তায়।
কলুষিত করিব না রসনা আমার।
রব রত চিরদিন রামের সেবায়।
রামসহ বনবাস স্বরগের সার॥
নীরব হইল সূত এতেক কহিয়া।
ফেলাইয়া নয়নের নীর শত ধারে।

প্রজ্জ্বলিত বহ্নি যথা আহুতি পাইয়া।
রামের বিরহ অগ্নি সেইরূপ বাড়ে॥
সত্য নরাধম আমি শুনরে সারথি।
না রহিব অযোধ্যায় তিলেক কারণে।
লয়ে চল যথায় আছেন দাশরথি।
নতুবা ত্যজিব দেখ এখনি জীবনে॥
সারথি কৌশল্যা আর সুমিত্রা মহিষী।
সবে মিলি সান্ত্বনা করয়ে অবিশ্রাম।
কথায় কথায় সমাগত হ'ল নিশি।
নিদ্রার কোলেতে রাজা লভিলা বিরাম॥

দশরথের স্বর্গারোহণ।

আরামদায়িনী নিদ্রে সন্তাপহারিণী।
সুরবালা তুমি গুণে ভুবনমোহিনী॥
কি দরিদ্র কিবা ধনী সবাই তোমারে।
নিত্য নিত্য করে সেবা কত সমাদরে॥
কি প্রাসাদে কি কুটীরে সর্ব্বস্থানে গতি।
কিন্তু সমধিক দয়া দরিদ্রের প্রতি॥
কদন্নে নিবারি ক্ষুধা অতি কুতূহলে।
লভয়ে আরাম সারানিশা তব কোলে॥
নাহি জানে শীত গ্রীষ্ম মশক দংশন।
তোমার প্রভাবে থাকে হয়ে অচেতন॥
প্রভাতে নূতন বল দিয়ে হাতে পায়।
নূতন জীবন দিয়া জাগাও তাহায়॥
শিশুগণে ফুল্লমনে খেলিয়া দিবসে।
সন্ধ্যা হ'লে মার কোলে অবশ অলসে॥
তোমার কৃপায় পায় কতই আরাম।
নবীন জীবন পায় লভিয়া বিশ্রাম॥
যতক্ষণ জীবে তুমি হও গো সদয়।
শোক তাপ যাতনা সকলি ভুলে রয়॥
যতক্ষণ তুমি দেহে কর অধিষ্ঠান।
কি দরিদ্র কিবা ধনী সবাই সমান॥
তোমার প্রভাবে এবে অযোধ্যার পতি।
অপত্য বিয়োগ শোক ভুলিল সম্প্রতি॥
কিন্তু চিন্তানলে জ্বলে যে জনার মন।
তব দয়া তার প্রতি রহে কতক্ষণ॥
ভাঙ্গিল সুখের ঘোর আবার জ্বলিল।
দেহমন দশরথ উঠিয়া বসিল॥
পূর্ব্বকৃত দুষ্কৃতি উদয় স্মৃতিপথে।
কাঁপিল হৃদয় মন সে ঘোর নিশিথে॥
কৌশল্যায় ডাকিয়া কহেন নৃপবর।
শুন কহি পূর্ব্ব কথা তোমার গোচর॥
যুবরাজ আমি যবে পিতা বিদ্যমানে।
হয় নাই বিবাহ তখন তব সনে॥
ভুজ বলে মত্ত সদা যশের ইচ্ছায়;
ধনুঃশর হাতে ফিরি যথায় তথায়॥
শব্দভেদী শক্তি লাগি প্রশংসে সকলে।
শব্দ শুনি লক্ষ্য ভেদিতাম কুতূহলে॥
এক দিন সন্ধ্যাকালে সরযুর তীরে।
মৃগয়া কারণে ভ্রমিতেছ ফিরে ফিরে॥
নিশা কালে সিংহ ব্যাঘ্র মহিষ বারণ।
জল পান হেতু তথা করে আগমন॥
সাধ মনে শব্দ শুনে লক্ষ্য ভেদ করি।
শুনিলাম শব্দ যেন কুম্ভে পূরে বারি॥
মৃগ ভাবি শব্দ লক্ষ্যে ছাড়িলাম শর॥
সঙ্গে সঙ্গে গগণে উঠিল আর্ত্তস্বর॥
কোন দুরাত্মন্ হেন করিল অধর্ম্ম।
কোন অপরাধে মোর ছেদিলেক মর্ম্ম॥
মুনির কুমার আমি বৃদ্ধ পিতা মাতা।
তাদের সেবায় থাকি নিযুক্ত সর্ব্বথা॥
নাহি জানি পরের অনিষ্ট বলে কারে।
পুর হীতে সদারত শাস্ত্র অনুসারে॥
কোন হেতু হেন জনে বধে কোন জন।
আমার জীবনে তার কোন প্রয়োজন॥
পশিল শায়ক হৃদে হারাই পরাণ।
আমার নিধনে যাবে অনেকের প্রাণ॥
জননী ত্যজিবে প্রাণ এ বারতা শুনে।
তিন জন মরিবে সে একের মরণে॥

শুনি সকরুণ এই বিলাপ বচন ।
কম্পিত চরণে তথা করিনু গমন ॥
দেখিলাম যুবা এক বিদ্ধ মোর শরে ।
ছট ফট করিতেছে ধূলার উপরে ।
রক্ত মাথা অঙ্গ আর পিন্ধন বসন ।
অঝোরে ঝরিছে দুটী বিশাল নয়ন ॥
কলস ভাঙ্গিয়া তথা পড়িয়াছে জল ।
কর্দ্দমাক্ত তনু সরে যেতে নাহি বল ।
আমারে দেখিয়া বহু করিল বিলাপ ।
পাইলাম সে বাক্যে বড়ই মনস্তাপ ॥
কহিলাম আমি অযোধ্যার যুবরাজ ।
পশু ভ্রমে না জানিয়া করেছি একায ॥
ক্ষমা কর মুনি পুত্র মিনতি আমার ।
কোন কার্য্য এবে বল সাধিব তোমার ॥
এতেক বচন শুনি ঋষির নন্দন ।
কাতরে কহিল কর শায়ক মোচন ॥
মোর পিতা মাতা বাস করে এই বনে ।
বৃদ্ধ অতি গতি হীন না দেখে নয়নে ॥
এক মাত্র পুত্র আমি সেবার কারণ ।
সর্ব্বদা নিকটে থাকি হয়ে এক মন ।
তৃষ্ণা নিবারণ হেতু জল আনিবারে ।
আসিয়াছিলাম এই সরযুর ধারে ॥
পরম তপস্বী তাঁরা প্রচণ্ড প্রতাপ ।
ধ্যানে জানি যদি করিবেন অভিশাপ ॥
রঘুকুল নির্ম্মূল হইবে একে বারে ।
হেন নাহি দেখি যে তোমারে রক্ষা করে ॥
অতএব ত্বরা করি যাও পিতৃ স্থানে ।
আমার অবস্থা গিয়া কহ সাবধানে ॥
শুনিলে তোমার মুখে তোমার দুষ্কৃতি ।
হইবে ক্রোধের শান্তি পাইবে মুকতি ॥
এত বলি মুনি পুত্র ত্যজিলেন প্রাণ ।
আমি গিয়া উপনীত মুনি বিদ্যমান ॥
পদ শব্দে পুত্র ভাবি পরম উল্লাসে ।
এস বাপধন বলি আমারে সম্ভাষে ॥
প্রণাম করিয়া পদে দিয়া পরিচয় ।
কহিলাম পুত্রের বৃত্তান্ত সমুদয় ॥
অশনি অধিক বাণী শুনিয়া আমার ।
অধীর হইয়া শোকে করে হাহাকার ॥
অনেক বিলাপ করি বলে মোর প্রতি ।
হের দেখ আমাদের নাই গতি শক্তি ॥
লয়ে চল পুত্র দেহ আছয়ে যেখানে ।
কোন প্রয়োজনে আর রহিব এখানে ॥
এত শুনি ঋষি দম্পতি রে কোলে তুলে ।
লইলাম সত্বরে সরযু নদী কূলে ॥
নয়নে নাহিক দৃষ্টি দেখিতে না পায় ।
কান্দিল বিস্তর হাত বুলাইয়া গায় ॥
অবশেষে দোঁহে করি চিতা আরোহন ।
পুত্রের পশ্চাতে স্বর্গে করিলা গমন ॥
মনস্তাপে অভিশাপ দিলেন আমায় ।
পুত্র শোকে মৃত্যু তব হইবে নিশ্চয় ॥
নিদ্রা শেষে স্মরণ হইল এ সকল ।
মহাপাপ মনে করি শরীর বিকল ॥
নাহিক নিস্তার আর সময় হইল ।
পূর্ব্ব দুষ্কৃতির ফল এখন ফলিল ॥
কাঁপিছে অন্তর মোর মন স্থির নহে ।
এতেক যাতনা বল কার প্রাণে সহে ॥
এই রূপে কৌশল্যারে পূর্ব্ব বিবরণ ।
কহি দশরথ পুন করেন শয়ন ॥
দেখিতে দেখিতে অঙ্গ অবশ হইল ।
আয়ু শেষ মহারাজ পঞ্চত্ব পাইল ॥

ভরতের অযোধ্যায় আগমন ॥

রজনী হইল শেষ, ধরিল সুন্দর বেশ,
নানা বর্ণে পূরব গগণ ।
উঠিবে অযোধ্যাপতি, বন্দিগণ করে স্তুতি,
যশোগান করে ভাটগণ ॥
সোণার কলস পূরি, লয়ে সুশীল বারী,
স্নান হেতু দাসীরা যতনে ।

অগুরু চন্দনসার, অপূর্ব্ব পুষ্পের হার,
পুরীময় সুগন্ধ বিস্তারি।
স্নান করি বিপ্রগণে, দেবপূজা আয়োজনে,
দেবের মন্দিরে সমাগত।
তুলি ফুল নানা জাতি, মল্লিকা মালতি জুতী,
তুলসী চন্দনে করে সিক্ত॥
ধূপের সুগন্ধ ধূমে, মন্দির মোহিত ক্রমে,
জ্বলে দীপ রজত আধারে।
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ, করে বেদ উচ্চারণ,
সাম গায় সবে সমস্বরে।
মানুষের সাড়া পেয়ে, পাখীরা উঠিল গেয়ে,
মোহিত করিয়া মন রবে॥
উঠিবেন দশরথ, নিরখিয়া আশাপথ,
অপেক্ষা করিয়া আছে সবে॥
ক্রমেতে উদিল রবি, পড়িল তাহার ছবি,
জলে স্থলে বন উপবনে॥
উদয় না হয় তবু, কৌশল রাজ্যের প্রভু
ভাবে সবে বিসন্ন বদনে॥
কৌশল্যা সুমিত্রা দোহে, আছেন শয়ন গৃহে,
কিছু নাহি জানেন ঘটনা।
পুত্রের বিয়োগ লাগি, দুঃখে সারারাতি জাগি,
নিশি শেষে নিদ্রায় মগনা॥
নিদ্রা ত্যজি অবশেষে, রাজায় দেখেন পাশে,
শব তুল্য শয্যার উপরে॥
বিবর্ণ বদন প্রভা, নাহিক অঙ্গের শোভা,
হস্তপদ আদি নাহি নড়ে॥
করিবারে নিদ্রাভঙ্গ, সভয়ে পরশি অঙ্গ,
কান্দিয়া উঠিলা উচ্চস্বরে।
অকস্মাৎ বজ্রাঘাত, কোথা গেলে প্রাণনাথ,
ভাসাইয়া অকূল সাগরে॥
হারাইয়া পুত্রধনে, চেয়ে তব মুখ পানে,
পাপদেহে রেখেছি পরাণ।
এবে তোমা হারা হয়ে, গৃহে রব কারে লয়ে,
সঙ্গী করি কর পরিত্রাণ॥

এ পাপ জীবন ভার, কেমনে বহিব আর,
পতি পুত্রহীনা অভাগিনী।
কোথা বাপ রামধন, কোথা গেলিরে লক্ষ্মণ,
আমাসবে করে অনাথিনী॥
দেখ আসি একবার, কি দুর্দ্দশা অযোধ্যার,
ছারখার সব তোমা বিনে।
সতিনী সাধিল বাদ, পুরিল মনের সাধ,
নিষ্কণ্টক হ'ল এত দিনে॥
সহি তাহার লাঞ্ছনা, বেঁচে থাকা বিড়ম্বনা,
চিতানলে ত্যজিব জীবন।
এই খেদ র'ল মনে, তোমরা রহিলে বনে,
দেখিতে না পাইনু বদন॥
শুনিয়া রোদন ধ্বনি, রাজার যতেক রাণী,
উপনীত হইল তথায়।
উঠিল ক্রন্দনরোল, হইল বিষম গোল,
বহে স্রোত নয়ন ধারায়॥
বশিষ্ঠাদি বিপ্রগণ, সবে বিষাদিত মন,
উপনীত আসি অন্তঃপুরে।
দেখিলা কৌশল্যা রাণী, পতিপদ দুইখানি,
রাখিয়াছে কোলের উপরে॥
করুণা করিয়া কত, কাঁদে সবে অবিরত,
শুনিলে পাষাণ ফেটে যায়।
আছাড় খাইয়া পড়ে, কৈকেয়ীরে গালি পাড়ে,
কেহ কর হানিছে মাথায়॥
ইক্ষ্বাকু কুলের সূর্য্য, ছাড়িয়া গেলেন রাজ্য,
দিবসে অযোধ্যা অন্ধকার।
ক্ষিতিতলে ইন্দ্রসম, দশরথ নরোত্তম,
শৌর্য্যে বীর্য্যে অগ্রণি সবার॥
না ছিল না হবে আর, হেন পতি বসুধার,
বিধবা হইলে তুমি সতি।
মানিধর্ম্ম, রাজনীতি, কে আর পালিবে ক্ষিতি,
কি হইবে প্রজাদের গতি।
আমরা তোমার দাসী, অকুল পাথারে ভাসি,
আজি কেনে নিদয় সবারে।

কত না সোহাগ করে, তুষিতে কত আদরে,
আজি কেনে নাহি চাও ফিরে॥
কৈকেয়ীর কুবচনে, ব্যথা বড় পেয়ে মনে,
অভিমানে আছ মৌনভাবে।
চেয়ে দেখ একবার, আমাদের ব্যবহার,
দেখিলে সে অভিমান যাবে॥
এইরূপে খেদ করি, কাঁন্দয়ে যতেক নারী,
চারিদিকে ঘেরিয়া রাজায়।
বশিষ্ঠে করিয়া অগ্রে, প্রধান অমাত্য বর্গে
বিধিমতে সবারে বুঝায়॥
কোনরূপে কৌশল্যারে, রাখি সবে স্থানান্তরে,
মৃত দেহ লয়ে অন্যস্থানে।
বশিষ্ঠের কথা মতে, তপ্ত তৈল সংযোগেতে,
রাখে সবে তৈল পূর্ণ দ্রোণে॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ বনে, ভরত শত্রুঘ্ন সনে,
আছে মাতামহের আলয়ে।
মুনি কন পুত্র বিনে, বিধিনহে অন্যজনে,
করে পিতার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ে॥
যুক্তি করি সবে মিলে, দূতগণে ডাকি বলে,
ত্বরা যাও কেকয়ের রাজ্যে।
লহ দ্রুতগামী হয়, বিলম্ব যেন না হয়,
ত্বরা করা চাই এই কার্য্যে॥
রাজার মৃত্যুর বার্ত্তা, শ্রীরামের বনযাত্রা,
কহিবে না কদাচ ভরতে।
বশিষ্ঠাদি মন্ত্রীগণে; নাহি জানি কি কারণে,
পাঠাইলা তোমারে লইতে।
বিলম্ব করিলে ইষ্ট, হইবে জানিহ নষ্ট
সত্বরে চলহ অযোধ্যায়।
এইমত কহি তারে, আন শীঘ্র সঙ্গে করে,
শুনি দূত হইল বিদায়।
বায়ুবেগে ছোটে হয়, দণ্ডে ক্রোশ পাঁচ ছয়,
এড়াইল বহু পল্লি দেশ।
গিরি নদী শত শত, এড়াইয়া ক্রমাগত,
কেকয়ের রাজ্যে যায় শেষ॥

হেথা নিশি অবসানে, ভরত প্রমাদ গণে,
দেখিয়া দুঃস্বপ্ন ভয়ঙ্কর।
আকাশ হইতে শশী, ভূমিতে পড়েছে খসি,
অতলে ডুবেছে দিবাকর॥
ঘোর কৃষ্ণবর্ণ কাক, ঘন ঘন ছাড়ে ডাক,
পৃথিবী ঘুরিছে ঘন পাকে।
দেখিলেন দশরথে, গর্দ্দভ যোজিত রথে,
যাইতে দক্ষিণ অভিমুখে॥
কৃষ্ণবর্ণ নারীগণে, রক্ত বস্ত্র পরিধানে,
চারিদিকে ঘেরিয়া রাজায়।
প্রহার করিছে ছুটে, রক্ত পড়ে অঙ্গ ফুটে,
ভাসে দেহ রুধির ধারায়॥
গোময়ের হ্রদে পড়ি, অঞ্জলি অঞ্জলি পূরি,
গোময় গোমুত্র করে পান।
তিল যুক্ত অন্ন রাশি, মুঠায় মুঠায় গ্রাসি,
দক্ষিণ মুখেতে ভাসি যান॥
এ হেন দুঃস্বপ্ন দেখি, মনেতে বড়ই দুঃখী.
ভাবিছে ভরত অতিশয়।
হেনকালে দূতগণ, করি তথা আগমন,
করযোড়ে সবিনয়ে কয়॥
শুন শুন মহাশয়, বিলম্ব উচিত নয়;
অযোধ্যায় যাইতে এক্ষণে।
বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ, করিলেন নিবেদন,
নাহি জানি কোন প্রয়োজনে॥
শুনিয়া ভরত বলে, রাজাতো আছে কুশলে,
কহ দূত শুভ সমাচার।
কৌশল্যাদি মাতৃগণ, ভ্রাতা শ্রীরাম লক্ষ্মণ,
কুশল বলহ সবাকার॥
করপুটে দূত বলে, কুশলে আছে সকলে,
চিন্তা নাহি কর মহাশয়।
যাইতে অযোধ্যাপুরে, সাজহ সত্বর করে,
কার্য্যহানি বিলম্বে নিশ্চয়॥
দূতের এতেক বাণী, ভরত শ্রবণে শুনি,
মাতামহ কাছে শীঘ্র যান।

দূতের সমস্ত কথা, নিবেদন করি তথা,
গৃহে যেতে অনুমতি চান ॥
মাতামহ অনুমতি, পাইয়া আনন্দ মতি,
শীঘ্র রথে করি আরোহণ।
সপ্তম দিবস গতে, উপনীত অযোধ্যাতে,
ভরত শত্রুঘ্ন দুইজন ॥

ভরতের খেদ।

সিংহদ্বার বৈজয়ন্ত বিখ্যাত ভুবনে।
ধরি প্রহরণ রক্ষা করে রক্ষীগণে ॥
ভরত ভ্রাতার সহ দ্বারেতে আসিতে।
রক্ষীগণ উঠিয়া দাঁড়ায় দুই ভিতে ॥
কুমার জিজ্ঞাসে সবে রাজেন্দ্র কুশল।
কাতরে জিজ্ঞাসা করে রাজার মঙ্গল ॥
চাহিতে মুখের দিকে ভরসা না হয়।
'মঙ্গল' বলিয়া সবে অধোমুখে রয় ॥
নগরে প্রবেশি পরে যেই দিকে চায়।
পূর্ব্বকার শোভা আর দেখিতে না পায় ॥
মলিন মার্জ্জনাভাবে গৃহের অঙ্গন।
নর নারী সকলের মলিন বদন ॥
দোকানের দ্বার বন্ধ নাহি বেচাকেনা।
পূর্ব্বের অযোধ্যা বলে নাহি যায় চেনা ॥
নৃত্যগীত বাদ্য আদি কোন স্থানে নাই।
বিষাদে পূরিত পুরী দেখে সব ঠাঁই ॥
বালক বালিকাগণ ত্যজিয়াছে খেলা।
বেশ বিন্যাসেতে ললনার অবহেলা ॥
শঙ্খ ঘণ্টা নাহি বাজে দেবের মন্দিরে।
পূজক মাথায় হাত দিয় ভাবে দ্বারে ॥
ধনীর বিলাসগৃহ জন শূন্য সব।
মাঝে মাঝে শুনা যায় হাহাকার রব ॥
শীর্ণ কলেবর সব পুরবাসী গণে।
হতাশার চিহ্ন দেখে সবার বদনে ॥
পশু পক্ষী শীর্ণ কায় নাহি করে রব।
শোভাহীন পুষ্প শূন্য উপবন সব ॥
দেখিয়া ভরত অতি আকুল অন্তরে।
দ্রুতপদে উপনীত রাজার মন্দিরে ॥
না দেখি রাজায় তথা চিন্তাকুল মনে।
আসি উপনীত হন কৈকেয়ী ভবনে ॥
প্রণমি চরণে কন জননীর প্রতি।
পিতার কুশল মাতা কহ শীঘ্রগতি ॥
দেখিতে তাঁহারে বড় আকুল পরাণ।
ত্বরায় বলহ মাতা পিতার সন্ধান।
শ্রীরাম লক্ষ্মণে কেনে দেখিতে না পাই।
কোথায় আছেন বল তারা দুই ভাই ॥
কৈকেয়ী কহেন বাছা জীবের যে গতি।
চরমে যে খানে সবে করয়ে বসতি ॥
সেই নিত্য ধামে গেলা নিয়তির বশে।
পৃথিবী করিয়া পূর্ণ মহারাজ যশে ॥
তোমারে পাঠায়ে দূরে রামে রাজ্য দিতে।
করিয়াছিলেন ইচ্ছা রাজা নিজ চিতে ॥
কৌশলে পাঠায়ে বনে শ্রীরাম লক্ষ্মণে।
রাজ্য লইলাম বাপ তোমার কারণে ॥
তোমারে অর্পিয়ে রাজ্য শ্রীরামের শোকে
ত্যজি কলেবর রাজা গেল স্বর্গ লোকে ॥
নিষ্কণ্টকে কর রাজ্য হয়ে রাজেশ্বর।
কেহ নাই বাধা দিতে ভুবন ভিতর ॥
এতেক নিষ্ঠুর বাক্য শুনি জননীর।
ভরতের গণ্ড বহি পড়ে আঁখি নীর ॥
হা পিত কোথায় গেলে ত্যজি আমা সবে।
এত বলি ভরত কান্দেন উচ্চ রবে ॥
মৃত্যু কালে দেখিতে না পাইনু তোমারে।
জাগিবে এ দুখ মনে চির দিন তরে ॥
নিশার স্বপন হ'ল সত্যে পরিণত।
নাহি জানি পরিণামে ভাগ্যে আছে কত ॥
কোথায় অগ্রজ রাম ধর্ম্মগত প্রাণ।
কোথায় লক্ষ্মণ ভাই বীরের প্রধান ॥
তোমা সবে না হেরিয়া এই শূন্য গৃহে।
কেমনে রহিব ভাবি মন প্রাণ দহে ॥

মা হয়ে এমন করে না শুনি কখন।
জন্মিল ইক্ষাকুকুল ধ্বংশের কারণ ॥
রাজ্য লোভে অন্ধ হয়ে পুত্রে দিয়া বন।
বধিলি পাপিনী নিজ পতির জীবন ॥
রাজকন্যা ভাবি পিতা মোহিত হইলা।
দুগ্ধদিয়া কাল সাপে যতনে পুষিলা ॥
হেন বিষবৃক্ষ গৃহে করিলা স্থাপন।
যাহা হৈতে হারাইতে হইল জীবন ॥
হায় হায় কেমনে হইল হেন মতি।
না চাহিল এক বার ধরমের প্রতি ॥
লাজ ভয় স্নেহ মায়া সকল ত্যজিলি।
আপনি মজিলি আর আমারে মজালি ॥
আমা হ'তে রামের ভকতি তোরে জানি।
কখন ভুলিয়া নাহি কহে কটু বাণী।
সর্ব্ব লোক প্রিয় রাম সর্ব্ব গুণাধার।
পৃথিবী মাঝারে হেন নাহি দেখি আর ॥
সর্ব্ব ধর্ম্মে সুদীক্ষিত অগ্রজ আমার।
তাহার বিহনে রাজ্য হবে ছার খার ॥
চির দিন ইক্ষাকু কুলের এই রীতি।
জ্যেষ্ঠ বিদ্যমানে নহে কনিষ্ঠ ভূপতি ॥
জ্যেষ্ঠ হয় রাজেশ্বর বৈসে সিংহাসনে।
কনিষ্ঠ থাকয়ে অনুগত কায় মনে ॥
এই চির প্রথা ত্যজি বসি সিংহাসনে।
দেখাইব লোক মাঝে বদন কেমনে ॥
যাইব অযোধ্যা ত্যজি রামের পশ্চাতে।
হইব সন্যাসী আমি রজনী প্রভাতে ॥
দূর হও কৈকেয়ী রাক্ষসী পাপাসয়।
হেরিয়া ও মুখ হয় পাপের উদয় ॥
এত বলি ভরত কান্দয়ে উচ্চৈঃস্বরে ॥
কভু জ্ঞান হত পড়ে ধরণী উপরে ॥
স্বর শুনি কৌশল্যা জানিলা বিবরণ।
ভরতে দেখিতে তবে করেন গমন ॥
অনশনে শোকে তাপে জীর্ণ কলেবর।
হাঁটিতে নাহিক শক্তি কাঁপে থরথর ॥
চক্ষে না দেখিতে পায় কান্দিয়া কান্দিয়া।
হোঁচট খাইয়া পড়ে থাকিয়া থাকিয়া ॥
এখানে ভরত দেখিবারে কৌশল্যায়।
শত্রুঘ্নে লইয়া সঙ্গে সেই দিকে যায় ॥
পথ মাঝে মাতা পুত্রে হয় দরশন।
ভরত করেন মা'র চরণ বন্দন ॥
কৌশল্যা কহেন তব পূর্ণ মনস্কাম।
কৈকেয়ীর ষড়যন্ত্রে বনে গেলা রাম ॥
স্বর্গে গেল দশরথ রামে দিয়া বনে।
নিষ্কণ্টকে কর রাজ্য আনন্দিত মনে ॥
এক কার্য্য কর বাপ মোর দিব্য লাগে।
রামের নিকটে মোরে রেখে এস আগে
রহিব অরণ্য মাঝে বাছায় লইয়া।
কাটিব এ বৃদ্ধকাল তপস্যা করিয়া ॥
এত যদি ছিল সাধ রাজ্য করিবারে।
আগে কেন বাছা নাহি বলিলে আমারে।
কোন প্রয়োজন লাগি সাজায়ে সন্ন্যাসী।
প্রাণের বাছায় করিয়াছ বনবাসী ॥
এত যদি কহিলেন কৌশল্যা জননী।
আকুলে ভরত কান্দি লোটায় ধরণী ॥
হেন নিদারুণ কথা কহ কি কারণ।
ধর্ম্ম সাক্ষী কিছু নাহি জানি বিবরণ ॥
যার মতে শ্রীরাম হ'লেন রাজ্যচ্যুত।
হউক সে জন সর্ব্ব ধর্ম্মেতে পতিত ॥
গো হত্যা ব্রাহ্মণ বধে যত পাপ হয়।
সেই পাপ তাহার হইবে সুনিশ্চয় ॥
মিথ্যা কথা কহে করে চৌর্য্য প্রবঞ্চনা।
কিম্বা ধর্ম্মপত্নী ত্যাগ করে যেইজনা ॥
সে সবার মহাপাপ অর্শিবে তাহারে।
শপথ করিয়া মাতা কহিগো তোমারে ॥
যে করিল কৈকেয়ী লোকেতে নাহি করে।
শুনিয়া বিষম দুখ পেলাম অন্তরে
সুখে দুঃখ দিয়া হেন সাধিলেক বাদ।
জননী বলিতে তারে নাহি আর সাধ ॥

দুঃখানলে জ্বলিছে অন্তর আনবার।
কটুবাক্যে দিওনা আহুতি তাহে আর॥
চাহিনা করিতে রাজ্য যাব আমি বনে।
র মে আনি বসাইব রাজ সিংহাসনে।
যদি অনুরোধ মোর রাম না রাখিবে।
ভরত অযোধ্যা মুখে আর না ফিরিবে॥
এইরূপে ভরত বিলাপ করে কত।
মধ্যে মধ্যে শোকাবেগে হয় জ্ঞান হত॥
কৌশল্যা তখন কোলে লইয়া ভরতে।
করুণা করিয়া কান্দে পড়িয়া ভূমিতে॥

দশরথের প্রেত কার্য্য॥

শোকের উচ্ছ্বাসে সারা নিশা হ'ল গত।
প্রভাতে করুণা করি কান্দিছে ভরত॥
পুরোহিত বশিষ্ঠ আসিয়া হেনকালে।
নানারূপে ভরতেরে বুঝাইয়া বলে॥
পরিহর বৃথা শোক স্থিরকর মন।
জন্মিলে জীবের জান অবশ্য মরণ॥
পঞ্চভূতে দেহ পুষ্টি দেহ নহে জীব।
সর্ব্ব দেহ ব্যাপিয়া বিরাজ করে শিব॥
সেই শিবরূপী আত্মা অজর অমর।
সময় হইলে মাত্র ত্যজে কলেবর॥
জীর্ণ বাস ত্যজি যথা নূতন বসন!
করি পরিধান তুমি আমি জীবগণ॥
সেই মত জানিবে হইলে জীর্ণ দেহ।
আত্মার তাহার প্রতি নাহি থাকে স্নেহ॥
অকর্ম্মন্য জানি ত্যজি সেই কলেবরে।
পায় নব দেহ কর্ম্ম ফল অনুসারে॥
মূর্খে বলে অমুকের হইল মরণ।
বস্তুত আত্মার ধ্বংশ নাহিক কখন॥
আর দেখ দেহেরি বা মৃত্যু কেনে বলি।
পঞ্চভূতে পঞ্চভূত যায় মাত্র মিলি॥
আকারের ভেদ ভিন্ন আর কিছু নয়।
অনুটীও এ জগতে নষ্ট নাহি হয়॥

মৃত্যু জন্য শোক করে মূঢ় যেই জন।
জ্ঞানবানে ত্যজে শোক করিয়া যতন॥
ভুজবলে কুতুহলে করিয়া শাসন।
সপ্তদ্বীপে সুখে রাজ্য করিলা রাজন॥
দান যজ্ঞে যশ ধর্ম্ম উপার্জ্জন করি।
কালে ত্যজি কলেবর গেলা স্বর্গপুরী॥
তাহার কারণে তব শোক অকারণ।
শোক ত্যজি প্রেত কৃত্য কর সমাপন॥
বশিষ্ঠের বচনে করিয়া মনস্থির।
উঠিল ভরত সম্বরিয়া আঁখিনীর॥
রাজার শরীর যথা ছিল তৈল দ্রোণে।
তথা উপনীত ত্বরা বশিষ্ঠের সনে॥
আজ্ঞা পেয়ে শব তুলি লয় অনুচর।
যতনে স্থাপন করে পর্য্যঙ্ক উপর॥
সুগন্ধ দ্রব্যাদি অনুলেপ করি অঙ্গে।
বিবিধ অমূল্য বস্ত্রে সাজাইলা রঙ্গে॥
হস্তী অশ্ব চতুরঙ্গ সৈন্য সারি সারি।
বিলাইয়া নানা ধন চলে অগ্রসরি॥
অগুরু চন্দনে চিতা করি সুসজ্জিত।
তদুপরে দশরথে করিলা স্থাপিত॥
অগ্নি সংস্কার করি চিতা জ্বালি দিল।
ঘৃত যোগে অগ্নি শিখা জ্বলিয়া উঠিল॥
কৌশল্যাদি রাণীগণ কান্দিতে কান্দিতে।
করিলেন প্রদক্ষিণ ভূপতির চিতে॥
দেখিতে দেখিতে দেহ হয় ভস্মশেষ।
রোদন ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হ'ল দেশ॥
ভরত শত্রুঘ্ন দোহে বিলাপ করিয়া।
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে সদা পিতার লাগিয়া॥
ক্রমে অশৌচান্ত হয় একাদশ দিনে।
দ্বাদশ দিবসে শ্রাদ্ধ করিলা যতনে॥
ত্রয়োদশ দিনে করি অস্থির উদ্ধার।
ভরত কহিলা গৃহে নাহি যাব আর॥
হইব অরণ্য বাসী অগ্রজের সনে।
কোন সুখে গৃহ বাসে রব রাম বিনে॥

হেনকালে কুব্জী বিভূষিতা অলঙ্কারে।
আসি উপনীত হ'ল ভরত গোচরে॥
দেখিয়া শত্রুঘ্ন ক্রোধে ধরিয়া তাহারে।
নিগ্রহ করিল তার বিবিধ প্রকারে॥
তুলিয়া উর্দ্ধেতে ভূমে মারয়ে আছাড়।
দারুণ আঘাতে তার ভাঙ্গি গেল হাড়॥
প্রাণভয়ে কুব্জী চায় কৈকেয়ীর পানে।
কৈকেয়ী চাহিল ক্ষমা কাতর বচনে॥
ভরত বলেন ভাই অবধ্য রমণী।
নহিলে এখনো বাঁচে কৈকেয়ী পাপিনী॥
পরম ধার্ম্মিক রাম ধর্ম্মগত প্রাণ।
নারীবধে তাঁর কাছে নাহি পরিত্রাণ॥
এত শুনি শত্রুঘ্ন সম্বরে রাগ রোষ।
দূরে পলাইল কুব্জী জানি নিজ দোষ॥
কৈকেয়ী গতিক বুঝি অতি দূরে যায়।
কোপ দৃষ্টে ভরত মাতার দিকে চায়॥

রাম আনিতে ভরতের যাত্রা।

সুমন্ত্রে ডাকিয়া বলে ভরত তখন।
রাম আনিবারে কল্য করিব গমন॥
সঙ্গেতে যাইবে অশ্ব গজ রথ রথী।
অযোধ্যায় আছে আর যতেক পদাতি॥
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ যাইবেন সাথে।
বুঝাইবে তারা রামচন্দ্রে বিধিমতে॥
আজ্ঞা দেহ শিল্পীগণে যাইতে সত্বর।
নির্ম্মাণ করুক সেতু নদীর উপর॥
বন কাটি সুপ্রশস্ত পথ নির্ম্মাইবে।
স্থানে স্থানে থাকিবার আবাস রচিবে॥
নির্জ্জল প্রদেশে কাটিবেক সরোবর।
কর্ম্মীগণে আজ্ঞা দেহ যাইতে সত্বর॥
আজ্ঞামাত্র সুমন্ত্র করিল সেই মত।
ধাইয়া চলিল কর্ম্মী অযুত অযুত॥
পরদিন প্রভাতে বশিষ্ঠ মুনিবর।
যুক্তিযুক্ত বাক্যে কন ভরত গোচর॥

পিতা তব পরম ধার্ম্মিক মহীতলে।
লভিলা পরম গতি সত্য ধর্ম্ম বলে॥
পিতার সদৃশ পুত্র রাম গুণধাম।
পিতৃসত্য লাগি বনে করিলা পয়ান॥
জীবনে পালিবে আজ্ঞা ম'লে পিণ্ড দান।
এই সে পুত্রের হয় কর্ত্তব্য প্রধান॥
পিতার আজ্ঞায় রাম গিয়াছেন বন।
তাহারে আনিতে তব বৃথা আকিঞ্চন॥
পিতৃরাজ্যে এখন তোমার অধিকার।
তুমি যদি ত্যজ রাজ্য রাখা হবে ভার॥
অরাজক হইলে প্রজার সর্ব্বনাশ।
প্রজার অহিতে হয় রাজার বিনাশ॥
তোমারে অর্পিয়া রাজ্য শাসনের ভার।
স্বর্গে গেলা দশরথ জনক তোমার॥
তুমি যদি না করিবে রাজ্যের রক্ষণ।
অচিরে জানিহ তার হইবে পতন॥
অতএব অদ্য শুভদিন শুভক্ষণে।
অভিষিক্ত হয়ে বৈস রাজ সিংহাসনে॥
ভরত কহেন তবে বশিষ্ঠের প্রতি।
না করিবে গুরুদেব হেন অনুমতি॥
রাম রহিবেন বনে হইয়া সন্ন্যাসী।
ভুঞ্জিব ঐশ্বর্য্য আমি অযোধ্যায় বসি॥
রাম সীতা রহিবেন পত্রের কুটীরে।
প্রাসাদে বঞ্চিব সুখে আমি রাজপুরে॥
তৃণের শয্যায় রাম রবেন শুইয়া।
পর্য্যঙ্কে শুইব আমি কিঙ্কর হইয়া॥
ক্ষুধায় বনের ফল না মিলিবে রামে।
রাজভোগ ভুঞ্জিবে ভরত কোন্ প্রাণে॥
হেন আজ্ঞা কেন মোরে কর মুনিবর।
রামের লাগিয়া মোর কাঁদিছে অন্তর॥
বিষ্ণু অবতার রাম ত্রিজগত মান্য।
তাঁর ভার লয়ে রাজ্য করিবে কে অন্য॥
স্বর্গরাজ্য শোভা পায় বাসবে যেমতি।
অযোধ্যা রাজ্যের যোগ্য শ্রীরাম তেমতি॥

শৃগালে সিংহের ভার বহিতে কি পারে।
হেন আজ্ঞা গুরুদেব না কর আমারে॥
বিধিমতে বুঝাইব অগ্রজে সকলে।
কাঁদিয়া ধরিব তার চরণকমলে॥
ফিরাইতে কোনরূপে যদি না পারিব।
সন্ন্যাসী হইয়া তার সঙ্গেতে রহিব॥
ধন্য বীর লক্ষ্মণ জনম শুভক্ষণে।
সফল জীবন সেবি রাতুল চরণে॥
কুক্ষণে গেলাম আমি মাতামহ বাস।
নতুবা ঘটিবে কেন হেন সর্ব্বনাশ।
এইরূপে ভরত বিলাপ করে কত।
শুনিয়া সভার লোক হয় চমকিত॥
সাধু সাধু বলি যশ করি মুনিবর।
রামে আনিবারে সবে সাজিল সত্বর॥
সাজিল বিপুল সৈন্য চতুরঙ্গ দল।
হয় হস্তি রথ রথী পদাতি সকল।
কৌশল্যা কৈকেয়ী আর সুমিত্রা মহিষী।
সসন্তোষে শিবিকায় আরোহিল আসি॥
অগণন বিপ্রগণ সাজিল সানন্দে।
অযোধ্যা নগরে আনিবারে রামচন্দ্রে॥
গায়ক গায়িকা বাদ্যকর যত ছিল।
ভরতের সঙ্গে সবে আনন্দে চলিল॥
দিনান্তে গতিদা গঙ্গা ভাগীরথী তীরে।
শৃঙ্গবের পুরে আসি সকলে উত্তরে॥
শুনি সৈন্য কোলাহল দূতে কয় গুহ।
কে আইল কার সৈন্য শীঘ্র তত্ব লহ।
তথ্য জানি দূত আসি করে নিবেদন।
আইল ভরত দশরথের নন্দন॥
সসৈন্যে সাজিয়া সুবিপুল পরাক্রমে।
ছাইল সমস্ত ভাগীরথী তীর ভূমে॥
শুনিয়া বারতা গুহ চিন্তিত অন্তরে।
ভাবিল ভরত বুঝি আইল সমরে॥
রাজ্য পেয়ে তুষ্ট নহে মনে আছে ভয়।
ফিরে এসে রাম পাছে সব কেড়ে লয়॥
অসহায় দেখে রামে অরণ্যের মাঝে।
বধিতে তাহারে দুষ্ট যায় রণসাজে॥
এতেক চিন্তিয়া গুহ ডাকি বন্ধুগণে।
আজ্ঞা দিলা সবে আজি থাক সাবধানে॥
মোর রাজ্য মধ্যে তরি যেখানে যা থাকে।
দূরে লয়ে রাখ যেন ভরত না দেখে॥
অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে থাক সবে।
গঙ্গা পারে ভরতেরে বাধা দিতে হবে॥
যাবৎ না জানি আমি ভরতের মন।
তাবৎ সতর্ক সবে রহ বন্ধুগণ॥
এই রূপে সাবধান হয়ে গুহ রাজ।
ভেটিতে ভরতে করে বিধি মতে সাজ॥
মধু মাংস মত্ত আর ফলের সম্ভার।
লড্ডুক অনেক রূপ লয় ভাবে ভার॥
দধি দুগ্ধ ক্ষীর ছানা শস্য নানা জাতি।
সঙ্গে লয়ে চলিলেন চণ্ডালের পতি॥
দূরে থাকি গুহ রাজ দেখিয়া ভরতে।
ত্বরা করি অগ্রসরি যায় কত পথে॥
কুশল জিজ্ঞাসে যত্নে দোঁহে দোহাকার।
করিল উভয়ে কত রূপ শিষ্টাচার॥
ভরত কহেন কহ গুহ মহাশয়।
কোন পথে গেল মোর রাম দয়াময়॥
এখানে কোথায় নিশা করিলা যাপন।
কোন তরু তলে বল করিলা শয়ন॥
গুহ কয় মহাশয় আসি মোর সনে।
দেখহ সকল স্থান আপন নয়নে॥
এই দেখ বনস্পতি এই তরু তলে।
বঞ্চিলেন এক নিশা কৌতুকে সকলে॥
আনিয়াছিলাম নানা খাদ্য উপহার।
গ্রহণ না করিলেন একটি তাহার॥
গঙ্গার নির্ম্মল জল মাত্র পান করি।
যাপিলেন রামচন্দ্র সেই বিভাবরী॥
ঐ দেখ তৃণশয্যা রচি নিজ হাতে।
শয়নে ছিলেন রাম সীতার সহিতে॥

লক্ষ্মণ ধরিয়া ধনু ছিলেন প্রহরী।
কাটিলাম সেই রাত্রি কত গল্প করি॥
প্রভাতে দক্ষিণ মুখে গেলা তিন জনে।
শুনেছি ছিলেন ভরদ্বাজের আশ্রমে।
গুহের বচন শুনি ভরত তখন।
করুণা করিয়া কত করিলা ক্রন্দন॥
অখণ্ড প্রতাপ অযোধ্যার অধিপতি।
সপ্ত দ্বীপে দশরথ রাজচক্রবর্ত্তী॥
তাঁর প্রিয় জ্যেষ্ঠ পুত্র তুল্য নাই গুণে।
সুরাসুর তুচ্ছ যার কাছে পরাক্রমে॥
জগতে সম্ভবে যত সুখের অস্তিত্ব
জন্মাবধি করিলেন ভোগ সে সমস্ত॥
সত্যপ্রিয় সংযমী না হবে হেন আর।
দয়া দাক্ষিণ্যাদি সর্ব্ব গুণের আধার॥
হেন জনে বিধির এ কিরূপ বিধান।
স্মরিতে বিদরে হিয়া বাহিরায় প্রাণ॥
বিদর্ভাধিপতি রাজা জনক ঝিয়ারী।
ইক্ষাকু কুলের বধু অলোক সুন্দরী॥
জনমি না জানে কভু দুঃখের আস্বাদ।
হেন জনে কেনে বিধি সাধে হেন বাদ॥
বয়সে বালিকা সীতা ক্ষীণাঙ্গিণী অতি।
কেমনে এসব দুখ সবে নিতি নিতি॥
শিরীষ কুসুমোপম কোমল শয্যায়।
শয়নে যে জন কভু অঙ্গে ব্যথা পায়;
ভূমিশয্যা মাত্র সার সেই জানকীর।
ভাবিলে হৃদয় ফাটি ক্ষরয়ে রুধির॥
অথবা সতীর পক্ষে তুচ্ছ এই কথা।
পতির বদন চাহি ভোলে নিজ ব্যথা॥
ধন্য ভাই লক্ষ্মণ বীরের অগ্রগণ্য।
তোমার সুযশে হ'ল তিন লোক পূর্ণ॥
তব গুণে ধন্য হ'ল সুমিত্রা জননী।
ভাগ্যদোষে মোরে গর্ভে ধরিল পাপীনী॥
বিলাপ করিয়া রাত্রি করি অবসান।
প্রভাতে ভরত উঠি করে গঙ্গাস্নান॥
পিতৃ তর্পণাদি সারি ভাগীরথী জলে।
ত্বরান্বিতে তরী আনিবারে গুহে বলে॥
ভরতের মন বুঝি নিষাদের পতি।
তরণী আনিতে ভৃত্যে দিলা অনুমতি॥
ক্ষণেকে গঙ্গার বক্ষে শত শত তরী।
উপনীত হ'ল আসি সহিত কাণ্ডারী॥
গুহের নিকটে তবে লইয়া বিদায়।
সসৈন্যে ভরত গঙ্গা পার হয়ে যায়॥

ভরতের ভরদ্বাজ আশ্রমে গমন।

গঙ্গার গভীর জলে ভাসিল তরণী।
বসিল নাবিক সব হস্তেতে ক্ষেপনি॥
নাচিতে লাগিল তরী তরঙ্গ উপরি।
সুমধুর স্বরে নেয়ে সুখে গায় সারি॥
ক্ষেপনি ফেলায় তালে তালে গঙ্গানীরে।
সারি সারি চলে তরী বহি ধীরে ধীরে॥
ভাসিল তরঙ্গোপরি মাতঙ্গের কায়।
শৈলসুতা বক্ষে যেন শৈল ভেসে যায়॥
বান্ধিয়া কাষ্ঠের ভেলা করি আরোহণ।
পার হয় ভাগীরথী কত শত জন॥
কাতারে কাতারে সৈন্য সাঁতার কাটিয়া।
অবহেলে অন্যকূলে উত্তরিল গিয়া॥
পার করি এই রূপে সকল বাহিনী।
প্রয়াগের দিকে সবে চলিলা তখনি॥
অরণ্য হইয়া পার বহু পরিশ্রমে।
উপনীত ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে॥
দূরে রাখি বাহিনী বশিষ্ঠে সঙ্গে করি।
চলিল ভরত আশ্রমের পথ ধরি॥
দেখিলেন ভরদ্বাজে তেজেতে ভাস্কর।
নাতি দীর্ঘ নাতি স্থূল তনু মনোহর॥

আজানুলম্বিত ভুজ শুভ্র কেশ শিরে।
শুভ্র শ্মশ্রু পড়েছে বিশাল বক্ষোপরে॥
উজ্জ্বল নয়নযুগ ললাট প্রশস্ত।
হাসিভরা প্রেম মাখা বদন সমস্ত॥
ব্রহ্মা যথা ব্রহ্মলোকে দেবগণ মাঝে।
সশিষ্যে তাপসরাজ তেমতি বিরাজে॥
বশিষ্ঠে হেরিয়া উঠিলেন মুনিবর।
স্বাগত জিজ্ঞাসে অতি করিয়া আদর॥
পূজিয়া বশিষ্ঠে পাদ্য অর্ঘ্যে বিধিমতে।
মধুর বচনে মুনি তোষেন ভরতে॥
ভরত প্রণাম করি ভূমি লুটি পায়।
রামের বৃত্তান্ত ভরদ্বাজেরে সুধায়॥
মুনি কন জানি বটে রাম বিবরণ।
তোমারে কহিতে কিন্তু ভয় বাসে মন॥
কৌশলে করিয়া লাভ পরম রাজত্ব।
ভুলিয়াছ ভ্রাতৃ স্নেহ হয়ে ধন মত্ত॥
নিষ্কণ্টকে চিরদিন রাজ্য ভোগ তরে।
রামের বিরুদ্ধে বুঝি সেজেছ সমরে॥
এতেক নিঠুর বাক্য মুনি মুখে শুনি।
ভরত অমনি পড়ে লোটায়ে ধরনী॥
নয়নের জলে সিক্ত পিন্ধনের বাস।
নাসিকায় বহে ঘন ঘন উষ্ণ শ্বাস॥
শিরে করি কর যাত ভরদ্বাজে কয়।
হেন নিদারুণ কেন হ'লে মহাশয়॥
ছিলাম মাতুল গৃহে শত্রুঘ্নের সনে।
নাহি জানি পাঠাবেন মাতা রামে বনে॥
নাহি জানি অভিষেকে পিতৃ অভিলাষ।
নহিলে কি ঘটে প্রভু হেন সর্ব্বনাশ॥
নহে এ সময় সজ্জা মৃত্যু বাঞ্ছি শুনে।
আনিব অগ্রজে গৃহে এই আসা মনে॥
করি নাই করিবনা রাজ্য অভিলাষ।
রামে রাজ্য দিয়া আমি যাব বনবাস॥
পালিব পিতার সত্য বর্ষ চতুর্দ্দশ।
নাশিতে কলঙ্ক মোর মায়ের অযশ॥

রেখিছি জীবন এই আশার ছলনে।
নতুবা পরাণ ত্যজিতাম কোন দিনে॥
বধিতাম পাপিয়সী কৈকেয়ীর প্রাণ।
এই আসা লাগি দুষ্টা পায় পরিত্রাণ॥
ভরতের পরিতাপে ব্যথিত অন্তর।
সুধামাখা বাক্যে তারে কন মুনিবর॥
কুলের তিলক তুমি ধার্ম্মিক প্রধান।
কহিলে যে সব কথা শাস্ত্রের প্রমাণ॥
তব যশে পূর্ণ হবে ভারত ভুবন।
গাইবে তোমার যশ সুর নর গণ॥
চন্দ্র সূর্য্য যত দিন গগনে ভ্রমিবে।
ততদিন তব কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ রহিবে॥
আর এক কথা মনে রাখিবে সর্ব্বথা।
কৈকেয়ীরে দোষ ইথে দাও তুমি বৃথা॥
শ্রীরামের বন বাস বিধির বিধান।
সাধিতে ত্রিলোক বাসী গণের কল্যান।
দুঃখ ত্যজি স্থির কর আপনার মন।
জননিরে দোষ নাহি দাও অকারণ॥
প্রভাতে কহিব রাম আছেন যে স্থানে।
যাইবে কটক সহ রাম দরশনে॥
আমার আশ্রমে অদ্য রাত্রি করি বাস।
আথিত্য গ্রহণ কর এই অভিলাষ॥
ইক্ষ্বাকু কুলেতে আছে প্রথা চিরন্তন।
ঋষির প্রার্থনা কভু করেনা হেলন॥
কি কারণে দূরে রাখি সৈন্য একেশ্বর
আইলে আশ্রমে মোর কহ অতঃপর॥
ভরত কহেন সঙ্গে আছে বহু জন।
পবিত্র আশ্রম পাছে করয়ে পীড়ন॥
এই ভয়ে এক মাত্র বশিষ্ঠের সনে।
আইলাম তব পাদ পদ্ম দরশনে॥
এতেক শুনিয়া অতি তুষ্ট হয়ে মুনি।
ভরতে দিলেন ত্বরা আনিতে বাহিনী॥
আজ্ঞায় ভরত নিজ ভৃত্যে পাঠাইল।
ভরদ্বাজ অগ্নি হোত্র গৃহে প্রবেশিল॥

ভরদ্বাজ মুনির যোগৈশ্বর্য্য ॥

হোমাগ্নিতে আহুতি প্রদান করি ঋষি।
বেদ মন্ত্র যথা বিধি করে উচ্চারণ ॥
আহ্বান করয়ে একে একে তথা বসি।
একে একে উপনীত হয় দেবগণ ॥
বিশ্বকর্ম্মে দেখ আজি অতিথি আশ্রমে।
দশরথ আত্মজ ভরত মতিমান।
কে গণে আইল সৈন্য যত তার সনে ॥
থাকিবার পুরী করি দাও হে নির্ম্মাণ ॥
নত শিরে দেব শিল্পী ভাগ্য মানি মনে।
আরম্ভিলা রচিতে সুন্দর রাজপুরী।
অলক্ষিতে তোলে শির ভেদিয়া গগনে।
লাগে চমৎকার লোকে সে সৌন্দর্য্য হেরি ॥
নাহি কর্ম্মী নাহি উপকরণ কোথায়।
অকস্মাৎ মরকত ময় পুরীখানি।
ঝলসি নয়ন তার রূপের ছটায়।
যেন ভোজ বিদ্যাবলে উঠিছে আপনি ॥
চারিদিকে যোজন পাঁচক পরিসর।
ঘেরিয়া হইল ভরদ্বাজের আশ্রম।
সহস্র সহস্র তাহে পুরী মনোহর।
বাসব ভবন বলি মনে হয় ভ্রম ॥
স্থানে স্থানে সরসী শোভিছে কুবলয়ে।
কাচ স্বচ্ছ বারি অট্টালিকা শ্রেণী মাঝে।
তীরে কুসুমিত তরু সৌরভ ছড়ায়ে।
মোহিত করিছে মন সাজি ফুল সাজে ॥
তার পর ইন্দ্র যম কুবের বরুণ।
চারি লোকপালে মুনি করিলা আহ্বান।
একে একে সবারে করয়ে নিবেদন।
আতিথ্য সম্পন্ন হেতু করহ বিধান ॥
সুরতরঙ্গিনী গঙ্গে মাত ভাগীরথী।
কর অধিষ্ঠান আজি আমার আশ্রমে।
তব সখা সখী নদ নদীর সংহতি।
কহিতে এতেক সবে আইলা সম্ভ্রমে ॥

তবে সোমদেবে ঋষি কহিলা ডাকিয়া।
সৃজ অন্ন বিবিধ প্রকার সুরসাল।
অমনি আইলা দেব সদলে সাজিয়া।
প্রকাশিতে অদ্ভুত অশ্রুত ঐন্দ্রজাল ॥
এস তুমি হাহা হু হু গন্ধর্ব্ব প্রধান।
বিশ্বাবসু অপ্সরী গন্ধর্ব্বী মিশ্রকেশী।
আইস তুম্বুরু করি তোমারে আহ্বান।
সঙ্গে লয়ে ব্রহ্মার সেবিকা সুরূপসী ॥
এস চৈত্র রথ কুবেরের শ্রেষ্ঠ ধন।
বস্ত্র অলঙ্কার রূপ পত্র সমান্বিত।
লইয়া তোমার অপরূপ বৃক্ষগণ।
মোহিনা রমণীরূপ ফলে সুশোভিত ॥
এতেক কহিয়া ঋষি আইলা বাহিরে।
নিজেই মোহিত দেখি অপরূপ শোভা।
সমতল বনভূমি বৈদূর্য্য প্রস্তরে।
সুসজ্জিত প্রকাশিয়া হীরকের প্রভা ॥
পায়স বাহিনী তরঙ্গিণী তরঙ্গিত।
স্তূপে স্তূপে স্থানে স্থানে ভোজ্য নানাজাতি
জগতে যেখানে যাহা ছিল সুরক্ষিত।
কে আনিল কোথা হ'তে আশ্রমে সম্প্রতি ॥
বিবিধ আসব-স্রোত সুধার সমান।
শত শত দিকে গঙ্গা প্রবাহিত করি।
কুল কুল রবে বিমোহিত করি প্রাণ।
তরঙ্গ রূপেতে রঙ্গে নাচিছে সুন্দরী ॥
মরকত বৈদূর্য্যে বান্ধান সরোবর।
তীরে শোভে তরুরাজি নত পুষ্প ভরে।
বসিয়া তথায় সুখে গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
মোহি মনপ্রাণ গান করিছে সুস্বরে ॥
স্বর্গের অপ্সরী রম্ভা মেনকা উর্ব্বসী।
স্বর্গ বিদ্যাধরী শত শত স্থানে স্থানে।
রূপের ছটায় আলো করি দশ দিশি।
মরমে মারিছে চাহি কটাক্ষ সন্ধানে ॥
একা চৈত্ররথ বন হয়ে শত খান।
শত শত স্থানে শোভা বাড়ায় বিস্তর।

পাতা যার অলঙ্কার মাণিকে নির্ম্মাণ।
বিচিত্র বসন আর অতি মনোহর॥
ফলরূপে পরীসমা অনুপমা নারী।
হাব ভাব কটাক্ষে কামের কান্তা জিনি।
ঝুলিছে দুলিছে গাছে সুখে সারি সারি।
গাইছে প্রণয়গীত মানস মোহনী॥
ভরতের সৈন্যগণ গণে চমৎকার।
অযোধ্যা ভুলিল সবে ঐশ্বর্য্য দেখিয়া।
মনে ভাবে এর কাছে স্বর্গ কোন ছার।
বলে আর যাইব না এবন ছাড়িয়া॥
মুনির আনন্দ বড় হইল অন্তরে।
কথা শুনে সৈন্যগণে হাসিয়া কহিল।
কর পান ভোজন সকলে ইচ্ছা পূরে।
বিলম্ব না কর নিশা প্রহর হইল॥
দেখ ঐ বিবিধ সুরার স্রোত বয়।
যত ইচ্ছা কর পান সবে অকাতরে।
ঐ দেখ মাংসস্তূপ যাহা রুচি হয়।
পায়স পিষ্টক আদি আছে থরে থরে॥
সুরসাল রসাল সুপক্ক বিল্ব ফল।
সুগন্ধ পনস যাহে বিমোহিত মন।
সোনার বরণ পক্ক কদলি সকল।
সরস দাড়িম্বে কর উদর পূরণ॥
ঐ দেখ হ্রদে হ্রদে দধি দুগ্ধ ক্ষীর।
দেবের দুর্ল্লভ খাদ্য খাও যত পার।
সরোবরে সুশীতল কাচ স্বচ্ছ নীর।
জুড়াইতে চাও যদি আগে স্নান কর॥
মুনির বচন শুনি আনন্দিত চিতে।
স্নান করিবারে নামে সরসী সলিলে।
স্বর্গ বিদ্যাধরীগণ ঘেরি চারিভিতে।
মার্জ্জনা করিয়া দেয় গাত্র কুতূহলে॥
জল হৈতে উঠিতে অপ্সরীগণ আনি।
বিচিত্র বসন হস্তে দাঁড়াইল তীরে।
যেন চিরপরিচিত চরণের দাসী।
অর্পিতে বসন স্নাত সৈনিকের করে।
পান করি আসব আনন্দ পায় অতি।
কেহ বা হইল মত্ত দেখি নারীগণে।
হাসিয়া যুবতী বলে এস প্রাণপতি।
তোষ অধিনীরে নাথ প্রেম আলিঙ্গনে॥
আনন্দ বাজার আজি ঋষির আশ্রমে।
এক এক পুরুষের কাছে কত নারী।
যেবা যাহা চায় আনি যোগাইছে ক্রমে।
পরম কৌতুকে সবে বঞ্চিল সর্ব্বরী।

রামের সহিত ভরতের সাক্ষাৎ।

প্রভাতে উঠিয়া ভরদ্বাজ মহাশয়।
সম্ভাষি ভরতে মধুমাখা বাক্যে কয়॥
কেমনে যাপিলা নিশা কাকুৎস্থনন্দন।
সুখেতো ছিলেন তব সব সৈন্যগণ॥
ভরত কহেন তব চরণ কৃপায়।
পরম সুখেতে সবে ছিলাম নিশায়॥
অনুমতি দেহ যাই রাম দরশনে।
বলুন অগ্রজ মোর আছে কোন বনে॥
মুনি কন চিত্রকূট গিরি মনোহর।
তথায় বসতি এবে করে রঘুবর॥
এখান হইতে মাত্র দশ ক্রোশ দূরে।
দেখিতে পাইবে সেই পর্ব্বতশেখরে॥
বাল্মীকি আশ্রম সেই মনোহর বন।
বিবিধ কারণে অতি প্রিয় দরশন॥
মদমত্ত করীগণ সদা আসে যায়।
করভ করিণীসনে খেলিয়া বেড়ায়॥
ময়ূর ময়ূরীগণ উর্দ্ধে পুচ্ছ ধরি।
নয়ন ঝলসি নাচে হেরি কাদম্বরী॥
তপোবনে নানা ফলে শোভে তরুচয়।
মলয় অনিল সদা মন্দ মন্দ বয়॥
কিছু দূর যাবে ভাগীরথী তীর ধরি।
তাহ'লে দেখিতে পাবে চিত্রকূট গিরি॥

সেই গিরি লক্ষ করি কিছু দূর যাবে।
প্রহরেক হাঁটিলে সে আশ্রম পাইবে ॥
এত শুনি ভরত কহেন মন্ত্রীগণে।
না কর বিলম্ব আর হেথা অকারণে ॥
প্রণমি মুনির পদে লইয়া বিদায়।
রথে আরোহণ করে রথী সমুদয় ॥
ধরিয়া গঙ্গার কূল চলিল বাহিনী।
পদভরে ঘন ঘন কাঁপয়ে ধরণী ॥
অশ্বপদ ধূলিতে ঢাকিল দিবাকর।
সৈন্য কোলাহলে পূর্ণ হইল প্রান্তর ॥
প্রমাদ গনিয়া যত বনপশুগণ।
ঊর্দ্ধশ্বাসে চতুর্দ্দিকে করে পলায়ন ॥
বহুদূর গিয়া গিরি চিত্রকূট দেখি।
প্রেমানন্দে ভরতের ঝরে দুটি আঁখি ॥
শত্রুঘ্ন চাহিয়া কহে ভরত তখন।
দেখ ভাই চিত্রকূট অতি সুশোভন ॥
গগনে মিলেছে কায় দেখা নাহি যায়।
মধ্যদেশ সুরঞ্জিত রবির আভায় ॥
নানা জাতি তরুতে শোভিত নিম্নস্তর।
পুষ্পদলে তরুর আকার মনোহর।
অগণন মৃগগণ করে বিচরণ।
নির্ঝরের ঝর ঝর শব্দে মুগ্ধ মন ॥
মুনির আশ্রম যোগ্য স্থান মনোহর।
নিশ্চয় আছেন এই স্থানে রঘুবর ॥
আজ্ঞা দেহ সৈন্যগণে করিতে বিশ্রাম।
একাকী যাইব আমি ভেটিতে শ্রীরাম ॥
সৈন্যগণ আশ্রমের করিবে অনিষ্ট।
সঙ্গে মাত্র চল তুমি সুমন্ত্র বশিষ্ঠ ॥
এত বলি ভরত হইল অগ্রসর।
এখানে শ্রীরাম চিত্রকূটের উপর ॥
সঙ্গে লয়ে জানকীরে অনুজ লক্ষ্মণে।
ভ্রমণ করিতে ছিল আনন্দিত মনে ॥
সম্বোধি সীতায় কন মধুর বচনে।
স্বভাবের শোভা দেখ আয়তলোচনে ॥

বিবিধ ধাতুর রঙ্গে রঞ্জিত হইয়া।
উঠিয়াছে গিরিচূড়া গগন ভেদিয়া ॥
কুসুমিত তরুগণ পবন হিল্লোলে।
ছড়াইছে পুষ্পরাশি ভাগীরথী-জলে ॥
যেন গিরিরাজ পূজা করিতে গঙ্গার।
নাচিয়া নাচিয়া দেয় পুষ্প উপহার ॥
সুগন্ধ হরিয়া মন্দ বহিছে পবন।
পরশি শীতল অঙ্গ প্রফুল্লিত মন ॥
অপাঙ্গে চাহিয়া দেখ কুরঙ্গিণীগণে।
তব আঁখি হেরি তারা লজ্জা পায় মনে ॥
ঐ দেখ কপোতে চুম্বয়ে কপোতিনী।
চাতকে হেরিয়া সুখে ছোটে চাতকিনী ॥
ময়ূর ময়ূরী হেরি চিত্রকূট চূড়া।
মনে করি নবঘন নাচিতেছে তারা ॥
হায় কি বিচিত্র বর্ণে শোভে পুচ্ছভার।
রাজ পরিচ্ছদ এর কাছে অতি ছার ॥
ঐ শুন নির্ঝরের শব্দ মনোহর।
এর কাছে বীণাবেণু কোথা সুখকর ॥
সত্য বলি প্রিয়ে হেরি এ শোভা নয়নে।
অযোধ্যার লাগি দুখ নাহি হয় মনে ॥
নাহি অভিলাষ রাজ্যে হয় একবার।
দেখিয়া এ চিত্রকূট শোভার আধার ॥
এইরূপে নানা কথা সীতার সহিতে।
হেনকালে মহাশব্দ শুনে আচম্বিতে ॥
গগনে উড়িল ধূলি ঢাকি দিবাকরে।
মৃগগণ পলাইয়া যায় স্থানান্তরে ॥
যূথপতি তীরবেগে ছুটিয়া পলায়।
সিংহ ব্যাঘ্র ভয় পেয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ধায় ॥
রাম বলে দেখ ভাই প্রাণের লক্ষ্মণ।
শীঘ্র জান তপোবনে আসে কোন জন ॥
প্রলয়ের প্রায় মহা জনরব শুনি।
সাজিয়া আইল কোন রাজার বাহিনী ॥
রামের আজ্ঞায় বীর সুমিত্রানন্দন।
উচ্চ একশাল বৃক্ষে করে আরোহণ ॥

চঞ্চল নয়নে বীর চাহিতে সম্মুখে।
নিরখে বিপুল সৈন্য আসে লাখে লাখে॥
চিনিল পিতার বৃদ্ধ হস্তী শত্রুঞ্জয়।
পর্ব্বত প্রমাণ দেহ সমরে দুর্জ্জয়॥
উড়িছে পতাকা তদুপরে অযোধ্যার।
যার কাছে নত শির সমস্ত রাজার॥
লক্ষ্মণ কহেন তবে অগ্রজের প্রতি।
সমরের সাজ শীঘ্র কর মহামতি॥
বিজয় ধনুক হস্তে লহ ত্বরা করি।
অক্ষয় তুণির রাখ পৃষ্ঠের উপরি॥
অভেদ্য কবচে অঙ্গ করি আবরণ।
জানকীরে গুহা মাঝে করহ রক্ষণ॥
ভরত আইসে হেথা সমর আশায়।
অযোধ্যার সৈন্য ইহা জানিহ নিশ্চয়॥
রাজ্য পেয়ে নিষ্কণ্টকে ভোগ অভিলাষে।
সসৈন্যে আসিছে আমা দোঁহার বিনাশে॥
দুষ্টমতি দুরাচার হেন মতি ধরে।
নিশ্চয় তাহারে আজি বধিব সমরে॥
কৈকেয়ীরে কুব্জাসহ বধিতার পর।
তোমারে বসাব সিংহাসনের উপর।'
ত্রৈলক্য সহায় করি যুঝিলে না জীবে।
ভরত আমার হাতে নিশ্চয় মরিবে॥
লক্ষ্মণের বাক্য শুনি হাসিয়া শ্রীরাম।
মধুর বচনে তারে কন গুণধাম॥
ক্রোধ সম্বরণ কর শুন মোর বাণী।
ভরতের ভাব আমি ভালরূপে জানি॥
রাজ্যলোভে আমাদের অনিষ্ট চিন্তিবে।
কদাচ এমন নাহি তাহাতে সম্ভবে॥
অযোধ্যায় আসি নাহি দেখিয়া আমারে।
আসিতেছে সৈন্যসহ দেখা করিবারে॥
অথবা না দেখি মোরে হইয়া কাতর।
আইলেন বুঝি পিতা ধরণী ঈশ্বর॥
বলহ করিতে যুদ্ধসজ্জা কি কারণ।
রাজ্য লাগি করিবে সে কার সনে রণ॥
পিতৃসত্যে আমি হইয়াছি বনবাসী।
স্বর্গরাজ্য পাইলেও নহি অভিলাষী॥
রাজ্য করিবার যদি সাধ হয় মনে।
ভরতে বলিয়া রাজ্য দেওয়াব এক্ষণে॥
মোর বাক্য ভরত না করিবে হেলন।
হয় কি না হয় কর প্রত্যক্ষ দর্শন॥
এত শুনি লক্ষ্মণ লজ্জিত অতিশয়।
কথা ছলে ভরতে প্রশংসা করি কয়॥
তিনজনে কহিতেছে বসি নানা কথা।
ভরত উত্তরে গিয়া হেনকালে তথা॥
শিরে জটা পরিধান বৃক্ষের বাকল।
হেরি ভরতের ঝরে নয়ন যুগল॥
কণ্ঠরোধ নাহি সরে বচন বদনে।
হা আর্য্য বলিয়া আসি পড়িল চরণে॥
শত্রুঘ্ন কান্দিয়া পড়ে চরণ যুগলে।
বরষার ধারা দুটি নয়নেতে গলে॥
দুটি ভাই দুটী পায় ধরি জ্ঞানহারা।
মোহিত হইয়া দেখে কাছে ছিল যারা॥
বহিল রামের প্রেমানন্দে আঁখিনীর।
উথলে সাগর যথা ভাসাইয়া তীর॥
প্রেমের নিগড় ভুজে বেড়িয়া দোঁহারে।
প্রেমভরে বারে বারে বদন নেহারে॥
কোলে তুলি লইলেন ভরত শত্রুঘ্নে।
শতবার শত চুমা দিলেন বদনে॥

রামের পিতৃতর্পণ।

শিরে বান্ধি জটাজাল, পরিয়া গাছের ছাল,
জলদ বরণ গেছে বন।
এই বাক্য কর্ণে শুনি, ভরত ত্যজি তখনি,
পরিধেয় বসন ভূষণ॥
অগ্রজের তুল্য করে, অগ্রে জটা বান্ধি শিরে,
বৃক্ষছাল করি পরিধান।
আসা রাম দরশনে, আশা নিজে রবে বনে,
রামে রাজ্য করিয়া বিধান॥

হেরি সেই বেশ রাম, চক্ষে ধারা অবিরাম,
সুধাতুল্য বচনে সুধায়।
প্রাণের ভাই এ কিরে, দেখি যে প্রাণ বিদরে,
এ বেশ তোর কি শোভা পায়॥
বয়স অতি কিশোর, ভোগের সময় তোর,
রাজ্য ভোগ কর দিন কত।
অযোধ্যা ছাড়িয়া কেনে, আইলি ভীষণ বনে,
শুনি বল কিবা মনোগত॥
সঙ্গে এনেছ শত্রুঘ্নে, রাজ্যত আছে নির্ব্বিঘ্নে,
পিতার কুশল বল ভাই।
অযত্ন সম্ভব নয়, তবু জিজ্ঞাসিতে হয়,
সেবার ত্রুটিত কর নাই॥
সদা যিনি রত হিতে, সে বশিষ্ঠ পুরোহিতে,
করনিত কভু অসম্মান॥
কৌশল্যাদি জননীকে, রেখেছত ভাই সুখে,
তব কাছে সবাই সমান॥
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ গণে, রেখেছত বহুমানে,
গুরু জনে করত গৌরব।
কাল কি কাট অলসে, অথবা ইন্দ্রিয় বশে,
এ সব তোমাতে অসম্ভব॥
বিশ্বস্ত শূরের শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বদা তোমার ইষ্ট,
বাসনা করয়ে যেই জন।
ইন্দ্রিয় করেছে জয়, মন্ত্রী যোগ্য সেই হয়,
তারেইত করেছ বরণ॥
উচিত কহে যে জনা, সর্ব্বদা সুবিবেচনা,
সর্ব্ব কার্য্যে পারয়ে করিতে!
সুপণ্ডিত হিতাকাঙ্খী, এইরূপ লোক দেখি,
নিযুক্ত করেছ কিবা দৌত্যে॥
কুশল জিজ্ঞাসাচ্ছলে, এইরূপে সুকৌশলে,
নানা উপদেশ দেন রাম।
কান্দিয়া কহে ভরত, তব শোকে দশরথ,
ত্যজি প্রাণ গেলা স্বর্গধাম।
অযোধ্যা হয়েছে শূন্য, কেহ নাই তোমা ভিন্ন,
বসিবার যোগ্য সিংহাসনে।
করিয়াছি অভিলাষ, ত্যজ জটা চির বাস
অভিষিক্ত হও আজি বনে॥
চতুর্দ্দশ বর্ষ ধরি, আমি হয়ে ব্রহ্মচারী
পিতৃসত্য করিব পালন।
তুমি অতি দয়াময়, আমারে হ'য়ে সদয়
কর এই প্রার্থনা পূরণ॥
কৃপাদৃষ্টে দেখ চেয়ে, সমস্ত এসেছি লয়ে
যাহা কিছু চাই অভিষেকে।
বশিষ্ঠে এই কারণে, আনিয়াছি তপোবনে
এনেছি পাপিনী কৈকেয়ীকে॥
পুরবাসীগণ সবে, কান্দে হাহাকার রবে
দেখিতে বাসনা নবঘনে।
না মানিয়া নিবারণ, করিয়াছে আগমন
চেয়ে দেখ রাজিবলোচনে॥
তবে রামচন্দ্র কন, রাজ্যে নাই প্রয়োজন
অযোধ্যায় নাহি যাব আর।
ত্যজিলেন পিতা মোরে, কি সুখে রহিব ঘরে
অরণ্য হইল মোর সার॥
ভাগ্যহীন আমি অতি, পিতার অন্তিম গতি
প্রেতকৃত্য করিতে না পাই।
গঙ্গাজলে আজি তবে, তর্পণ করিব সবে
চল ভাই গঙ্গাতীরে যাই॥
লক্ষ্মণে কহেন পরে, আন ভাই ত্বরা করে
ইঙ্গুদির বীজ চূর্ণ করি।
ভক্ষণ করি যে ফল, এক্ষণে তাই সকল
দিব পিণ্ড মিলায়ে বদরি॥
সীতারে করিয়া আগে, ভরত পশ্চাৎ ভাগে,
রামচন্দ্র সবার পশ্চাতে।
উত্তরি গঙ্গার তীরে, পিতার তর্পণ করে,
পিণ্ড দিলা পিতৃ উদ্দেশেতে॥
শ্বশুরের অমঙ্গলে, ভাসি নয়নের জলে,
উচ্চৈঃস্বরে কান্দেন জানকী।
সে রোদন ধ্বনি শুনে, সবাই ব্যথিত মনে,
সকলের ঝরে দুটী আঁখি॥

যতনে সান্ত্বনা করি, সীতারে লইয়া ফিরি,
আইলেন আশ্রমে শ্রীরাম।
বসিলেন ভ্রাতৃসনে, ব্রহ্মা যথা দেবগণে,
বেষ্টিত হইয়া শোভা পান ॥

রাম ও ভরতের কথোপকথন ॥

শোকের উচ্ছ্বাসে সেই নিশা গত হয়।
প্রভাতে পূরবে হ'ল রবির উদয় ॥
সন্ধ্যাবন্দনাদি সারি তবে ভ্রাতৃগণ!
বসিলেন সবে তথা পাতি কুশাসন!
কৌশল্যা সুমিত্রা আর কৈকেয়ী বশিষ্ঠ ॥
রামের নিকটে হইলেন উপবিষ্ট।
সুমন্ত্রাদি মন্ত্রীগণ বসিলেন পাশে।
কি বলে ভরত রামে শুনিবার আশে ॥
সৈন্য সামন্তাদি সঙ্গে ছিল যতজন।
বসিলেন চারি দিকে করিয়া বেষ্টন ॥
তবে দশরথাত্মজ ভরত সুমতি।
বিনীত বচনে বলে রাঘবের প্রতি ॥
কৈকেয়ীরে রাজ্য পিতা করিয়া অর্পন।
সত্যে মুক্ত হয়ে কৈলা স্বর্গেতে গমন ॥
কৈকেয়ী করিল দান সে রাজ্য আমারে।
আমি পুন করিতেছি প্রদান তোমারে ॥
তোমা ভিন্ন এ বিপুল রাজ্য রাখে স্থির।
ধরণীতে আমি নাহি দেখি হেন বীর ॥
গমনে গর্দ্দভ অশ্ব তুল্য যদি হয়।
বায়সে গরুড়ে যদি ভেদ নাহি রয় ॥
তথাচ তোমার ভার না পারি বহিতে।
তুলনা না হয় মোর তোমার সহিতে।
ফল আশে করে লোক বৃক্ষের রোপন।
যদি সেই বৃক্ষে ফল না ফলে কখন ॥
নৈরাশ্যে তাহার মন হয় সন্তাপিত।
ভাবি দেখ অযোধ্যার দুশা সেই মত ॥
পরম যতনে পিতা তোমারে পালিল।
সর্ব্ব শাস্ত্রে বিধিমতে উপদেশ দিল ॥
রাজ্য করিবার যোগ্য হইয়া এখন।
যদি নাহি কর পিতৃ রাজ্যের পালন ॥
ফল আশে বঞ্চিত হইয়া সর্ব্বজন।
দিবা নিশি মনোদুখে করিবে রোদন ॥
কুক্ষণে কুবুদ্ধি মোর মাতার ঘটিল।
তোমা হেন ধনে তাই বনে পাঠাইল ॥
তুমি বনে থাক যদি নাহি যাব গৃহে।
কি কায আমার বল প্রাণ শূন্য দেহে ॥
রাম বলে কৈকেয়ীর দোষ দাও বৃথা।
বনবাস মোর ভাগ্যে লিখেছে বিধাতা ॥
ভাগ্য বশে ভুঞ্জে লোক করমের ফল।
উপলক্ষ্য জীবগণ জানিবে কেবল ॥
'আমি করিতেছি কার্য্য মূর্খে ভাবে ভাই
বিধি যা করান লোকে করে কিন্তু তাই ॥
অভিমানে মূঢ়জনে ভাবে মনে মনে।
ভাল মন্দ হিতাহিত সে সকলি জানে ॥
কিন্তু ভাবি দেখ ভাই সাধ্য কি তাহার।
বুঝিয়া উঠিবে অভিসন্ধি বিধাতার ॥
ভবিষ্যৎ গর্ভে কিবা অ ছয়ে নিহিত।
কোন বুদ্ধিমান পারে হইতে বিদিত ॥
লোকে ভাবিতেছে মোর এই বনবাস।
ঘটায়ে কৈকেয়ী বুঝি কৈল সর্ব্বনাশ ॥
তুমিও মোহের বশে ভাবিতেছ তাই।
ভাল মন্দ বুঝিবার সাধ্য তব নাই ॥
ঘরে ফিরে যাও দুখ নাহি ভাবি মনে।
পালন করহ রাজ্য পরম যতনে ॥
পিতৃ আজ্ঞা ধরি আসিয়াছি বনবাসে।
নিয়ম করিব গত মনের উল্লাসে ॥
রাজ্য ভোগ বনবাস আমার সমান।
উভয়ের মধ্যে কিছু নাহি দেখি আন ॥
অথবা মঙ্গল ময় মঙ্গল কারণে।
কৌশল করিয়া মোরে পাঠায়েছে বনে।
সাধিতে তাঁহার কার্য্য বাধা নাহি দিবে।
যতনে আপন সম্পাদ্য কার্য্য করিবে ॥

বিভাগ করিয়া পিতা গেলা স্বর্গলোকে।
আমারে অরণ্যবাস সাম্রাজ্য তোমাকে ॥
সে আজ্ঞা লঙ্ঘন করি হেন সাধ্য নাই।
অধর্ম্ম করিতে কেনে অনুরোধ ভাই ॥
দেব তুল্য জানি আমি পিতা দশরথে।
পালিব তাঁহার আজ্ঞা মোর সাধ্যমতে ॥
তুমিও পিতার আজ্ঞা করহ পালন।
অন্যথা ইহার নাহি কর কদাচন ॥
ভরত কহেন আর্য্য কহিলে উত্তম।
পিতার আসন্নকালে হ'ল বুদ্ধিভ্রম ॥
জ্যেষ্ঠ সত্বে কনিষ্ঠের রাজ্য অধিকার।
রঘুকুলে কখন কি হইয়াছে আর ॥
করয়ে অন্যায় যদি পিতা কদাচিৎ।
সংশোধন করা তাহা পুত্রের উচিত।
পতিত পিতাকে পুত্র করয়ে উদ্ধার।
হইল অপত্য নাম এই হেতু তার ॥
কৈকেয়ীর মায়া জালে ভুলিয়া রাজন।
করিয়া অন্যায় কার্য্য হয়েছে পতন ॥
উদ্ধার করহ তাঁরে লয়ে রাজ্য [illegible]।
নিজ গুনে নাশ কর কলঙ্ক তাঁহার।
ধর্ম্মে বদ্ধ আছি সাধ্য নাহিক আমার।
নহে কি এখন জিয়ে জননী আমার ॥
তাহার কলঙ্ক দূর কর মতিমান।
বিমাতা হলেও তিনি মাতার সমান ॥
মতামহ গৃহে ছিনু শত্রুঘ্ন সহিতে।
কিছুনাহি পারিলাম আগেতে জানিতে ॥
তথাচ ঘুষিবে মোর অযশ সংসারে।
গ্রহণ করিয়া রাজ্য রাখহ আমারে ॥
কেবল বয়সে জ্যেষ্ঠ নহ তুমি মোর।
জ্ঞানে তুমি পিতামহ ব্রহ্মার সোসর ॥
তব কাছে সুখ দুঃখ সকলি সমান।
জন্ম মৃত্যু অভেদ বলিয়া তব জ্ঞান ॥
সুখে নহ আনন্দিত দুঃখেতে কাতর।
বিকার বিহীন তব পবিত্র অন্তর ॥

কিন্তু আমি শোকের অধিন মূঢ়মতি।
ত্যজিতে শোকের হাত নাহিক শকতি ॥
আমার উদ্ধার হেতু হয়ে কৃপাবান।
সংসার আশ্রমে কিছুদিন থাক রাম ॥
সংসার আশ্রমে শাস্ত্রে শ্রেষ্ঠ বলি কয়।
থাকিলে সংসারে সর্ব্বধর্ম্ম লাভ হয় ॥
দেব ঋণ ঋষি ঋণ পিতৃ ঋণ শোধি।
তারপর হইবে হে সংসার বিরোধী ॥
একান্ত যদিহে সাধ হয়েছে অন্তরে।
অযোদ্ধার রাজ্যভার দিতে এ দাসেরে ॥
কিছুদিন নিজে রাজ্য করিয়া পালন।
শিখাইয়া দেহ মোরে ধরণ ধারণ ॥
নতুবা পালিতে রাজ্য কি সাধ্য আমার।
তোমারি সোণার রাজ্য হবে ছার খার ॥
এইরূপ যুক্তিযুক্ত বাক্যে বিধিমতে।
সাধিলা ভরত রামে অযোধ্যা যাইতে ॥
অটল অচল বৎ তবু দাশরথি।
সত্যের পালনে রহিলেন দৃঢ়মতি ॥

—:০:—

কৌশল্যার খেদ।

রাহুর পরশে সুমলিন যথা শশী।
শোকতাপে ততোধিক কৌশল্যা মহিষী ॥
জ্যোতিহীন আয়ত লোচনে সদা নীর।
অস্থি চর্ম্ম অবশিষ্ট সকল শরীর ॥
কান্দিয়া কহেন রামে ওরে বাপধন।
ঘরে ফিরে চল রাখ আমার বচন ॥
রাজার দুহিতা দশরথের ঘরণী।
ইন্দ্র তুল্য মহাবল রামের জননী।
আমার সমান কেবা ছিল এ জগতে।
এবে কি হইল দশা ভাবি দেখ চিতে ॥
যে অবধি এলি বাপ অযোধ্যা ছাড়িয়া।
দিন গত করি আমি কান্দিয়া কান্দিয়া ॥
নাহি রোচে অন্নজল উপবাস সার।
নড়িতে শকতি নাই দেহ লাগে ভার ॥

মনে করি না খাইয়া হইবে মরণ।
ঘৃণা করি নিকটে না আইসে শমন॥
এত দুঃখ সহি কি মানুষ থাকে বেঁচে।
না জানি কপালে আর কত কষ্ট আছে॥
শয়নে নাহিক নিদ্রা সারানিশি জাগি।
তোর চাঁদমুখ চিন্তা করে হতভাগী॥
দিবসে গবাক্ষ পাশে সদা বসে থাকি।
যে পথে আইলি বনে সেদিক নিরখি॥
কঠিন হৃদয় মোর পাষাণ সমান।
তাই এত দুঃখে নাহি হয় শতখান॥
তব কথা ধরি সেবা করিতে রাজায়।
কোনরূপে দিন কত ছিনু অযোধ্যায়॥
তিনিও ত্যজিয়া মোরে গেলা স্বর্গপুরে।
পতি পুত্র হারায়ে কেমনে রব ঘরে॥
একান্ত আমারে যদি করিবে নৈরাশ।
করিব তোমার সনে অরণ্যেতে বাস॥
অযোধ্যায় ফিরিয়া না যাব আমি আর।
জুড়াব জীবন হেরি বদন তোমার॥
আমা হ'তে তব পিতে সুখী শতগুণে।
বেশি দিন জ্বলিতে না হ'ল মনাগুণে॥
সহিতে নারিল শোক কোমল হৃদয়ে।
পাষাণী রহিল পড়ে আধমরা হয়ে॥
হা নাথ কোথায় গেলে ফেলিয়ে দাসীরে।
সঙ্গিনী কেন না কর চির সঙ্গিনীরে॥
সহেনা ব্যথিত প্রাণে পুত্রের উপেক্ষা।
সঙ্গে করি লহ নাথ পদে এই ভিক্ষা।
ওরে বাপধন মোর অন্ধের নয়ন।
কথা রাখ ফিরে চল অযোধ্যা ভবন॥
ঐ দেখ কৈকেয়ী কান্দিছে অধোমুখে।
সাধ্য নয় কথা কয় আছে মনোদুঃখে॥
প্রাণের ভরত তোর পড়িয়া চরণে।
কত রূপে কত সাধে কাতর বচনে॥
পুরুষ বলিতে কেহ অযোধ্যাতে নাই।
তোমারে লইতে তারা এসেছে সবাই॥

বশিষ্ঠ আচার্য্য তব গুরুর প্রধান।
তিনি কি বলেন তাহা কর প্রণিধান॥
যখন ধরেছ শিরে দীর্ঘ জটাজাল।
যখন করিলে বনে বাস কিছুকাল॥
তখন পিতার আজ্ঞা পালিতে কি বাকি।
মাতৃ আজ্ঞা পালি এবে কর মায়ে সুখী॥
নিতান্ত না রাখ বাক্য সাগরে পশিব।
গরল খাইয়া কিংবা পরাণ ত্যজিব॥
সদা যে আগুণ মোর অন্তরে জ্বলিছে।
শতগুণে সুশীতল চিতা তার কাছে॥
ইক্ষ্বাকু কুলের বধূ জনকনন্দিনী।
যাহারে দেখিতে নাহি পায় দিনমণি॥
রবির উত্তাপে মাতা এমনি মলিনা।
সেই সীতা বলি আর নাহি যায় চেনা॥
কোন্ প্রাণে রাখি বনে গৃহে ফিরে যাব।
কেমনে এ পোড়া মুখ লোকে দেখাইব॥
রাণীর বিলাপে মুগ্ধ সকলে অন্তরে।
ভাসিল সবার দেহ নয়নের নীরে॥
তবে রামচন্দ্র কন মায়ে প্রবোধিয়া।
জানকী দিলেন দুটি চক্ষু মুছাইয়া॥
রাম বলে উচিত কি এরূপ কহিতে।
ভাবিয়া বুঝহ মাগো আপনার চিতে॥
সত্য প্রিয় পিতা মোর ধার্ম্মিক প্রধান।
সত্য পালি লভিলেন অন্তে দিব্য স্থান॥
আমা হতে হয় যদি সেই সত্য নষ্ট।
জনক আমার হইবেন স্বর্গভ্রষ্ট॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া আমি আইলাম বন।
প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের ফল নরকে গমন॥
হেন কার্য্যে তব অনুরোধ যোগ্য নয়।
কর্ত্তব্য বুঝিয়া কর উচিত যে হয়॥
জগতে পূজিত ধর্ম্মবলে মোর পিতা।
তাহার মহিষী তুমি জগতে পূজিতা॥
দশরথ করিলেন যত যজ্ঞযাগ।
ধর্ম্মপত্নী তুমি তার পাইয়াছ ভাগ॥

কত ব্রত উপবাস করি আচরণ।
করিলে জীবনে বহু ধর্ম্ম উপার্জ্জন॥
ভুঞ্জিবে অক্ষয় স্বর্গ সেই পুণ্য ফলে।
শাস্ত্রের বচন মিথ্যা নহে কোন কালে॥
কিন্তু যদি সত্যচ্যুত করহ আমারে।
পুণ্যফল সব নষ্ট হবে একেবারে॥
বাৎসল্য মায়ায় ভুলে না কর এমন।
বৃথা শোক ত্যজি মাতা স্থির কর মন॥
চতুর্দ্দশ বর্ষ বড় বেশি দিন নয়।
তব আশার্ব্বাদে শীঘ্র হইবেক ক্ষয়॥
আসিব সত্বরে সত্য পালি ফিরে ঘরে।
আবার বঞ্চিব সুখে তোমার আদরে॥
মায়াময় সংসার অনিত্য সব হয়।
একমাত্র সত্য নিত্য জানহ নিশ্চয়॥
হেন সত্য ত্যজিতে না সম্ভবে আমারে।
অনুরোধ নাহি মোরে কর বারে বারে॥

ঋষিগণের ব্যবস্থা।

বশিষ্ঠ কহেন তবে শ্রীরামের প্রতি।
বড় তুষ্ট মোরা তব দেখিয়া সুমতি॥
ভরত কহিল যাহা নহে ফেলিবার।
ধর্ম্ম অনুগত হয় বচন তোমার॥
তোমারা অপত্য যার ধন্য সেই জন।
ধন্য রাজা দশরথ সার্থক জীবন॥
নশ্বর জগতে সত্য এক মাত্র গতি।
সে লভে পরম স্থান সত্যে যার মতি॥
কর যদি ভরতের প্রার্থনা পূরণ।
তাহাতে না হয় কিন্তু সত্যের লঙ্ঘন॥
এ জগতে পুরুষের গুরু তিনজন।
জনক জননী আর আচার্য্য ব্রাহ্মণ॥
এ তিনের মধ্যে পুন আচার্য্য প্রধান।
যাহার প্রসাদে নর লভে দিব্য জ্ঞান॥
আমি তব আচার্য্য আমার বাক্য ধর।
বেদবিধি অনুসারে যাহা বলি কর॥

এই সব প্রজা তব সেবক সমস্ত।
আর এই রাজগণ তব অধীনস্থ॥
তোমার কর্ত্তব্য কর পালন এ সবে।
কর্ত্তব্য পালনে কভু পাপ না অর্শিবে॥
আর দেখ ধর্ম্মশীলা কৌশল্যা জননী।
অতিশয় বৃদ্ধা বিশেষত শোকাকিনী॥
মাতৃ আজ্ঞা অবহেলা উচিত না হয়।
করিলে হইতে পারে পাপের সঞ্চয়॥
অনুজ ভরত ভিক্ষা যাচে তব পাশ।
তাহারে কেমনে বল করিবে নৈরাশ॥
অতএব পিতৃরাজ্য করিয়া গ্রহণ।
ধর্ম্ম অনুসারে কর প্রজার পালন॥
ইহাতে পিতার তব অগতি না হবে।
তোমাতেও কোন রূপে পাপ না স্পর্শিবে॥
এত বলি বশিষ্ঠ বসিলা কুশাসনে।
তবে রাম কহে পুন বিনীত বচনে॥
পিতা মাতা পুত্র প্রতি সদয় যেমন।
জগতে না দেখি আর কাহারে তেমন॥
দেবের দেবতা পিতা পুত্রের নিকটে।
স্বর্গ হ'তে উচ্চ পিতে শাস্ত্রে হেন রটে।
তিনি করিলেন মোর বনের বিধান।
কেমনে অন্যথা করি কহ মতিমান্।
তাঁর আজ্ঞা মিথ্যা করি কি সাধ্য আমার
করিলে নরকে নাহি পাইব নিস্তার॥
ঋষিগণ সিদ্ধগণ থাকি অলক্ষিতে।
ভরত রামের কথা ছিলেন শুনিতে॥
রামের এ দৃঢ় বাক্য করিয়া শ্রবণ।
সাধু সাধু বলিয়া উঠিল সিদ্ধগণ॥
আনন্দ অন্তরে রাম কহেন ভরতে।
বিলম্বনা কর ভাই অযোধ্যা যাইতে॥
পালন করহ রাজ্য ধর্ম্ম অনুসারে।
সত্য পালি যাবৎ না আসি আমি ঘরে॥
বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ কহিলা তখন।
না কর ভরত আর বৃথা আকিঞ্চন॥

রাম রহিলেন রাজা তুমি ন্যাস ধারী।
পাল রাজ্য যাবৎ না আসে রাম ফিরি॥
সত্য পালি রামচন্দ্র আসিবে যখন।
করিবে তাহার রাজ্য তারে সমর্পণ॥
এত শুনি ভরতের চক্ষে বহে নীর।
রামের পাদুকাদ্বয় করেন বাহির॥
স্বহস্তে পাদুকা পদে পরাইয়া দিল।
আপন মস্তকে পরে যতনে ধরিল॥
সবা বিদ্যমানে তবে কহেন ভরত।
শুন সবে কহি আমি করিয়া শপথ॥
রাজ্যের বাসনা কভু করি নাই মনে।
কভু নাহি জানিতাম রাম যাবে বনে॥
শত্রুঘ্নের সঙ্গে ছিনু মাতামহ গৃহে।
কৈকেয়ীর কার্য্য কিছু মোর জ্ঞাত নহে॥
চলিলাম গৃহে ফিরি রামের আজ্ঞায়।
তাঁহার পাদুকা রাজা রবে অযোধ্যায়॥
ধরি রাজচ্ছত্র আমি পাদুকা উপরি।
পালিব রামের রাজ্য হয়ে ন্যাস ধারী॥
যত দিন না ফিরিবে রাজীবলোচন।
জটা ভার রবে মোর শিরের ভূষণ॥
বসন ছাড়িয়া অঙ্গে পরি বৃক্ষছাল।
ফল মূল খাইয়া কাটিব আমি কাল॥
ভরতের প্রতিজ্ঞা শুনিয়া সব লোক।
ক্ষণেকে পাসরে রাম বিচ্ছেদের শোক॥
ধন্য রঘুকুল যাতে জনমে ভরত।
ধন্য ভরতের পিতা রাজা দশরথ॥
ধন্য হে ভরত তব সমতুল নাই।
বহু ভাগ্যফলে মিলে তোমা হেন ভাই॥
এই রূপে ভরতের যশ গায় লোকে।
শুনিয়া রামের মন উথলে পুলকে॥
প্রেমভরে আলিঙ্গন দিলা তারে রাম।
সসৈন্যে ভরত চলিলেন নিজ ধাম॥
পথে যেতে দেখা হ'ল ভরদ্বাজ সনে।
ভরত প্রণাম করে মুনির চরণে॥
যে কথা হইল রামসনে চিত্রকূটে।
কহিল ভরত সব মুনির নিকটে॥
রাবণ নিধন এবে জানিয়া নিশ্চয়।
ভরদ্বাজ হইলেন প্রফুল্ল হৃদয়॥
তারপরে গুহপুরে হ'তে উপনীত।
ভরতে পূজিল গুহ হয়ে আনন্দিত॥
একরাত্রি বঞ্চি তথা উঠিয়া প্রভাতে।
সসৈন্যে সকলে উত্তরিল অযোধ্যাতে॥
মাতৃগণে সযতনে রাখি রাজপুরে।
ভরত যাইতে নন্দিগ্রামে ইচ্ছা করে॥
মন্ত্রীগণে ডাকি কন ভরত তখন।
রাম শূন্য অযোধ্যায় নাহি বাসে মন॥
না ধরে পূর্ব্বের শোভা অযোধ্যা নগরী।
শ্মশান সদৃশ মনে জ্ঞান হয় হেরি॥
নন্দিগ্রামে থাকি রাজ্য করিব পালন।
সকলে সত্বরে তথা করহ গমন॥
এত বলি ভরত হইয়া ত্বরান্বিত।
শত্রুঘ্নের সহিত তথায় উপনীত॥
রামের পাদুকা রাখি রত্নসিংহাসনে।
রাজচ্ছত্র ধরি রত চামর ব্যজনে॥
সাক্ষাৎ রাজার তুল্য মানি পাদুকায়।
রাজকার্য্য পাদুকার অগ্রেতে জানায়॥
মহামূল্য যত কিছু পায় উপহার।
নিবেদন করি দেয় অগ্রে পাদুকার॥
ভরতের ভ্রাতৃপ্রেমে মোহিত হইয়া।
প্রজাগণ সদা তোষে নানা ধন দিয়া॥
মিত্র রাজগণ গুণে হয়ে বশীভূত।
ভরতে তুষিতে যত্ন করয়ে সতত॥
শত্রুগণ শুনি তার যশের প্রচার।
মোহিত হইয়া করে মিত্র ব্যবহার॥
এইরূপে ধর্ম্মবলে হয়ে বলীয়ান।
ভরত করেন নন্দিগ্রামে অধিষ্ঠান॥

চিত্রকূট ত্যাগ করিয়া রামের বনান্তরে গমন।

ভরত অযোধ্যা মুখে করিলে গমন।
ভীত চিত্ত আশ্রমের যত ঋষিগণ॥
চাহিয়া রামের দিকে গোপনে কি বলে।
বনান্তরে যেতে ইচ্ছা প্রকাশে সকলে॥
সন্দেহ করিয়া মনে এই ব্যবহারে।
রামচন্দ্র কহিলেন আশ্রম স্বামীরে॥
পূর্ব্বমত ঋষিগণ না সম্ভাষে মোরে।
সদা সবে আমা হ'তে থাকয়ে অন্তরে॥
আমা চাহি ইঙ্গিত করয়ে সবে মিলি।
পরস্পর গোপনে কি করে বলাবলি॥
সন্দেহ হইল মনে শুন ঋষিবর।
তব কাছে কোন কথা নহে অগোচর।
কোন অপরাধে অপরাধী ও চরণে।
কোন দোষে প্রতিকূল দেখি ঋষিগণে॥
বালক বুদ্ধিতে কিবা অনুজ লক্ষ্মণ।
করিল অন্যায় যাহে রুষ্ট ঋষিগণ॥
অথবা সীতার ত্রুটী হয়েছে সেবায়।
বিশেষ করিয়া প্রভু বলুন আমায়॥
ঋষি কন অকারণ চিন্তা মিছামিছি।
সীতার সেবায় মোরা বড় তুষ্ট আছি॥
রঘুকুলতিলক তোমরা দুটি ভাই।
সত্য বলি তোমাদের কোন দোষ নাই॥
ঋষিগণ যে কারণ সভয় অন্তর।
শুনহ করিব তাহা তোমার গোচর॥
অদূরে অরণ্য ঘোর রাক্ষসনিলয়।
প্রধান তাদের খর বড় দুরাশয়॥
তোমাদের আসাবধি নিশাচরগণে।
বড়ই দৌরাত্ম্য করিতেছে তপোবনে॥
যজ্ঞ নষ্ট করে কভু হোমাগ্নি নিবায়।
ঋষিরে খাইতে কভু খেদাড়িয়া যায়॥
বৃদ্ধ কিংবা অসতর্ক দেখিলে তখনি।
বধিয়া পরাণে গ্রাস করয়ে অমনি॥
ফল অন্বেষণে বনে নাহি যায় ঋষি।
অনেকে অনেক দিন থাকে উপবাসী॥
সকলে পাইয়া ভয় এই হেতু মনে।
করিতেছে পরামর্শ যাবে অন্য বনে॥
অশ্ব নামে এক ঋষি আছে অল্প দূরে।
আশ্রম তাহার পুষ্প ফলে শোভা করে॥
সেই বনে যাইতে করেছি স্থির মনে।
যদি ইচ্ছা হয় চল আমাদের সনে॥
এত শুনি মুনি পদে প্রণাম করিয়া।
আপন কুটিরে রাম গেলেন ফিরিয়া॥
পরদিন প্রভাতে আশ্রমবাসিগণ।
সবে মিলি ছাড়িয়া গেলেন সেই বন॥
লক্ষ্মণে কহেন তবে রঘুর নন্দন।
এখানে থাকিতে আর নাহি সরে মন॥
এই স্থানে মাতৃগণে করিলা রোদন।
স্থান দেখি হয় মনে সে সব স্মরণ॥
ভরতের হয় হস্তী ত্যজি মল মূত্র।
আশ্রমের ভূমি করিয়াছে অপবিত্র॥
অতএব চল ভাই যাই বনান্তরে।
সীতার আনন্দ হবে নব শোভা হেরে॥
এত বলি সবে মিলি তথা হৈতে চলে।
অত্রির আশ্রমে উত্তরিল কুতুহলে।
প্রণমি ঋষির পদে দেন পরিচয়॥
রামে হেরি পুলকিত অত্রির হৃদয়॥
পরম আদরে মুনি পূজা করি দোঁহে।
অমিয়া জিনিয়া বাক্যে জানকীরে কহে॥
অনসূয়া নামে পত্নী দেখ বৃদ্ধা অতি।
ভক্তিভাবে তারে তুমি করহ প্রণতি॥
তবে অনসূয়া প্রতি কন ঋষিরাজ।
মিলিল অতিথি শ্রেষ্ঠ আশ্রমেতে আজ॥
রাজর্ষি জনক মিথিলার অধিপতি।
তাহার নন্দিনী এই সীতা গুণবতী।

অযোধ্যার পতি দশরথ মতিমান্।
তাহার তনয় রাম সর্ব্বগুণ ধাম॥
পিতৃসত্য পালিতে আইল। রাম বনে॥
সঙ্গে করি পত্নী আর অনুজ লক্ষ্মণে॥
সীতার আতিথ্য ভার রহিল তোমাতে।
কর তুমি সৎকার তাঁহার বিধিমতে॥
এত শুনি অনসূয়া পরম হরিষে।
মধুর বচনে সীতা সতীরে সম্ভাষে।
নানা উপদেশ দেন কথায় কথায়।
অলঙ্কার উপহার দিলেন সীতায়॥
বস্ত্র মাল্য দিয়া পরে পরম আদরে।
কহিলেন আত্ম বিবরণ বর্ণিবারে॥
সীতা কন পিতা মোর অপুত্রক ছিল।
চষিতে যজ্ঞের ভূমি আমারে পাইল॥
সীতা নাম পিতা মোর আদরে রাখিলা।
কন্যার সদৃশ যত্নে পালন করিলা॥
ক্রমে বিবাহের কাল হইল যখন।
স্বয়ম্বর হেতু কৈল ধনুর্ভঙ্গ পণ॥
বিষম শিবের ধনু ছিল এক ঘরে।
বড় বড় বীরগণ নাড়িতে না পারে॥
সেই ধনু ভাঙ্গিতে আইল রাজগণ।
তুলিতে নারিল কেহ প্রকাণ্ড এমন॥
লজ্জাপেয়ে সবে ফিরিগেল নিজ ঘর।
বিবাহ কারণে পিতা চিন্তিত অন্তর॥
দিন দিন যত বাড়ে বয়স আমার।
চিন্তায় মলিন মুখ ততই মাতার॥
হেন কালে এক দিন বিশ্বামিত্র সনে।
উপনীত রামচন্দ্র মিথিলা ভবনে॥
সীতার ভাগ্যেতে বিধি হয়ে অনুকূল।
এত দিনে ফুটাইল বিবাহের ফুল।
পিতার পণের কথা শুনি গুণমণি।
চাহিলা দেখিতে সেই হর-ধনু খানি॥
জনক দিলেন আজ্ঞা যত বীরগণে।
সভামধ্যে আনে ধনু পাঁচ শত জনে॥
সেই ধনু তুলিয়া করিতে আস্ফালন।
কাঁপিল মিথিলাপুরী ভূকম্পে যেমন॥
টঙ্কার শুনিয়া শঙ্কা সবার অন্তরে।
অজ্ঞান হইয়া পড়ে ধরণী উপরে!
পুনঃপুন টঙ্কারিতে ধনু মধ্যখান।
বিপর্য্যয় শব্দে ভাঙ্গি হ'ল দুইখান॥
পিতা মাতা হইলেন আনন্দিত মন।
আমারে রামের করে করিয়া অর্পণ॥
তার পর যা হইল জান তাতো সব।
ভাগ্যদোষে বনবাসে আইলা রাঘব॥
সেবার কারণে সঙ্গে আইলাম তাঁর।
আশীর্ব্বাদ কর যেন সত্যে হন পার॥
এত শুনি অনসূয়া দেবী প্রেমভরে।
বার বার আলিঙ্গন করেন সীতারে॥
বহু আশীর্ব্বাদ করি মধুর বচনে।
কহিলেন সন্ধ্যা হ'ল আইস এক্ষণে॥
বড় সুখী হইলাম শুনি তব কথা।
আশীর্ব্বাদ করি সুখে থাকহ সর্ব্বথা॥
এত শুনি জানকী রামের পাশে যায়।
মাল্য বস্ত্র অলঙ্কার তাহারে দেখায়॥
প্রসন্না হইয়া অনসূয়া দিল দান।
বহু ভাগ্য বিনা যাহা কেহ নাহি পান॥
সেই রাত্রি সুখে বঞ্চিলেন তিনজনে।
পরম পবিত্র অত্রি মুনির আশ্রমে॥
উঠিয়া প্রভাতে রাম জানকী আনন্দে।
মহা ঋষি অত্রির চরণ যুগ বন্দে॥
বন্দি অনসূয়া পদে মাগিয়া বিদায়।
ঋষিগণ সঙ্গে যান অত্রির আজ্ঞায়॥
দেখাইয়া বনপথ বলে মুনিগণ॥
সাবধানে রহিবে তোমরা তিনজন॥
রাক্ষসের ভয় বড় আছে এই বনে।
সীতায় রাখিবে সদা পরম যতনে॥
এত শুনি প্রণাম করিয়া মুনিগণে।
ঘোর বনে প্রবেশ করিলা তিন জনে॥

আরণ্য কাণ্ড ।

—:০:—

বিরাধ রাক্ষস বধ।

জিনি নব জলধর, শ্যাম তনু মনোহর,
ভাস্কর সদৃশ তার জ্যোতি।
আকর্ণ নয়ন প্রভা, নীলোৎপল জিনি শোভা,
মুনি মনোলোভা সে মূরতি ॥
করীকর জিনি ভুজে, অরিন্দম ধনু সাজে,
মেঘবর্ণ খড়্গ খরসান।
পৃষ্ঠেতে লম্বিত ভাবে, অক্ষয় তূণীর শোভে,
শিরে জটা শঙ্কর সমান।
বক্ষ সুবিশাল অতি, চলেছেন মহামতি,
আগে আগে সীতাপতি রাম।
রূপে বন আলো করি, মধ্যে জানকী সুন্দরী,
পশ্চাতে লক্ষ্মণ গুণধাম
গৌরকান্তি গুণধর, হাতে লয়ে ধনুঃশর,
চলেছেন চারিদিকে চেয়ে।
এ ভীষণ ঘোর বনে, প্রায় অন্ধকার দিনে,
দেখি সীতা চলে ভয়ে ভয়ে ॥
এইরূপে কিছুক্ষণ, অতিক্রম করি বন,
অদূরে আশ্রম দেখে সবে।
ফুটিয়াছে নানা ফুল, চরিতেছে মৃগকুল,
গায় পাখীগণ মিষ্ট রবে।
যথা তথা কুশাসন, যজ্ঞ বেদি সুশোভন,
চির ঝোলে বৃক্ষের শাখায় ॥
স্নান করি ঋষিগণ, করে স্তব উচ্চারণ,
কোথাও বসিয়া সাম গায় ॥
অরুণ ভাস্কর ভাতি, মহর্ষিগণের জ্যোতি,
মূর্ত্তি দেখি ভয় হয় মনে।

বয়সের নাই শেষ, শুভ্র শ্মশ্রু শুভ্র কেশ,
তবু তেজ বিরাজে নয়নে ॥
রঘুকুল চূড়ামণি, সঙ্গে জনকনন্দিনী,
সুরতুল্য অনুজ লক্ষ্মণ।
আশ্রমে প্রবেশ করি, সসম্ভ্রমে কর যুড়ি,
ঋষিগণে করয়ে বন্দন ॥
দেখি শ্রীরাম লক্ষ্মণে, মুনিরা আশ্চর্য্যগণে।
ততোধিক হেরিয়া সীতায়।
পাদ্য অর্ঘ্য ফুল ফলে, সুশীতল গঙ্গা জলে,
তিনজনে তুষিলা পূজায় ॥
সেই রাত্রি বঞ্চি তথা, প্রভাতে করেন যাত্রা,
ঋষিগণে করিয়া বন্দন।
নিবিড় দণ্ডকারণ্যে, প্রবেশিলা তিনজনে,
ক্রমে করে দূরেতে গমন ॥
অকস্মাৎ ভয়াবহ, হেরিলা বিকট দেহ,
পথি মাঝে এক নিশাচর।
পর্ব্বতের তুল্যকায়, বদন গহ্বর প্রায়
চক্ষু দুটী বিষম কোটর।
মেঘের গর্জ্জন জিনি, করয়ে গভীর ধ্বনি,
নিশ্বাসে বহিল ঝড় বনে ॥
রামে বলে কেরে তোরা, আমায় বলহ ত্বরা,
আইলি হেতায় কি কারণে ॥
ভণ্ড যোগী বেশ দেখি, সঙ্গে নারী চন্দ্রমুখী.
ধরিয়াছ অস্ত্রশস্ত্র কত।
ছাড় ছল ত্যজ অস্ত্র, এতেক বলিয়া হস্ত,
বাড়াইয়া জানকীরে ধরে ॥

বসাইয়া নিজকোলে, রাক্ষস রাখবে বলে,
এনারী আমার যোগ্যা হয়।
বধিয়া তোদের প্রাণ, রুধির করিব পান,
শুনি সীতা ভয়েতে কাঁপয়॥
রাক্ষসের কথা শুনে, শ্রীরাম প্রমাদ গণে,
বারে বারে লক্ষ্মণে নেহারে।
সীতার বিপদে অতি, চঞ্চল হইল মতি,
কহিতে বচন নাহি সরে॥
বুঝিলাম এতদিনে, এ ঘোর দণ্ডক বনে,
প্রাণে বাঁচিবার আশা নাই।
কৈকেয়ী জননী বড়, দূরদর্শিতায় দড়,
বুঝিয়া বিধান কৈল তাই॥
রাজ্য গেল বনবাস, পিতার জীবন নাশ,
তাহাতে না পাই দুখ যত।
পরশিয়া জানকীরে, দুরাচার নিশাচরে,
মনস্তাপ দিল মোরে তত॥
বিনয়ে লক্ষ্মণ কন, এত খেদ কি কারণ,
কেবা আঁটে তব পরাক্রমে।
মারিয়া অমোঘ বাণ, বধ রাক্ষসের প্রাণ,
নাহি কর বিলম্ব এক্ষণে॥
এতেক বচন শুনি, শীঘ্র ধরি ধনু খানি,
রাক্ষসে মারয়ে দিব্য শর।
অব্যর্থ রামের বাণ, রুধিরে বহিল বাণ,
তবু হাসি কয় নিশাচর॥
রমণীর আশা ত্যজি, জীবন লইয়া আজি,
ত্বরা কর দূরে পলায়ন।
নতুবা আমার ঠাঁই, নিশ্চয় নিস্তার নাই,
উভয়ের বধিব জীবন॥
হয়েছি ব্রহ্মার বরে জয়ী বিশ্ব চরাচরে,
জীবের অবধ্য আমি ভবে।
রাম কন দুরাচার, নাহি কর অহংকার,
এখনি যমের বাড়ী যাবে॥
এতেক কহিয়া রাম, শমন সদৃশ বাণ,
যুড়িলেন বিপুল ধনুকে।
নক্ষত্রের বেগে শর, পড়িল হৃদয়োপর,
আঘাতে উঠিল রক্ত মুখে॥
যাতনায় নহে স্থির, সীতায় ত্যজিয়া বীর,
ছুটিল পসারি দুই বাহু।
বিকট চীৎকার করে, রামে যায় ধরিবারে,
চাঁদে ধরিবারে যেন রাহু॥
দুই কক্ষে দুই ভেয়ে, অনায়াসে তুলে লয়ে,
চলে নিশাচর শূন্য পথে।
দেখিয়া উড়িল প্রাণ, পতিরে করিতে ত্রাণ,
রাক্ষসে বিনয় করে সীতে॥
অযোধ্যার অধীশ্বর, দশরথ নৃপবর,
তাহার তনুজ দুইজন।
সর্ব্ব গুণে গুণধাম, নবজলধর রাম,
অনুজ তাহার শ্রীলক্ষ্মণ॥
প্রসন্ন হইয়া মোরে, ছাড়িয়া দেহ দোঁহারে,
তব পদে মাগি এই ভিক্ষা।
তিলেক ছাড়িয়া রামে, আমি বাঁচিবনা প্রাণে,
ধর্ম্ম চাহি কর মোরে রক্ষা॥
সে তার বচন শুনি, বিবাদিত রঘুমণি,
লক্ষ্মণে কহেন রোষ ভরে।
এস দুই ভাই মিলি, দুই হস্ত ভেঙ্গে ফেলি,
ধরায় পাড়িব নিশাচরে॥
এত বলি দুই জনে, দুই হস্ত ধরি টানে,
ত্রাহি ত্রাহি ডাকে দুরাশয়।
ভাঙ্গিল হাতের হাড়, রহিতে না পারে আর,
মহা শব্দে ধরাতে পড়য়॥
কাতরে রাক্ষস কয়, শুন বলি পরিচয়,
বিরাধ বলিয়া মোরে কয়।
গন্ধর্ব্ব তম্বুর নামে, ছিলাম কুবের ধামে,
তার শাপে এই দশা হয়॥
স্তবে তুষ্ট যক্ষপতি, করিলেন অনুমতি,
থাক গিয়া দণ্ডক অরণ্যে।
রাম আসিবেন যবে, অভিশাপ মুক্ত হবে
পাবে গতি সে পদ দর্শনে॥

আমি জ্ঞানহীন অতি, তোমারে চিনিতে শক্তি,
হইল না শুন দয়াময়॥
দিয়া পদরজ শিরে, উদ্ধার করহ মোরে,
আমি অতি হীন দুরাশয়॥
তবে রাম দয়াময়, অনুজের প্রতি কয়,
ব্রহ্মার বরেতে নিশাচর।
জীবের অবধ্য হয়, মারিতে উচিত নয়,
দাও ফেলি গর্ত্তের ভিতর॥
অগ্রজের আজ্ঞা পায়, কূপেতে ফেলিয়া তায়,
চাপাইলা মাটি বহুতর।
অবরুদ্ধ হ'ল শ্বাস, রাক্ষসের প্রাণ নাশ,
করি হৈলা প্রফুল্ল অন্তর॥

রামের শরভঙ্গের আশ্রমে গমন।

বিরাধে বধিয়া রাম হরষিত মন।
বদন প্রফুল্ল যথা কমল যেমন॥
জানকীরে সমাদরে করি আলিঙ্গন।
অনুজে মনুজবর কহেন তখন॥
নহে স্বাস্থ্যকর প্রিয়বর এই বন।
অধিকন্তু হিংস্র জন্তু ফেরে অনুক্ষণ॥
এখানে বিলম্ব করা বিধেয় না হয়।
বিরাধের কার্য্যে সীতা পাইয়াছে ভয়॥
সম্মুখেতে শরভঙ্গ ঋষির আবাস।
তথায় করিব সবে অদ্য রাত্রি বাস॥
এতেক মন্ত্রণা করি অনুজের সনে।
বনপথ বাহিয়া চলিলা তিনজনে॥
নিকটে যাইয়া আশ্রমের কতদূরে।
অপরূপ দৃশ্য এক নয়নেতে হেরে॥
নবোদিত রবি জিনি অঙ্গের বরণ।
হীরক খচিত শিরে কিরীট ভূষণ॥
পূর্ণ শশধর প্রভা জিনিয়া বদন।
অতি সমুজ্জ্বল মণিময় আভরণ॥
শিরে শুভ্র ছত্র অতিশয় নিরমল।
শ্রুতিমূলে শোভা করে মাণিক কুণ্ডল॥
পরম পুরুষ এক বিমান উপরে।
নাহি স্পর্শে ক্ষিতি স্থিতি শূন্যে ভর করে॥
উর্ব্বশী মেনকাহারে রূপের ছটায়।
নবীনা রমণী দুই চামর ঢুলায়॥
চারি দিকে ঘেরিয়া প্রহরী শত শত।
বয়স সমান দেহ সমান উন্নত॥
কৃষ্ণবর্ণ উজ্জ্বল রথের চারি হয়।
রথের আভায় আলোকিত দিকচয়॥
জলদবরণ রাম কহেন লক্ষণে।
ইন্দ্ররথ হবে এই বুঝায় লক্ষণে॥
শুনেছি যে রূপ পূর্ব্বে অশ্বের বর্ণন।
দেখিতেছি ঠিক সেই রূপ অশ্বগণ॥
উচিত না হয় যাওয়া আজ্ঞা না লইয়া।
ক্ষণেক তিষ্ঠহ আমি আসিব জানিয়া॥
এত বলি রাম চন্দ্র হন অগ্রসর।
দূর হৈতে দেখিলেন দেব পুরন্দর॥
সারথিরে আজ্ঞা দেন রথ চালাইতে।
ছুটিল পবনবেগে রথ স্বর্গপথে॥
তবে রাম সঙ্গে করি জানকী লক্ষণে।
উপনীত হইলেন মুনির আশ্রমে॥
মহর্ষিরে বন্দনা করিয়া কুতূহলে।
মুনিদত্ত কুশাসনে বসিলা সকলে॥
রাম কন কৌতূহল বড় মোর মনে।
বলুন কাহারে দেখিলাম তব সনে॥
মুনি কন ব্রহ্মলোকে লইতে আমায়।
এসেছিল দেবরাজ ব্রহ্মার আজ্ঞায়॥
তব আগমন জানি দর্শনের তরে।
এখনি বিদায় করি দিলাম ইন্দ্রেরে॥
ভাল হৈল এলে তুমি আশ্রমে আমার।
পবিত্র হইল স্থান পরশে তোমার॥
এত বলি ঋষিরাজ পূজিলা সকলে।
তাপসের সেব্য ফল মূল গঙ্গাজলে॥
রাম বলে এই তপোবনে করি বাস।
আমার মনেতে বড় আছে অভিলাষ॥

হেন স্থান নির্দ্দেশ করুন মহাশয়।
যেখানে মিলিবে সাধুসঙ্গ সুনিশ্চয়॥
মুনি কন আছে এক আশ্রম সুন্দর॥
ফল ফুলে সুশোভিত অতি মনোহর।
সুতীক্ষ্ণ নামেতে মহাযশা তপোধন।
তথায় করয়ে বাস লয়ে শিষ্যগণ॥
করহ বসতি তথা আনন্দ অন্তরে।
দয়া করি রহ হেথা মুহূর্ত্তেক তরে।
হইয়াছি বৃদ্ধ অতি জীর্ণ কলেবর।
বাসনা অন্তরে দেহ ত্যজিব সত্বর॥
এত বলি অগ্নি জ্বালি প্রবেশে তাহাতে।
ভস্ম রাশি হয় দেহ দেখিতে দেখিতে॥
ধরি কার্ত্তিকেয় তুল্য নব কলেবর
বাহির হইলা অগ্নি হৈতে মুনিবর॥
রামের সাক্ষাতে স্বর্গে করে আরোহণ।
দেখিয়া সকলে হয় বিস্ময়ে মগন॥

রামের সুতীক্ষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ।

শরভঙ্গ শরীর ত্যজিয়া গেলা স্বর্গে।
রামের নিকটে যোটে যত ঋষিবর্গে॥
পরম তপস্বী এই সব ঋষিগণ।
ব্রহ্মচিন্তা যোগে সদা থাকয়ে মগন॥
বহুকাল কেহ অনাহারে করে যোগ।
শুষ্ক পত্র মাত্র কেহ কেহ করে ভোগ॥
জীবন করিয়া পান জীবন ধারণ।
বাতাহার করি মাত্র থাকে বহুজন॥
উর্দ্ধপদে বহু যোগী করয়ে সাধনা।
পঞ্চতপা তারমধ্যে আছে কত জনা॥
তেজঃপুঞ্জ কলেবর যথা দিনমণি।
শরভঙ্গ অভাবে প্রমাদ সবে গণি॥
রামে কয় দয়াময় তুমি নরপতি।
পরম ধার্ম্মিক তুমি সদা শুদ্ধমতি॥
পরহিতে সদা রত আর সত্যপ্রিয়।
তব তুল্য জগতে নাহিক জিতেন্দ্রিয়॥
পরাক্রম তব তুল্য পৃথিবীতে নাই।
মোরা সবে এক ভিক্ষা মাগি তব ঠাঁই॥
দুরন্ত রাক্ষসগণ করে অত্যাচার।
তপোবনে আমাদের থাকা হ'ল ভার॥
তপস্যার বিঘ্ন তারা করে অনুক্ষণ।
ঋষিগণে ধরি ধরি করয়ে ভক্ষণ॥
প্রজার শরণ্য রাজা শাস্ত্রে হেন কয়।
এই হেতু লইলাম তোমার আশ্রয়॥
রাক্ষসের অত্যাচারে কর পরিত্রাণ।
এই ভিক্ষা আমা সবে কর তুমি দান॥
রাম কন এই জন্যে এত অনুনয়।
আমারে করিতে কেন হবে মহাশয়॥
ঋষিগণে রক্ষাকরা কর্ত্তব্য আমার।
নিশ্চয় রাক্ষসগণে করিব সংহার।
এত শুনি ঋষিগণ আনন্দিত মনে।
সুতীক্ষ্ণ আশ্রমে চলিলেন রামসনে॥
কিছু দূর গিয়া দেখে গিরি মনোহর।
নানা বৃক্ষ সমন্বিত উন্নত শেখর।
লতা পুষ্পে সুমধিক শোভা পায় দেহ।
বহিতেছে কলস্বনে নদীর প্রবাহ॥
উত্তরি নিকটে রাম দেখিলা বিস্ময়ে।
ঋষিবর উপবিষ্ট যোগাশ্রিত হ'য়ে॥
প্রণত হইয়া পদে দিলা পরিচয়।
মুনি কন যোগবলে জানি সমুদয়॥
জরার প্রভাবে দেহ হইয়াছে ভার।
এখানে থাকিতে মোর ইচ্ছা নাহি আর॥
কেবল তোমার সহ সাক্ষাৎ কারণ।
এত দিন করিয়াছি শরীর ধারণ॥
এত বলি ঋষিরাজ আনন্দিত মনে।
বিধিমতে পূজা করে শ্রীরাম লক্ষ্মণে॥
সেই নিশা তথায় বঞ্চিয়া তিন জন।
প্রভাতে ঋষিরে রাম করে নিবেদন॥
তোমার আতিথ্যে বড় সুখে গেল রাতি।
এখন বিদায় হব কর অনুমতি॥

মুনি কন সুপ্রসিদ্ধ এ দণ্ডক বন।
এখানে বসতি করে বহু ঋষিগণ"॥
প্রত্যেক আশ্রম হয় শোভার আধার।
দর্শন করিয়া ফিরে আসিবে আবার॥
ছায়া যথা কায়ার তেমনি তব সীতা।
অনুগত আজ্ঞাধীন সৌমিত্রেয় ভ্রাতা॥
ইঁহাদের সঙ্গে করি কর দরশন।
পরম পবিত্র এই সব তপোবন॥

অস্ত্র ত্যাগ জন্য সীতার অনুরোধ।

অনুজে লইয়া সঙ্গে, বাহির হইলা রঙ্গে,
অনঙ্গ-মোহন ঘনশ্যাম।
সীতা আনি দেন করে, তূরঙ্গ ধনুঃশরে,
আনন্দে গ্রহণ করে রাম॥
দেবরে তাহার পর, দিয়া তার ধনুঃশর,
দুই জনে দেন দুই অসি।
সাজে রাম বীর সাজে, সীতার মরমে বাজে,
মলিন হইল মুখশশী॥
কান্তে সম্বোধন করি, কহিছেন ধীরি ধীরি,
শুন নাথ মোর নিবেদন।
ত্যজি রাজ্য অযোধ্যার, ব্রহ্মচর্য্য করি সার,
বনবাস ধর্ম্মের কারণ॥
রাজভোগ আদি ত্যজি, হয়ে ফল মূল ভোজী,
কোনরূপে জীবন ধারণ॥
বসতি তাপস সনে, শান্তিময় তপোবনে,
অস্ত্র শস্ত্রে কোন্ প্রয়োজন।
জটা জুটে শোভে শির, পরিধান করি চীর,
এবে তুমি যোগী বনচারী।
যোগধর্ম্ম আচরণ, তব পক্ষে সুশোভন
উচিত কি হ'তে অস্ত্রধারী॥
শুনেছি তোমারি পাশ, ব্যসনে ধর্ম্মের নাশ,
বুদ্ধিনাশ বিপদ ঘটায়।
রৌদ্রভাব তবে কেনে, ধর নাথ অকারণে,
কি দোষী রাক্ষস তব পায়॥

বহু দিন আছ বনে, করে নাই ও চরণে,
কোন দোষ তাহারা তোমার।
তবে কেনে কহ নাথ, করিলে হে অকস্মাৎ,
রাক্ষসে বধিতে অঙ্গীকার॥
অস্ত্রের এ গুণ আছে, থাকয়ে যাহার কাছে,
তমোগুণ তার বৃদ্ধি করে।
অতএব প্রাণেশ্বর, ত্যাগ কর ধনুঃশর,
নাহি সাজে অস্ত্র যোগিকরে॥
পুরাণে শুনেছি আমি, পূর্ব্বে ছিল এক মুনি,
পরম তেজস্বী তপোধন।
তপস্যার বিঘ্ন আশে, দেবরাজ যোদ্ধবেশে,
খড়্গ হাতে কৈলা আগমন॥
মুনিপদে প্রণমিয়া, ন্যাসরূপে খড়্গ দিয়া,
যথাস্থানে গেলা সুরপতি।
ফুল ফল অন্বেষণে, আশ্রম ছাড়িয়া বনে,
যখন ঋষির হয় গতি॥
পাছে কেহ করে চুরি, এই ভয়ে হাতে করি,
খড়্গ লয়ে ভ্রমে ঋষিবর॥
অস্ত্রের স্বভাবক্রমে, মুনির পবিত্র মনে,
হিংসা আসি প্রবেশে সত্বর।
ক্রমে তম বৃদ্ধি হয়, তপস্যা হইল ক্ষয়,
ইন্দ্রের পূরিল মন আশ।
এখন সে মহামুনি, ব্যাধমধ্যে গণ্য তিনি
একেবারে ছাড়ি যোগাভ্যাস॥
সঙ্গের এমনি দোষ, কথায় কথায় রোষ,
রুদ্র মূর্ত্তি ধরিলেন মুনি।
শান্ত ভাব গেল দূরে, মৃগয়া করিয়া ফেরে,
হিংসায় পরম সুখ মানি॥
তুমি হে এখন আর, নহ রাজা অযোধ্যার
নহ নাথ ক্ষত্র ধর্ম্মাচারী।
তবে কেনে প্রাণেশ্বর, হাতে সদা ধনুঃশর,
ভাব কিছু বুঝিতে না পারি॥
রাম কন শুন প্রিয়ে, ঋষিরা রাক্ষসভয়ে,
সদা সশঙ্কিত এই বনে।

ক্ষত্রকুলে জনমিয়া, ভয়ার্ত্তজনে ত্যজিয়া,
যাই আমি বলহ কেমনে।
প্রতিজ্ঞা করেছি যবে, নিশ্চয় পালিতে হবে,
বিনাশিব দুষ্ট নিশাচরে।
সন্দেহ ত্যজহ সতি, অস্ত্রে করিবেনা ক্ষতি,
ক্ষত্রিয় কি অস্ত্র ত্যাগ করে॥
পতির আদরে সীতা, হইলেন হর্ষান্বিতা,
মনের আশঙ্কা গেল দূরে।
ঋষিগণ সঙ্গে মিলি, দেখিবারে বনস্থলী,
চলিলেন সকলে সত্বরে॥

রামের অগস্ত্যাশ্রমে গমন।

স্বভাবের রমণীয় শোভার ভাণ্ডার।
দেখিয়া হইল মন মোহিত সীতার॥
কোথায় তড়াগ স্বচ্ছ সলিলে শোভিছে।
শত শত শ্বেত রক্ত উৎপল ফুটেছে॥
সুগন্ধে মোহিত চারিদিক্ বনস্থলে।
মধু আশে মধুপ উড়িছে দলে দলে॥
যুথে যুথে মদমত্ত প্রকাণ্ড বারণ।
চরণে দলিয়া ভাঙ্গে কমলকানন॥
তীরে চরে নানা জাতি কুরঙ্গ সকল।
দীর্ঘশৃঙ্গ ভীমকায় মহিষের দল॥
বিচিত্র বিহঙ্গ বসি বৃক্ষের শাখায়।
সুস্বরে ঈশ্বরপ্রেমগীত সবে গায়॥
কোথায় বহিছে গিরিনদী ধীরি ধীরি।
স্বচ্ছ জলে মুখ দেখে স্বভাব সুন্দরী॥
নদীকূলে ফুলে ফলে ভরা তরুগণ।
কৃতজ্ঞ অন্তরে করে পুষ্প বরিষণ॥
কাল জলে ভেসে চলে কুলকুল রঙ্গে।
শোভিছে তারকা যেন আকাশের অঙ্গে॥
কোথায় তাপসাশ্রম পবিত্র দর্শন।
যেন মূর্ত্তিমতী শান্তিদেবী নিকেতন॥
উঠিছে যজ্ঞের ধূম গিরিচূড়া মত।
হবিগন্ধে তপোবন করি আমোদিত॥
সমস্বরে সাম গান শুনিতে সুন্দর।
ভক্তিরসে গলে যায় জীবের অন্তর॥
সাধ্য কার মানুষী বলিয়া বুঝিবারে।
তপোবনে তাপসীগণেরে চাক্ষ হেরে॥
আপনি তপস্যা যেন ধরিয়া মূরতি।
করেছেন আসি তপোবনেতে বসতি॥
এক দিন ভ্রমিতে ভ্রমিতে তপোবনে।
আশ্চর্য্য তড়াগ এক দেখিলা নয়নে॥
নাহি তথা লোকজন কিংবা লোকালয়।
তান লয় শুদ্ধগীত কিন্তু সদা হয়॥
জলের ভিতর হতে উঠিছে সুস্বর।
এমনি সুমিষ্ট মুগ্ধ করয়ে অন্তর॥
ধর্ম্মভৃৎ নামে এক ঋষি সঙ্গে ছিল।
আশ্চর্য্য হইয়া রাম তারে জিজ্ঞাসিল॥
কহ ঋষিবর এই হয় কোন স্থান।
জলের ভিতর কেবা করিতেছে গান॥
বড় কৌতুহল হইয়াছে মো সবার।
দয়া প্রকাশিয়া কহ বৃত্তান্ত ইহার॥
মুনি বলে মাণ্ডকর্ণি নামে মহাঋষি।
সৃজন করিলা তপোবলে এ সরসী॥
জল মাত্র পান করি সহস্র বৎসর।
করিল কঠোর তপ সেই মুনিবর॥
দুষ্কর তপস্যা দেখি ভয় পেয়ে মনে।
অপ্সরা পাঠায় ইন্দ্র মুনির সদনে॥
পরমা সুন্দরী পঞ্চ প্রধানা অপ্সরী।
ধরিয়া সুন্দর বেশ মুনি মনোহারী॥
হাব ভাব কটাক্ষে তাপস জ্ঞানহত।
তপ ত্যজি হইল তাদের অনুগত॥
তপোবলে অনঙ্গমোহন কলেবর।
যুবরূপ ধরিলেন সেই মুনিবর॥
লইয়া অপ্সরোগণে প্রবেশি সলিলে।
বিহার করেন মুনি থাকিয়া নিরলে॥
জলমধ্যে গায় সে অপ্সরা পঞ্চজনে।
সেই স্বর শুনা যায় অদ্যাপি এখানে॥

পঞ্চ অপ্সরার বাস তড়াগের জলে।
তাই পঞ্চাপ্সর নাম দিলেন সকলে॥
পাইলেন প্রীতি রাম শুনি বিবরণ।
ভ্রমণ করেন ক্রমে আনন্দিত মন॥
দণ্ডক অরণ্যে যত তপোবন ছিল।
একে একে দাশরথি সকলি দেখিল॥
কোথা বা বিশ্রাম করে মাসেক ধরিয়া।
কোথায় বছর কাটে সম্প্রীত পাইয়া॥
এইরূপে দশম বৎসর হয় গত।
পরে সুতীক্ষ্ণের কাছে আসি উপনীত॥
হরষিত ঋষিরাজ রাম দরশনে।
তুষিলেন সকলে সাদর সম্ভাষণে।
কিছু কাল সুখে তথা করিয়া বিশ্রাম।
মুনিরে জিজ্ঞাসা করে একদিন রাম॥
শুনিয়াছি এই বনে অগস্ত্যের বাস।
তাঁহাকে দেখিতে মনে হয় অভিলাষ॥
কোথায় আশ্রম তাঁর যাব কোন দিকে।
দয়া করি মুনিবর বলুন আমাকে॥
মুনি বলে ভাল হৈল কহিলে আপনি।
অগস্ত্য দর্শন তব শ্রেয়োমধ্যে গণি॥
দক্ষিণে যোজন চার হইবে অন্তর।
পাইবে আশ্রম এক অতি মনোহর॥
চারিদিকে পিপ্পলীর বন দৃষ্ট হয়।
মধ্যে সরোবর রাজহংসী খেলে তায়॥
ইধ্মবাহ নামে অগস্ত্যের সহোদর।
তাহার আশ্রম এই অতি মনোহর॥
এক রাত্রি তথায় বিশ্রাম করি রবে।
প্রভাতে দক্ষিণ মুখে পুন যাবে সবে।
ধরিয়া বনের পার্শ্ব করিবে গমন।
যোজন অন্তরে পাবে অগস্ত্য আশ্রম।
এত শুনি বন্দনা করিয়া মুনিবরে।
সীতার সহিত রাম চলিলা সত্বরে।
চলিলেন সুতীক্ষ্ণের উপদিষ্ট পথে।
কত বন উপবন দেখিতে দেখিতে॥
বারিদ-সন্নিভ কত ভূধরনিচয়।
দেখিলে অন্তরে হয় আনন্দ বিস্ময়॥
বহুদূর গিয়া দেখি পিপ্পলীর বন।
কহেন রাঘব হয়ে আনন্দিত মন॥
দেখ ভাই তপোবন-শোভা চমৎকার।
সারি সারি বৃক্ষে শোভে কুসুমসম্ভার॥
মনে হয় এ শোভা নয়নে নিরখিলে।
দিগঙ্গনা পরিয়াছে ফুলহার গলে।
নীলাম্বুদ-চুম্বিত শিখর সমকায়।
যজ্ঞীয় অগ্নির ধূমশিখা দেখা যায়॥
অগস্ত্য ভ্রাতার এই আশ্রম নিশ্চয়।
চল ভাই এই স্থানে লইব আশ্রয়॥
লোকহিতে রত এ অগস্ত্য মহামুনি।
করিলা অদ্ভুত কার্য্য শুনহ কাহিনী॥
বাতাপি নামেতে ছিল অসুর দুর্জ্জয়।
সুরনরে যার ডরে কম্পিত হৃদয়॥
ইল্বল তাহার ভ্রাতা ছিল একজন।
দুই ভেয়ে করিত শ্রাদ্ধের আয়োজন।
নিমন্ত্রিয়া আনিত যতেক বিপ্রগণে।
শ্রাদ্ধশেষে বসাইত সকলে ভোজনে॥
বাতাপি হইত মেষ মন্ত্রের প্রভাবে।
ইল্বল রন্ধন করি খেতে দিত সবে॥
ভোজনান্তে বিপ্রগণ হয়ে হৃষ্টমন।
করিত বিশ্রাম তথা বসিয়া যখন॥
ডাকিত ইল্বল এস বলি সহোদরে।
বাতাপি বাহির হৈত বিপ্রপেট চিরে॥
এইরূপে অনেক ব্রাহ্মণ হত হয়।
শুনিয়া ব্যথিত অতি অগস্ত্য হৃদয়॥
অসুরের শাস্তি হেতু চিন্তি মনে মনে।
অতিথি হইলা নিজে বাতাপি ভবনে॥
বাতাপি হইল মেষ দেখিতে সুন্দর।
বলিদান কৈল তায় ইল্বল সোদর।
যতনে রান্ধিয়া মাংস দিল মুনিবরে।
ভোজন করিল মুনি প্রফুল্ল অন্তরে॥

আচমন করি বৈসে অসুর ভবনে।
ইল্বল ডাকিল তবে অতি ঘনে ঘনে ॥
আইস বাতাপি হ'ল ভোজন সময়।
ত্বরা কর ভোজনে বিলম্ব নাহি সয় ॥
এইরূপে বাতাপিরে ডাকে বারে বারে।
তথাপি না আসে আজি বাতাপি বাহিরে ॥
ব্যাকুল হইয়া মনে ইল্বল দুর্জ্জন।
আঁখি ছল ছল চাহে মুনির বদন ॥
হাসিয়া অগস্ত্য বলে ওরে দুরাশয়।
জান না পাপের ফল ফলয়ে নিশ্চয় ॥
বাতাপিরে জীর্ণ আজি করিয়াছি আমি।
ডাকিলে তাহারে আর কোথা পাবে তুমি ॥
শুনিয়া ইল্বল দুষ্ট কাঁপে রোষভরে।
ধাইল অগস্ত্যে ইচ্ছা করি বধিবারে ॥
কিন্তু অগস্ত্যের কোপে কে বাঁচে কোথায়।
কোপাগ্নিতে দগ্ধ হয়ে পরাণ হারায় ॥
এইরূপে দুরন্ত অসুরে করি নাশ।
করিলেন তদবধি এইস্থানে বাস ॥
কথায় কথায় সবে, আশ্রমে আইলা।
সুখে সেই নিশা রাম তথায় বঞ্চিলা ॥
প্রভাতে ঋষির কাছে লইয়া বিদায়।
অগস্ত্য উদ্দেশে সবে দক্ষিণেতে যায় ॥
কিছু দূর গিয়া অগস্ত্যের তপোবন।
হেরিয়া সবার হয় বিমোহিত মন ॥
রাম কন দেখ ভাই প্রাণের লক্ষ্মণ।
শোভা হেরি সকলের জুড়ায় নয়ন ॥
বড়ই দুর্গম ছিল এই বনস্থল।
বাসযোগ্য অগস্ত্যের কৃপায় কেবল।
তার ভয়ে অসুর ছেড়েছে এই বন।
হিংসা দ্বেষ ত্যজিয়াছে নিশাচরগণ ॥
মূর্ত্তিমতী শান্তি যেন বিরাজে হেথায়।
খাদ্য খাদকেতে এবে একত্রে খেলায় ॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ মুনি সন্দর্শনে।
নিত্য নিত্য আসে ভাই এই তপোবনে ॥
নগরাজ বিন্ধ্য বৃদ্ধি করি নিজ কায়।
সূর্য্যের গমন রোধি ঘটাইল দায় ॥
অগস্ত্য আজ্ঞায় ক্ষান্ত হ'ল গিরিবর।
এমনি প্রতাপ ঋষি ব্রহ্মার দোসর ॥
বড় সুখপ্রদ হয় এই তপোবন।
নাহি পাপ লেশ হেথা অসত্য কথন ॥
প্রবঞ্চক শঠ হেথা স্থান নাহি পায়।
পূর্ণ শান্তি বিরাজিত মুনির কৃপায় ॥
এইরূপে নানা কথা বলিতে বলিতে।
উপনীত হন রাম আসি আশ্রমেতে ॥
মুনির চরণ বন্দিলেন তিন জনে।
অতিথি সৎকার মুনি করেন যতনে ॥
মধুর সম্ভাষে রামে তুষি মুনিবর।
ঋষি সেব্য ফলমূল দিলেন বিস্তর ॥
পূজায় হইয়া তুষ্ট ইক্ষাকুনন্দন।
আশ্রমে রজনী সুখে করেন যাপন।

রামের পঞ্চবটী বনে গমন।

সূর্য্য অগ্নি সম তেজ অগস্ত্য মহর্ষি।
দেখিলে হৃদয়ে ভক্তি ভয়ের সঞ্চার ॥
অমিয়া জিনিয়া বাক্যে রাঘবে সম্ভাষি।
কহিলেন ধর বাছা মোর উপহার ॥
বিচিত্র ধনুক এই সুবর্ণে মণ্ডিত।
বিশ্বকর্ম্মা নিজ হস্তে করিলা নির্ম্মাণ।
মহার্ঘ হীরকে করি সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত।
তব যোগ্য ধনু তুমি রথীর প্রধান ॥
সূর্য্যের সদৃশ জ্যোতিঃ লহ এই শর।
অব্যর্থ শরের শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা বিরচিত ॥
ইন্দ্রদত্ত লহ এই সায়ক সুন্দর।
তূণীর যুগল দিব্য শায়ক পূর্ণিত ॥
ঝলসে নয়ন যার রূপের ছটায় ॥
স্বর্ণময় কোষবদ্ধ অসি খরশাণ।

দেবরাজ ইন্দ্র পূর্ব্বে দিলেন আমায়।
আমি করিলাম আজি তোমারে প্রদান ॥
এই ধনু ধরি বিষ্ণু বধিয়া অসুরে।
নিঃশঙ্ক করিলা স্বর্গে যত দেবগণে।
এই সে বৈষ্ণব ধনু যেই জন ধরে।
নিশ্চয় লভিবে যুদ্ধে জয় সেই জনে ॥
পতিব্রতা সীতা আর অনুজ সহিতে।
আসিয়াছ হে রাঘব আমার আবাস।
বড় প্রীতি পাইলাম তোমার সাক্ষাতে ॥
মঙ্গল হউক তব করি অভিলাষ ॥
হউক মঙ্গল তব সুমিত্রানন্দন।
দেবতুল্য দেখিতেছি তব আচরণ।
তোমাতে সন্তোষ বড় হয়েছে আমার।
এ মহীমণ্ডলে নাই সমান তোমার ॥
বড়ই দুষ্কর কার্য্য করিলেন সীতে।
তোমার সহিত রাম আসিয়া কাননে ॥
তুলনা না হয় তার অন্য রমণীতে।
দেব মধ্যে অরুন্ধতী তুল্য তিনি গুণে ॥
চিরকাল নারীর স্বভাব এই জানি।
ভাগ্যহীনে ত্যজি অনুরক্তা ভাগ্যধরে।
চপলার চঞ্চলতা শিখয়ে রমণী।
শাণিত অস্ত্রের ধার তার কাছে হারে ॥
দ্রুততায় গরুড় অনিলে করে জয়।
রমণীরে বিশ্বাস না করে কোন জনে।
এ সবের কোন দোষ না দিখি সীতায়।
হেন রত্ন লাভ হয় বহুভাগ্যগুণে ॥
সীতাসহ অনুজে লইয়া তুমি রাম।
করিবে বসতি যথা অবনি মাঝারে।
হইবে সে স্থান অতি পূত পুণ্যধাম।
চিরদিন সুবিখ্যাত থাকিবে সংসারে ॥
কৃতাঞ্জলি পুটে তবে কাকুৎস্থ নন্দন।
করিলেন নিবেদন অগস্ত্য চরণে।
গুরু তুমি আমাসবাকার তপোধন।
তুষ্ট হইয়াছ আমাদের আচরণে।
বড় ভাগ্যোদয় আমি হইলাম ধন্য।
তব অনুগ্রহ লভে হেন ভাগ্য কার।
শিষ্যমধ্যে মোরে করিবেন সদা গণ্য।
রাঘবের এই ভিক্ষা চরণে তোমার ॥
আর এক ভিক্ষা আছে করি নিবেদন।
নির্দ্দেশ করুন হেন স্থান এই বনে।
সুখে যথা থাকিতে পারিব তিনজন।
ফল জল সুলভ হইবে সর্ব্বক্ষণে ॥
এত শুনি ক্ষণেক চিন্তিয়া মুনিবর।
অমিয়া বচনে কহিলেন রাম প্রতি।
আছে গোদাবরী তীরে স্থান মনোহর।
পঞ্চবটী নামে নহে দূরবর্ত্তী অতি ॥
উত্তরে যোজন দুয় এখান হইতে।
ফল ফলে তরুরাজী সদা নতশির।
মৃগ পক্ষী কত আছে কে পারে গণিতে।
নিরমল সুশীতল গোদাবরী নীর ॥
রচিয়া কুটীর তথা রহ তিন জনে।
শান্তিময় নির্জ্জন সে গোদাবরী তীরে।
শোভা দেখি সীতার আনন্দ হবে মনে।
সকলে থাকিবে তথা আনন্দ অন্তরে ॥
মুনির নিকটে শুনি সব বিবরণ।
ভক্তিভাবে বন্দি তার চরণ সরোজে।
পঞ্চবটী উদ্দেশেতে করেন গমন।
গৃধ্রাজ সনে দরশন পথ মাঝে ॥
ভীম পরাক্রমশালী পক্ষী মহাকায়।
নিশাচর জ্ঞানে রাম জিজ্ঞাসেন তারে।
কেবা তুমি কহ মোরে কেন বা হেথায়।
তোমারে দেখিয়া ভয় উপজে অন্তরে।
হাসি পক্ষীরাজ কহে মধুর বচনে।
তব পিতৃসখা বলি জানিবে আমায়।
নাহি কোন ভয় তব আমার কারণে।
আছি হেথা তোমা সনে দেখার আশায় ॥
পিতার বয়স্য জানি পরম আদরে।
বন্দিলেন পক্ষীবরে রাম রঘুবর।

বিনয়ে বলেন কহ কিবা নাম মোরে।
কোন কুলে জন্ম তব কার বংশধর॥
এত শুনি পক্ষীরাজ কহিল শ্রীরামে।
শুন পূর্ব্বে হ'ল যত প্রজাপতিগণ।
সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ কর্দ্দম হইল সেই নামে।
একে একে সকলের করিব কীর্ত্তন॥
বিকৃত তাহার পর শেষ সংশ্রয়।
বীর্য্যবান বহু পুত্র স্থাণু সে মরীচি।
অত্রি মহাবল ক্রতু পুলস্ত্য মহাশয়।
অঙ্গিরা প্রচেতা আর দক্ষ মহাস্থচী॥
পুলহ অরিষ্টনেমি আর বিবস্বান।
সকলের কনিষ্ঠ কশ্যপ মহাশয়।
ষষ্টি কন্যা জনমিল দক্ষ মতিমান॥
তাহাদের বলিতেছি পরিচয় ক্রমে।
অদিতি কালকা দনু ক্রোধবশা দিতি।
তাম্রা মনু অনলা প্রভৃতি অষ্ট জনে।
করিলেন বিবাহ সে কশ্যপ সুমতি।
তার মধ্যে অদিতি প্রসবে দেবগণে॥
দিতি প্রসবিলা মহাবল দৈত্যগণ।
দনুর গর্ভেতে অশ্বগ্রীব জনমিল।
নরক কালক নামে সন্তান রতন।
কালকা কশ্যপ পত্নী ক্রমে প্রসবিল।
তাম্রার গর্ভেতে পাঁচে কন্যা জনমিল।
ক্রৌঞ্চি ভাসী শ্যেনী ধৃতরাষ্ট্রী আর শুকী।
তার মধ্যে ক্রৌঞ্চিপুত্র উলুক হইল।
ধৃতরাষ্ট্রী প্রসবিলা হংস চক্রবাকী॥
ভাসী প্রসবিল ভাস শ্যেনগ্রধ্যে শ্যেনী।
নতা নামে কন্যা এক হইল শুকীর॥
নতার হইল কন্যা বিনতা ভামিনী।
দশ কন্যা হৈল ক্রোধবশা সুন্দরীর॥
মৃগী মৃগমন্দা হরী মাতঙ্গী শার্দ্দূলী।
শ্বেতা কদ্রু সুরভি সুরসা ভদ্রমদা।
মৃগীর অনেক পুত্র মৃগনাম বলি।
শ্বেত কৃষ্ণ ভল্লুক প্রসবে মৃগমন্দা॥
ভদ্রমদা প্রসবিল কন্যা ইরাবতী।
যাহার গর্ভেতে ঐরাবত জনমিল।
হরির সন্তান হৈল সিংহ পশুপতি।
তার পর হনুমান বানর হইল॥
শার্দ্দূলী প্রসবে ব্যাঘ্র মাতঙ্গী মাতঙ্গে।
দিগগজ সকলে প্রসবিল শ্বেতা ধনী।
দুই কন্যা সুরভি সে প্রসবিলা রঙ্গে॥
দ্বিতীয়া গন্ধর্ব্বী আর প্রথমা রোহিণী॥
রোহিণীর গর্ভে হৈল গোগণ সকল।
অশ্বগণে প্রসবিলা গন্ধর্ব্বী সুন্দরী।
সুরসার গর্ভে জনমিল নাগদল।
কদ্রু গর্ভে পন্নগ কুলের জন্ম ধরি॥
মনু নামে কশ্যপের পত্নী অন্যতর।
প্রসবিলা বৈশ্য শূদ্র ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ॥
অনলা প্রসবে বৃক্ষ পরম সুন্দর।
বিনতার দুই পুত্র গরুড় অরুণ॥
আমি জন্মিয়াছি এই অরুণ ঔরসে।
সম্পাতি আমার হয় জ্যেষ্ঠ সহোদর।
জটায়ু আমার নাম এ জগতে ঘোষে।
জননী আমার শ্যেনী শুন রঘুবর॥
তোমার সহায় হব ইচ্ছা করি মনে।
অনুজের সঙ্গে যবে যাবে মৃগয়ায়।
সতত সীতার কাছে থাকি তপোবনে।
যতনে করিব রক্ষা জানকী মাতায়॥
এত শুনি হরষিত ইক্ষ্বাকুনন্দন।
সঙ্গে লয়ে জটায়ুরে পরম আদরে।
চলিলেন চারিজনে প্রফুল্লিত মন।
পঞ্চবটী তপোবনে আসিয়া উত্তরে॥

পঞ্চবটীতে কুটীর নির্ম্মাণ।

—:**:—

সন্নিকটে সরোবর কমল নিবাস।
উড়িছে মধুপদল মধু করি আশ॥
তার কূলে নানা ফলে সাজায়ে মূরতি।
সুমন্দ অনিলে দোলে তরু নানা জাতি॥
বার মাস বসন্ত বিরাজে তপোবনে।
বহিছে মলয়ানিল সদাই সুস্বরে॥
চক্রবাক কলহংস পিক কারণ্ডব।
করে শ্রুতিসুখকর সুমধুর রব।
রসাল পনস আদি ফল অগণন।
মনোলোভা তরু শোভা করেছে বর্দ্ধন॥
নাতি দূরে গোদাবরী হয় প্রবাহিত।
সলিলের সচ্ছতায় জিনি মরকত॥
বিবিধ বরণ শৃঙ্গ অতি মনোহর।
মৃগগণে জল পানে হয় অগ্রসর॥
মেঘপ্রায় অতিকায় যুথপতি গণ।
দলে দলে অদূরে করিছে বিচরণ॥
অদূরে পর্ব্বতমালা মেঘে মিশিয়াছে।
পাদপে আপাদকটি সমাচ্ছন্ন আছে॥
শোভা দেখি বিমোহিত শ্রীরামের মন।
অনুজ লক্ষণে ডাকি কহিলা তখন॥
দেখিতেছি এই স্থান অতি মনোহর।
কুটীর নির্ম্মাণ ভাই করহ সত্বর॥
আজ্ঞামাত্রক্ষিপ্র হস্ত লক্ষ্মণ সুধীর।
পরম সুন্দর এক রচিলা কুটীর॥
দেখিয়া কুটীর প্রীতি পাইলেন মনে।
সুখে রাম তথা বাস করে সীতা সনে॥
ক্রমে ঋতু শরৎ হইল অবসান।
স্নান হেতু সবে গোদাবরী তীরে যান॥
স্নান করি আগে আগে আসে রঘুনাথ।
জনকনন্দিনী আর লক্ষ্মণের সাথ॥
লক্ষ্মণ কহিলা মৃদু মধুর বচনে।
তব প্রিয় হেমন্ত ঋতুর আগমনে॥
ধরেছে সুন্দর শোভা ধরণী কেমন।
নিরখিলে পরিতৃপ্ত মানস নয়ন।
নাহি আর দিনকর খরতর কর।
মধ্যাহ্নেও হয় পরশিতে সুখকর॥
কুজ্‌ঝটিকা সমাচ্ছন্ন সমস্ত আকাশ।
শশী নাহি করে পূর্ণ জ্যোতির বিকাশ॥
ভাল নাহি লাগে ছায়া সুশীতল জল।
রবির উত্তাপ অগ্নি সুখের কেবল॥
বাতাসে কাঁপায় বলবন্তেরও শরীর।
নিশিতে না হয় কেহ ঘরের বাহির॥
দিন দিন বৃদ্ধি পায় রাত্রি পরিমাণ।
ভোগের সময় পেয়ে সুখী ভাগ্যবান॥
পাকিয়া উঠিল শস্য শোভা চমৎকার।
ধরণী পরিল যেন গলে স্বর্ণ হার॥
চাষার আনন্দ মনে নাহি যায় রাখা।
ফুটিল বাহিরে তাই মুখ হাসি মাখা॥

দেবতা দুর্লভ দধি দুগ্ধ ক্ষীরসর।
এই কালে পরিপূর্ণ সকলের ঘর॥
অর্থ সমৃদ্ধির সীমা নাই জনপদে।
নাহিক বিষাদ লেশ মজিয়া আমোদে॥
সাধুগণ তুষিতে দেবতা পিতৃলোকে।
করেন নবান্ন এই কালে অতি সুখে॥
ধান যব গোধূমের ক্ষেত্রে পাখীগণ।
দলে দলে পড়ি শস্য করিছে ভক্ষণ॥
তপন দক্ষিণ দিক করয়ে আশ্রয়।
হিমালয় হইল প্রকৃত হিমালয়॥
তরুশোভা পুষ্প পত্র নাই তরুশিরে।
খসিয়া পড়েছে সব দুরন্ত শিশিরে॥
সরোবরে নাহি ফুটে সরোজ নিচয়।
হিমানীতে হইয়াছে তাহাদের ক্ষয়॥
শূন্যতরু দেখি পাখী তাহে নাহি বৈসে।
জলচর জলে আর নাহি যায় ত্রাসে॥
ঐ দেখ পিপাসিত হয়ে করী চয়।
সঙ্কোচ করিছে শুঁড় পরশিতে ভয়॥
হংস কারণ্ডব আদি জলচর পাখী।
তটে বসে সেবে রবিকর মুদে আঁখি॥
অরণ্যের নাহি আর পূর্ব্ব শোভালেশ।
দুরন্ত হেমন্ত সব করিয়াছে শেষ॥
প্রভাতে শ্যামল দূর্ব্বা দলের উপর।
শিশিরের বিন্দু শোভে অতি মনোহর॥
তরুণ অরুণ ভাতি পরশনে তায়।
নবঘনে ইন্দ্রধনু তুল্য শোভা পায়॥
এ হেন দুরন্ত হিমে ভরত আমার।
কত কষ্ট সহিতেছে সীমা নাই তার॥
নগরে থাকিয়া তবু অরণ্যনিবাসী।
তোমার লাগিয়া ভাই হয়েছে সন্ন্যাসী॥
ত্যজিয়া বিলাস ভোগ হবিষ্যান্ন করে।
এমন গুণের ভাই কে পায় সংসারে॥
পাপিনী কৈকেয়ী গর্ভে এমন রতন।
কেমনে হইল তাই ভাবি অনুক্ষণ॥
চণ্ডালী সমান দুষ্টা দয়া নাহি মনে।
বড় বাদ সাধিল তোমারে দিয়ে বনে॥
শুনিয়া মায়ের নিন্দা রামের বিষাদ।
লক্ষ্মণে কহেন ভাই ত্যজ নিন্দাবাদ॥
প্রশংস ভরতে তাহে সুখী মোর মন।
কৈকেয়ীর নিন্দা কেন কর অকারণ॥
বনবাস জানিবে আমার ভাগ্যফল।
নিমিত্তের ভাগী মাত্র জননী কেবল॥
এত শুনি লক্ষ্মণ লজ্জিত হয়ে মনে।
কুটীরে উত্তরে সবে সত্বর গমনে॥
ভগবান মহাদেব পার্ব্বতী সহিতে।
নন্দি সহ বৈসে যথা কৈলাস পর্ব্বতে॥
তেমতি শ্রীরাম লয়ে জানকী লক্ষ্মণে।
স্নান করি বসিলেন কুটীর অঙ্গনে॥

শূর্পণখার নাসাকর্ণচ্ছেদ।

নব দূর্ব্বাদল, জিনিয়া শ্যামল,
অথবা বৈদূর্য্য মণি।
নীল নবঘন, বরণ চিকণ,
কিসে বা সে সবে গণি॥
নীলোৎপল প্রভা, বটে মনোলোভা,
নয়ন মোহন রূপে।
তার কাছে ছার, যেবা একবার,
রামরূপে আঁখি সঁপে॥
সুনীল বিজলি, নবঘনে খেলি,
লাবণ্য লহরী ছোটে।
মকরন্দ আশে, মুখ-পদ্ম পাশে,
অলিকুল আসি জোটে॥
কমলে খঞ্জন, যুগল নয়ন,
কুলায় ভাবিয়া মনে।
প্রবেশিতে তায়, নাচি নাচি যায়,
শ্রবণ কুহর পানে॥
কুন্দ ফাটে দুখে, হাসি ভরা মুখে,
দেখিয়া দন্তের পাঁতি।

মুদে কুমুদিনী, শশী কলঙ্কিনী,
নিরখি তাহার জ্যোতি।
অধর রঞ্জিত, হয়ে প্রতিভাত,
বাড়ায় দন্তের শোভা।
যেন মুক্তাহারে, মাজিয়া সিন্দুরে,
দিয়াছে রকত প্রভা॥
করিকর জিনি, ভুজের বলনি,
আজানু লম্বিত তায়।
চম্পকের কলি, হাতের অঙ্গুলি,
নখে শশী শোভা পায়॥
বিশাল উরসে, দেখিয়া তরাসে,
শত্রুর কাঁপয়ে হিয়া।
কোটী হেরি হরি, রহে বাস করি,
গিরিগুহা মাঝে গিয়া॥
পুরুষ রতন, রমণী মোহন,
জানকী জীবন রাম।
লক্ষ্মীরূপা সীতা, বামে বিরাজিতা,
অরণ্যে গোলোকধাম॥
এমন সময়, উপনীত হয়,
শূর্পণখা নিশাচরী।
বিকট আকৃতি, তেমনি প্রকৃতি,
ভয়ানক লম্বোদরী॥
যেমন পাবক, জ্বলে ধক্ ধক্,
কোটর নয়ন দুটি!
ভয়ে ভীত মন, প্রকাশে যখন,
বদনে দশন পাটি॥
খর্ব্ব রুক্ষ কেশ, বিরল বিশেষ,
লোম শূন্য ভুরুদ্বয়।
নাসাগ্র উন্নত, ওষ্ঠ ঘর্ন এত,
সদাই উলটি রয়॥
অঙ্গার জিনিয়া; বর্ণ চিকণিয়া,
ললিত গাত্রের চর্ম্ম।
রক্ত মাংস আদি, খাগ্য নিরবধি,
রাক্ষস জাতির ধর্ম্ম॥

গায়ের দুর্গন্ধ, রোধে নাসারন্ধ্র,
নিকটে তিষ্ঠান তায়।
যবে অট্ট হাসে, মুখ হ'তে খসে,
পচা মাংস অনিবার।
দেখি নবঘনে, পীড়িল মদনে,
কর্কশ বচনে কয়।
তুমি কোন জন, রমণী রঞ্জন,
দেহ মোরে পরিচয়॥
সরল প্রকৃতি, রঘু কুল পতি,
মধুর বচনে বলে।
দশরথ নাম, সর্ব্ব গুণধাম,
ইন্দ্র তুল্য মহীতলে॥
তাহার তনয়, রাম নাম হয়,
অনুজ লক্ষ্মণ সনে।
জনক নন্দিনী, আমার রমণী,
সবে আইলাম বনে॥
এত শুনি হাসি, কহিল রাক্ষসী,
মোর শুন পরিচয়।
ইন্দ্র আদি দেবে, যারে নিত্য সেবে,
ব্রহ্মা যারে করে ভয়॥
যম যার ভয়ে, সশঙ্কিত হয়ে,
ত্যজিয়াছে নিদ্রাহার।
যারে সন্তোষিতে, শচী নিজ হাতে,
গাঁথে পারিজাত হার॥
কণকে রচিত, লঙ্কা নামে খ্যাত,
রাবণ রাজার পুরী।
দেবতা গন্ধর্ব্ব, যার দাপে খর্ব্ব,
আমি তার সহোদরী॥
নবীন বয়সে, কেন বনবাসে,
রহিবে বলহ শুনি।
বিধি দয়াবান, তোমাকে হে রাম,
ভাগ্য করি লহ মানি॥
হেরি তব তনু, দহিছে অতনু,
মনেতে করেছি আশ।

এ রূপ যৌবন, করি সমর্পণ,
রহিব তোমারি পাশ॥
ত্যজিয়া সীতারে, বরহ আমারে,
সব দুখ যাবে দূরে।
লঙ্কা অধিপতি, তার ভগ্নীপতি,
হেন ভাগ্য কেবা ধরে॥
সোণার সংসার, হইবে তোমার,
সোণার গৃহেতে বাস।
রত্ন সিংহাসনে, বসি মোর সনে,
সুখে রবে বার মাস॥
হইয়া চকর, মুখ সুধাকর,
সুধা পিবে দিবা রাতি।
রূপের সাগরে, খেলিবে সাঁতারে,
নব রসে নীতি নীতি॥
বলিয়া দাদায়, তোমার সেবায়,
দেব রাজে করি দাস।
পারিজাত হার, গলায় তোমার,
পরাইব মনে আশ॥
মনে হ'লে পরে, লয়ে পিঠে করে,
ভ্রমাইব ত্রিভুবন।
দেখিবে তিলেকে, পরম পুলকে,
কত বন উপবন।
কভু বা কাননে, পর্ব্বত গহনে,
যখন যেখানে মন।
রতি রতিপতি, যুবক যুবতী,
সুখে রব দুই জন॥
কি রূপ দেখিয়া, রয়েছ ভুলিয়া,
আমি তো বুঝিতে নারি।
গায়ের বরণ, উষার তপন,
কাঁচা সোণা মানে হারি॥
ক্ষীণ কোটি অতি, উদর তেমতি,
না জানি আছে কি নাই।
ছি ছি জানকীর, কুচ্ছিৎ শরীর,
ত্যজ তারে তুমি ভাই॥

আঁখি ভাসা ভাসা, খগ চঞ্চু নাসা,
গৃধিনী গঞ্জিত কাণ।
পাকা বিম্ব ফল, রকত কমল,
জিনিয়া ঠোঁট দু'খান॥
এ হেন কামিনী, লইয়া যামিনী,
কেমনে কাটাও রাম।
বিধির কৃপায়, পাইলে আমায়,
পূর্ণ তব মনস্কাম॥
রাম কয় হাসি, শুনলো রূপসি,
বিধাতা সাধিল বাদ।
ধর্ম্মপত্নী সীতে, পারিনা ত্যজিতে,
না পূরিল মনোসাধ॥
সতিনীর সনে, তুমি বা কেমনে,
করিবে সুখের আশ।
দেখ বরাননে, অনুজ লক্ষ্মণে,
ত্বরা যাও তার পাশ॥
প্রথম যৌবন, রমণী মোহন,
রূপে বড় আমা হ'তে।
নাই নারী সঙ্গে, প্রেমের তরঙ্গে,
ভাসিবে তাহার সাথে॥
তব রূপ হেরে, উঠিবে শিহরে,
মদনে পীড়িবে মন।
এ রূপ মাধুরী, নয়নে নেহারি,
স্থির রবে কোন জন॥
কামেতে উন্মত্তা, রহস্য কারিতা,
না বুঝিয়া নিশাচরী।
প্রেম অনুরাগে, লক্ষ্মণের আগে,
উপনীত ত্বরা করি॥
বলে ওহে সখা; আমি শূর্পণখা,
রাবণের ভগ্নী হই।
করি প্রেম আশা, এথা নেতে আশা
নিরাশা করনা ভাই॥
যৌবনের ভার, নাহি পারি আর,
বহিতে একেলা আমি।

করেছি মনন, করি সমর্পণ,
তোমারে করিব স্বামী॥
গেল দুখ দূরে, সুখের সাগরে,
ভাসিলে এখন হ'তে।
হইয়া বামন, পেলেছে লক্ষ্মণ,
আকাশের চাঁদ হাতে॥
হাসিয়া লক্ষ্মণ, কহেন তখন,
আমি অগ্রজের দাস।
দাসী হ'তে মনে, এত সাধ কেনে,
ত্যজ ধনী হেন আশ॥
রামের বনিতা. আছে বটে সীতা,
রূপ গুণ কিছু নাই।
বয়স বিস্তর, হয় নিরন্তর,
কলহ শুনিতে পাই॥
তোমারে বরিয়া, প্রধানা করিয়া,
রাখিবেন দয়াময়।
রামের মহিষী, হইবে রূপসী,
কহিলাম সুনিশ্চয়॥
এতেক শুনিয়া, বাহু প্রসারিয়া,
সীতার নিকটে যায়।
মিলিয়া বদন, সীতায় ভক্ষণ,
করিতে রাক্ষসী চায়।
দেখি ভয়ে সীতা, হইলা কম্পিতা,
কদলি যেমন ঝড়ে।
ব্যাকুলিত মন, ভাসিল বদন,
সরোজ নয়ন নীরে॥
দেখিয়া তাহায়, কোপে কাঁপে কায়,
রাঘব অনুজে কয়।
অনার্য্যের সনে, রস আলাপনে,
বিপরীত ফলোদয়।
দেখ জানকীরে, কাঁপে কলেবরে,
বদনে না সরে বাক।
যাও ত্বরা করে, অসির প্রহারে,
দুষ্টার কাটহ নাক॥

অনুমতি পায়, আর কোথা যায়,
পূর্ণ লক্ষ্মণের আশা।
দেখিতে দেখিতে, অসির আঘাতে,
কাটি ফেলে কর্ণ নাসা॥
রুধিরে শরীর, ভাসে রাক্ষসীর,
অস্থির জ্বালার চোটে।
চীৎকার করিয়া, সবেগে ধাইয়া;
বন পানে যায় ছুটে॥

দূষণ ও খরের রণে পতন।

জনস্থানে হৃষ্টমনে খর নিশাচর।
ভীষণ দূষণ হেমমালী ভয়ঙ্কর॥
দুর্জ্জয় অমাত্য চয় শত শত জনে।
বিরাজে বেষ্টিত হয়ে রত্ন সিংহাসনে॥
হেন কালে শূর্পণখা রক্ত মাখা গায়।
নাশা কর্ণ ছিন্ন গিয়া সম্মুখে দাঁড়ায়॥
মেঘের গর্জ্জন জিনি রোদনের রব।
করিতেছে প্রতিধ্বনি বনভূমি সব॥
হের নাসা কি দুর্দ্দশা করিল আমার।
হেন অপমানে প্রাণে বাঁচে ইচ্ছা কার॥
জনস্থানে ঘুচিল তোমার অধিকার।
মানুষে অনাসে করে হেন অত্যাচার॥
নিশাচরে যে নরে আহার মধ্যে গণে।
সেই নরে করে হেন তোমা বিদ্যমানে॥
আগে যদি জানিত তোমারে লঙ্কেশ্বর।
কাপুরুষ ভীরু পরাক্রম হীন নর॥
তবে কি তোমারে পাঠাইত জনস্থানে।
লঙ্কাতে এতেক মহাবীর বিদ্যমানে॥
ত্যজ ধনুঃশর ত্যজ বীরগর্ব্ব খর।
গলায় কলসী বান্ধি প্রবেশ সাগর॥
গেছে কাটা নাক গোটা আর দুটি কাণ॥
গালি পাড়ে খরে যত জ্বলে তার প্রাণ॥
শুনি সভা মধ্যে ভগিনীর কটু বাণী।
জ্বলিয়া উঠিল খর যেমন আগুনি॥

কহিতে লাগিল তবে শূর্পণখা প্রতি।
মিছা মোরে দোষ কেন দাও গুণবতী॥
কোথা যাও কোথা থাক জানিব কেমনে।
এ হেন দুর্দ্দশা কেন করে কোন জনে॥
যা হবার হইয়াছে চারা নাহি তার।
এখন দেখিবে ভগ্নি প্রতাপ আমার॥
ইন্দ্র যম বরুণ ব্রহ্মাদি যদি হয়।
মোর শরে যমঘরে যাইবে নিশ্চয়॥
বিষ্ণু যদি আসে রণে সুদর্শন ধরি।
নিশ্চয় তাহারে পাঠাইব যমপুরী॥
কে করিল হেন কার্য্য কার এত প্রাণ।
সিংহের কেশর ধরি কেবা দিল টান॥
উন্মত্ত হইল কেবা মৃত্যু না ভাবিয়া।
কালকুট পান কৈল অঞ্জলি ভরিয়া॥
হস্ত পদে বান্ধি রজ্জু কোন মূঢ় জন।
অকূল পয়োধিনীরে করে সন্তরণ॥
তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গে উঠি কেমন উন্মাদ।
লম্ফ দিয়া পড়ে ভূমে না গণি প্রমাদ॥
প্রকাশিয়া কহ ভগ্নি কোথা কোন জন।
তোমার নাসিকা কর্ণ করিল ছেদন॥
তবে শূর্পণখা কথঞ্চিৎ হয়ে স্থির।
কহিতে লাগিল কথা জলদ গভীর॥
দশরথ নামে ছিল রাজা অযোধ্যাতে।
তার পুত্র রাম আর লক্ষ্মণ নামেতে॥
ভাই রাজ্য কাড়ি লয়ে দিল খেদাইয়া।
আইল অরণ্য বাসে সীতারে লইয়া॥
পঞ্চবটী বনে করি কুটির নির্ম্মাণ।
তিন জনে তথায় করেছে অধিষ্ঠান॥
কনিষ্ঠ লক্ষ্মণ তার রামের আজ্ঞায়।
বিনা দোষে হেন দশা করিল আমায়॥
রামের আকারে আছে বীরত্ব লক্ষণ।
তুল্য বীর হয় তার অনুজ লক্ষ্মণ॥
রামের রমণী এক সীতা নাম ধরে।
কার সাধ্য স্থির থাকে দেখিয়া তাহারে॥
অসহ্য যাতনা ভাই হয় কাটা ঘায়ে।
লইব ইহার শোধ তার রক্ত পিয়ে॥
এত শুনি কহে খর কোন বড় কথা।
এখনি তোমারে মিলাইব আনি সীতা॥
রাম লক্ষ্মণের প্রাণ বধিয়া সমরে।
রক্তপান হেতু আনি দিবগো তোমারে॥
এইরূপে তুষিয়া ভগ্নীর মন খর।
বাছিয়া ডাকিল চৌদ্দ জন নিশাচর॥
পর্ব্বত প্রমাণ দেহ বিকট আকার।
শেল শূল ধনুর্ব্বাণ হাতে সবাকার॥
খরের আগেতে আসি দাঁড়াইল সবে।
আজ্ঞা দিলা রাবণ অনুজ খর তবে॥
যাও নিশাচরগণ পঞ্চবটী বনে।
সমরে করিবে বধ নর দুই জনে॥
বান্ধিয়া কুটীর তাপসের বেশ ধরি।
বৈসে জনস্থানে সঙ্গে লইয়া সুন্দরী।
রাম লক্ষ্মণের প্রাণ করিয়া সংহার।
সীতায় লইয়া এস নিকটে আমার॥
এত শুনি ধাইয়া চলিল বীরগণ।
আগে আগে শূর্পণখা করয়ে গমন॥
দূরে থাকি রাঘব দেখিয়া নিশাচরে।
অনুজে কহেন রক্ষা করহ সীতারে॥
যুদ্ধ সাজে আসিতেছে নিশাচর গণ।
জানকীরে রাখ দূরে দেখিয়া নির্জ্জন॥
সাবধানে ধনুঃশর ধরিয়া রহিবে॥
কদাচ সীতার সঙ্গ কভু না ছাড়িবে॥
এত শুনি লক্ষ্মণ লইয়া জানকীরে।
রহিলেন কিছু দূরে পর্ব্বত উপরে॥
গুহা মাঝে জানকীরে যতনে রাখিয়া।
গুহামুখে রহিলেন ধনুক ধরিয়া॥
এখানে রাঘব রবি দিব্য ধনুঃশর।
রাক্ষসের দিকে হইলেন অগ্রসর॥
রামে দেখি ক্রোধ ভরে নিশাচরগণ।
মার মার শব্দে করে বাণ বরিষণ॥

হাসিয়া টংকারি ধনু রাম রঘুবর।
এক এক রাক্ষসে মারেন এক শর॥
অব্যর্থ রামের বাণ লাগে যার বুকে।
ধরায় লোটায় সেই রক্ত উঠে মুখে॥
মুহূর্ত্তেকে বিকট রাক্ষস চোদ্দ জন।
সমরে পড়িয়া গেল শমনভবন॥
রামের সমরশিক্ষা দেখি শূর্পণখা।
ভয়ে উর্দ্ধশ্বাসে পলাইয়া গেল একা॥
আছাড় খাইয়া পড়ে খরের সম্মুখে।
কহিতে যুদ্ধের কথা বাক্য নাই মুখে॥
কতক্ষণে আশ্বাসিতে হয়ে নিশাচরী।
যুদ্ধের সম্বাদ খরে কহে হাঁপ ছাড়ি॥
যে করিল রাম নাহি পারয়ে মানুষে।
মুহূর্ত্তে মারিল একা সকল রাক্ষসে॥
শুনিয়া এতেক বাণী খর রাগে জ্বলে।
ডাক দিয়া সেনাপতি দূষণেরে বলে॥
সাজ শীঘ্র সমরে লইয়া সৈন্যগণ।
রামে বধিবারে ত্বরা করহ গমন॥
সামান্য মানুষ হয়ে এত বল ধরে।
চৌদ্দজন নিশাচরে বধিল সমরে॥
শত শত রথি সঙ্গে লহ সাবধানে।
পদাতি বাছিয়া লহ বহু পরিমাণে॥
শেল শূল শক্তি আর মুষল মুদ্গর।
গদা অসি পট্টিশ তোমর ভয়ঙ্কর॥
চর্ম্ম বর্ম্ম বাছিয়া তুলহ সব রথে।
সাবধানে কর যুদ্ধ রাঘবের সাথে॥
এত যদি কহিলেক খর নিশাচর।
হাসিয়া দূষণ তারে করয়ে উত্তর॥
মানুষের সহ যুদ্ধ কত বড় কথা।
তার লাগি এত আড়ম্বর কেন বৃথা॥
বসিয়া দেখহ তুমি মোর বাণশিক্ষা।
এখনি বধিব রামে কেবা করে রক্ষা॥
অচিরে লক্ষ্মণে দিব শমনভবন।
সীতায় আনিয়া দিব তোমার সদন॥

এত বলি বীরদর্পে সাজে নিশাচর।
গিরিচূড়া হেন তার দেখি কলেবর॥
অভেদ্য কবচে অঙ্গ আচ্ছাদন করি।
উঠিল দূষণ বীর রথের উপরি॥
সুবর্ণে মণ্ডিত ধনু বজ্রসম শর।
সহস্র সহস্র লয় মুষল মুদ্গর॥
শত শত রথি আর অগণ্য পদাতি।
সাজিল রাক্ষস সৈন্য কাঁপাইয়া ক্ষিতি॥
সৈন্য পদধূলি উড়ি ছাইল গগণ।
দিবসে আন্ধার ঢাকে রবির কিরণ॥
আগে আগে শূর্পণখা চলিল ধাইয়া।
সৈন্যগণে কুটিরের পথ দেখাইয়া॥
এখানে শ্রীরামচন্দ্র কোলাহল শুনি।
সমরে সাজেন যথা স্বর্গে বজ্রপাণি॥
ঋষিদত্ত বিচিত্র ধনুকে দিলা গুণ।
আঁটিয়া বান্ধেন পৃষ্ঠে দিব্য দুই তূণ॥
অক্ষয় কবচে করি অঙ্গ আচ্ছাদন।
ইন্দ্রদত্ত অসি করে কোটীতে ধারণ॥
ধনু ধরি ঘন ঘন দিলেন টঙ্কার।
শুনিয়া রাক্ষসসৈন্যে ভয়ের সঞ্চার॥
মলিন বদনে চায় এ উহার পানে।
বাম অঙ্গ সকলের কাঁপিল সঘনে॥
হাতের ধনুক খসি পড়ে অকস্মাৎ।
পদে পদে পদাতির লাগয়ে আঘাত॥
অশ্বগণ হোঁচট খাইয়া পড়ে ভূমে।
কষাঘাতে উঠিতে না চাহে কোন ক্রমে॥
শকুন উড়িয়া বৈসে রথের ধ্বজায়।
শিবাগণ অসময়ে অমঙ্গল গায়॥
গগণে উদিয়া মেঘ ধূসর বরণ।
সৈন্য মধ্যে করে রক্তমাংস বরিষণ॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ সিদ্ধ মুনি ঋষি।
দেখিতে রামের যুদ্ধ শূন্যে মেলে আসি॥
সৈন্যগণে ভয়যুক্ত দেখিয়া দূষণ।
হাসিয়া সকলে কয় করি সম্ভাষণ॥

বলবানে গণ্য যথা করে না দুর্ব্বলে।
সেইরূপ আমি নাহি গণি এ সকলে॥
অমঙ্গল চিহ্ন দেখি নাহি কর ভয়।
যুদ্ধে রাক্ষসের কভু নাহি পরাজয়॥
এত বলি সারথিরে দিলা অনুমতি।
রামের সম্মুখে রথ রাখ শীঘ্রগতি॥
আজ্ঞা পেয়ে রথ লয়ে চলিল সারথি।
সসৈন্যে রাঘবে তবে চৌদিকে বেড়িল॥
রাম বলে নিশাচর দুর্ম্মতি ত্যজিয়া।
যাবৎ জীবন আছে যাহ পলাইয়া॥
পিতৃসত্য পালিতে বসতি তপোবনে।
কাহারে না বলি কিছু ভাই দুইজনে॥
অকারণে বিবাদ করিয়া কেনে মর।
পলাইয়া রাখ প্রাণ মোর বাক্য ধর॥
এত শুনি রুষিল রাক্ষস জন কত।
বরিষণ করে বাণ শিলাবৃষ্টি মত॥
দেখিয়া শ্রীরাম দিলা ধনুকে টঙ্কার।
শরজালে করিল নিবিড় অন্ধকার॥
রাক্ষসের শর বাণ কাটা গেল শরে।
তাহা দেখি রথিগণ কুপিল অন্তরে॥
একেবারে সাত্ত জন বড় বড় রথি।
বেড়িয়া রাঘবে মারে অস্ত্র নানাজাতি॥
একেশ্বর রাম কিন্তু করিয়া সন্ধান।
রাক্ষসের বাণ সব করে খান খান॥
দশ দশ অস্ত্র পরে মারিয়া সকলে।
সাতজন রথিরে পাড়িলা ভূমিতলে॥
পদাতি পড়িল কত গণা নাহি যায়।
রাক্ষসের রক্তে স্রোত বহিল ধরায়॥
অনেকে পাইয়া ভয় পলাইতে চায়।
দূষণ আশ্বাস দিয়া সকলে ফিরায়॥
সৈন্যভঙ্গে বীরবর অতি ক্রোধ মনে।
রামের বিক্রমেতে গেল ভীম পরাক্রম॥
বাছিয়া মারয়ে শর বিষধর সম।
ভেদিয়া রামের বর্ম্ম বিন্ধিল মরম॥

দূষণে প্রশংসা রাম করি মনে মনে।
কাটিলেন নিজ অস্ত্রে রাক্ষসের বাণে॥
শেল শূল মুষল দূষণ মারে যত।
রামের বাণেতে সব হয় প্রতিহত॥
কুপিয়া কমল আঁখি ছাড়ি একবাণ।
দূষণের ধনু কাটি করে খান খান॥
অন্য ধনু দূষণ ধরিল ত্বরান্বিতে।
সেই ধনু কাটে রাম গুণ নাহি দিতে॥
রথিগণ দূষণের দেখিয়া দুর্গতি।
রামে পুন বেড়িল আসিয়া শীঘ্রগতি॥
একেবারে বহু রথি মারে নানা বাণ।
ধন্য শিক্ষা রাম শরে সব খান খান॥
রাক্ষসের বাণ ব্যর্থ করি ধনুর্দ্ধর।
নিজ বাণে সবাকার বিন্ধে কলেবর॥
কারু হস্ত কারু পদ কাটা গেল শরে।
এমনি দুরন্ত তবু যুদ্ধ নাহি ছাড়ে॥
তবে রামচন্দ্র করিলেন সুসন্ধান।
এক এক জনে মারে দিব্য এক বাণ॥
সেই শরে হৃদয় ভেদিল সবাকার।
রাক্ষস সৈন্যেতে পড়ি গেল হাহাকার॥
সময় বুঝিয়া রাম নাশে সৈন্যগণে।
সমস্ত হইল হত রাঘবের বাণে॥
সৈন্যের বিনাশে বীর হয়ে মর্ম্মাহত।
রামে জয় করিতে চিন্তয়ে নানামত॥
হুহুঙ্কার ছাড়ে দুষ্ট দূষণ ত্বরিতে।
উপনীত হয় আসি রামের সাক্ষাতে॥
ক্রোধে গালি পাড়ে বীর যাহা আসে মনে
ভণ্ড জটাধারী কেনে রাক্ষসের রণে॥
জন কত দুর্ব্বল রাক্ষসে জয় করে।
মনে করিয়াছ বুঝি জিনিবে সমরে॥
পড়েছ আমার হাতে নাহিক নিস্তার।
এখনি পাঠাব তোমা শমনের দ্বার॥
সাধ যদি থাকে বাঁচাইতে নিজ প্রাণ।
সমর ত্যজিয়া ছাড়ি যাহ জনস্থান॥

রাম বলে বুঝা যাবে তোর বীরপণা।
সহিতে পারিলে মোর শরের তাড়না ॥
কি হবে কথায় করি বীরত্ব প্রকাশ।
জান না এখনি যাবে শমনের পাশ ॥
মরণ নিকট হ'লে বুদ্ধি লোপ হয়।
হিতাহিত জ্ঞান নাহি থাকয়ে নিশ্চয় ॥
দৃঢ় মুষ্টে ধরিয়াছে যম তোর কেশে।
তাই আসিয়াছ মোর সঙ্গে রণ আশে ॥
এত যদি কহে রাম দুষ্ট নিশাচরে।
রুষিয়া রাক্ষস এক শূল লয় করে ॥
পাক দিয়া শূলগোটা শূরপরাক্রমে।
ইন্দ্র যথা বজ্র হানে হানিল শ্রীরামে ॥
দারুণ আঘাতে রাম হইলা অস্থির।
আপাদ মস্তক কাঁপে সমস্ত শরীর ॥
সম্বরি আঘাত ক্ষণমধ্যে রঘুবর।
দূষণে মারিলা অতি তীক্ষ্ণ দুই শর ॥
প্রতিহত করি সেই বাণ নিজ শরে।
রামে লক্ষ্য করি পুন দুই বাণ যোড়ে ॥
দেখিয়া কুপিলা রাম অরাতিসূদন।
দূষণের ধনু বাণে করিলা ছেদন ॥
পুনঃ এক ধনু দুষ্ট তুলে লয় হাতে।
সেই ধনু কাটে রাম দেখিতে দেখিতে ॥
এইরূপে রাক্ষস লইল যত ধনু।
নাহি দিতে গুণ কাটি ফেলে শ্যামতনু ॥
ফুরাইল সমস্ত ধনুক নাহি আর।
বিষম সঙ্কটে বীর পড়িল এবার ॥
ভীম দরশন এক মূষল লইয়া।
রথ হৈতে ভূমে পড়ে এক লাফ দিয়া ॥
করিয়া ভীষণ শব্দ দাঁতের ঘর্ষণে।
মারিতে মূষল বেগে ধায় রামপানে ॥
অর্দ্ধচন্দ্র বাণ রাম করিয়া সন্ধান।
দুরন্ত [illegible] শা খান খান ॥
আচম্বিতে [illegible] দিব শমনভবন [illegible] রাক্ষস।
সীতায় আনিয়া দিব তোমার সা[illegible] [illegible]ঃসাহস ॥

দুই বাণে দুই বাহু কাটী বীরদাপে।
ক্ষুরমুখ বাণ রাম বসাইলা চাপে ॥
মহাশব্দে পড়ে বাণ রাক্ষসের বুকে।
ভূমে পড়ে নিশাচর রক্ত উঠে মুখে ॥
দূর হৈতে শূর্পণখা দূষণ পতন।
দেখিয়া সভয়ে শীঘ্র করে পলায়ন ॥
খরের নিকটে গিয়া কাঁদিয়া কহিল।
দূষণ সৈন্যের সহ সমরে পড়িল ॥
রামের সমরে রাক্ষসের রক্ষা নাই।
প্রাণ লয়ে চল ভাই সকলে পলাই ॥
একা রাম বধিল অনেক নিশাচর।
রাক্ষসের যম হয়ে আইল এ নর ॥
বুঝিলাম তোমা সবাকার পরাক্রম।
রামে জিনিবারে নাহি হইবে সক্ষম ॥
জ্বলিছে খরের অঙ্গ রাক্ষস বিনাশে।
দ্বিগুণ বাড়িল জ্বালা ভগিনীর ভাষে ॥
মহা বলবান খর অজেয় সমরে।
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষে কভু নাহি ডরে ॥
সামান্য নরের যুদ্ধে পলাইতে কহে।
হেন কটুকথা কোথা কার প্রাণে সহে।
বহ্নিতে আহুতি সম গর্জ্জিয়া উঠিল।
নয়ন হইতে যেন আগুণ ছুটিল ॥
ক্রোধে ওষ্ঠ কামড়ায় ভূমে মুষ্টাঘাত।
কাঁপে ধরা যেন ভূমিকম্প অকস্মাৎ ॥
জলদগম্ভীর স্বরে বলে বীরবর।
সামান্য নরের ভয়ে পলাইবে খর ॥
হেন বাক্য ভগ্নি মোরে নাহি বল আর
এখনি দেখিবে যুদ্ধে প্রতাপ আমার ॥
পৃথিবী উপড়ি আজি ফেলিব সাগরে।
সাগর করিব শুষ্ক অগ্নি সম শরে ॥
সামান্য মানুষ রাম কত বড় প্রাণ।
কতক্ষণ সহিবারে পারে মোর বাণ ॥
এত বলি খর ডাকি অনুচরগণে।
আজ্ঞা দিলা ত্বরা করি সাজ সবে রণে ॥

আপনি সাজিল বীর অতি ভয়ঙ্কর।
দেখিয়া স্বর্গে কাঁপে সকল অমর॥
শালতরু তুল্য করে ধরে ধনুর্ব্বাণ।
টঙ্কারে উড়িল দেব দানবের প্রাণ॥
গর্দ্দভ যোজিত দিব্য রথের উপর।
আরোহণ করে খর হইয়া সত্বর॥
জনস্থানে নিশাচর ছিল যতজন।
যুদ্ধ আশে মহোল্লাসে করিল গমন॥
কুলান্তকারিণী সূর্পণখা নিশাচরী।
পথ দেখাইয়া সবে চলে অগ্রসরি॥
সৈন্য কোলাহল পূর্ণ হয় জনস্থান।
শব্দ শুনি যুদ্ধসাজে সাজিলা শ্রীরাম॥
বিজয় ধনুক হস্তে সমরকেশরী।
রক্ষসৈন্য আগে দাঁড়াইলা দর্প করি॥
রথ হৈতে নিরখিয়া রামের মূরতি।
কাঁপিল অন্তরে খর আদি যত রথি।
নবঘন শ্যামরূপ নয়ন রঞ্জন।
রক্ষগণ দেখে যেন দ্বিতীয় শমন॥
ঊর্দ্ধমুখে শিবাগণ ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
মাংসাসী খেচরগণ ধ্বজে উড়ে পড়ে॥
অমঙ্গল দেখিয়া সৈন্যের টুটে বল।
হাতের ধনুক খসি পড়ে ভূমিতল॥
এদিকে রামের তূণে অস্ত্র সমুদয়।
পুনঃ পুনঃ গর্জ্জে আর সঞ্চালিত হয়॥
শুভচিহ্ন দেখি রাঘবের তুষ্ট মন।
খরে ডাকি কমলাখি কহেন তখন॥
দশরথ মহাবল অযোধ্যার পতি।
জিতেন্দ্রিয় সত্যপ্রিয় সদা ধর্ম্মে মতি॥
তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র আমি ধরি রাম নাম।
লক্ষ্মণ অনুজ মোর সর্ব্বগুণ ধাম॥
পিতৃসত্য পালিতে আইনু দোঁহে বনে।
এখানে কুটীরে থাকি ভাই দুইজনে॥
অকারণে কেনে বাদ বিসম্বাদ কর।
ক্ষান্ত হও রণে মোর হিতবাক্য ধর॥

দূষণ নামেতে এক দুষ্ট নিশাচর।
দর্প করি এসেছিল করিতে সমর॥
একজন না ফিরিল জীবন লইয়া।
দেখ সবাকার দেহ আছয়ে পড়িয়া॥
মোর সহ রণে নাহি পাইবে নিস্তার।
হবে দূষণের দশা তোমা সবাকার॥
করিলে অনেক পাপ বধি ঋষিগণে।
মোর হাতে তার ফল পাবে এতদিনে॥
কুপিল রাক্ষস খর রামের কথায়।
আরক্ত নয়নে বীর রাম পানে চায়॥
রথিগণে আজ্ঞা দিলা ঘেরহ দুষ্টেরে।
সাবধান দেখ যেন পালাতে না পারে॥
নীচজনে উচ্চভাষে সহনে না যায়।
শুনিয়া দর্পের কথা বড় হাসি পায়॥
বামন হইয়া চায় চাঁদ ধরিবারে।
ভেলায় চড়িয়া যাবে সাগরের পারে॥
ভেকে করে পদাঘাত ভুজঙ্গের শিরে।
বায়স বিদ্রুপ করে বিনতাকুমারে॥
বিকারে প্রলাপ বকে লোকে মৃত্যুকালে।
হিতাহিত জ্ঞানহত পরশিলে কালে॥
ইন্দ্রাদি অমরগণ যাহার শঙ্কায়।
স্বর্গে থাকি তবু সুখে নিদ্রা নাহি যায়॥
যার নামে ত্রিভুবন কাঁপে থর থর।
সেই খরে কটুকথা হ'য়ে ক্ষুদ্র নর॥
যাবৎ না দেই আমি গুণ এই ধনুকে।
তাবৎ জাগিয়া স্বপ্ন দেখ রাম সুখে॥
স্মরণ করহ তব আত্ম বন্ধুগণে।
সীতার সুন্দরমূর্ত্তি ধ্যান কর মনে॥
আর না দেখিতে তুমি পাবে এ সকলে।
পড়েছ খরের হাতে ধরিয়াছে কালে॥
এত বলি ধনুকে যুড়িলা তীক্ষ্ণ শর।
বিক্রম করিয়া বিন্ধে রাম কলেবর॥
সহস্র সহস্র রক্ষ ঘেরি একেবারে।
বরষিল শরজাল বরষার ধারে॥

ঢাকিল রবির কর রাক্ষসের বাণে।
নিশার আন্ধার সম অন্ধকার দিনে॥
অগস্ত্য প্রদত্ত ধনু ধরি বাম করে।
অটল অচল রাম বিরাজে সমরে॥
সন্ধান করয়ে শর সর্পের আকার।
খেলিছে বিজলি যেন হরি অন্ধকার॥
নিমিষে নাশিয়া রাক্ষসের শরজাল।
ছুটিল রামের বাণ কালান্তের কাল॥
নিশার নক্ষত্র যথা আকাশেতে খসে।
তেমতি সবেগে ছুটে নাশিছে রাক্ষসে॥
খরশাণ সেই বাণ লাগে যার বুকে।
অমনি ধরণী চুম্বে রক্ত উঠে মুখে॥
পলকে প্রলয় প্রায় পড়ে বহু সেনা।
মরিল সমরে যত না হয় গণনা॥
রুধিরে ভাসিল ধরা শবে আচ্ছাদিল।
নরক সদৃশ ভয়ানক দৃশ্য হ'ল॥
দেখিয়া আশ্চর্য্য কার্য্য খরে লাগে ডর।
সারথিরে কহে রথ চালাও সত্বর॥
নহে ক্ষুদ্র নর এই যোদ্ধামধ্যে গণি।
ইহার সহিত যুদ্ধ করিব আপনি॥
এত শুনি ত্রিশিরা বাহিনীপতি কয়।
সেবক থাকিতে কেনে হেন আজ্ঞা হয়॥
এই স্থানে দাঁড়াইয়া দেখহ সমর।
মোর বাণে কতক্ষণ বাঁচে ক্ষুদ্র নর॥
খরে ক্ষান্ত করি তবে ত্রিশিরা ধাইল।
বরষিয়া শরজাল গগণ ছাইল॥
বিন্ধিল শ্যামল তনু কুপিলেন রাম।
রাক্ষসে করিয়া লক্ষ্য করেন সন্ধান॥
কাটিলেন ধ্বজ অশ্ব সারথির শির।
দশবাণে বিন্ধিলেন শত্রুর শরীর॥
হাতের ধনুক কাটি করি দুইখান।
ত্রিশিরার হৃদয়ে মারেন দুই বাণ॥
সেই বাণে পড়িল দারুণ নিশাচর।
পর্ব্বতের চূড়া সম ধরণী উপর॥

তবে খর দাঁড়াইল রামের সম্মুখে।
আশীবিষ সম শর যুড়িয়া ধনুকে॥
অদ্ভুত সমর শিক্ষা প্রভূত বিক্রম।
যার ভয়ে স্বরগে কাঁপয়ে ইন্দ্র যম॥
মহাশব্দে দিলা বীর ধনুকে টঙ্কার।
সিংহনাদ জিনিয়া ছাড়য়ে হুহুঙ্কার॥
নানা অস্ত্রে বিন্ধিয়া রামের কলেবর।
দুই হাতে ফেলে খর মুষল মুদ্গর॥
অস্থির হইলা রাম রাক্ষসের রণে।
ক্ষরিতেছে স্বেদবিন্দু সরোজ বদনে॥
মর্ম্মভেদি তীক্ষ্ণ শর ফুটিল শরীরে।
নবঘন শ্যাম অঙ্গ রঞ্জিত রুধিরে॥
প্রশংসা করিয়া মনে মনে রাম খরে।
আপনা সম্বরি শর সুসন্ধান করে॥
রথের সারথি পড়ে খেয়ে দুই বাণ।
ধ্বজ কাটি রামচন্দ্র করে খান খান॥
খরের কবচ কাটি ভূমিতে পাড়িলা।
একেবারে দশ বাণ অঙ্গে প্রহারিলা॥
বাণ খেয়ে অতি কোপে দুষ্ট নিশাচর।
হাতে তুলে লয় এক প্রকাণ্ড মুদ্গর॥
ঘনপাকে ঘুরাইয়া মুদ্গর এড়িল।
অর্দ্ধপথে রাম তায় কাটিয়া পাড়িল॥
লক্ষ্য ব্যর্থ দেখি খর শূল লয় করে।
না ছাড়িতে রাম তাহা কাটিলেন শরে॥
চিন্তিত হইয়া বীর ভাবে মনে মনে।
অবসর পেয়ে রাম কাটে অশ্বগণে॥
কাটা গেল অশ্ব রথ হইল অচল।
লাফ দিয়া ভূমে পড়ে খর মহাবল॥
শেল হস্তে মহাবেগে ধায় নিশাচর।
হস্ত সহ শেল কাটি পাড়ে রঘুবর॥
তবে রাম সন্ধান করিয়া দিব্য শরে।
ভেদিয়া হৃদয় বিনাশিলা নিশাচরে॥
আকাশে দুন্দুভি বাদ্য করে দেবগণ।
রামের উপরে হৈল পুষ্প বরিষণ॥

জনস্থানে রাক্ষস বলিতে না রহিল।
একেবারে ঋষিগণ নিঃশঙ্ক হইল॥
শূর্পণখা পলায় পশ্চাতে নাহি দেখে।
ভয়ে কাঁপে অঙ্গ বাক্য নাহি সরে মুখে॥
রণজয় করি রাম সহাস্য বদনে।
মিলিলেন কুটীরে লক্ষ্মণ সীতা সনে॥
বারংবার আলিঙ্গন করি জানকীরে।
লক্ষ্মণে যুদ্ধের কথা কন ধীরে ধীরে॥
শুনিয়া সৌমিত্র হ'য়ে পুলকিত কায়।
নিযুক্ত হইলা যত্নে রামের সেবায়॥

অকম্পনের নিকট রাবণের সীতাসম্বাদ প্রাপ্তি।

অকম্পন একামাত্র বাঁচিয়া সমরে।
প্রাণ লয়ে পলাইল সাগরের পারে॥
লঙ্কাপতি দশানন বসি সিংহাসনে।
বেষ্টিত অমাত্যবর্গে আছে হৃষ্ট মনে॥
হেনকালে উপনীত দূত অকম্পন।
করযোড়ে লঙ্কেশ্বরে করে নিবেদন॥
জনস্থান শূন্য আজি মরিল সকলে।
বাঁচিয়া এলাম একা পূর্ব্ব পুণ্যফলে॥
দশরথ পুত্র রাম নামে এক নর।
রক্ষসৈন্য সহ যুদ্ধ করি একেশ্বর॥
বধিল দূষণ সহ খর মহাবীরে।
ভাসাইল জনস্থান রাক্ষসরুধিরে॥
শুনি অসম্ভব কথা জ্বলিল রাবণ।
ঘৃতাহুতি পেয়ে যথা জ্বলে হুতাশন॥
লোহিত নয়নে চায় অকম্পন পানে।
দূরে দাঁড়াইল দূত ভয় পেয়ে মনে॥
কহ দূত ভয় ত্যজি বলে দশানন।
ফণির বদনে হস্ত দিল কোনজন॥
কেমন সে রাম বিস্তারিয়া কহ মোরে।
রাক্ষসে আঁটায় কি লাগিয়া ক্ষুদ্র নরে॥

সহায় হইল কিবা তার দেবগণ।
একে একে কহ এই সব বিবরণ॥
তবে দূত অকম্পন কহিতে লাগিল।
যেরূপেতে জনস্থানে সমর হইল॥
একা রাম কেহ নাহি সহায় তাহার।
দূষণ সহিত খরে করিল সংহার॥
জনস্থানে নিশাচর ছিল যতজন।
করিল বিষম যুদ্ধ করি প্রাণপণ॥
শত শত রথি রামে বেড়ি একেবারে।
প্রহার করিল অস্ত্র যেবা যত পারে॥
কি কৌশল জানে রাম বুঝা নাহি যায়।
মুহূর্ত্তেকে নিবারিল অস্ত্র সমুদায়॥
তূণ হইতে কখন বাহির করে বাণ।
না দেখি কখন করে ধনুকে সন্ধান॥
কেবল জানিতে পাই টাঙ্কারের ধ্বনি।
কেবল শুনিতে পাই ছুটিছে অশনি॥
এমনি অব্যর্থ তার শরের সন্ধান।
মুহূর্ত্তে বধিল সৈন্য বহু পরিমাণ॥
করিল বিক্রম বহু খর ধনুর্দ্ধর।
সন্ধান করিল শর যমের সোসর॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব ত্রাস শেল শূল জাঠা।
রাঘবের শরাঘাতে সব গেল কাটা॥
ইন্দ্রাদি অমর সহ সমর তোমার।
স্বচক্ষে দেখেছি আমি কত শত বার॥
দেখিয়াছি গন্ধর্ব্বের সহ মহা রণ॥
জীবনে এমন শিক্ষা না দেখি কখন॥
পলাইতে যদি কেহ চাহে কোন দিকে।
ধনু হস্তে রামে সেই দেখয়ে সম্মুখে॥
এত বলি নিবর্ত্তিল দূত অকম্পন।
কেশরী জিনিয়া গর্জ্জি উঠিল রাবণ॥
প্রভাত অরুণ সম লোহিত লোচনে।
দশদিকে দশানন চায় ঘনে ঘনে॥
দন্তের ঘর্ষণে শব্দ দারুণ হইল।
স্বর্গেতে অমরবর্গে অন্তরে কাঁপিল॥

জলদগম্ভীর বাক্যে কহে দশানন।
চল দূত মোর সহ পঞ্চবটী বন ॥
দেখাইয়া দেহ রাম থাকে কোন ঠাঁই।
আয়ুশেষ হ'ল তার আর রক্ষা নাই ॥
করিব সমর তার সহ আমি একা।
দেখিব সে ক্ষুদ্রনর জানে কত শিক্ষা ॥
অকম্পন বলে মহারাজ শুন হিত।
রামের সহিত যুদ্ধ না হয় উচিত ॥
শমনের শমন সে নবজলধর।
তার রণে প্রাণে বাঁচা বড়ই দুষ্কর ॥
উপায়ে নাশিবে শত্রু শাস্ত্রে হেন কয়।
রামে বধিবারে যুক্তি শুন মহাশয় ॥
সীতা নামে সীমন্তিনী আছে তার সনে।
অতুলনা ললনা সে এ তিন ভুবনে ॥
প্রথম যৌবনযোগে জিনিয়াছে রতি।
যে হেরে নয়নভঙ্গি তাহারি দুর্গতি ॥
পঞ্চবটী আলো করিয়াছে রূপে তার।
পৌর্ণমাসী অমানিশি ভেদ নাহি আর ॥
জীবন সর্ব্বস্ব সে রামের আমি জানি।
বিচ্ছেদ হইলে রাম হারাবে পরাণি ॥
কৌশল করিয়া হরি আনহ সীতায়।
রামে বধিবার এই প্রশস্ত উপায় ॥
সহজে কামুক দশানন দুরাশয়।
তাহাতে আসন্ন মৃত্যু শমন সদয় ॥
দূতমুখে অদ্ভুত রূপের কথা শুনি।
কামে বিমোহিত হ'য়ে সাজিল তখনি ॥
সমুদ্রের তীরে যথা মারিচ আশ্রম।
তথা আসি উপনীত হইল রাবণ ॥
আদরে মারিচ পুজি রাজ অতিথিরে।
আগমন কারণ জিজ্ঞাসা করে পরে ॥
লঙ্কেশ কহেন বাপু আশা যে কারণ।
বিবরিয়া কহিতেছি করহ শ্রবণ ॥
রাম নামে জনস্থানে আছে এক নর।
সঙ্গেতে রমণী সীতা আর সহোদর ॥

শুনিলাম রূপে সীতা ভুবনমোহিনী।
বড় সাধ তাহারে করিতে পাটরাণী ॥
আমার সহায় তুমি হবে এই আশে।
লঙ্কা ছাড়ি আইলাম তোমার আবাসে ॥
নানা মায়া জান তুমি বুদ্ধে বৃহস্পতি।
স্বর্ণমৃগ হ'য়ে চল আমার সংহতি ॥
যেখানে কুটীরে রাম জানকীর সঙ্গে।
সেইস্থানে গিয়া খেলা কর নানা রঙ্গে ॥
সীতার হইবে লোভ দেখিয়া তোমায়।
ধরিতে ধাইবে রাম তুষিতে সীতায় ॥
ছলে তারে লইয়া যাইবে বহুদূরে।
তারপর লক্ষ্মণে ডাকিবে আর্ত্তস্বরে ॥
রামের কণ্ঠের স্বরে কবে বার বার।
প্রাণ যায় ভাই মোরে করহ উদ্ধার ॥
শুনিলে সে রব সীতা হইবে অস্থির।
পাঠাবে লক্ষ্মণে শূন্য করিয়া কুটীর ॥
নিকটে গোপনে থাকি দেখিব সকল।
সুযোগ পাইলে প্রকাশিব ছল বল ॥
চিরদিন জানি তুমি রত মোর হিতে।
উপায় করহ আজি সীতায় হরিতে ॥
শুনিয়া শুকায় মুখ ভ্যাল্ ভ্যাল্ চায়।
বলে হেন বুদ্ধি বাপু কে দিল তোমায় ॥
কোনজন ইচ্ছিল লঙ্কার সর্ব্বনাশ।
কে করিল বাঞ্ছা তব সবংশে বিনাশ ॥
মিত্র ছলে ঘোর শত্রু হ'ল কোনজন।
কে কহিল কালকূট করিতে ভোজন ॥
তোমার ঐশ্বর্য্য কার না সহিল প্রাণে।
তাই হেন কুমন্ত্রণা দিল তব কাণে ॥
ভালমতে জানি আমি রামের বিক্রম।
তুলনা না হয় তার সহ ইন্দ্র যম ॥
বিশ্বামিত্র যজ্ঞনষ্ট ভাবিয়া মানসে।
গিয়াছিনু একবার মিথিলাপ্রদেশে ॥
প্রাণে না মারিল রাম দয়া করি মোরে।
সমুদ্রের তীরে ফেলে দিল এক শরে ॥

অদ্যাপি কাঁপয়ে প্রাণ স্মরিলে সে কথা।
অদ্যাপি আছয়ে অঙ্গে স্থানে স্থানে ব্যথা॥
প্রাণে বাঁচিবার যদি মনে থাকে সাধ।
রামের সহিত নাহি কর বিষবাদ॥
আছয়ে সুন্দরী শত শত তব দাসী।
তবু কেনে পরদ্বারে এত অভিলাষী॥
জ্বলন্ত আগুণ সে যে জানকী সুন্দরী।
পতঙ্গ সদৃশ পরশিলে যাবে পুড়ি॥
সবংশে মজিবে কেনে রাম কোপানলে।
ধর মোর বাক্য ত্বরা ঘরে যাও চলে॥
এতেক কহিল যদি মারিচ রাবণে।
শঙ্কা পেয়ে লঙ্কাপতি ফিরিল ভবনে॥

শূর্পণখার সাহিত রাবণের কথা।

কনক আসনে বসি রাজা দশানন।
চারিদিকে ঘেরিয়া বসেছে মন্ত্রীগণ॥
মণিময় মুকুট শোভিছে দশ শিরে।
যাহার প্রভায় ঘোর অন্ধকার হরে॥
বিংশতি কর্ণেতে দোলে মাণিক কুণ্ডল।
ঝলসি নয়ন সদা করে ঝলমল॥
হেনকালে শূর্পণখা বিকট বদন।
রুধিরাক্ত কলেবরে দিল দরশন॥
কাটা গেছে নাসাকর্ণ চেনা নাহি যায়।
দেখিয়া মূরতি ভয়ে প্রহরী পলায়॥
নাসাহীনে খোনা কথা শুনে মন্ত্রিগণ।
কেহ হাসে কেহ ভয়ে ফিরায় বদন॥
হতাদরে অভিমানে দ্বিগুণ রুষিয়া।
গালি পাড়ে লঙ্কেশ্বরে ভীষণ গর্জ্জিয়া॥
এতদিনে রাজলক্ষ্মী তোমারে ত্যজিল।
এতদিনে রক্ষকুল নিতান্ত মজিল॥
দিবানিশি মত্ত থাক ইন্দ্রিয় সেবায়।
রাজত্ব তোমাতে আর শোভা নাহি পায়॥
সদাই সবার সঙ্গে বাদ বিষবাদ।
কোথায় কি হয় তার না লহ সম্বাদ॥
সুমন্ত্রণা দিতে নাহি মন্ত্রী একজন।
যেমন দেবতা তার তেমনি বাহন॥
নিয়োগ করিবে রাজা সুচতুর চর।
অলক্ষিতে রবে তারা রাজ্যের ভিতর॥
চরমুখে রাজা পায় রাজ্যের বারতা।
তোমার তেমন চর বল দেখি কোথা॥
সেই হেতু নাহি জান শুন বিবরণ।
দূষণ সহিত খর হইল নিধন॥
উচ্ছিন্ন হইল জনস্থান মুহূর্ত্তেকে।
না জানিয়া মত্ত হয়ে আছ নিজ সুখে॥
বালকের তুল্য তুমি কিছু বুদ্ধি নাই।
উদ্যম বিহীন জড়বৎ সর্ব্বদাই॥
রাজার অধর্ম্মে রাজ্য নষ্ট লোকে কয়।
তোমাতে ফলিবে তাহা জানিহ নিশ্চয়॥
সভামধ্যে শূর্পণখা এতেক কহিল।
শুনিয়া রাবণ রাজা জ্বলিয়া উঠিল॥
কহ ভগ্নি কে করিল তব হেন দশা।
কে কাটিল কহ ত্বরা তব কর্ণ নাসা॥
উচ্ছিন্ন করিল কেটা কহ জনস্থান।
আমারে না ডরে এত বড় কার প্রাণ॥
শূর্পণখা বলে রাম নামে এক নর।
একাকী করিল আসি অদ্ভুত সমর॥
মুহূর্ত্তেকে বিনাশিল সৈন্যসহ খরে।
স্মরিলে সে কথা মোর শরীর শিহরে॥
সঙ্গেতে অনুজ তার লক্ষ্মণ ধানুকী।
নিরুপমা রমণী জানকী চন্দ্রমুখী॥
হয় নাই হইবে না তার সম নারী।
কিসে গণি তার কাছে অপ্সরী কিন্নরী॥
তব অনুরূপ ভার্য্যা হেরিয়া সীতায়।
হরিয়া আনিতে গিয়েছিলাম তথায়॥
কাটিল লক্ষ্মণ কোপ করি নাক কাণ।
যে জ্বালা কি কব দাদা বাহিরায় প্রাণ॥
দেখিয়া দুর্দ্দশা মোর রুষিয়া অন্তরে।
সসৈন্যে দূষণ খর পশিল সমরে॥

কি জানি কেমন রণ শিক্ষা রাম জানে।
ফিরে না আইল ঘরে কেহ বাঁচি প্রাণে॥
সীতার রূপের কথা শুনিয়া রাবণ।
হরিতে তাহারে পুন করিল মনন॥
মদনে পীড়িল মন লোমাঞ্চ শরীর।
চিন্তায় হইল চিত্ত নিতান্ত অস্থির॥
তুষিয়া ভগ্নীরে কোনরূপে মিষ্টভাষে।
চলিল রাবণ রাজা মারিচ উদ্দেশে॥
সমুদ্রের কূলে যথা বসি যোগাসনে।
মগ্ন মারিচের মন ব্রহ্মার ধেয়ানে॥
উপনীত তথা আসি লঙ্কার ঈশ্বর।
দেখিয়া কাঁপিল ভয়ে মারিচ অন্তর॥
কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া সম্বোধি সমাদরে।
পাদ্য অর্ঘ্য যথারীতি পূজে লঙ্কেশ্বরে॥
জিজ্ঞাসিল কোন হেতু পুন আগমন।
আজ্ঞা কর কোন কার্য্য করিব সাধন॥
কথা শুনি রক্ষপতি হৃষ্ট অতিশয়।
চিন্তা দূরে গেল হ'ল হাসির উদয়॥
কহিল মনের কথা কাতর বচনে।
রক্ষা কর খুড়া মোরে ধরিগো চরণে॥
উচ্ছন্ন করিল রাম মোর জনস্থান।
ভগ্নী শূর্পণখার কাটিল নাক কাণ॥
খর দূষণের সহ সব নিশাচরে।
শমন ভবনে দিল বধিয়া সমরে॥
এত অপমান বল সহে কার প্রাণে।
লইব ইহার শোধ করিয়াছি মনে॥
মোর ভয়ে ত্রিভুবন কাঁপে থর থর।
হেন দশা করে রাম হয়ে ক্ষুদ্র নর॥
নিরস্ত থাকিব যদি তব বাক্য শুনে।
হাসিবে স্বর্গেতে ইন্দ্র আদি দেবগণে॥
পারিব না সহিতে দেবের টিটকারি।
প্রাণ হ'তে মান আমি মূল্যবান ধরি॥
নিশ্চয় করিব আমি জানকী হরণ।
মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন॥

তোমার সাহায্য বিনা এ কার্য্য উদ্ধার।
করিব এমন সাধ্য নাহিক আমার॥
এতেক শুনিয়া ভাবে মারিচ অন্তরে।
আয়ু শেষ হ'ল মোর এতদিন পরে॥
মৃত্যু আসি ধরিয়াছে রাবণের কেশে।
কি করিতে পারে তার মোর উপদেশে॥
না চিনিল কেবা রাম কেবা সে জানকী।
এমন বর্ব্বর মৃত্যু আনিতেছে ডাকি॥
পড়িলে রামের কোপে রক্ষা নাহি আর।
যা হউক পুন চেষ্টা করি একবার॥
এত ভাবি মারিচ কহেন লঙ্কেশ্বরে।
মন দিয়া শুন বাছা বলি যা তোমারে॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে পূজিত সমভাবে।
তিন লোকে হও তুমি অতুল বিভবে॥
দেবাসুর দানবাদি তবভয়ে কাঁপে।
না হইল না হইবে এমন প্রতাপে॥
শত শত দেবকন্যা অপ্সরী কিন্নরী।
দাসী হয়ে পদ সেবে দিবস শর্ব্বরী॥
এ হেন ঐশ্বর্য্য কেন ভার ভাবি মনে।
রামের সহিত বাদ কর অকারণে॥
বংশ নাশ হেতু কেনে আনিবে সীতায়।
দুর্ল্লভ জীবন কেনে হারাবে হেলায়॥
পূর্ণব্রহ্ম রামচন্দ্র সীতা লক্ষ্মী অংশ।
তার কোপে পড়ি তব মজিবেক বংশ॥
রাবণ কহিল ভাল বুঝালে আমারে।
জটাধারী রাম হ'ল ব্রহ্ম কি প্রকারে॥
হীনবল দেখি রাজ্য কেড়ে নিল ভাই।
ভিখারির বেশে বনবাসে আসে তাই॥
ফলমূল খাইয়া অধিক বল হীন।
উপবাসে হইয়াছে তনু অতি ক্ষীণ॥
সাধ্য কি তাহার মোর সহ করে রণ।
অমঙ্গল চিন্তা কেনে কর অকারণ॥
এত শুনি মারিচ কহিল রোষ ভরে।
মতিচ্ছন্ন হইল যে রাবণ তোমারে॥

মৃত্যুকালে রোগী যথা ঔষধ না খায়।
তেমতি তোমারে আমি দেখিতেছি প্রায়
হিত বাক্য প্রবেশ না করে তব কাণে।
নিতান্ত তোমারে দেখি টেনেছে শমনে॥
ভাবি দেখ জনস্থানে কি কাণ্ড হইল।
মুহূর্ত্তেকে কত বীর সমরে পড়িল॥
তোমা হৈতে ন্যূন কিসে খর মহাবল।
সহিতে নারিল সেহ রাম শরানল॥
দুর্ব্বল কেমনে রামে বলহ রাবণ।
একা যে করিল চৌদ্দহাজার নিধন॥
হইয়াছে তব বুদ্ধি লোপ লঙ্কেশ্বর।
ইচ্ছা হয় একা যাও রামের গোচর॥
বহু পুণ্যফলে বাঁচিয়াছি তার বাণে।
পুন সে রামের কাছে যাব কোন প্রাণে॥
এত যদি কহিল মারিচ নিশাচর।
রোষভরে উত্তর করিল লঙ্কেশ্বর॥
কাপুরুষ ভীরু তুমি বুঝিনু নিশ্চয়।
জনমিয়া রক্ষকুলে প্রাণে এত ভয়॥
ভাবিয়াছ মোর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া।
মোর অধিকারে তুমি থাকিবে বাঁচিয়া॥
এখনি লইব প্রাণ অসির প্রহারে।
জানকীরে হরিয়া আনিব তারপরে॥
বলিতে বলিতে ক্রোধে লোহিতলোচন।
মারিচে বধিতে অসি করিল গ্রহণ॥
বিষম সঙ্কট দেখি মারিচ তখন।
চিন্তা করে কোন পথ করিবে গ্রহণ॥
পালিলে রাজার আজ্ঞা বধে রঘুবর।
এখনি বধিবে না পালিলে লঙ্কেশ্বর॥
রাঘবের হাতে মৃত্যু শ্রেয় ভাবি মনে।
চল বাছা সঙ্গে যাব কহিল রাবণে॥
আনন্দিত হ'য়ে তবে রাজা লঙ্কেশ্বর।
মারিচে লইয়া সঙ্গে চলিলা সত্বর॥

সীতা হরণ।

কষিত কাঞ্চন, জিনিয়া বরণ,
অঙ্গভাতি মনোহর।
লাল নীল কত, চক্র শত শত,
শিখিপুচ্ছ শোভাকর॥
ইন্দ্রধনু প্রভা, বটে মনোলোভা,
তা হ'তে শোভিত কায়।
নীলকান্ত মণি, জিনি শৃঙ্গ মানি,
নেচে নেচে মৃগ ধায়॥
স্বভাব চঞ্চল, নয়নযুগল,
কেমন সুন্দর হয়।
কামের কাহিনী, হেরি সে চাহনি,
মরমে মরিয়া রয়॥
পদ চতুষ্টয়, মরকত ময়,
হীরকের প্রভা স্ফুরে।
জানকী নিকটে, ক্ষণে আসে ছুটে,
ক্ষণে ক্ষণে যায় দূরে॥
সতৃষ্ণ নয়নে, চাহি ঘনে ঘনে,
ক্ষণেক দাঁড়ায়ে রয়।
আবার তখনি, যেন ভয় গণি,
আঁখির অন্তর হয়॥
মিশি মৃগীদলে, কভু কত ছলে,
কত খেলা খেলে সুখে।
কভু নিরজনে, পশিছে গহনে,
বেগে ছুটে ঊর্দ্ধমুখে॥
জানকী সুন্দরী, সে রূপ নেহারি,
মোহিত হইয়া মনে।
কি যেন বলিতে, হাসিতে হাসিতে,
চাহিল পতির পানে॥
নীরদ বরণ, বুঝি তার মন,
সোহাগে সীতার কয়।
কহ বরাননে, বাসনা যা মনে,
আমায় কিসের ভয়॥

সীতা বলে নাথ, কর দৃষ্টিপাত,
সোণার হরিণ ওই।
আহা কি সুন্দর, মন মুগ্ধকর,
দেখিয়া মোহিত হই॥
কোথা হ'তে নাথ, এলো অকস্মাৎ,
আর তো দেখিনি কভু।
বাসনা অন্তরে, ধরিয়া উহারে,
এনে দাও মোরে প্রভু॥
পরম আদরে, পুষিব উহারে,
এই সাধ নাথ মনে।
ফল অন্বেষণে, যাবে যবে বনে,
খেলিব উহার সনে॥
তখন একাকী, বড় কষ্টে থাকি,
দোসর নাহিক আর।
দণ্ডে হয় জ্ঞান, যুগ পরিমাণ,
সময় কাটানো ভার॥
এ দিকে প্রাণেশ, হয়ে এলো শেষ,
ফিরিবার নাই দেরি।
যদি বেঁচে থাকে, লইয়া উহাকে,
যাইব অযোধ্যাপুরী॥
পরম কৌতুকে, অযোধ্যাবাসীকে,
দেখাইব মৃগবরে।
বড় সাধ হয়, হইয়া সদয়,
দাও নাথ মৃগ ধরে॥
যদি বা একান্তে, ধরিতে জীয়ন্তে,
না পার নাহিক ক্ষতি।
বধিয়া হরিণী, দেহ চর্ম্মখানি,
আনি মোরে রঘুপতি॥
এই কথা শুনে, মধুর বচনে,
হাসিয়া কহেন রাম।
দেখহ এখনি, আসিয়া হরিণী,
পুরাইব মনস্কাম॥
এত বলি রাম, লয়ে ধনুর্ব্বাণ,
হরিণ ধরিতে যায়।

অনুজ লক্ষ্মণ, ডাকিয়া তখন,
নিষেধ করেন তায়॥
দেখি যে প্রকার, মৃগের আকার,
মায়ামৃগ জ্ঞান হয়।
মারিচের ছল, জানিয়ে সকল,
প্রকৃত কখন নয়॥
বিধির লিখন, কে করে খণ্ডন,
অনুজে কহেন রাম।
সীতার রক্ষণে, থাকহ এখানে,
ভাই মোর গুণধাম॥
এতেক কহিয়া, ধনুক ধরিয়া,
মৃগের পশ্চাতে যায়।
মারিচ তখন, করি প্রাণপণ,
রামের অগ্রেতে ধায়॥
কভু কাছে আসে, কভুবা তরাসে,
ছুটিয়া পলায় দূরে।
যত আগে ধায়, পেছু রাম যায়,
ধরি ধরি মনে করে॥
কভু রঘুনাথ, বাড়াইছে হাত,
এতই নিকটে আসে।
আবার তখনি, কোথায় না জানি,
লুকায় অমনি ত্রাসে॥
কুটীর হইতে, বহু দূর পথে,
উপনীত এই মতে।
ঘামিল বদন, কমললনয়ন,
চিন্তিত হইলা চিতে॥
জীবিত হরিণ, ধরা সুকঠিন,
সুস্থির করিয়া মনে।
শরাসনে শর, যুড়ি রঘুবর,
বধিলা তাহারে প্রাণে॥
মায়া কলেবর, ত্যজি নিশাচর,
বিকট মূরতি ধরে।
ও ভাই লক্ষ্মণ, নিকট মরণ,
বলে ডাকে উচ্চৈঃস্বরে॥

রাক্ষসের রণে, মরি বুঝি প্রাণে,
উদ্ধার করহ ভাই।
এ ঘোর অরণ্যে, আজি তোমা বিনে,
আর কেহ মোর নাই॥
ভীষণ চীৎকার, করে বার বার,
কুটীরে পশিল ধ্বনি।
সীতার হৃদয়, শতখান হয়,
সে রব শ্রবণে শুনি॥
ভাসি অশ্রুজলে সকাতরে বলে,
ত্বরা কর গুবধাম।
শুনি বুক ফাটে, পড়িয়া সঙ্কটে,
তোমারে ডাকিছে রাম॥
কুবুদ্ধি ঘটিল, কপাল পুড়িল,
হরিণ চাহিনু তাই।
অভাগি সীতার, রাম বিনা আর,
জগতে কেহ যে নাই॥
কহেন লক্ষ্মণ, সম্বর রোদন,
বৃথা শঙ্কা কর কেন।
জগত মাঝারে, রাম জিনিবারে,
নাহি পারে কোন জনে॥
বিষ্ণু অবতার, অগ্রজ আমার,
সাধ্য কার বধে তাঁরে।
লইয়া হরিণী, আসিবেন তিনি
এখনি কুটীরে ফিরে॥
রাখিতে তোমারে, নিয়োজি আমারে,
গেছেন কমলআঁখি।
কেমনে এখন, করিব গমন,
তোমারে একাকী রাখি॥
এতেক বচন, কহিতে লক্ষ্মণ,
জানকী উঠিল জ্বলি।
ক্রোধের আবেশে, হারাইয়া দিশে,
দেবরে পাড়য়ে গালি॥
বুঝিনু এখন, কপট লক্ষ্মণ,
অন্তরে গরল ভরা।
ভরতের চর, রাম অনুচর,
বচনে প্রকাশ করা॥
করিয়াছ মনে, রামের বিহনে,
জানকী তোমার হবে।
অনলে পশিব, এ দেহ নাশিব,
আমারে চিনিবে তবে॥
ভরতে তুষিতে, সীতা সমর্পিতে,
ভেবেছ বুঝিবা তায়।
সিংহের ঘরণী, জনকনন্দিনী,
শৃগালে কি কভু পায়॥
এতেক কহিয়া, অঝোরে কান্দিয়া,
শিরে করে করাঘাত।
বিনয় বচনে, জানকী সদনে,
লক্ষ্মণ যোড়েন হাত॥
ক্ষান্ত হও দেবি, বড় দুঃখ ভাবি,
তোমার কঠোর বোলে।
সাক্ষী দেবগণ, বলিয়া লক্ষ্মণ,
রামের উদ্দেশে চলে॥
নিকটে লঙ্কেশ ধরি মুনিবেশ,
আছিল বৃক্ষের আড়ে।
সুযোগ দেখিয়া, অমনি আসিয়া,
দাঁড়ায় কুটীর দ্বারে॥
মুখে শিবনাম, বলে অবিরাম,
গেরুয়া বসন পরা।
কমণ্ডলু ধরে, যোগী বামকরে,
দক্ষিণে ত্রিশূল ধরা॥
জটাভার শিরে, কত শোভা করে,
ত্রিপুণ্ড্রক যোড়া ভালে।
রুদ্রাক্ষের মালা, দুই চারি হালা,
শোভিছে সুগোল গলে॥
ব্যোম ব্যোম হর, সয়ম্ভু শঙ্কর,
বলিয়া বাজায় গাল।
গাইছে সুস্বরে, ভর্জ গর্জ্জ হরে,
আনন্দে হরিবে কাল॥

দেখি যোগীবরে, পরম আদরে,
পাদ্য অর্ঘ্যে পুজে সীতে।
তুষিয়া বচনে, দিলেন যতনে,
বসিতে আসন পেতে॥
যোগীর সম্বল, নানাজাতি ফল
যা ছিল কুটীরে আনি।
ভুঞ্জিতে যোগীরে, রাখি থরে থরে,
কহেন মধুর বাণী॥
মৃগয়া কারণে, দেবরের সনে,
পতি মোর গেছে বন।
ফিরে এলে ঘরে, করিব সত্বরে,
ভোজনের আয়োজন॥
হাসি লঙ্কেশ্বর, করেন উত্তর,
স্থির হও চন্দ্রাননি।
নিরখি তোমারে, ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরে,
গেছে মোর শুন ধনি॥
যোগী বলি মোরে, ভাবিছ অন্তরে,
আমি হে লঙ্কার পতি।
তোমার লাগিয়া, সকল ত্যজিয়া,
এখানেতে মোর গতি॥
দেবাসুর নরে, কাঁপে মোর ডরে,
ত্রিলোক জিনেছি বলে।
ব্রহ্মার বরেতে, অজেয় জগতে,
দাস মোর দেবদলে॥
না হ'তে প্রভাত, তুলি পারিজাত,
ইন্দ্র গাঁথি ফুলহার।
আসি শচী সহ, যোগায় প্রত্যহ,
বলিব বল কি আর॥
জলের যোগানে, রেখেছি বরুণে,
সুধাকর ধরে ছাতা।
ক্ষমা নাহি কারে, পথ পরিষ্কারে,
পবনের ঘোরে মাথা॥
হাসিবে শুনিলে, সঁপেছি অনলে,
রন্ধনকার্য্যের ভার।
রেখেছি হে কালে, মোর অশ্বশালে,
ঘাসকাটা কার্য্য তার॥
সোণার নির্ম্মাণ, মোর পুরীখান,
দেখিলে অবাক হবে।
ভজিলে আমারে, সে মণিমন্দিরে,
সতত সুখেতে রবে॥
দেবাসুরগণে, ধরিয়া চরণে,
সঁপেছে তনয়া মোরে॥
দাসী হয়ে সবে, ও পদ সেবিবে,
তুষিবে যতন করে॥
জিনি ত্রিভুবন, বিবিধ রতন,
যেখানে যা ছিল ধনি।
আনিয়াছি সব, দেবের বৈভব,
বাসুকির শিরমণি॥
সবার উপরি, হইবে ঈশ্বরী,
সে সব তোমারি হবে।
লঙ্কার ঈশ্বর, হইবে কিঙ্কর,
হুকুমে হাজির রবে॥
ও মৃগ নয়নে, চাও বরাননে,
আশ্বাসে রহুক প্রাণ।
মদন অনলে, তনু যায় জ্বলে,
দাস ভাবি কর ত্রাণ॥
ভুবনের সার, সৌন্দর্য্য তোমার,
ভিখারী ভুঞ্জিবে তাই।
মরমের কথা, মরমেতে ব্যথা,
স্মরিয়া আমি হে পাই॥
নবনীত জিনি, কোমল মুখানি,
আতপে যেতেছে গ'লে।
এস মোর সনে, কত না যতনে,
রাখিব হৃদয়ে তুলে॥
রবি মোর ডরে, লঙ্কার ভিতরে,
প্রবেশ করেনা প্রিয়ে।
হবেনা হবেনা, সহিতে যাতনা,
রবির কিরণ স'য়ে॥

রাতুল চরণ, হৃদয় ভূষণ,
রাবণ রাখিবে করি।
কঠিন মাটিতে, হাঁটিতে হাঁটিতে,
রুধিরে যাবে না ভরি॥
ও রূপ তুলনা, জগতে মিলে না,
প্রাসাদে ধরে না ভাই।
ভিখারী মিলনে, কুটীরে গহনে,
ছড়াছড়ি যায় তাই॥
বানরের গলে, গজমতি দিলে
মরম বুঝিবে কি সে।
গাছের বাকল, পরে যে পাগল,
কি আছে তাহার দিশে॥
শুনি কু বচন, শুকায় বদন,
সীতার দারুণ ভয়ে।
কাঁপিল অন্তর, কাঁপে কলেবর,
রহিল শূন্যেতে চেয়ে॥
মুহূর্ত্তেক পরে, আপনা সম্বরে,
সাহসে বান্ধিয়া মন।
যুড়ি দুটী কর, রাবণ গোচর,
কান্দিয়া জানকী কন॥
জনক নন্দিনী, রামের ঘরণী,
রঘুকুল বধূ আমি।
সত্য পালিবারে, লইয়া আমারে
অরণ্যে এলেন স্বামী॥
রামরূপে মন, করেছি অর্পণ,
তিনিই আমার পতি।
সেই দূর্ব্বাদল, মূরতি শ্যামল,
সীতার কেবল গতি॥
কুটীর ভবনে, বঞ্চি রাম সনে,
স্বরগের সুখ পাই।
রামের অভাবে, কি কায বিভবে,
স্বরগে নাহিক চাই॥
তাঁর নিন্দা শুনি, দহিছে পরাণি,
এমন না কহ আর।
কমল লোচন, সীতার জীবন,
জগতের হয় সার॥
সীতার বচন, শুনিয়া রাবণ,
হাসিয়া উত্তর করে।
হেরে চন্দ্রানন, পীড়িছে বদন,
হানিয়া বিষম শরে॥
রমণী রতন, তুমি হে যেমন,
আমি অনুরূপ পতি।
করুণ নয়নে, চাও বরাননে,
ভজ মোরে গুণবতী॥
রাখিলে চরণে, জীবন মরণে,
হইব তোমার সাথী।
মদন বিলাসে, মনের উল্লাসে,
রহিব দিবস রাতি॥
লইয়া নাগরে, সুখের সাগরে,
ভাসিবে সদাই ধনি।
মিছে রাম রাম, কর অবিরাম,
তাহার ক্ষমতা জানি॥
বসন বাকল, খাদ্য বন ফল,
তরুতলে যার বাস।
তৈল বিনা শিরে, শোভে জটা ভারে,
অন্ন বিনা উপবাস॥
নাই বল বীর্য্য, কেড়ে নিল রাজ্য,
দুর্ব্বল দেখিয়া ভাই।
চল গুণবতি, আমার সংহতি,
মুখে দিয়ে তার ছাই॥
শুনি কটু বাণী জ্বলিল আগুণি,
জানকী কহেন কোপে।
ওরে নিশাচর, না কহ বিস্তর,
রাগে মোর তনু কাঁপে॥
তুই মূঢ়মতি, নাহিক শকতি,
চিনিতে আমার রামে।
কটাক্ষে যাহার, ত্রিভুবন সংহার,
যম কাঁপে যার নামে॥

নিকট মরণ, তোর রে রাবণ,
দেখিয়া পরাণ কাঁদে।
বামন হইয়া, হাত বাড়াইয়া,
ধরিতে চাহিস চাঁদে॥
শৃগালের সাধ, সিংহ সহ বাদ,
মরণ উঠিলে হয়।
ভেকের ভ্রূকুটি, গায়ে মাখি মাটি,
মাতঙ্গে মারিতে ধায়॥
শৃগাল সমান, তোরে করি জ্ঞান,
কেশরী আমার বাম।
পলাও সত্বরে, রাম এলে ঘরে,
পাঠাবে শমন ধাম॥
রূপে মুগ্ধ মন, ভুলিয়া রাবণ,
কথায় মগন ছিল।
সীতার বচনে, ভাবে মনে মনে,
রাম বুঝি ফিরে এলো॥
তবে ত্বরা করি, নিজ বেশ ধরি,
সীতার ধরিয়া চুলে।
বাম হাতে কটি, ধরিল সে আঁটি,
শূন্যেতে লইল তুলে।
যাইয়া বাহিরে, রথের উপরে,
উঠিল সীতায় লয়ে।
পড়িয়া বিপদে, রাম বলে কান্দে,
জানকী অধীর হয়ে।
জটায়ু তখন, করিয়া শ্রবণ,
সীতার রোদন ধ্বনি।
আসিয়া সত্বরে, দশাননে ঘেরে,
নাহি চলে রথ খানি॥
রাজা দশানন, লোহিত নয়ন,
কোপে কাঁপে থর থর।
মারি পাখ সাট, রুদ্ধ করি বাট,
রুধে লঙ্কেশ্বর রথ॥
নখ চঞ্চু ঘায়, রাবণের কায়,
রুধির ধারায় ভাসে।
পাখার সাপটে রথ যায় ফেটে,
রাবণ কাঁপিল ত্রাসে॥
লয়ে ধনুখান, যুড়ি নানা বান,
পাখীরে সন্ধান করে।
উড়িয়া উড়িয়া, চঞ্চুপুট দিয়া,
জটায়ু সায়ক ধরে॥
ব্যর্থ দেখি বাণ, কোপে কম্পবান,
অসি লয়ে বীর ছোটে।
বেগে প্রহারিয়া কেলিল কাটিয়া,
জটায়ুর পক্ষপুটে॥
জটায়ুর দুখে, কান্দিলেন শোকে,
নিজ দুখ ভুলি সীতা।
কন যুড়ি কর যদি প্রাণ রয়,
রামে দিও এ বারতা॥
বাধা বিঘ্ন হরি, অতি ত্বরা করি,
সীতা লয়ে লঙ্কেশ্বরে।
সাগরের পারে, স্বর্ণ লঙ্কাপুরে,
প্রবেশিল নিশাচর॥

সীতার অশোক বনে গমন।

রথে তুলি জানকীরে যবে দশানন।
লইয়া লঙ্কার পথে করিলা গমন॥
বাম অঙ্কে বসায়ে সীতায় লঙ্কেশ্বর।
সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা করিলা বিস্তর॥
সস্তোষে রাবণ তারে যত মিষ্ট বোলে।
জানকীর শোক সিন্ধু ততই উথলে॥
গালি পাড়ে রাবণে মনের সুখে কত।
মুক্তি আশে বহু যত্ন করয়ে সতত॥
মর্দ্দিত হইয়া কণ্ঠে কমলের হার।
খসি পড়ে ভূমে সহ স্বর্ণ অলঙ্কার॥
পড়িল নূপুর খসি চরণ হইতে।
এই রূপে চিহ্ন সব রহি গেল পথে॥
বায়ুবেগে যায় রথ এড়াইয়া বন।
গিরিশৃঙ্গ শত শত অতি সুশোভন॥

দেখিলা জানকী এক শৃঙ্গের উপর।
পঞ্চজন মহাকায় প্রধান বানর॥
অঙ্গে হৈতে উত্তরীয় করিয়া মোচন।
আভরণ সহ তথা করিলা ক্ষেপণ॥
ক্রমে রথ যখন উত্তরে লঙ্কাপুরে।
অন্তঃপুরে লঙ্কেশ্বর রাখিলা সীতারে॥
বিশুদ্ধ স্বর্ণেতে পুরী হয় বিনির্ম্মিত।
কত শত হীরক বৈদূর্য্যে সুশোভিত॥
গজ দন্তে স্ফটিকে নির্ম্মিত গৃহদ্বার।
কত রঙ্গে রঞ্জিত গৃহের চারি ধার॥
স্তূপাকারে মণিমুক্তা আছে ঘরে ঘরে।
সুসজ্জিত বহুমূল্য বস্ত্র অলঙ্কারে।
সেই ঘরে সীতারে রাখিয়া লঙ্কাপতি।
সহস্র দাসীর প্রতি দিলা অনুমতি॥
যখন যা চাহিবেন জনক নন্দিনী।
আনিয়া যোগাবে সবে সে দ্রব্য তখনি॥
সদা তুষ্ট মিষ্ট ভাষে জানকীর মন।
ত্রুটি হ'লে ক্ষমা নাহি করিবে রাবণ॥
পাইবে না কোন জন দেখিতে সীতায়।
সবে সাবধানে সদা থাক পাহারায়॥
এত বলি রাবণ চলিল স্থানান্তরে।
জানকী কান্দেন বসি তাপিত অন্তরে॥
রূপে মুগ্ধ রাবণ রহিবে কতক্ষণ।
ক্ষণ পরে পুন আসি দিল দরশন॥
যাইতে চাহেনা সীতা তবু সঙ্গে করি।
একে একে রাবণ দেখায় নিজপুরী॥
শত শত মনোহর হর্ম্ম্য সারি সারি।
সুপ্রশস্ত গৃহ চূড়া অভ্র ভেদকারী॥
সুধা ধবলিত কায় বিচিত্র চিত্রিত।
ঝুলিছে ঝালর তায় মাণিকে খচিত॥
সুবর্ণে রজতে রচি কত শয্যাধার।
রাখিয়াছে প্রতি গৃহে শোভার আধার॥
রজত আধারে গন্ধতৈল জ্বলে কত।
তাহার সুগন্ধে গৃহ হয় আমোদিত॥

মরকত স্ফটিকে গৃহের তল বান্ধা।
তার চাক চিক্যে সদা চক্ষে লাগে ধান্ধা॥
কনক পিঞ্জরে পাখী গাইছে সুস্বরে।
শুনিয়া মোহিত লোক আপনা পাসরে॥
উপবনে কুসুম ফুটিয়া নানা জাতি।
সুগন্ধ বিস্তার তাহা করে দিবা রাতি॥
ভ্রমণে বিশ্রাম বাঞ্ছা কভু হয় যদি।
স্থানে স্থানে বসিবার মরকত বেদি॥
সরোবরে সলিল শীতল মন্দ বায়।
স্ফটিক লাঞ্ছিত হয় তার স্বচ্ছতায়॥
গৃহের ভিতর কিবা অঙ্গনে বাহিরে।
কুসুম কাননে কিম্বা স্বচ্ছ সরোবরে॥
সর্ব্বত্র সুন্দরীগণ রূপে অনুপমা।
দেবকন্যা তুল্য রাবণের মনোরমা॥
বিহার করিছে সদা সৌন্দর্য্য প্রকাশি।
মেঘে সৌদামিনী যথা কিম্বা রাকাশশী॥
দেখাইয়া আপন বৈভব জানকীরে।
অবশেষে উপনীত ছাদের উপরে॥
চারিদিকে ফিরি ফিরি সীতারে দেখায়।
চৌদিকে বেষ্টিত বারিনিধি মেখলায়॥
দেবের অগম্য হয় মোর এই পুরী।
শতেক যোজন সিন্ধু আছে ইহা ঘেরি॥
হেন নাহি ভাব রাম আসিবে হেথায়।
সমুদ্র হইবে পার চড়িয়া ভেলায়॥
উদ্ধারের আশা আর নাই গুণবতি।
ভুলি রামে কৃপানেত্রে চাও মোর প্রতি॥
যে সব ঐশ্বর্য্য দেখ সকলি তোমায়।
দাসী হবে দেবকন্যা হাজার হাজার॥
অনুমতি হ'লে আমি দাস হ'য়ে রব।
সবে ত্যজি দিবানিশি তোমারে তুষিব॥
কপালে যা ছিল কষ্ট হইয়াছে শেষ।
বনবাসে পাইয়াছ [illegible] ক্লেশ॥
এখন অদৃষ্ট তব ফিরেছে সুন্দরী।
সুখে ভোগ কর সদা মোর লঙ্কাপুরী॥

ভুলে যাও বরাননে সুদরিদ্র রামে।
মহিষী হইয়া হাসি বৈস মোর বামে॥
এত বলি রাবণ ধরিল ছুটি পায়।
দশ শির জানকীর চরণে লোটায়॥
নয়নে বহিল নীর বাক্য নাহি সরে।
বহু কষ্টে নিবারি কহিল ক্ষণ পরে॥
রাবণের শির কভু রমণী চরণে।
নত হইয়াছে হেন নাহি হয় মনে॥
সীতা কন রাবণ হইলি বুদ্ধিহীন।
ব্রহ্মার সেবিত রামে ভাবিতেছ দীন॥
মৃত্যুকালে বুদ্ধি বিপর্য্যয় ঘটে লোকে।
সেইরূপ আজি আমি দেখিতেছি তোকে॥
সাগরের গর্ব্বে আশা বান্ধিয়াছ বটে।
গোষ্পদ এ সিন্ধু মোর রামের নিকটে॥
আমার কমল আঁখি যদি মনে করে।
চন্দ্র সূর্য্য কাটি ভূমে পাড়ে এক শরে॥
সাগর শুষিতে যেবা পারে এক বাণে।
সে জন সাগর পার হইবে কেমনে॥
ওরে মূর্খ এই দুঃখ হয় কথা শুনে।
ঐশ্বর্য্যে ভুলাবে মোরে ভাবিয়াছ মনে॥
জান না রামের পদে চতুর্ব্বর্গ ফলে।
তব ছার বৈভবে কি মোর মন ভুলে॥
সিংহের মহিষী হ'য়ে ভজিব শৃগালে।
সীতার অসতী নাম রটিবে ভূতলে॥
এত শুনি রাবণ ডাকিয়া চেড়ীগণে।
সীতারে লইতে কহে অশোকের বনে॥
তবে জানকীরে কহে ভ্রুকুটি করিয়া।
অপেক্ষা করিব আমি বৎসর ধরিয়া॥
দেখিব তোমার মন ফেরে কিনা ফেরে।
যা হয় করিব কার্য্য বুঝি তার পরে॥
এত বলি অন্য স্থানে গেলা দশানন।
চেড়ী সঙ্গে সীতা গেল অশোক কানন॥

রামের কুটীরে প্রত্যাগমন।

নিজ মূর্ত্তি ধরি নিশাচর দুরাচার।
হা লক্ষ্মণ বলি যবে ডাকে বার বার॥
তখনি বিপদ ভাবি কৌশল্যা নন্দন।
সত্বরে কুটীর মুখে করেন গমন॥
সাত পাঁচ ভাবি সচিন্তিত মনে ধায়।
কিছুদূরে সৌমিত্রির দরশন পায়॥
একাকী লক্ষ্মণে দেখি উড়িল পরাণ।
কোথায় জানকী বলি অনুজে সুধান॥
সদা নিশাচরগণ ছিদ্র অন্বেষণে।
ফিরিছে সর্ব্বত্র এই পঞ্চবটী বনে॥
একাকী সীতায় রাখি কুটীরে কেমনে।
বল ভাই এখানে আইলে কোন প্রাণে॥
মনে হয় আর না দেখিব জানকীরে।
এতদিনে বিধি বাম হইল আমারে॥
কহিতে এতেক বাক্য চক্ষে আসে নীর।
অবসন্ন প্রায় হৈল রামের শরীর॥
লক্ষ্মণ কহেন তবে যুড়ি দুই হাত।
অকারণে চিন্তা কেন কর রঘুনাথ॥
কুশলে আছেন মাতা কুটীরে বসিয়া।
শোক ত্যজি ত্বরা তাঁরে দেখহ আসিয়া॥
তব আর্ত্তনাদ শুনি ভয় পেয়ে মনে।
পাঠাইলা মাতা মোরে তোমার সন্ধানে॥
রাম বলে ভাল কার্য্য কর নাই ভাই।
এতক্ষণ জানকী আমার বুঝি নাই॥
সীতার রক্ষার ভার দিয়া সে তোমারে।
বাহির হইনু বনে মৃগ ধরিবারে॥
কেমনে আমার আজ্ঞা করিলা লঙ্ঘন।
হেন বুদ্ধি কেন তব হইল লক্ষ্মণ॥
বাম নেত্র বাম বাহু নাচে বাম উরু।
ডাকিছে শুনহ ঊর্দ্ধমুখে যত ফেরু॥
শকুন উড়িছে ঊর্দ্ধে মাথার উপর।
বিপরীত ডাকে মোর কাঁপে কলেবর॥

লক্ষ্মণ কহেন সীতা যে কহিল মোরে।
স্মরিলে এখনো মোর হৃদয় বিদরে॥
সরমে কহিতে নারি সাক্ষাতে তোমার।
না করে জননী পুত্রে হেন তিরস্কার॥
সহিতে না পারি তাঁর কঠোর বচন।
কুটীর ছাড়িনু তব সন্ধান কারণ॥
এইরূপে কথায় কথায় দুইজনে।
উপনীত কুটীরে আসিয়া কতক্ষণে॥
না দেখিয়া কুটীর অঙ্গনে জানকীরে।
দ্রুতপদে দোঁহে প্রবেশিলা অভ্যন্তরে॥
নিমিষে নিরখি চারিদিকে দুই ভাই।
জানিলা কঠিন সত্য সীতা তথা নাই॥
অমনি ছুটিয়া আসি বাহিরে আবার।
যতনে দেখেন কুটীরের চারিধার॥
প্রতি গুল্ম প্রতি তরুতলে দুজনায়।
সীতার সন্ধান করি সর্ব্বত্র বেড়ায়॥
কুসুম চয়নে বড় আনন্দ সীতার।
তুলি ফুল গাঁথে মালা দিনে দশবার॥
তাই ভাবি যেখানে ফুটেছে পুষ্পচয়।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ হন তথায় উদয়॥
সুস্বরে তুলিয়া তান পাখীরা গাহিলে।
উৎকর্ণে শুনিত সীতা ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে॥
তাই ভাবি যেখানে পাখীর সমাগম।
তথায় চলেন রাম নাহি ভাবি শ্রম॥
ময়ূর ময়ূরী যবে পুচ্ছ বিস্তারিয়া।
প্রকাশি পরম শোভা বেড়াত নাচিয়া॥
দেখিতেন নির্নিমেষ নয়নে মৈথিলী।
নাচিত কভুবা রঙ্গে সেই সঙ্গে মিলি॥
তাই ভাবি প্রিয়ার পাইতে দরশন।
ধেয়ে যান রাম দূরে দেখি শিখিগণ॥
গিরিগুহা জানকীর অতি প্রিয় স্থান।
তাই মনে করি রাম গুহামাঝে যান॥
নির্ঝরের ঝর ঝর শব্দ মনোহর।
ঐক্যতান বাদ্য হ'তে শ্রুতি সুখকর॥
শুনিতে সে রব সীতা বড় ভালবাসে।
তাই রাম ছুটে যান নির্ঝরের পাশে॥
গোদাবরীর তীর ধরি রাজীবলোচন।
বহুদূর গিয়া করে সীতা অন্বেষণ॥
কোনস্থানে দরশন না পেয়ে প্রিয়ার।
উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া ফেরেন বারবার॥
কোথা প্রিয়ে দেখা দিয়ে জুড়াও জীবন।
দেখ কি দুর্দ্দশা মোর তোমার কারণ॥
হা জীবিতেশ্বরি অয়ি হরিণ লোচনে।
বৃথা এ জীবন মোর তোমার বিহনে॥
আর কি দেখিব তব সে চন্দ্রবদন।
শুনি সুধাধিক বাণী জুড়াব শ্রবণ॥
রাজ্যনাশ বনবাস সহি অনায়াসে।
তোমার সহিত সুখে ছিনু বনবাসে॥
হায় রে নিষ্ঠুর বিধি সে সুখ আমার।
দেখিয়া ফাটিল বুঝি হৃদয় তোমার॥
ঘটালি বিচ্ছেদ তাই পুরাইতে সাধ।
পরাণপুতলি হরি সাধিলি রে বাদ॥
হায় হায় কেন আনিলাম সঙ্গে করি।
খাইল একাকী পেয়ে বুঝি নিশাচরী॥
কতনা যাতনা প্রিয়ে পেয়েছ পরাণে।
কোমলাঙ্গে রাক্ষসের বিষম দংশনে॥
কাতরে কেঁদেছ কত ডেকেছ আমারে।
মনে করি সেই সব পরাণ বিদরে॥
হায় কেন এ কুবুদ্ধি ঘটিল আমাতে।
ভুলিলাম রাক্ষসের সামান্ত মায়াতে॥
কেন মৃগ ধরিবারে পশিলাম বনে।
কেন বা চাহিলে মৃগ তুমি বরাননে॥
কেন ভাই সৌমিত্রি তুমি তো বুদ্ধিমান।
একাকী সীতায় রাখি করিলে প্রস্থান॥
সকলি বিধির চক্র মোরে দুঃখ দিতে।
রাজ্য ছাড়ি বনবাস [illegible]॥
হইল কৈকয়ী পূর্ণকাম এতদিনে।
আর না ফিরিবে রাম অযোধ্যা ভবনে॥

নিষ্কণ্টকে ভুঞ্জিবে ভরত ধরাধাম।
এ জনমে সুখ আশা ত্যজিয়াছে রাম॥
কি ছার পরাণ আর লাগিবে কি কাজে।
ত্যজিব এখনি পশি অনলের মাঝে॥
ফিরে যাও অযোধ্যায় ভাইরে লক্ষ্মণ।
আমার সেবায় আর কোন প্রয়োজন॥
কৌশল্যা মাতার মোর আর কেহ নাই।
মা বলিয়া চাঁদমুখে ডেক তাঁরে ভাই॥
এত বলি নীরবে কান্দিলা রঘুনাথ।
থাকিয়া থাকিয়া শিরে করে করাঘাত॥
লক্ষ্মণ কহেন তবে বিনয় বচনে।
হিমাদ্রি কি টলে প্রভু বায়ুর তাড়নে॥
দেবগুরু লাঞ্ছিত যাহার জ্ঞান বলে।
কি আশ্চর্য্য আজি দেখি তার বুদ্ধি টলে॥
বিপদ সময়ে সার হয় ধৈর্য্য জানি।
সেই ধৈর্য্য ত্যাগ কেন করহ আপনি॥
দোঁহে মিলি জানকীর করিব সন্ধান।
অবশ্য মিলিবে তত্ত্ব ইথে নাহি আন॥
অস্থির হইলে কার্য্য সিদ্ধি নাহি হয়।
অতএব মনস্থির কর দয়াময়।
অযোনিসম্ভবা সীতা লক্ষ্মীরূপা যিনি।
রাক্ষসে খাইবে তাঁরে হেন নাহি মানি॥
স্থিরচিত্তে চিন্তা কর উপায় এখন।
তবে সে হইবে প্রভু কার্য্যের সাধন॥
তন্ন তন্ন করি সব দেখিব কাননে।
সন্ধান করিব ক্রমে সমস্ত ভুবনে॥
শোক ত্যজ দয়াময় স্থির কর মতি।
যতন করিলে মিলিবেক সীতা সতী॥
এইরূপে লক্ষ্মণ আশ্বাস দেন যত।
শোকসিন্ধু রামের উথলে উঠে তত॥
বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে নাহি সরয়ে বচন।
হা সীতা হা সীতা বলি করয়ে রোদন॥
লক্ষ্মণে সম্বোধি তবে লাগিলা কহিতে।
সীতার বিরহ ভাই পারিনা সহিতে॥

ত্যজিলাম রাজ্যধন আত্মীয় সকলে।
বনবাস কষ্ট সহিলাম কুতূহলে॥
জানকীর সঙ্গ সুখে তিলেকের তরে।
বনবাস কষ্ট কভু পাইনি অন্তরে॥
হেন নিরুপমা পত্নী ত্যজিয়া কাননে।
লোকালয়ে গিয়া মুখ দেখাব কেমনে॥
যখন মিথিলাপতি জিজ্ঞাসিবে মোরে।
কহ রাম কোথা রেখে এলে জানকীরে॥
কি বলিয়া উত্তর করিব বল ভাই।
কেমনে বলিব সীতা প্রাণে বেঁচে নাই॥
ভাঙ্গিনু ধনুক দেখাইয়া বীরপণা।
এখন বীরত্ব মোর ভাল গেল জানা॥
কোন মুখে কহিব জনক রাজস্থানে।
রাক্ষসে হরিল সীতা আমা বিদ্যমানে॥
ঘুষিবে এ অপযশ যুড়ি ক্ষিতিতল।
এ ছার জীবনে ধিক মরণ মঙ্গল॥
রাম ফিরে এলো ঘরে শুনিয়া জননী।
সুধাবেন কোথা রাম বধূ চন্দ্রাননী॥
কেমনে হানিয়া শেল মায়ের পরাণে।
কহিব সীতায় মাগো রেখে এনু বনে॥
হাসিবেক পৌরজন ঘৃণার সহিতে।
পারিবনা পারিবনা সে সব সহিতে॥
এতবলি অস্থির হইয়া দাশরথি।
শুধান সীতার তত্ত্ব দিবাকর প্রতি॥
সর্ব্বলোক সাক্ষী তুমি ব্যাপ্ত চরাচর।
কোন কার্য্য নাহি দেব তব অগোচর॥
দেখিয়াছ নিশ্চয় আমার জানকীরে।
বেঁচে কি আছেন প্রিয়া বল দয়া করে॥
বলহে অনিল দেব জগত জীবন।
ত্রিভুবনে সর্ব্বস্থানে তোমার গমন॥
বল কে হরিল মোর প্রাণের প্রতিমা।
ঘুষিবে জগতিতলে তোমার মহিমা॥
কহ তুঙ্গ গিরিবর সুমহান্ তুমি।
প্রকাশ তোমার কাছে সব বনভূমি॥

কোথা গেলা প্রিয়া মোর চম্পক বরণী।
হরিল রাক্ষসে কিম্বা বধিল পরাণি॥
আর কি পাইবে রাম সে ধন ফিরিয়া।
মিলনে শীতল হবে এই দগ্ধ হিয়া॥
উচ্চশির তরু তুমি ফুল্ল ফুল ছলে।
উচিত কিতব বল হাসিছ কি বলে॥
জান তুমি জানকী আমার আছে কোথা।
বলে দূর কর মোর অন্তরের ব্যথা॥
বিনয় করিছে দাশরথি তব পায়।
দেখাইয়া দাও মোর প্রাণের সীতায়॥
কহ মৃগকুল সাধে রাম তোমা সবে।
কহ কি হইবে লাভ থাকিয়া নীরবে॥
যে অবধি এই বনে বেন্ধেছি কুটির।
তোমরা সঙ্গিনী মোর ছিলে জানকীর॥
ভাবি দেখ প্রাণেশ্বরী তোমাদের প্রতি।
করিতেন সমাদর কত দিবা রাতি॥
দহিতেছে বিরহ আগুণে মোর হৃদি।
কোথায় পাইব তারে বল জান যদি॥
করুণ বচনে এই রূপ মৃগ দলে।
কহিতে জলদবর্ণ ভাসে অশ্রুজলে।
ছিল মৃগগণ তথা শুইয়া ধরায়।
কি বুঝি রামের বাক্যে উঠিয়া দাঁড়ায়॥
ঊর্দ্ধমুখে সবে চাহি আকাশের পানে।
চলিতে লাগিল পুন দক্ষিণ অয়নে॥
দুই চারি পদ যায় দাঁড়ায় আবার।
পাছু ফিরে রামচন্দ্রে দেখে বার বার॥
লক্ষ্মণে চাহিয়া তবে কন দাশরথি।
কি কহে হরিণগণ বুঝহ সম্প্রতি॥
সৌমিত্রী কহেন দেব ভাবে বুঝা যায়।
এই পথে গেলে মোরা পাইব সীতায়॥
শোক ত্যজি দক্ষিণ মুখেতে চল যাই।
এখানে থাকিলে আর কোন ফল নাই॥

জটায়ুর সহিত রামের সাক্ষাৎ॥

শ্রীরাম অনুজ সাথে, মৃগ প্রদর্শিত পথে,
মৃগনয়নীর অন্বেষণে।
চলিলেন বনে বনে, অতি বিষাদিত মনে,
শত ধারা ঝরিছে নয়নে॥
পথে দেখা যার সনে, শুধামাখা সম্ভাষণে,
সুধান সীতার কথা তায়।
বল ভাই দেখেছ কি, নারি এক চন্দ্রমুখী,
দেখা মাত্র জীবন জুড়ায়॥
এমনি সুবর্ণ তার, সুবর্ণ মানয়ে হার,
অতশি শুকায় হুতাশেতে।
সুমধ্যমা এমনি সে, কেশরীরে গণি কিসে,
উরু গুরু রাম রম্ভা হাতে॥
রামের সর্ব্বস্ব সীতা, দেখেছ কি তাঁরে কোথা,
বলে প্রাণ বাঁচাও আমার।
অযোধ্যার অধিপতি, দশরথ মহামতি,
আমি হে অভাগ্য পুত্র তাঁর॥
এই রূপে ক্রমে ক্রমে, ভ্রমিতে ভ্রমিতে বনে,
দেখিলেন জলদ বরণ।
দশ দিক আলো করি, চম্পকের বৃক্ষোপরি,
ফুটিয়াছে পুষ্প অগণন॥
অমনি সীতারমন, কান্দিয়া অনুজে কন,
ভাইরে জানকী মোর নাই।
বাঁচিয়া থাকিলে সীতা, এরা এ বরণ কোথা,
পাইবে বলহ মোরে ভাই॥
সীতার আঙ্গুল গুলি, হরিয়া লয়েছে কলি,
বর্ণ হরি হাসে ফুল কুল।
আর কোন প্রয়োজনে, বেড়াইব বনে বনে,
সার মোর ওই তরুমূল॥
রামের বচন শুনে, লক্ষ্মণ হুতাশ গণে
নয়ন ভাসিল অশ্রুজলে।
এমন সময়ে তথি, দেখিল মহীর গতি,
আসছে পক্ষিণী এক [illegible]

ইঙ্গিতে দেখায়ে গজে, দাশরথি স্বীয়ানুজে,
কাতরে কহেন আর বার।
প্রিয়ার গমন হরি, দেখহ চলেছে করী,
বেঁচে নাই জানকী আমার।
কুরঙ্গী সকলে দেখি, কান্দিকন কমলাখি,
জানকীর নয়ন হিল্লোলে।
হরিয়া গোপনে সবে, দেখ ভাই সমভাবে,
বাঁটিয়া লইল নিজ দলে॥
হা প্রিয়ে জীবিতেশ্বরি, অভাগারে পরিহরি,
কোথা গেলা সুচারু হাসিনি।
এই রূপে হাহাকার, করে রাম অনিবার,
বার বার শিরে কর হানি॥
লক্ষ্মণের সান্ত্বনায়, কচিৎ ধৈরজ পায,
যায় দুই চারি পদ চলে।
আবার শোকের ভরে, জ্ঞান বুদ্ধি যায় দূরে,
বায়ুগ্রস্ত মত কথা বলে॥
গিয়া কিছুদূর পরে দেখে রাম পথোপরে,
পতিত কার্ম্মুক ভগ্নশর।
শলাকাশত সংযুক্ত, অতি মনোহর ছত্র,
ছিন্ন ভিন্ন ধরার উপর॥
বিমান সুন্দর অতি, ভগ্নচক্র নাই গতি,
নাই ধ্বজ পতাকা ভূষণ॥
স্থানে স্থানে রক্ত কণা, দেখে বেশ যায় জানা,
সম্প্রতি হয়েছে তথা রণ॥
পদ চিহ্ন দৃষ্ট করে, কেন্দে কন অনুজেরে
এই বারে বুঝিনু নিশ্চয়।
জানকী বাঁচিয়া নাই, আসিয়া দেখহ ভাই,
রাক্ষসে খেয়েছে বোধ হয়॥
মর্দ্দিত কমল হার, এই দেখ চারিধার,
ছড়াইয়া ফেলেছে জানকী।
আভরণ রেণু খসি, রয়েছে মাটিতে মিশি,
ত্বরা আসি যাও ভাই দেখি।
সীতা লাগি এই স্থানে, যুদ্ধ করি দুই জনে,
করিয়াছে প্রিয়ার [illegible]।

ছিঁড়িয়া কোমল দেহ, খাইয়াছে নিঃসন্দেহ,
চিহ্ন দেখি যাইতেছে জানা॥
ধর্ম্মের লাগিয়া আমি, হয়েছি অরণ্যগামী,
সদা করি জগতের হিত।
মনেও কখন কার, নাহি ভাবি অপকার,
হেন জনে এই কি উচিত॥
ধর্ম্ম যদি জানকীরে, না রাখিল দয়া করে,
রক্ষা না করিল দেবগণ।
তবে আর কি কারণে, চাহিব ধর্ম্মের পানে,
প্রকাশিব ক্ষমতা আপন॥
করি শর বরিষণ, বিনাশিব ত্রিভুবন,
সুর নর গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
জগতের রক্ষকুল, একে বারে নিরমূল,
করিব প্রতিজ্ঞা শুন মোর॥
দেবতা কল্যাণ চায়, ফিরিয়া দিবে সীতায়,
নতুবা নিস্তার নাই কার।
করিয়া আগুন বৃষ্টি, নাশিব ব্রহ্মার সৃষ্টি,
পুড়িয়া হইবে ছারখার॥
বলিতে বলিতে বাণী, নয়নে ছুটিল অগ্নি
বল্কল কোটীতে বান্ধে আঁটি।
শিরে খাঁড়া জটাজাল, যেন কালান্তের কাল,
সতী শোকে কুপিত ধূর্জ্জটি॥
ভীম কান্তি কাল জিনি, আকৃতি ভীষণ মানি,
জলদ গভীর গর্জ্জে রাম।
দেখিয়া সুমিত্রাসুত, অন্তরে হইলা ভীত,
চক্ষে ধারা বহে অবিরাম॥
পাতি জানু যোড় করে, নানামতে স্তুতি করে,
সম্বর ও রূপ দয়াময়।
একের দোষেতে কেনে, কোপ করি সর্ব্বজনে
কর দেব ব্রহ্মাণ্ডের লয়॥
বিচারিয়া স্থির চিত্তে, দেখ এই যুদ্ধক্ষেত্রে,
রথি মাত্র ছিল একজন।
রণ তার কার সহ, সে বিষয়ে সন্দেহ,
চিহ্ন নাহি অন্য দরশন॥

অনুজের অনুরোধে, শ্রীরাম উচিত বোধে,
ক্রোধ করিলেন সম্বরণ।
আবার স্বভাব ধীর, যথা পয়োধির নীর,
মহা ঝড় হৈলে নিবারণ ॥
দৃষ্টি করি রণস্থলে, বিহঙ্গে দেখিয়া বলে,
ওই দেখ ভাই নিশাচর।
সীতা করি উদরস্থ, সুখে দুষ্ট নিদ্রাগ্রস্ত,
শীঘ্র মোরে দেহ ধনুঃশর ॥
এত বলি ধনু লয়ে, দাশরথি ত্রস্ত হ'য়ে,
জটায়ু নিকটে উপনীত।
কাটা গেছে পক্ষ দুটি, রুধিরে ভিজেছে মাটী,
হইয়াছে সর্ব্বাঙ্গ লোহিত ॥
চিনিতে না পারি রাম, বধিতে যোড়েন বাণ,
খরশান ভুজঙ্গ আকার।
দিয়া নিজ পরিচয়, ক্ষীণ স্বরে পক্ষী কয়,
দয়াময় একিহে ব্যাভার ॥
কণ্ঠাগত মাত্র প্রাণ, আবার শর সন্ধান,
কেনে রাম মৃতের উপর।
বাণবিদ্ধ দেখ বক্ষ, খড়্গাঘাতে দুটি পক্ষ,
কেটেছে রাবণ নিশাচর ॥
শূন্য ঘর পেয়ে দুষ্ট, সাধিল আপন ইষ্ট,
জানকীরে করিয়া হরণ।
উদ্ধার বাসনা মনে, যুদ্ধ করি প্রাণপণে;
সারথিরে করিনু নিধন ॥
রথের গর্দ্দভ চারি, পাথ সাটে আগে মারি,
ভাঙ্গিলাম রথ গোটা তার।
চঞ্চু নখরের ঘায়, ছিঁড়িলাম গোটা কায়,
তবু দুষ্ট কৈল মহামার ॥
রাখিতে নারিনু তায়, খড়্গাঘাতে প্রাণ যায়
মরিতে বিলম্ব নাই বেশী।
বলে যাই এক কথা, যে মুহূর্ত্তে হয়ে সীতা,
বিন্দ বলি কয় তায় ঋষি ॥
এই যোগে হারাইলে, নষ্ট দ্রব্য পুন মিলে,
জ্যোতিষের বচন নিশ্চয়।
রাবণ বিনাশ হবে, শীঘ্র সীতা ফিরে পাবে,
ইথে আর নাহিক সংশয় ॥
জটায়ু এতেক বলি, স্বর্গপুরে গেল চলি;
অনুজে কহেন তবে রাম।
পিতৃ সখা পক্ষরাজ, সাধিতে তোমার কায,
ত্যজিয়া গেলেন ইহধাম ॥
উচিত সৎকার করা, চিতা সজ্জা কর ত্বরা,
বিলম্বে নাহিক প্রয়োজন।
এতেক বচন শুনি, শুষ্কপত্র কাষ্ঠ আনি,
চিতা জ্বালি দিলেন লক্ষ্মণ ॥
রামের সৎকারে খগ, পাইল অক্ষয় সর্গ,
মুক্তি লাভ করে অনায়াসে।
রাবণের অন্বেষণে, শ্রীরাম লক্ষ্মণ সনে,
ঘোর বনে সত্বরে প্রবেশে ॥

কবন্ধ বিনাশ।

অতি ঘোর ক্রৌঞ্চারণ্য দেখি লাগে ভয়।
উঠেছে আকাশ ভেদি যত তরু চয় ॥
ভয়ঙ্কর শ্বাপদ ফিরিছে দিবা নিশি।
দিনে অন্ধকায় না প্রকাশে রবি শশী ॥
অসি হস্তে দুই ভাই সশঙ্ক অন্তরে।
প্রবেশ করেন সেই বনের ভিতরে ॥
সঙ্কীর্ণ বনের পথ বিষম দুর্গম।
পথ চিহ্ন না পাইয়া সদা হয় ভ্রম ॥
পূর্ব্ব মুখে তিন ক্রোশ করিয়া গমন।
মাতঙ্গ আশ্রমে গিয়া উপনীত হন ॥
ভীষণ গহন সেই সদা অন্ধকার।
বিরাজে বিবিধ মৃগ ভীষণ আকার ॥
অতি উচ্চ মহীরুহ যোজন বিস্তারি।
অনিল মিলনে শব্দ সন সন্ করি ॥
পথিকের মনে করে ভয়ের সঞ্চার।
ভীরুগণে মনে গণে বিপদ অপার ॥
অদূরে দেখেন রাম রাজিব লোচন।
সুগভীর নির্ঝরিণী ব্যাপিয়া যোজন ॥

সেই গুহা মাঝে বৈসে এক নিশাচরী।
বিকৃত বদন তার অতি ভয়ঙ্করী॥
নয়নে তাহার অগ্নি জ্বলে ধক্ ধক্।
রুধিরাক্ত লোল জিহ্বা করে লক্ লক্॥
স্থূল খর্ব্ব বিরল কর্কশ কেশ শিরে।
অতীব কর্কশ ত্বক সকল শরীরে॥
তালতরু সম দুটি হস্ত ভয়ঙ্কর।
অতিশয় স্ফীত নিশাচরীর উদর॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ দেখি অট্ট অট্ট হাসি।
লক্ষ্মণের আগে উপনীত হয় আসি॥
ভাল হ'ল বিধি মিলাইল তোমা ধনে।
এত বলি নিশাচরী সম্বোধে লক্ষ্মণে॥
আমারে লইয়া সুখে করহ বিহার।
এরূপ যৌবন নাথ সকলি তোমার॥
রাক্ষসীর বাক্যে রুষি সুমিত্রা নন্দন।
অসির আঘাতে কাটে নাশা কর্ণ স্তন॥
পরিত্রাহি ডাক ছাড়ি গহ্বরের দিকে।
ছুটিল রাক্ষসী আর পেছু নাহি দেখে॥
সমস্ত অরণ্য আর পশু পক্ষী সবে।
কাঁপিয়া উঠিল তার ভয়ঙ্কর রবে॥
প্রমাদ গণিয়া রাম রাজিব লোচন।
অনুজের সঙ্গে করে সত্বরে গমন॥
কিছু দূর গিয়া রামে কহিল লক্ষ্মণ।
বাম আঁখি বাম অঙ্গ করিছে নর্ত্তন॥
দুর্নিমিত্ত হেতু এই নিশ্চয় জানিবে।
অচিরে আবার কোন বিপদ ঘটিবে॥
সাবধানে চলহ লইয়া ধনুঃশর।
কোষমুক্ত করি অসি থাকিবে তৎপর॥
বলিতে বলিতে বাক্য দেখে আচম্বিতে।
প্রলয়ের ঝড় যেন লাগিল বহিতে॥
ধূলা উড়ে চারি দিক হল অন্ধকার।
পর্ব্বত [illegible] পড়িছে পাহাড়॥
বড় [illegible] ভাঙ্গে করি মড় মড়।
[illegible] করে [illegible]॥

আর্ত্তনাদে অরণ্যানি পূরিল অচিরে।
দেখিলেন দাশরথি কবন্ধে অদূরে॥
সূর্য্যসম এক চক্ষু জ্বলে কণ্ঠোপরে।
আর এক চক্ষু পায় প্রকাশ উদরে॥
উদরের মধ্যে ন্যস্ত মস্তক তাহার।
প্রসারিত দুই বাহু যোজন বিস্তার॥
সিংহ বৃক গণ্ডার ভল্লুক করিবরে।
বাহুতে ধরিয়া দৈত্য পূরিছে উদরে॥
ক্ষুধার নিবৃত্তি নাই যত পায় খায়।
সর্ব্বাঙ্গ ভাসিছে তার রুধির ধারায়॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণে দেখি কহে রুক্ষ বাণী।
বড় ভাগ্যে বিধি খাদ্য মিলাইল আনি॥
এত বলি বাহু প্রসারিল ধরিবারে।
দেখিয়া লক্ষ্মণ ভয় পাইল অন্তরে॥
অবশ হইল অঙ্গ মন্ত্রমুগ্ধ মত।
কবন্ধের দিকে ক্রমে হয় আকর্ষিত॥
অগ্রজে ডাকিয়া তবে বলেন লক্ষ্মণ।
কবন্ধ করিল মুগ্ধ নাহিক মোচন॥
মোরে দিয়া কবন্ধে আপনা কর ত্রাণ।
সময়ে অবশ্য পাবে সীতার সন্ধান॥
হইবে উদ্ধার তাঁর রাবণ নিধন।
পাইবে সময়ে অযোধ্যার সিংহাসন॥
অধীন বলিয়া মনে রেখ দয়াময়।
এই নিবেদন মোর অন্তিম সময়॥
কাতরে এতেক যদি কহিলা লক্ষ্মণ।
অন্তরে ব্যথিত হন রাজীব লোচন॥
অমিয় বচনে কন অনুজ লক্ষ্মণে।
কাতর হইলে এত কেন অকারণে॥
দৃঢ় মুষ্টে ধরি অসি সাহস করিয়া।
কবন্ধের এক বাহু ফেলহ কাটিয়া॥
অন্য বাহু কাটি আমি পড়িব নিশ্চয়।
এই রূপে কবন্ধে পাঠাব যমালয়॥
অগ্রজের উপদেশে ভয় গেল দূরে।
কাটিলেন বাম বাহু অসির প্রহারে॥

কাটিলা দক্ষিণ বাহু শ্রীরাম আপনি।
পড়িল কবন্ধ দেহ কাঁপায়ে ধরণী॥
জিজ্ঞাসে দানব তবে শ্রীরাম লক্ষ্মণে।
বল কে তোমরা হেথা আসা কি কারণে॥
লক্ষ্মণ কহেন শুন বলি পরিচয়।
অযোধ্যার রাজা দশরথ মহাশয়॥
তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ইনি রাম নাম ধরে।
বনবাসী পিতৃ সত্য পালিবার তরে॥
সঙ্গে ছিল রমণী জানকী রূপবতী।
শূন্য ঘর পেয়ে হরে রাবণ দুর্ম্মতি॥
সীতার সন্ধান করি ফিরি দুই ভাই।
কে তুমি বলহ মোরা শুনিবারে চাই॥
কবন্ধ কহিল আজি মোর সুপ্রভাত।
পাইলাম তোমা দুই ভ্রাতার সাক্ষাৎ॥
দূরে গেল দুষ্কৃতি পাইয়া দরশন।
এত দিনে হ'ল মোর শাপ বিমোচন॥
পরম পুরুষ রাম অগতির গতি।
দয়াকর দয়াময় দুভাগার প্রতি॥
যে রূপে হইল হেন দুর্দ্দশা আমার।
শুন নিবেদিব আজি চরণে তোমার॥
দনু নামে মহাবল দানব প্রধান।
ছিল এ অভাগা তার সাধের সন্তান॥
পরম সুন্দর তনু চন্দ্র সূর্য্য জ্যোতি।
মদগর্ব্বে মাতি হৈল বিষম দুর্ম্মতি॥
মন্ত্র বলে কবন্ধের আকার ধরিয়া।
বনে ফিরি ঋষি মনে ভীতি সঞ্চারিয়া॥
দৈবে এক দিন স্থূলশিরা মহাঋষি।
ফল আহরণে বনে প্রবেশিল আসি॥
উদ্ধত স্বভাব হেতু না ভাবি অন্তরে।
লাঞ্ছনা করিনু তারে বিবিধ প্রকারে॥
ক্রোধ করি অভিশাপ দিল মুনিবর।
ধরহ অচিরে কবন্ধের কলেবর॥
শাপ শুনি বড় দুখ ভাবি নিজ মনে।
কান্দিয়া পড়িনু সেই ঋষির চরণে॥

দয়ার সাগর মুনি সদয় হইল।
শাপ বিমোচন হেতু উপায় কহিল॥
পিতৃসত্য পালিতে আসিবে রঘুনাথ।
ঘোর বনে তাঁর সনে হইবে সাক্ষাৎ॥
তাঁর কোপে কাটা যাবে হাত দুইখানি।
করিবেন অগ্নি সংস্কার রঘুমণি॥
তবে সে পাইবে পূর্ব্বকার কলেবর।
এত কহি অন্তর্হিত হৈলা ঋষিবর॥
দৈবের বিপাকে ভুলিলাম অভিশাপ।
যথা তথা ভ্রমি প্রকাশিয়া নিজ দাপ॥
এক দিন ইন্দ্র সহ পশিয়া সমরে।
করিলাম নানারূপে ধর্ষিত তাহারে॥
ক্রোধে ইন্দ্র হানিলেন বজ্র মোর শিরে।
প্রবেশিল শির তাহে উদর ভিতরে॥
ভাঙ্গিল যদি ও শির বজ্রের প্রহারে।
মৃত্যু না হইল তবু বিধাতার বরে॥
স্তবে তুষ্ট হয়ে ইন্দ্র কহিলেন মোরে।
যোজন বিস্তৃত বাহু হবে অতঃপরে॥
বদনে হইবে তীক্ষ্ণ দন্ত দুই পাঁতি।
তদবধি হইল আমার এ মূরতি॥
তদবধি এই বনে করি বিচরণ।
হস্ত বাড়াইয়া সদা ধরি মৃগগণ॥
ঋষি বাক্যে একমনে করিয়া বিশ্বাস।
এত কাল আছি এই বনে করি বাস॥
সফল হইল এত দিনে ঋষিবাণী।
মিলাইলা বিধি মোরে তোমা দোঁহে আনি॥
প্রসন্ন হইয়া কর অগ্নি সংস্কার।
এ দেহ হইতে তবে পাইবে উদ্ধার॥
পূর্ব্বরূপ পাইলে করিব উপদেশ।
সীতার উদ্ধারে ফল পাইবে বিশেষ॥
এত শুনি ভ্রাতৃদ্বয় প্রফুল্ল অন্তরে।
জ্বালিলেন মহা অগ্নি কুণ্ডের ভিতরে॥
অগ্নির পরশে সেই [illegible]।
পাইল পূর্ব্বের মূর্ত্তি পূর্ব্বের বরণ॥

রামে সম্বোধিয়া কহে মধুর ভারতী।
ঋষ্যমুক গিরি পম্পাতীরে অবস্থিতি ॥
কপিরাজ মহাবল সুগ্রীব সদলে।
বালির ভয়েতে সদা থাকে সে অচলে ॥
বুদ্ধির সাগর সেই সুগ্রীব বানর।
বায়ুপুত্র হনুমান যার অনুচর ॥
সখ্য কর তার সহ গিয়া ঋষ্যমুকে।
তাহার সাহায্যে রাম তরিবে এ দুখে ॥
যেখানে থাকুক সীতা আনিবে সন্ধান।
ধর মোর উপদেশ হইবে কল্যাণ ॥
এতেক কহিয়া ধরি উজ্জ্বল মুরতি।
দনুপুত্র দেবলোকে করিলেন গতি ॥

রামের পম্পাতীরে গমন।

কবন্ধের কথা মত সুগ্রীবে ভেটিতে।
চলিলেন দাশরথি অনুজ সহিতে ॥
বনের বিচিত্র শোভা করি দরশন।
আপনার দুখ রাম হয় বিস্মরণ ॥
তরু শিরে শোভিছে কুসুম নানাজাতি।
মধু আশে তার পাশে মধুপের পাঁতি ॥
হরিয়া সুগন্ধ মন্দ বহিছে পবন ॥
পরশে জুড়ায় কার সন্তাপিত মন ॥
সুস্বর বিহগ কুল পাদপ উপরি।
শ্রবণে ঢালিছে সদা অমৃত লহরী ॥
সুন্দর হরিণ শিশু হরিণীর পাশে।
নাচিয়া নাচিয়া খেলে মনের উল্লাসে ॥
করভ করভী শুণ্ডে শুণ্ডে জড়াইয়া।
সরসীর তীরে খেলে আনন্দে মাতিয়া ॥
কর বাড়াইয়া তুলি সরসীর নীর।
পরস্পরে সিক্ত করে সবার শরীর ॥
ছড়াইতে বারি মিশি দিনকর করে।
শত শত ইন্দ্রধনু শূন্যেতে বিস্তারে ॥
শোভে বেষ্টিত রক্ত শত শত শতদলে ॥
স্বচ্ছতীর সরসীর সুনীল সলিলে।
হংস কারণ্ডব কত সারস সারসী।
সন্তরণ করে সরোবর নীরে পশি ॥
নানা জাতি মৎস্য কূর্ম্ম প্রকাণ্ড আকার
নীল জলে কুতূহলে দিতেছে সাঁতার ॥
দেখিতে দেখিতে শোভা শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
শবরি আশ্রমে আসি উপনীত হন ॥
তপঃসিদ্ধা শবরি দেখিয়া ভ্রাতৃদ্বয়ে।
যতনে বন্দিল পদ আনন্দিত হয়ে ॥
সাগত জিজ্ঞাসি দিলা বসিতে আসন।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পরে করয়ে পূজন ॥
বনজাত মিষ্ট ফল বিবিধ প্রকার।
আনিয়া শবরি রাখে অগ্রেতে দোহার।
শবরি পূজায় রাম পাইলেন প্রীতি।
তাহার আশ্রমে বঞ্চিলেন এক রাতি ॥
প্রভাতে শবরি উঠি রামের নিকটে।
বিনয়ে বিদায় বৃদ্ধা মাগে করপুটে ॥
সকল হইল মোর তপ এত দিনে।
সাক্ষাৎ গোলকপতি হেরিনু নয়নে ॥
আজ্ঞা কর এবে যাব যথা ঋষিগণ।
সেবিব সে দিব্য লোকে সবার চরণ ॥
এতেক কহিয়া বন্দি রাম রামানুজে।
সত্বরে প্রবেশ করে অগ্নিকুণ্ড মাঝে ॥
অগ্নি পরশিতে হয় রূপ মনোহর।
নানা অলঙ্কারে বিভূষিত কলেবর ॥
দিব্য লোকে শবরির হইল গমন।
পম্পা সরোবরে যান শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥
পম্পার সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হয়ে রাম
কিছুকাল তীরে দোঁহে করেন বিশ্রাম ॥
বারিকণা-শিক্ত মন্দ অনিল পরশে।
ভুলি ভ্রমণের শ্রম মাতিলা উল্লাসে ॥
জানকী-বিরহ-জ্বালা জুড়াবার আসে।
সুশীতল পম্পানীরে রাঘব প্রকাশে ॥

অরণ্য কাণ্ড সমাপ্ত।

কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড।

সীতার বিরহে রামের খেদ।

বসন্ত-সমাগমে, মলয় সমীরণ,
মৃদু মৃদু বহে পম্পা-তীরে।
কুসুমিত পাদপে, চুম্বিয়া আদরে,
পরশয়ে সরসীর নীরে॥
কমলকুল তাহে, দুখ ভাবি অন্তরে,
দুলি দুলি নিষেধ প্রকাশে।
রঞ্জিত আঁখি রাগে, কহিতেছে সঙ্কেতে,
যাও প্রণয়িনীর সকাশে॥
মধুপ দলে দলে, প্রিয়া-মন তুষিতে,
গুঞ্জরে প্রণয়-সংগীতি।
সভয়ে সমীরণ, ভ্রমরে উড়াইছে,
ভাবি পাছে ভৃঙ্গে করে প্রীতি॥
নিজ রূপ হেরিয়া, সরম বাসি মনে,
কালো দেহ পাতার মাঝারে।
ঢাকিয়া পিকবর, পঞ্চমে তুলি স্বর,
বিরহীরে বধিছে ঝঙ্কারে॥
ফুল-কুল ফুটিয়া, পরিমল বিতরে,
মিশি মন্দ মলয়-সমীরে।
যেন ফুল-ধনু নিজে, ফুল-বাণ ধরিয়া,
সবলে হানিছে বিরহীরে॥
হরিৎ-বরণ তৃণে, ধরণী আচ্ছাদিল,
মাঝে মাঝে কুসুম বিকাশে।
ঋতুরাজ তরে যেন, গালিচা বিছায়ল,
সুশীতল সরসী সকাশে॥

বসন্তের বৈভব, নয়নে নেহারিতে,
পীড়িল স্মর-বাণ-জালে।
প্রিয়া-রূপ স্মরিয়া, অন্তর জরজর,
দেহ ভাসে নয়ন-সলিলে॥
অনুজ পানে চাহি, গদ্‌গদ বচনে,
রাঘব করয়ে বিলাপ।
এ হেন দিনে মোর, প্রিয়া হ'ল অন্তর,
নাহি যায় নিবারণ তাপ॥
বিরহ-হুতাশন, অনিল-পরশনে,
পরবল হয় শত গুণে।
জুড়াইতে সে জ্বালা, সলিলে প্রবেশিনু,
নাহি ভেদ আগুন জীবনে॥
যতনে মৃণাল তুলি, রাখিলাম হৃদয়ে,
জুড়াব করিয়া মনে আশা।
হৃদয়-তাপ লাগি, মৃণাল শুকায়ল,
ত্যজিলাম দেখি দুরদশা॥
কোমল কমল-পাতে, সরসীর নিকটে,
রচি শয্যা শয়ন মানসে।
প্রিয়া বিনা জুড়াইতে, পারে না কমল-পাতে,
পরশিতে দংশে আশীবিষে॥
কোকিল-কুহু-রবে, শেল সম বাজে,
গুঞ্জরে ভ্রমর কি লাগি।
আজি প্রিয়া-বিরহে, কিছু ভাল লাগে না,
হ'তেছি কেবল দুখ-ভাগী॥
ফুলকুল যেন রে, —বহ্নি বরষিছে,
পোড়াইতে এ ছার দেহে।

বিপদ-বারিনিধি, চারি দিকে ঘেরিল,
বল ভাই রাখে মোরে কে ॥
কোন সুখ লাগি, বহিব এ জীবন,
প্রিয়া বিনা বাঁচি কোন্ ফল।
পাবকে পশি আজি, ত্যজিব এ জীবন,
অভাগার মরণ মঙ্গল ॥
রামের অনুতাপে, নয়নে লোহ ঝরে,
লক্ষ্মণ কহে কর যোড়ি।
বিলাপ পরিহর, দুখ নাহি রহিবে,
স্থির জান চির দিন ধরি ॥

লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক রামের সান্ত্বনা।

উপায় চিন্তহ শোক ত্যজি দয়াময়।
যতন করিলে রত্ন মিলিবে নিশ্চয় ॥
শোকাচ্ছন্ন হইলে না থাকে বল বুদ্ধি।
বুদ্ধি না থাকিলে নাহি হয় কার্য্যসিদ্ধি ॥
উৎসাহে বান্ধহ বুক ত্যজি শোক-মোহ।
সীতার উদ্ধারে তবে না রবে সন্দেহ ॥
যেখানে থাকুক সে রাবণ দুরাচার।
পর্ব্বত-শিখরে কিম্বা সাগরের পার ॥
স্বরগে সহায় করি অমর-নিচয়।
সীতায় লইয়া যদি থাকে নীচাশয় ॥
প্রবেশে পাতালে কিম্বা লয়ে জানকীরে।
কোটি নাগে তথা যদি থাকে তারে ঘিরে ॥
করিব সন্ধান তার নিশ্চয় জানিবে।
সীতা ফিরে দিবে নয় পরাণে মরিবে ॥
স্বজন-বিরহে বটে দুঃখ সমধিক।
মিলনে তেমনি জান সুখ ততোধিক ॥
অবশ্য সীতার সহ হইবে মিলন।
ইহা ভাবি রঘুনাথ স্থির কর মন ॥
বিপদে সম্বল ধৈর্য্য সুধীগণে বলে।
চিরদিন বিপদ না রহে কোন কালে ॥
সীতার সহিত শীঘ্র হইবে মিলন।
বনবাস-ব্রত তব হবে উদ্‌যাপন ॥
ত্বরায় যাইবে ফিরে অযোধ্যার ধামে।
সিংহাসনে বসিবে হে সীতা লয়ে বামে ॥
রাম বলে রাজ্য ধন কিছুই না চাই।
এ হেন সময়ে হেথা সীতা যদি পাই ॥
চাহিতে নয়ন মেলি সীতা-রূপ দেখি।
অন্তরে সে রূপ হেরি মুদি যদি আঁখি ॥
কোকিল-কূজনে আর ভ্রমর-গুঞ্জরে।
জানকীর স্বর শুনি শ্রবণ-কুহরে ॥
অনিল পরশে অঙ্গ পদ্মগন্ধে মিলি।
আমি ভাবি কাছে বুঝি আইল মৈথিলী ॥
আর কি জুড়াব প্রাণ সে অঙ্গ পরশি।
আর কি হেরিব জানকীর মুখশশী ॥
মৃত-সঞ্জীবনী সম বচন প্রিয়ার।
মৃত দেহে করিবে কি অমিয়া সঞ্চার ?
নিরাশার অমানিশা ভিতরে বাহিরে।
সদা ভীতি প্রদর্শন করিছে আমারে ॥
বৃথা তব যত্ন ভাই এ ঘোর নিশীথে।
আমার অন্তরে আশা-প্রদীপ জ্বালিতে ॥
এ কাল বসন্তে প্রিয়া বিরহে আমার।
জীবিত আছেন হেন না করি বিচার ॥
সহে কি যাতনা এত সে কোমল প্রাণে ?
বাঁচে কি কমল-দল হিমানী-পীড়নে ?
হা প্রেয়সি! কোথা গেলে ত্যজিয়া আমায়
এত কহি রামচন্দ্র পড়িল ধরায় ॥
ব্যথিত হৃদয়ে কোলে তুলি তাড়াতাড়ি।
সৌমিত্রি সিঞ্চয়ে মুখে সুশীতল বারি ॥
বীজন করেন অঙ্গে বৃক্ষের শাখায়।
অনুজের যত্নে রাম আঁখি মেলি চায় ॥
তবে বীর সৌমিত্রেয় কহেন অগ্রজে।
এত পরিতাপ প্রভু তোমারে না সাজে ॥
সামান্য কারণে কোথা পয়োধির জল।
কে কবে দেখেছে হয় দারুণ চঞ্চল ?
বায়ুবেগে হিমগিরি নহে বিচলিত।
সুধাকর-কর উষ্ণ নহে কদাচিত ॥

তোমারে বুঝাতে হ'ল এই বড় খেদ!
শিশু হয়ে ব্রহ্মারে শিখাব আমি বেদ?
শিক্ষাছলে মনে কর কত শত বার।
বলেছো আমারে মায়াময় এ সংসার॥
কে কার জনক কেবা কার পুত্র দারা।
কোন্ উপকারে কবে লাগে বল তারা?
আপন বলিয়া যারে করহ যতন।
সময় হইলে সে না থাকে একক্ষণ?
কে বা জানে কোথা যায় কেমন করিয়া।
পঞ্চভূতাত্মক দেহ থাকয়ে পড়িয়া॥
কর্ম্মসূত্রে বদ্ধ জীব ভ্রময়ে সংসারে।
নাট্যগৃহে নট যথা নানা রূপ ধরে॥
বিলাপ করিয়া কেন বৃথা কাল হর?
প্রকাশ পুরুষকার মোর বাক্য ধর॥
ত্রিজগতে কেবা আঁটে তোমার বিক্রমে।
নিশ্চয় রাবণে টানিয়াছে জান যমে॥
এতেক কহিল যদি সুমিত্রা-নন্দন।
শোক ত্যজি উঠে বৈসে রাজীবলোচন॥

রামের ঋষ্যমূকে গমন।

রাজীবলোচন রাম, সঙ্গে ভাই গুণধাম,
চলিলেন সুগ্রীব-উদ্দেশে।
ক্রমে আসি ঋষ্যমূকে, উপনীত মহা সুখে,
হাতে ধনু তূণ পৃষ্ঠদেশে॥
বীর-মূর্ত্তি দোঁহাকার, ভুজ শালবৃক্ষ-সার,
প্রশস্ত ললাট বক্ষস্থল।
স্থূলোন্নত স্কন্ধদেশ, নিরখি সে বীরবেশ,
সুগ্রীবের মানস চঞ্চল॥
মন্ত্রি-চতুষ্টয়ে কয়, দেখিয়া সন্দেহ হয়,
ভণ্ড যোগী এই দুই জন;
বালির নিয়োগ ক্রমে, আসিয়াছে এ আশ্রমে,
নতুবা এখানে কি কারণ॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব নরে, এখানে আসিতে ডরে,
সিংহ-ব্যাঘ্র-সঙ্কুল এ স্থান।
চারি দিকে ঘোর বন, সদা নিশাচরগণ,
ফিরিতেছে দেখি উড়ে প্রাণ॥
বয়স অধিক নয়, এক কুড়ি আট নয়,
যোগের সময় নয় এ তো।
হ'ত যদি সত্য যোগী, সংসার-বাসনা-ত্যাগী,
ধনুর্ব্বাণ নিশ্চয় ত্যজিত॥
ওরে বাছা হনুমান, কর দেখি অনুমান,
বুদ্ধিমান তুমি সবা হ'তে।
কেনে ওরা বারে বারে, আমা সবারে নেহারে,
থেকে থেকে কটাক্ষ ধনুতে॥
গতিক নহে তো ভাল, এখান হইতে চল,
এত বলি সুগ্রীব রাজন।
লম্ফে কাঁপাইয়া গিরি, শিখরে শিখরে ফিরি,
অতি দূরে করে পলায়ন॥
রাজার পশ্চাতে সবে, গর্জ্জি অতি ভীমরবে,
ছুটিল বানর ছিল যত।
নড়ে গিরি পদভরে, পাদপ ভাঙ্গিয়া পড়ে,
পশু পক্ষী সবে ভয়ে ভীত॥
অতি উচ্চ চূড়া যথা, সকলে উত্তরে তথা,
সুগ্রীবে বসিল ঘেরি সবে।
মন্ত্রি-শ্রেষ্ঠ হনুমান, সবা হ'তে বুদ্ধিমান,
কহিতে লাগিলা কথা তবে॥
দেখিলাম যে আকার, বীরশ্রেষ্ঠ দোঁহাকার,
চলন চাহনি সবিশেষ।
বিমল অঙ্গের জ্যোতিঃ সরল মুখের ভাতি,
নাহি দেখি কুটিলতা-লেশ॥
শত্রু-ভাবে এলে হেথা, এভাব থাকিত কোথা?
সন্দেহের নাহিক কারণ।
জানিতে উচিত হয়, কোন্ কার্য্যে বীরদ্বয়,
করিয়াছে হেথা আগমন॥
বন্ধু বা হউক বৈরী, "উহাদিগে ভয় করি,
পলাই আমরা" যদি জানে।

হাসিবে করিবে ঘৃণা, সহিবে না সে লাঞ্ছনা,
তব দাস হনুর পরাণে ॥
হনুর বচন শুনি, মনে মনে লজ্জা গণি,
প্রিয় ভাষে কহেন রাজন।
শত্রু নিল রাজ্য কাড়ি, গুহা-মাঝে বাস করি,
বন-ফলে জীবন ধারণ ॥
তবু বৈরী নহে ক্ষান্ত, করিতে জীবন অন্ত,
পাছে পাছে ফিরিছে সদাই।
কি হয় যায় কি বলা, সদা সাবধানে চলা,
শাস্ত্রের বিধান-মতে চাই ॥
নীতিশাস্ত্র অনুসারে, চলা চাই এ সংসারে,
বাহ্যদৃশ্যে বিশ্বাস নিষিদ্ধ।
পরীক্ষায় জানি মন, শত্রু মিত্র নির্ব্বাচন,
করিবে এ প্রথা সুপ্রসিদ্ধ॥
অতএব হনুমান, হয়ে অতি সাবধান,
কর তুমি ত্বরায় গমন।
জান কোন্ প্রয়োজনে, হেথা আসে দুই জনে,
কথার প্রসঙ্গে বুঝ মন ॥
তুলিয়া আমার কথা, গাইবে যশের গাথা,
লক্ষ্য রাখি বদন-ভঙ্গিতে।
দেখিলে সন্তোষ-চিহ্ন, বন্ধু ব'লে কর গণ্য,
অন্যথায় শত্রু সুনিশ্চিতে ॥
আগে লবে পরিচয়, দেব কি গন্ধর্ব্ব হয়,
দেবোপম আকার দোঁহার।
বসতি বা কোন্ দেশে, ঋষ্যমূকে কি উদ্দেশে,
জান প্রশ্ন করি বার বার ॥
তুমি সুচতুর অতি, দেখিলে কুটিল গতি,
করিবে উচিত যাহা হয়।
বন্ধু ব'লে জান মনে, অবিলম্বে দুই জনে,
মোর কাছে আনিবে নিশ্চয় ॥
সুগ্রীবের কথা শুনে, মারুতি আনন্দ-মনে,
মরুৎ জিনিয়া গতি-যোগে।
ধরাধর-চূড়া হ'তে, এক-লাফে ধরণীতে
উত্তরিল শ্রীরামের আগে ॥

রামের সহিত হনুর কথোপকথন।

সুগ্রীবের বাক্যে মনে হইল সন্দেহ।
কামরূপী হনু ধরে ব্রাহ্মণের দেহ ॥
তেজঃপুঞ্জ তপস্বী অশীতি-পরায়ণ।
শুভ্র সর্ব্ব কেশ শিরে অতি সুশোভন ॥
শ্বেত শ্মশ্রু ঝুলিতেছে ঢাকি বক্ষঃস্থল।
জ্বলিছে জ্বলন্ত-তেজে নয়ন-যুগল ॥
প্রশান্ত আকৃতি গিয়া রাম-সন্নিধানে।
যথাযোগ্য সম্ভাষণ করে হৃষ্ট মনে।
কহ কে তোমরা দুটি দেবোপম-কায়।
করি-কর জিনি ভুজ শোভা পায় তায় ॥
সুবিশাল বক্ষ, কটি করি-অরি জিনি।
আকর্ণ-বিস্তৃত পদ্ম নেত্র দুইখানি ॥
সমুন্নত স্থূল স্কন্ধ বীরত্ব-লক্ষণ।
শান্ত ভীম দুই গুণ প্রকাশে বদন ॥
আকার দেখিয়া মনে হয় অনুমান।
সসাগরা ধরা শাসিবারে ক্ষমবান ॥
দেব কি দানব নর দেহ পরিচয়।
দেখি তোমা দোঁহে মনে জন্মেছে বিস্ময় ॥
কোথায় বসতি কোথা হ'তে আগমন?
ঋষ্যমূকে আসা লাগি কোন্ প্রয়োজন?
বয়স কিশোর, নহে তপস্যার কাল।
তবে কেনে দেখি শিরে শোভে জটাজাল?
ভুবনে অসাধ্য তব নাহি কোন কাজ।
কি অভাবে ধরিয়াছ সন্ন্যাসীর সাজ?
মহার্ঘ কৌশেয় বস্ত্র-যোগ্য কটীদেশ।
কি লাগি বল্কল তাহে কর সন্নিবেশ?
সকল ভুবনে আছে রত্নরাজি যত।
পারহ করিতে অনায়াসে হস্তগত ॥
তবে কেনে দেখি অঙ্গ ভূষণ-বিহীন?
কিসের অভাবে মুখ অতি সুমলিন?
সিংহ-ব্যাঘ্র-সঙ্কুল অরণ্য হয়ে পার।
কি লাগিয়া এখানে আইসা দোঁহাকার?

হতাশার চিহ্ন কেনে হেরি ও বদনে ?
উষ্ণ দীর্ঘ শ্বাস কেনে বহে ঘনে ঘনে ?
এইরূপে বহু প্রশ্ন করি বায়ুসুত ॥
উত্তর না পেয়ে হইলেন চিন্তাযুত ॥
বিচার করিয়া মনে কহে আর বার।
কামরূপী আমি হই বায়ুর কুমার ॥
হনুমান নাম মোর জাতিতে বানর।
গুপ্ত বেশে আসিয়াছি তোমার গোচর ॥
সুগ্রীব নামেতে আছে বানর-ঈশ্বর।
পরাক্রমে ধরাধামে ইন্দ্রের সোসর ॥
বুদ্ধে সুরগুরু-তুল্য জ্ঞানে গণপতি।
কণ্ঠে সদা বিরাজেন দেবী সরস্বতী ॥
লক্ষ লক্ষ প্রধান বানর অনুচর।
পর্ব্বত-প্রমাণ কায় অতি ভয়ঙ্কর ॥
বালি নামে সহোদর রাজ্য নিল কাড়ি।
হরিয়া রমণী, ক'রে দিল দেশান্তরী ॥
এই ঋষ্যমূকে আছে লয়ে আমা সবে।
তাহার অমাত্য বলি আমারে জানিবে ॥
তোমা দোঁহাকারে দেখি সুগ্রীব রাজন।
সখ্য করিবার হেতু করেছে মনন ॥
পাঠাইলা আমারে জানিতে তব মন।
আজ্ঞা হ'লে এখনি করাই দরশন ॥
এত বলি নিবর্ত্তিল পবন-তনয়।
পুলকে রামের মুখ প্রফুল্লিত হয় ॥
অনুজে ইঙ্গিত করি কহেন তখন।
সুধী-মধ্যে অগ্রগণ্য পবন-নন্দন ॥
বচন-বিন্যাসে পায় প্রতিভা প্রকাশ।
চতুর্ব্বেদ ব্যাকরণ আছয়ে অভ্যাস ॥
বিনয়ে বিদ্যার ফল বুঝিলাম মনে।
ধন্য সে সুগ্রীব পায় মন্ত্রী হেন জনে ॥
পরিচয় দেহ ভাই অগ্রেতে ইহার।
ইহা হৈতে কার্য্যসিদ্ধি হইবে আমার ॥
আজ্ঞা পেয়ে বাক্যবিদ সুমিত্রা-নন্দন।
হনুর অগ্রেতে নিজ পরিচয় কন ॥
বিখ্যাত অযোধ্যারাজ্য সরযূর তীরে।
যাহার তুলনা নাই ভুবন-ভিতরে।
দশরথ নামে রাজা রাজচক্রবর্ত্তী।
যাঁর দাপে সুরাসুরে উপজয়ে ভীতি ॥
সেই দশরথ-জ্যেষ্ঠপুত্র এই রাম।
বর্ণে না বর্ণিত হয় যাঁর গুণগ্রাম ॥
পিতৃসত্য পালিতে আইলা রাম বনে।
গুণে বশীভূত আমি আসি তাঁর সনে ॥
দাসবৎ অগ্রজের রাতুল চরণ ॥
সেবা করি সুখে বঞ্চি বনে অনুক্ষণ ॥
শরদিন্দু-নিভাননী জনক-দুহিতা।
পতির সহিত বনে আইলেন সীতা ॥
কুটীর রচিয়া পঞ্চবটী-তপোবনে।
সুখে বাস করিতেছিলাম তিন জনে ॥
শূন্য ঘর পেয়ে দুষ্ট রাক্ষস রাবণ।
করিল রামের পত্নী সীতারে হরণ ॥
সেই দিন হ'তে দেখ মোরা দুটী ভাই।
কত কব ফিরিয়া বেড়াই যত ঠাঁই ॥
নাহি জানি সুখ শান্তি সেই দিন হ'তে।
মরমে পীড়িত জানকীর বিরহেতে ॥
দৈবে এক দিন বনে ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
সুগ্রীবের পরাক্রম পেলাম শুনিতে ॥
সেই হেতু সুগ্রীবের সহ দরশন।
করিয়া মনেতে হেথা আসি দুইজন ॥
ভাল হ'ল তোমার সহিত সম্মিলনে।
কার্য্যসিদ্ধি হইবে বুঝিনু অনুমানে ॥
লক্ষ্মণের বাক্য শুনে তুষ্ট হনুমান।
সুগ্রীবে ভেটিতে সবে হয় আগুয়ান ॥

সুগ্রীবের সহিত রামের সখ্য স্থাপন।

ছদ্ম-বেশ ত্যজি হনু নিজ রূপ ধরে।
দেহ দেখি রামচন্দ্র বিস্মিত অন্তরে ॥

শ্রীরাম লক্ষ্মণে পৃষ্ঠে লয়ে অতঃপর।
উঠিল বানরবর পর্ব্বত উপর॥
নিমিষে উত্তরে বীর সুগ্রীব-নিকটে।
নিবেদিল রাম-আগমন করপুটে॥
পরিচয় দিয়া কহে সুগ্রীব রাজায়।
তব সঙ্গে সখ্য রাম করিবারে চায়॥
পরম ধার্ম্মিক দুটি দশরথাত্মজ।
কনিষ্ঠ লক্ষ্মণ এই শ্রীরাম অগ্রজ॥
সত্যব্রত রামচন্দ্র সত্যের কারণ।
রাজ্য ত্যজি পত্নী-সহ প্রবেশিলা বন॥
বীরচূড়ামণি এই সুমিত্রা-কুমার।
ভ্রাতৃ-স্নেহ লাগি সঙ্গে আইলা তাহার॥
কুটীর বান্ধিয়া ছিলা পঞ্চবটী বনে।
শূন্য ঘরে জানকীরে হরিল রাবণে॥
সীতার উদ্দেশ করি আশ মনে মনে।
আইলেন ঋষ্যমূকে তব সন্নিধানে॥
দোঁহার সমান দশা দোঁহে দেশান্তরী।
মিলন হইবে ভাল দোঁহে সখ্য করি॥
হরিষে মগন মন হনুর বচনে।
শ্রীরামের পানে চাহি প্রফুল্ল বদনে॥
কপিরাজ করপুটে করে নিবেদন।
বড় ভাগ্য-বলে পাইলাম দরশন॥
পরম ধার্ম্মিক তুমি দয়ার সাগর।
বেদ বিধি কিছু নহে তব অগোচর॥
রাজ্য কাড়ি নিল ভাই বালি বলবান।
যথা তথা হরি কাল দীনের সমান॥
পত্নীরে লইল বলে এই দুখ মনে।
জাগিছে হে দয়াময় শয়নে স্বপনে॥
পশু আমি তব যোগ্য হইতে কি পারি।
তবে যদি নিজ গুণে এলে দয়া করি॥
কহ রাম দুখ সুখে থাকিবে অটল।
উদ্ধার করিবে রাজ্য প্রকাশিয়া বল॥
বালিরে বধিয়া পত্নী ফিরাইয়া দিবে।
বুঝিয়া আমারে রাম উত্তর করিবে॥
সীতার উদ্দেশ আমি করিব সত্বরে॥
যেখানে থাকুন আনি দিব হে তোমারে॥
বধিব সংবশে তারে যে কৈল হরণ।
প্রতিজ্ঞা করিনু ইহা না হবে খণ্ডন॥
মোর সহ সখ্য যদি হয়েছে মনন।
এই প্রসারিত কর করহ মর্দ্দন॥
এত বলি সুগ্রীব দক্ষিণ হস্ত দিল।
আনন্দে রাঘব তাহা গ্রহণ করিল॥
হাসিয়া কহেন রাম সাক্ষী হনুমান।
আজি হ'তে হৈলে সখা প্রাণের সমান॥
বধিয়া বালিরে ফিরাইয়া দিব রাজ্য।
প্রতিজ্ঞা আমার এই সাক্ষী চন্দ্র সূর্য্য॥
উদ্ধারিব পত্নী নাহি অন্যথা ইহাতে।
প্রতিজ্ঞা করিয়া বলি সবার সাক্ষাতে॥
আশীবিষ-সম মম সুশাণিত শর।
হানিয়া বালিরে পাঠাইব যম-ঘর॥
এত যদি কহিলেন রাজীবলোচন।
সুগ্রীব আনন্দে হয় প্রফুল্ল-বদন॥
তবে হনুমান অতি হইয়া ত্বরিত।
তৃণ কাষ্ঠে করিলেন বহ্নি প্রজ্বলিত॥
দুই মিত্র করি সেই অগ্নি প্রদক্ষিণ।
আনি এক শাখা তাহে হইলা আসীন॥
চন্দনের শাখা এক পুষ্প-পত্র-যুত।
লক্ষ্মণে বসিতে দিলা পবনের সুত॥
এইরূপে বসি সবে কথায় কথায়।
রাবণ-বৃত্তান্ত রাম সুগ্রীবে সুধায়॥
জান কি রাবণ কেটা কোথা বাস করে?
কি রূপ তাহার হয় কত বল ধরে?
সুগ্রীব কহেন সখা কিছুই না জানি।
সীতা-চোর দুরাশয় রাবণ-কাহিনী॥
অনুমান হয় দেখিয়াছি জানকীরে।
দেখেছি রাবণে শূন্যে রথের উপরে॥
পর্ব্বত-শিখরে এক দিন পঞ্চ জনে।
মন্ত্রণা করিতেছিনু বসি নিরজনে॥

অকস্মাৎ শুনি সবে রোদনের ধ্বনি।
শূন্যে চাহি দেখিলাম অপূর্ব্ব রমণী॥
রাহুর পরশে যথা কাঁপে শশধর।
রাবণের রথে সীতা তেমতি কাতর॥
পর্ব্বতে করিয়া আমা সবে নিরীক্ষণ।
নিক্ষেপ করিলা উত্তরীয় আভরণ॥
যতনে রেখেছি সেই বস্ত্র অলঙ্কার।
আনিয়া ধরিব সখা অগ্রেতে তোমার॥
রাম কহে বিলম্ব না সহে সখা আর।
ত্বরায় দেখাও আনি বস্ত্র অলঙ্কার॥
এত শুনি গুহা হ'তে সুগ্রীব রাজন।
আনিলেন উত্তরীয় আর আভরণ॥
কেয়ূর কনক-হার রতন-বলয়।
বিচিত্র কৌশেয় বস্ত্র শোভার আলয়॥
অম্বুজে সরোজ-আঁখি সকাতরে কয়।
সীতার ভূষণ এই নাহিক সংশয়॥
লক্ষ্মণ কহেন এই নূপুর সীতার।
চরণ বন্দিতে দেখিয়াছি বার বার॥
অন্য আভরণ আমি পারি না চিনিতে।
এত শুনি রামচন্দ্র লাগিলা কান্দিতে॥
হৃদয়ে রাখিয়া জানকীর আভরণ।
নয়নের নীরে ভাসে কমলনয়ন॥
বিলাপ করিয়া কান্দে পড়িয়া ধরণী।
পাষাণ গলিয়া যায় পরিতাপ শুনি॥
সুগ্রীব কহেন সখা শান্ত কর মন।
কি ফল হইবে বল করিয়া রোদন॥
শোকে ধৈর্য্য পুরুষার্থ বল বুদ্ধি নাশে।
হেন শোক জ্ঞানবানে কভু নাহি পোষে॥
হৃদয়ে পুষিলে ক্রমে হয়ে বলবান।
অবশেষে বিনাশিতে পারয়ে পরাণ॥
এ হেন পরম শত্রু যতনে ত্যজিবে।
কদাচ তাহারে মনে স্থান নাহি দিবে॥
পশু আমি তুলনায় তব কাছে ছার।
হারায়েছি প্রণয়িনী রমণী আমার॥
তবু তো অস্থির সখা হয় নাই মন।
উদ্ধার-সাধনে চিন্তা করি অনুক্ষণ॥
অটল অচল তুমি অগাধ পয়োধি।
ধরেছ হৃদয়ে মহামূল্য জ্ঞান-নিধি॥
সর্ব্ব-শাস্ত্র-পারদর্শী পরম পণ্ডিত।
শোকাচ্ছন্ন হইতে কি তোমার উচিত?
মোহ ত্যজি এবে সখা স্থির কর মন।
সবে মেলি করি এস উপায় চিন্তন॥
উপদেশপূর্ণ সারগর্ভ বাক্য শুনে।
শোক ত্যজি সুস্থির হইলা রাম মনে॥
সুগ্রীবে প্রশংসা করি বিবিধ প্রকারে।
বন্ধু বন্ধু বলি কোল দেন প্রেমভরে॥

সুগ্রীব ও বালির বিবাদ-বৃত্তান্ত।

বন্ধু-সনে হৃষ্টমনে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
ঋষ্যমূকে করি সুখে রজনী যাপন॥
গিরি-শিরে পাতা পেড়ে বসিয়া সকলে।
নানা ছান্দে নানা বান্ধে কত কথা বলে॥
যার যথা আছে ব্যথা তার তথা হাত।
কুতূহলে রামে বলে বানরের নাথ॥
শুন সখে বড় দুখে কাটাই সময়।
সহে না হে প্রাণ দহে দুঃখে দয়াময়॥
গৃহ ত্যজে গুহা মাঝে রব কত দিন।
ভেবে ভেবে দেখ এবে দেহ হ'ল ক্ষীণ॥
প্রিয়া-শোকে সদা চোকে বহে অশ্রুজল।
তব মুখ চেয়ে দুখ সম্বরি কেবল॥
কাল-সম ভাই মম সদা জাগে মনে।
স্মরি তারে কাঁপে ডরে অন্তর সঘনে।
শুনি রাম গুণধাম কহেন সখায়।
মোর কথা নহে মিথ্যা জানিবে নিশ্চয়॥
খরশাণ মোর বাণ কে পারে সহিতে?
এক শরে যম-পুরে যাবে সে ত্বরিতে॥

যতক্ষণ দরশন নহে তার সঙ্গে।
দারা পুত্র রাজছত্র ভুঞ্জুক সে রঙ্গে॥
চল অস্ত্র সস্ত্র সস্ত্র বিলম্বে কি কাজ।
বালি বধি দিব আজি কিষ্কিন্ধ্যার রাজ॥
ভয় ত্যজ রণে সাজ লয়ে নিজ দলে।
দেব নর কি কিন্নর জিনিবে সকলে॥
ইন্দ্র আদি আসে যদি হইয়া সহায়।
পারিবে না পারিবে না রাখিতে তাহায়॥
সখা-মুখে শুনি সুখে এতেক বচন।
শশধরে পেয়ে করে যেমন বামন॥
সেই মত প্রফুল্লিত বানরের পতি।
রামে কয় দয়াময় তুমি মোর গতি॥
দাশরথি সখা প্রতি বলেন তখন।
কি লাগিয়ে ভেয়ে ভেয়ে বিবাদ এমন॥
সে বৃত্তান্ত আদি অন্ত শুনিবার আশ।
দয়া ক'রে সবিস্তারে করহ প্রকাশ॥
এত শুনে হৃষ্ট মনে সুগ্রীব রাজন।
বলে শুন বিবরণ দ্বন্দ্ব যে কারণ॥
দুন্দুভির পুত্র বীর মায়াবী দানব।
তার সহ অহরহ কলহ হাবব॥
স্ত্রীর জন্যে দুই জনে যুদ্ধ বার বার।
হেরে হেরে যায় ফিরে আইসে আবার॥
দুই ভাই এক ঠাঁই মোরা কিছু পরে।
মহানন্দে হাস্যামোদে বসেছি আহারে॥
হেন কালে সিংহদ্বারে মায়াবী আইল।
যুদ্ধ দেহ যুদ্ধ দেহ বলিয়া ডাকিল॥
হুহুংকার বার বার ছাড়িল দানব।
সপ্ত পুরী ভেদ করি পশিল সে রব॥
উভ লেজে বায়ু-তেজে অগ্রজ আমার।
ছুটি গিয়া দাঁড়াইয়া অগ্রেতে তাহার॥
শাল-তরু জিনি চারু সুবিশাল করে।
মায়াবীকে এক লাফে ধরিয়া আছাড়ে॥
প্রাণ-ভয়ে পলাইয়ে যায় দুষ্টমতি।
মহাকায় বালি ধায় তাহার সংহতি॥

বালি কাছে পাছে পাছে ধাইলাম আমি।
অগ্রজের সাহায্যের বাসনা এমনি॥
বহুদূরে গিয়া পরে দেখিনু সম্মুখে।
বিবরে প্রবেশ করে মায়াবী কৌতুকে॥
কাল-ব্যাজ বালিরাজ না করি তখন।
সুড়ঙ্গেতে প্রবেশিতে করিয়া মনন॥
"থাক ভাই এই ঠাঁই আগুলিয়া পথ।
মায়াবীরে জয় ক'রে না ফিরি যাবৎ॥"
এত বলি ভাই বালি পাতালে প্রবেশে।
গুহা-দ্বারে অনাহারে থাকি তার আশে॥
দিন গেল মাস গেল বছর ফুরায়।
হই দুখী নাহি দেখি ফিরিতে ভ্রাতায়॥
অবশেষে হা হুতাশে কাটি দিন রাত।
গুহা-মুখে রক্ত উঠে দেখি অকস্মাৎ॥
হ'ল ভয় অতিশয় রক্ত-ফেনা দেখে।
হুহুংকার বার বার শুনি থেকে থেকে॥
মায়াবীর যুদ্ধে বীর বালি হ'ল হত।
এই ভেবে দুখার্ণবে হলাম পতিত॥
আঁখি-নীরে পৃথিবীরে কান্দিয়া ভাসাই।
সকাতরে উচ্চৈঃস্বরে বলি ভাই ভাই॥
কতক্ষণে মনে মনে সম্বরিয়া দুখ।
শিলা দ্বারা করি ত্বরা বন্ধ গুহা-মুখ॥
গৃহে আসি পুরবাসি-গণে বিবরণ।
সবিস্তারে সকলেরে করি নিবেদন॥
কথা শুনে মন্ত্রিগণে যুক্তি করি সার।
যৌবরাজ্যে অভিষেক করিল আমার।
তার পরে এল ঘরে ভাই মোর বালি॥
রাগ-ভরে সে আমারে কত পাড়ে গালি॥
ধরি পায় আমি তায় সাধিলাম কত।
শান্ত নহে কটু কহে মারিতে উদ্যত॥
অবশেষে দীন বেশে করি দেশান্তরী।
নিরুপমা প্রিয়তমা পত্নী নিল কাড়ি॥
সে অবধি নিরবধি দেশ দেশান্তরে।
প্রিয়া-শোকে মনদুখে ভ্রমি ফিরে ফিরে॥

ভাই মোর শত্রু ঘোর ক্ষান্ত নয় তবু।
প্রাণ-নাশে সর্ব্বদা সে ফিরিতেছে প্রভু॥
অভিশাপে ঋষ্যমূকে নাহি আসে যেই।
বেঁচে প্রাণে এ কজনে আছি সখা সেই॥
এত ব'লে অশ্রুজলে ভাসাইয়া গণ্ড।
নিবর্ত্তিল মহাবল সুগ্রীব প্রচণ্ড॥

সপ্ত তাল ভেদ।

নীরবে সুগ্রীব ফেলে নয়নের জল।
পূর্ব্বস্মৃতি জাগে, মর্ম্ম-বেদনা প্রবল॥
মিষ্ট ভাষে তুষি রাম সখায় তৎপরে।
কহেন কমল-আঁখি পরম আদরে॥
কহ সখা কৌতূহল বড় মোর মনে।
শাপগ্রস্ত বালি-রাজ হইল কেমনে॥
কেবা দিল অভিশাপ কোন্ পাপে তার।
শুনিতে বাসনা, বল করিয়া বিস্তার॥
শুনি বন্ধু-বাক্য কহে সুগ্রীব রাজন।
বালির শাপের কথা করহ শ্রবণ॥
দুন্দুভি নামেতে ছিল মহিষ প্রবল।
সাগরে চলিল যুদ্ধ-আশে মহাবল॥
পিতামহ-বরে কারে না মানে দুরন্ত।
তোল পাড় করে জল নাহি হয় ক্ষান্ত॥
সাগর আইল ভয় পেয়ে তার কাছে।
দেখিয়া অসুর তার সহ যুদ্ধ যাচে॥
সমুদ্র কহিল যুদ্ধে শক্য নহি আমি।
নগাধিপ হিমালয়ে মাগ যুদ্ধ তুমি॥
এতেক বচন যদি সাগর কহিল।
হিমাদ্রি-উদ্দেশে তবে মহিষ চলিল॥
শৃঙ্গে উপাড়িয়া বড় বড় শিলা খণ্ড।
উৎপাত করিল অতি মহিষ প্রচণ্ড॥
অবশেষে দরশন দিল হিমালয়।
যুদ্ধ দেহ বলি তারে সে অসুর কয়॥
গিরি বলে'হেন শক্তি নাহিক আমার।
বানরের রাজা বালি যোগ্য সে তোমার॥
যাও তার কাছে মিটিবেক যুদ্ধ-আশ।
কিষ্কিন্ধ্যা নগরে হয় সে বালির বাস॥
এতেক শুনিয়া সেই বিলম্ব না করে।
ত্বরা আসি উপনীত কিষ্কিন্ধ্যানগরে॥
বালিরে কহিল যুদ্ধ দেহ মোরে আসি।
মরিতে আইলে কেনে? বালি কয় হাসি॥
বাক্‌যুদ্ধ ক্ষণকাল হয় দুই জনে।
তার পর জ্যেষ্ঠ মোর আরক্ত নয়নে॥
বিষাণ ধরিয়া উর্দ্ধে তুলিয়া অসুরে।
ঘন পাকে ঘুরাইল শূন্যের উপরে॥
পাথরে আছাড় মারি বধিয়া পরাণে।
দুইক্রোশ দূরে ফেলি দিল এক টানে॥
মাতঙ্গ নামেতে ঋষি সেই স্থানে ছিল।
অসুরের রক্ত-ছিটা অঙ্গেতে পড়িল॥
ক্রোধে কম্পান্বিত মুনি শোণিত-পরশে।
কে দিল কাহার রক্ত জানিবার আশে॥
বাহিরে আসিয়া দেখি অসুরের শব।
জানিতে পারিলা মুনি যোগ-বলে সব॥
রোষভরে শাপ দিল নিদারুণ অতি।
যে করিল আশ্রমের এ হেন দুর্গতি॥
ভাঙ্গিল আশ্রম-তরু শবের আঘাতে।
শোণিতের ছিটা দিল আমার অঙ্গেতে॥
কভু যদি এ আশ্রমে করে আগমন।
তখনি হইবে তার নিশ্চয় মরণ॥
অনুচর বালির যে সব ছিল তথা।
বালিরে কহিল গিয়া অভিশাপ-কথা॥
সে অবধি ঋষ্যমূকে মাতঙ্গ-আশ্রমে।
নাহি আসে বালি মৃত্যু-ভয়ের কারণে॥
অতি বলবান বালি অতুল বিক্রমে॥
ভাবি তায় কেমনে হে বধিবে সংগ্রামে॥
ওই দেখ দুন্দুভির অস্থি-অবশেষ।
পড়িয়া রয়েছে যেন পর্ব্বত-বিশেষ॥
সমাংস এ অস্থি বুঝ ছিল কত ভারি।
অনায়াসে দুই-ক্রোশ দূরে দিল ছুঁড়ি॥

ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তের কালে শয্যা হ'তে উঠে।
সাগরে সাগরে বালি যায় এক ছুটে॥
দক্ষিণ সাগর হৈতে উত্তর সাগরে।
মুহূর্ত্তের মধ্যে বীর আসিয়া উত্তরে॥
পূর্ব্ব হৈতে পশ্চিম সাগরে তার পর।
সন্ধ্যা করি সত্বরে ফিরিয়া আসে ঘর॥
ওই দেখ সপ্ত শাল-তরু দৃঢ়কায়।
মেঘ-মালা স্পর্শে সদা যাহার মাথায়॥
একেবারে সপ্ত তরু বালির আঘাতে।
কাঁপিত পড়িত পাতা খসিয়া ভুমিতে॥
হেন বীরে সখা কিহে পারিবে জিনিতে।
দারুণ আশঙ্কা হয় এ দাসের চিতে॥
লক্ষ্মণ হাসিয়া কন কহ হরিরাজ।
সন্দেহ যাইবে তব করিলে কি কাজ।
পরীক্ষা করিয়া আগে লহ ভাল ক'রে।
বালি সনে সংগ্রামে যাইবে তার পরে॥
এত শুনি সুগ্রীবের আনন্দ অপার।
বলে ওই অস্থি দেখ পর্ব্বত-আকার॥
পার যদি উঠাইয়া ফেলে দিতে দূরে।
তবে সে বিশ্বাস হয় আমার অন্তরে॥
শুনি রামচন্দ্র সুগ্রীবের এই বাণী।
পদাঙ্গুষ্ঠ দিয়া দূরে ফেলে অস্থিখানি॥
তথাচ বানর-বুদ্ধি বিশ্বাস না করি।
পুনরপি কহে রামে দুটি হাত যুড়ি॥
বহুদিন হইল দুন্দুভি গেল মরি।
অতি শুষ্ক অস্থি তাই যাই আর ভারি॥
ওই সপ্ত শালতরু যদি এক শরে।
পারহ করিতে ভেদ দেখাও আমারে॥
তবে রাম হাসিয়া ধরেন ধনুর্ব্বাণ।
বিশাল বিক্রমে করিলেন সুসন্ধান॥
বিন্ধিয়া সে শর সপ্ত শালতরুবরে।
গিরি ভেদি প্রবেশিল পৃথিবী ভিতরে॥
বাণের গর্জ্জনে করি কর্ণ বধির।
পশু পক্ষী আদি সবে হইল অস্থির।
বিজলি-প্রকাশে যথা উজলয় দিক।
ঝলসি নয়ন বাণ জলে ততোধিক॥
সবিস্ময়ে সুগ্রীব দেখেন তার পর।
কার্য্য সাধি তূণে ফিরে আইল সে শর॥
বুঝিল বালির পরমায়ু হৈল শেষ।
তাই হেন বন্ধু মিলাইল পরমেশ॥

বালি-বধ।

রামের বিক্রম দেখি সুগ্রীব রাজন।
অমাত্যগণের সহ আনন্দিত মন॥
ভূমি লুটি পদ-যুগে করি নমস্কার।
সাধু! সাধু! বলি যশ করে বার বার॥
শ্রীরামে কহেন মোর বহু ভাগ্যগুণে।
বন্ধু মিলাইল বিধি তোমা হেন জনে॥
অতুল বিক্রম দেখিলাম মহীতলে।
বালি কোন্ ছার, পার জিনিতে সকলে॥
মহেন্দ্র সহায় যদি হয় এবে তার।
তোমার শরেতে তবু নাহিক নিস্তার॥
অদ্ভুত তোমার কার্য্য ঘুষিবে সংসারে।
সপ্ত মহাতরু ভেদ কৈলে একেবারে॥
এখন মিনতি এই তোমার চরণে।
দূর কর ভয় মোর বালির নিধনে॥
রাম কন বিলম্বে নাহিক প্রয়োজন।
এখনি চলহ সখে কিষ্কিন্ধ্যা-ভবন॥
দেখাইয়া দিবে মাত্র বালিকে আমায়।
তার পর থাকিল সমস্ত মোর দায়॥
কিষ্কিন্ধ্যার রাজ্যে তব অভিষেক করি।
বসাইব বামে তারা রুমা দুই নারী॥
এত শুনি সুগ্রীবের আনন্দ অপার।
সদলে রামের সহ হয় আগুসার॥
দেখিতে দেখিতে উপনীত কিষ্কিন্ধ্যায়।
বারিদ-গম্ভীর গর্জ্জি সিংহদ্বারে ধায়॥
কিছু দূরে বৃক্ষ-অন্তরালে দাশরথি।
ধনুর্হস্তে রহিলেন অনুজ-সংহতি॥

সুগ্রীবের স্বর জানি বালি মহাবীর।
এক লাফে পুরী হৈতে হইলা বাহির ॥
ক্রোধে জবাফুল জিনি আরক্ত নয়ন।
ভয়ঙ্কর ভীমকায় দ্বিতীয় শমন ॥
দৃঢ় মুষ্টি বদ্ধ করি বিকট বদনে।
দাঁড়াইল আসি বীর সুগ্রীব-সদনে ॥
কাঁপিল অন্তরে কিন্তু মুখে নহে ন্যূন।
সুগ্রীব করয়ে হুহুংকার ঘন ঘন ॥
বালি কয় পাপাশয় আইলি মরিতে।
কে দিল মন্ত্রণা তোরে গরল ভক্ষিতে ॥
ভাল হৈল ঋষ্যমূক ত্যজিয়া আইলি।
আপন নিধনোপায় আপনি করিলি ॥
বিচূর্ণ করিব মুষ্ট্যাঘাতে তোর শির।
মারিতে ধাইল এত বলি বালি বীর ॥
সুগ্রীব কহিল ভাল বুঝা যাবে বল।
আজিকার যুদ্ধে যদি থাকহ অটল ॥
নখ দন্তে ছিঁড়ি, করি দিব খান খান।
এক চড়ে আজি তব লইব পরাণ ॥
এত বলি দোঁহে দোঁহাকারে আক্রমিল।
আঁচড় কামড়ে অঙ্গ শোণিতে ভাসিল ॥
চট্ চট্ চড় গুম্ গাম্ কীল মারে।
লাফ দিয়া এ উহার চ'ড়ে বৈসে ঘাড়ে ॥
বিষধর সম গর্জ্জে অতি ভয়ঙ্কর।
দুই বৃষ যোঝে যেন গোষ্ঠের ভিতর ॥
তুল্য বলবীর্য্য তুল্য আকার দোঁহার।
কে বালি সুগ্রীব কেটা চিনে উঠা ভার ॥
না পারে সেজন্য রাম ছাড়িবারে শর।
পাছে বন্ধু-বধ হয় ভাবিয়া কাতর ॥
এখানে বালির তেজ বাড়ে ক্রমে ক্রমে।
ক্ষীণবল হীনতেজ সুগ্রীব সংগ্রামে ॥
বিপদ ভাবিয়া বৃক্ষ পানে ঘন চায়।
অন্তরাল হেতু রামে দেখিতে না পায় ॥
ভাবে বুঝি ভয় পেয়ে পলাইল রাম।
প্রাণ-ভয়ে সুগ্রীবের ছোটে কাল-ঘাম ॥
উপায় না দেখি অন্য যায় পলাইয়া।
পুরে প্রবেশিল বালি অন্তরে হাসিয়া ॥
ঋষ্যমূকে অধোমুখে বানরের পতি।
চিন্তায় মগন ভাবি আপন দুর্গতি ॥
হেন কালে উপনীত তথা ভ্রাতৃদ্বয়।
দেখিয়া সুগ্রীব খেদে রামচন্দ্রে কয় ॥
না বুঝি বিক্রম নিজ করিলে কি কাজ।
হাসাইলে সখা আজি বানর-সমাজ ॥
দেখহ দুর্দ্দশা মোর রুধির-ধারায়।
আপাদ মস্তক সব অঙ্গ ভেসে যায় ॥
চাই না হে রাজ্য রাম পত্নীর উদ্ধার।
বহু পুণ্য-ফলে বেঁচে এলাম এবার ॥
রাম কন সখা বৃথা কর অনুযোগ।
আজিকার কষ্ট তব অদৃষ্টের ভোগ ॥
তুল্য রূপ তুল্য দেহ তোমা দুজনার।
শত্রু মিত্র চেনা সাধ্য হ'ল না আমার ॥
পাছে বন্ধু-বধ করি বালিরে বধিতে।
এই হেতু শর নাহি পারিনু ছাড়িতে ॥
ত্যজ অভিমান সখে স্থির কর মন।
কোন্ বড় কথা বল বালির নিধন ॥
নিশ্চয় জানিহ আমি মিথ্যা নাহি বলি।
কা'ল রণে মোর বাণে মরিবে সে বালি ॥
পুনরপি চল কা'ল হেন রূপ ধরি।
তোমারে চিনিতে যুদ্ধস্থলে যেন পারি ॥
অমিয় বচনে রাম এতেক কহিল।
শুনিয়া সুগ্রীব মনে সন্তোষ লভিল ॥
সেই নিশা সুখে সবে করিয়া যাপন।
প্রভাতে কিষ্কিন্ধ্যা-মুখে করিলা গমন ॥
চিহ্ন হেতু নাগ-পুষ্প-লতা মনোহর।
সুগ্রীবের কণ্ঠে পরাইলা রঘুবর ॥
নানা বন উপবন শোভার আধার।
দেখিতে দেখিতে [illegible] আগুসার ॥
সুবর্ণ-মণ্ডিত ধনু সূর্য্যপ্রভ বাণ।
ধরিয়া চলেন অগ্রে দূর্ব্বাদলশ্যাম ॥

দোঁহে দোঁহাকার স্কন্ধ করিয়া ধারণ।
তাহার পশ্চাতে চলে সুগ্রীব লক্ষ্মণ ॥
নল নীল হনুমান তাহার পশ্চাতে।
আনন্দে চলিল সবে কিষ্কিন্ধ্যার পথে ॥
পুষ্পফলে সুশোভিত হেরি তপোবন।
মধুর সম্ভাষে রাম সখা প্রতি কন ॥
পরম সুন্দর এই মনোমুগ্ধকারী।
ফলভরে নত কত বৃক্ষ সারি সারি ॥
সুগন্ধ ছড়ায় ফুলকুল অনিবার।
অতুল আশ্রম এই বল সখা কার ॥
কাচস্বচ্ছ সরোবর কমল-আলয়।
সৌন্দর্য্য বিকাশি মন প্রাণ হরি লয় ॥
কাহার ঐশ্বর্য্য এই বলহে বিস্তারি।
স্বভাবের শোভা হেন কোথায় না হেরি ॥
সুগ্রীব কহেন হেথা ঋষি সাত জন।
জল-মধ্যে করিতেন তপের সাধন ॥
সপ্তজল নামে তাই খ্যাত এই বন।
পরম পবিত্র স্থান নয়ন-রঞ্জন ॥
এই স্থানে সেই সপ্ত ঋষির উদ্দেশে।
নমস্কার কর সথে মোর উপদেশে ॥
এত শুনি ভক্তিভরে নমস্কার করি।
ত্বরায় উত্তরে যথা কিষ্কিন্ধ্যা নগরী ॥
রহিলা রাঘব পূর্ব্ববৎ বৃক্ষ-আড়ে।
সুগ্রীব ছাড়িল সিংহনাদ সিংহদ্বারে ॥
কাঁপিল মেদিনী গিরি সে গর্জ্জন শুনি।
পশিল সত্বরে অন্তঃপুরে সেই ধ্বনি ॥
তারার সহিত বালি ছিল অন্তঃপুরে।
সিংহনাদ শুনিয়া সে কুপিল অন্তরে ॥
সুবর্ণ-সদৃশ বর্ণ বিবর্ণ হইল।
ক্রোধে ওষ্ঠাধর সব কাঁপিতে লাগিল ॥
পুরী হ'তে বেগে বাহিরিতে বালি চায়।
কান্দিয়া প্রেয়সী তারা ধরে তার পায় ॥
কহে নাথ ক্ষান্ত দেহ রণে কাজ নাই।
পর নহে সুগ্রীব যে সহোদর ভাই ॥
তাহা হ'তে আপন কে আছে তব আর।
যদি যুদ্ধ কর নাথ শপথ আমার ॥
আর এক কথা বলি শুন মন দিয়া।
কা'ল পলাইল যেই সমরে হারিয়া ॥
কি সাহসে আসে পুন নিশি না পোহাতে।
একথা বারেক কেন নাহি ভাব চিতে ॥
অবশ্য সহায় তার হয়েছে প্রবল।
এ যুদ্ধে তোমার আমি না দেখি মঙ্গল ॥
আর এক কথা শুনি অঙ্গদের ঠাঁই।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ নামে হয় দুই ভাই ॥
অযোধ্যার রাজা দশরথের অপত্য।
সখ্য করি তার সহ করিয়াছে সত্য ॥
তোমারে বধিয়া তারে দিবে রাজ্যভার।
পেয়েছে অঙ্গদ কা'ল এই সমাচার ॥
তাই নাথ করি তব চরণে মিনতি।
কথা রাখ দয়া করি অধীনীর প্রতি ॥
রামের বীরত্ব-কথা শুনিয়া অবধি।
শঙ্কায় কাঁপিছে সদা এ দাসীর হৃদি ॥
নাচিছে দক্ষিণ আঁখি অমঙ্গল-চিহ্ন।
মূঢ় যেই সেই করে এসব অমান্য।
মহাজ্ঞানী তুমি সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত।
ক্ষণেক চিন্তহ, রোষ ত্যজি, হিতাহিত ॥
এত কহি চাহে তারা পতি-মুখ প্রতি।
বালি কয় চিন্তা বৃথা কর কেনে সতি ॥
সুগ্রীবের সাধ্য কি যে জিনিবে আমারে।
ভাল রূপে শিক্ষা আজি দিব হে তাহারে ॥
রামের লাগিয়া তব নাহি কিছু ভয়।
পরম ধার্ম্মিক দশরথের তনয়।
ভ্রাতা-সহ মোর এই ঘরাও বিবাদে।
সে আমারে বিনাশিবে কোন্ অপরাধে ॥
শান্ত হও সতি ত্যজ অমূলক ভয়।
এখনি ফিরিব দেখ যুদ্ধ করি জয় ॥
গর্জ্জন করিছে চির-শত্রু সিংহদ্বারে।
কাপুরুষ সম আমি রব অন্তঃপুরে !

ধিক্ হেন কাপুরুষে, প্রাণে তার ধিক্।
অপমানে যে না গণে মরণ-অধিক ॥
যুদ্ধ হেতু শত্রু মোরে ডাকে ঘনে ঘনে।
দিওনা দিওনা বাধা শুন বরাননে ॥
মৃত্যুকে না ভয় করে বীর যেবা হয়।
সমরে মরিলে হয় পুণ্যের সঞ্চয় ॥
আজি কিম্বা কালি দেখ মরিবে সকলে।
কে আছে অমর বল এ মহীমণ্ডলে ॥
কিন্তু প্রিয়ে ন্যায়-যুদ্ধে করিয়া সমর।
মরিয়া না মরে, হয়ে থাকয়ে অমর ॥
জনমিল গৃহ মাঝে মরিল তথায়।
কবে দেখিয়াছ কেবা তার গুণ গায় ॥
আমি বালি বীর মাঝে গণ্য চির কাল।
ভুজবলে শাসি এই রাজ্য সুবিশাল ॥
অবলার বাক্যে যদি ত্যজিব সমর।
হাসিবে ইন্দ্রাদি করি যতেক অমর ॥
না মানিবে প্রজাবর্গে ভীরু-জ্ঞানে মোরে ॥
বিশৃঙ্খল হবে রাজ্য যাবে ছারে খারে ॥
বাঁচিবার এই কিহে প্রকৃষ্ট বিধান।
ভীরুর জীবন মৃত্যু একই সমান ॥
নারী তুমি নারী সম দিলে উপদেশ।
মোর প্রতি স্নেহ ভক্তি দেখাইলে বেশ ॥
এবে গৃহে যাও প্রিয়ে ত্যজি দুর্ভাবনা।
এত বলি বাহিরিল বালি মহামনা ॥
নীরবে কান্দিয়া তারা প্রবেশিল ঘরে।
কাল পূর্ণ হইয়াছে রাখে কি প্রকারে?
কেশে ধরি কাল তারে নিল রণস্থলে।
রাঙ্গা করি আঁখি বীর ভাই প্রতি বলে ॥
ওরে রে অধম তোর নাই লজ্জা লেশ।
কা'ল পালাইলি পুনঃ আজ রণবেশ ॥
এখনো শোণিতে তব শরীর রঞ্জিত।
যুদ্ধশ্রম এখনো যে নহে প্রশমিত ॥
কোন্ লাজে আবার আইলি কিষ্কিন্ধ্যায়?
সুগ্রীবে ধরিতে এত বলি বালি ধায় ॥
সুগ্রীব কহেন বালি গর্ব্ব কর মিছে।
নিশ্চয় নিস্তার নাই আজি মোর কাছে ॥
এইরূপে বাক্-যুদ্ধে ক্রোধ উপজিল।
তার পর বাহুযুদ্ধ আরম্ভ করিল ॥
মেঘের গর্জ্জন জিনি গর্জ্জে দুই বীর।
শুনি ভয়ে সবে হয় কম্পিত-শরীর ॥
প্রলয় গণিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে মৃগগণ।
সুদূরে করয়ে বন ছাড়ি পলায়ন ॥
আকাশে উড়িতেছিল সুখে পাখী সব।
ভূতলে পড়িল তারা শুনে সেই রব ॥
কীল চাপড়ের শব্দে স্তব্ধ জীবগণে।
লেজের সাপটে ধূলি উঠিল গগনে ॥
নখাঘাতে দন্তাঘাতে ছুটিল রুধির।
দণ্ড চারি এই রূপে যোঝে দুই বীর ॥
সুগ্রীব হইল অবশেষে হীনবল।
রাম-পানে ঘন ঘন চাহিছে কেবল ॥
দেখি রাম হেমপৃষ্ঠ ধনু নিলা হাতে।
কালসর্প সম শর যুড়িলেন তাতে ॥
আকর্ণ টানিয়া গুণ ছাড়িলেন বাণ।
ভেদিল সে বাণে বালি-হৃদি-মধ্যখান ॥
আন্ধার দেখিয়া চক্ষে বালি মহাকায়।
অবসন্ন দেহে পড়ে অমনি ধরায় ॥

বালিকর্ত্তৃক রামের তিরস্কার ॥

কালসর্প সম শ্রীরামের কাল শরে।
ধরায় পাতিত করে বানর-ঈশ্বরে ॥
ছিন্নমূল মহাতরু সম মহাকায়।
সর্ব্বাঙ্গ ভাসিয়া যায় রুধির-ধারায় ॥
রক্তসন্ধ্যা-সুরঞ্জিত মহা মেঘরাশি।
ধরণীর পৃষ্ঠে যেন পড়িয়াছে খসি ॥
কিম্বা মহীধর-চূড়া কিংশুকে আবৃত।
দুর্জ্জয় বালির দেহ আজি সেইমত ॥
বিকল হইল অঙ্গ নাহি সঞ্চালন।
দেখি ধীরে ধীরে গেলা শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥

নিকটে যাইতে বালি মেলি দুটি আঁখি।
পূর্ব্ব পুণ্যফলে দেখে নীল-কমলাঁখি ॥
বহু জন্ম কঠোর করিয়া যোগিগণ।
লভে বা না লভে যে রামের দরশন ॥
সেই রাম বালির এ অন্তিম সময়ে।
দাঁড়াইলা সম্মুখে লক্ষ্মণে সঙ্গে লয়ে ॥
ভব-ভয়হারী দুটি রাতুল চরণ।
নয়ন ভরিয়া বালি করে দরশন ॥
পশুবুদ্ধি তবু রামে চিনিতে না পারে।
শত্রুভাবে সম্বোধে সে জগৎ-বন্ধুরে ॥
মহাপাপী দাশরথি নাহি ধর্ম্মভয়।
ভাণ-মাত্র ধার্ম্মিকতা বুঝিনু নিশ্চয় ॥
কোন্ দোষ তোমার ক'রেছি কহ শুনি ?
কোন্ শাস্ত্রে গুপ্ত হত্যা শিখিলে হে তুমি ?
পরম ধার্ম্মিক পিতা দশরথ তব।
তুমি তার পুত্র রাম না হয় সম্ভব ॥
জীবের জনম মৃত্যু বিধির লেখন।
জনম লভিলে হবে অবশ্য মরণ ॥
আজি কিম্বা কালি হবে মরিতে নিশ্চয়।
মৃত্যু হেতু রাম মোর নাহি কিছু ভয় ॥
কিন্তু বড় চিন্তা রাম তোমার কারণ।
এই পাপে হবে তব নরকে গমন ॥
রাজা তুমি কহ দেখি রাজ্যে যাবে যবে।
অবশ্য তোমারে প্রজাগণ জিজ্ঞাসিবে ॥
"কোন্ দোষে বালি-বধ করিলে রাজন ?"
কি উত্তর সে সবারে দিবে হে তখন ?
কোন্ ইষ্ট সিদ্ধ তব বুঝিতে না পারি।
কি লাভ হইল বল মোরে বধ করি ?
অস্পৃশ্য আমার মাংস চর্ম্ম, শাস্ত্রে কয়।
বনবাসী পশু আমি, করি না সঞ্চয় ॥
ফল মূলে মাত্র নিত্য উদর-পূরণ।
কোন্ ধন-আশে তবে করিলে নিধন ?
থাকিত সাহস যদি সম্মুখ-সমরে।
এতক্ষণ যেতে হ'তো শমন-নগরে ॥

ভীরু তুমি নরাধম কৌশল্যানন্দন !
ধনুর্ব্বাণ ভীরু-হস্তে না হয় শোভন ॥
যদি বল মৈথিলীর উদ্ধার-মানসে।
সত্যবদ্ধ হইয়াছ সুগ্রীবের পাশে ॥
আগে কেনে না বলিলে আমারে সে কথা।
এক দিনে আনিয়া দিতাম তব সীতা ॥
রাবণে বান্ধিয়া আনি দিতাম চরণে।
দেখিতে বিক্রম মোর আপন নয়নে ॥
ধিক্ তব বীরত্বে, বুদ্ধিতে শত ধিক্ !
ত্রিলোকে না দেখি মূর্খ তোমার অধিক ॥
দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতেছিলাম দুই জনে।
গোপনে মারিলে বাণ তুমি কি কারণে ?
ক্ষত্র হয়ে নাহি জান যুদ্ধের নিয়ম।
হয় না কি মনে তব কিঞ্চিৎ সরম ॥
যুদ্ধ হেতু আজ যবে হইনু বাহির।
নিষেধ করিল তারা ফেলি আঁখিনীর ॥
সহায় হয়েছ সুগ্রীবের তুমি রাম।
কোন রূপে তারা পেয়েছিল সে সন্ধান ॥
তাইতে সে নিবারিতে করিল যতন।
ভাল করি নাই তার না শুনে বারণ ॥
শুনেছিনু রাম তুমি ধার্ম্মিকের সার।
এবে দেখি ধর্ম্মের না ধার কোন ধার ॥
লোকমুখে শুনিতাম বীর মধ্যে গণ্য।
দেখাইলা মোরে বধি বীরপনা ধন্য ॥
চন্দ্র সূর্য্য যত কাল রহিবে গগনে।
যত দিন অনিল বহিবে ত্রিভুবনে ॥
যত দিন অনল না ছাড়িবে সন্তাপ ॥
যত দিন পৃথিবীতে রবে পুণ্য পাপ ॥
যত দিন সলিলের শৈত্য গুণ রবে।
তোমার এ অপকীর্ত্তি জগতে ঘুষিবে ॥
এইরূপে তিরস্কার করি বারে বারে।
নীরব হইল অবসন্ন কলেবরে ॥
শ্রীরাম কহেন বালি তুমি পশুজাতি।
দেখিতেছি জ্ঞান বুদ্ধি তোমার তেমতি ॥

বানরের রাজা তুমি সচিব বানর।
ধর্ম্মনীতি কিসে তব হইবে গোচর ॥
বৃথা মোরে করিলে হে বহু তিরস্কার।
অজ্ঞান বলিয়া দোষ ক্ষমিনু তোমার ॥
সন্তান সদৃশ হয় কনিষ্ঠ সোদর।
লোকাচারে শাস্ত্রমতে নাহিক অন্তর ॥
পুত্রবধূ ভ্রাতৃজায়া একই সমান।
উভয়ে দেখয়ে মাতৃতুল্য জ্ঞানবান ॥
কামে মুগ্ধ হয়ে তুমি হ'লে জ্ঞান-হত।
সেই ভ্রাতৃবধূতে হইলে উপগত ॥
এ পাপের মৃত্যু দণ্ড শাস্ত্রের বিধান।
সেই জন্য বধিলাম তোমার পরাণ ॥
ভরত এখন হয় ধরণী ঈশ্বর।
তাহার আজ্ঞায় ফিরি পৃথিবী ভিতর ॥
শিষ্টের পালন আর দুষ্টের দমন।
কর্ত্তব্য আমার হয় শুনহ রাজন ॥
ভরত-আজ্ঞায় দণ্ড করি পাপী জনে।
তুমি মহাপাপী প্রাণদণ্ড সে কারণে ॥
আসমুদ্র কানন পর্ব্বত আদি যত।
ভরতের আধিপত্য সমস্তে বিস্তৃত ॥
তোমার উপরে সেই হেতু অধিকার।
না বুঝি না জানি মোরে কর তিরস্কার ॥
যদি বল গুপ্তভাবে কৈলে কেন হত।
তাহার উত্তর শুন শাস্ত্রের সম্মত ॥
পশু তুমি মৃগয়ার নিয়ম-অধীন।
পশু সনে যুদ্ধ কেবা করে কোন দিন ?
জাল পাতি রাজগণ পশু ধ'রে থাকে।
অলক্ষিতে বধে তারে ফেলায়ে বিপাকে ॥
ক্ষত্রিয়ের পাপ ইথে নহে কদাচন।
আমার লাগিয়া তব চিন্তা অকারণ ॥
আপনার লাগি তব নাহি কোন ভয়।
রাজদণ্ডে পাপমুক্ত হইলে নিশ্চয় ॥
হইবে তোমারি স্বর্গলাভ অতঃপর।
ইহা ভাবি প্রফুল্লিত হও হে বানর ॥

শুনিয়া রামের মুখে উপদেশ-বাণী।
সাধু! সাধু! বলি বালি নিল সব মানি ॥
করযোড়ে বন্দি শ্রীরামের পদযুগে।
"করিয়াছি অপরাধ" বলি ক্ষমা মাগে ॥
অজ্ঞান বনের পশু আমি দুরাচার।
না বুঝিয়া করিলাম তব তিরস্কার ॥
দয়াময় তুমি রাম খ্যাত চরাচরে।
নিজ দয়া-গুণে ক্ষমা করহ আমারে ॥
আর এক নিবেদন রাম তব পদে।
সমভাবে দয়া রেখো সুগ্রীব অঙ্গদে ॥
বড় আদরের ধন অঙ্গদ আমার।
কত যত্নে করিতাম পালন তাহার ॥
অল্পকালে পিতৃহীন হইল এখন।
তব দয়া বিনা তার রবে না জীবন ॥
রাম কন অঙ্গদের লইলাম ভার।
তাহার লাগিয়া চিন্তা নাহিক তোমার ॥
রামের বচনে বালি প্রফুল্লিত-মন।
দেখিয়া সুগ্রীব করে নিকটে গমন ॥
সুগ্রীবে কহিলা বালি মধুর বচনে।
ভুলো ভাই বৈরিভাব তুষ্ট হও মনে ॥
নিজ দুষ্কৃতির ভোগ না হয় খণ্ডন।
কর্ম্ম-অনুরূপ ফল ফলিল এখন ॥
রাজ্য-সহ লহ মোর অঙ্গদের ভার।
তার প্রতি রেখো স্নেহ এ ভিক্ষা আমার ॥
এত বলি ইন্দ্রদত্ত হেমময় হার।
পরাইয়া দিল বালি গলায় তাহার ॥
নয়নের জলে ভাসি সুগ্রীব তখন।
ভক্তিভাবে বন্দে দুটি বালির চরণ ॥

তারা-বিলাপ।

সুগ্রীব-সমরে, শ্রীরামের শরে,
পড়িল বানররাজ।
এ সম্বাদে তারা, হ'য়ে জ্ঞানহারা,
মস্তকে পড়িল বাজ ॥

নিদ্রা জাগরণ, সত্য কি স্বপন,
পারে না বুঝিতে সতী।
ক্ষণে মোহ পায়, চেতনা হারায়,
বিবর্ণ অঙ্গের জ্যোতি॥
আকুল পরাণে, চায় শূন্য পানে,
কে জানে মনে কি হয়।
সোণার বাছারে, অঙ্গদ কুমারে,
বারেক ফিরে না চায়॥
ধরা কি আকাশে, পথে কি আবাসে,
কোথা আছে কেবা জানে।
পতিগত-প্রাণ, সতীর পরাণ,
মগন পতির ধ্যানে॥
যাহার প্রতাপে, সুরাসুর কাঁপে,
পদভরে টলে ক্ষিতি।
পর্ব্বত পাহাড়, শালবৃক্ষ আর,
খেলিবার যার সাঁথি॥
ধরাধর-চূড়া, মুষ্ট্যাঘাতে গুঁড়া,
করিত যে অনায়াসে।
কথা সত্য নয়, সম্ভব না হয়,
এক শরে তারে নাশে॥
এতেক ভাবিয়া, অঙ্গদে লইয়া,
রণস্থলে চলে তারা।
জীবনে মরণে, পতির মিলনে,
সদা সুখী সতী যারা॥
কপিগণ যত, আগুলিয়া পথ,
কহিছে তাহার প্রতি।
কুমার অঙ্গদে, ফেলাতে বিপদে,
কোথা যাও তুমি সতি?
সুগ্রীবের ক্রোধে, পড়িবে প্রমাদে,
অঙ্গদ হারাবে প্রাণ।
হাতে ধনুঃশর, শমন-সোদর,
দাঁড়াইয়া আছে রাম॥
রাম নয় কাল, ধনুক বিশাল,
এমন দেখিনি বাণ।

গর্জ্জে যেন ফণী, তেজে দিনমণি,
ক্ষুর হ'তে খরশান॥
সুগ্রীব বানরে, জানি ভাল ক'রে,
ক্ষমা নাই তার কাছে।
দেখিলে কুমারে, বধিবে তাহারে,
এখনো সময় আছে॥
এতেক কহিয়া, পলায় ধাইয়া,
কিষ্কিন্ধ্যার যত কপি।
প্রাণেশ্বর যথা, তারা যায় তথা,
পতিপদে প্রাণ সঁপি॥
বানর-কেশরী, ধরাতলে পড়ি,
রুধিরে ভাসিছে কায়।
দেখি সে মূরতি, কান্দি তারা সতী,
অমনি পড়িল পায়॥
শিরে করাঘাত, করি বলে নাথ,
এ বেশ সহে কি প্রাণে।
দাসীর হৃদয়, থাকিতে সদয়,
ধরণীরে এত কেনে॥
ত্যজি ধরাসন, হৃদয়-ভূষণ,
হৃদে এস প্রাণেশ্বর।
এ তাপ লাগিলে, যাবে নাথ ভুলে,
যে তাপ দিতেছে শর॥
সহায় সম্পতি, একমাত্র পতি,
দাসীর আছে কে আর?
তোমা ছাড়া হয়ে, রহিব কি লয়ে,
জীবন হইল ভার॥
ভালবাসা কত, দেখাতে সতত,
এই কি চরম তার?
কথাটি না ব'লে, কোথা যাও চ'লে,
ভাল বটে ব্যবহার॥
ছাড়িব না কান্ত, ও চরণ-প্রান্ত,
সঙ্গেতে লইতে হবে।
মস্তকের মণি, হারাইয়া ফণী,
বাঁচে সে শুনেছ কবে?

ত্যজি মর্ত্ত্য লোক, ত্যজি দুঃখ শোক,
অমর-ভূমিতে যাবে।
কোন্ দোষে দোষী, তব পদে দাসী,
তাই হে সঙ্গে না লবে॥
অথবা তথায়, ও পদ-সেবায়,
মিলিবে অপ্সরী কত।
তাই কি প্রাণেশ, মোর প্রতি দ্বেষ,
করিয়া কঠোর এত॥
সহে না সহে না, আর এ যাতনা,
অথচ মরি না কেনে।
হৃদয় আমার, হবে লৌহসার,
ফাটিতে নাহিক জানে॥
উঠ প্রাণেশ্বর, মুক্ত করি শর,
এখনি যাতনা যাবে।
দাসীর সেবায়, বলহে কোথায়,
অসুখী হয়েছ কবে?
কপিকুলেশ্বর, তুমি কপিবর,
তোমার মহিষী আমি।
বড়ই আদরে, তুষিতে আমারে,
ভাবি দেখ নাথ তুমি॥
দাসী শত শত, সেবিত সতত,
ছিল না সুখের শেষ।
ক'রে অনাথিনী, কেনে একাকিনী,
ফেলে চল অবশেষ॥
আঁখির অন্তরে, প্রাণের কুমারে,
নাহি দিতে যেতে কভু।
নয়ন-ধারায়, দেহ ভেসে যায়,
তোষ না তাহারে তবু॥
রাজার-কুমার, অঙ্গদ আমার,
দাস হয়ে কার রবে।
সে দৃশ্য কেমনে, দেখিব নয়নে,
এত কি পরাণে সবে॥
ওরে দগ্ধ বিধে, প্রাণের অঙ্গদে,
এ ঘোর বিপদে ফেলি।
সত্য করি বল, কি বাঞ্ছিত ফল,
অথবা কি সুখ পেলি।
আয় বাপ মোর, পিতৃদেব তোর,
জনমের মত যায়।
রাখিতে তাঁহারে, দেখ যত্ন ক'রে,
ধরি তাঁর দুটি পায়॥
মায়ের বচনে, যুগল নয়নে,
যেন প্রস্রবণ ধারা।
লয়ে পদদ্বয়ে, স্থাপিল হৃদয়ে,
দেখিয়া কান্দিল তারা॥
ছিল মৃতপ্রায়, পতিত ধরায়,
পরশিতে মেলে আঁখি।
অশ্রুজলে ভাসি, চুম্বিল মহিষী,
বদনে বদন রাখি॥
ধরি প্রিয়া-কর, বানর-ঈশ্বর,
কহিতে লাগিল বাণী।
ত্যজ শোক সতি, চরমে এ গতি,
লভয়ে সকল প্রাণী॥
কি ধনী নির্ধন, অসৎ সুজন,
মরণ এড়াতে নারে।
কুসুম কোমল, সুন্দর বিমল,
শিশুরে যমে না ছাড়ে॥
যৌবনে যে ভরা, ধরা দেখে শরা,
এমনি গরব মনে।
পড়ে না সোজাতে, পা দুটী মাটিতে,
তাচ্ছিল্য জগৎ-জনে॥
না পূরিতে সাধ, সাধে কিন্তু বাদ,
কাল করে গ্রাস তারে।
কে আছে এমন, জিনেছে মরণ,
দেখেছ কি এ সংসারে?
জ্ঞানের গৌরবে, গর্ব্বে ভীম রবে,
প'ড়েছে দুপাতা যারা।
পশুর সমান, অন্তে করে জ্ঞানী,
এমনি অজ্ঞান তারা।

সে জ্ঞান-রাশিতে, পারে কি রাখিতে,
সময় হইলে তার।
বিচার করে না, যুক্তিতে ভোলে না,
সে কাল মূর্খের সার॥
আজ আমি যাই, কা'ল সেই ঠাঁই,
তোমাকে যাইতে হবে।
ক'দিনের তরে, অনিত্য সংসারে,
বল দেখি তুমি রবে?
অমর ভবনে, সুখের মিলনে,
মিলিব দুজনে ত্বরা,
নাহিক সেখানে, হিংসা দ্বেষ মনে,
নাহিক মরণ জরা॥
নাই শোক তাপ, নাই পুণ্য পাপ,
লোভ নাই পর-ধনে।
সমান সবাই, ছোট বড় নাই,
কলহ কাহারো সনে॥
রোগের যাতনা, ভুগিতে হয় না,
কেবল ভোগের ঠাঁই।
বিরহ-বেদন, অকাল-মরণ,
এ সব সেখানে নাই॥
নাই মহা-মার, নাই হাহা-কার,
দারিদ্র্য-জনিত দুখ।
সুখের আলয়, চির শান্তিময়,
সকলে ভুঞ্জয়ে সুখ॥
কুসুম সেখানে, শুকাতে না জানে,
গন্ধ বিতরণে রত।
মন্দ সমীরণ, সে গন্ধ হরণ,
করি বহে অবিরত॥
নাই বর্ষা শীত, গ্রীষ্ম অপ্রমিত,
বসন্ত সুখের অতি।
পাখীর সুস্বরে, প্রাণ মন হরে,
অবিরাম দিবা রাতি॥
ত্রিদেব ভবনে, মিলিব দুজনে,
কি কারণে ভাব দুখ।

মুহূর্ত মানিয়া, [illegible] প্রিয়া,
থাক চেয়ে পুত্র-মুখ॥
ওরে বাপ ধন, ক'রো না রোদন,
তোল চন্দ্রানন দেখি।
অন্তিম সময়ে, যাই রে দেখিয়ে,
ভরিয়ে দুইটি আঁখি॥
আয় বাপ কাছে, প্রয়োজন আছে,
বিলম্ব ক'রো না আর।
হ'লে অসময়, অবশ হৃদয়,
কথা বলা হবে ভার॥
পিতার আজ্ঞায়, কুমার ত্বরায়,
বসিল শিয়র ঘেঁসে।
সুগ্রীবে তখন, বলেন রাজন,
ব'স ভাই কাছে এসে॥
দুজনার হাত, করি এক সাথ,
কান্দিয়া কহিলা কপি।
প্রাণাধিক সুতে, ভাইরে তোমাতে,
চলিলাম আজি সঁপি॥
নয়নের মণি, শ্রেষ্ঠ নাই গণি,
সন্তান এমনি ধন।
হৃদয়-শোণিতে, আর প্রিয় সুতে,
সমতুল্য কভু নন॥
বলিব কি আর, অঙ্গদ আমার,
প্রাণ চেয়ে প্রিয়তর।
শত্রুতা ভুলিয়ে, স্বপুত্র ভাবিয়ে,
তাঁরে লয়ে কর ঘর॥
বড় অভিমানী, অঙ্গদ-জননী,
কাঙ্গালিনী হ'ল এবে।
আমার সহিতে, চাহে সে মরিতে,
তব অনাদর ভেবে॥
যতন করিয়ে, আপন ভাবিয়ে,
পালন করিহ তারে।
মুখের কথায়, তুষিলে তাহায়,
সকলি সহিতে পারে॥

মুমূর্ষু-দশায়, কথায় কথায়,
বাড়িল মরম-ব্যথা।
মুদিল নয়ন, না সরে বচন,
নোয়াইয়া পড়ে মাথা॥

বালির ঔর্দ্ধদেহিক কৃত্য।

জীবন ত্যজিল বালি সমর-ভূমিতে।
দেখিয়া মহিষী পুনঃ লাগিল কান্দিতে॥
হা নাথ! কোথায় গেলে ত্যজি আমা সবে।
শিরে করাঘাত করি কান্দে উচ্চ রবে॥
পতি-দেহ আলিঙ্গন করি তারা সতী।
নীরবে ধরায় পড়ে শবের আকৃতি॥
অঙ্গদ পড়িয়া পদতলে কান্দে কত।
দেখিয়া সুগ্রীব শোকে প্রায় মূর্চ্ছাগত॥
ভুলে গেল বৈরিভাব বৈরাগ্য উদয়।
নয়ন-সলিলে ভাসি সখা প্রতি কয়॥
বড় অপকর্ম্ম মিতে ক'রেছি না বুঝে।
বনবাস ভাল ছিল কায নাই রাজ্যে॥
তারার আকার দেখি বড় ব্যথা মনে।
অঙ্গদে সান্ত্বনা বল করিব কেমনে॥
রাম কন সখা শোক কর অকারণ।
যাহা কিছু দেখ সব বিধির লিখন॥
নিমিত্তের ভাগী মাত্র জীব এ সংসারে।
আমি কর্ত্তা বলে লোক মজি অহংকারে॥
শোকের সময় এই নহে ত কখন।
তারাকে সান্ত্বনা কর করিয়া যতন॥
সুকুমার অঙ্গদ শোকেতে অভিভূত।
হিত বুঝাইতে তারে তোমার উচিত॥
জ্যেষ্ঠভ্রাতা বালি তব পিতৃতুল্য হয়।
তাহার শেষের কার্য্য কর এ সময়।
এতেক কহিতে রাম পবন-নন্দন।
তারা-সন্নিধানে ত্বরা করেন গমন॥
শাস্ত্রের বচন বাক্যে বুঝাই তারায়।
কহ দেখি কাঁদিলে কি হইবে উপায়॥
শোক ত্যজি অন্তিমের কার্য্যে দেহ মন।
যাহে উভয়ের হবে মঙ্গল সাধন॥
পরমা বিদুষী তুমি বানর-ঈশ্বরী।
অঙ্গদে করহ অভিষেক যত্ন করি॥
উপলক্ষ ক'রে তারে এ রাজ্য পালন।
করহ মহিষী ধর আমার বচন।
এত শুনি তারা কহে পবন-নন্দনে।
রাজ্যের লালসা আমি নাহি রাখি মনে॥
অঙ্গদের অভিষেকে না হই বাঞ্ছিত।
সুগ্রীব করিবে কার্য্য যে হয় উচিত॥
ত্যজিয়া জনক তারে গেলা স্বর্গপুরে।
আমিও ত্যজিয়া তায় যাইব সত্বরে॥
এত বলি পতি-দেহ কোলে করি সতী।
নীরবে নয়ন-জলে ভাসাইল ক্ষিতি॥
সঙ্কেত করিতে মন্ত্রিগণে হনুমান।
ধরাধরি করি তারে লয় অন্য স্থান॥
যাইতে যাইতে তারা দেখে নিকটেতে।
দাঁড়াইয়া রামচন্দ্র ধনুঃশর হাতে॥
নবদূর্ব্বাদলশ্যাম সর্ব্ব-সুলক্ষণ।
দেখিয়া চিনিল তারা রাম এই জন॥
কান্দিয়া চরণপ্রান্তে পড়িয়া রূপসী।
বলে রাম রাখ মোরে ত্বরায় বিনাশি॥
পতি কাছে যাইতে বড়ই ব্যগ্র মন।
পাঠাইয়া দাও তথা বধিয়া জীবন॥
স্ত্রী বলিয়া উপেক্ষা না কর দয়াময়।
আমারে বধিলে নাই স্ত্রী-বধের ভয়॥
বধেছ বালিরে আমি তার মাত্র ছায়া।
এক আত্মা উভয়ের ভিন্ন শুধু কায়া॥
আমার বিরহে বালি যে যাতনা পায়।
বলিয়া জানাতে রাম হবে না তোমায়॥
মৈথিলীর লাগি তব যাতনা যেমন।
ভাবিলে জানিবে তুই বালির কেমন॥
বালিরে করহ দান অভাগিনী তারা।
রহিতে না পারি একা হয়ে পতি হারা॥

হইবে ইহাতে তব পুণ্যের সঞ্চার।
মিনতি চরণে, কথা রাখহ আমার॥
বিধবার জীবনে কি সুখ বল রাম।
শূন্যময় তার পক্ষে এই ধরাধাম॥
পতি-শোক-বহ্নি সদা জ্বলয়ে অন্তরে।
না হয় নির্ব্বাণ শত সহস্র বৎসরে॥
দেখাবার হৈত যদি হৃদয় আমার।
দেখিতে বিশাল মরু ভীষণ-আকার॥
অথবা আগ্নেয়গিরি-গহ্বরে যেমন।
দিবানিশি জ্বলিতেছে কাল হুতাশন॥
ঘৃণার জীবন বিধবার ধরা মাঝে।
নাহি লাগে কোন দিন কোন ভাল কাজে॥
সবে করে অনাদর বিধবা বলিয়া।
সদাই থাকয়ে সেই মরমে মরিয়া॥
বাঁচিবার সাধ নাই তিলেকের তরে।
কর পরিত্রাণ রাম বধিয়া আমারে॥
রাম বলে গুণবতি শোকে জ্ঞান হত।
কহিতেছ বাক্য সব উন্মাদের মত॥
বিধবার অনাদর করে যেই জন।
কে আছে জগতে তার এত নরাধম॥
বিধবা হইয়া সাধ্বী থাকে যেই নারী।
শত মুখে তার গুণ কহিতে না পারি॥
সংসার মাঝারে সেই সদাকাল ধন্য।
যোগী ঋষি তার কাছে নাহি হয় গণ্য॥
আপন পার্থিব সুখ ত্যজি সেই জন।
পতির ধেয়ানে সদা থাকয়ে মগন॥
চরমে পতির সহ সুখের মিলনে।
অনন্ত স্বরগ ভোগ করে দুই জনে॥
বিধবার অনাদর হয় যে সংসারে।
ছার খার সে সংসার হইবে সত্বরে॥
পতিহীনা সাধ্বী সতী থাকে যেই ঘরে।
স্বরগের সুখ সে গৃহস্থ পায় করে॥
অন্নপূর্ণা হয়ে তিনি রন্ধনশালায়।
ধন্বন্তরি হয়ে কভু রোগীর শয্যায়॥

জগদ্ধাত্রী সম সতী পালে শিশুগণে।
দেবকার্য্য যথা তারে দেখিবে সেখানে॥
প্রতিবেশিগণ-গৃহে হ'লে প্রয়োজন।
সাহায্য করেন তিনি করি প্রাণপণ॥
হেন বিধবার যদি ঘৃণার জীবন?
কহ সতি পূজ্য তবে হবে কোন্ জন?
সত্য বটে স্ত্রী-আচারে বিবাহাদি কাযে।
জ্ঞানহীনা নারীগণে বিধবারে ত্যজে॥
কিন্তু সতি সেই সব শুভ কার্য্য কালে।
আদ্যাশক্তি-স্বরূপিণী বিধবা সকলে॥
ভক্তি ভাবে পূজা যদি করে নরগণ।
অমঙ্গল তাহাতে না হইবে কখন॥
শোক ত্যজ সতি নাহি কর তিরস্কার।
বিধি-লিপি খণ্ডে হেন সাধ্য বল কার?
বীরপত্নী তুমি তারা অতি বুদ্ধিমতী।
সাজে না তোমাতে শোক করা শুন সতি॥
জলবিম্ব তুল্য এই জগৎ সংসার।
বিম্বরূপে উঠে জীব মিশায় আবার॥
মোহমুগ্ধ আত্মতত্ত্ব ভুলিয়া মায়ায়।
পরস্পর নানারূপ সম্বন্ধ পাতায়॥
ফলে কিন্তু ভাবি দেখ স্থির করি মতি।
কেবা কার পত্নী আর কেবা কার পতি॥
কার জন্যে কেবা শোক করি বৃথা মরে।
জ্ঞানবানে অকারণে শোক নাহি করে॥
পালিবে তোমারে যত্নে সুগ্রীব রাজন।
অনাদর হইবে না তোমার কখন॥
যৌবরাজ্যে অঙ্গদের অভিষেক করি।
সবে মেলি রাখ এই কিষ্কিন্ধ্যা নগরী॥
পতির সৎকারে শীঘ্র হও যত্নবতী।
বিলম্বে অকার্য্য হয় শুন গুণবতি॥
রঘুকুলোত্তম শ্রীরামের হিত বাণী।
শুনি দিব্য জ্ঞান তারা লভিল তখনি॥
সুগ্রীবের আজ্ঞা পেয়ে তবে কপিগণ।
বালির অন্ত্যেষ্টি হেতু করে আয়োজন॥

পর্ব্বতপ্রমাণ আনে চন্দনের সার।
সুগন্ধি গুগ্‌গুল ধূপ রাখে ভারে ভার ॥
সাজাইল চিতা দিব্য কুসুমের হারে।
ঢালিল প্রচুর ঘৃত তাহার উপরে ॥
বিচিত্র শিবিকা এক আনে কপিগণ।
তদুপরি বালি-দেহ করিয়া স্থাপন ॥
লইল চিতার কাছে যতেক বানরে।
সুগ্রীব অঙ্গদ দোঁহে যায় ছত্র ধ'রে ॥
চিতার উপরে রাখে দেহ বিপরীত।
নিজে রামচন্দ্র হইলেন পুরোহিত ॥
মন্ত্র পড়ি অগ্নি দিতে জ্ব'লে উঠে চিতে।
ভস্ম-অবশেষ দেহ দেখিতে দেখিতে ॥

সুগ্রীবের অভিষেক।

শ্মশানান্তে উদাস অন্তর সবাকার।
অধিকন্তু সুগ্রীব অঙ্গদ শবাকার ॥
আর্দ্র বস্ত্র রুক্ষ কেশ বেশ দীন হীন।
বিষাদে বদন অতিশয় সুমলিন ॥
লোহিত নয়নে বিন্দু বিন্দু অশ্রু ঝরে।
শিশিরের কোঁটা যথা শতদলোপরে ॥
রঘুশ্রেষ্ঠ রামের সম্মুখে আসি সরে।
করপুটে অধোমুখে দাঁড়ায় নীরবে ॥
কহিতে বাসনা কিন্তু বচন না সরে।
মন বুঝি রাম কহিলেন মিত্রবরে ॥
অরাজক হ'লে রাজ্য মঙ্গল না হয়।
রাজার অভাবে প্রজাপুঞ্জ পায় ক্ষয় ॥
ধর্ম্মহানি কর্ম্ম নষ্ট সুশাসন বিনা।
দুষ্টের সমৃদ্ধি, কষ্ট পায় শিষ্ট জনা ॥
অতএব সখা করি নগরে গমন।
সত্বরে করহ অভিষেক-আয়োজন ॥
পিতার সমান বীর অঙ্গদ কুমার।
পিতৃতুল্য বীর শান্ত স্বভাব তাহার ॥
প্রাণতুল্য তোমার সে পুত্রের সমান।
যৌবরাজ্যে তার প্রতি করহ বিধান ॥
লোকাচার ধর্ম্মপক্ষ দুই দিক রবে।
পতিশোকাতুরা তারা সন্তুষ্ট হইবে ॥
এত শুনি সুগ্রীব হইল হৃষ্ট মন।
করপুটে কহে তবে পবন-নন্দন ॥
সুগ্রীবের রাজ্যলাভ তোমার কৃপায়।
অভিষেক হেতু প্রভু চল কিষ্কিন্ধ্যায় ॥
তোমা বিনা শোভা নাহি হবে অভিষেকে।
দেখিলে তোমায় আনন্দিত হবে লোকে ॥
রাম কন পিতৃ-সত্যে মোর বাস বনে।
এখন নগরে বল যাইব কেমনে ॥
উদয় বরষাকাল দুর্যোগ বিষম।
উদ্যোগের সময় এ নহে কদাচন ॥
বিশেষত বন্ধু তব নূতন রাজত্ব।
কিছু দিন সুশাসনে কর বশীভূত ॥
মোরা দুই ভাই মেলি এ গিরি শেখরে।
বঞ্চিব বরষা স্বভাবের শোভা হেরে ॥
আসিবে শরত ঋতু কার্ত্তিক যখন।
সীতা-উদ্ধারের চেষ্টা করিবে তখন ॥
এত কহি দিলা রাম সুগ্রীবে বিদায়।
সদলে সুগ্রীব তবে গেল কিষ্কিন্ধ্যায় ॥
মারুতি-প্রমুখ যত মুখ্য মন্ত্রিগণ।
শাস্ত্রের বিধান মত করে আয়োজন ॥
সুবর্ণ কলস পূরি আনে তীর্থবারি।
নদ নদী ক্ষীরোদ-সমুদ্র আদি করি ॥
বিবিধ রতন আনি রাখে থরে থরে।
বসন ভূষণ যত কেবা সংখ্যা করে ॥
পঞ্চামৃত পঞ্চগব্য সপ্তবট আর ॥
দধি দুগ্ধ মিষ্টান্ন আনিল ভারে ভার ॥
গজ বাজী রথে আবরিল রাজপথ।
জন-স্রোত বহিতে লাগিল অবিরত ॥
জনপদবাসী যত মনের উল্লাসে।
বস্ত্র অলঙ্কারে সবে সাজিল সুবেশে ॥
নৃত্য গীত বাদ্য হর্ম্ম্য প্রতি ঘরে ঘরে।
আনন্দ-হিল্লোল বহে নগরে নগরে ॥

বেদমন্ত্র বিপ্রগণ করি উচ্চারণ।
অগ্নি জ্বালি রাগযজ্ঞ করে সমাপন॥
তীর্থ-জলে তার পরে করি স্নান দান।
সুগ্রীবে করায় সিংহাসনে অধিষ্ঠান॥
ষোড়শী সুন্দরী বালা লয়ে ফুল-হার।
গলায় পরায়ে দিল সুগ্রীব রাজার॥
তার পর অঙ্গদের অভিষেক করি।
ঘেরিয়া বসিল দোঁহে যতেক সুন্দরী॥
দেব দ্বিজে দান করে নানা রত্ন ধন।
আশীর্ব্বাদ করি গৃহে যায় দ্বিজগণ॥

রামের পর্ব্বত-বাস।

সুগ্রীব আনন্দ-মনে, মিলি রুমা তারা সনে,
সুখে কাল কাটে কিষ্কিন্ধ্যায়।
রাজ্যভার মন্ত্রিগণে, আপনি প্রমদবনে,
প্রমদাগণের প্রেম-দায়।
সুধা-পানে সদা মত্ত, না লয় রাজ্যের তত্ত্ব,
আত্মসুখে মজি কপিবর।
ভুলেও একটি বার, সখাকৃত উপকার,
ভাবিতে না পায় অবসর॥
এখানে পর্ব্বতোপরে, নিত্য নব দৃশ্য হেরে,
বিহার করেন দুটি ভাই।
বরষা হইলে শেষ, সীতার হবে উদ্দেশ,
বিশেষ এ চিন্তা সর্ব্বদাই॥
শ্রীরাম অনুজে কন, কর ভাই দরশন,
ভুলিল নয়ন মন মোর।
বারিপূর্ণ জলধর, আবরিয়া মহীধর,
করিছে গর্জ্জন অতি ঘোর॥
শুনিয়া মেঘের রব, পুচ্ছ মেলি শিখী সব,
আনন্দে নাচিছে অবিরত।
তার কেকা রব শুনি, ঝিল্লি করে প্রতিধ্বনি,
ঐকতানে চিত্ত বিমোহিত॥
থেকে থেকে অবিরল, শব্দ শুনি শন্ শন্,
[illegible]
স্রোত অতি খরতর, গিরি নদী তর তর,
প্রবাহে বহিছে সর্পাকারে॥
বিল খাল পূর্ণ জলে, ম্যাক মেকি ভেকদলে,
শ্রবণযুগল শুনি স্তব্ধ।
নব বারিধারা পেয়ে, চাতক পুলক হয়ে,
সপ্তমে তুলিয়া করে শব্দ॥
রসভরে তরুগণ, স্নিগ্ধ করে পরশন,
দরশন মনোহর অতি।
হরিৎ-বরণ কায়, শোভে বারিকণা তায়,
যেন শত শত মুক্তাপাঁতি॥
নৈদাঘ তৃষ্ণার পরে, ধরা যেন পান করে,
পরিতুষ্ট হয়ে জীবগণে।
শস্যের সঞ্চার দিতে, অঙ্কুরিত ত্বরান্বিতে,
করে বীজ যেবা যাহা বোনে॥
কৃষক আনন্দ-মনে, হাল কান্ধে মাঠ পানে,
দলে দলে করিছে গমন।
আলস্য না জানে তারা, খেটে খেটে হয় সারা,
আশায় বান্ধিয়া নিজ মন॥
পথ ঘাট কাদাময়, পিচ্ছিল নিরতিশয়,
পথিক না দৃষ্ট হয় পথে।
বর্ষার এ ক্রুর মাস, কেহ নাহি ছাড়ে বাস,
থাকে সুখে আপন গৃহেতে॥
ক্ষুদ্রদৃষ্টি যার অতি, কিছু নাই সঙ্গতি,
শাক অন্নে উদর-পূরণ।
সেও এই বরষায়, গৃহ ছেড়ে নাহি যায়,
কিন্তু হায়! দেখরে লক্ষ্মণ॥
দুর্ভাগা এ দাশরথি, ধরি জটা মাথা পাতি,
গুহা মাঝে পশু সহ থাকি।
ক্ষুধায় না পাই খেতে, শয়ন বাকল পেতে,
এ দুখ না যায় তাই বাকী॥
যাহার বদন চেয়ে, এই সব দুখ সয়ে,
এত দিন ছিলাম কাননে।
তাহার বিরহানলে, [illegible] জলে,
[illegible]

মনে হ'লে জানকীরে, হয় যে দুখ অন্তরে,
বলিয়া জানাব ভাই কত ।
ভাবিতেছি সদা কাল, এ ঘোর বরষা কাল,
কেমনে করিব আমি গত ॥
কেমনে উদ্দেশ হবে, সদা তাই ভেবে ভেবে,
অবসন্ন অন্তর আমার ।
লক্ষ্মণ কান্দিয়া কয়, চিন্তা ত্যজ দয়াময়,
সন্নিকট সীতার উদ্ধার ॥
হইলে বরষা গত, সুগ্রীবের চর যত,
নানা স্থানে করিবে গমন ।
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে, অন্তরীক্ষে জলে স্থলে,
করিবে সীতার অন্বেষণ ॥
রাবণের তত্ত্ব পেলে, বিনাশিবু অবহেলে,
হউক সে যত বড় বীর ।
ত্যজ দয়াময় দুখ, সাহসে বান্ধিয়া বুক,
গোটাকত দিন হও স্থির ॥
শোক দুঃখ হতাশায়, বল বুদ্ধি লোপ পায়,
বুদ্ধিহীন হইলে বিনাশ ।
ত্যজে যে পুরুষকার, মঙ্গল নাহিক তার,
হীন জনে করে উপহাস ॥
রাঘব কহেন ভাই, যা বল করিব তাই,
করিলাম আশায় নির্ভর ।
পরিতাপ পরিহরি, শরত প্রতীক্ষা করি,
রহিলাম পর্ব্বত উপর ॥

সুগ্রীবের নিকট লক্ষ্মণের গমন ।

বরষা হইল শেষ শরত আইল ।
ক্রমে ক্রমে পথ ঘাট সব শুকাইল ॥
নদীর পঙ্কিল জল হইল নির্ম্মল ।
নীলাকাশে চন্দ্রালোক করে ঝলমল ॥
কমল কুমুদকুল হয়ে বিকসিত ।
করিতেছে চারি দিক গন্ধে আমোদিত ॥
অলিকুল ছুটিতেছে গুঞ্জন স্বরে ।
প্রেমগীত গায় সব ফুলবালার তরে ॥
ফুল্ল ফুলে বসি কভু মধু করে পান ।
উদর পুরিলে করে প্রিয়া-গুণ-গান ॥
যে ফুলে না পায় মধু তারে না আদরে ।
বাসি ফুল দেখিলে অমনি যায় স'রে ॥
কে বলে পতঙ্গ অলি, বুদ্ধি নাই তার ।
কিরূপে শিখিল তবে হেন ব্যবহার ॥
যত দিন ধনীর ভাণ্ডারে থাকে ধন ।
তোষামোদ করে তার অনুজীবিগণ ॥
ফুরাইলে ধন কেহ কাছে নাহি যায় ।
ছল ধ'রে বন্ধুগণ বিবাদ বাধায় ॥
ঠিক এই ব্যবহার শিখেছে ভ্রমর ।
তবে তারে বুদ্ধিহীন বলে কেনে নর ?
তরুলতা গাঢ় রঙ্গে গম্ভীর-মূরতি ।
প্রৌঢ়ে যথা দৃষ্ট হয় মানব-প্রকৃতি ॥
হরিৎ-বরণ তৃণে আচ্ছাদিল ধরা ।
নয়ন-রঞ্জন-রূপ না যায় পাসোরা ॥
নানাজাতি কুসুমের সুষমা সুন্দর ।
দেখিলে আনন্দরসে উথলে অন্তর ॥
ওহে তরু কঠিন অন্তর দারুময় ।
বলিয়া তোমারে নয় নরগণ কয় ?
কিন্তু তুমি প্রসব যে সুকোমল ফুল ।
কোন্ গুণ নর-হৃদে তার সমতুল ॥
নীরবে প্রসূন তব করে গন্ধ দান ।
কি সাধ্য নরের হয় তাহার সমান ॥
তিল মাত্র উপকার করে যদি নর ।
বাজায় সে জয়ঢাক ভুবন-ভিতর ॥
প্রতি-উপকার না পাইলে অভিমান ।
উপকার অপকার তোমার সমান ॥
তব সহিষ্ণুতা যদি কণা মাত্র পাই ।
মানব ঘুচিয়া তবে দেব হয়ে যাই ॥
স্মরিলে তোমার গুণ কি যে হয় মনে ।
মূক আমি প্রকাশিয়া কহিব কেমনে ?
শিরে লয়ে রবি-তাপ করুণার ছায়া ।
রাখ তুমি জীবে, তব আশ্রিত সুছায়া ।॥

বার মাস দিবা রাত্রি পরছিতে রত।
সুধার অধিক ফল জীবে দাও কত॥
দান ক'রে কহিলে না হয় ফল তার।
তাই বাক্-শক্তি করিয়াছ পরিহার।
শস্যপরিপূর্ণ মাঠ বায়ুর তাড়নে।
তরঙ্গ সদৃশ রঙ্গে নাচিছে সঘনে।
সুপক্ক শস্যের ক্ষেত্রে রবির কিরণ।
যেন হেমাঙ্গিনী-অঙ্গে কণকভূষণ।
মদন-উন্মাদে মত্ত সুগ্রীব রাজন।
না জানে বরষা গত, শরত এখন॥
ভুলিল প্রতিজ্ঞা নিজ দেখি হনুমান।
চিন্তাকুল মনে রাজ-সন্নিধানে যান॥
নীতি-বাক্যে বুঝাইয়া কহেন মারুতি।
সীতার উদ্দেশ করা উচিত সম্প্রতি॥
বরষার অবসানে শরত উদয়।
এখন বিলম্ব করা উচিত না হয়॥
করেছ প্রতিজ্ঞা সাক্ষী করি অগ্নি দেবে।
উদ্দেশ করিয়া সীতা উদ্ধার করিবে॥
এখন প্রতিজ্ঞা যদি না কর পালন।
ধর্ম্মেতে পতিত তুমি হইবে রাজন॥
রাম সম বন্ধু মেলে বহু-ভাগ্য-ফলে।
মনে ভেবে দেখ দেখি কি ছিলে কি হ'লে॥
যার ভুজবলে হইয়াছ রাজ্যেশ্বর।
যে রাম বধিল বালি মারি এক শর॥
তোমা প্রতি ক্রোধ যদি উপজে তাহার।
রাখিবে তোমারে বল হেন সাধ্য কার?
তাই বলি আগেই হইতে সাবধান।
সীতার উদ্দেশ লাগি কর অনুমান॥
হিত বাক্য হনুর শুনিয়া কপিরাজ।
আপনার মনে কত পাইলেন লাজ॥
মারুতিরে প্রশংসা করিয়া বারবার।
কহিলেন সর্ব্বত্রে পাঠাও সমাচার॥
প্রধান প্রধান যত যূথপতিগণ।
সৈন্য সহ কিষ্কিন্ধ্যায় করিবে গমন॥

রামের কার্য্যেতে সবে হইয়া তৎপর।
আসিবেক পঞ্চদশ দিবস ভিতর।
রাজার আদেশ হেলা করিবে যে জন।
সবংশে তাহারে আমি করিব নিধন॥
মারুতি এতেক শুনি আনন্দিত মনে।
দেশে দেশে পাঠাইয়া দিল দূতগণে॥
এখানে পর্ব্বতোপরে রঘুর নন্দন।
শরতের শোভা হেরি সন্তাপিত-মন॥
নির্ম্মল শারদ শশী আকাশে নিরখি।
আকুল পরাণে ভাবে সীতা চন্দ্রমুখী॥
ভরসা আছিল হ'লে বরষার শেষ।
করিবে সুগ্রীব মিতা সীতার উদ্দেশ॥
কিন্তু রাম নাহি পেয়ে সুগ্রীবের সাড়া।
কহেন কি দুঃখ ভাই আছে এর বাড়া॥
কুহকিনী আশার কুহকে সব ভুলি।
করিলাম বানরের সঙ্গেতে মিতালি॥
অঙ্গারের কৃষ্ণ বর্ণ নাহি যায় ধুলে।
স্বভাব ছাড়িতে জীব নাহি পারে ম'লে॥
বৃথা বীর বালির করিনু প্রাণ নাশ।
কাঞ্চন ত্যজিয়া মোর কাচেতে প্রয়াস॥
যা হবার হইয়াছে অনুতাপ বৃথা।
বারেক সুগ্রীবে গিয়া কহ দুটো কথা।
ত্বরা কর প্রাণাধিক ভাই রে লক্ষ্মণ।
জানিয়া আইস ভালরূপে তার মন॥
বুঝাইয়া কহিবে হইয়া সাবধান।
করিবে রাজার প্রতি উচিত সম্মান॥
সঙ্কেতে কহিবে তারে যদি গেছে ভুলে।
বালি মারা বাণ তূণে রাখিয়াছি তুলে॥
লক্ষ্মণ কহেন প্রভু বনের বানরে।
কেমনে কহিব এত অনুনয় ক'রে
উচিত কহিব তারে দেখি যদি আর।
অথবা লইব প্রাণ মারি এক বাণ॥
রাম বলে ক্রোধ করা না হয় উচিত।
মিষ্ট বাক্যে মূর্খরে বুঝাতে হয় হিত॥

বিশেষতঃ মিত্রবধ করিবে কেমনে।
ঘুষিবে অযশ ইথে সমস্ত ভুবনে॥
ভয় দেখাইয়া কার্য্য করিবে উদ্ধার।
বানরে করিবে বশ কোন্ বড় ভার॥
এত যদি কহিলেন রাজীব-লোচন।
সুগ্রীবে ভেটিতে শীঘ্র সাজেন লক্ষ্মণ॥
বিজয় ধনুক পৃষ্ঠে অক্ষয় তূণীর।
খরশান অসি করে হইলা বাহির॥
ধীর-পদে বীর-মদে চলে বীরবর।
উপনীত আসি যথা কিষ্কিন্ধ্যা নগর॥

তারা কর্ত্তৃক লক্ষ্মণের ক্রোধশান্তি।

দূর হৈতে দেখিল যতেক কপিগণ।
ক্রোধভরে আসিতেছে সুমিত্রা-নন্দন॥
ভানু জিনি তনু তপ্তকান্তি তেজোময়।
মত্ত-করিকর সম দোলে ভুজদ্বয়॥
লোহিত বরণ আঁখি ঘূর্ণিত সঘনে।
নাসায় বহিছে ঝড় নিশ্বাস-পবনে॥
পদক্ষেপে শিলাখণ্ড চূর্ণ হয়ে যায়।
পাদপ ভাঙ্গিয়া পড়ে লাগি তার গায়॥
টঙ্কারে প্রচণ্ড ধনু ধরি বার বার।
শব্দ শুনি সকলের লাগে চমৎকার॥
ভাব দেখি ভয় পেয়ে গণিয়া সঙ্কট।
কেহ নাহি যায় আর লক্ষ্মণ-নিকট॥
শুকাইল ওষ্ঠ তালু মুখে নাহি কথা।
ভয়ে জড় সড় সবে নাহি তোলে মাথা॥
কিচি মিচি করি কেহ ছুটিয়া পলায়।
উত্তরিল অন্তঃপুরে সুগ্রীব যথায়॥
জানায় রাজায় লক্ষ্মণের আগমন।
মাদক-সেবনে মত্ত কে শুনে বচন॥
তারা রুমা দুই নারী, মোহে জ্ঞানহারা।
মধু পিয়ে পড়ি রয়ে শয়নে তাহারা॥
অন্ত[illegible] কপিগণ।
কুমার [illegible] কাছে করিল গমন॥
লক্ষ্মণের আগমন জানায় কুমারে।
শুনিয়া অঙ্গদ অতি আকুল অন্তরে॥
ক্রোধের কারণ কিছু ভাবিয়া না পায়।
কেমনে হইবে শান্তি কি করে উপায়॥
অনেক চিন্তিয়া শেষে যুক্তি করি সার।
লক্ষ্মণে ভেটিতে বীর হয় আগুসার॥
গলবস্ত্র কৃতাঞ্জলি হইয়া অঙ্গদ।
ভূমি লুটি বন্দে লক্ষ্মণের দুটি পদ॥
স্বাগত জিজ্ঞাসা করি বিনীত বচনে।
সম্ভ্রমে সুধায় এত ক্রোধ কি কারণে॥
কোন্ অপরাধে অপরাধী তব দাস।
কৃপা করি কৃপাময় করহ প্রকাশ॥
এতেক বলিল যদি বালির নন্দন।
লোহিত লোচনে করে উত্তর লক্ষ্মণ॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া যেবা পালন না করে।
বন্ধুসহ যেই জন কপট আচরে॥
ইন্দ্রিয় সেবায় মত্ত থাকে যেই জন।
যেই জন নাহি করে কর্ত্তব্য পালন॥
অধম পুরুষ বলি শাস্ত্রে তারে কয়।
হেন জন রাজাসন-যোগ্য কভু নয়॥
আত্ম-সুখে উন্মত্ত না ভাবে একবার।
কে দিল রাজত্ব তারে এই কিষ্কিন্ধ্যার॥
কহ গিয়া সুগ্রীবে আমার আগমন।
সাক্ষাতে কহিব মোর আসা যে কারণ॥
আজ্ঞা পেয়ে অঙ্গদ হইয়া ত্বরান্বিত।
অন্তঃপুর-দ্বারদেশে আসি উপনীত॥
দাসীরে ডাকিয়া কহে জানাও রাজনে।
সেবক অঙ্গদ প্রণমিবে শ্রীচরণে॥
তবে দাসী মহিষীরে করি সাবধান।
অঙ্গদে লইয়া সঙ্গে অন্তঃপুরে যান॥
আসব-সেবনে অচেতনে নিদ্রা যায়।
পাশে বসি দাসীগণ চামর ঢুলায়॥
সাধ্য নাই সুগ্রীবের ক্রোধ যদি হয় [illegible]।
[illegible] হইতে হবে শমন-আলয়॥

লক্ষ্মণের আগমন জানায়ে তৎপরে।
উত্তরের অপেক্ষায় রহে যোড় করে॥
বার বার বিনয় করিয়া বহুমতে।
যে কহিল সৌমিত্রেয় লাগিলা বলিতে॥
হিতবাক্যে বুঝাইল বালির নন্দন।
শুনিয়া না শুনে কাণে সুগ্রীব রাজন॥
এখানে বিলম্ব দেখি কুপিল লক্ষ্মণ।
মূর্ত্তিমান কাল সম ভীম-দরশন॥
সিংহনাদ জিনি করে ঘন হুহুঙ্কার।
বিপুল ধনুকে দিল সদর্পে টঙ্কার॥
দুই রবে মিশিয়া হইল মহা শব্দ।
শুনিয়া কিষ্কিন্ধ্যাবাসী সবে হয় স্তব্ধ॥
সভয়ে উঠিয়া বৈসে কপিকুলেশ্বর।
দেখিয়া অঙ্গদ কহে করি যোড় কর॥
বড়ই বিপদ আজি বানর-সমাজে।
সান্ত্বনা করহ শীঘ্র আসি রামানুজে॥
ওই শুন গর্জ্জে বীর অতি-ক্রোধ মনে।
টঙ্কারিছে সুবিপুল ধনু ক্ষণে ক্ষণে॥
দেখিয়া তাহার অগ্নিমূর্ত্তি কপিকুল।
দূরে পলায়েছে ভয়ে হইয়া আকুল॥
ক্রোধ শান্তি করে তার নাহি হেন জন।
ত্বরায় চলহ তাত ভেটিতে লক্ষ্মণ॥
এত যদি কহিল অঙ্গদ মহাবল।
চিন্তায় বানরপতি হইল চঞ্চল॥
যুক্তি করি মনে মনে কহে তারা প্রতি।
লক্ষ্মণে বুঝায়ে হেথা আন গুণবতি॥
তব বাক্যে ক্রোধের হইবে উপশম।
অনুরোধ ঠেলিতে না পারিবে লক্ষ্মণ॥
স্বামীর বচনে তারা হয়ে ত্বরান্বিতা।
উত্তরিল আসিয়া লক্ষ্মণ আছে যথা॥
মধুর বচনে মিত্রে করি সম্ভাষণ।
জিজ্ঞাসিলা সৌমিত্রির ক্রোধের কারণ॥
[illegible] প্রধান বন্ধু নন্দন মহাবীর।
[illegible] সহ কিষ্কিন্ধ্যায় করিবে [illegible]॥

ভাল দেখি সুগ্রীব রাজার ব্যবহার।
সুহৃদ পেয়েছে ভাল অগ্রজ আমার॥
অপাত্রে বিশ্বাস করে যেই মূঢ় জন।
ইষ্টসিদ্ধি তাহার না হয় কদাচন॥
বনের বানরে ধ'রে করিল মিতালি।
বৃথায় বধিলা রাম কপিশ্রেষ্ঠ বালি॥
মিথ্যাবাদী সুগ্রীব জানিয়া এত দিনে।
শিক্ষা দিতে তারে পাঠাইলা এ অধীনে॥
রাজ্য-ভোগ শেষ তার জানিহ নিশ্চয়।
অযোগ্যে সঁপিলে রাজ্য কত দিন রয়॥
করিল প্রতিজ্ঞা—হ'লে বরষার শেষ।
প্রাণপণে করিবে সে সীতার উদ্দেশ॥
এখন ভুলিয়া সব রমণীর সঙ্গে।
দিবস রজনী রহে রতি-রস-রঙ্গে॥
মূঢ়মতি নাহি জানে রামের প্রতাপ।
কুপিলে রাঘব তারে রাখে কার বাপ॥
যে শরে বধিল রাম বালি কপিবরে।
এখনো বিরাজে তাহা তূণের ভিতরে॥
কহিতে এতেক বাণী কুপিল লক্ষ্মণ।
উষার তপন সম লোহিত নয়ন॥
ঘন উষ্ণ শ্বাস বহে আগুন সমান।
দেখি ভয়ে সুন্দরীর উড়িল পরাণ॥
করপুটে বিনয়ে কহিল তারা সতী।
সুগ্রীবের অপরাধ ক্ষম মহামতি॥
সহজে বানর জাতি কত বুদ্ধি ধরে।
তাহাতে পাইল রাজ্য বহু দিন পরে॥
বলবতী ভোগের বাসনা অতিশয়।
কর্ম্ম ত্যজি কামবশে নারীসঙ্গে রয়॥
কামের প্রতাপ নাহি জানহ আপনি।
মজিলে আপন-হারা হয় ঋষি মুনি॥
ঘৃতাচীর রূপে ভুলে মুনি বিশ্বামিত্র।
করিল বছর দশে জ্ঞান পল-মাত্র॥
যোগ ত্যজি কন্দর্পের [illegible]।
কামিনীর সঙ্গে করে বহু দিন গত॥

তুলনায় তুল্য কিছে সুগ্রীব বানর।
সাজে কি তোমার ক্রোধ তাহার উপর ॥
রোপণ করিয়া বৃক্ষ ছেদিবে কেমনে।
কলঙ্ক রটিবে নামে নাহি ভাব মনে ॥
নিতান্ত আশ্রিত তব সুগ্রীব রাজন।
প্রাণপণে করিবে সে প্রতিজ্ঞা পালন ॥
সীতার উদ্দেশ হেতু দিয়াছে ঘোষণা।
আইল যতেক কপি কে করে গণনা ॥
পুরে প্রবেশিয়া দেখ আপন নয়নে।
দেখিলে না রবে ক্রোধ তুষ্ট হবে মনে ॥
তারার সুমিষ্ট ভাষে সন্তুষ্ট লক্ষ্মণ।
ক্রোধ সম্বরিয়া পুরে প্রবেশে তখন ॥

সুগ্রীবের সহিত লক্ষ্মণের সাক্ষাৎ।

প্রবেশি লক্ষ্মণ দেখে মনোহর পুরী।
পরশিছে মেঘমালা সৌধ সারি সারি ॥
শ্বেত পীত লোহিত প্রস্তরে বিনির্ম্মিত।
নয়ন-রঞ্জন রম্য-হর্ম্ম্য শত শত ॥
ফুল ফলে নতশির যত তরুকুল।
রসাল কদম্ব আর পনস বকুল ॥
খর্জ্জুর দাড়িম্ব তাল কদলী শ্রীফল।
গুবাক বদরী নারিকেল আদি ফল ॥
চন্দন অগুরু-গন্ধে দিক আমোদিত।
হেরিয়া সুমিত্রাসুত হইলা মোহিত ॥
অতি উচ্চ গিরি-শ্রেণী চারি দিক ঘেরি।
স্থানে স্থানে মহাকায় বানর প্রহরী ॥
গিরি-নদী-প্রস্রবণ শোভে শত শত।
কুল কুল ঝর ঝর শব্দে অবিরত ॥
মুকুর জিনিয়া স্বচ্ছ সুদীর্ঘ সরসী।
কমল কুমুদ তাহে ফুটে রাশি রাশি ॥
মধ্য ভাগে গড়-খাই সুগ্রীবের পুরী।
শোভায় তুলনা কোথা অমর-নগরী ॥
কি সাধ্য পরে প্রবেশিতে ছলবলে।
দৃঢ় রূপে চারি দিক বেষ্টিত অচলে ॥
সিংহদ্বার স্বর্ণময় খচিত রতনে।
ভীমকায় রক্ষী তায় রাখিছে যতনে ॥
গিরি-চূড়া শাল-তরু অস্ত্র সে সবার।
অতিক্রম করে হেন সাধ্য আছে কার ॥
লক্ষ্মণে দেখিয়া পথ ছাড়ি নতশিরে।
অগণন কপিগণ দাঁড়ায় দুধারে ॥
অন্তঃপুরে যাইতে ভূষণ শব্দ শুনি।
কুপিল লক্ষ্মণ পুনঃ যেমন আগুনি ॥
জ্যাশব্দে করিয়া স্তব্ধ শ্রবণ সবার।
সিংহনাদ জিনি করিলেক হুহুঙ্কার ॥
ভয়ে কাঁপে কলেবর কপির ঈশ্বর।
উঠিয়া বসিল শীঘ্র শয্যার উপর ॥
নৈদাঘ ভাস্কর সম জ্বলন্ত আকারে।
ধনু হস্তে সম্মুখেতে রামানুজে হেরে ॥
গলবস্ত্রে দাঁড়ায় সুগ্রীব মহাবীর।
হিমাদ্রি-শেখর সম প্রকাণ্ড শরীর ॥
তারা রুমা আদি নারী ঘেরিয়া দাঁড়ায়।
আলো করি রাজ-পুরী রূপের ছটায় ॥
অধিক কুপিত দেখি নারীর সমাজ।
অধোমুখ লক্ষ্মণ অন্তরে বাসি লাজ ॥
সুগ্রীবে কহেন তবে অতি রোষভরে।
বড় তুষ্ট হইলাম তব ব্যবহারে ॥
রাজার উচিত বটে দিবস রজনী।
আসব সেবন সঙ্গে লইয়া রমণী ॥
তোমা হেন মিত্র যার ভাবনা কি তার।
সাধিবে এরূপে বুঝি সীতার উদ্ধার ?
কৌশলে করিয়া নিজ কার্য্যের সাধন।
ভুলিয়া প্রতিজ্ঞা কর ইন্দ্রিয় সেবন ॥
চিনিতে না পারি তোমা মিষ্ট বাক্যে ভুলি।
কপটী সহিত রাম করিল মিতালি ॥
কিন্তু ভাবিলে না মনে রবে কতক্ষণ।
তোমার এ কপটতা রাঘবে গোপন ॥
নাহি জান রাঘবের ক্রোধ যদি হয়।
নিশ্চয় যাইতে হবে শমন-আলয় ॥

এত যদি কহিলেন সুমিত্রা-নন্দন।
বিনয়ে উত্তর করে সুগ্রীব রাজন॥
সত্য বটে পশু আমি কাম-মুগ্ধমন।
কিন্তু মিথ্যাবাদী শঠ নহি কদাচন॥
যে ক'রেছি প্রতিজ্ঞা সাধিব প্রাণপণে।
সীতার উদ্দেশ ত্বরা করিব যতনে॥
নিশ্চিন্ত না আছি আমি সেই কার্য্য ভুলে।
সত্য মিথ্যা বুঝিবে হে পরীক্ষা করিলে॥
কপি-রাজ্যে রাজ-আজ্ঞা ক'রেছি প্রচার।
আইল সামন্ত যত সীমা নাই তার॥
এখনো আসিছে নিত্য লক্ষ লক্ষ বীর।
গজরাজ জিনি হয় সবার শরীর॥
শুনিয়াছি রাবণ সামান্য শত্রু নয়।
কোটি কোটি রাক্ষসে বেষ্টিত সদা রয়॥
বড়ই দুষ্করকর্ম্মা লঙ্কার ঈশ্বর।
সৈন্য-বল ভিন্ন নহে উচিত সমর॥
যদিও অগ্রজ তব একা করি রণ।
অনায়াসে জিনিতে পারয়ে ত্রিভুবন॥
আমি উপলক্ষ মাত্র সঙ্গে যাব তাঁর।
সাহায্য করিতে সাধ্য নাহিক আমার॥
তথাচ সংগ্রহ করি সৈন্য সাধ্যমত।
অনুগামী হয়ে তাঁর রহিব সতত॥
অনুগত দাস আমি জানিবে নিশ্চয়।
দাসের উপরে ক্রোধ উচিত না হয়॥
বিনয়ে হইলা বশ সুমিত্রা-নন্দন।
মিষ্ট ভাবে তুষিলেন সুগ্রীবের মন॥
তবে কপিরাজ ডাকি নিজ মন্ত্রিগণে।
আজ্ঞা দেন আয়োজন কর সাবধানে॥
আবার পাঠাও দূত সীমান্ত প্রদেশে।
আসিতে একাদশি আজ্ঞা দশম দিবসে॥
অন্যথা করিবে যেবা আদেশ আমার।
রাজাজ্ঞায় প্রাণদণ্ড হইবে তাহার॥
এইরূপ আদেশ করিয়া কপীশ্বর।
সখী প্রতি কহিতে লাগিলা অর পর॥

একাকী আছেন মিত্র চিন্তাকুল মনে।
যাইব ভেটিতে তাঁয় লক্ষ্মণের সনে॥
শিবিকা বাহন সহ আনাও ত্বরিতে।
নতুবা লক্ষ্মণ কষ্ট পাবেন হাঁটিতে॥
কপিগণ আইলে এ কিষ্কিন্ধ্যা নগরে।
মোর কাছে পাঠাইবে সকলে সত্বরে॥

রামচন্দ্রের নিকট সুগ্রীবের গমন।

কনক-রচিত, মাণিকে খচিত,
শিবিকা সুন্দর অতি।
মন-মুগ্ধকর, ঝুলিছে ঝালর,
দোলে তায় গজমতি॥
দ্বিরদ-দশন, নির্ম্মিত আসন,
বিচিত্র বসনে মোড়া।
অন্য দেশ তার, চন্দনের সার,
গঠিত পর্য্যঙ্কে যোড়া॥
কুসুম-কোমল, কৌমুদী-ধবল,
পর্য্যঙ্কে শয্যার শোভা।
চারু চন্দ্রাতপে, মিলিয়া আতপে,
প্রকাশে কনক-প্রভা॥
গাঁথি ফুল-হার, চারি ধার তার,
সাজায়েছে ফুল-সাজে।
যেন দিব্য লোকে, দামিনী ঝলকে,
সাজ্য গগনের মাঝে॥
শতেক বাহকে, সুগ্রীব-সম্মুখে,
রাখিল শিবিকা আনি।
হরি-কুলেশ্বর, হরিষ-অন্তর,
লক্ষ্মণে কহেন বাণী॥
উঠ উঠ ভাই, দোঁহে মিলি যাই,
দেখিতে মিতায় মোর।
সে রূপ-মাধুরী, বারেক নেহারি,
আঁখি দুটি হবে ভোর॥

দূর্ব্বাদল শ্যাম, জাগে অবিরাম,
রামরূপ মোর হৃদে।
বাসনা সদাই, অন্তে যেন পাই,
স্থান সেই রাঙ্গা পদে ॥
কহিতে কহিতে, লাগিল বহিতে,
সুগ্রীবের প্রেমধারা।
দেখিয়া লক্ষ্মণ, পুলকে মগন,
রাম-নামে মাতয়ারা ॥
প্রেমের উচ্ছ্বাসে, গদগদ ভাষে,
দোঁহে রামগুণ গায় ॥
পবন-কুমার, ভাব দুজনার,
দেখিয়া হরষে ধায় ॥
রাম রাম ধ্বনি, কাঁপায় মেদিনী,
প্রতিধ্বনি করে গিরি।
ভেদিয়া গগনে, সুরগ-ভবনে,
কাঁপায় অমরপুরী ॥
ভেদিয়া অনিল, সাগর-সলিল,
পশিল লঙ্কাতে ধ্বনি।
কনক-ভবন, সহ দশানন,
কাঁপিল প্রমাদ গণি ॥
অশোক-কাননে, সে স্বর শ্রবণে,
শুনিয়া জানকী সতী।
ত্যজি ধরাসন, সঘনে রোদন,
প্রফুল্ল বদন অতি ॥
এখানে রাঘব, শুনি মহারব,
কতনা কল্পনা তার।
লক্ষ্মণ, কারণে, নানা চিন্তা মনে,
পথ চায় বার বার ॥
দেখিতে দেখিতে, কিষ্কিন্ধ্যার পথে,
শিবিকা আইসে লখি।
আশ্বাস পাইয়া, সুস্থির হইয়া,
[illegible] আঁখি ॥
হয়ে অগ্রসর, কপি-কুলেশ্বর,
বন্দেন রাঘবপদে।

তিষ্ঠ একবার, নাহি চল আর,
শিবিকা রাখ ঐ স্থানে ॥
শিবিকা হইতে, নামিয়া ত্বরিতে,
হেরিতে লক্ষ্মণাগ্রজে।
সুগ্রীব রাজন, সহিত লক্ষ্মণ,
চলিলেন পদব্রজে ॥
রাজীব-লোচনে, হেরিয়া নয়নে,
পুলকে পূর্ণিত কায়।
কপির প্রধান, করিলা প্রণাম,
রামের রাতুল পায় ॥
মিত্র মিত্র ব'লে, দুটি বাহু মিলে,
প্রেমভরে দয়াময়।
দিয়া আলিঙ্গন, কৌশল্যা-নন্দন,
অমিয় বচনে কয় ॥
বহু দিন পরে, সখা হে তোমারে,
হেরিয়া আনন্দ পাই।
তব অদর্শনে, কত কষ্ট মনে,
ব'লে কি জানাব ভাই ॥
প্রিয়ার বিরহে, সদা প্রাণ দহে,
কিছু সুখ নাই চিতে।
কত যে যাতনা, ভাবিয়া দেখ না,
ক্ষমায় লাগিয়া সেতে ॥
ভোগে ভুলে তব, রয়েছ নীরব,
এ কেমন তব রীতি।
প্রতিজ্ঞা করিয়া, গেলে হে ভুলিয়া,
অনঙ্গ-রঙ্গেতে মাতি ॥
বরষা শরতে, প্রয়োজন করিতে,
নাহিক [illegible] যার।
কেমনে সে জন, করিবে শাসন,
কপিরাজ্য কিষ্কিন্ধ্যায় ॥
ছিল হে কল্পনা, ফুরালে বরষা,
করিবে উদ্যোগ আজি।
ছিল আশা চিতে, শরত না যেতে,
সীতায় পাইব ফিরি ॥

শরতো-ফুরায়, এখনো তোমায়,
ডাকিয়া জাগাতে হয়।
দেখি ব্যবহার, সীতার উদ্ধার,
হ'ল না বলিয়া ভয়॥
মিষ্ট তিরস্কার, শুনিয়া সখার,
লাজে করি নত শির।
যুড়ি দুটি কর, করয়ে উত্তর,
কপিকুলেশ্বর বীর॥
তোমার প্রসাদে, বহু কাল বাদে,
পেয়ে অপহৃত ধন।
ক্ষম এ অধমে, মদন-পীড়নে,
বিমোহিত ছিল মন॥
কিন্তু সখা আর, নাই সেপ্রকার,
হয়েছে চৈতন্য এবে।
করিয়া প্রচার, আদেশ আমার,
এনেছি সামন্ত সবে॥
এইরূপে দোঁহে, বসি কথা কহে,
এমন সময়ে রাম।
করয়ে প্রত্যক্ষ, কপি লক্ষ লক্ষ,
আসিতেছে অবিরাম॥
গজেন্দ্র-আকার, দেহ লম্বাকার,
বদন বিকট অতি।
মৃবল সমান, [illegible] নির্ম্মাণ,
নয়নে অগ্নির জ্যোতি॥
লাঙ্গুলের টানে, গিরিচূড়া আনে,
উপাড়য়ে শাল তরু।
দেখি লাফেভর, হিমাদ্রি-শেখর,
সমান লম্বার উরু॥
লেজের সাপটে, মেঘে ধূলা উঠে,
ঢাকিল রবির কর।
দেখি সে কটকে, [illegible],
পুলকিত রঘুবর॥

[illegible]

বানর-কটকের পরিচয়।

শত শত সামন্ত অসংখ্য সৈন্য সঙ্গে।
সুগ্রীব-সম্মুখে উপনীত নানা রঙ্গে॥
রাজ-উপহার সবে দিল বিধিমতে।
গ্রহণ করেন রাজা আনন্দিত চিতে॥
শ্রীরাম কহেন সখা কহ সবিশেষে।
কি নাম কাহার কেবা বৈসে কোন্ দেশে॥
এত শুনি সুগ্রীব কহেন হৃষ্ট-মনে।
শতবলি নামে বীরে দেখহ নয়নে॥
সকলের আগে আসে মহাবলবান।
অযুত হস্তীর তুল্য শক্তিপরিমাণ॥
কোটি কোটি কপি সঙ্গে দেখহ তাহার।
এক এক জন তার বীর-অবতার॥
নীলাচলে কটক সহিতে বাস করে।
একাকী জিনিতে পারে সকল অমরে॥
তাহার পশ্চাতে দেখ তারার পিতায়।
বীর্য্যবান শৈলশৃঙ্গ সম মহাকায়॥
দশকোটি বানর তাহার অনুচর।
অনায়াসে জিনিতে পারয়ে চরাচর॥
তাহার দক্ষিণে দেখ শ্বশুর আমার।
ভীমপরাক্রম বীর জনক রুমার॥
শত কোটি বানর তাহার আজ্ঞাধীন
বয়সে প্রবীণ কিন্তু বিক্রমে নবীন॥
তাহার দক্ষিণে পদ্ম-কেশর-বরণ।
তরুণ অরুণ সম যাহার বদন॥
হনুর জনক সে কেশরী নাম [illegible]।
অঞ্জন পর্ব্বতে সৈন্য সহ বাস করে॥
যার বীর্য্যে অন্তরে পাইয়া [illegible]।
সিংহ ব্যাঘ্র [illegible] ছাড়িয়াছে তথা বাস॥
তাহার পশ্চাতে বীর গবাক্ষ [illegible]।
গোলাঙ্গুলগণ সহ বিকট [illegible]॥
যাহার কটকে ঢাকিয়াছে গিরি[illegible]।
ওই দেখ গবাক্ষ [illegible] এবে দৃষ্ট॥

ধূম্র নামে যূথপতি দেখ তার পর।
প্রকাণ্ডশরীর যেন হিমাদ্রি-শেখর॥
অসংখ্য বানর-সেনা তাহার সংহতি।
আইসে চরণ-ভরে কাঁপাইয়া ক্ষিতি॥
পনস নামেতে কপি তাহার দক্ষিণে।
আসিল যতেক সেনা কার সাধ্য গণে॥
নবীন নামেতে মহা কপি তার পরে।
আসিয়াছে শত কোটি সেনা সঙ্গে ক'রে।
গবয় পশ্চাতে তার মহা বলবান।
যার সৈন্য-বল দশ কোটি পরিমাণ॥
দধিমুখে দেখ রাম তাহার পশ্চাতে।
মহা শালতরু যেই ধরিয়াছে হাতে॥
পঞ্চ কোটি পরিমাণ হয় যার সেনা।
গিরিচূড়া সম কায় এক এক জনা॥
মৈন্দ আর দ্বিবিদ নামেতে দুই বীর।
তাহার পশ্চাতে দেখ প্রকাণ্ডশরীর॥
লক্ষ লক্ষ কপি-সৈন্য লয়ে দুই জনে।
তোমার সাহায্য হেতু আইল এখানে॥
গজ নামে সামন্তে দেখহ সখা দূরে।
আইল বানর দুই কোটি সঙ্গে ক'রে॥
জাম্ববান ঋক্ষরাজে দেখ তার পর।
কোটি কোটি মহা ঋক্ষ যার অনুচর॥
পরাক্রমে সুররাজ বুদ্ধে বৃহস্পতি।
মন্ত্রণাকুশল বড় হয় ঋক্ষপতি॥
রুম নামে যূথপতি তার বাম ভাগে।
বিকট আকার বড় দেখি ভয় লাগে॥
তাহার পশ্চাতে গন্ধমাদন আইসে।
সুরাসুর সদা কাঁপে যাহার তরাসে॥
পিতার সমান বলী অঙ্গদ কুমার।
দশ কোটি কপি সঙ্গে পশ্চাতে তাহার॥
তার নামে মহাবল দেখ যূথপতি।
কোটি কোটি কপিগণ যাহার সংহতি॥
ইন্দ্রজানু সেনাপতি পশ্চাতে তাহার।
বাল সূর্য্য সম প্রভা বদনে যাহার॥

রক্ত নামে আর এক সেনার নায়ক।
জ্বলিছে নয়ন তার জ্বলন্ত পাবক॥
দশ কোটি কটক আইল তার সনে।
সকলে দুর্জ্জয় অতি পরাক্রান্ত রণে॥
যূথপতি দুর্ম্মুখ আইসে তার পর।
পর্ব্বতপ্রমাণ কায়া অতি ভয়ঙ্কর॥
তার পর দেখা যায় বীর হনুমানে।
যার সমতুল বীর নাহি ত্রিভুবনে॥
কামরূপী মারুতি পর্ব্বত সম বপু।
যুদ্ধে তার কাছে আঁটে নাহি হেন রিপু॥
নল নামে দেখ সখা যূথপতি আর।
শিল্পীর প্রধান আর রণে দুর্নিবার॥
শরভ কুমুদ আর রম্ভ যূথপতি।
যাহাদের সৈন্যে দেখ ঢাকিয়াছে ক্ষিতি॥
মহেন্দ্র কৈলাস হিমালয় বিন্ধ্যাচলে।
এই সব যূথপতি বৈসে দলবলে॥
কোন যূথপতি থাকে মন্দর পর্ব্বতে।
কেহ বা বসতি করে উদয়াচলেতে॥
ধূম্র-গিরি হইতে আইল বহুজন।
কেহবা আইল ত্যজি পর্ব্বত অঞ্জন॥
পশ্চিম সাগরতীরে যথা অস্তাচল।
চত্বারিংশ কোটি কপি সহ থাকে নল॥
মহারুণ পর্ব্বতে বসতি করে কেহ।
সন্ধ্যারাগ সম হয় তাহাদের দেহ॥
পদ্ম-পর্ব্বতের বনে তাপস-আশ্রমে।
সাগরের তীরে কপি বৈসে যত জনে॥
সকলে আইল কেহ বাকি নাহি আর।
এবে জানিলাম হবে জানকী-উদ্ধার॥
অমরের বংশধর এই সব বীর।
ভীমপরাক্রম রণে সতত সুস্থির॥
সমরে না দেয় পৃষ্ঠ ভয় নাহি জানে।
মারিবে মরিবে কিম্বা মায়া নাই প্রাণে॥
শিলা বৃক্ষ ইহাদের অস্ত্রের প্রধান।
আঁচড় কামড়ে আর দিগ্গজের প্রায়॥

দিবা নিশা সমভাবে পারে যুঝিবারে।
কেহ নাহি জানে কভু শ্রান্তি বলে কারে॥
সমর-কৌশলে ঊন নহে কোন জন।
বহুবিধ ব্যূহ-রচনায় বিচক্ষণ॥
ন্যায়-যুদ্ধে করিবেক সম্মুখ-সমর।
অন্যথা হইলে জানে উচিত উত্তর॥
লতা পাতা খাইয়া ক্ষুধার শান্তি করে।
হেন সৈন্য নাহি আর অবনী ভিতরে॥
নিশ্চয় জানিহ সখা কহি যে বিশেষ।
রাবণের পরমায়ু হইয়াছে শেষ॥
আজ্ঞা কর সখা এবে সকল বানরে।
কোন্ কার্য্য ইহারা করিবে অতঃপরে॥
তব আজ্ঞা পালিতে সকলে বদ্ধকর।
অসাধ্য নাহিক কিছু অবনী ভিতর॥
এত যদি কহিলেক কপির ঈশ্বর।
হাসিয়া রাঘব তারে করেন উত্তর॥
রামের সম্বল তুমি ভরসার স্থল।
উচিত যে হয় বুঝি করহ সকল॥
আপন কটকে আজ্ঞা করহ আপনি।
ভাল মন্দ আমি হে কিছুই নাহি জানি॥
বাঁচিয়া আছেন কিনা জানকী আমার।
কে রাবণ কোথায় বা বসতি তাহার॥
জানিয়া আসিতে আগে কহ দূতগণে।
তার পর যাহা হয় করিব দুজনে॥

সীতান্বেষণে বিনতের পূর্ব্ব দিকে গমন।

বিনতে ডাকিয়া তবে কপিরাজ কয়।
পূর্ব্ব দিকে যাও তুমি লয়ে সৈন্যচয়॥
সরযূ কৌশিকী শোণ মাহী ভাগীরথী।
কালমহী যমুনাদি নদী সরস্বতী॥
এই সব নদীকূলে হয়ে সাবধান।
করিবে রাক্ষস-গ্রামে সীতার সন্ধান॥

অলোক-সামান্য রূপ প্রথম যৌবন।
বরণ তাঁহার জিনি কষিত কাঞ্চন॥
ছিন্ন ভিন্ন বেশ মুখে রাম রাম ধ্বনি।
এ সব লক্ষণে চিন জনকনন্দিনী॥
ব্রহ্মমাল বিদেহ মালব কাশী অঙ্গ।
কোশল মগধ রাজ্য পুণ্ড্র আর বঙ্গ॥
কোশকীয় কীটোৎপাদক দেশে যাবে।
প্রতি গ্রাম নগরে সীতার তত্ত্ব লবে॥
রজত জনমে তুমি জান যেই দেশে।
তথায় সীতার তত্ত্ব লবে সবিশেষে॥
সাগর-গর্ভস্থ গিরিগুহা অন্বেষণ।
সাবধানে করিবে হইয়া একমন॥
সাগরের মাঝে দ্বীপ বিচিত্র-নির্ম্মাণ।
নানাজাতি যবনের হয় বাসস্থান॥
এক জাতি বস্ত্রবৎ কর্ণ-আভরণ।
স্ত্রী পুরুষ সবে করে আদরে ধারণ॥
আর এক জাতি আছে চিনিবে দেখিলে।
ওষ্ঠ অতি স্থূল পরশয়ে শ্রুতিমূলে॥
অন্য এক জাতি ঘোর কৃষ্ণবর্ণকায়।
বড়ই দুরন্ত তারা হাঁটে এক পায়॥
রাক্ষস কিরাত কত করয়ে বসতি।
অত্যন্ত নৃশংস তারা বিকট-মূরতি॥
সর্ব্বদা সতর্ক রবে এই সব স্থানে।
কলহ বিবাদ না করিবে কারু সনে॥
তার পর যব দ্বীপে করিহ গমন।
সপ্ত-রাজ্য-যুক্ত দ্বীপ অতি সুশোভন॥
তথায় সীতার যদি সন্ধান না পাবে।
সুবর্ণ দ্বীপেতে তবে সত্বরে যাইবে॥
তথা হৈতে রৌপ্য দ্বীপে করিবে গমন॥
শিশির পর্ব্বতে করি যত্নে অন্বেষণ॥
প্রতি গুহা মাঝে গিয়া লইবে সন্ধান।
বৃক্ষ লতা গুল্ম আদি করি সর্ব্বস্থান॥
তার পর সাগরের পারে গিয়া যাবে।
রক্তবর্ণ শোণ নদী দেখিবারে পাবে॥

দেখিবে সমুদ্র দ্বীপ তাহার পরেতে।
ভয়ঙ্কর অসুরগণের বাস তাতে॥
নরমাংস-লোলুপ তাহারা অতিশয়।
বর্ব্বরের অগ্রগণ্য দারুণ নির্দ্দয়॥
আরো পূর্ব্ব দিকে হয় লোহিত সাগর।
যার তীরে শাল্মলী নামে তরুবর॥
গগন পরশে শির বৃক্ষের প্রধান।
যাহা হৈতে শাল্মলী দ্বীপ হয় নাম॥
এই স্থানে বিশ্বকর্ম্মা-বিরচিত পুরী।
দুরন্ত রাক্ষসগণ যার অধিকারী॥
অধোমুখে গিরি হ'তে হইয়া লম্বিত।
উঠে পুন দিবাকরে দেখিয়া উদিত॥
যুদ্ধ হেতু সূর্য্য পানে সবে বেগে ধায়।
পুন পড়ে সূর্য্যকরে হয়ে দগ্ধপ্রায়॥
তাহার পূরবে হয় ক্ষীরোদ সাগর।
শ্বেতগিরি শোভমান যাহার উপর॥
ঋষভ পর্ব্বত নাম ধবল মূরতি।
দিবাকর-করে ধরে সূর্য্যকান্ত-জ্যোতি॥
মধ্য ভাগে সুদর্শন নামে সরোবর।
যাহার তুলনা নাই ভুবন ভিতর॥
কুবলয় নানা জাতি ফুটিয়াছে তায়।
মকরন্দ-আশে পাশে মধুপ বেড়ায়॥
দেবকন্যা অপ্সরী গন্ধর্ব্বী কুতূহলে।
আইসে বিহার-আশে সরসীর জলে॥
তার পর দেখিবে অপার সিন্ধু-জলে।
সর্ব্বদা বড়বামুখ নামে অগ্নি জ্বলে।
যখন প্রলয়-কাল হবে উপস্থিত।
বিশ্ব ব্যাপি এই অগ্নি হবে প্রজ্বলিত॥
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহগণ জ্যোতিষ্ক মণ্ডল।
পুড়িয়া হইবে ভস্ম যা আছে সকল॥
ক্ষিত্যপ্ তেজোমরুৎ ব্যোম কিছু না রহিবে।
বড়বা-অনলে এই ব্রহ্মাণ্ড জ্বলিবে॥
জাতরূপ শিলা ওই সাগর-উত্তরে।
আছেন অনন্ত দেব তাহার উপরে॥
পদ্মপত্র সম নেত্র নীলাম্বর পরা।
সহস্র শিরেতে ধ'রেছেন এই ধরা॥
তার পর উদয় পর্ব্বত দৃষ্ট হয়।
তুঙ্গ শৃঙ্গ সৌমনস কান্তি স্বর্ণময়॥
ত্রিবিক্রম অবতার-কালে ভগবান।
এই শৃঙ্গে এক পদ কৈলা অধিষ্ঠান॥
অন্য পদ রাখিলেন সুমেরু-শেখরে॥
এইরূপে হইলেন ব্যাপ্ত চরাচরে॥
সূর্য্যদেব জম্বু-দ্বীপ পরিক্রম করি।
অধিষ্ঠান হন যবে এই শৃঙ্গোপরি॥
জম্বু-দ্বীপ-বাসিগণ সেই কালে তাঁরে।
লভয়ে আনন্দ দেখি সম্যক প্রকারে॥
বৈখানস বালখিল্য আদি ঋষিগণ।
এই সৌমনস শৃঙ্গে বৈসে সর্ব্বক্ষণ॥
তাহার পূরবে হয় ঘোর অন্ধকার।
এখানে জীবের দৃষ্টি নাহি চলে আর॥
এই স্থান পর্য্যন্ত করিয়া অন্বেষণ।
এক মাস মধ্যে ফির রামের সদন॥
মাসেকের ঊর্দ্ধ যদি বিলম্ব করিবে।
রাজাদেশে প্রাণদণ্ড নিশ্চয় জানিবে॥
এত বলি বিনতে পাঠায় পূর্ব্ব দিকে।
চলিল বিনত বীর বেষ্টিত কটকে॥

অঙ্গদকে দক্ষিণ দিকে প্রেরণ॥

অঙ্গদে ডাকিয়া পরে, সুগ্রীব অতি সাদরে,
দক্ষিণে যাইতে আজ্ঞা দেন।
নীল বীর হনুমান, ব্রহ্মা-পুত্র জাম্ববান,
সঙ্গে চলে গয়ময় সুষেণ॥
সুহোত্র সরারি গজ, অগ্নির দুই অঙ্গজ,
উল্কামুখ অনঙ্গ বানরে।
শর গুল্ম বৃষভেরে, গবাক্ষ দ্বিবিদ বীরে,
কুমার লয়েন সঙ্গে ক'রে॥
কপিরাজ কহে তবে, কোন্ কোন্ স্থানে যাবে,
মন দিয়া শুন বিবরণ।

সহস্র মস্তক ধারী, মনোহর বিন্ধ্যগিরি,
যতনে করিবে অন্বেষণ ॥
নর্ম্মদা প্রদেশে পরে, দেখিবে বিশেষ ক'রে,
মহানদীতীরে তার পর।
প্রতি পল্লি নগরেতে, সাবধানে সকলেতে,
অন্বেষণ করিবে সত্বর ॥
কৃষ্ণবেণী গোদাবরী, অতি তন্ন তন্ন করি,
সীতার সন্ধান কর সবে।
মেখল উৎকলে পরে, দশার্ণ অবন্তি পুরে,
তদন্তরে ঋষ্টিক বিদর্ভে ॥
আন্ধ্র বস্তি পুণ্ড্রদেশ, উভয়ে করি উদ্দেশ,
কলিঙ্গ কৌশিকে যাবে পরে।
সন্ধান না পেলে তথা, মাহিষ মৎস্যের কথা,
ভাল রূপে রেখো মনে ক'রে ॥
দেখি এই দুই স্থান, করিবে সবে প্রস্থান,
মহারণ্য দণ্ডক কাননে।
তরু গুল্ম সিদ্ধাশ্রমে, বেড়াইবে ক্রমে ক্রমে,
জানকীর উদ্দেশ কারণে ॥
অন্ধ্র চোল পাণ্ড্য রাজ্যে, যাইবে রামের কার্য্যে,
আলস্য ত্যজিয়া সর্ব্বক্ষণ।
কেরল রাজ্যেতে পরে, তত্ত্ব লবে ঘরে ঘরে,
থাকে যদি সীতা কি রাবণ ॥
পরে জনপদ ছাড়ি, যথা অয়োমুখ গিরি,
তথা গিয়া লইবে সন্ধান।
কাবেরী বহিছে সুখে, এই গিরি অয়োমুখে,
তীর দেশ করি শোভমান ॥
তাম্রপর্ণী নদী পরে, পাবে গিয়া কিছু দূরে,
তার পরে অপার সাগর।
মহেন্দ্র পর্ব্বত নাম, এই স্থানে বিদ্যমান,
দেখিতে বড়ই মনোহর ॥
দেবতা গন্ধর্ব্বগণে, নিত্য আসে এই স্থানে,
নাচে গায় অপ্সরী কিন্নরী।
পর্ব্বতের এক দেশ, সাগরে করে প্রবেশ,
প্রীতি পাবে সেই দৃশ্য হেরি ॥

দক্ষিণে যোজন শত, সাগর মাঝারে স্থিত,
লঙ্কাদ্বীপ রাবণের ধাম।
সাগর হইলে পার, পাইবে লঙ্কার দ্বার,
যাবে তথা হয়ে সাবধান ॥
অঙ্গরকা নিশাচরী, রূপে অতি ভয়ঙ্করী,
বাস করে সাগরের জলে।
ছায়া দ্বারা আকর্ষণে, মুগ্ধ করি জীবগণে,
বিনাশ করয়ে ছলে বলে ॥
পুষ্পিতক গিরিবরে, পাইবে সাগর পারে,
সূর্য্যবান তাহার দক্ষিণে।
বৈদ্যুত পর্ব্বত আর, কুঞ্জর দক্ষিণে তার,
যথা পুরী ভোগবতী নামে ॥
বিষধর সর্পগণ, পুরী করে সংরক্ষণ
ত্রাসে কেহ না যায় নিকটে।
তোমরা বানর সবে, অতি সাবধানে রবে,
দেখো যেন পড়োনা সঙ্কটে ॥
এই স্থানে পার হয়ে, ঋষভ পর্ব্বতে গিয়ে,
উপনীত হইবে সত্বরে।
চন্দন বিবিধ জাতি, এই স্থানে উৎপত্তি,
গন্ধর্ব্বে সে সব রক্ষা করে ॥
তারা অতি বলবান, হবে অতি সাবধান,
বিবাদ না কর কদাচন ॥
বিনয়ে তুষিয়া সবে, সীতার সন্ধান লবে,
করিবে সর্ব্বত্রে অন্বেষণ ॥
তাহার দক্ষিণে আর, দৃষ্টি নাহি চলে কার,
অন্ধকারাচ্ছন্ন সমুদয়।
জীবের অগম্য স্থান, নাহি হয় অনুমান,
পিতৃলোক বলি তারে কয় ॥
অতএব ঋষভেতে, সন্ধান করিয়া সীতে,
ফিরিয়া আসিবে নিজ দেশ।
মনে রেখো সর্ব্বদাই, মাস মধ্যে ফেরা চাই,
না এলে হইবে প্রাণ শেষ ॥

পশ্চিম দিকে সুষেণের গমন।

কুমার অঙ্গদে করি দক্ষিণে প্রেরণ।
পশ্চিমে পাঠাবে কারে ভাবয়ে রাজন॥
তারার জনক বৃদ্ধ শ্বশুর সুষেণে।
পাঠাইতে উপযুক্ত স্থির করি মনে॥
বিনয়ে কহিলা রাজা যুড়ি দুই কর।
সীতার উদ্দেশে তুমি যাও কপিবর॥
অর্চিমান অর্চিমাল্য মরীচি-নন্দন।
দুই বীর তোমা সহ করিবে গমন॥
লক্ষ লক্ষ অনুচর লয়ে সঙ্গে করি।
শুভ যাত্রা কর পশ্চিমের পথ ধরি॥
সৌরাষ্ট্র বাহ্লিক দেশে যাইবে প্রথমে।
প্রতি গ্রাম নগরে দেখিবে ক্রমে ক্রমে॥
তথায় না পাও যদি সীতার উদ্দেশ।
গমন করিবে পরে চন্দ্রচিত্র দেশ॥
সর্ব্বত্রে যতন করি সন্ধান করিবে।
পরেতে কেতকষণ্ড প্রদেশে যাইবে॥
সেখানে না পেলে জানকীর অন্বেষণ।
যতনে দেখিবে গিরি নদী শালবন॥
পশ্চিম-বাহিনী নদ নদী অগণন।
যতনে করিবে একে একে অন্বেষণ।
সিদ্ধাশ্রম তপোবনে আছয়ে বিস্তর।
দেখিবে সে সব স্থান হইয়া তৎপর॥
মরুভূমি কান্তারে পাঠাবে দূতগণে।
একে একে সন্ধান করিবে সর্ব্বস্থানে॥
তাহার পশ্চিমে জটাপুর নামে স্থান।
মুরচীপত্তন আর অবন্তিকা ধাম।
এই সব রাজ্যে জানকীর তত্ত্ব লবে।
তার পর অঙ্গলেপা প্রদেশে যাইবে॥
অলক্ষিত নামে এক বন তার পর।
সেই বনে যাবে শুন সকল বানর॥
নানাজাতি রসাল সুমিষ্ট ফলভরে।
তরুগণ সদা তথা থাকে নত্রশিরে॥
করিবে উদর পূরি সে ফল ভক্ষণ।
মধুপানে বড় প্রীতি পাবে কপিগণ॥
তার পর হয় সিন্ধু-সাগর-সঙ্গম।
তথা গিরি মনোহারী নাম তার সোম॥
তার পর পারিযাত্র নামে মহীধর।
দেখিতে পাইবে পরিবেষ্টিত সাগর॥
বজ্র নামে আর এক গিরি মনোহর।
চক্রবান নামে অন্য এক গিরিবর॥
এই সব পর্ব্বতে সীতার অন্বেষণ।
সাবধানে করিবে হইয়া একমন॥
বরাহ পর্ব্বতে সবে যাবে তার পরে।
সুমহান গিরি এই সাগর ভিতরে॥
বিশ্বকর্ম্মা-বিরচিত পুরী স্বর্ণময়।
প্রাগ্‌জ্যোতিষ বলি যারে সর্ব্বলোকে কয়॥
নরকাসুরের বাস হয় এই পুরী।
দেখিতে সুন্দর বড় মুনি-মনোহারী॥
তার পরে পাবে সর্ব্বসৌবর্ণ পর্ব্বত।
দিবা নিশি জ্বলে গিরি তপ্ত স্বর্ণবৎ॥
চূড়া ষষ্টিসহস্র তাহার পরিমাণ।
মেরু-চূড়া তার মধ্যে সবার প্রধান॥
সূর্য্য-বরে এই গিরি ধরে স্বর্ণ কান্তি।
দূর হৈতে দাবাগ্নি বলিয়া হয় ভ্রান্তি॥
বসতি করয়ে যারা এই মহীধরে।
সোণার বরণ হয় দিবাকর-বরে॥
অস্তাচলে যান সূর্য্য এ গিরি-শেখরে।
ডুবাইয়া ধরাধামে নৈশ অন্ধকারে॥
ইহার পশ্চিমে আর দৃষ্টি নাহি চলে।
এই স্থান হৈতে ফিরে আসিও সকলে॥
সুষেণ শ্বশুর মোর গুরু মধ্যে গণ্য।
করিবে আমার ন্যায় তাঁরে সবে মান্য॥
আজ্ঞাবহ হয়ে সদা থাকিবে সকলে।
কদাচ অবাধ্য তাঁর নাহি হবে ভুলে॥
যে সব স্থানের আমি লইলাম নাম।
সর্ব্বত্রে যতনে কর সীতার সন্ধান॥

তাহা ছাড়া আর যত স্থান পাবে পথে।
তথায় উদ্দেশ সবে কর বিধিমতে॥
কিন্তু এক মাস মধ্যে ফিরিয়া আসিবে।
বিলম্ব করিলে কেহ প্রাণে না বাঁচিবে॥

শতবলির উত্তরদিকে গমন।

সুষেণে পশ্চিম দিকে করিয়া প্রেরণ।
উত্তরে যাইবে কেটা ভাবয়ে রাজন॥
সম্মুখে দেখিয়া শতবলি কপিবরে।
ডাকিয়া সুগ্রীব তারে কহেন আদরে॥
মহা বীর্য্যবান্ তুমি বুদ্ধির সাগর।
উত্তরের ভার দিব তোমার উপর॥
পরম হিতৈষী রাম বন্ধুর প্রধান।
তার হিতে উচিত উৎসর্গ করা প্রাণ॥
রাবণে বধিয়া করি সীতার উদ্ধার।
শতাংশে না শোধ হবে তার উপকার॥
তোমরা সহায় মোর ভরসার স্থল;
তোমাদের বলে বলী সুগ্রীব কেবল॥
প্রতি-উপকার-প্রার্থী আজি রঘুবর।
উদ্দেশ করিয়া সীতা আইস সত্বর॥
সঙ্গে লহ যত ইচ্ছা বানর কটকে।
ত্বরায় করহ যাত্রা উত্তরের মুখে॥
সর্ব্বাগ্রে করহ ম্লেচ্ছ প্রদেশে গমন।
তার পর পুলিন্দ করিবে দরশন॥
যতনে রতন মেলে শাস্ত্রে আছে বাণী।
যতন করহ পাবে জনক-নন্দিনী।
পুলিন্দ ছাড়িয়া যাবে শূরসেন দেশ।
প্রস্থলে তাহার পর করিবে উদ্দেশ॥
ভরত দক্ষিণ-কুরু যাবে একে একে।
সন্ধান না পেলে তথা যাইবে মদ্রকে॥
কাম্বোজ যবন শকপত্তন প্রদেশে।
সন্ধান লইবে ক্রমে মদ্রকের দেশে॥
পরেতে বরদে সবে করিবে গমন।
পরম সুন্দর এই বরদ-ভবন॥
সীতাসহ রাবণ তথায় যদি থাকে।
অমনি আসিয়া দিবে সম্বাদ আমাকে॥
তথায় না মেলে যদি জানকী সুন্দরী।
গমন করিবে যথা হিমালয় গিরি।
বহুদূর ব্যাপি আছে এই গিরিবর।
গগন পরশে তার যতেক শেখর॥
গভীর গহ্বর কত তিমিরে আচ্ছন্ন।
সাবধানে দেখিবে করিয়া তন্ন তন্ন॥
স্থানে স্থানে অরণ্য দেখিবে ভয়ঙ্কর।
সিংহ ব্যাঘ্র বাস করে তাহার ভিতর॥
মনুষ্যের গম্য নহে এই গিরিবর।
সদাকাল তুষারে আবৃত কলেবর॥
হিমের আবাস হেতু নাম হিমালয়।
হিমানী এমনি তনু অবসন্ন হয়॥
অতিদীর্ঘ-কলেবর ফণী নানাজাতি।
নির্ভয়ে গুহার মাঝে করয়ে বসতি॥
শিরে জ্বলে মণি নাশি নিশার আন্ধার।
বড় বড় জন্তু ধ'রে করয়ে আহার॥
স্থানে স্থানে সিদ্ধাশ্রম পাবে দরশন।
বন্দনা করিবে তথা ঋষির চরণ॥
জিজ্ঞাসিলে পাবে সীতা দেবীর সন্ধান।
ত্রিকালজ্ঞ তাঁরা সবে অতি দয়াবান॥
তথা হৈতে সোমাশ্রমে করিবে গমন।
দেবগণ আসে তথা ক্রীড়ার কারণ॥
তার পর পাবে গিরি কাল নাম তার।
তথায় উদ্দেশ যদি না পাও সীতার॥
সুদর্শন নামে গিরি পাবে তার পর।
কাঞ্চন-বরণ ধরে অতি মনোহর॥
তাহার উত্তরে শত-যোজন-প্রমাণ।
তরু-লতা-জীব-শূন্য আছে এক স্থান॥
সেই স্থান পার হয়ে যাবে সকলেতে।
স্বনাম-বিখ্যাত সেই কৈলাস পর্ব্বতে॥
বিশ্বকর্ম্মা-বিরচিত স্বর্ণময় পুরে।
কুবের করয়ে বাস কৈলাস-শেখরে॥

মনোহর সরোবর শোভা কত তার।
সদাকাল ফুটে আছে কমল কহ্লার ॥
নীল পীত লোহিত কমল শত শত।
মধু পিয়ে গুঞ্জরে অগণ্য মধুব্রত ॥
রাজহংস সারস সারসী করে কেলি।
অতি সাবধানে তথা যাবে সবে মেলি ॥
নানা ফুল ফলে শোভে কত উপবন।
প্রহরী তাহাতে কুবেরের দূতগণ ॥
অতি বীর্য্যবান তারা ভীম-পরাক্রম ॥
কোন রূপে কাহারে না কর অতিক্রম ॥
ক্রৌঞ্চ নামে মহীধর তাহার উত্তরে।
কৈলাস ছাড়িয়া এই স্থানে যাবে পরে ॥
তার পর কামশৈল অদ্ভুত-কথন।
যে করে কামনা যাহা করয়ে পূরণ ॥
মানস পর্ব্বতে যাবে কামশৈল ছাড়ি।
তার পর পাইবে মৈনাক নামে গিরি ॥
ময়দানবের পুরী এই সে পর্ব্বতে।
আশ্চর্য্য সে গৃহ, নাই তুলনা জগতে ॥
সিদ্ধাশ্রম বহুতর কে করে গণন।
সদা ধ্যানমগ্ন বালখিল্য মুনিগণ ॥
শৈলোদা নামেতে এক নদী মনোহর।
প্রবাহিত হয় এই শৈলের উপর ॥
তার পর প্রদেশ উত্তরকুরু নামে।
সীতার উদ্দেশ হেতু যাবে তথা ক্রমে ॥
তদুত্তরে উত্তর সাগর দৃষ্ট হয়।
যার মাঝে সোম গিরি ব্রহ্মার আলয় ॥
জীবের অগম্য এই আশ্চর্য্য ভূধর।
এই স্থান হৈতে সবে ফিরিবে সত্বর ॥
পাও বা না পাও জানকীর অন্বেষণ।
নিশ্চয় ফিরিবে মাস মধ্যে কপিগণ ॥
রাজ-আজ্ঞা যেই জন করিবে হেলন।
স্থির জান আমি তার লইব জীবন ॥
এতেক কহিয়া শতবলি কপিবরে।
বিদায় করেন রাজা যাইতে উত্তরে ॥

হনুমানকে রামের অঙ্গুরী প্রদান।

এইরূপে কপিশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব রাজন।
কোন্ দিকে কে যাইবে করি নিরূপণ ॥
ক্ষণেক করিয়া চিন্তা আপনার মনে।
আদরে ডাকিয়া কহে পবন-নন্দনে ॥
অখিল ব্রহ্মাণ্ডে নাহি দেখি হেন স্থান।
সুবিদিত যাহা তুমি নহ হনুমান ॥
পর্ব্বত-কন্দর মরু নদ নদী যত।
দুস্তর সাগর সিন্ধু তোমাতে বিদিত ॥
আকাশ পাতালে কিম্বা স্বরগ-ভবনে।
প্রতিহত তব গতি নহে কোন স্থানে ॥
পবন-কুমার তুমি পবন-সমান।
ইচ্ছায় ভ্রমিতে পার এই সব স্থান।
যেমন বিক্রম বুদ্ধি তার সমতুল।
কামরূপী কভু সূক্ষ্ম কভু হও স্থূল ॥
দেশ কাল জ্ঞান তব অতুল জগতে।
নিশ্চয় হইবে কার্য্য-সিদ্ধি তোমা হৈতে ॥
তব মুখ চাহিয়া রহিব এই স্থানে।
ইহা ভাবি যতন করিবে প্রাণপণে ॥
এতেক কহিলা যদি বানর-ঈশ্বর।
হনুমান প্রতি চাহিলেন রঘুবর ॥
অমিয় বচনে সম্ভাষিয়া বায়ু-সুতে।
আদর করিয়া অতি লাগিলা কহিতে ॥
মিতার বচনে বৎস বুঝিলাম সার।
তোমা হৈতে হবে মোর সীতার উদ্ধার ॥
পরম পণ্ডিত তুমি যোগীর প্রধান।
কোন্ কার্য্য অসাধ্য তোমাতে হনুমান ॥
নিশ্চয় করিবে তুমি সীতার উদ্দেশ।
ইহাতে সন্দেহ আর নাহিক বিশেষ ॥
ধর এই মম নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়।
দেখা হ'লে প্রাণাধিকা জানকীরে দিও ॥

অঙ্গুরী দেখিলে মনে সন্দেহ না রবে।
আমার প্রেরিত বলি তোমারে জানিবে॥
এত শুনি অঙ্গুরী লইয়া হস্ত পাতি।
শিরে রাখি হনুমান পদে করে নতি॥
বিনয়ে কহিল তবে পবন-নন্দন।
দাস ব'লে আমারে জানিবে সর্ব্বক্ষণ॥
চলিলাম জানকীর উদ্দেশ কারণ।
হয় কার্য্য-সিদ্ধি নয় জীবন-পতন॥
জলে স্থলে অনলে পশিতে নাহি ভয়।
যেখানে থাকুন সীতা দেখিব নিশ্চয়॥
পাতালে সীতায় লয়ে থাকয়ে রাবণ।
সন্ধান পাইলে তথা করিব গমন॥
দেবতা সহায় করি স্বর্গে যদি থাকে।
অলক্ষিতে দেখিয়া আসিব সীতা-মাকে॥
ত্রিভুবনে কোন স্থান না রাখিব বাকি।
এত শুনি রামচন্দ্র হইলেন সুখী॥
সুগ্রীবের সনে মিলি তবে রঘুবর।
শুভ যাত্রা হেতু সবে করেন সত্বর॥
রাম জয় রব করি যত কপিগণ।
গর্জ্জিয়া উঠিল সবে আনন্দিত-মন॥
পঙ্গপাল সম আচ্ছাদিল সর্ব্বস্থান।
লম্ফে কাঁপাইয়া ধরা করয়ে প্রস্থান॥
কেহ কহে রাবণের পাই যদি দেখা।
এক চড়ে তাহারে বধিব আমি একা॥
কেহ বলে উপাড়িয়া শাল তরুবর।
একা আমি রাবণে পাঠাব যম-ঘর॥
এইরূপে উৎসাহে মাতিয়া বীরগণ।
আপন নির্দ্দিষ্ট দিকে করয়ে গমন॥
দেখি আনন্দিত বড় সুগ্রীব রাজন।
আনন্দে উৎফুল্ল-মুখ রাজীব-লোচন॥

বানরগণের প্রত্যাগমন।

জানকী-উদ্দেশে যবে কপিসৈন্যগণ।
নানা দিকে মহোৎসাহে করিল গমন॥

রাম বলে মিতে বড় কৌতূহল মনে।
জানিলে এ সব দেশ বলহ কেমনে॥
যে খানে যে দেশ আছে সাগর ভূধর।
নদ নদী গিরি দুর্গ কান্তার কন্দর॥
কিরূপে গোচর তব হ'লো সমুদয়।
কহিয়া সে কথা মোর ঘুচাও সংশয়॥
শুনি করপুটে কহে সুগ্রীব রাজন।
মায়াবীর কথা করিয়াছি নিবেদন॥
গুহা-মুখে রুধির করিয়া দরশন।
মরিয়াছে বালি করিলাম নির্দ্ধারণ॥
প্রতিশোধ লইতে চিন্তিয়া নিজ মনে।
প্রকাণ্ড প্রস্তর এক আনিয়া যতনে॥
করিলাম বন্ধ গুহা-প্রবেশের দ্বার।
মরিবে পাপিষ্ঠ বাহিরিতে নারি আর॥
কিন্তু বিপরীত ফল ফলিল তাহাতে।
লাভে হ'তে পড়িলাম বালির কোপেতে॥
এক বস্ত্রে দেশান্তরী করিয়া আমায়।
সন্তুষ্ট না হয়ে তায় বধিবারে ধায়॥
অমাত্য সহিতে বেগে যাই পলাইয়া।
পশ্চাতে নিষ্ঠুর ভাই চলিল ছুটিয়া॥
এই রূপে বহু কাল পৃথিবী-ভ্রমণে।
ফিরিলাম দেশে দেশে বালির তাড়নে॥
বাকি না রহিল কিছু দেখিতে তখন।
তাইতে জেনেছি সখা সমস্ত ভুবন॥
অবশেষে মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ পবন-নন্দন।
ঋষ্যমূকে ঋষি-শাপ করিয়া স্মরণ॥
কহিল আশ্রয় লৈতে এই ঋষ্যমূকে।
তদবধি ছিলাম তথায় বড় দুখে॥
ভাগ্যে মিলাইল বিধি তোমা হেন বন্ধু।
যাহার কৃপায় তরি সে বিপদ-সিন্ধু॥
এইরূপে দুই জনে নানা আলাপনে।
ঋষ্যমূকে রহিলেন উৎকণ্ঠিত মনে॥
এখানে বানরগণ ফিরি নানা দেশ।
কুত্রাপি না পায় সীতা দেবীর উদ্দেশ॥

নির্দ্দিষ্ট সময় ক্রমে হয় অবসান।
দেখি যূথপতিগণ বড় ম্রিয়মাণ॥
একে একে ঋষ্যমূকে আসি দেখা দিল।
সুগ্রীবে বৃত্তান্ত সব কহিতে লাগিল॥
বিনত বিনয়ে কয় শুন কপীশ্বর।
পূর্ব্ব দিকে ক্রমে হইলাম অগ্রসর॥
কত দেশ নদ নদী গহন কাননে।
নিদ্রাহার ত্যজি ভ্রমিলাম সযতনে॥
ভীষণ পর্ব্বত কত করি পাঁতি পাঁতি।
সকলে সন্ধান করিলাম দিবা রাতি॥
তথাপি না পাইলাম সীতার সন্ধান।
পূর্ব্ব দিকে আছেন না হয় অনুমান॥
শতবলি ফিরে আসি উত্তর হইতে।
করপুটে কপিরাজে লাগিল কহিতে॥
উত্তরে থাকিত যদি রাক্ষস রাবণ।
নিশ্চয় পেতেম আমি তার দরশন॥
অন্য দিকে গেছে দুষ্ট লয়ে জানকীরে।
বৃথা হৈল পরিশ্রম কপালের ফেরে॥
কোন স্থান খুঁজিতে না রাখিয়াছি বাকি।
তথাচ না দেখিলাম সীতা চন্দ্রমুখী॥
একমাস দিবা নিশি না জানি বিশ্রাম।
সীতার উদ্দেশে ফিরিলাম অবিরাম॥
ত্যেজিলাম নিদ্রা-সুখ নাহি খাই অন্ন।
দেখিলাম সর্ব্বত্রে করিয়া তন্ন তন্ন॥
ভাগ্য-দোষে জানকীর না পাই সন্ধান।
এত কহি বৈসে বীর হয়ে ম্রিয়মাণ॥
ক্রমে বৃদ্ধ সুষেণ ফিরিল ঋষ্যমূকে।
মাথা নাহি তোলে বীর লজ্জা আর দুখে॥
জামাতায় সবিশেষ করে নিবেদন।
সীতার উদ্দেশ লাগি যে কৈল যতন॥
কত দেশ কত স্থান কতবা ভূধর।
বন উপবন কত কান্তার নগর॥
গিরিদুর্গ দুর্জ্জয় দেখিনু শত শত।
কত স্থানে কৌশল করিনু কত মত॥
কিছুতে না পাইলাম সীতার উদ্দেশ।
অকারণে পাইলাম কষ্ট সবিশেষ॥
মনে ছিল জানকীর করিয়া সন্ধান।
করিব রামের প্রিয় কার্য্য সমাধান॥
অদৃষ্টের দোষে যত্ন হইল বিফল।
পশ্চিমে নাহিক সীতা এ কথা অটল॥
দক্ষিণে আছেন তিনি মনে হেন লয়।
হনুমান সন্ধান আনিবে সুনিশ্চয়॥
এত কহি নিবর্ত্তিল সুষেণ বানর।
প্রবোধ-বচনে রামে বলে কপীশ্বর॥
যে কহিলা সুষেণ না হইবে অন্যথা।
মারুতি হইতে ফিরে পাবে সখা সীতা॥
বুদ্ধির সাগর সেই পবন-কুমার।
জগতে তুলনা নাহি মিলয়ে তাহার॥
বিক্রম-কেশরী বীর পিতার সমান॥
কার্য্যসিদ্ধি করিবে নিশ্চয় হনুমান॥

অঙ্গদের সীতা অন্বেষণে ভ্রমণ।

সুগ্রীবের আজ্ঞা পায়, অঙ্গদ অগ্রেতে ধায়,
সঙ্গে তার পবন-নন্দন।
যথা বিন্ধ্য মহীধর, উপনীত বীরবর,
সীতা লাগি সুচিন্তিত মন॥
নিবিড়-পাদপাচ্ছন্ন, স্থানগুলি তন্ন তন্ন,
করিয়া দেখয়ে সাবধানে।
তুঙ্গ শৃঙ্গে লম্ফ দিয়া, কেহ কেহ পড়ে গিয়া,
কেহ ধায় বেগে গুহা পানে॥
গহন নির্ঝর আদি, গিরিদুর্গ নদ নদী,
লতায় আবৃত কুঞ্জগুলি।
সযতনে অন্বেষণ, করে যত কপিগণ,
দিবা নিশি ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলি॥
দেখিলে প্রাচীন বৃক্ষ, অমনি তাহাতে লক্ষ্য,
লক্ষ লক্ষ কপি ধায় কাছে।
মনেতে করি সন্দেহ, কোটরে প্রবেশে কেহ,
লাফ দিয়া কেহ উঠে গাছে॥

দূরে দেখি সরোবর, ছুটিয়া যায় বানর,
সীতায় দেখিবে মনে আশ।
না পাইয়া কোন স্থানে, বিষণ্ণ হইয়া মনে,
যূথপতিগণের হতাশ॥
বিন্ধ্যগিরি ত্যজি পরে, গহনে প্রবেশ করে,
জনশূন্য বারিশূন্য বন॥
পশু পক্ষী বৃক্ষ লতা, কিছুই নাহিক তথা,
শুন তার কহি বিবরণ॥
ক্রোধন-স্বভাব অতি, সত্যবাদী মহামতি,
কণ্ডু নামে ছিল এক মুনি।
হারাইয়া এই বনে, প্রিয়তম পুত্র ধনে,
শাপ দিল মনে দুখ গণি॥
মুনি-শাপে তদবধি, নাহি জন্মে বৃক্ষ আদি,
জীবগণ নাহি করে বাস।
কেবল সুগন্ধময়, সুন্দর কমল-চয়,
স্থলে দেখি হয়েছে বিকাশ॥
এই বনে কপিগণ, জানকীর অন্বেষণ,
করি সবে পরম যতনে।
জনক-নন্দিনী সীতা, না পেয়ে দেখিতে তথা,
প্রবেশিল অন্য এক বনে॥
ভীষণ অরণ্য অতি, নাহি দিনকর-জ্যোতি,
দিবসে রজনী জ্ঞান হয়।
অন্যের কি কব কথা, ইন্দ্রাদি করি দেবতা,
প্রবেশিতে মনে বাসে ভয়॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে বনে, দেখে তথা কপিগণে,
ভূধর-শেখর তুল্য কায়।
বর্ণ যেন জলধর, মুখে রব ধর ধর,
ভীষণ অসুর এক ধায়॥
কুমার অঙ্গদ ভাবে, এ বেটা রাবণ হবে,
আর কোথা যাবে দুরাচার।
এক চড়ে বধি প্রাণ, অরণ্য করি সন্ধান,
জানকীর করিব উদ্ধার॥
মনে এই করি স্থির, অসুরে মারিল বীর,
ক্রোধে অধিক এক চড়।

শোণিত বমন করি, অসুর ধরায় পড়ি,
যাতনায় করে ধড় ফড়॥
জয়োল্লাসে যত কপি, রাম-কার্য্যে প্রাণ সঁপি,
নানা স্থানে করয়ে সন্ধান।
কিন্তু না পেয়ে দেখিতে, জনক-নন্দিনী সীতে,
সকলে হইল ম্রিয়মাণ॥
শ্রান্ত অতি কলেবর, দেখি এক তরুবর,
তার মূলে বসিল সকলে।
ভগ্নোৎসাহ দেখি সবে, কুমার অঙ্গদ তবে,
যুক্তিযুক্ত বচনেতে বলে॥
নির্দ্দিষ্ট সময় প্রায়, নিঃশেষ হইতে যায়,
সীতার না হইল সন্ধান।
পর্ব্বত অরণ্য-চয়, দেখিলাম সমুদয়,
বাকি নাহি রাখি কোন স্থান॥
আবার চিন্তহ মনে, ফিরে বা যাবে কেমনে,
জান তো রাজায় সবিশেষ।
করিয়াছে যে বিধান, থাকিবে না কারু প্রাণ,
না হইলে সীতার উদ্দেশ॥
অতএব ত্যজ দুখ, সাহসে বান্ধিয়া বুক,
পুনরায় কর অন্বেষণ।
মোর এই অনুরোধ, ত্যাগ কর কষ্টবোধ,
উৎসাহে করহ দৃঢ় মন॥
কার্য্যসিদ্ধি সুনিশ্চয়, উদ্যম হইতে হয়,
পুরুষকারেরে কর সার।
শুনিয়া গন্ধমাদন, অঙ্গদের সমর্থন,
করিয়া কহিল আর বার॥
এস সবে পুনর্ব্বার, অরণ্যে পশি আবার,
গিরি-গুহা কন্দর কানন।
ত্যজি নিদ্রা পানাহার, অন্বেষিব অনিবার,
সীতায় না পাই যত ক্ষণ॥
এতেক বচন শুনে, যতেক বানর-গণে,
বিন্ধ্যারণ্যে করিল প্রবেশ।
একে একে সর্ব্বস্থানে, ফেরে যূথপতি সনে,
জানকীর করিয়া উদ্দেশ॥

একে একে সর্ব্বস্থানে, ফেরে যূথপতিগণে,
জানকীর করিয়া উদ্দেশ ॥
রজত পর্ব্বতে পরে, সবে আরোহণ করে,
শৃঙ্গে শৃঙ্গে করে অন্বেষণ।
রাবণে বা জানকীরে, না দেখি পর্ব্বতোপরে,
অবশেষে শ্রান্ত কপিগণ ॥
অতি উচ্চ এক শৈলে, বসি সবে তরুতলে,
চারিদিকে নিরীক্ষণ করে।
যত দূর দৃষ্টি যায়, সতৃষ্ণ নয়নে চায়,
ইষ্ট বস্তু কোথাও না হেরে ॥

বানরগণের বিলমধ্যে প্রবেশ।

ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া কপিগণ।
পুনর্ব্বার পর্ব্বতে করয়ে আরোহণ ॥
মহা গুহা মধ্যে কেহ করয়ে প্রবেশ।
যতনে সন্ধান করে সব গুহদেশ ॥
যুবরাজ অঙ্গদ গবাক্ষ হনুমান।
শরভ দ্বিবিদ মৈন্দ গজ জাম্ববান ॥
এক এক জন পর্ব্বতের এক দেশ।
ভ্রমিয়া বেড়ায় করি সীতার উদ্দেশ ॥
হেন কালে দক্ষিণ ভাগেতে এক স্থানে।
লতাবৃত বিল এক দেখিল নয়নে ॥
ক্রৌঞ্চ হংস চক্রবাক আদি পক্ষিগণ।
আর্দ্রগাত্রে বিল হৈতে করে নিষ্ক্রমণ ॥
তৃষ্ণায় কাতর ছিল সবে হৃষ্ট হয়।
জল আছে বিল-মধ্যে করিয়া নিশ্চয় ॥
হনুমান বলে তবে সকল বানরে।
প্রবেশ করহ এই বিবর-ভিতরে ॥
বহু কষ্ট পাইতেছি বিনা জলপানে।
তৃষ্ণা নিবারণ করি ফিরিব এস্থানে ॥
এতেক কহিল যদি পবন-নন্দন।
বিল-মধ্যে প্রবেশ করিল কপিগণ ॥
অন্ধকারে আগে হাঁটে পবন-কুমার ॥
আর সব বীরগণ পশ্চাতে তাঁহার ॥
কিছু দূর এই রূপে করিয়া গমন।
আলোক দেখিয়া দূরে পুলকিত মন ॥
উৎসাহে পবন-বেগে ছুটে কপিদল।
মনে আশা পিপাসা নাশিবে পিয়ে জল ॥
কতক্ষণে বিবর উত্তীর্ণ হয়ে সবে।
আশ্চর্য্য হেরিয়া মগ্ন আনন্দ-অর্ণবে ॥
মণির প্রভায় খনি যেন উদ্ভাসিত।
তেমতি বিচিত্র এক পুরী প্রকাশিত ॥
রজতে রচিত গৃহ সুবর্ণের দ্বার।
বৈদূর্য্যে নির্ম্মিত সব বেদিকা তাহার ॥
স্বর্ণ-তরু প্রসবে হীরার ফুল ফল।
নীল পীত রক্তবর্ণ লতিকা সকল ॥
স্বচ্ছতোয়া সরসীতে সোণার কমল।
ফুটিয়া ছড়ায় চারি দিকে পরিমল ॥
হংস হংসী সারস সারসী নানাজাতি।
চন্দ্র সূর্য্য জিনিয়া সে সকলের ভাতি ॥
স্তরে স্তরে সুরস সুখাদ্য বিদ্যমান।
দেখিয়া আনন্দে নাচে যত হনুমান ॥
স্বর্ণপাত্র স্থানে স্থানে রৌপ্য রাশি রাশি।
অদূরে বিরাজে [illegible] পরমা তাপসী ॥
চীর কৃষ্ণাজিন [illegible]রা তেজে বৈশ্বানর।
চপলা পড়েছে বান্ধা জলদ-ভিতর ॥
দেখিয়া কপির[illegible] চলিতে না চায়।
নয়নে লাগিল ধান্ধা রূপের ছটায় ॥
কর়পুটে কাছে গিয়া পবনের সুত।
তাপসীর পদযুগে হুইলা প্রণত ॥
বিনীত বচনে হনু মাগে পরিচয়।
কহ দেবি এ সব ঐশ্বর্য্য কার হয় ॥
বড় তৃষ্ণাকুল মোরা জলের আশায়।
বিবরে প্রবেশি আসি উত্তীর্ণ হেথায় ॥
যে দেখি আশ্চর্য্য সব ভয় হয় মনে।
কে রচিল হেন পুরী হেম নিরজনে ॥
দয়া করি ঘুচাও বিস্ময় মোসবার।
রজত-নির্ম্মিত গৃহ কহ দেবি কার ॥

মুকুতা-খচিত জালে ঢাকা বাতায়ন।
কহ দেবি অধিকারী এর কোন্ জন॥
সুরথ-সঙ্কাশ ঐ বৃক্ষ সারি সারি।
কে রোপিল কে বা সে সবার অধিকারী॥
সোণার কচ্ছপ মৎস্য সরসী-সলিলে।
কহ দেবি দয়া করি কে হেথা স্থাপিলে॥
স্বতঃই কি হইয়াছে ওই স্বর্ণ পাখী।
রূপের মাধুর্য্যে যার জুড়াইছে আঁখি॥
অথবা তপের বলে কোন তপোধন।
এ হেন আশ্চর্য্য বস্তু ক'রেছে সৃজন॥
হনুর বচন শুনে তাপসী কহিল।
শুন বাছা এই পুরী যেরূপে হইল॥
ময় নামে ছিল এক মায়াবি-প্রধান।
তপে তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা দিল বর-দান॥
দানবদলেতে বিশ্বকর্ম্মা ছিল সেই।
তাহার নির্ম্মিত মনোহর পুরী এই॥
ভোগ করে ময় এই পুরী বহুকাল।
শুন শেষে যে কারণে ঘটিল জঞ্জাল॥
ইন্দ্রের অপ্সরা ছিল হেমা নাম হয়।
তাহাতে হইল উপগত এই ময়॥
ক্রোধে ইন্দ্র নাশে তারে বজ্রের প্রহারে।
পিতামহ এই পুরী দিলেন হেমারে॥
চিরস্থায়ী কামভোগ এই উপবন।
হিরণ্ময় গৃহ দেখ অতি সুশোভন॥
যাহা কিছু দেখ সব এখন হেমার।
প্রাণসম প্রিয় সখী সে হয় আমার॥
তার অনুরোধে এই শ্রেষ্ঠ উপবন।
রক্ষা করিবার ভার ক'রেছি গ্রহণ।
এখন থাকুক কথা আছ উপবাসী।
ওই দেখ নানা খাদ্য আছে রাশিরাশি॥
উদর পূরিয়া সবে করহ ভোজন॥
পরেতে শুনিব তোমাদের বিবরণ॥
তাপসীর বচনে পুলকে পূর্ণকায়।
উদর পূরিয়া সবে নানা সুধা খায়॥

মধুপান করিল যতেক কপিগণ।
বিশ্রামের সুখ ভোগ করি কিছু ক্ষণ॥
তাপসীর কাছে আসি বসিল সকলে।
মধুর সম্ভাষে সে বানরগণে বলে॥
ভোজনে ক্ষুধার যদি হয়ে থাকে শান্তি।
বিশ্রামে হইয়া থাকে অপগত শ্রান্তি॥
বলিতে যদ্যপি কিছু বাধা নাহি থাকে।
কিরূপে আইলে হেথা বলহ আমাকে॥
বাক্‌পটু বায়ুসুত তাপসী-বচনে।
কহে দেবি শুন সব নিবেদি চরণে॥
অযোধ্যার রাজা দশরথ নামে খ্যাত।
তাহার তনয় রাম জগতে বিদিত॥
প্রেয়সী জানকী আর অনুজ লক্ষ্মণে।
সঙ্গে লয়ে আইলেন পঞ্চবটী বনে॥
কুটীর নির্ম্মাণ করি ছিলা তিন জন।
শূন্য ঘর পেয়ে সীতা হরিল রাবণ॥
বানরকুলের পতি সুগ্রীব রাজন।
তার সহ রাম কৈলা মিত্রতা স্থাপন॥
সীতার উদ্দেশ হেতু বানর-ঈশ্বর।
পাঠাইলা চারি দিকে যতেক বানর॥
কুমার অঙ্গদ সহ আমা সবাকারে।
এক মাস মাত্র কাল নির্দ্ধারিত ক'রে॥
দক্ষিণ দিকেতে পাঠাইলা কপিবর।
নির্দ্দিষ্ট সময় গত বিলের ভিতর॥
সীতার উদ্দেশ নাহি হইল এখন।
সুগ্রীবের হাতে হবে অবশ্য মরণ॥
বিল হৈতে কি প্রকারে হইব বাহির।
ভাবিয়া না পারি কিছু করিবারে স্থির॥
ক্ষুধার আহার দিয়া বাঁচাইলে প্রাণ।
এ সংকটে এখন করহ পরিত্রাণ॥
এত যদি কহিলেন পবন-কুমার।
হাসিয়া তাপসী কহে এই কোন্ ভার॥
সবে মিলি চক্ষু মুদি থাকহ সুস্থির।
এখনি করিয়া দিব বিলের বাহির॥

কথা শুনে সকলে নয়নে দিল হাত।
বিলের বাহিরে গেলা তাপসীর সাথ॥
মধুর বচনে সম্ভাষিয়া কপিগণে।
তাপসী চলিয়া গেল আপনার স্থানে॥

অঙ্গদের খেদ।

গত হ'ল এক মাস নির্দ্দিষ্ট সময়।
কপিগণ সুচিন্তিত পেয়ে মহাভয়॥
সম্মুখে অপার সিন্ধু তরঙ্গ ভীষণ।
ভীম রবে সদাকাল করিছে গর্জ্জন॥
কি করিবে কোথা যাবে নাহি হয় স্থির।
নিরাশায় অবসন্ন সবার শরীর॥
অঙ্গদ কহেন তবে যত কপিগণে।
আর না ফিরিব দেশে করিয়াছি মনে॥
দয়ার নাহিক আশা সুগ্রীবের ঠাঁই।
বধিবে পরাণে ইথে সন্দেহ তো নাই॥
পিতায় বধিয়া প্রাণে রাজ্য নিল কাড়ি।
সুযোগ পাইলে সে কি মোরে দিবে ছাড়ি॥
নিষ্কণ্টক হইতে করিয়া যুক্তি মনে।
পাঠাইলা আমারে এ দারুণ দক্ষিণে॥
জ্ঞাতি শত্রু ভয়াবহ প্রবল তাহাতে।
নিশ্চয় আমার রক্ষা নাই তার হাতে॥
লজ্জাহীন সুগ্রীব বঞ্চিত ধর্ম্মজ্ঞানে।
জননীরে হরিল সে আমা বিদ্যমানে॥
জ্যেষ্ঠের বনিতা হয় মাতার সমান।
তাহে উপগত দুষ্ট বর্ব্বর-প্রধান॥
হারাইতে প্রাণ কেনে যাব তার কাছে।
থাকিব এখানে হবে কপালে যা আছে॥
খেদ করি এত যদি অঙ্গদ কহিল।
তার-নামে যূথপতি উত্তর করিল॥
নিষ্ঠুর সুগ্রীব তার দয়া নাই মনে।
কার্য্য না হইলে সিদ্ধি বধিবে জীবনে॥
সীতাগতপ্রাণ রাম না পাইলে সীতা।
মিছিবে সুগ্রীব সনে না হবে অন্যথা॥

ভীম-পরাক্রম তুমি পিতার সমান।
দেবগুরু বৃহস্পতি তুল্য বুদ্ধিমান॥
আমরা সহায় তব চির অনুগত।
সুগ্রীবের দাস হওয়া না হয় সম্মত॥
বিল-মধ্যে ময়ের রচিত দিব্য পুর।
তথায় রহিব করি তোমারে ঠাকুর॥
সুরস ফলের বৃক্ষ আছে নানাজাতি।
আনন্দে করিব ভোগ সবে দিবারাতি॥
মায়ায় রচিত এই পুরী মনোহর।
সাধ্য কি সুগ্রীব আসে ইহার ভিতর॥
বিল-রাজ্যে চির দিন কাটাইব সুখে।
মরিতে যাইব কেনে রাজার সম্মুখে॥
উপায় থাকিতে যেবা না করে গ্রহণ।
বড়ই নির্ব্বোধ সেই অতি অভাজন॥
তার-বাক্যে আনন্দে অঙ্গদ দিল সায়।
দেখে শুনে হনুমান পড়িল চিন্তায়॥
সুগ্রীব রামের হিত ভাবি নিজ মনে।
কহিতে লাগিলা অতি সঙ্গত বচনে॥
যে কহিল তার সব অলীক বচন।
দারা পুত্র ছাড়ি হেথা রবে কোন্ জন॥
গৃহে ফিরি যাবে সবে তোমারে ত্যজিয়া।
একাকী রহিবে তুমি কি সুখে মজিয়া॥
শত্রুভাব দেখিলে সুগ্রীব না ক্ষমিবে।
কোপে প'ড়ে অকালেতে জীবন হারাবে॥
প্রবলের সহ বৈর করে সেই জন।
নিশ্চয় জানিবে তার নিকট মরণ॥
মনে করিয়াছ বিলে নির্ভয়ে রহিবে।
প্রবেশ করিতে বৈরী তথা না পারিবে॥
কিন্তু ভাবি দেখ মনে কুপিলে লক্ষ্মণ।
মায়া-পুরী ভেদিতে লাগিবে কতক্ষণ॥
যে বাণে বধিল রাম পিতার তোমার।
শত শত সেইরূপ শর আছে তার॥
ভূধর ভেদিতে শক্ত হয় সেই বাণ।
সবে কি সামান্য এই বিল তার টান॥

পত্রপুট মত ভেদ করিয়া ধরণী।
লইবে লক্ষ্মণ বীর তোমার পরাণী॥
অতএব কুবুদ্ধির আশ্রয় না কর।
কুমন্ত্রণা ত্যজিয়া আমার বাক্য ধর॥
এখানে থাকিলে বল হইবে কি কাজ।
সুগ্রীব-সদনে ত্বরা চল যুবরাজ॥
সত্যপ্রিয় সুগ্রীব সে রাজা সবাকার।
তোমারে বধিবে কেন করি অবিচার॥
রামে নাহি ক'রো ভয় তিনি দয়াময়।
পরম ধার্ম্মিক দশরথের তনয়॥
ধর্ম্ম লাগি রাজ্য ছাড়ি বনে আসে যেই।
তোমাকে অধর্ম্ম করি বিনাশিবে সেই?
বৃথা ভয় নাহি কর শুন মোর বাক্য।
সুগ্রীবের কাছে চল সবে হয়ে ঐক্য॥
করি নাই আমরা তাঁহার কোন দোষ।
অকারণে কভু নাহি করিবেন রোষ॥
হনুর এতেক বাক্য শুনিয়া অঙ্গদ।
বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কহে বাক্য গদ্‌গদ॥
যা কহিলে সত্য ব'লে মানিলাম কথা।
দেশে যেতে ইচ্ছা কিন্তু না হয় সর্ব্বথা॥
তোমরা ফিরিয়া যাও সব কপিগণে।
নাহি ক'রো চিন্তা কিছু আমার কারণে॥
উপবাসে ত্যজিব এ জীবন নিশ্চয়।
তথাপি সুগ্রীব-পাশে যেতে ইচ্ছা নয়॥
সত্যপ্রিয় সুগ্রীব কহিলে হনুমান।
ভাবিয়া ইহার আমি না পাই প্রমাণ॥
ধর্ম্ম সাক্ষী করি তোমা সবার সাক্ষাতে।
মিত্রতা করিল যেই রামের সহিতে॥
ভুলিয়া প্রতিজ্ঞা মজে ইন্দ্রিয়-সেবায়।
সত্যপ্রিয় কেমনে কহিব বল তায়॥
যদি বল সুগ্রীব সীতার অন্বেষণে।
চারিদিকে পাঠাইল নিজ চরগণে॥
আমি বলি সত্যনিষ্ঠা হেতু নহে তার।
লক্ষ্মণের ভয়ে কৈল হেন ব্যবহার॥

যা হউক আমি নাহি ফিরে যাব দেশে।
সত্বরে ত্যজিব প্রাণ থাকি উপবাসে॥
অনুমতি দেহ মোরে যত বীরগণ।
অনুরোধ নাহি ক'রো এই নিবেদন॥
সান্ত্বনা করিবে মাকে এই সে মিনতি।
এত কহি বৃদ্ধগণে করিল প্রণতি॥
কুশাসন পাতিয়া বসিল যুবরাজ।
হাহাকার করে দেখি বানর-সমাজ॥
সুগ্রীবের নিন্দা করি বালিরে প্রশংসে।
অঙ্গদে ঘেরিয়া সবে ভূমিতলে বসে॥
প্রায়োপবেশনে সবে প্রতিজ্ঞা করিয়া।
অনাহারে রহে সদা অঙ্গদে চাহিয়া॥
দশরথ-মৃত্যু আর রাম-বনবাস।
জানকী-হরণ আর জটায়ু-বিনাশ॥
বালিবধ সুগ্রীবের বন্ধুত্ব-বন্ধন।
এই সব কথা কহে যত কপিগণ॥

সম্পাতির নিকটে রাবণের বৃত্তান্ত শ্রবণ।

প্রায়োপবেশন করি আছে বীরগণ।
দূরে থাকি সম্পাতি করিল নিরীক্ষণ॥
পক্ষ নাই খগপতি প্রায় গতিহীন।
অতি কদাকার দৃশ্য বয়সে প্রবীণ॥
কপিগণে অনশনে দেখি ধরাতলে।
আহার মিলিল বলি আনন্দে উথলে॥
ধীরে ধীরে নিকটেতে হয়ে সমাগত।
কথায় প্রকাশ করে স্বীয় মনোগত॥
বিধাতা হইল তুষ্ট দেখি এত দিনে।
মিলিল প্রচুর খাদ্য বড় ভাগ্য-গুণে॥
পক্ষ বিনা গতিহীন আছি বহুদিন।
আহার-অভাবে তনু হইয়াছে ক্ষীণ॥
একে একে এখন মরিবে কপিগণ।
উদর পুরিয়া মাংস করিব ভক্ষণ॥

জলদ-গম্ভীর বাক্যে এইরূপ বলে।
শুনি ভয়ে চমকিত বানর সকলে ॥
অঙ্গদ কহেন ভাল ঘটিল জঞ্জাল।
সীতা রূপে অবতীর্ণ মোসবার কাল ॥
কুক্ষণে কৈকয়ী বর মাগে দশরথে।
কুক্ষণে আইল বনে রাম আর সীতে ॥
সীতা লাগি জনস্থানে কত নিশাচর।
রামের সমরে পড়ি গেল যম-ঘর ॥
কি কুক্ষণে রাবণ হরিল জানকীরে।
প্রথমে জটায়ু মরে রাখিতে তাহারে ॥
পিতা বালি সীতা লাগি হারায় জীবন।
এখন হইবে কপিকুলের পতন ॥
এইরূপে খেদ করি বালির কুমার।
প্রকাশিতে জটায়ুর মৃত্যু-সমাচার ॥
সম্পাতির অন্তরে লাগিল বড় ব্যথা।
ডাকি বলে কে তোমরা কহ বাঁর কথা ॥
কোথা ছিল জটায়ু কে করিল বিনাশ।
কহ মোরে সবিশেষ করিয়া প্রকাশ ॥
জটায়ু আমার ভাই আমি রে সম্পাতি।
কি দিলি সম্বাদ শুনে ফেটে যায় ছাতি ॥
এত বলি হাহাকার করে খগবর।
শুনিয়া গলিল সব কপির অন্তর ॥
পক্ষহীন সম্পাতিরে ধরাধরি ক'রে।
পর্ব্বত হইতে আনে ধরার উপরে ॥
সান্ত্বনা করিয়া পরে করিয়া যতন।
উত্তর করয়ে তবে পবন-নন্দন ॥
অযোধ্যার পতি দশরথ মতিমান।
তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম সর্ব্বগুণধাম ॥
পিতৃসত্য পালিতে আইলা রাম বন।
সঙ্গে পত্নী সীতা দেবী অনুজ লক্ষ্মণ ॥
কুটীর বান্ধিয়া পঞ্চবটী তপোবনে।
ব্রহ্মচর্য্য করি তথা ছিল তিন জনে ॥
শূন্য ঘর পেয়ে দুষ্ট রাক্ষস রাবণ।
সীতায় হরিয়া রথে করে পলায়ন ॥

পথে দেখা হয়েছিল জটায়ুর সনে।
সীতায় রাখিতে পক্ষী ঘেরিল রাবণে ॥
বহুক্ষণ দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ করি দুই বীরে।
দোঁহার আঘাতে দোঁহে ভাসিল রুধিরে ॥
রক্ষঃপতি বিরথী হইয়া রণস্থলে।
অবশেষে পক্ষীরে নাশিল ভুজবলে ॥
কুটীরে আসিয়া রাম না দেখি সীতায়।
উদ্দেশ কারণে বনে ভ্রমিয়া বেড়ায় ॥
মৃতপ্রায় গৃধ্ররাজে দেখি দাশরথি।
শাস্ত্রের বিধানে তার করিলা সদ্গতি ॥
স্বর্গে গেল খগবর রণে ত্যজি প্রাণ।
ঋষ্যমূকে রামচন্দ্র কৈলা অধিষ্ঠান ॥
সুগ্রীবের সঙ্গে তথা সখ্য করি রাম।
বালিরে বধিয়া তারে রাজ্য দিলা দান ॥
সুগ্রীব রামের কার্য্যে হইয়া তৎপর।
সীতার উদ্দেশ হেতু পাঠাইলা চর ॥
বালিপুত্র অঙ্গদ লইয়া বীরগণে।
জানকীর অন্বেষণে আইলা দক্ষিণে ॥
পর্ব্বত কান্তার বন উপবন যত।
বহু পরিশ্রমে দেখিলাম সাধ্যমত ॥
সময় হইল গত না হ'তে সন্ধান।
তাই স্থির করিয়াছি ত্যজিব পরাণ ॥
জান যদি দয়া করি কহ খগেশ্বর।
কোথা সে রাবণ কোন্ দেশে তার ঘর ॥
সন্ধান করিতে যদি পারি কোন মতে।
তবে সে বাঁচিব প্রাণে সুগ্রীবের হাতে ॥
নতুবা ফিরিয়া আর নাহি যাব দেশে।
সকলে ত্যজিব প্রাণ থাকি উপবাসে ॥
প্রসন্ন হইয়া পক্ষী কহে হনুমানে।
সমস্ত কহিব আমি তোমা বিদ্যমানে ॥
যে জটায়ু রক্ষোরণে ত্যজিল জীবন।
অন্য কেহ নহে মোর সোদর সে জন ॥
অতি বৃদ্ধ তাহে পক্ষহীন হয়ে আছি।
কাজেই নীরবে এবে সব সহিতেছি ॥

পূর্ব্বকার মত যদি থাকিত বিক্রম।
এতক্ষণ বাঁচিত কি রাক্ষস-অধম ॥
বৃত্রাসুরে বধ যবে কৈল সুরপতি।
তাহারে করিতে জয় হৈল মোর মতি ॥
দুই ভাই উড়িলাম আকাশের পথে।
মনে করি সত্বরে উঠিব স্বরগেতে ॥
দিবাকর-করে কিন্তু হয়ে দগ্ধপ্রায়।
কনিষ্ঠ জটায়ু হ'ল অবসন্নকায় ॥
স্নেহ-বশে পক্ষপুটে তারে আবরিতে।
পুড়িল পালখ পড়িলাম এ পর্ব্বতে ॥
জটায়ু পড়িয়াছিল পঞ্চবটী বনে।
তদবধি সাক্ষাৎ না হয় দুই জনে ॥
গতিশক্তি নাই অষ্ট সহস্র বৎসর।
এই ভাবে আছি এই পর্ব্বত-উপর ॥
সুপার্শ্ব নামেতে পুত্র যোগায় আহার।
তার মুখে এক দিন পাই সমাচার ॥
আহারার্থে গিয়া পুত্র আহার না পায়।
দিবা-অবসানে ফিরে আইল বাসায় ॥
ক্ষুধায় কাতর কটু কহিলাম তারে ॥
তিরস্কার কত করিলাম বারে বারে ॥
কর-যোড়ে মিনতি করিয়া কত মতে।
কহিল ছিলাম আজি মহেন্দ্র পর্ব্বতে ॥
দেখিলাম কজ্জল-সন্নিভ ভীমকায়।
মহাবীর এক জন সেই পথে ধায় ॥
চপলা-নিন্দিত এক রমণী সঙ্গেতে।
রাম রাম বলি যায় কান্দিতে কান্দিতে ॥
বলে ধরি রাখিতে পুরুষ করে যত্ন।
রমণী ফেলায় খুলি আভরণ রত্ন ॥
উজ্জ্বল কৌশেয় বস্ত্র ফেলাইছে দূরে।
হা রাম লক্ষ্মণ বলি কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥
আহার মিলিল ভাবি আগুলিতে পথ।
অচল হইল তার মণিময় রথ ॥
দেখি তাহে পুরুষ কহিল ক্রুদ্ধ মনে।
পথ ছাড় খগবর যাও নিজ স্থানে ॥
বিনয়ে হইয়া বশ ছাড়িলাম তারে।
রমণীরে লয়ে চলি গেল সিন্ধু-পারে ॥
ঋষিগণ সন্তুষ্ট হইয়া ব্যবহারে।
আশীর্ব্বাদ করিলেন অনেক আমারে ॥
উভয়ের পরিচয় ঋষিগণ-স্থানে।
পেয়ে জানিলাম সীতা আর দশাননে ॥
রক্ষঃপতি রাবণ লঙ্কার অধিপতি।
রামের বনিতা সে রমণী সীতা সতী ॥
অতএব কপিগণ দুখ ত্যজ মনে।
উৎসাহে করহ কার্য্য পাইবে রাবণে ॥
জানকীর সন্ধান হইবে তোমা হ'তে।
নিশ্চয় জানিবে নাহি সন্দেহ ইহাতে ॥
তাহার কারণ বলি শুন বীরগণ।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত কিছু করহ শ্রবণ ॥
নিশাকর নামে এক মুনি মতিমান।
এই বিন্ধ্য পর্ব্বতে করিত অবস্থান ॥
জটায়ু সহিত মিলি মোরা দুই ভাই।
মুনির শুশ্রূষা করিতাম সর্ব্বদাই ॥
পরে যবে পক্ষহীন হ'লেম অচল।
মুনিকে দেখিতে মন হইল চঞ্চল ॥
বহু পরিশ্রমে হাঁটি পা-টি পা-টি ক'রে।
আইলাম মুনিবর-আশ্রম-দুয়ারে ॥
চিনিতে না পারি নিশাকর মুনি মোরে।
উপেক্ষায় কোন কথা জিজ্ঞাসা না করে ॥
কিন্তু ক্ষণকালে যোগবলে নিশাকর।
চিনিতে পারিয়া বহু করিলা আদর ॥
দুর্দ্দশা জানায়ে তাঁরে পড়িয়া চরণে।
কান্দিলাম কত তাহা বলিব কেমনে ॥
দয়া উপজিল মনে দয়ার সাগর।
ধ্যানে জানি কহিতে লাগিলা মুনিবর ॥
সম্বর রোদন বাছা শান্ত কর মন।
অচিরে দুর্দ্দশা তব হইবে মোচন ॥
দশরথ নামে অযোধ্যার নরপতি।
তাহার তনয় রামচন্দ্র মহামতি।

সঙ্গে পত্নী সীতা আর অনুজ লক্ষ্মণে।
পালিতে পিতার সত্য আসিবেন বনে॥
শূন্য ঘর পেয়ে সীতা হরিবে রাবণ।
সুগ্রীবের সহ হবে রামের মিলন॥
সেই সুগ্রীবের চর সীতার সন্ধানে।
আসিয়া মিলিবে তোমা সহ এই স্থানে॥
রাবণের বৃত্তান্ত শুনিয়া তব মুখে।
সাধিবে রামের কার্য্য কপিগণ সুখে॥
সেই কালে পক্ষ তব উঠিবে আবার।
যৌবনের বলবীর্য্য পাবে পুনর্ব্বার॥
নাহি ত্যজ এই গিরি থাক সাবধানে।
যাবৎ সুগ্রীব-চর না আসে এখানে॥
এত বলি মোরে আশ্বাসিয়া মুনিবর।
গমন করিলা স্বর্গে ত্যজি কলেবর॥
কপিগণে এই সব কহিতে কহিতে।
সম্পাতির পক্ষ উঠে দেখিতে দেখিতে॥
সুন্দর হইল তনু যৌবনের বল।
দেখিয়া আশ্চর্য্য মানে বানর সকল॥
সম্পাতি হাসিয়া কয় দেখহ নয়নে।
মুনিবাক্য আমাতে ফলিল এই ক্ষণে॥
সীতার সন্ধান হবে তোমা সবা হ'তে।
মুনিবাক্য মিথ্যা না হইবে কোন মতে॥
সম্পাতিরে দেখিয়া আশ্বাস পেয়ে মনে।
জিজ্ঞাসা করয়ে পুন তারে কপিগণে॥
কোথা লঙ্কা কত দূর এ স্থান হইতে।
কহ খগবর তথা যাইব কি মতে॥
শুনিয়া সম্পাতি কহে শুন বীরগণ।
এখান হইতে লঙ্কা শতেক যোজন॥
বিশ্বকর্ম্মা-বিরচিত পুরী মনোহর।
চারিদিকে সুবেষ্টিত অকূল সাগর॥
লক্ষ লক্ষ রাক্ষসে রাখয়ে সেই পুরী।
দশস্কন্ধ রাবণ তাহার অধিকারী॥
অন্তঃপুরে রাখি[illegible] সীতায় যতনে।
সদা রক্ষা করে শত শত চেড়ীগণে॥
শতেক যোজন এই সাগর-বিস্তার।
কোন রূপে পার যদি হইবারে পার॥
রাবণে দেখিবে তথা দেখিবে সীতায়।
সত্য জানি কপিগণ করহ উপায়॥

সমুদ্র পার হইবার যুক্তি।

বহু কাল পক্ষহীন বড় কদাকার।
পক্ষী জাতি ব'লে যারে চেনা অতি ভার॥
অকস্মাৎ উঠিল তাহার পক্ষদ্বয়।
দেখিয়া বানরগণ মানিল বিস্ময়॥
নিশাকর-বাক্যে আস্থা দ্বিগুণ বাড়িল।
কার্য্যসিদ্ধি জানি সবে উৎসাহে মাতিল॥
আনন্দে সে রাত্রি তথা করিয়া যাপন।
প্রভাতে সাগর-তীরে করয়ে গমন॥
অকূল সমুদ্র দেখি আকুল অন্তরে।
ভীষণ তরঙ্গে তার শরীর শিহরে॥
শ্রুতিযুগে বধিরিয়া গরজে গভীর।
নিরখি নীরব যত বড় বড় বীর॥
নত শিরে ভূমি নিরখয়ে কপিগণ॥
এক পাশে বসি হাসে পবননন্দন॥
অঙ্গদ কহেন তবে সম্বোধি সখারে।
চিন্তহ উপায় যেতে সাগরের পারে॥
রাজার আদেশ শ্রীরামের প্রয়োজন।
কহ কোন্ বীরবর করিবে সাধন॥
প্রকাশিয়া পরাক্রম কোন্ বীরবর।
লঙ্ঘিবে ভীষণ এই সাগর দুস্তর॥
সীতার সম্বাদ আনি দূর লঙ্কা হ'তে।
রাজার প্রসাদ কহ কে পারে লভিতে॥
রামের অমোঘ আশীর্ব্বাদ কোন্ জন।
পাইবার লাগিয়ে করিবে প্রাণ-পণ॥
কে রাখিবে মৃতপ্রায় কপিকুল-প্রাণ।
দিয়ে মৃতসঞ্জীবনী সীতার সন্ধান॥
শতেক যোজন এই সাগর ভীষণ।
ধর কে শকতি বল করিতে লঙ্ঘন॥

এত কহি কুমার সবার মুখ চায়।
নীরবে রহিল উত্তরের প্রতীক্ষায়॥
গজ নামে যূথপতি কহে জোড় করে।
লঙ্ঘিতে যোজন দশ দাস তব পারে॥
গবাক্ষ বানর আসি কহে তার পর।
বিংশতি যোজন পারি লঙ্ঘিতে সাগর॥
শরভ নামেতে কপি বলিল বচন।
লঙ্ঘিতে পারিব আমি ত্রিংশৎ যোজন।
চল্লিশ যোজন লঙ্ঘিবার শক্তি ধরি।
যূথপতি ঋষভ কহিল দর্প করি॥
পঞ্চাশ যোজন আমি পারি লঙ্ঘিবারে।
কহে গন্ধমাদন বিনয়-নম্র স্বরে॥
মৈন্দ বলে পারি ষষ্টি যোজন লঙ্ঘিতে।
দ্বিবিদ কহিল যোগ কর দশ তাতে॥
সুষেণ কহিল পারি অশীতি যোজন।
দেখাতাম বল যদি থাকিত যৌবন॥
তবে জাম্ববান বলে বৃদ্ধ আমি অতি।
তথাপি লঙ্ঘিতে পারি যোজন নবতি॥
কিন্তু তাহে না হইবে কার্য্যের সাধন।
লঙ্ঘিতে হইবে সিন্ধু শতেক যোজন॥
বলি-যজ্ঞে বিষ্ণু যবে বামন-মূরতি।
ধরিয়া মাগিল তারে তিন পাদ ক্ষিতি॥
সপ্তবার প্রদক্ষিণ করিলাম তাঁরে।
স্বর্গ মর্ত্ত রসাতল ভ্রমি এক বারে॥
এখন নাহিক বল পূর্ব্বকার মত।
তুচ্ছ কথা লঙ্ঘিতে যোজন এক শত॥
এত শুনি অঙ্গদ কহিল সভামাঝ।
কহিতে এ কথা মনে পাই বড় লাজ॥
জনক করিত সন্ধ্যা সপ্ত সাগরেতে।
সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিতেন প্রতি প্রাতে॥
তাঁহার তনয় হয়ে পর-মুখ চাই।
লঙ্ঘিতে গোষ্পদ আমি অন্তরে ডরাই॥
কিন্তু হেন সৈন্য মাঝে নাহি হেন জন।
সুগ্রীব রাজের কার্য্য করয়ে সাধন॥
আপনি যাইব আমি সাগরের পারে।
ফিরিতে পারিব কি না সন্দেহ অন্তরে॥
অভিমান-পূর্ণ অঙ্গদের বাক্য শুনি।
জাম্ববান্ কহে কেন যাইবে আপনি॥
সেবক হইতে কার্য্য হইলে উদ্ধার।
প্রভু নাহি কভু তাহে হয় আগুসার॥
এত কহি জাম্ববান চাহি বায়ুসুতে।
সমুদ্র লঙ্ঘন হেতু লাগিলা কহিতে॥

হনুমানের জন্ম বিবরণ।

কহ বীর ভীমপরাক্রম কি লাগিয়ে।
নাহি কহ কোন কথা আছ মৌনী হয়ে॥
প্রভঞ্জন-সুত তুমি কোন্ বড় ভার।
শতেক যোজন সিন্ধু লঙ্ঘিতে তোমার॥
উঠ বীর ত্যজিয়া আলস্য, প্রকাশিতে।
অদ্ভুত বিক্রম তব এ নর-জগতে॥
দেখাও অমরে আজি স্বরগ-ভবনে।
দেখাও জনকে সুরশ্রেষ্ঠ প্রভঞ্জনে॥
অঙ্গজের অভ্যুদয় করি দরশন।
লভুক আনন্দ অতি দেবতা পবন।
কর পার কপীন্দ্র সুগ্রীবে প্রতিজ্ঞায়।
কপিকুলে কর রক্ষা এই ঘোর দায়॥
ভাবি দেখ বিদায়ের কালে কপীশ্বর।
কি কহিলা তোমারে স্মরহ বীরবর॥
কারে দিলা দাশরথি আদরে অঙ্গুরী।
দেখাইবে জানকীরে এই মনে করি॥
উঠ উঠ কার্য্যকালে কর্ম্মঠ যে হয়।
আলস্য তাহার পক্ষে উপযুক্ত নয়॥
সীতার বারতা আনি সন্তোষ রাঘবে।
লভ আশীর্ব্বাদ তাঁর অমূল্য এ ভবে॥
অযোনি-সম্ভবা লক্ষ্মীরূপা দেবী সীতা।
লভ তাঁর কৃপা, প্রিয়া রামের বারতা॥
তুচ্ছ কথা তোর পক্ষে সাগর লঙ্ঘন।
জন্মমাত্রে যায় সূর্য্যে ধরিতে যে জন॥

শুনি জাম্ববানের এ বিচিত্র কথন।
বিস্ময়ে পূরিল সব বানরের মন॥
কিরূপে জন্মিল হনুমান কোন্ স্থানে।
প্রকাশ করিতে সবে কহে জাম্ববানে॥
তাহা শুনি ব্রহ্মা-পুত্র আনন্দিত মন।
কহে শুন হনুর জন্মের বিবরণ॥
কপীশ্বর কুঞ্জরের দুহিতা অঞ্জনা।
রূপের নাহিক সীমা বিদ্যুৎ-বরণা॥
প্রধানা অপ্সরী শাপে জন্ম কপিকুলে॥
যৌবনে যুবতীরূপ দেখে কে না ভুলে॥
কামরূপা কামের কামিনী রূপে হারে।
একদা মানবী রূপে পর্ব্বতে বিহরে॥
দেব প্রভঞ্জন দেখি সে রূপ-মাধুরী।
পিন্ধন-বসন ধীরে ধীরে নিল হরি॥
পীনোন্নত স্থূল পয়োধরযুগ দেখি।
পুলকে পবন পালটিতে নারে আঁখি॥
গুরু চারু নিতম্ব সে কামের নিগড়।
সরোজ-বদনে খেলে নয়ন-চকোর।
হেরি শোভা মনোলোভা পাসরে আপনা।
বিহার করিলা দেব লইয়া অঞ্জনা॥
চকিতা অঞ্জনা সতী পর-পরশনে।
তিরস্কার করি কহে দেব প্রভঞ্জনে॥
কোন্ দুরাচার হেন করিলি দুষ্কর্ম্ম।
বিনাশিলি রমণীর পাতিব্রত্য-ধর্ম্ম॥
পবন কহেন সতি ত্যজ পরিতাপ।
মানস-রমণে নাহি উপজয়ে পাপ॥
মহাবলবান পুত্র হবে মোর বরে।
খ্যাতনামা পুত্র হৈতে হইবে সংসারে॥
এত কহি পবন আপন স্থানে গেলা।
সময়ে অঞ্জনা পুত্রে প্রসব করিলা॥
স্তন পান করে শিশু আনন্দিত মন।
উদিল প্রভাতে ভানু লোহিত-বরণ॥
লাল ফল মনে করি দেব দিবাকরে।
ত্যজি স্তনপান শিশু উঠিল অম্বরে॥
তপনে ধরিতে ক্রমে উঠে ঊর্দ্ধভাগে।
দেখি দেবগণে অতি চমৎকার লাগে॥
ভয়ে ভানু-তনু কাঁপে দেখি সুরপতি।
কোপ করি বজ্র হানে মারুতির প্রতি॥
অমোঘ বজ্রের সেই নিদারুণ ঘায়।
পর্ব্বতে পড়িয়া হনু চৈতন্য হারায়॥
মরিল ভাবিয়া পুত্র পবন রুষিল।
তিন পুরে একেবারে প্রবাহ রোধিল॥
জগতের প্রাণ বায়ু অভাবে তাহার।
উঠিল জগত যুড়ি রব হাহাকার॥
তবে পিতামহ সঙ্গে লয়ে দেবগণে।
প্রাণদান দিলা আসি পবননন্দনে॥
বাম হনু ভেঙ্গেছিল পর্ব্বতের ঘায়।
সকলে রাখিলা নাম হনুমান তায়॥
ইচ্ছা-মৃত্যু হবে বলি ব্রহ্মা দিলা বর।
ইন্দ্রবরে দেহ হৈল বজ্রের সোসর॥
আরি আর দেবগণ দিল বরদান।
দেব-বরে জগতে অজেয় হনুমান॥
পিতৃতুল্য অব্যাহত গতি সর্ব্বস্থলে।
ধরিতে এ ধরা খান পারে বাহুবলে॥
কামরূপী বায়ুপুত্র করিলে মনন।
বাড়াইতে পারে কায়া শতেক যোজন॥
লঙ্কায় গমন তার পক্ষে তুচ্ছ অতি।
ত্রিভুবন ভ্রমিবারে পারয়ে মারুতি॥
এত শুনি কপিগণ করে জয়ধ্বনি।
রাম-জয় শব্দে পূর্ণ হইল মেদিনী॥
হনুমানে স্তব করে সকল বানর।
তুষ্ট হয়ে হনু বৃদ্ধি করে কলেবর॥

সমুদ্র পার হইবার জন্য হনুর প্রতিজ্ঞা।

স্তবে তুষ্ট মন, পবন-নন্দন,
উৎসাহে বর্দ্ধিতকায়।

লেজের সাপটে, তরু শিলা ফাটে,
পশু পক্ষী দূরে যায় ॥
নয়নযুগলে, যেন অগ্নি জ্বলে,
বদনে রবির জ্যোতি।
দশনে দশনে, বিষম ঘর্ষণে
বধির করয়ে শ্রুতি ॥
লোম-কূপে তার, অগ্নির সঞ্চার,
সাধ্য কার কাছে থাকে।
বিরাট মুরতি, ধরিল মারুতি,
আকাশে মস্তক ঠেকে ॥
জলদ-গম্ভীর স্বরে মহাবীর,
অঙ্গদে কহিলা হাসি।
লঙ্ঘিব সাগর, দেখুক বানর,
এখানে সকলে বসি ॥
মনে যদি করি, সাগরের বারি,
করে পারি সিঞ্চিবারে।
রাবণ সহিতে, তুলিয়া আনিতে,
পারি তার লঙ্কাপুরে ॥
কিম্বা লঙ্কাখান, করি খান খান,
সাগরে ডুবাতে পারি।
রাবণের মাথা, আনি দিব হেথা,
এ খর নখরে ছিঁড়ি ॥
কহ কি করিব, কিসে তুষ্টি তব,
যা বল করিব তাই।
জানিহ নিশ্চিতে, মারুতির হাতে,
রাবণের রক্ষা নাই ॥
হনুর বচনে, আনন্দিত মনে,
অঙ্গদ কহিলা তারে।
আন হনুমান, সীতার সন্ধান,
যাইয়া সাগর-পারে ॥
রামের বাসনা, সুগ্রীবের মানা,
কলহ না কর বৃথা।
গিয়া সংগোপনে, এস মাত্র জেনে,
বাঁচিয়া আছে কি সীতা ॥
তাই হবে বলি, লয়ে পদধূলি,
বয়োবৃদ্ধ সবাকার।
বিনয়ে সবায়, আশীর্ব্বাদ চায়,
সাগর হইতে পার ॥
বয়স্যের সনে, প্রিয় সম্ভাষণে,
বিদায় লইয়া পরে।
রাম-জয় রব, তুলি কপি সব,
চলিল সমুদ্র-তীরে ॥
উচ্চ গিরি-শিরে, লাফ দিয়া চড়ে,
উভ লেজে মহাবীর।
দেখিবার আশে, কপি চারি পাশে,
ঢাকিল সাগর-তীর ॥

কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড সমাপ্ত।

সুন্দর কাণ্ড।

হনুমানের সমুদ্র লঙ্ঘনের উদ্যোগ।

পিতার সমান বীর পবননন্দন।
উৎসাহে দ্বিগুণ বল বাড়িল তখন॥
বর্দ্ধিত হইল তনু পর্ব্বতের প্রায়।
শাল তরু সম দুই ভুজ শোভে তায়॥
দ্বিতীয় মহেন্দ্র যেন মহেন্দ্র-উপরে।
ঘন ঘন কাঁপে গিরি মারুতির ভরে॥
গগন ভেদিয়া উর্দ্ধে উঠিল মস্তক।
নয়নযুগল তাহে জলে ধক্ ধক্॥
ভীমরবে গর্জ্জে যবে বায়ুর তনয়।
পলায় বনের পশু মনে পেয়ে ভয়॥
নিশ্বাস প্রশ্বাস আর লেজের তাড়নে।
ঝর ঝর বহে ঝড় কাঁপে তরুগণে॥
পাখীর কুলায় খসি পড়িল ভূতলে।
প্রলয় ভাবিয়া তারা উড়ে দলে দলে॥
উরুর চাপনে গিরি ফাটে স্থানে স্থান।
ঝরিল গৈরিক-বারি রুধির-সমান॥
বিবর ত্যজিল ভয়ে ভুজঙ্গ সকল।
পলাতে না পথ পায় চারি দিকে জল॥
অঙ্গ-সঞ্চালনে ভাঙ্গে পাদপ বিস্তর।
চাপনে অনেক জীব যায় যম-ঘর॥
হনুর বিক্রম দেখি বানরমণ্ডলী।
আনন্দে উঠিল নেচে রাম জয় বলি॥
সন্দেহ হইল দূর অঙ্গদের মনে।
প্রশংসা করিল বহু পবন-নন্দনে॥
কার্য্যসিদ্ধি সুনিশ্চয় জানি জাম্ববান।
সর্ব্বদেবে মাগে বীর হনুর কল্যাণ॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ আর সিদ্ধগণ।
দেখিতে অদ্ভুত কার্য্য ছাইল গগন॥
ধ্বনিল দুন্দুভি মুহুর্মুহু দেবলোকে।
হইল কুসুমবৃষ্টি মারুতি-মস্তকে॥
চাহিলা বিমানে বীর তবে স্থির চক্ষে।
অঞ্জলি করিয়া বদ্ধ আপনার বক্ষে॥
পিতা প্রভঞ্জনে স্মরি মানসে আপন।
ভক্তি-ভাবে বন্দে দুটি রাতুল চরণ॥
স্তব করে পিতৃদেবে যুড়ি দুই কর।
সম্মুখে সাগর দেব দেখ সুদুস্তর॥
রামের হিতের লাগি সুগ্রীব-আজ্ঞায়।
অকৃতী তনয় তব লঙ্ঘিবারে চায়॥
অসাধ্য সুসাধ্য হয় তব কৃপাবলে।
তাই ভিক্ষা আজি তব চরণ-কমলে॥
দেহ শক্তি দেহে মোর হয়ে অধিষ্ঠান।
অনায়াসে হব পার গোষ্পদ-সমান॥
যদি না লঙ্ঘিতে পারি তাহে ক্ষতি নাই।
তোমার অযশ হবে ভাবিতেছি তাই॥
সর্ব্বত্রে তোমার গতি ত্রিলোক-মাঝারে।
রোধিতে কাহার শক্তি বলহ তোমারে॥
তোমার তনয় হয়ে পাই যদি লাজ।
হাসিবে তোমারে দেখি দেবের সমাজ॥
উদ্দেশে এতেক যদি কহিল মারুতি।
প্রসন্ন পবন দেব তনয়ের প্রতি॥
হইল আকাশ-বাণী অন্যে নাহি শুনে।
বৃথা চিন্তা এত বাছা কর কি কারণে॥
কোন্ ছার এ সাগর লঙ্ঘিতে কি ভয়।
আমার সমান তুমি আমার তনয়॥

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে শক্তি আছয়ে তোমার।
চিন্তা ত্যজি বারিনিধি হও বাছা পার॥
চন্দ্র সূর্য্য যত দিন রহিবে গগনে।
তত দিন তব কীর্ত্তি রবে ত্রিভুবনে॥
রামের সহায় হবে জানকী-উদ্ধারে।
অদ্ভুত তোমার কার্য্য ঘোষিবে সংসারে॥
পিতার বচনে আনন্দিত হনুমান।
মাথা বাড়াইয়া খাড়া করে দুই কাণ॥
সঙ্কোচ করিয়া পরক্ষণে কলেবর।
গর্জ্জিয়া গগনে উঠে ত্যজিয়া ভূধর॥
কাঁপিল ধরণী সহ মহেন্দ্রের অঙ্গ।
কাঁপিল সাগর-বারি উঠিল তরঙ্গ॥
অবাক হইয়া যত বানরের দল।
স্থির চক্ষে অন্তরীক্ষে চাহিছে কেবল॥

মৈনাক পর্ব্বতের সহিত হনুর সাক্ষাৎ।

গগনে উঠিল হনু, যোজন-বিস্তৃত তনু,
ভানু-সম দুই চক্ষু জ্বলে।
যুড়িয়া যোজন সাত, অন্ধকার অকস্মাৎ,
ছায়া পড়ে সাগরের জলে॥
ঢাকিল রবির কর, বিষম বহিল ঝড়,
গিরিবর থর থর কাঁপে।
বেগ অতি ভয়ঙ্কর, ছিন্নমূল তরুবর,
খসে গিরি-চূড়া চাপে চাপে॥
ভূতলে না পড়ে কিছু, ছুটিল হনুর পিছু,
শিলা তরু সন্ সন্ ডাকি।
বিপরীত শব্দ করি, আন্দোলি সাগর-বারি,
একে একে পড়ে থাকি থাকি॥
গরজিয়া ভীম রবে, সাগর উঠিল তবে,
ফেনপুঞ্জ কেশরি-কেশর।
উত্তাল তরঙ্গচয়, সুরঙ্গে ধাবিত হয়,
পরশিতে সুদূর অম্বর॥
জলচর শত শত, ভাসিয়া উঠিল কত,
পর্ব্বত-প্রমাণ মহাকায়।
কভু শূন্যে কভু জলে, হনুর গতির বলে,
সঙ্গে সঙ্গে কভু বেগে ধায়॥
বিমানে অমরগণ, হেরি হরষিত-মন,
বরিষণ করে পুষ্পরাজি।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যত, নাচে গায় অবিরত,
হেরিয়া হনুর কার্য্য আজি॥
লয়ে পারিজাত-মালা, আইল দেবের বালা,
দিল যত্নে মারুতির গলে।
নয়ন মানস-লোভা, হনুর হইল শোভা,
ইন্দ্রধনু যথা নভস্তলে॥
কি ব্রহ্মাণী কি ইন্দ্রাণী, কিবা লক্ষ্মী কিবা বাণী,
ধন্য ধন্য বাণী সব-মুখে।
পুত্রের শুনিয়া যশ, আহ্লাদে তনু অবশ,
পবন ভাসিল মহাসুখে॥
চারি দিকে ধন্য ধন্য, কিন্তু সে সকল গণ্য,
না করি বারেক হনুমান।
অনন্যমনেতে বীর, ছুটিতেছে যেন তীর,
মুখে মাত্র রাম জয় তান॥
এখানেতে বারিনিধি, ভাবেন কি করি বিধি,
রামের করিতে উপকার।
খ্যাত আছে ত্রিভুবন, সগর-সন্তান-গণ,
কৈল পূর্ণ সমৃদ্ধি আমার॥
সেই সগরের বংশে, অবতার বিষ্ণু-অংশে,
তাঁর কার্য্যে হনুর গমন।
শতেক যোজন বারি, পাছে পার হ'তে নারি,
নাহি হয় সে কার্য্য সাধন॥
এইরূপ চিন্তি মনে, মৈনাকের সন্নিধানে,
উপনীত হইয়া সাগর।
মধুর বচনে কয়, উঠ গিরি ত্যজি ভয়,
বৃদ্ধি কর নিজ কলেবর॥
নিজ গর্ভে দিয়ে স্থান, ইন্দ্রভয়ে রাখিলাম,
পুষিলাম অনেক যতনে।

কিঞ্চিৎ প্রত্যুপকার, করিবে আজি আমার,
আসিয়াছি আশা ক'রে মনে ॥
রাম-দূত হনুমান, সাগর-পারেতে যান,
সন্ধান করিতে তাঁর সীতে।
জাতিতে বানর সেটা, কাজেই বুদ্ধিটা মোটা,
হিতাহিত-জ্ঞান নাই চিতে ॥
বায়ু মাত্র করি ভর, চলিয়াছে কপিবর,
জানে না বিস্তার মোর কত।
না যেতে যোজন সাত, স্থির জানি কুপোকাত,
নিশ্চয় করিবে বায়ুসুত ॥
তাইতে তোমায় বলি, হৈম চূড়া দাও তুলি,
উঠ ত্বরা গগন ভেদিয়া।
অবশ হইলে তনু, বিশ্রাম লভিবে হনু,
তোমার শেখরে ভর দিয়া ॥
শুনি বাক্য পয়োধির, মৈনাক তুলিল শির,
সাগর-সলিল ভেদ করি।
কামরূপী গিরিবর, বৃদ্ধি করে কলেবর,
বিস্মিত দেবতা নর হেরি ॥
অন্ধকার করি নাশ, হেম-চূড়া পরকাশ,
শত সূর্য্য উদয় আকাশে।
সহসা অঞ্জনা-সুত, হেরি দৃশ্য অত্যদ্ভুত,
সঙ্কুচিত হইলেন ত্রাসে ॥
আশ্বস্ত হইয়া পরে, জিজ্ঞাসিলা গিরিবরে,
কে তুমি কি হেতু আগমন ?
নব দূর্ব্বাদল-শ্যাম, অযোধ্যার পতি রাম,
সীতা তাঁর হরে দশানন ॥
সেই সীতার সন্ধানে, যাব আজি লঙ্কাধামে,
বিলম্ব সহে না ভাই পথে।
এসেছি ক'রে নিয়ম, হ'লে তার ব্যতিক্রম,
বিভ্রাট ঘটিবে সুনিশ্চিতে ॥
মৈনাক হাসিয়া কয়, জানি আমি সমুদয়,
পরিচয় দিতে নাহি হবে।
মৈনাক আমার নাম, সাগর-গর্ভেতে ধাম,
যে কারণে আসা শুন তবে ॥

সাগরের আয়তন, অন্যূন শত যোজন,
চারি ক্রোশে যোজন-প্রমাণ।
তোমরা বানরজাতি, অরণ্যে কর বসতি,
এ সবের কি জ্ঞান সন্ধান ॥
নহিলে কোন্ পামর, লঙ্ঘিতে চাহে সাগর,
বিজ্ঞে কি আগুনে দেয় হাত ॥
এখনি বুঝিবে ভাই, অধিক বিলম্ব নাই,
মৃত্যু সহ হইতে সাক্ষাৎ ॥
চারি ক্রোশ ঊর্দ্ধ পক্ষে, গেলেই দেখিবে চক্ষে,
অন্তরীক্ষে সর্ষপের ফুল।
অবশ হবে হাত পা, কপালে মারিবে ঘা,
তখন পাবে না আর কূল ॥
সগর-বংশের বন্ধু, বটেন লবণ-সিন্ধু,
তাইতে তোমারে দয়া এত।
বুদ্ধি-দোষে গেলে প্রাণ, করিবে কেটা সন্ধান,
তাই ভেবে হয়েছেন ব্যস্ত ॥
অনুরোধ করি অতি, পাঠালেন দ্রুতগতি,
তোমারে লইতে লঙ্কাপুরে।
মোর পৃষ্ঠে আরোহণ, করহে বায়ু-নন্দন,
প্রাণের আশঙ্কা যাবে দূরে ॥
শুন শুধু তাই নয়, কথাটা বলিতে হয়,
সুখোদয় তোমাদের যাতে।
লতা পাতা নানাজাতি, ফুল ফল মিষ্ট অতি,
জন্মে তাতো জানহ পর্ব্বতে ॥
খেতে পাবে পেট ভ'রে, কি কাজ বিলম্ব ক'রে,
শীঘ্র এসে উঠ মোর পিঠে।
পতনের নাহি ভয়, ক'রো না মনে সংশয়,
চূড়াটা ধরিতে হবে এঁটে ॥
শুনিয়া গিরির ব্যঙ্গ, জ্বলিল হনুর অঙ্গ,
কহিতে লাগিলা রোষভরে।
কাহারো ধারি না ধার, আমি দাস যে জনার,
কৃপা তাঁর এমনি আমারে ॥
মুদিয়ে দুটি নয়ন, ভাবিলে সে শ্রীচরণ,
কিছুই থাকে না অগোচর।

দেখেছি নয়ন সঁপে, এক এক লোমকূপে,
আছে কত বিশ্ব চরাচর॥
মনে যদি করি গিরি, মুহূর্ত্তে ভ্রমিতে পারি,
জগৎ ব্রহ্মাণ্ড আছে যত।
সিন্ধুর দেখাও ভয়, ভবসিন্ধু ক'রে জয়,
একেবারে হয়েছি নিশ্চিন্ত॥
কহিলে রামের বন্ধু, তোমারে পাঠায় সিন্ধু,
তাইতে এখন আছে প্রাণ।
নতুবা হনুর হাতে, কোন্ কালে শিক্ষা পেতে,
মারুতি সহে না অপমান॥
স্বজাতিগণের কাছে, আমার প্রতিজ্ঞা আছে,
স্বীয় বলে লঙ্ঘিব সাগর।
সাগরে কহিও গিরি, প্রতিজ্ঞা ত্যজিতে নারি,
আমি হই রামের কিঙ্কর॥
এত বলি বাম কর, রাখিতে মৈনাকোপর,
ভরে গিরি ডুবিল সাগরে।
তুলি রাম জয় তান, চলিলেন হনুমান,
দ্বিগুণ বেগেতে শূন্যভরে॥

সুরসার সহিত সাক্ষাৎ ও সিংহিকা-বধ।

দেবরাজ ইন্দ্র আর যত দেবগণে।
হেরিয়া হনুর কার্য্য তুষ্ট অতি মনে॥
তথাপি দেবেন্দ্র-মনে না যায় সংশয়।
পরীক্ষা করিতে সুরসারে ডাকি কয়॥
স্মরণ করিতে নাগমাতা উপনীত।
দেবেশ কহেন দেবি কর কিছু হিত॥
হরিল রামের সীতা দুষ্ট দশানন।
উদ্দেশ করিতে যায় পবন-নন্দন॥
চিন্তা বড় একাকী সে রাক্ষসের পুরে।
কার্য্য সিদ্ধি করিবারে পাছে নাহি পারে॥
বল বুদ্ধি কতদূর ধরে হনুমান।
পরীক্ষা করিয়া তাই লইব প্রমাণ॥
মায়াময়ী তুমি মায়া জানহ বিস্তর।
মায়া করি ধর নিশাচরী-কলেবর॥
স্বর্গ-মর্ত্ত্য-ব্যাপী করি বদন-বিস্তার।
বায়ুসুতে গিলিতে হইবে আগুসার॥
সুরেন্দ্র-বচনে তবে সুরসা নাগিনী।
ধরিল অদ্ভুত কায়া রাক্ষসরূপিণী॥
বরণ অঞ্জন জিনি বিকট বদন।
তাহে শোভে তিন পংক্তি করাল দশন॥
ভালে বিপরীত এক রুধিরের ফোঁটা।
প্রভাতে পূরব-মেঘে সূর্য্যের ঘটা॥
লক লক রসনাগ্রে রক্ত-বিন্দু ক্ষরে।
ধক ধক বহ্নিশিখা নয়নে বিহরে॥
বারিনিধি-বক্ষ ভেদি উঠিল রাক্ষসী।
নিরোধি হনুর পথ অট্ট অট্ট হাসি॥
মেঘের গর্জ্জন জিনি গরজি কহিল।
ভাগ্যফলে আজি শ্রেষ্ঠ আহার মিলিল॥
কে তুমি প্রবেশ মোর মুখে ত্বরা করি।
মেলিল বদন এত বলি নিশাচরী॥
সাহসে করিয়া ভর পবন-নন্দন।
কহিতে লাগিলা অতি মধুর বচন॥
অযোধ্যার পতি রাম সঙ্গে সীতা নারী।
পিতৃসত্য পালিতে হ'লেন বনচারী॥
কুটীর বান্ধিয়া রাম পঞ্চবটী বনে।
ছিলেন আনন্দে লয়ে জানকী লক্ষ্মণে॥
এক দিন একাকিনী রাখিয়া সীতায়।
দোঁহে দূরবনে গিয়াছিলা মৃগয়ায়॥
শূন্য ঘর পেয়ে সীতা হরিল রাবণ।
সুগ্রীবের সঙ্গে তাই রামের মিলন॥
সুগ্রীবের চর আমি রামের কিঙ্কর।
সীতার সন্ধানে যাব লঙ্ঘিয়া সাগর॥
দয়া করি ছাড় পথ করিগো মিনতি।
কাতরে এতেক যদি কহিলা মারুতি॥
সুরসা রুষিয়া কয় কেবা তোর রাম।
কে চেনে সুগ্রীব কেটা কোথা তার ধাম॥

বহুকাল পরে আজি পেয়েছি আহার।
ছাড়িতে বলহ এই কোন্ ব্যবহার॥
এ পথে যাইতে হ'লে বিধাতার বরে।
প্রবেশ করিতে হবে এ মুখ-বিবরে॥
কার সাধ্য অতিক্রম করিতে আমায়।
এড়াতে মরণ তব নাহিক উপায়॥
হনু কহে ভাব যেন তাহাই হইল।
প্রবেশ করিব মুখে দেখি মুখ মেল॥
হনু-বাক্যে হরষে সুরসা মুখ মেলে।
ততোধিক তনু হনু ধরে কুতূহলে॥
সুরসা বর্দ্ধিততনু দেখি হনুমানে।
মুখের বিস্তার বৃদ্ধি করে সেইক্ষণে॥
আবার বাড়ায় হনু নিজ কলেবর।
তাহার দ্বিগুণ হয় বদন-বিবর॥
এইরূপে ক্রমে বাড়ি মুখের বিস্তার।
অধর ঠেকিল মর্ত্ত্যে ওষ্ঠ স্বর্গে তার॥
তখন মারুতি শীঘ্র হয়ে ক্ষুদ্রতম।
নিমিষে প্রবেশি মুখে করিল নির্গম॥
যোড় করে সুরসার সম্মুখে দাঁড়ায়।
প্রতিজ্ঞা হইল পূর্ণ দাও গো বিদায়॥
তুষ্ট হ'য়ে সুরসা দিলেন পরিচয়।
হনুর কৌশল দেখি ইন্দ্র তুষ্ট হয়॥
অতঃপর বায়ুবেগে বায়ুর নন্দন।
আনন্দে গগন-পথে করয়ে গমন॥
হস্তপদ-সঞ্চালনে শব্দ ভয়ঙ্কর।
কুক্ষিগত বায়ু গর্জ্জে যেন পয়োধর॥
গরুড় ভাবিয়া সর্প লুকায় সাগরে।
গতিবেগে পথ ছেড়ে সূর্য্য যায় স'রে॥
নিমিষে যোজন পথ করে অতিক্রম।
ক্রমে ক্রমে বাড়ে বল নাহি জানে শ্রম॥
এইরূপে বহুদূর করিলা গমন।
হেনকালে হয় এক আশ্চর্য্য ঘটন॥
সিংহিকা নামেতে এক ছিল নিশাচরী।
ঘোর বিভীষিকা-রূপ অতি ভয়ঙ্করী॥
ব্রহ্মার বরেতে ছায়া করি আকর্ষণ।
জীবগণে অনুক্ষণ করিত ভক্ষণ॥
হনুর পাইয়া সাড়া ধাইয়া আইল।
ছায়া আকর্ষণ করি কায়ারে টানিল॥
অবশ হইল অঙ্গ নাহি চলে আর।
দেখি হনু মনে মনে করিল বিচার॥
সুগ্রীব বলিয়াছিল যার বিবরণ।
এই সে সিংহিকা করে মোরে আকর্ষণ॥
উপায় করিয়া বধ করিব দুষ্টারে।
ইষ্ট স্থল লঙ্কায় যাইব তার পরে॥
এতেক চিন্তিয়া চতুরের চূড়ামণি।
অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণ রূপ ধরিলা তখনি॥
গিরি-গুহা-সম সেই বদন-বিবরে।
প্রবেশে পবন-পুত্র অতি সুসত্বরে॥
উদরের মধ্যে ধরি আপন মূরতি।
নখে ছিঁড়ে ফেলিল পেটের সব আঁতি॥
পরিত্রাহি ডাক ছাড়ে সিংহিকা রাক্ষসী।
বাহির হইল হনু মেঘমুক্ত শশী॥
রাহুমুক্ত হ'য়ে যথা শোভে দিবাকর।
সেইরূপ উঠে বীর গগন-উপর॥
রাক্ষসীর শব পড়ে সাগরের জলে।
দুন্দুভি বাজিয়া উঠে স্বরগ-মণ্ডলে॥
নাচিল দেবের বালা গাইল অপ্সরী।
হনুর মস্তকে পারিজাত ছড়াছড়ি॥

হনুমানের লঙ্কায় গমন।

নিশাচরী সিংহিকায়, বিনাশিয়া পুনরায়,
শূন্য পথে হনু ধায়, লঙ্কা পানে ছুটিয়া।
বিস্মিত বদনে দেবগণ দেখে চাহিয়া॥
প্রায় দিবা অবসান, হেন কালে হনুমান,
নিকটে দেখিতে পান, ত্রিকূটের সুষমা।
একবার দেখে যেবা সে কভু তা ভোলে না॥
সাগরের তটে মূল, কটিতে জলদকুল,

নিশি দিন সমতুল, রবি চূড়া ছাড়ে না।
শ্যামল পাদপরাজি কভু তারে ত্যজে না॥
সুমধুর ফল-ভরে, বার মাস নতশিরে,
তরুলতা স্তরে স্তরে, কে করে তা গণনা।
পাখীরা ফলের লোভে শাখা ছেড়ে যায় না॥
তুলিয়া মধুর তান, পাপিয়া করিছে গান,
গলায় পাষাণ-প্রাণ, ঢালিয়া সে লহরী।
কে দিল তাহারে হায় হেন স্বর-মাধুরী॥
করিণী করভ সনে, আনন্দে খেলিছে বনে,
খেলে মৃগশিশুগণে মার পাশে নাচিয়া।
আবার সুদূরে ঐ দেখ যায় ছুটিয়া॥
সুকোমল কিশলয়, নাচিছে মৃদুল বায়,
রবিকর খেলে তায়, হাসি শিশু-অধরে।
মধুপ উড়িয়া ফুলে বসিতেছে সাদরে॥
সুমন্দ মলয়ানিলে, ভ্রমি ফুল্ল ফুলে ফুলে,
যতনে সুগন্ধ তুলে, মাখি নিজ বদনে।
দেখাতে সম্পদ নিজ ছুটিতেছে গগনে॥
বিবেক-বিহীন জন, সম্পদে মজায়ে মন,
স্ফীত বক্ষে নিক্ষেপণ, করে পদ মাটিতে।
ভাবে না ধরিত্রী দেবী পারে না তা সহিতে॥
ত্রিকূটের মনোহর, শোভা হেরি বীরবর,
মন্ত্রমুগ্ধ-কলেবর, মন্দগতি ধরিল।
সহসা ভীষণ রবে সে চমক ভাঙ্গিল॥
বিরাট-আকার অতি, গরুড়-অধিক গতি,
দেখে পাছে পায় ভীতি নিশাচর সকলে।
স্বকার্য্য-সাধনে বাধা হ'তে পারে চিনিলে॥
এতেক ভাবি অন্তরে, অতি ক্ষুদ্র রূপ ধরে,
নামিল পর্ব্বতোপরে, নমি রাম-চরণে।
হনুর পরশে কাঁপে লঙ্কাপুরী সঘনে॥
কাঁপিল লঙ্কার পতি, চঞ্চল হইল মতি,
দেখে দুর্নিমিত্ত অতি, চারি দিকে ঘেরিল।
ঊর্দ্ধ মুখে ফেরুপাল উচ্চরবে ডাকিল॥
শীতল মলয় বায়, সহসা অনলপ্রায়,
কালিমা সূর্য্যের গায়, ধূলা উড়ে গগনে।
পশুগণ ক্ষুণ্ণ-মন চায় ঊর্দ্ধ নয়নে॥
দিনে হয় উল্কাপাত, রক্তবৃষ্টি অকস্মাৎ,
বিনামেঘে বজ্রাঘাত, দেখে শুনে সভয়ে।
অমরবিজয়ী রক্ষঃকুল কাঁপে হৃদয়ে॥
এখানেতে হনুমান, করিতেছে অনুমান,
নাহি গেলে দিনমান, পুরে যা'য়া হবে না।
চিনিলে রাক্ষসগণ দিতে পারে যাতনা॥
ধরি নিশাচর-দেহ, গেলেও আছে সন্দেহ,
জানিতে পারিলে কেহ, কার্য্যে বিঘ্ন ঘটিবে।
মোর বুঝিবার ভুলে কপিকুল মজিবে॥
রহিব এখানে বসি, যাবৎ না হয় নিশি,
উদয় হইলে শশী, সন্ধানের সুবিধা।
নিশিতে সন্ধানে মোরে দেবে বল কে বাধা॥
আছি প্রায় উপবাসী, এখন এখানে আসি,
দেখিতেছি রাশি রাশি পাকা ফল কত না।
কেমনে না খেয়ে কিছু যাই তাই বলনা॥
এতেক ভাবিয়া মনে, প্রবেশি রসাল বনে,
দুহাতে দেয় বদনে, পেটে যত ধরিল।
পশ্চিম আকাশে ক্রমে দিবাকর ডুবিল॥

হনুমানের লঙ্কা-প্রবেশ।

অস্তমিত দিবাকর প্রদোষ আইল।
পূরবে কুমুদনাথ আসি দেখা দিল॥
একের সম্পদে অন্যে মনে ভাবে দুখ।
কুমুদে প্রফুল্ল দেখি পদ্ম ঢাকে মুখ॥
দিবা রাত্রি! কেন হেন বিধির বিধান।
জান কি মানব তুমি ইহার সন্ধান?
এই ছিল তপ্ত করে তাপিত ধরণী।
প্রকাশি জগৎ সমুদিত দিনমণি॥
ক্ষণ-পরে আর তারে দেখা নাহি যায়।
শশীর শীতল কর পড়য়ে ধরায়॥
শিখাতে অজ্ঞান নরে 'সকলি নশ্বর'।
সৃজিলা এ বিশ্ব-শাস্ত্র যতনে ঈশ্বর॥

সুখ দুখ দিবা নিশা তোমার জীবনে।
আলো অন্ধকার দেখ জীবন মরণে॥
ক্ষণেক অলীক সুখ লাগি কত পাপ।
করি পরিণামে বহু পাও পরিতাপ॥
ভাব না তোমার দিন নিকট নিতান্ত।
করাল কৃপাণ হস্তে শিয়রে কৃতান্ত॥
আয়ু-সূর্য্য অস্তাচলে যাইবে যখন।
নিশার আন্ধার ঘোর তোমার তখন॥
সুখ দুখ স্থায়ী নহে জানিবে নিশ্চয়।
হইবে সুখের অন্তে দুঃখের উদয়॥
দুঃখের আন্ধার দূর ক'রে সুখ-শশী।
চক্রবৎ উভয়ে ঘুরিছে দিবানিশি॥
সম্পদে উদ্ভ্রান্ত, দুঃখে মগ্ন যেই জন।
বিশ্বের রহস্য সে তো বুঝে না কখন॥
সমুদিত রাকা-শশী লঙ্কার আকাশে।
তারকা-হীরার হার পরিয়া উল্লাসে॥
সুধামাখা সিত-কর পড়িয়া ধরায়।
সমস্ত নগরী ধরে ধবলিত কায়॥
তুঙ্গ শৃঙ্গে শীঘ্র হনু করি আরোহণ।
অলকা-নিন্দিত লঙ্কা করে নিরীক্ষণ॥
সর্ব্বাঙ্গে সুন্দরী পরি দীপ্ত দীপমালা।
রতন-ভূষণে যেন শোভে দেববালা॥
স্ফটিক-স্তম্ভেতে পড়ি সে দীপের ছটা।
প্রতিভাত হয়ে শত গুণে বাড়ে ঘটা॥
সুবর্ণে রচিত সিংহদ্বার মনোহর।
বিবিধ আয়ুধ করে ফেরে নিশাচর॥
মদমত্ত মহাকায় করী দুই পাশে।
না যায় নিকটে লোক তাহার তরাসে॥
সৌধরাজি সুপ্রশস্ত পথের দু'ধারে॥
সপ্ততল-শির ভেদ করিছে অম্বরে॥
মরকত মণিতে বান্ধান গৃহতল।
দীপালোকে সদাই করিছে ঝলমল॥
বিশ্বকর্ম্মা-রচিত লঙ্কার নাহি তুল।
ইন্দ্রের অমরাবতী ব'লে হয় ভুল॥

পর্ব্বতপ্রমাণ এক এক নিশাচর।
রক্ষী-রূপে ফিরিতেছে হাতে ধনুঃশর॥
যে অবধি সীতায় এনেছে লঙ্কাপুরে।
দ্বিগুণ প্রহরী-সংখ্যা দিবানিশি ফেরে॥
নগরের বল আর দেখি অবস্থান।
চিন্তায় হইলা মগ্ন বীর হনুমান॥
সত্য যদি রক্ষঃ-পুরে থাকে সীতা সতী।
উদ্ধার করিতে নাই রামের শকতি॥
সুগ্রীব অঙ্গদ জাম্ববান আর নল।
আসিবার শক্তি ধরে ইহারা কেবল॥
কিন্তু কি করিতে পারে তারা কয়জন।
রাক্ষসের হাতে হবে নিশ্চয় মরণ॥
অথবা শ্রীরাম যদি অনুজ সহিতে।
কোন রূপে পারেন সাগর পার হ'তে॥
তবে আর কে রাখিবে রাবণ রাজায়।
বধিয়া তাহারে রাম লভিবে সীতায়॥
এইরূপে সাত পাঁচ ভাবি মহাবীর।
লঙ্কা প্রবেশিতে শেষে করিলেন স্থির॥
মার্জ্জার-সমান রূপ ধরিয়া সত্বর।
উত্তর দ্বারেতে উপনীত কপিবর॥
অলক্ষিতে ধীরে ধীরে উঠিয়া প্রাচীরে।
লম্ফ দিয়া পড়ে হনু নগর-ভিতরে॥
দুই এক পদ মাত্র করিতে গমন।
মূর্ত্তিমতী হয়ে লঙ্কা দিলা দরশন॥
হরের প্রকৃতি-সম করে ধরা অসি।
ভয়ঙ্কর বেশ মুখে অট্ট অট্ট হাসি॥
পথ আগুলিয়া হনুমানের অগ্রেতে।
দাঁড়াইয়া রোষভরে লাগিলা কহিতে॥
কে তুমি প্রবেশ শঙ্কা ত্যজি লঙ্কাপুরে।
অগ্নিতে শলভ যথা মরিবার তরে॥
জান না রাক্ষসকুল রক্ষিত আমার।
আমারে উপেক্ষি যাবে সাধ্য হেন কার॥
এতেক শুনিয়া কহে পবন-নন্দন।
পথ ছাড়ি দেহ দেবি রাখহ বচন॥

দেখিব সুবর্ণময়ী পুরী মনোহর।
অনিষ্ট না করি কারো জাতিতে বানর॥
লঙ্কা কহে রাবণ না দিলে অনুমতি।
ছাড়িতে তোমারে মোর নাহিক শকতি॥
না শুনি নিষেধ যদি হবে অগ্রসর।
মোর হাতে নিশ্চয় যাইবে যম-ঘর॥
এত বলি হনুমানে করিল প্রহার।
ধরিল আপন মূর্ত্তি পবনকুমার॥
করাঘাতে ধরাশায়ী করিল লঙ্কায়।
নারী ব'লে দয়া তাই প্রাণ নাহি যায়॥
কতক্ষণে চেতনা পাইয়া নিশাচরী।
আজ্ঞা দিলা হনুমানে প্রবেশিতে পুরী॥
আমারে জিনিলে তুমি আপন বিক্রমে।
জানিলাম বিধাতা বিরূপ দশাননে॥
অভিশাপ ছিল মোরে শুন বীরবর।
যেদিন আমারে জয় করিবে বানর॥
সেই দিন হইতে লঙ্কার অধোগতি।
জানিলাম রাবণের নাহিক নিষ্কৃতি॥
অদ্যাবধি আমি ত্যজিলাম নিশাচরে।
করহ এখন তব মনে যাহা ধরে॥

সীতানুসন্ধানে নগর-মধ্যে গমন।

১। সঁপিয়া সোণার লঙ্কা পবনকুমার-করে,
অন্তর্হিতা যবে দেবী হ'ল চিরদিন তরে,
হরিষে হনুর মন উঠিল নাচিয়া।
সেই সঙ্গে উঠে নাচি দক্ষিণ নয়ন তার,
নাচিল দক্ষিণ বাহু থাকি থাকি বার বার,
দূরে গেল সন্দেহ সুচিহ্ন নিরখিয়া॥

২। জানিল জনকসুতা নিরুপমা সীতা সতী,
রামের প্রেয়সী রামে অনুরতা সদামতি,
নিশ্চয় নিবসে এই রাক্ষসের পুরে।
এতেক চিন্তিয়া বায়ু-সুত আপনার,
সম্বরিয়া নিজরূপ ত্বরা পরম যত্নে অনলপ্রায়,
ধরি রাজপথ চলিলেন ধীরে॥

৩। দুইধারে নিরখয় হর্ষে সৌধ শত শত,
মণিময় স্তম্ভে হেম-রজত আধারে কত,
জ্বলিছে সুগন্ধ তৈলে দীপ অগণন।
দিবস রজনী ভেদ করে হেন সাধ্য কার,
ছুটিছে সুগন্ধ সদা চৌদিকেতে অনিবার,
সুমন্দ মলয়ানিলে মিশি মোহে মন॥

৪। প্রতি গৃহ মাঝে বাজে বাদ্য সুমধুর তানে,
ঢালি সুধাস্রোত-রাশি যেন শ্রোতৃগণ-কাণে,
সে রবে মিলায়ে স্বর গাইছে ললনা।
বিস্তারিয়া হাব ভাব কটাক্ষ নাচে সুন্দরী,
যেন রে স্বরগ-ধামে নাচে স্বর্গ বিদ্যাধরী,
অহল্যা, ঘৃতাচী, রম্ভা কিম্বা তিলোত্তমা॥

৫। প্রতি পদক্ষেপে মন মাতাইয়া সবাকার,
মধুর হইতে সুমধুর রবে অনিবার,
কনক-শিঞ্জিনী ধ্বনিতেছে তালে তালে।
শ্বেত-সরোজিনী-সুলাঞ্ছিত সরোজ-বদন,
মকরন্দ-পান-আশে মত্ত মধুকরগণ,
বদনের পাশে ফিরিতেছে পালে পালে॥

৬। ভয়ে রামা সঞ্চালিতে মণি-বিভূষিত করে,
দামিনী বিকাশি আশু দীপমালা-দীপ্তি হরে,
সঞ্চালি অঞ্চল কভু পতি তার ধায়।
পতি-সোহাগিনী ধনী ভুলিয়া সোহাগে তার,
হাসিয়া অমিয় হাসি হয়ে কভু আগুসার,
কনক-লতিকা-ভুজে রসালে জড়ায়॥

৭। আবার অমনি সরমের ফুল-পরশনে,
যথা নতশির রসনায় কাটিয়া দশনে,
আকিঞ্চন ছাড়াইতে পতি-ভুজ-পাশ।
পারে কি লতিকা কভু ত্যজিতে তরুর কায়া,
পরাণ-প্রতিম নাথে ত্যজিতে কি পারে জায়া,
মনে মনে অন্তভাব বাহিরে প্রয়াস॥

৮। কোন গৃহে হেরে হনু হয়ে মত্ত মধুপানে,
যুবক যুবতী তোষে পরস্পরে প্রেমগানে,
প্রেম-আলিঙ্গনে কভু উন্মত্তের প্রায়।

স্খলিত কবরী কেশজালে আবরি বদন,
শারদীয় পূর্ণ শশী যথা করি আচ্ছাদন,
মেঘমালা ধরণীরে আন্ধারে ডুবায় ॥

৯। খসিয়াছে উত্তরীয় নাহি জ্ঞান ললনার,
কমলকোরক-সম হৃদে যৌবনের ভার,
মদন-মন্দির-যুগ কামের কেদারে ॥
সুঘন জঘন নগ্ন প্রেম-সরসী-সোপান,
হেরিলে কামুক জনা সদা আকুল-পরাণ,
বীভৎস ব্যাপার হনু বিস্ময়ে নেহারে ॥

১০। ধন্য সুরাদেবি! তব অনন্ত মহিমা শুনি,
তাই অভিশাপ তোমা দিয়াছেন কত মুনি,
পরশিলে অশেষ কলুষ স্পর্শে জীবে।
কুহকিনী তুমি বিস্তারিয়া তব মায়াজাল,
মুহূর্ত্তে করিতে পার কু'কে সু দ্বিজে চণ্ডাল,
দেবতা পিশাচ হয় তোমার প্রভাবে ॥

১১। তব পূর্ণ প্রভাব যেথানে নরক সে স্থান,
নরকের দৃশ্য তথা দেখি সদা বিদ্যমান,
তোমার সেবকগণ নামে মাত্র নর।
পশুর অধিক কিন্তু কার্য্যে অধম তাহারা,
বিবেক মমতা জ্ঞান বুদ্ধি দয়া মায়া ছাড়া,
নাহি স্নেহ-লেশ মনে সদা স্বার্থপর ॥

১২। পতিপ্রাণা দয়িতারে ত্যজি মূঢ় অনায়াসে,
যাপে নিশা পিশাচিনী সম গণিকার বাসে,
গৃহে তার যবে ভাসে আঁখি-নীরে সতী।
সুকুমারমতি শিশু পুত্রকন্যাগণ গৃহে,
কান্দে আহার-অভাবে সবে জীর্ণশীর্ণ দেহে,
কে দেখে চাহিয়া হায় তাহাদের প্রতি ॥

১৩। জনক জননী কত আশা পুষি মনে মনে,
না খাইয়া না পরিয়া নিজে কত-না যতনে,
পালন করিল পুত্রে প্রাণাধিক জানি।
"অমৃতং পুত্র-পণ্ডিতঃ" মহাবাক্য করি সার,
সর্ব্বস্বান্ত পিতা বিদ্যা শিক্ষা দিতে পুত্রে তার,
সে অমৃতে তুমি দিলে ঢালি বিষ আনি ॥

১৪। ভুলিল সে পুত্র মাতৃ-স্নেহ তোমার প্রভাবে,
তোমার প্রভাবে মনে নাহি করে পিতৃদেবে,
আত্মীয় কেবল সুরা-সেবী বন্ধুগণ।
তব কালকূট বিষে দেহ জীর্ণ দিন দিন,
ভাবে না বারেক পরমায়ু হইতেছে ক্ষীণ,
শেষে দেয় বলি নিজ অমূল্য জীবন ॥

১৫। সোণার লঙ্কায় আজি তোমার কুকীর্ত্তি দেখি
ঘৃণায় লজ্জায় হনু ফিরাইয়া লয় আঁখি,
ভাবে মনে এ হেন নরকে নাই সীতা।
অসম্ভব এ রৌরবে সে সতীর নিবসতি,
রঘুকুলোত্তম দাশরথি যে জনার পতি,
পূজ্যপাদ রাজর্ষি জনক যার পিতা ॥

হনুমানের রাবণের গৃহে প্রবেশ।

চিন্তাকুল চিত্তে চলে পবনকুমার।
ফিরিছে প্রহরিগণ পথে অনিবার ॥
বিকট মূরতি স্কন্ধে কুঠার করাল।
প্রতিদ্বার রক্ষা করে শত-দ্বারপাল ॥
বক্ষস্থল বিশাল বর্ম্মেতে আঁটা সাঁটা।
শত্রুভাবে সম্মুখে যাইবে তার কেটা ॥
করে ধরে দীর্ঘ শূল দীপ্ত দিবাকর।
তোমর পরিঘ শেল মুষল মুদ্গর ॥
গরজে গভীর যথা জলদ গগনে।
শুনিলে শরীর মন কাঁপয়ে সঘনে ॥
বিদ্যুৎ-গতিতে অশ্বারোহী কভু ধায়।
করাল কৃপাণ কটীতটে শোভা পায় ॥
শূন্যে নিক্ষেপিছে শূল যাইতে যাইতে।
বাম করে ধরে পুন ভূমে না পড়িতে ॥
শিক্ষার কৌশল দেখি হনুর তরাস।
ভয়ে কভু ছাড়ে বীর জীবনের আশ ॥
অতি ক্ষুদ্র রূপ ধরি অতি সংগোপনে।
চলিলেন বায়ু-সুত ভীত অতি মনে ॥
যাইতে যাইতে তীক্ষ্ণদৃষ্টি দুই পাশে।
সীতার সন্ধান যদি পায় এই আশে ॥

অদূরে অচিরে বীর শুনি বেদধ্বনি।
সেই দিকে হনুমান চলিলা অমনি ॥
দেখে দেবালয়ে বসি সাধু বিভীষণ।
করিতেছে যাগ-যজ্ঞ হ'য়ে একমন ॥
রামনাম বলিতে নয়নে অশ্রু ঝরে।
প্রেমে গদ্‌গদ তার শরীর সিহরে ॥
দেখিয়া আশ্বাস পায় পবননন্দন।
একদৃষ্টে বিভীষণে করে নিরীক্ষণ ॥
এইরূপে নানাস্থানে ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
উপনীত হয় বীর মধ্যম কক্ষেতে ॥
দেখিল আশ্চর্য্য অতি লঙ্কেশের পুরী।
বিরাজে পরিখা তার চারিদিক ঘেরি ॥
প্রশস্ত প্রাচীর উচ্চে পরশে গগন।
দৈর্ঘ্যে চারি দিকে হয় দ্বাদশ যোজন ॥
দ্বারে বান্ধা পর্ব্বত-প্রমাণ গজ বাজী।
প্রহরী প্রকাণ্ডকায় নানা অস্ত্রে সাজি ॥
দ্বার দিয়া প্রবেশ অসাধ্য মানি মনে।
প্রাচীরে উঠিলা বীর অতি সংগোপনে ॥
লাফ দিয়া তথা হ'তে গিয়া অন্য ছাতে।
প্রবেশ করিলা পরে রাবণ-গৃহেতে ॥

সীতার সন্ধান না পাইয়া হনুর খেদ।

লঙ্কেশের গৃহ দেখি শঙ্কা পেয়ে মনে।
স্মরণ করয়ে বীর জনক পবনে ॥
রামের রাতুল পদ[illegible] বার বার।
উদ্দেশে করিল হনু কোটী নমস্কার ॥
সাহসে করিয়া ভর প্রবেশি ভবনে।
একে একে দেখে সব পরম যতনে ॥
বিচিত্র কৌশলে বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ।
সারি সারি মণিময় স্তম্ভ বিদ্যমান ॥
হীরকে খচিত দেখে গবাক্ষ সকল।
মরকত স্ফটিকে মণ্ডিত গৃহতল ॥
ঝলসিয়া আঁখি নানা করে ঝলমল।
আশ্চর্য্য হেরিয়া হনু হইল অচল ॥

গন্ধর্ব্বী কিন্নরী দেব-কন্যা সুমধ্যমা।
অপরূপ রূপরাশি প্রথম-যৌবনা ॥
দেখে হনু রাবণের ভার্য্যা অগণন ॥
প্রতিগৃহে নিদ্রা যায় এক এক জন ॥
রতিশ্রান্তে অবশাঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন বেশ।
শিথিল কবরী বিস্তারিত কৃষ্ণ কেশ ॥
গীত বাদ্যে কোন রামা প্রথম রজনী।
যাপিয়া আনন্দে এবে নিদ্রা যায় ধনী ॥
পান ভোজনেতে কেহ পতির সহিতে
ছিল রত কত রঙ্গে হরষিত চিতে ॥
ভোজনের অবশেষ রয়েছে পড়িয়া।
অঘোরে ঘুমায় রামা পালঙ্ক ছাড়িয়া ॥
এই রূপে ফেরে হনু প্রতি ঘরে ঘরে।
সীতায় না দেখি দুখী হইয়া অন্তরে ॥
ক্রমে যথা মন্দোদরী প্রধানা মহিষী।
সেই গৃহে উপনীত হয় হনু আসি ॥
কনক-রচিত মণি-ভূষিত পর্য্যঙ্কে।
নিদ্রা যায় সুরূপসী রাবণের অঙ্কে ॥
সরোবরে যেন ফুটিয়াছে শতদল।
গগনে অথবা পূর্ণচন্দ্র নিরমল ॥
রূপ হেরি আশ্চর্য্য হইয়া হনুমান।
জনকনন্দিনী ব'লে করে অনুমান ॥
পুন ভাবে পতিপ্রাণা জনকদুহিতা।
রাবণের কোলে কেন রহিবেন সীতা ॥
পরশে শীতল যদি বহ্নি কভু হয়।
সলিল ছাড়য়ে শৈত্যগুণ সুনিশ্চয় ॥
শশীর কিরণে হয় দহনের শক্তি।
সতীনারী তথাপি না ছাড়ে পতিভক্তি
সতীর দেবতা পতি জীবনের বাড়া।
অন্যে রত নহে কভু সতী হয় যারা ॥
অন্নবস্ত্রহীন পতি সুদরিদ্র অতি।
ভিক্ষায় উদর পূর্ণ কুটীরে বসতি ॥
কুরূপ নির্গুণ হয় পতি আপনার।
সতীর নিকটে সেও জগতের সার ॥

পুরুষপ্রধান রাম রূপে রতিপতি।
বিক্রমে জিনিতে যেই পারে বসুমতী॥
অতি তুচ্ছ রাবণ রামের তুলনায়।
কোন্ গুণে বশীভূত করিবে সীতায়॥
এতেক সিদ্ধান্ত করি পবননন্দন।
চিন্তায় হইল পুন একান্ত মগন॥
দেখিলাম সর্ব্বত্র এ রাবণ-আলয়।
জানকী লঙ্কাতে আছে না হয় প্রত্যয়॥
দুষ্ট দশাননের দারুণ নির্যাতনে।
ত্যজিয়াছে প্রাণ প্রবেশিয়া হুতাশনে॥
অথবা রাবণ যবে হরিয়া আনিল।
অতি ভয়ে সতী বুঝি পরাণ ত্যজিল॥
কিম্বা দেখি সাগরের তরঙ্গ ভীষণ।
জলে পড়ি জানকীর গিয়াছে জীবন॥
সন্ধান না করি আমি ফিরে গেলে দেশে।
নিশ্চয় রাঘব প্রাণ ত্যজিবে হুতাশে॥
তাহার বিনাশে সদ্য মরিবে লক্ষ্মণ।
মিত্রশোকে প্রাণ দিবে সুগ্রীব রাজন॥
রাজার অভাবে রাজ্য হবে অরাজক।
তারা রুমা মরিবে সহিতে নারি শোক॥
সবে কি মাতার শোক অঙ্গদের প্রাণে।
মরিবে কুমার সঙ্গে লইয়া স্বগণে॥
দুঃসম্বাদ চির দিন ছাপা নাহি রয়।
অচিরে প্রচার হবে রাম-রাজ্যময়॥
কৌশল্যা সুমিত্রা শুনি এ দারুণ বাণী।
খাইয়া গরল দোঁহে ত্যজিবে পরাণী॥
অতএব আমি দেশে নাহি যাব ফিরে।
প্রায়োপবেশনে রব সাগরের তীরে॥
খাইব গলিত পত্র বৃক্ষমূলে বসি।
ত্যজিব জীবন কভু থাকি উপবাসী॥
একের মরণে রবে অনেকের প্রাণ।
মরিব নিশ্চয় আমি ইথে নাই আন॥
এতেক করিয়া স্থির বীর-চূড়ামণি।
ঘরের বাহিরে ত্বরা আইলা তখনি॥

হনুমানের অশোকবনে গমন।

১। প্রবেশি জীবনে, থাকি অনশনে,
কিম্বা উদ্বন্ধনে, অথবা অগ্নিতে পশি।
গরল ভখিয়া এ প্রাণ ত্যজিব,
ভাবয়ে পাবনি প্রাচীরে বসি॥

২। মনে ছিল আশা, খগদর্প-নাশা,
সমুন্নত নাসা, গৃধিনী-লাঞ্ছিত শ্রুতি।
সরোজ-উপম বদন-মণ্ডলে,
নয়ন-যুগল-নীলিমা-ভাতি॥

৩। জনকনন্দিনী, রাম-সোহাগিনী,
কামের কামিনী, লাজে মরে হেরি যায়।
নয়ন ভরিয়া দেখিব মূরতি,
বিধি ঘটাইল বিরোধ তায়॥

৪। জিনি কোকনদ, দুটী রাঙ্গা পদ,
ব্রহ্মার সম্পদ, ভবভয়-নিবারণ।
আশা ছিল মনে হেরিয়া অচিরে,
সার্থক করিব নয়ন মন॥

৫। হরিদ্রা চম্পক, নির্ধূম পাবক,
সোণার তবক, হারি মানে যার রূপে।
করি প্রাণায়াম রব যোগাসনে,
সে রূপে নয়ন মানস সঁপে॥

৬। বহিয়া এ শিরে, সাগরের পারে,
লয়ে জানকীরে, মিলাব রামের সনে।
ভবের আরাধ্য যুগল মূরতি,
দেখিব দেখাব বানরগণে॥

৭। পূর্ব্ব পুণ্য-ফল, কি আছে সম্বল,
তাই মোক্ষফল, ঘটিবে কপালে মোর।
পশুকুলে কেন জনম হইবে,
হবে যদি এত কপাল-জোর॥

৮। বৃথায় জনম, বৃথা পরিশ্রম,
সাগর লঙ্ঘন, করি হইল কোন্ ফল।
রাক্ষসের পুরে আইলাম বুঝি,
কেবলি কেবল নয়ন-জল॥

৯। বসিয়া প্রাচীরে, ভাসে আঁখি-নীরে,
হানে কর শিরে, দারুণ মনের দুখে।
এমন সময়ে সমুখে মারুতি,
নিকটে অশোক-কানন দেখে॥

১০। অশোক-কানন, নয়ন রঞ্জন,
করি দরশন, ভাবয়ে মারুতি মনে।
দেখিব বারেক আছে কি জানকী,
এ হেন মানস-মোহন বনে॥

১১। যে দেখি আকার, বৃক্ষবাটিকার,
জগতের সার, বলিয়া বিশ্বাস হয়।
শোভার ভাণ্ডার সকলি ইহার,
হেরিলে নয়ন ভুলিয়া রয়॥

১২। আহা কি সুন্দর, দীর্ঘ সরোবর,
কুমুদ-নিকর, ফুটিয়া রয়েছে তায়।
মুদ্রিত কমলে তাজি অলিকুল,
নিখাদে গাইয়া সে দিকে ধায়॥

১৩। মৃদু মন্দ বায়, সলিলে নাচায়,
বীচিমালা তায়, উঠিতেছে সারিসারি।
চাঁদের কিরণে বদন ভূষিত,
সোণার মেখলা মানয়ে হারি॥

১৪। জলের ভিতরে, তারকা-নিকরে,
শত চাঁদে ঘেরে, তরঙ্গে তরঙ্গে নাচে।
হেরিতে সে শোভা জননী বুঝিবা,
নির্জ্জন পুলিনে বসিয়া আছে॥

১৫। শব্দটী না হয়, স্তব্ধ সমুদয়,
মাঝে মাঝে হয়, মীনের স্পন্দন-সাড়া।
সে রবে চমকি কভু কোন পাখী,
গাইছে সংগীত অমিয়-ভরা॥

১৬। রজত কাঞ্চন, জিনিয়া বরণ,
মানস-মোহন, কুসুম ফুটেছে কত।
ছড়ায়ে সৌরভ দেবের দুর্ল্লভ,
করয়ে মোহিত সবার চিত॥

১৭। কুসুম-কাননে, বেদি স্থানে স্থানে,
রেখেছে যতনে, হীরক-খচিত কায়।
স্ত্রীগণ-বেষ্টিত লঙ্কেশ আসিয়া,
আয়াস লভিবে বসিয়া তায়॥

১৮। তরু সারি সারি, শাখা সুবিস্তারি,
তপনে নিবারি, বিরাজে বেদির পাশে।
শাখায় শাখায় বেন্ধেছে কুলায়,
শত শত পাখী ফলের আশে॥

১৯। কি জানি কি জাতি, কেমন প্রকৃতি,
রসাল প্রভৃতি, যত তরু কাননের।
কবে ধরে ফুল কবে হয় ফল,
কেহ তা কখন পায় না টের॥

২০। নিত্য পাকা ফল, বিটপী সকল,
প্রসবে কেবল, মধুরে জিনিয়া স্বাদু।
আজ্ঞার অধীন ক'রেছে স্বভাবে,
না জানি রাবণ কি জানে যাদু॥

২১। রাখিতে কানন, রক্ষী অগণন,
ভীম প্রহরণ, ধারণ করিয়া করে।
যমের সোদর যেন প্রতিজন,
এমনি ভীষণ মুরতি ধরে॥

২২। প্রবেশিতে বনে, ভয় বাসি মনে,
চঞ্চল নয়নে, পবনকুমার চায়।
পিতা প্রভঞ্জনে, স্মরি মনে মনে,
উদ্দেশে প্রণাম করয়ে পায়॥

২৩। দুর্ব্বল-হৃদয়, অকৃতী তনয়,
পাইয়াছে ভয়, করুণা-নয়নে চাও।
সীতার উদ্দেশে উপবনে এসে,
দেবেশ আমার সহায় হও॥

২৪। তুমি সুরপতি, তোমারে প্রণতি,
করিয়া মিনতি, কহিতেছি তব ঠাঁই।
কর আশীর্ব্বাদ রামের মহিষী,
অশোক-নিবাসে দেখিতে পাই॥

২৫। দেব দিবাকর, করে যোড় কর,
তোমার কিঙ্কর, পবনতনয় হনু।
প্রসন্ন বদনে চাও দেব দাসে,
ত্রিজগৎ-সাক্ষী তুমি হে ভানু॥

২৬। বরুণ তোমারে, স্তুতি-সহকারে,
নমস্কার করে, তব দাস হনুমান।
শুনিয়াছি লক্ষ্মী তোমাতে সম্ভূতা,
লক্ষ্মী ও সীতায় নাহিক আন॥

২৭। তাই বলি সীতা, তোমার দুহিতা,
তুমি তার পিতা, সন্দেহ ইহাতে নাই।
তাই দেবদেব, সীতার সন্ধানে,
আমি হে তোমার সাহায্য চাই।

২৮। সর্ব্বদেব মিলি, চাও মুখ তুলি,
দাও পদধূলি, আমার মস্তকোপরে।
যেন প্রবেশিয়া অশোক-কাননে,
আমার মনের বাসনা পূরে॥

২৯। এত বলি বীর, ত্যজিয়া প্রাচীর,
ছোটে যেন তীর, অশোক-কানন-আশে।
নিমিষে মারুতি আসি উপনীত,
প্রকাণ্ড শিংশপা-তরুর পাশে॥

৩০। যোজন বিস্তার, শাখা প্রশাখার,
পাতাগুলি তার, নিতান্ত নিবিড় হয়।
দেখি হনুমান উঠি সেই গাছে,
পাতার আড়ালে লুকায়ে রয়॥

সীতা-দর্শনে হনুর খেদ।

পাতার আড়ালে থাকি পবন-নন্দন।
সাবধানে চারি দিকে করে নিরীক্ষণ॥
অতি উচ্চ তরু-শির গগন পরশে।
তাহে বসি দেখে সর্ব্বস্থান চারিপাশে।
গিরিনদী ধীরি ধীরি বহিছে কোথায়॥
কুলুকুলু শব্দে তার শ্রবণ জুড়ায়॥
কোথায় নির্ঝরে ঝরে বারি সুশীতল।
চারি দিকে সিক্ত করি যত তরুতল॥
নদীকূলে স্থানে স্থানে মৃগ নানাজাতি।
সরস নবীন তৃণ খায় দিবা রাতি॥
শিখিকুল কেকারব করিছে কোথায়।
ডাহুক ডাকিয়া নদীস্রোতে ভেসে যায়॥
কোকিল শাখায় বসি ফুকারে কুহু কুহু।
জলদে চাতককুল ডাকে মুহুর্মুহু॥
সুধা-ধবলিত পুরী বিরাজে কোথায়।
মনোহর পটগৃহ কোথা শোভা পায়॥
কেলিকুঞ্জ স্থানে স্থানে দেখিতে সুন্দর।
বিবিধ বর্ণের বেদি তাহার ভিতর॥
বার মাস ফল ফুলে শোভিত মূরতি।
বিরাজে বিটপী লতা গুল্ম নানাজাতি॥
সরসীর বক্ষে ভাসে ছোট ছোট তরি।
ক্ষেপণিকগণ বসি সুখে গায় সারি॥
ঝঙ্কারি বীণার তন্ত্রী যুবক যুবতী।
ললিত ভৈরবী তানে গাইছে প্রভাতী॥
ফুলের সৌরভে আমোদিত চারিদিক।
হায় রে নন্দন বন তোরে শত ধিক॥
অলকায় আছে বটে কুবের-কানন।
অশোকের সনে তার না হয় তুলন॥
শোভায় মোহিত-মন পবনকুমার।
সর্ব্বত্রে সীতার লাগি দৃষ্টি বার বার॥
কিছু দূরে দেখে এক দীর্ঘ সরোবর।
প্রাসাদ তাহার কূলে অতি মনোহর॥
সুন্দর সোপানশ্রেণী মরকতময়।
হেরিলে মানসে হয় আনন্দ উদয়॥
সোপানশ্রেণীর তলে বসি এক নারী।
চারিদিকে চেড়ীগণ আছে তায় ঘেরি॥
ব্যাধগণ-মধ্যে যথা বৈসে কুরঙ্গিণী।
চেড়ীমধ্যে সেইরূপ কুরঙ্গ-নয়নী॥
মলিন মূরতি রুক্ষ কৃষ্ণ কেশজাল।
সর্ব্বদা সজল দুটী নয়ন বিশাল॥
অনাহারে ক্ষীণ তনু জীর্ণ বাস পরা।
সোণার বরণ এবে ধূলায় ধূসরা॥
বিম্ব-ওষ্ঠ কালিমা-রেখায় কলঙ্কিত।
ধরা লেখে বরানন করিয়া আনত॥
দীর্ঘ উষ্ণ শ্বাস সদা বহে নাসিকায়।
মুখে মাত্র রাম রাম শব্দ শুনা যায়॥

রাবণের চেড়ীগণ করিছে তাড়না।
তাহাতে দ্বিগুণ দুখ পায় বরাননা॥
রামে ত্যজি রাবণে ভজিতে কেহ বলে।
অমনি সাপিনী সম গর্জ্জি মুখ তোলে॥
সতীর সে তেজে কার সাধ্য কাছে থাকে।
পলায় রাক্ষসী আর ত্রাহি ত্রাহি ডাকে॥
আবার কি ভাবে সতী ধরা পানে চেয়ে।
ছড়ি হাতে চেড়ীগণ ফিরে আসে ধেয়ে॥
খাব বলি মুখ মেলি কেহ কাছে আসে।
মাটিতে মিশায় যেন জানকী তরাসে॥
লোহিত করিয়া আঁখি কোন নিশাচরী।
মারিব বলিয়া হাতে তুলে লয় ছড়ি॥
কটু কথা শুনে সীতা কাণে দেয় হাত।
কাঁদিয়া কাতরে ডাকে কোথা প্রাণনাথ॥
কোথায় দেবর মোর লক্ষ্মণ ধানুকী।
রাক্ষসের হাতে আজি মরিল জানকী॥
সুরাসুর-বিজয়ী তোমরা দুই ভাই।
কেমনে নিশ্চিন্ত আছ ভাবি আমি তাই॥
কোথা আছ পিতৃদেব জনক ভূপতি।
একবার আসি মোর দেখহ দুর্গতি॥
শ্বশুর ঠাকুর কোথা গেলে এ সময়।
কৃপাদৃষ্টি কর হর জানকীর ভয়॥
হয়ে রাজকুল-বধূ রাজার কুমারী।
কপালের দোষে হইলাম বনচরী॥
তপোবনে পতিসনে সুখে হরি কাল।
সহিতে না পারি বিধি ঘটালে জঞ্জাল॥
না জানি আরো কি দুখ আছয়ে ললাটে।
তাই এ পাষাণ প্রাণ এখনো না ফাটে॥
এইরূপে জানকী বিলাপ করি কয়।
শুনিয়া বিদীর্ণ হয় হনুর হৃদয়॥
একবার দেখেছিল রাবণের রথে।
যবে সুগ্রীবের সহ বসিয়া পর্ব্বতে॥
দেখা মাত্র তাই হনু চিনিল সীতায়।
যা ছিল সন্দেহ কথা শুনে দূরে যায়॥

কার্য্য-সিদ্ধি জানি মনে আনন্দ অপার।
দেবগণে আর বার করে নমস্কার॥
কি করিবে অতঃপর ভাবয়ে মারুতি।
সুযোগ অপেক্ষা করি রহিল সম্প্রতি॥
বৃক্ষের উপরে বসি শুনি সব কথা।
হৃদয়ে পাইল বীর নিদারুণ ব্যথা॥
শিরে কর সঁপি চিন্তা করে হনুমান।
এ জগতে সবা হ'তে বিধি বলবান॥
জনকের যজ্ঞভূমি হইতে সম্ভূতা।
শাস্ত্রে বলে লক্ষ্মী-অংশে জনমিল সীতা॥
রূপ দেখি সেই বাক্যে না হয় সংশয়।
মানবীতে হেন রূপ সম্ভব না হয়॥
এত যে যাতনা তবু কিছু টুটে নাই।
জ্বলন্ত অঙ্গারে যেন চাপা আছে ছাই॥
স্বর্ণযষ্টি সম দেহ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর।
বিচক-কমল-মুখ অতি মনোহর॥
দশরথ শ্বশুর তুলনা নাই যার।
যশ-গুণে পরিপূর্ণ এ তিন সংসার॥
পতি যার রাম রূপে মদন-মোহন।
নামের মহিমা-গুণে পলায় শমন॥
শরজালে মুহূর্ত্তে নাশিতে পারে ক্ষিতি।
কটাক্ষে প্রলয় যার হয় সৃষ্টি স্থিতি॥
দেবর যাহার বীর সুমিত্রানন্দন।
আশীবিষ সম শর করে বরিষণ॥
রাবণ সহিত সব রাক্ষসের বংশ।
কটাক্ষে যে জন পারে করিবারে ধ্বংস॥
তথাচ বিধির পাকে সীতার এ দশা।
অন্যপরে অতঃপর কি করিবে আশা॥
রাজাসনে সুখে বসিবার যোগ্য যেই।
ধূলায় পড়িয়া আজি কাঁদিতেছে সেই॥
পোড়া বিধি বুঝিতে না পারি তোর ফাঁদ।
পড়াগড়ি যায় ভূমে অকলঙ্ক চাঁদ॥
ইঙ্গিতে খাটিত যার শত শত দাসী।
তাহারে তাড়না করে কুরূপা রাক্ষসী॥

অযোধ্যার পশুটিও ক্ষীর ছানা খায়।
সীতার সময় উপবাসে কেটে যায়॥
পোড়া বিধি এ কুবুদ্ধি কে দিল তোমারে।
কমলে দলিতে সৃষ্টি করিলে কুঞ্জরে॥
সহে কি সীতার প্রাণে এ হেন যাতনা।
পাষাণ-হৃদয় তুমি বারেক ভাব না॥
মৃণালে ছেদিলে মূঢ় করাতের ধারে।
জানিলাম মস্তিহীন তুমি একেবারে॥
হায় হায় বড়ই অভাগা হনুমান।
নীরবে হেরিল তাই এত অপমান॥
লঙ্কা সহ সমুদয় রাক্ষসের বংশ।
সাগরে ডুবায়ে পারি করিবারে ধ্বংস॥
কি করিব সুগ্রীবের নাই অনুমতি।
নতুবা এখনো ব'সে থাকে কি মারুতি?
যা হউক রব ব'সে আরো কিছু কাল।
বাড়াবাড়ি দেখিলে ভাঙ্গিব বৃক্ষডাল॥
শতশত রাক্ষসে মারিব একবারে।
দেখিব কে আছে হেন আমারে নিবারে॥
আগে ডুবাইয়া লঙ্কা সাগর-মাঝারে।
পিঠে করি লয়ে যাব জানকী মাতারে॥
মিলন করাব রাম সীতা দুই জনে।
চন্দ্রের মিলন যথা রোহিণীর সনে॥
এতেক চিন্তিয়া চিত্তে পবননন্দন।
পাতার আড়ালে বসি করে নিরীক্ষণ॥

রাবণের অশোকবনে আগমন।

প্রায় অবসান নিশি, মলিন হইল শশী,
নিদ্রা ত্যজি উঠে দশানন।
মদন-লালসা মনে, যাইতে অশোক-বনে,
তাইতে মানস উচাটন।
সীতার রূপমাধুরী, জাগিছে দিবা শর্ব্বরী,
লঙ্কেশের মরমে মরমে।
নিদ্রান্তেও ক্লান্তি নাই, স্বপনে দেখেন তাই,
ভুলিতে কি পারে জাগরণে॥

পাকে যদি পড়ে তরি, আসিতে পারে না ফিরি,
নিশ্চয় নিমগ্ন হয় শেষে।
তেমি কালে টানে যারে, কে রাখিবে বল তারে,
নিশ্চয় সে মজে কালবশে॥
বুঝি রাবণের মন, করিবারে নিবারণ,
মন্দোদরী বুঝায় বিহিত॥
বলে ওহে প্রাণকান্ত, আর কেনে হও ক্ষান্ত,
কথা শুন চাও যদি হিত॥
ফল মূল খেয়ে বনে, কখন বা অনশনে,
অতি কষ্টে কুটীরে বসতি।
বৃক্ষছাল পরিধান, অতি দীন হীন রাম,
ভেবে দেখ কি সুখের পতি॥
তবু তারে এত মন, দিতে চায় বিসর্জ্জন,
আপন জীবন তার লাগি।
এত যে লঙ্কার সুখ, বারেক তুলিয়া মুখ,
দেখে না সে হতভাগা মাগী॥
দেবকন্যা শত শত, সদা তব পদানত,
ইন্দ্রাদি সাধিয়া নাহি পায়।
এত রূপ কি দেখিলে, কি গুণ দেখে মজিলে,
কোন্ গুণে ধরিলে হে পায়॥
ভাগ্যে না থাকিলে পরে, কেউ কাকে দিতে নারে,
অদৃষ্টে থাকিলে হ'ত সুখ।
কপাল নিতান্ত মন্দ, ভুলেও সুখের গন্ধ,
লেখে নাই ভাগ্যে চতুর্ম্মুখ॥
যে অবধি লঙ্কাপুরে, আনিয়াছ জানকীরে,
কুলক্ষণ ভিন্ন নাহি দেখি।
তাইতে সাধি তোমাকে, অলক্ষুণে মেয়েটাকে,
শীঘ্র এস সিন্ধুপারে রাখি॥
রাজার বৌ রাজার ঝী, এমন কপাল ছিছি,
রাজ্য গেল বনে হ'ল বাস।
কি বলিব যে আশঙ্কা, অরণ্য হইবে লঙ্কা,
লাগিলে সে গায়ের বাতাস॥
নিত্য দেখি কুস্বপন, চঞ্চল হয়েছে মন,
ধরি পায় রাখহে মিনতি।

নারী নয় কাল সাপ, ত্যজি ও পরার পাপ,
জঞ্জাল ঘুচাও রক্ষঃপতি ॥
রাবণ বলে সুন্দরি, ঐ কথা সহিতে নারি,
প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসি তারে।
দিনান্তরে একবার, না দেখিলে মুখ তার,
কব কি যে দুখ এ অন্তরে ॥
অতুল মোর বৈভব, সীতা বিনা বৃথা সব,
কিছুতে না হয় চিতে সুখ।
চিতার আগুন সম, জ্বলে প্রিয়ে হৃদি মম,
যতক্ষণ না হেরি সে মুখ ॥
শ্মশান হউক লঙ্কা, তাহাতে করি না শঙ্কা,
যায় প্রাণ ক্ষতি নাই তাতে।
ভালবেসে দুটো কথা, হেসে যদি কয় সীতা,
আকাশের চাঁদ পাব হাতে ॥
অলক্ষুণে কোন্ ঠাঁই, দেখিলে সীতার ভাই?
মিছে দোষ দাও কেনে প্রিয়ে।
দর খুঁটের রমণী, বল দেখি কোন্ ধনী,
অন্তঃপুরে আছে যত মেয়ে ॥
জানকীরে যতক্ষণ, করি নাই দরশন,
কে জানিত রূপ বলে কারে।
মিছে রূপ করি ভাণ, এত দিন ছিল টান,
রাবণের তোমার উপরে ॥
কথা শুনে মন্দোদরী, বলে অতি উষ্মা করি,
ব'সেছ চক্ষের খেয়ে মাথা।
বুদ্ধিও হয়েছে মোটা, ভুঁই-ফোড় মেয়ে ওটা,
শুন নাই কভু কি এ কথা ॥
বের ক'নে এল ঘরে, কান্না-হাটি গেল প'ড়ে,
পতির হইল বনবাস।
তদবধি সুধীজনা, ও নাম কেউ রাখে না,
সীতা-নামে এমনি তরাস ॥
রাবণ বলে সুন্দরি, তর্কে চিরকাল হারি,
তর্ক করি ফল কিছু নাই।
দেখিতে সে বরাননে, অশোক-প্রমোদ-বনে,
অনুমতি দাও আমি যাই ॥

এত বলি লঙ্কেশ্বর, করি বেশ মনোহর,
পরিধান পীতাম্বর ধুতি।
মণিময় মুক্তাহারে, মরি কিবা শোভা করে,
মদন-মোহন জিনি মূর্ত্তি ॥
সঙ্গে মনোরমা-গণ, চলিল অশোক-বন,
চামর ব্যজন কেহ করে।
সোণার ভৃঙ্গার পূরি, শীতল সুগন্ধ বারি,
কোন নারী লয় তুলি করে ॥
তুষিতে পতির মন, তাম্বূল করি ধারণ,
বারণ-পতিতে কোন রামা।
পাণ-পাত্র লয়ে হাতে, চলিছে নাথের সাথে,
দুই পাশে শ্যামা আর বামা ॥
ভক্ষ্য ভোজ্য নানাজাতি, লইয়া যত যুবতী,
রঙ্গে সঙ্গে করিছে গমন।
কোন কোন রসবতী, মালতীর মালা গাঁথি,
গলে দেয় করিয়া যতন ॥
এইরূপে দশাননে, ঘেরিয়া সুন্দরীগণে,
তারা-ঘেরা শশীসম চলে।
হইল রূপের মেলা, মেঘে চপলার খেলা,
দেখিলে মুনির মন টলে ॥
মারুতি বসিয়া ডালে, থাকি অতি অন্তরালে,
ঘন ঘন করে নিরীক্ষণ।
চিন্তা মনে অতিশয়, দেখি এই অসময়,
রাবণে করিতে আগমন ॥
ভাবে কপি নিজান্তরে, মা আমার কিবা করে,
দেখা শুনা চাই ব্যবহার।
রামের যেমন মন, সীতা বিনা উচাটন,
সীতার হয় কি সেপ্রকার ॥
রাবণে দেখিয়া সীতা, যদি হন বিচলিতা,
তবে আর কেনে করি কষ্ট।
ফিরে গিয়া কিষ্কিন্ধ্যায়, প্রণাম করিয়া পায়,
বলিব সকলি করি স্পষ্ট ॥
এতেক চিন্তিয়া হনু, ক্ষুদ্রতর করি তনু,
অতি সংগোপনে থাকে ব'সে।

ানে রাবণে দেখি, শুকাইল চন্দ্রমুখী,
থর থর কাঁপিল্লা ত্রাসে ॥

—

রাবণ ও জানকীর কথোপকথন।

বায়ুবেগে শাখাপত্র কাঁপয়ে যেমন।
রাবণে দেখিয়া সীতা কম্পিতা তেমন ॥
শুকাইল জিহ্বা ওষ্ঠ বচন না সরে।
কেবল নয়ন দুটী ঝর ঝর ঝরে ॥
শুকাইয়া সর্ব্বাঙ্গ লাবণ্য হ'ল দূর।
ভয়ে কাঁপে হৃদয় করিয়া দুর দুর ॥
সঙ্কুচিত তনু যেন মাটিতে মিশায়।
অনন্যদৃষ্টিতে সতী ক্ষিতি পানে চায় ॥
ক্রমে রক্ষঃপতি গিয়া নিকটে সীতার।
সুমিষ্ট বচনে আরম্ভিল শিষ্টাচার ॥
দেখ লো প্রেয়সি শশিমুখি সুলোচনে।
হাজির হইল দাস ও রাঙ্গা চরণে ॥
তৃষিত চাতক আমি তুমি জলধর।
হেরিয়া তোমারে সুখে ভাসিছে অন্তর ॥
আমি চকোরিণী প্রিয়ে তুমি রাকা-শশী।
তোব এ অধীনে বাক্য-পীযূষ বরষি ॥
উঠ প্রিয়ে চাঁদ হয়ে এ হৃদি-আকাশে।
মনের আন্ধার নাশ ও রূপ-বিকাশে ॥
অবশ হইল তনু মদন-পীড়নে।
না দেখি উপায় তব পরশ বিহনে ॥
তাড়িত-প্রবাহ সম তব পরশন।
সঞ্চারিবে দেহে পুন নূতন জীবন ॥
ভুবন-মোহিনী তুমি রমণীর সার।
উপযুক্ত পতি কিহে রাঘব তোমার ?
দরিদ্র ভিখারী রাম বাস করে বনে।
কি দিয়ে তুষিবে বল তোমা হেন ধনে ॥
শক্তিহীন নর রাম বুঝি এত দিনে।
খাইতে না পেয়ে মরিয়াছে কোন বনে ॥
কিম্বা সিংহ ব্যাঘ্র আদি শ্বাপদে খাইল।
তাই এতদিন তব তত্ত্ব না লইল ॥

বৃথা তার আশা আর ক'রো না সুন্দরি।
ইঙ্গিত করিলে করি লঙ্কার ঈশ্বরী ॥
ত্রিভুবন জিনিয়া এনেছি যত ধন।
লইতে তাহার অংশ নাহি কোন জন ॥
হইবে সুন্দরী শত শত তব দাসী।
ভুঞ্জিবে বৈভব হয়ে প্রধানা মহিষী ॥
অমর অজেয় আমি এ তিন ভুবনে।
আমা হেন পতি মেলে বহু-ভাগ্যগুণে ॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ সদা সাধে যারে।
পূর্ব্বপুণ্য-ফলে পতি পাইলে হে তারে ॥
জোয়ারের বারি সম নারীর যৌবন।
চিরদিন রবে না এ গরবের ধন ॥
ভেবে দেখ প্রিয়ে হ'লে যৌবন বিগত।
কে আর করিবে তব সমাদর এত ॥
বৃথা আশা রাম আসি করিবে উদ্ধার।
রাবণে জিনিতে সাধ্য কোথায় তাহার।
দেবের অগম্য পুরী হয় লঙ্কাধাম।
কেমনে আসিবে হেথা সে দুর্ব্বল রাম ॥
দেবেশ আমার ভয়ে সদা সশঙ্কিত।
স্বর্গ ছাড়িয়াছে সর্ব্ব-দেবের সহিত ॥
সহায় হইতে কেহ নাহি ত্রিভুবনে।
ব্রহ্মাদি করয়ে ভয় লঙ্কার রাবণে ॥
পবন পারে না প্রবেশিতে মোর পুরে।
আসিবে রাঘব শঙ্কা না কর অন্তরে ॥
নিশ্চিন্তে করহ ভোগ যেবা অভিরুচি।
সেবার কারণে এনে দিতে পারি শচী ॥
মনের বাসনা কিবা কহিব প্রেয়সি।
মন্দোদরী রাণীকে করিয়া দিব দাসী ॥
যার আজ্ঞাবহ এবে দেবতা কিন্নর।
আজ্ঞায় খাটিবে তব সেই লঙ্কেশ্বর ॥
জগতের যত কিছু মহার্ঘ রতন।
হইবে সুন্দরি তব অঙ্গের ভূষণ ॥
সুখের চরম লাভ নিকট তোমার।
হয় নাই হইবে না এমন কাহার ॥

প্রসন্ন বদনে চাও হেসে কও কথা।
দূরে যা'ক এ দাসের মরমের ব্যথা ॥
লজ্জা যদি হয় প্রিয়ে ফুটিয়া বলিতে।
নারীর স্বভাব সেটা না পারি দূষিতে ॥
অপাঙ্গে চাহিয়া কর ইঙ্গিত এ দাসে।
সাধ পূর্ণ করি তনু বান্ধি ভুজপাশে ॥
অথবা এ দাসীগণ নিকটে থাকিতে।
মদন-বিলাসে লাজ বাস যদি চিতে ॥
আজ্ঞা কর পাঠাইয়া দিয়া সবে দূরে।
বঞ্চিব বিরলে দোঁহে বিলাস-মন্দিরে ॥
রাঘবের আশা আর না করিহ মনে।
সাজে কি অতুল রূপ ভিখারী-ভবনে?
ভয়ে অভিভূতা সীতা ছিল অন্যমনে।
ক্রমে ক্রমে কুবচন প্রবেশে শ্রবণে ॥
বিশেষ পতির নিন্দা সতী নাহি সহে।
গর্জ্জিয়া সাপিনী সম দশাননে কহে ॥
দুর্ব্বল রাঘব যদি জ্ঞান ছিল মনে।
শূন্য ঘরে আমারে হরিলে তবে কেনে?
বীরের লক্ষণ ভাল দেখালে জগতে।
চুরি করি রমণীরে স্বামীর অজ্ঞাতে ॥
বীরত্বের বড়াই করিছ বার বার।
দেখিলে রাঘব কিন্তু ফিরিতে না আর ॥
কালসর্প সম শর মুখে অগ্নি জ্বলে।
হারাতে জীবন মূঢ় অঙ্গে পরশিলে ॥
ধনের গৌরব কর তৃণ-প্রায় হাসি।
কাষ্ঠ হয় সোণা রাম-চরণ পরশি ॥
সত্যপ্রিয় রাম মোর সত্যের কারণে।
পিতার প্রতিজ্ঞা হেতু আইলেন বনে ॥
অথবা নির্ব্বন্ধ আছে তোমার রাবণ।
আমার লাগিয়া হবে সবংশে নিধন ॥
তাই পঞ্চবটীবনে রামের বসতি।
লক্ষ্মণের হাতে সূর্পণখার দুর্গতি ॥
খর দূষণের কথা ভাব নিশাচর।
দর্প করি গিয়াছিল করিতে সমর ॥
কতক্ষণ সহিল রামের শরজাল।
মুহূর্ত্তে সসৈন্যে দোঁহে গরাসিল কাল ॥
ভেবেছ ব্রহ্মার বরে জিনেছ অমরে।
মাটিতে পড়ে না পদ সেই অহঙ্কারে ॥
ব্রহ্মার বিধান-কর্ত্তা শ্রীরাম আমার।
শুন নাই কভু কি এ কথা বিধাতার ॥
বিশেষ আমার অঙ্গ করি পরশন।
পরমায়ু ক্ষয় তব হয়েছে রাবণ ॥
বাঁচিবার আশা যদি রাখ মনে মনে।
এখনো শরণ লও রামের চরণে ॥
রাম মোর ধ্যান জ্ঞান রাম মোর পতি।
তারে ছাড়ি অন্যে কভু নাহি হবে মতি ॥
শৃগাল হইয়া চাহ সিংহের রমণী।
ক্ষিপ্ত জনে যথা করে ধরে কাল ফণী ॥
কটু কথা সীতার শুনিয়া দশানন।
ক্রোধে আঁখিদুটি হয় জবার বরণ ॥
কহিতে লাগিলা তবে জানকীর প্রতি।
করিবে না উপাসনা আর লঙ্কাপতি ॥
রাক্ষসের ধর্ম্ম এই না দিলে সম্মতি।
বল না প্রকাশে তারা কামিনীর প্রতি ॥
দিয়াছি সময় দুই মাস করি স্থির।
কর্ত্তব্য তোমার যাহা করহ সুস্থির ॥
নিয়মান্তে যদি নাহি আমারে তুষিবে।
মরণ নিকট তব নিশ্চয় জানিবে ॥
পাচকে কাটিয়া মাংস করিবে রন্ধন।
মহাসুখে দশানন করিবে ভোজন ॥
সীতারে এতেক কহি চাহি চেড়ীগণে।
বলিতে লাগিলা অতি কর্কশ বচনে ॥
কদাচ দুষ্টারে আর দয়া না করিবে।
প্রাণ মাত্র রাখি বিধিমতে শাস্তি দিবে ॥
দেখিব তাহার দর্প কত দিন থাকে।
দেখিব কিরূপে রাম রক্ষা করে তাকে ॥
উদরের অন্ন যার নিত্য নাহি যোটে।
তাহার বড়াই করে আমার নিকটে ॥

বুদ্ধিশুদ্ধি না থাকিলে রূপে কিবা করে।
পায়ে ঠেলে ফেলিতেছে লক্ষ্মী পেয়ে করে ॥
নারী ব'লে উপেক্ষা করায় প্রাণ আছে।
নতুবা কি এখনো আমার হাতে বাঁচে ॥
যা হয় হউক পুন দেখ চেষ্টা ক'রে।
বুঝিয়া করহ কার্য্য যাতে বুদ্ধি ফেরে ॥
কথায় হইলে বশ না করিহ বল।
দেখাবে তাহাকে মোর ঐশ্বর্য্য সকল ॥
এত বলি রাবণ লইয়া নারীগণে।
প্রবেশ করিল দিব্য বিলাস-ভবনে।

চেড়ীগণের তাড়নায় সীতার বিলাপ।

সহজে নিষ্ঠুর অতি, তাহে পেয়ে অনুমতি,
চেড়ীগণ করিয়া যুকতি।
কেহ বাড়ি-হাতে ধায়, কেহ বা খাইতে যায়,
কেহ কহে কটু বাণী অতি ॥
অনাহারে দেহ ক্ষীণ, শুকাইয়া শক্তিহীন,
বাতাসে কাঁপিছে তনু খানি ॥
সে সব কে ভাবে মনে, কেশে ধ'রে কেহ টানে,
পড়ে সীতা ধরায় অমনি ॥
কান্দিলে আবার কেহ, পেষয়ে কোমল দেহ,
রুধিরে শরীর যায় ভেসে ॥
রোদন করিয়া সীতা, বলে কোথা গেলে মাতা,
দুখিনীরে রক্ষা কর এসে ॥
তুমি তো পাষাণ নও, কেনে না বিদীর্ণ হও,
দেখিয়া কন্যার এ যাতনা।
আর কিছু নাই বাকি, মুদিয়া থেকো না আঁখি,
বিলম্বে তনয়া বাঁচিবে না ॥
এত যদি ছিল মনে, প্রসবি তখনি কেনে,
লবণ না দিলে মোর মুখে।
বলগো মা সত্য কথা, আর কি দেখেছ কোথা,
মানুষে বাঁচিতে এত দুখে ?

অথবা তোমাতে মাত, লৌহ আদি ধাতু যত,
জনমে সুকঠিন পাষাণ।
তাই সেই কঠিনতা, মার গুণে পেলে সীতা,
তাই এত কঠিন পরাণ ॥
কোথা হে কুলিশপাণি, শিরে মোর বজ্র হানি,
যাতনা করহ আশু দূর।
শ্বশুরের সখা তুমি, তাই সাধিতেছি আমি,
লজ্জা রাখ কুলের বধূর ॥
সগরকুলের কীর্ত্তি, ধরিয়া প্রশান্ত মূর্ত্তি,
এখনো নিশ্চিন্ত নাই লাজ।
উঠ উঠ ভীম রবে, কত কাল আর সবে,
নাশ কর রাক্ষস-সমাজ ॥
বেলাভূমি অতিক্রমি, ভাসাও এ পাপ-ভূমি,
তরঙ্গে ডুবাও নিশাচরে।
তব কূলে হেন স্থান, থাকিলে হে বিদ্যমান,
কলঙ্ক ঘুষিবে চরাচরে ॥
রাবণে করিয়া শঙ্কা, যদি না বিনাশ লঙ্কা,
আমারে ডুবাও তব জলে।
সহে না যাতনা আর, জীবন হইল ভার,
উদ্ধার করহ কৃপাবলে ॥
কোথা রৈলে দয়াময়, মোর অতি অসময়,
নাহি সয় প্রাণে এ যাতনা।
তব আদরের ধন, রাক্ষসে করে নিধন,
একবার চেয়ে দেখিলে না ॥
একবার ভাবি চিতে, কে চুরি করিল সীতে,
জানিতে তা পার নাই কান্ত।
আবার ভাবি অন্তরে, তাও কি হইতে পারে,
কেমনে হইলে এত ভ্রান্ত ॥
এই বিশ্ব চরাচর, সব তব সুগোচর,
অগোচর কি আছে জগতে।
করিল কি অপরাধ, তাই হে পড়িল বাদ,
মন হ'তে অভাগিনী সীতে ॥
যদি বল ব্যবধান, দুস্তর সাগর খান,
পার হ'য়া নিতান্ত অসাধ্য।

এ কথা বড় অসার, যারে যায় হয় পার,
ভবসিন্ধু ওহে ভবারাধ্য ॥
সামান্য এ সিন্ধুপার, তার পক্ষে কত ভার,
ভূভার-হরণ-কর্ত্তা রাম।
জেনেছি নিশ্চয় ওহে, ও সব কিছুই নহে,
নিতান্ত হয়েছ মোরে বাম ॥
জানি সব গুণনিধি, শুষিতে পার জলধি,
শরশিক্ষা এমনি তোমার।
থাকিলে দাসীরে টান, সন্ধান করিয়া বাণ,
শুষ্ক সিন্ধু করে হ'তে পার ॥
তবে এক কথা আছে, কীর্ত্তি লোপ হয় পাছে,
এ আশঙ্কা হ'তে পারে মনে ॥
কিন্তু সগরের কীর্ত্তি, রাখিতে গিয়া অখ্যাতি,
তোমার রটিবে ত্রিভুবনে ॥
অতি ক্ষুদ্র যেই জন, সেও করি প্রাণপণ,
পত্নীরে সঙ্কটে রক্ষা করে।
হয়ে তোমার দয়িতা, লঙ্কাতে মরিতে সীতা,
চির নিন্দা রহিবে সংসারে ॥
মরিতে নাহিক ভয়, পাছে তব নিন্দা হয়,
দয়াময় ভাবি তাই মনে ॥
ত্বরায় কর উপায়, সঁপিয়া চিত্ত ও পায়,
রহিলাম রাক্ষস-ভবনে ॥
কান্দিতে কান্দিতে সতী, অবসন্ন-দেহ অতি,
শবাকার ধরণী লোটায়।
গাছের উপরে থাকি, সীতার দুর্দ্দশা দেখি,
হনুমান করে হায় হায় ॥
ভাবে বীর মনে মনে, অবলা ললনাগণে,
যে বলে সে সত্য নাহি কহে।
হউক সে বলবান, হউক কঠিনপ্রাণ,
এত কষ্ট পুরুষে না সহে ॥
ধন্য রামপত্নী সীতা, ধন্য তার সহিষ্ণুতা,
ধন্য তার অন্তরের বল।
ত্রিভুবনজয়ী যেই, পরাস্ত হইল সেই,
যা আমার অটল অচল ॥

সতীত্ব-রতন যার, রয়েছে সবার সার,
বৈভবে কি হয় তার আশ।
ধন্য রে ভারতভূমি, জগতের সার তুমি,
হেন সতী যথা করে বাস ॥
সতীর আদর্শ সীতা, ঘুষুক এ সত্য কথা,
ভারতের প্রতি ঘরে ঘরে।
ভারত-রমণীগণ, পড়ুক এ রামায়ণ,
শিখুক সতীত্ব সমাদরে ॥
পতির প্রচুর ধন, হীরা মতি আভরণ,
দাস দাসী অগণন যার।
পরিধান পরিপাটী, অমূল্য ঢাকাই শাটী,
পতিভক্তি হ'তে পারে তার ॥
সে সকল গণ্য নয়, অতি কষ্টে অন্ন হয়,
দরিদ্র-গৃহস্থ-বালা যত।
তাহারাই গণ্য সতী, যদি থাকে পতিভক্তি,
পতি-সেবা যাহাদের ব্রত ॥
অসার গহনা লাগি, করয়ে দুখের ভাগী,
দেবতুল্য পতিরে আপন।
সদা মৌন ভাবে রয়, যেন কত দুখোদয়,
রুক্ষ কয় কর্কশ বচন ॥
বিশেষত পড়সীর, সোণা দানা দেখে শির,
অমনি যাহারা করে নত।
লইয়া আদর্শ সতী, তাহারা শিখুক নীতি,
কবি কহে হইয়া বিনত ॥
ভারত-সন্তানগণ, কেনে হও ক্ষুণ্ণমন,
নাই ধন তাই কি বিলাপ ?
গণে সপ্তদশ বার, লুটিল তব ভাণ্ডার,
তাই বুঝি কর পরিতাপ ?
আসুক যবনগণ, লুটুক তোমার ধন,
আসুক মামুদ টাইমুর।
লুটুক হীরক মণি, লুটুক সোণার খনি,
লুটুক অমূল্য কহিনুর ॥
কিছু ক্ষতি নাই তায়, লুটুক সে যত চায়,
মূল্যহীন মৃৎপিণ্ড সকল।

যতন করিয়া আঁটি, মূলধন রাখ খাঁটী,
রমণীর সতীত্ব কেবল॥
বাল্মীকি-সুরচিত, সীতার চরিত্রগত,
উপদেশ অমূল্য রতন।
দান কর সযতনে, পত্নী পুত্রী ভগ্নীগণে,
সুখে পূর্ণ হইবে ভবন॥
মনে কর আছে ধন, দাস দাসী অগণন,
সোণার পর্য্যঙ্কে থাক শুয়ে।
গৃহিণী কিন্তু তোমার, সদা করে মার মার,
সশঙ্কিত তুমি তার ভয়ে॥
একেবারে নাই ভক্তি, ভালবাসে কটু উক্তি,
সকলে বিরক্ত তার গুণে।
এমন সংসারে কভু, সুখে তো থাকে না প্রভু,
জ্বলে পুড়ে মরে মনাগুনে॥
কিন্তু অতি দীন পতি, নাই কিছুই সংগতি,
ভিক্ষায় উদর পূর্ণ হয়।
সারাদিন ঘুরে ফিরে, অপরাহ্নে আসে ঘরে,
গৃহিণী দুয়ারে খাড়া রয়॥
পতিরে দেখিয়া সতী, কাছে গিয়া শীঘ্রগতি,
পাদুটী ধোয়ায় ঠাণ্ডা জলে।
নাই গাত্র-মারজনী, তাহাতে না হয় হানি,
পতিপদ মুচায় অঞ্চলে॥
অঞ্চলে বাতাস করে, মিষ্ট বাক্যে যায় দূরে,
ক্ষুধানল ক্ষণেকের তরে।
হাস্যমুখে দ্রুতগতি, রন্ধন করিয়া সতী,
শাকান্ন সমুখে দেয় ধ'রে॥
তুলনা করিয়া দেখি, কাহারে কহিবে সুখী,
ধনী আর ভিক্ষুক উভয়ে?
কবি কহে ধনবান, কেবল অশান্তি পান,
সুখ তাঁর নাহিক হৃদয়ে॥
না থাকুক ধনজন, সদা ভিক্ষুকের মন,
এ সংসারে শান্তি ভোগ করে।
শান্তি যে সুখের মূল, তাহাতে নাহিক ভুল,
ভাবি সবে দেখহ অন্তরে॥

ত্রিজটা রাক্ষসীর স্বপ্ন-বিবরণ।

ধরায় পড়িয়া সীতা ধূলায় ধূসরা।
নড়ন চড়ন নাই নাহি শব্দ সাড়া॥
দেখি চেড়ীগণ কাছে আসি একে একে।
পরীক্ষা করিছে সবে হাত দিয়া নাকে॥
এ চায় উহার মুখ কথা নাহি কয়।
মরেছে ভাবিয়া মনে মৌনভাবে রয়॥
কতক্ষণে কোন চেড়ী কহে অন্য জনে।
মরিল জানকী ভাই তোমার কারণে॥
বিকট বদন মেলি খাব বলি এলে।
ভয়ে সীতা অমনি পড়িল ধরাতলে॥
সে কহে মা ভাই তোর দেখিবার ভুল।
ত্রিজটা জোরে টেনেছিল ধরি চুল॥
ত্রিজটা বলে হাবি হারায়েছ দৃষ্টি।
দুর্ম্মুখী মারিয়াছিল বুকে দৃঢ় মুষ্টি॥
দোষারোপ শুনিয়া দুর্ম্মুখী কোপে কহে।
হেন মিথ্যা কথা মোর প্রাণে নাহি সহে॥
সবে যুক্তি করি মোর ঘাড়ে দোষ দিয়া।
মনে ক'রেছিস বুঝি যাইবি বাঁচিয়া॥
নবনী-কোমল জানকীর কলেবর।
সহিতে কি পারে এ তাড়না নিরন্তর॥
থাক থাক রাজারে জানাই সব কথা।
দেখিব কাহার ঘাড়ে থাকে আজ মাথা॥
যার লাগি অন্নজল ত্যজেছে রাবণ।
নিদ্রায় যাহার রূপ দেখয়ে স্বপন॥
তাহারে বধিলি তোরা দারুণ প্রহারে।
এড়াবে ভেবেছ মনে মজায়ে আমারে॥
এইরূপে পরস্পরে করে গণ্ডগোল।
গগনে উঠিল সেই বিবাদের রোল॥
শব্দ শুনে জানকীর মোহ গেল দূরে।
মিলিল সরোজ-আঁখি হস্তপদ নড়ে॥
তাহা দেখি চেড়ীগণ হরষিত-মন।
সুশীতল বারি করে বদনে সেচন॥

অঞ্চলে বাতাস কেহ দেয় সযতনে।
তুষিতে করয়ে চেষ্টা সুমিষ্ট বচনে॥
ক্রমে অবসাদ দূরে যায় জানকীর।
উঠিয়া বসিলা তাই হইয়া সুস্থির॥
নিকটে আসিয়া হরিজটা তবে কয়।
কেনে সীতে রাবণে করিছ এত ভয়॥
মিছে কষ্ট পাও কত আপনার দোষে।
পাইবে অতুল সুখ থাক যদি বশে॥
ভেবে দেখ লঙ্কেশ্বর ভালবাসে কত।
চরণে ধরিয়া কত সাধিছে নিয়ত॥
ভাগ্য করি না মানিয়া দুখ ভাব চিতে।
তোমা হেন হাবা মেয়ে না দেখি জগতে॥
ঐশ্বর্য্যের সীমা নাই রূপে রতিপতি।
পরাক্রমে দশানন জিনিয়াছে ক্ষিতি॥
অজর অমর হয় পিতামহ-বরে।
ইন্দ্র আদি দেবগণ যারে ভয় করে॥
ত্যজিয়া এমন পতি মানুষে বাসনা।
ক'রোনা ক'রোনা সীতে কখন ক'রোনা॥
ভুঞ্জিবে স্বরগ-সুখ বসিয়া লঙ্কায়।
হেন ভাগ্য পায় লোক বহু তপস্যায়॥
শত শত দেবকন্যা সেবিবে চরণ।
পরিচর্য্যা করিবে স্বয়ং দেবগণ॥
রত্নময় পুরী কভু দেখ নাই হেন।
আন্ধার নাশিয়া উঠে শত শশী যেন॥
ত্রিভুবনে আশ্চর্য্য পদার্থ যত ছিল।
আনিয়া রাবণ সব একত্র করিল॥
দেখিতে বাসনা তব হয় যদি মনে।
কহিলে এখনি দেখাইব সযতনে॥
পুষ্পক নামেতে আছে রথ মনোহর।
মুহূর্ত্তে ভ্রমিতে পারে বিশ্ব চরাচর॥
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে পর্ব্বতশেখরে।
সমান গতিতে চলে বিদ্যুৎ-আকারে॥
লঙ্কেশ্বর সহ সুখে চড়ি সেই রথে।
নানা দেশে ভ্রমণ করিবে ইচ্ছামতে॥

বসন্তে কুসুমবনে সঙ্গে লয়ে পতি।
করিবে বিহার যেন রতি রতিপতি॥
সুখের বরষা কালে ভূধরে ভূধরে।
খেলিবে চপলা যথা নব জলধরে॥
এইরূপে চেড়ীগণ সীতারে বুঝায়।
কান্দিয়া জনকসুতা ধরণী ভিজায়॥
পতি-নিন্দা শুনে সীতা মনে পেয়ে ব্যথা।
চেড়ীগণে কহিতে লাগিল কটু কথা॥
রাবণে পাড়য়ে গালি যত আসে মনে।
শুনিয়া দুর্ম্মুখী কহে লোহিত লোচনে॥
মানুষী হইয়া তোর এত অহঙ্কার।
ছোট মুখে বড় কথা সহা অতি ভার॥
বুঝিলাম সার তব ভাগ্যে সুখ নাই।
বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারে হারায়েছ তাই॥
বৈদ্য কি করিবে তার কালে টানে যারে।
ঔষধে আসন্ন মৃত্যু নিবারিতে নারে॥
ত্যজ জীবনের আশা দেরি নাহি আর।
কাটিয়া গায়ের মাংস করিব আহার॥
এইরূপে দুর্ম্মুখী করিছে তিরস্কার॥
হেন কালে ত্রিজটা হইয়া আগুসার॥
চেড়ীগণে নিবারণ করি কহে বাণী।
শুনহ সকলে মোর স্বপন্-কাহিনী॥
জানকীরে খাবে হেন নাহি ভাব চিতে।
অচিরে রাক্ষসকুল খাইবেন সীতে॥
স্মরণ করিতে কথা কাঁপিছে হৃদয়।
কহিতে সে সব মনে বাসি বড় ভয়॥
আর না কহিও কটু জানকীর প্রতি।
তুষিতে তাহারে সবে হও যত্নবতী॥
জানকী করিলে দয়া রহিবে জীবন।
নতুবা যাইবে শীঘ্র শমন-ভবন॥
এত যদি কহিল ত্রিজটা নিশাচরী।
সীতার নিকটে নাহি যায় কোন চেড়ী॥
ত্রিজটায় কহে সবে করিয়া মিনতি।
স্বপন বৃত্তান্ত তব বলহ সম্প্রতি॥

বড় কৌতূহল মনে আমা সবাকার।
শুনিব এ স্বপ্ন-কথা বড় চমৎকার॥
ইহা শুনি ত্রিজটা কহিলা চেড়ীগণে।
নিদ্রায় কাতর হয়ে ছিলাম শয়নে॥
দেখিলাম বানর-আকৃতি একজন।
মহাকায় মহাবল আকার ভীষণ॥
ভাঙ্গিল অশোক-বন প্রকাশিয়া বল।
লাঙ্গুলে জ্বলিছে অগ্নি যেন দাবানল॥
সেই অগ্নি দিয়া পোড়াইল লঙ্কাপুরী।
মরিল তাহাতে বহুতর নিশাচরী॥
তার পরে দেখিলাম শ্রীরাম লক্ষ্মণে।
সমরে বধিল দোঁহে নিশাচরগণে॥
বহিল রুধির-স্রোত ভাসিল ধরণী।
ঘরে ঘরে শুনি মহা রোদনের ধ্বনি॥
রক্তমাল্য রক্তবাস করিয়া ধারণ।
গোময়ের হ্রদে পড়ি আছে দশানন॥
গলে রজ্জু বান্ধি তার এক বৃদ্ধা নারী।
টানিছে দক্ষিণ দিকে ধরি সেই দড়ি॥
কুম্ভকর্ণে মেঘনাদে দেখিলাম পরে।
হ্রদে প'ড়ে আছে দোঁহে তৈলাক্ত শরীরে॥
দক্ষিণ দিকেতে দুই জনে ভেসে যায়।
মাথায় বসিয়া কাক চক্ষু তুলে খায়॥
দেখিলাম শ্বেত মাল্য করিয়া ধারণ।
পুষ্পক বিমানে চড়ি শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
উত্তরে গমন করে জানকীরে লয়ে।
পূজা করে বিভীষণ গলবস্ত্র হয়ে॥
অতএব শীঘ্র হবে সীতার উদ্ধার।
দেখিতেছি রাবণের নাহিক নিস্তার॥
মজিল সোণার লঙ্কা সীতার কারণে।
তোমরা সকলে এবে রবে সাবধানে॥
তুষ্ট কর সীতায় কহিয়া মিষ্ট কথা।
কোন ক্রমে তার মনে নাহি দিও ব্যথা॥
ত্রিজটা এতেক কহি হইল নীরব।
স্বপ্নকথা শুনে ভয়ে ভীত চেড়ী সব॥

সীতার সহিত হনুমানের সাক্ষাৎ।

সীতারে ত্যজিয়া দূরে যত চেড়ীগণে।
ত্রিজটার মুখে স্বপ্ন-বিবরণ শুনে॥
শোকে অভিভূতা হয়ে জনক-নন্দিনী।
নয়ন-আসারে সিক্ত করিছে ধরণী॥
অকস্মাৎ বাম নেত্র নাচিতে লাগিল।
ভগ্নমনে যেন কত সুখ উপজিল॥
দেহে যেন নব বল হইল সঞ্চার।
শিংশপার দিকে মাতা হন আগুসার॥
শাখা ধরি দাঁড়াইলা রামের মহিষী।
দেখিয়া মারুতি ভাবে শাখা-মধ্যে বসি॥
এত ক্ষণে বিধি অবসর মিলাইল।
দয়া করি জানকীরে কাছে আনি দিল॥
মনোগত বলিবার এই সে সময়।
কিরূপে জানাই তাঁরে নিজ পরিচয়॥
মন্ত্রণা-কুশল বীর করিয়া মন্ত্রণা।
এইরূপে করে পরিচয়ের সূচনা॥
দশরথ নামে রাজা অযোধ্যার পতি।
যাহার সুযশে পূর্ণ আছে বসুমতী॥
জ্যেষ্ঠ-পুত্র তাঁহার শ্রীরাম গুণধাম।
সর্ব্বগুণে গুণী সেই পুরুষ-প্রধান॥
চারি বেদ জিহ্বাগ্রেতে বুদ্ধে বৃহস্পতি।
সত্যপ্রিয় জিতেন্দ্রিয় সদা শুদ্ধমতি॥
বিক্রমে অতুল অপরূপ শরশিক্ষা।
শত্রু হ'লে দেবরাজ নাহি পায় রক্ষা॥
শান্ত দান্ত প্রিয়ভাষী মোহন-মুরতি।
লজ্জা পায় রূপে কার্ত্তিকেয় রতিপতি॥
সঙ্গে লয়ে সীতা আর অনুজ লক্ষ্মণে।
পালিতে পিতার সত্য আইলেন বনে॥
জনস্থানে তিন জনে রচিয়া কুটীর।
ছিলেন আনন্দে কিছুদিন রঘুবীর॥
মৃগয়া করিতে দূরে গেল দুই ভ্রাতা।
শূন্য ঘরে রাবণ হরিল তার সীতা॥

সীতার সন্ধানে রাম ফিরি বনে বনে।
মিলন করিলা শেষে সুগ্রীবের সনে ॥
জ্যেষ্ঠ ভাই বালি লইলেক রাজ্য কাড়ি।
বলে হরি নিল তার রুমা নামে নারী ॥
সুগ্রীবের দুঃখ শুনি শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
বালিরে বধিয়া রাজ্য করিলা অর্পণ ॥
সীতার সন্ধান লাগি তবে কপীশ্বর।
নিযুক্ত করিলা ত্বরা অসংখ্য বানর ॥
সুগ্রীবের মন্ত্রী আমি নাম হনুমান।
আইলাম জানকীর করিতে সন্ধান ॥
এতেক কহিয়া হনু নীরব হইল।
কথা শুনি জানকীর বিস্ময় জন্মিল ॥
ঊর্দ্ধনেত্রে সীতাদেবী একদৃষ্টে চায়।
দেখিল বানর এক অতি ক্ষুদ্রকায় ॥
কপি-মুখে শুনি ভাষ সুমধুর অতি।
ভাবেন করিল ছল দুষ্ট লঙ্কাপতি ॥
আবার ভাবেন মনে হইবে স্বপন।
এইরূপে সীতাদেবী সচিন্তিত-মন ॥
তাহা দেখি কাছে আসি পবন-কুমার।
অঞ্জলি করিয়া মাথে করে নমস্কার ॥
মধুর বচনে পরে কহিলা মারুতি।
ভয় ত্যজি পরিচয় দেহ মোরে সতি ॥
আকার দেখিয়া তব মনে হেন লয়।
যাহার লাগিয়া কান্দে রাম দয়াময় ॥
যার লাগি দেশে দেশে সুগ্রীবের চর।
যার লাগি আমি লঙ্ঘিলাম এ সাগর ॥
ভাগ্যফলে পাইলাম তাঁর দরশন।
সফল হইল মোর যত পরিশ্রম ॥
তুমিই হইবে সেই অলোক-সুন্দরী।
রাঘবের মনোরমা জনক-ঝিয়ারী ॥
হেন রূপ অন্য পরে না হয় সম্ভব।
যেমন কহিলা রাম মিলিতেছে সব ॥
দয়া করি পরিচয় দেহ মাতঃ মোরে।
অদ্যই ফিরিতে হবে কিষ্কিন্ধ্যা নগরে ॥
তোমার সন্ধান নাহি পান যতক্ষণ।
বড় দুঃখে থাকিবেন ভাই দুইজন ॥

সীতাকে অঙ্গুরী-প্রদান।

কি বলিলে বল কপি বল পুনর্ব্বার।
এ হতভাগিনী তরে, আছেন কি শোকভরে,
করেন বিলাপ কি রে রাঘব আমার ?
থাকি যদি তাঁর মনে, কি ভয় রাক্ষসগণে,
হ'ল নাম শুনে হৃদে আশার সঞ্চার।
কি বলিলি বল কপি বল রে আবার ॥

বল কপি সুধামাখা রামের বারতা।
আমি রে অভাগী অতি, হারাইয়া প্রাণপতি,
ভুগিতেছি নিরবধি নিদারুণ ব্যথা।
রামের শপথ তোরে, ক'রোনা ছলনা মোরে,
ধরমের পথ ছেড়ে কয়ে মিথ্যা কথা।
মনের সন্তাপ নাশ দিয়া সে বারতা ॥

কোথা হ'তে এলি কপি কে পাঠালে তোরে ?
বলিয়া সে বিবরণ, শীতল করহ মন,
দিবানিশি হুতাশন জ্বলিছে অন্তরে।
শুনিলে কাহার কাছে, লঙ্কাতে দুখিনী আছে,
কে দিল সম্বাদ তোরে ত্বরায় বল রে।
দেখেছ কি কপি মোর নব জলধরে ?

সত্য বল দেখেছ কি রাঘবে আমার ?
সীতার নয়নমণি, জীবন-অধিক যিনি,
দেখে থাক বল শুনি কি রূপ তাঁহার।
বরণ কিসের মত, বল দেখি দেখেছ তো,
নয়ন আয়ত কত কহ সমাচার।
ভালবাসি শুনিতে বল রে বার বার ॥

বল কপি সব কথা হৃদয় খুলিয়া।
নাহি কর প্রতারণা, দেখো যেন বধিও না,
দুখিনীরে দুখের উপরে দুখ দিয়া।
সে রাজীব-পদ স্মরি, আছি রে পরাণ ধরি,

নতুবা কি বাঁচে নারী এ দুখ সহিয়া ?
পাষাণ-অধিক মোর সুকঠিন হিয়া ॥

বল কপি কেমনে আইলে লঙ্কাপুরে ?
কেমনে হইলে পার, নাই যার পারাপার,
শতেক যোজন এই দুস্তর সাগরে ?
বিবিধ আয়ুধ করে, অগণ্য প্রহরী ফেরে,
প্রবেশিলে কি প্রকারে রাবণ-আগারে ?
কহ কপি সব কথা সরল অন্তরে ॥

বল বল বল কপি করিয়া বিস্তার।
সদা ধনুঃশর হাতে, ফেরয়ে রামের সাথে,
কেমন আছেন সেই দেবর আমার ?
কি বলিল কহ শুনি, সুমিত্রা-নয়নমণি,
আছে কিরে অভাগিনী স্মরণে তাহার ?
বল কপি সব কথা করিয়া বিস্তার ॥

বল কপি কি বলিলে সম্ভব না হয়।
বনের বানর সনে রামের মিলন শুনে,
হইল আমার মনে দারুণ সংশয়।
আর বার ভাবি চিতে, সকলি সম্ভব তাঁতে,
সে যে চণ্ডালের মিতে বড় দয়াময়।
শুনিলে পরের দুখ গলয়ে হৃদয় ॥

সীতার কাতর বাক্য শুনে হনুমান।
দুটী আঁখি ছল ছল, গণ্ড ব'য়ে অশ্রুজল,
শ্রাবণের ধারাসম পড়ে অবিরাম।
অঞ্জলি করি মাথায়, বন্দিয়া সীতার পায়,
কহিতে লাগিল কথা অমৃত-সমান।
শ্রবণে জুড়ায় দগ্ধ সীতার পরাণ ॥

শুন মাতঃ পশু-মুখে সে সব কাহিনী।
বলি আমি একে একে, যা দেখিনু ঋষ্যমূকে,
সত্য মিথ্যা বিচার করহ সব শুনি।
নব নীরদের প্রায়, দুচিক্কণ শ্যাম কায়,
খেলিছে লাবণ্য তায় জিনি সৌদামিনী।
করি-কর জিনি দুই ভুজের বলনি ॥

প্রশস্ত ললাট বক্ষ আর উরুদ্বয়।
কম্বুগ্রীবা দৃঢ় অস্থি, বদনে চাঁদের জ্যোতি,
আকর্ণ নয়ন দুটী সদা হাসিময়।
এমন মূরতি মাতঃ, মানুষে কৈ দেখি না তো,
করে ধরে বিপুল ধনুক দুরজয়।
সুর-নর-গন্ধর্ব্বে উপজে মহাভয় ॥

শিরে শোভে চাঁচর চিকুরে জটাভার।
শঙ্করের শিরে যেন, ফণিফণা সুশোভন,
মরি মরি বালাই লইয়া সে শোভার।
বারেক হেরেছে যেই, আজন্ম মজেছে সেই,
আঁখি পালটিতে সাধ্য না হয় তাহার।
ভুবন-মোহন রূপ ভুলা বড় ভার ॥

সঙ্গে মাত্র প্রাণাধিক অনুজ লক্ষ্মণ।
স্থূল দৃঢ় স্কন্ধ দুটী, কটীতে বল্কল ধটী,
বিপুল ধনুক হস্তে ধরে অনুক্ষণ।
বরণ কনক-আভা, রমণী-মানস-লোভা,
অথচ সকলি তার বীরের লক্ষণ।
শত্রুর কাঁপয়ে হৃদি করি নিরীক্ষণ ॥

বড় ভাই বালি, পত্নী রাজ্য নিল কাড়ি।
সুগ্রীব মনের দুখে, ছিল তাই ঋষ্যমূকে,
বালি-ভয়ে প্রিয়জন পত্নী পুত্র ছাড়ি।
আত্মীয় বলিতে আর, ছিল না সঙ্গেতে তার,
ছিলাম কেবল মোরা মন্ত্রী জন চারি।
অকস্মাৎ রামে দেখি ভয় হ'ল ভারি ॥

বালির প্রেরিত বলি সুগ্রীব ভাবিল।
প্রাণ-ভয়ে লম্ফ দিয়া, ধরাধর কাঁপাইয়া,
মন্ত্রী সহ উচ্চতম শিখরে উঠিল।
যুক্তি করি মন্ত্রী সনে, শ্রীরামের সন্নিধানে
অবিলম্বে কপিবর মোরে পাঠাইল।
তখনি এ দাস আসি রামে দেখা দিল ॥

কি কব জননি আছে কি গুণ সে পায়।
একবার দেখামাত্র, পুলকে পূরিল গাত্র,
সঁপিল এ দাস মন প্রাণ সমুদায়।

ছুটি ভেয়ে লয়ে পিঠে, তখনি গেলাম ছুটে,
তুঙ্গ শৃঙ্গে কপিরাজ বসিয়া যথায়।
কত কথা হ'ল তথা সথায় সথায়॥

উভয়ের এক দশা শুনিয়া উভয়ে।
সাক্ষী করি বৈশ্বানরে, তখনি মিত্রতা করে,
উদ্ধারিতে রাজ্য পত্নী প্রতিশ্রুত হয়ে।
তারা এই কথা শুনি, মনেতে প্রমাদ গণি,
পতির চরণে কত কহিল কাঁদিয়ে।
বীরের অন্তর কভু নাহি টলে ভয়ে॥

বালিরে রাঘব বধ করিলা সমরে।
সুগ্রীব আনন্দ-মন, পাইয়া স্বরাজ্য ধন,
তারা রুমা দুই জনে তোষে সমাদরে।
রামের শুধিতে ধার, কপিরাজ্যে আপনার,
কোটী কোটী কামরূপী কপি জড় ক'রে।
পাঠাইলা সীতার সন্ধানে দেশান্তরে॥

পবনের পুত্র আমি নাম হনুমান।
অঙ্গদ বালির সুত, মহা-পরাক্রম-যুত,
তার সহ আইলাম করিতে সন্ধান।
অপার-সাগর-বারি, দেখিয়া চিন্তিত ভারি,
হইলেন যুবরাজ আর জাম্ববান।
জানে না হনুর কাছে গোষ্পদ-সমান॥

কামরূপী আমি মাতঃ রামের কৃপায়।
এই যে দেখিছ কায়, সামান্য মার্জ্জার-প্রায়,
রেখেছি ঢাকিয়া এই বৃক্ষের পাতায়।
যদি মনে করি মাতঃ, এখনি যোজন শত,
এই ক্ষুদ্র তনু অনায়াসে বৃদ্ধি পায়।
সাগরে ডুবাতে পারি এ হেন লঙ্কায়॥

সীতা বলে হনুমান কহিলে বিস্তর।
এক কথা বল দেখি, কেমনে কমল-আঁখি,
যাপেন বিরহে মোর রজনী বাসর।
কখন কি গুণধাম, করেন আমার নাম,
দেখেছ কি মোর লাগি হইতে কাতর।
বল শুনি কি বলিল লক্ষ্মণ দেবর॥

অঞ্জলি করিয়া শিরে পবন-নন্দন।
জিনিয়া সুধার সার, মুখের বচন তার,
পশু-সম ব্যবহার নহে ত কখন।
আনত করিয়া শির, কহিতে লাগিলা বীর,
অর্থযুক্ত সুগভীর বিরহ-বর্ণন।
শুনিয়া জানকী হ'ন হরষে মগন॥

পশু আমি তবু প্রাণ বিদরে আমার।
থাকে থাকে কথা নাই, মূক যেন দুটী ভাই,
এ চায় উহার মুখ পানে বার বার।
ভাসাইয়া গণ্ডস্থল, ভাসাইয়া ধরাতল,
শ্রাবণের ধারা-সম নয়ন-আসার।
রামের নয়নযুগে ঝরে অনিবার॥

উদাস অন্তরে কভু চায় শূন্য পানে।
কি হয় অন্তরে তাঁর, বুঝে উঠে সাধ্য কার,
নাই চক্ষে অশ্রুভার হাস্য সে বয়ানে।
পরম যোগীর মত, কাহার ধেয়ানে রত,
কে বলিবে হায় তাতো কেহ নাহি জানে।
নীরদে নিবিষ্ট আঁখি কাহার সন্ধানে॥

দিনে শতবার রাম কানন-মাঝারে।
কি যেন সন্ধান করি, ঘুরে ফিরে ধীরি ধীরি,
ভ্রমণ করয়ে সদা ধীর পাদচারে।
নয়ন ধরার দিকে, অবিরত বান্ধা থাকে,
অমূল্য হারাণ ধন উদ্ধারের তরে।
প্রাণের অনুজ সদা পিছু পিছু ফেরে॥

শয়ন ভোজনে রাঘবের ইচ্ছা নাই।
যত্নে পাতি কুশাসন, শয়ন করিতে কন,
কত অনুরোধ করি প্রাণাধিক ভাই।
সে বাক্যে কে দেয় কাণ, ব'সে নিশি অবসান,
কেমনে করেন রাম ভাবি আমি তাই।
মশক বসিলে গায় ভ্রূক্ষেপ নাই॥

সুস্বাদু বনের ফল যতনে আনিয়া।
অনুজ ধরিয়া করে, কত অনুনয় করে,
খাও বলি দেয় কভু বদনে তুলিয়া।

এমন অরুচি কার, দেখিনি জনমে আর,
নাহি খান একবার একটী ভুলিয়া।
কহেন সীতার লাগি দাও রে রাখিয়া॥

কভু নিরজনে বসি করয়ে রোদন।
বিলাপ করেন যত, কেমনে বলিব মাতঃ,
হৃদয় ফাটিয়া যায় করিলে স্মরণ।
হ'তেম পাষাণ যদি, কাছে বসি নিরবধি,
পূরাতাম সাধ তব করিয়া বর্ণন।
হেন ভালবাসা আর দেখিনি কখন॥

ধরায় পড়িয়া কভু ধূলায় ধূসর।
যেন ভস্ম বিভূষণে, সতীদেহ-অবসানে,
শোক-সন্তাপিত মনে ভ্রমিতেছে হর।
হা সীতে বলিয়া করে, কভু করাঘাত শিরে,
আর কি দেখিব ফিরে সুখ-সুধাকর।
হবে কি শীতল পুন তাপিত অন্তর॥

হরের ধনুক ভাঙ্গি পেলেম যে ধন।
বিধাতা সাধিল বাদ, না পূরিতে মন-সাধ,
সে ধন হরিয়া মোর নিল কোন্ জন।
কোন্ বৈর সাধিবারে, চোরা ঘায়ে কে আমারে,
হেন শেল হৃদে মারে করিয়া এমন।
প্রিয়ার বিরহে আর রহে না জীবন॥

এরূপে রাঘব যবে একান্ত কাতর।
সুগ্রীব লক্ষ্মণ সহ, কাছে বসি অহরহ,
সান্ত্বনা করেন তারে বুঝায়ে বিস্তর।
মিলনের আশা-তরি, মানসে আশ্রয় করি,
হতাশা-সাগর-বারি অতি সুদুস্তর।
তরিবে আশায় প্রাণ ধরে রঘুবর॥

দশ দিকে সীতার সন্ধানে গেল চর।
অঙ্গদের সঙ্গে আমি, হ'লেম দক্ষিণ-গামী,
তাহা দেখি রামচন্দ্র হরষ-অন্তর।
করিয়া অঙ্গুরী যুক্ত, আপনার নাম-যুক্ত,
দিলেন অঙ্গুরী মোরে অতি মনোহর।
এই ধর চিহ্ন পাতি ও কমল-কর॥

আসিবার কালে তব দেবর লক্ষ্মণ।
করি কত শত বার, তব পদে নমস্কার,
কাতরে কহিল করি কত আকিঞ্চন।
মনে রেখো ওরে হনু, মায়ের চরণ রেণু-
আশায় রহিল হেথা সেবক লক্ষ্মণ।
ভুলো না আনিতে চির-বাঞ্ছিত সে ধন॥

এত কহি হনু দিল অঙ্গুরী সীতাকে।
যে নামের লাগি হর, শ্মশানে হয়ে তৎপর,
যোগে বসি সদানন্দে জপে পঞ্চমুখে।
চারি মুখে প্রজাপতি, হইয়া অনন্যমতি,
যে নাম করেন জপ সদা মহাসুখে।
অঙ্গুরীয়-মধ্যে সীতা সেই নাম দেখে॥

রাখিলা মস্তকে সতী পতির অঙ্গুরী।
আনন্দ ধরে না মনে, বারিরূপে দুনয়নে,
বাহিরিল বেগে অতি ঝর ঝর ঝরি।
এত যে যাতনা যার, অস্থি চর্ম্ম মাত্র সার,
দূরে গেল পতির আদর মনে করি।
হনুরে করিলা আশীর্ব্বাদ প্রাণ ভরি॥

হনুর সহিত সীতার কথা।

কি দিয়া তুষিব বাপ আমি কাঙ্গালিনী।
অন্তরের আশীর্ব্বাদ লহ রে পাবনি॥
মৃত দেহে মোর সুধা ঢালি দিলি বাপ।
দূরে গেল হৃদয়ের নিদারুণ তাপ॥
যদি হই সতী আমি মতি থাকে রামে।
অজর অমর তুমি হবে ধরাধামে॥
রাম-নাম যত দিন রহিবে ভারতে।
ঘুষিবে তোমার কীর্ত্তি জানিহ নিশ্চিতে॥
এখন আবার পার হইয়া সাগর।
রামের নিকটে বাছা যাও রে সত্বর॥
দেখিলে স্বচক্ষে সব আমার দুর্গতি।
দেখিলে যে ভাবে আমি আছি দিবারাতি॥
কহিও রাঘবে এই সব সমাচার।
কহিও দুঃখের কথা করিয়া বিস্তার॥

স্বকর্ণে শুনিলে বাছা সব দুর্ব্বচন।
যেরূপে কহিল যাহা দুষ্ট দশানন॥
নিয়ম ক'রেছে যাহা শুনিলে সকলি।
আর দুই মাস গতে দিবে মোরে বলি॥
সহিলাম দশ মাস চেড়ীর তাড়না।
ওরে বাপ আর তো এ পরাণে সহে না॥
বড় জোর মাসেক রাখিব পাপ প্রাণ।
দেখিব ইহার মধ্যে আসে কিনা রাম॥
শৈথিল্য দেখহ যদি ব'লো রাঙ্গা পায়।
এ জন্মের তরে সীতা হইল বিদায়॥
জানাইয়া আশীর্ব্বাদ কহিও দেবরে।
তোমার সাধের সীতা মরে লঙ্কাপুরে॥
বড় অপরাধী সীতা লক্ষ্মণের কাছে।
বড় লাজে তাইতে মরমে ম'রে আছে॥
ব'লো তারে মোর হয়ে বিনীত বচনে।
ক্ষমা করে দুখিনীরে দুখ ত্যজি মনে॥
সুগ্রীব মিতায় মোর সাদর সম্ভাষ।
উপযুক্ত বাক্যে বাপ করিও প্রকাশ॥
কহিও পারয়ে যত করি পরাক্রম।
বধিতে সত্বরে এই রাক্ষস-অধম॥
কহিও সকলে মোর যে দেখিছ দশা।
প্রাণ মাত্র আছে করি উদ্ধারের আশা॥
মারুতি কহেন মা গো না কর বিলাপ।
হয়েছে দুখের অন্ত ত্যজ পরিতাপ॥
যতক্ষণ সাগর না হই আমি পার।
যতক্ষণ রাঘব নাহি লন সমাচার॥
ততক্ষণ সুখ-স্বপ্ন দেখুক রাবণ।
কপি-সৈন্য-কোলাহলে হইবে চেতন॥
পঞ্চমুখ সর্প সম রাঘবের শরে।
সবান্ধবে দশানন যাবে যম-ঘরে॥
অনুজের সঙ্গে যবে আসিবেন রাম।
জগতে বিলুপ্ত হবে রাক্ষসের নাম॥
পতি-পুত্র-হীন হয়ে যত নিশাচরী।
ঘরে ঘরে কান্দিবেক কাঁপায়ে এ পুরী॥
এ বিলম্ব যদি মাতঃ না পার সহিতে।
এখনি করহ ভর আমার পৃষ্ঠেতে॥
পিঠে করি লয়ে যাব সাগরের পারে।
অবিলম্বে রাম সহ মিলাব তোমারে॥
সীতা কহে অসম্ভব কহ হনুমান।
তব ক্ষুদ্র পিঠে কোথা বসিবার স্থান?
তাহা শুনি হনুমান হাসিতে হাসিতে।
লাফ দিয়া পড়ে আসি সীতার অগ্রেতে॥
বাড়ায় আপন তনু যোজন-প্রমাণ।
দেখিয়া বিস্ময়ে পূর্ণ সীতার বয়ান॥
জানকী কহেন বাছা সম্বর এ দেহ।
প্রমাদ ঘটিতে পারে যদি দেখে কেহ॥
হনু কহে চিন্তা কি মা তাহার কারণ।
কি করিতে পারে মোর ক্ষুদ্র দশানন॥
আজ্ঞা দিয়া দেখ দাস কত শক্তি ধরে।
উপাড়িয়া লঙ্কাপুরী ফেলাই সাগরে॥
অথবা বান্ধিয়া লেজে দুষ্ট লঙ্কেশ্বরে।
লয়ে যাই কিষ্কিন্ধ্যায় রামের গোচরে॥
সীতা বলে তোমাতে সম্ভব সব বটে।
কিন্তু তাহে রামের যশের হানি ঘটে॥
সাগর হইয়া পার আসিবেন রাম।
রাবণে করিবে বধ করিয়া সংগ্রাম॥
সুরাসুর যার ভয়ে সদা কম্পমান।
লভিবে অক্ষয় যশ তারে বধি রাম॥
হনু কহে ভাল তবে থাক্ লঙ্কাপুরী।
আপনি চলহ মাতঃ মোর পিঠে চড়ি॥
সীতা কহে তাহে নাহি সরে মোর মন।
চুরি ক'রে মোরে আনিয়াছে দশানন॥
তুমি পুন চুরি ক'রে লয়ে যাবে মোরে।
দুষ্ট লোকে কত কথা কবে ঠারে ঠোরে॥
আর দেখ সুবিপুল তব কলেবর।
লুকাইতে পারিবে না লঙ্কার ভিতর॥
আমারে দেখিয়া তব পৃষ্ঠের উপর।
ঘেরিবে রাক্ষসগণ হইয়া তৎপর॥

অস্ত্রশস্ত্র লয়ে তারা বাধাইবে রণ।
একা তুমি নিরস্ত্র কি করিবে তখন ॥
ভয়ে জ্ঞান-হত আমি পড়িব সাগরে।
খাইবে আমায় তথা কুম্ভীর হাঙ্গরে ॥
অপর আপত্তি মোর শুন হনুমান।
আজন্ম না জানি অন্যে বিনা সেই রাম ॥
অন্য পুরুষের অঙ্গ করিতে স্পর্শন।
কোন রূপে বাছা মোর নাহি সরে মন ॥
একমাত্র রাবণ ছুঁইল করি বল।
কি করিব নারী আমি সহজে দুর্ব্বল ॥
মারুতি কহিলা তবে কাজ নাই মাতা।
আর কিছু দিন কষ্টে থাক তুমি হেথা ॥
নমস্কার করি মা গো আসি আমি তবে।
অভিজ্ঞান দাও কিছু দেখাতে রাঘবে ॥
সীতা কহে মন দিয়া শুন হনুমান।
কহিবে শ্রীরামে মোর এই উপাখ্যান ॥
যখন আমরা চিত্রকূটে তিন জনে।
কুটীর রচিয়া বাস করি হৃষ্ট মনে ॥
এক দিন বসি দোঁহে প্রত্যন্ত পর্ব্বতে।
কত কথা হয় তথা হাসিতে হাসিতে ॥
নিদ্রার আবেশে অবশেষে প্রভু রাম।
মোর কোলে রাখি শির লভিলা বিরাম ॥
দুরন্ত বায়স এক আসি সেই স্থানে।
চঞ্চুর আঘাত করিলেক মোর স্তনে ॥
আতঙ্কে চীৎকার করি পাইয়া আঘাত।
সেই শব্দে নিদ্রা ত্যজি উঠিলেন নাথ ॥
বায়সের ব্যবহার শুনি ক্রোধ-মনে।
ত্যজিলেন ব্রহ্ম-অস্ত্র তাহার নিধনে ॥
বায়স উড়িল শূন্যে অস্ত্র পিছু ধায়।
যথায় কাকের গতি অস্ত্র তথা যায় ॥
ত্রিলোক ভ্রমিল কাক প্রাণ বাঁচাইতে।
না পেয়ে আশ্রয় শেষে আইল পর্ব্বতে ॥
মিনতি করিতে বহু রামের চরণে।
দয়া উপজিল বড় রাঘবের মনে ॥
ব্রহ্ম-অস্ত্র কিন্তু কভু ব্যর্থ নাহি হয়।
এক চক্ষু মাত্র নাশ কৈলা দয়াময় ॥
বায়স হইয়া তুষ্ট পেয়ে প্রাণদান।
আপনার স্থানে পরে করিলা প্রস্থান ॥
এ গূঢ় রহস্য আর কেহ নাহি জানে।
অভিজ্ঞান-স্বরূপ কহিবে তাঁর স্থানে ॥

সীতা কর্ত্তৃক হনুমানকে মণিপ্রদান।

মারুতি কহিলা মা গো করহ বিদায়।
চেয়ে দেখ নিশা হ'ল অবসান-প্রায় ॥
শীতল মলয়ানিল মন্দ মন্দ বহে।
অমৃত বরষি যেন পরশিছে দেহে ॥
শাখী'পরে পাখী সব জাগিয়া উঠিল।
গীত-ছলে জগদীশে স্তুতি আরম্ভিল ॥
পূরব আকাশে রবি উদিবে এখনি।
পলাইবে অন্ধকার মনে ভয় গণি ॥
চেড়ীগণ তোমারে না দেখি যথাস্থানে।
সন্ধান করিতে তারা আসিবে এখানে ॥
বিলম্ব উচিত অতএব নাহি হয়।
ত্যজিব কানন না হইতে সূর্য্যোদয় ॥
যাইতে উদ্যত এত কহি হনুমান।
কাতরে কান্দিয়া সীতা তাহারে ফিরান ॥
দশ মাস কাটিতেছি যে দুখে পাবনি।
উপরে ধরম জানে আর জানি আমি ॥
তোমারে দেখিয়া অবধি দুখ গেছে দূরে।
আর এক দিন বাছা থাক লঙ্কাপুরে ॥
সাধ নাহি মেটে শুনি রামের কাহিনী।
আবার শুনিব ইচ্ছা হইলে যামিনী ॥
গোপনে কাটায়ে কোনরূপে দিনমান।
নিশায় আমার কাছে এস হনুমান ॥
হনু বলে দুখ ত্যজি শান্ত কর মন।
অচিরে রামের সহ হইবে মিলন ॥

সীতা বলে শান্ত আমি হইব কেমনে।
রামের বিরহে কিছু সুখ নাই মনে।
দুস্তর সাগর মাঝে এই লঙ্কাপুরী।
সদা চিন্তা মনে রাম আসিবে কি করি॥
বানর-কটক সহ সুগ্রীব কেমনে।
হবেন সাগর পার ভাবি তাই মনে॥
মারুতি কহেন মা গো চিন্তা কর বৃথা।
মোর পিঠে চড়ি আসিবেন দুই ভ্রাতা॥
বানর-কটক মাঝে সব-ছোট আমি।
পবনে জিনিয়া তারা সবে বেগগামী॥
অনায়াসে পার হবে দুস্তর সাগর।
কিছু চিন্তা নাই স্থির করহ অন্তর॥
যে নিয়ম করি দিলা সুগ্রীব রাজন।
হইয়াছে গত বৃথা ফিরি বনে বন॥
আবার বিলম্ব যদি করিব এখানে।
না পাইব পরিত্রাণ সুগ্রীবের স্থানে॥
বিশেষে যেরূপ দেখে এসেছি রাঘবে।
বিলম্ব করিলে তাঁর জীবন না রবে॥
অতএব অনুরোধ ক'রো না মা আর।
দিন কত স্থির থাক আসিব আবার॥
কোটী কোটী বানর-কটক সঙ্গে করি।
অবরোধ সত্বরে করিব লঙ্কাপুরী॥
দাবানলে বন যথা পুড়ে হয় ছাই।
অচিরে সোণার লঙ্কা হবে মাতা তাই॥
বিধবা রমণী যথা ত্যজে অলঙ্কার।
হইবে তেমতি দশানন স্বর্ণ লঙ্কার॥
ঘরে ঘরে কান্দিবেক রাক্ষসের নারী।
কান্দিবেক রাবণের রাণী মন্দোদরী॥
দশ মুণ্ড রাবণের লুটাবে ধরায়।
সংশয় নাহিক ইথে জানিহ নিশ্চয়॥
বিদায় করহ মোরে তুষ্ট মনে সতি।
অধিক বিলম্ব নাই পোহাইতে রাতি॥
এত শুনি জানকী সম্বরি আঁখি-জল।
যতনে খুলিলা নিজ বস্ত্রের অঞ্চল॥
বস্ত্রে বান্ধা মহামণি লয়ে নিজ করে।
ধর বলি দিলা বীর পবন-কুমারে॥
সীতা বলে এই অভিজ্ঞান দিও তাঁরে।
দেখিলে সন্দেহ কিছু না রবে অন্তরে॥
যৌতুক দিলেন মণি শ্বশুর আমায়।
বিবাহের কালে পিতৃ-গৃহে মিথিলায়॥
এত শুনি মণি লয়ে পবন-নন্দন।
ভক্তিভাবে মস্তকেতে করিলা ধারণ॥
জানকীর পদে তবে করি নমস্কার।
বিদায় হইয়া চলে পবন-কুমার॥

হনুমান কর্ত্তৃক অশোকবন-ভঙ্গ।

কার্য্যসিদ্ধি করি হনু, পুলকে পূরিত-তনু,
ধায় আর চায় চারি পাশে।
অশোক-কানন-শোভা, সুর-নর-মন-লোভা,
দেখি বীর মনে মনে হাসে॥
সীতার সন্ধান করি, শুধুই যাইব ফিরি,
বৃথা তবে ধরি হনু নাম।
বন্ধুগণ দিবে লাজ, কি বলিবে কপিরাজ,
কি বলিব শুধাইলে রাম॥
ফিরে গেলে কিষ্কিন্ধ্যায়, শুধাবে সবে আমায়,
লঙ্কেশ্বর ধরে কত বল।
কত সৈন্য আছে তার, যোদ্ধা তারা কিপ্রকার,
কিপ্রকার সমর-কৌশল॥
নিশি-যোগে চুরি ক'রে, আইলাম লঙ্কাপুরে,
নিশিতেই যাব পুন ফিরে।
উত্তর কেমনে দিব, কাজেই নীরবে রব,
কেন নাহি সাজে মারুতিরে॥
এইরূপ করি যুক্তি, প্রকাশিতে নিজ শক্তি,
ধরে মূর্ত্তি অতি ভয়ঙ্কর।
পর্ব্বত-প্রমাণ তনু, চক্ষু দুটী যেন ভানু,
নিশ্বাসে বহিল মহাঝড়॥
গগনে উঠিল শির, পদ-ভরে নহে স্থির,
লঙ্কাপুরী করে টলমল।

শুনি হুহুঙ্কার শব্দ, সকলে হইল স্তব্ধ,
ক্ষুব্ধ অতি সাগরের জল ॥
হস্তপদ-সঞ্চালনে, অগণ্য বিটপিগণে,
ভাঙ্গিয়া পড়িল ধরাতলে।
বাকি যা রহিল শেষে, করে ধরি অনায়াসে,
উপাড়িয়া ফেলিল সমূলে ॥
যত ছিল গুল্ম লতা, ছিঁড়িয়া খাইল পাতা,
ফলের ফুলের গেল চিহ্ন।
সুন্দর সরসী যত, কুবলয়-সুশোভিত,
কোপে হনু করে ছিন্ন ভিন্ন ॥
সৌধরাজি মনোহর, চূর্ণ করি কপিবর,
সত্বর ফেলিল সিন্ধুনীরে।
গজের উপাড়ি দন্ত, সকলে করিল অন্ত,
অশ্ব নাশে অশ্বের প্রহারে ॥
হ'ল সব লণ্ডভণ্ড, দেখি বিপরীত কাণ্ড,
চেড়ীগণ উর্দ্ধশ্বাসে ধায়।
রাবণের অন্তঃপুরে, গিয়ে সবে নত শিরে,
নিবেদিল রাক্ষস-রাজায় ॥
শুন শুন মহাশয়, বলিতে আশঙ্কা হয়,
না বলিলে নয় তাই আসা।
দয়া করি দাসীগণে, অভয় দিলে হে মনে,
তবে পাই বলিতে ভরসা ॥
না জানি কে করি ছল, আসি প্রকাশিল বল,
দেখি নাই আকার এমন।
দেখিতে কপির মত, পরাক্রম অপ্রমিত,
বিনাশিল অশোক-কানন ॥
নাই গুল্ম নাই লতা, নাই বৃক্ষ মাত্র তথা,
নাই তব বিলাস-ভবন।
কত বা বলিব আর, সব কৈল ছারখার,
শীঘ্র আসি কর দরশন ॥
গজ বাজী যত ছিল, মুহূর্ত্তেকে বিনাশিল,
মারিল রক্ষক বহুতর।
বুঝি বা সে এতক্ষণ, ত্যজিয়া অশোক-বন,
প্রবেশিল পুরীর ভিতর ॥

চেড়ী-বাক্যে দশানন, জ্বলে যেন হুতাশন,
আরক্ত-বরণ আঁখি দুটী।
কাঁপে অঙ্গ থর থর, মুখে বলে ধর ধর,
দাপটে ফাটিয়া উঠে মাটি ॥
অধর কাটিয়া দাঁতে, ভাসিল রুধির-স্রোতে,
ক্রোধে জ্ঞান-হত রক্ষঃপতি।
ডাকি শত বীরবরে, হনুমানে ধরিবারে,
দশানন দিলেন আরতি ॥

রাক্ষস ও হনুমানের সমর।

ভাঙ্গিয়া অশোক-বন পবন-কুমার।
রাম জয় শব্দে ছাড়ে ঘন হুহুঙ্কার ॥
মেঘের নিনাদ জিনি শুনি সিংহনাদ।
লঙ্কার রাক্ষসগণ গণিল প্রমাদ ॥
রাজার আদেশে সবে ধরিতে বানরে।
মুষল মুদ্গর শেল শূল লয়ে করে ॥
বাহিরিল বীরদাপে মহাবীরগণ।
দেখিতে অপূর্ব্ব অতি আকৃতি ভীষণ ॥
বিপুল ধনুক হস্তে শব্দ মার মার।
শুনিয়া সবার মনে লাগে চমৎকার ॥
হনুর আনন্দ দেখি আসন্ন সমর।
এক লাফে উঠে গিয়া তোরণ-উপর ॥
পূরবে প্রভাতে যথা শোভা পায় ভানু।
তেমতি তোরণ-স্তম্ভে উপবিষ্ট হনু ॥
সুরয-সঙ্কাশ মুখে বিকট দশন।
বিকট করয়ে শব্দ করিয়া ঘর্ষণ ॥
লেজের সাপটে সন্ সন্ শব্দ হয়।
নাসার নিশ্বাসে প্রলয়ের ঝড় বয় ॥
নয়নে বাহির হয় আগুনের কণা।
ঝক মক করে নখ যেন ফণি-ফণা ॥
গরজে গভীর যথা নীরদ-নিচয়।
ঘন ঘন ডাক ছাড়ে বলি রাম জয় ॥
রাম জয় রাম জয় লক্ষ্মণের জয়।
একাকী করিব আমি রক্ষঃকুল ক্ষয় ॥

শুনিয়া ভীষণ শব্দ শোণিত শুকায়।
বিনা যুদ্ধে মহামারী হইল লঙ্কায়॥
প্রলয় গণিয়া কেহ হয় জ্ঞান-হারা।
ভূমিকম্প ভাবি কেহ হ'ল গৃহ-ছাড়া॥
অশনি-পতন জানি কেহ মূর্চ্ছা যায়।
শিরে কর হানি কেহ করে হায় হায়॥
হেনকালে আইল কিঙ্কর সৈন্যগণ।
হনুরে দেখিয়া করে অস্ত্র বরিষণ॥
চারি দিকে রক্ষঃসৈন্য ঘেরিল দেখিয়া।
লইল পরিঘ এক মারুতি হাসিয়া॥
বজ্র হস্তে যথা নাশে অসুরে দেবেশ।
তেমতি করিল হনু রাক্ষসের শেষ॥
কাহার ভাঙ্গিল মাথা হস্তপদ কার।
বিষম প্রহারে কারু চূর্ণ হয় হাড়॥
উপাড়িয়া পাড়িল কাহার চক্ষু দুটী।
নিদারুণ যাতনায় কামড়ায় মাটি॥
পলাইতে হনু তার পাছু ধেয়ে যায়।
পায়ে ধরি পাক দিয়া সাগরে ফেলায়॥
এইরূপে বধিল বিস্তর নিশাচরে।
হাহাকার শব্দ উঠে লঙ্কার ভিতরে॥
কোনরূপে পলাইয়া দুই চারি জন।
আসি উপনীত যথা রাক্ষস রাবণ॥
কাতরে কহিল সব সমর-বৃত্তান্ত।
কপি নহে মহারাজ সাক্ষাৎ কৃতান্ত॥
উপায় করহ ত্বরা বধিতে বানরে।
নতুবা নিস্তার আর নাই তাঁর করে॥
মরিল কিঙ্কর নামে ছিল যত সেনা।
মরিল তুরঙ্গ গজ কে করে গণনা॥
শুনিয়া দূতের বাক্য চিন্তিত রাবণ।
জম্বুমালী বীরে যুদ্ধে করিলা বরণ॥
প্রহস্তের পুত্র সে অতুল-পরাক্রম।
সমরে শত্রুর পক্ষে কালান্তক যম॥
রাজার আদেশে ধরি নানা প্রহরণ।
রথে চড়ি চলে যথা অশোক-কানন॥
বীরদাপে ধরা কাঁপে বলে মার মার।
বিপুল ধনুকে দিল সবলে টঙ্কার॥
শব্দ শুনি স্বরগে কাঁপিল সুরচয়।
উথলিল সপ্ত সিন্ধু গণিয়া প্রলয়॥
সৈন্য-পদ-ধূলি উড়ি ছাইল গগন।
দেখিয়া ধাইল বীর পবন-নন্দন॥
বিশাল শালের গাছ ধরি দুই হাতে।
ঘন পাকে ঘুরাইয়া মারে কার মাথে॥
আঁচড় কামড়ে ছেঁড়ে রাক্ষসের অঙ্গ।
সহিতে না পারি সবে রণে দিল ভঙ্গ॥
দেখি জম্বুমালী রুষি মারে দশ বাণ।
হনুর হাতের গাছ হ'ল খান খান॥
সত্বরে সন্ধান করি পুন দশ শর।
বিন্ধিল রাক্ষস মারুতির কলেবর॥
অঙ্গ ঝাড়া দিয়া হনু খসাইয়া বাণ।
তুলিয়া লইল হাতে শিলা এক খান॥
টান দিয়া ফেলে শিলা সৈন্যের উপর।
চাপনে রাক্ষস বহু গেল যম-ঘর॥
এক লাফে রথে গিয়া পড়ে হনুমান।
পদাঘাতে ভাঙ্গিয়া করিল খান খান॥
বজ্রমুষ্টি মারে জম্বুমালীর মস্তকে।
ব্যথিত হইয়া বীর ঘোরে ঘন পাকে॥
সম্বরি আপনা পরে পরিঘ ধরিয়া।
হনুর বিশাল বক্ষে মারিল ধাইয়া॥
রাক্ষসের দারুণ প্রহারে হনুমান।
গরজি উঠিল দেহ ক্রোধে কম্পমান॥
বাম হাতে পরিঘ ধরিয়া টান দিতে।
সহিতে না পারি রক্ষঃ পড়িল ভূমিতে॥
রাক্ষসের পিঠে চড়ি পবন-নন্দন।
মাটিতে ঘষিয়া মুখ ভাঙ্গিল দশন॥
চরণ-আঘাতে চূর্ণ মস্তকের খুলী।
যমের সদনে জম্বুমালী গেল চলি॥
সমর করিয়া জয় পবন-কুমার।
লাফ দিয়া তোরণে উঠিল পুনর্ব্বার॥

মন্ত্রিপুত্রগণ ও বিরূপাক্ষের রণে পতন।

জম্বুমালী পড়ে রণে, বারতা দিতে রাবণে,
চলে ভগ্ন দূতগণে, বসি যথা সিংহাসনে,
লঙ্কার ঈশ্বর।
প্রণাম করিয়া রহে যুড়ি দুই কর॥
নখাঘাতে কলেবরে, নিয়ত রুধির ঝরে,
মুখে নাহি বাক্য সরে, শবাকার সবাকারে,
করি নিরীক্ষণ।
জলদ-গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসে রাবণ॥
কহ দূত ত্যজি ভয়, হইল কি যুদ্ধ জয়,
বিলম্ব নাহিক সয়, শুনিতে আশ্চর্য্যময়,
রণের বারতা।
কহ জম্বুমালী মহাবীর মোর কোথা॥
কহ ত্বরা কপিবরে, ফেলে এলে কত দূরে,
আনিতেছে কে তাহারে, বেন্ধেছ কি ভাল ক'রে,
হস্তপদ তার।
দেখো না পালায় যেন বানর দুর্ব্বার॥
দূত কয় লঙ্কেশ্বর, শমনের সহোদর,
নিশ্চয় সে কপিবর, হইবে অপরাপর,
পারে কি করিতে।
যে করিল আজি রণে রাক্ষস নাশিতে॥
বধি সৈন্য সমুদয়, সমর করিল জয়,
কি কহিব মহাশয়, কাঁপিতেছে এ হৃদয়,
স্মরিয়া বীরত্ব।
জম্বুমালী যুদ্ধে আজি পেয়েছে পঞ্চত্ব॥
দূতমুখে বিবরণ, শুনি ক্রোধে দশানন,
জ্বলে যেন হুতাশন, ঘুরাইয়া দু নয়ন,
লাগিলা কহিতে।
কে যাবে কহ রে ত্বরা হনূরে ধরিতে॥
পশু হ'য়ে এত দাপ, আশু পাবে পরিতাপ,
জানে না যে কাল সাপ, বদনে সঁপয়ে কর
অতি মূঢ় জন।
ডাকিয়া আনিল মূর্খ আপন মরণ॥
রাজার আদেশ শুনে, মন্ত্রিপুত্র সাত জনে,
সাজি নানা প্রহরণে, দিব্য রথ আরোহণে,
চলিল সমরে।
কাঁপিল সভয়ে স্বর্গে সকল অমরে॥
রণবাদ্য বাজে নানা, সঙ্গে সাত লক্ষ সেনা,
সিংহদ্বারে দিল হানা, যথায় হনুর থানা,
স্তম্ভের উপরে।
শক্র সন্ত্রাসিতে ঘন সিংহনাদ ছাড়ে॥
কাল-সম কপিবরে, দেখিয়া কাঁপয়ে ডরে,
নিকটে যাইতে নারে, থাকিয়া কিঞ্চিৎ দূরে,
করে বরিষণ।
শ্রাবণের ধারা-সম শর অগণন॥
হনুর মস্তক মুখে, হস্ত পদ পৃষ্ঠ বুকে,
পড়ে শর ঝাঁকে ঝাঁকে, দেখি যত দেব লোকে,
গণিল প্রমাদ।
মারুতি না জানে কিন্তু রণে অবসাদ॥
বলে অঙ্গ ঝাড়া দিতে, খসি পড়ে চারি ভিতে,
সব শর ধরণীতে, পরিঘ লইয়া হাতে,
বলি রাম জয়।
মুহূর্ত্তে করিল লক্ষ লক্ষ রক্ষঃ ক্ষয়॥
অহিকুলে খগপতি, অনাসে নাশে যেমতি,
রাক্ষসে নাশে মারুতি, তেমতি পরিঘ নখ
দন্তের প্রহারে।
যাতনায় নিশাচর ত্রাহি ডাক ছাড়ে॥
মারুতির পরাক্রমে, ছত্রভঙ্গ হয় ক্রমে,
দেখি মন্ত্রিপুত্রগণে, সচিন্তিত মনে মনে,
হয়ে অতিশয়।
ধনুক ধরিয়া ধীরে অগ্রসর হয়॥
বাছিয়া বাছিয়া বাণ, লঘু হস্তে সুসন্ধান,
করিয়া হনুর প্রাণ, হরিতে বাসনা বড়
সবার অন্তরে।
সাবধানে দাঁড়াইল চারিদিক ঘিরে॥

চারিদিকে শর বৃষ্টি, করিয়া রোধিল দৃষ্টি,
যেন বিনাশিতে সৃষ্টি, মুষলের ধারে বর্ষে
প্রলয় কালেতে।
সবিস্ময়ে দেবগণ লাগিল দেখিতে॥

রুধিরে ভাসিল তনু, যেন প্রভাতের ভানু,
আকাশে উঠিয়া হনু, বিনাশিতে শত্রুকুলে
ভাবয়ে উপায়।
দূরে দেখি শাল বৃক্ষ সেই দিকে ধায়॥

উপাড়ি শালের গোড়া, দিতে দুই এক নাড়া,
তরুবর হয়ে নেড়া, শোভিল বিশাল কাল-
দণ্ড সম হাতে।
মহাবেগে প্রহারিল রাক্ষসের রথে॥

হনুর বিষম ঘায়, সপ্ত রথ চূর্ণ হয়,
মরিল রথের হয়, পড়িল ভূমিতে লাফ
দিয়া বীরগণ।
ধরাতলে হাতাহাতি বাধে মহারণ॥

কভু বা উপরে উঠে, কভু হনু পড়ে হেঁটে,
আঁচড় কামড়ে ছুটে, ঝর ঝর রুধিরের
ধারা অঙ্গ দিয়া।
যেন রে গৈরিক স্রোত পর্ব্বত বহিয়া॥

দুই পক্ষ এইরূপে, সমর করয়ে কোপে,
হেন কালে এক লাফে, দুই হাতে দুই জনে
ধরি হনুমান।
সাগরের মাঝে ফেলে দিয়া এক টান॥

করিয়া চপেটাঘাত, কাহার ভাঙ্গিল দাঁত,
উদর ছিঁড়িয়া আঁত, বাহির করিল হনু
নখের প্রহারে।
ক্রমে সাত রথী গেল শমন-আগারে॥

ভগ্নদূত ত্বরা করি, প্রবেশিয়া রাজপুরী,
মস্তকে অঞ্জলি ধরি, রণের বারতা কান্দি
কহে লঙ্কেশ্বরে।
মন্ত্রিপুত্রগণ সবে গেলা যম-ঘরে॥

শুনি যুদ্ধ-সমাচার, উঠে রব হাহাকার,
মন্ত্রিগণ শবাকার, হইয়া সহসা পড়ে
রাজ-সভাতলে।
রাজার আজ্ঞায় সবে ধরাধরি তোলে॥

চেতন পাইয়া পরে, কান্দে সকরুণ স্বরে,
সেই সঙ্গে অন্তঃপুরে, উঠিল গগনভেদী
রোদনের ধ্বনি।
"হায় কি হইল কোথা গেলি যাদুমণি"॥

সরমে না মুখ ফুটে, সুকোমল হৃদিপুটে,
শোক-শিখা জ্বলে উঠে, পতি-সোহাগিনী ধনী
প্রথম-যৌবনা।
পোড়া বিধি তোর কিরে এত বিড়ম্বনা॥

এখানে রাক্ষস-পতি, চিন্তায় কাতর অতি,
ন-ভূত ন-ভবিষ্যতি, পশু হ'তে এ দুর্গতি,
ছিল কি কপালে।
না জানি বিধির চক্রে কি হইবে কালে॥

যাহাদের বীরদাপে, সুরাসুর সদা কাঁপে,
নাহি জানি কোন পাপে, বনের পশুর হাতে
মরিল সে সবে।
এই অপমান মোর কিছুতে না যাবে॥

হইল বিষম দায়, করি এবে কি উপায়,
ক্রমে সৈন্য ক্ষয় পায়, কাহারে পাঠাই এই
ভীষণ সমরে।
কে রাখিবে আজি মোরে বিপদ-সাগরে॥

এতেক চিন্তিয়া মনে, মহারথ পাঁচ জনে,
তুষি মিষ্ট সম্ভাষণে, বরণ করিয়া কাল
কপিরে ধরিতে।
যুদ্ধবিশারদ বীর লাগিলা কহিতে॥

যাও মহারথিগণ, সাবধানে কর রণ,
নাহি হবে বিস্মরণ, যুদ্ধনীতি যাহা কিছু
শিখেছ যতনে।
শত্রুরে সামান্য জ্ঞান না করহ মনে॥

রাখিতে আপন পক্ষ, করিবে উপায় লক্ষ্য,
সকলে হইয়া ঐক্য, আক্রমণ করিবে
শত্রুরে একবারে।
সুবিধা পাইলে কভু নাহি দিবে ছেড়ে॥

বচনে না ভুলো তার, কার্য্যে কূট ব্যবহার,
মুখে হাসি করি সার, তুষিবে তাহারে যদি
হয় প্রয়োজন।
আপন উদ্দেশ্য নাহি ভুলে কদাচন॥

কত কব একে একে, চিরদিন সঙ্গে থেকে,
ক'রেছ কৌশল শিক্ষে, তোমরা সমান মোর
এক এক জন।
বুঝিয়া করিবে কার্য্য যখন যেমন॥

কে সহে আমার টান, সুরাসুর কম্পমান,
কপি করে অপমান, হ'তেছে বিষম লজ্জা
এ কথা কহিতে।
সহিতে হইল এত তোমরা থাকিতে॥

রাজার শুনিয়া বাক্য, ক্রোধে উঠে বিরূপাক্ষ,
দুর্দ্ধর্ষ আর যূপাক্ষ, ভাষকর্ণ প্রদ্যপ
নামেতে পঞ্চ বীর।
নানা অস্ত্রে সাজি সবে হইলা বাহির॥

যুদ্ধের পাইয়া সাড়া, বাজিল দামামা কাড়া,
সাজিল অযুত ঘোড়া, হাজার হাজার হস্তী
চালায় মাহুতে।
লক্ষ রথী সশস্ত্রে চড়িল গিয়া রথে॥

তার পাছু দলে দলে, অসংখ্য পদাতি চলে,
পদভরে ক্ষিতি টলে, ধূলা উড়ে রবিকর
ঢাকিল লঙ্কায়।
পবন রোধিল বায়ু পড়িয়া শঙ্কায়॥

মত্ত হয়ে বীরদাপে, চলে সৈন্য চাপে চাপে,
দেখি গর্জ্জে মহা কোপে, তোরণ-স্তম্ভেতে বসি
পবন-তনয়।
ভীম নাদে ঘোষণা করিয়া পরিচয়॥

সামান্য বানর নই, সুগ্রীবের চর হই,
আমি ত্রিভুবন-জই, পবনের পুত্র মোর
নাম হনুমান।
পরাক্রমে জেনো মোরে পিতার সমান॥

শ্রীরামের আজ্ঞা ধরি, সাগর লঙ্ঘন করি,
নাশিতে এ লঙ্কাপুরী, আসিয়াছি রক্ষঃকুল-
কালরূপে আমি।
কে করিবে রণ শীঘ্র হও অগ্রগামী॥

শুনি বাক্য মারুতির, সহস্র প্রধান বীর,
ধনুকে যুড়িয়া তীর, লক্ষ্য করে হনুমানে
ছাড়ি হুহুঙ্কার।
গগনে উঠিল বাণ বিদ্যুত-আকার॥

পরিঘ লইয়া করে, মারুতি মণ্ডলী ক'রে,
ফিরায় মস্তকোপরে, ঘনপাকে পরিঘ
ধরিয়া দুই হাতে।
শতখান হয়ে বাণ পড়িল ধরাতে॥

ব্যর্থ করি রক্ষঃ-শরে, পরিঘ হানিয়া শিরে,
পাঠাইল যম-ঘরে, সহস্র রাক্ষসে একে
একে বীরবর।
মরিল চাপনে তার পদাতি বিস্তর॥

তবে বীর বিরূপাক্ষ, হনুমানে করি লক্ষ্য,
ছাড়ে বাণ লক্ষ লক্ষ, উজলিয়া দশদিক
ধায় শরচয়।
কাটিয়া হনুর তনু করে রক্তময়॥

দেখি কোপে হনুমান, সাপটিয়া রথ খান,
ধরিয়া মারিল টান, খান খান হয়ে রথ
পড়ে চারি ভিতে।
লাফ দিয়া বিরূপাক্ষ পড়িল ভূমিতে॥

পেছু পেছু কপিবর, ধাইয়া মারিল চড়,
বিরূপাক্ষ ধড় ফড়, করয়ে ধরায় প'ড়ে
হয়ে জ্ঞান-হারা।
দেখিয়া যূপাক্ষ হনুমানে দিল তাড়া॥

বজ্রমুষ্টি মারি বুকে, বিনাশ করি যূপাক্ষে,
ধায় দুর্দ্ধর্ষের দিকে, অতি ক্রোধে মহাকায়
পবন-নন্দন।
পদাঘাতে দিলা তারে শমন-ভবন।

ভাষকর্ণ আসি পরে, বিপুল সমর করে,
আঁচড় কামড় চড়ে, রক্তে রাঙ্গা কলেবর
হইল তাহার।
পরিঘ-আঘাতে হনু করিল সংহার॥

হাতে ক্ষুরধার অসি, প্রদ্যস রুষিয়া আসি,
হনুর সমরে পশি, ভীম পরাক্রমে বীর
করে মহামার।
কাড়িয়া লইল অসি পবন-কুমার॥

সেই অসি মারি তারে, পাঠাইলা যমঘরে,
হাহাকার শব্দ ক'রে, রক্ষঃ-সৈন্য চারিধারে
ছুটিয়া পলায়।
পরিঘ ধরিয়া করে হনু পাছু ধায়॥

বেগে ধায় হনুমান, কার সাধ্য সহে টান,
আতঙ্কে হারায় প্রাণ, ঐ এল হনু ব'লে
ধরাতলে পড়ে।
গায়ের বাতাসে গেল বহু সৈন্য উড়ে॥
হাতী ফে'লে হাতী মারে, শত অশ্ব একেবারে,
ছুঁড়িয়া ফেলায় দূরে, শবে পূর্ণ রণক্ষেত্রে
করিয়া শ্মশান।
তোরণে বিশ্রাম হেতু উঠে হনুমান॥

কুমার অক্ষের রণে পতন।

দূতমুখে দশানন রণের বারতা।
শুনিয়া মরমে পায় নিদারুণ ব্যথা॥
সুরাসুর-জয়ী বিরূপাক্ষ আদি বীর।
বানরের রণে সবে ত্যজিল শরীর॥
ইহা ভাবি আশ্চর্য্য মানিয়া মনে মনে।
ইঙ্গিতে চাহিলা অক্ষকুমারের পানে॥
বুঝিয়া রাজার মন অক্ষ বীরবর।
সাজিল ত্বরিতে ইচ্ছা করিয়া সমর॥
মণিময় কাঞ্চন বর্ম্মেতে আঁটি তনু।
বিভাসিত-বপু যেন প্রভাতের ভানু॥
সুদৃঢ় কিরীট শিরে অতি শোভা করে।
সুমেরু-শেখর যথা দিবাকর-করে॥
করি-কর সম করে রতন-বলয়।
নীরদে যেমন ইন্দ্রধনুর উদয়॥
সুবর্ণ-রচিত রথে বীর-চূড়ামণি।
অসি চর্ম্ম ধরি করে উঠিল তখনি॥
নানা অস্ত্র রাখে ভৃত্য রথের উপর।
শেল শূল জাঠা জাঠি মুষল মুদ্গর॥
দিব্য শরে পূর্ণ তূণ ধনুক ভীষণ।
তোমর বিবিধজাতি শক্তি অগণন॥
অষ্ট গোটা মহা অশ্বে টানে রথ খান।
জলে স্থলে শূন্যে গতি সর্ব্বত্রে সমান॥
বহু সৈন্য অশ্ব গজ সঙ্গে লয়ে বীর।
পুরী হ'তে রণ-মদে হইলা বাহির॥
তোরণ-উপরে দেখি পবন-নন্দনে।
আশ্চর্য্য হইয়া অক্ষ ভাবে নিজ মনে॥
যুদ্ধ করিবার যোগ্য পাত্র এই হয়।
জিনিলে জগৎ যুড়ে পৌরুষ নিশ্চয়॥
থাক্ থাক্ ওরে কপি পালাবি কোথায়।
এক শরে এখনি পাঠাব যমালয়॥
হনু বলে তোরে দেখি তনু কাঁপে ডরে।
বসিয়া থাকিতে নারি তোরণ-উপরে॥
দয়া ক'রে দাও ছেড়ে রাখহ মিনতি।
সামান্য পশুরে বধি লভিবে কি খ্যাতি॥
ব্যঙ্গ শুনে জ্বলে অঙ্গ কোপে অক্ষ বীর।
তিন বাণে বিন্ধিলেক হনুর শরীর॥
রক্তে রাঙ্গা হয়ে হনু উঠিল আকাশে।
জলদের কোলে যেন দামিনী বিকাশে॥
দেখিয়া সারথি রথ রাখিল অম্বরে।
দুই মহাবীরে তথা মাতিল সমরে॥
রাক্ষসের বাণ-শিক্ষা বড় চমৎকার।
কাঁপিল ত্রিপুর শুনি ধনুক-টঙ্কার॥
বাণের আলোকে মেঘে খেলিছে বিজলী।
মারুতি এড়ায় লক্ষ্য করিয়া মণ্ডলী॥
কভু নামে অধোভাগে কভু উর্দ্ধে উঠে।
তির্য্যক গতিতে কভু তীর-সম ছুটে॥
কভু আসে নিকটে বিকট রূপ ধরি।
কাড়িয়া হাতের ধনু লয় রথে পড়ি॥
তখনি আবার ছুটে যায় অতি দূরে।
বিরাজে অদৃশ্য ভাবে ক্ষুদ্র রূপ ধ'রে॥
না পারি করিতে লক্ষ্য অক্ষ নিশাচর।
চিন্তায় আকুল হয় ফেলে ধনুঃশর॥
সুযোগ দেখিয়া হনু উঠে গিয়া রথে।
ভাঙ্গিয়া পাড়িল রথ-খান পদাঘাতে॥
বধিল রথের ঘোড়া মুষ্টির প্রহারে।
দুই পায়ে ধরিয়া ঘুরায় নিশাচরে॥

প্রাণ-পণে হনুমান দেয় ঘন পাক।
কুমার ঘুরয়ে যেন কুমারের চাক ॥
শত পাক দিয়া পরে মারিল আছাড়।
ভাঙ্গিয়া হইল চূর্ণ শরীরের হাড় ॥
শিলা বৃক্ষ মারি তবে বধি সৈন্যগণে।
বিশ্রাম লভিতে বীর উঠিল তোরণে ॥

ইন্দ্রজিৎ কর্ত্তৃক হনুর বন্ধন।

এখানে রাবণ পেয়ে রণের বারতা।
মরমে পাইল বীর নিদারুণ ব্যথা ॥
পুত্র ইন্দ্রজিতে ডাকি কহে অতঃপর।
কাল হয়ে লঙ্কাপুরে আইল বানর ॥
ভাঙ্গিল অশোকবন কৈল বলক্ষয়।
মারিল সমরে বড় বড় বীরচয় ॥
তোমারে পাঠাতে রণে ইচ্ছা নাহি হয়।
অথচ জেনেছি অপরের কার্য্য নয় ॥
অমর অজেয় তুমি সর্ব্ব-অস্ত্রবিৎ।
দেবরাজ ইন্দ্রে জিনি নাম ইন্দ্রজিৎ ॥
পিতামহ-বরে আর ব্রহ্ম-অস্ত্র-বলে।
তোমারে জিনয়ে হেন নাহি ক্ষিতিতলে ॥
দেখাও বিক্রম আজি করি মহারণ।
হনুকে বধিয়া কর লজ্জা নিবারণ ॥
পিতার আদেশে বীর চড়ি দিব্য রথে।
চলিল অশোকবনে হনুরে ধরিতে ॥
তোরণের স্তম্ভে যথা বীর হনুমান।
সারথি চালায় রথ করি অনুমান ॥
মেঘের নিনাদ জিনি রথচক্র ডাকে।
শুনিয়া সে মহাশব্দ ত্রিলোক চমকে ॥
জ্যাশব্দে পূরিল লঙ্কা শুনিয়া মারুতি।
রণমদে আনন্দে উঠিল বীর মাতি ॥

দূরে থাকি ইন্দ্রজিৎ দেখি কপিবরে।
ধনুক ধরিয়া অস্ত্র সুসন্ধান করে ॥
এড়াইতে লক্ষ্য তবে বীর হনুমান।
সঙ্কুচিত করে দেহ মার্জ্জার-প্রমাণ ॥
উঠিল আকাশে লাফ দিয়া মুহূর্ত্তেকে।
কোথায় কখন থাকে কেহ নাহি দেখে ॥
শর-বৃষ্টি করি ইন্দ্রজিৎ মহাবল।
একেবারে আচ্ছন্ন করিল নভস্থল ॥
লক্ষ্য ব্যর্থ করি হনু চারি পাশে ফেরে।
উভয়ে উভয়-ছিদ্র অন্বেষণ করে ॥
এইরূপে কিছু কাল করিয়া সমর।
ইন্দ্রজিৎ হইলেন চিন্তিত-অন্তর ॥
ধ্যানযোগে জানি তবে তত্ত্ব সবিশেষ।
যুড়িলা ধনুকে ব্রহ্ম-অস্ত্র অবশেষ ॥
মন্ত্রপূত করি অস্ত্র ছাড়িল রাবণি।
হনুরে বান্ধিয়া অস্ত্র পাড়িল ধরণী ॥
বান্ধা গেল হস্তপদ নাহি চলে অঙ্গ।
নিকটে আসিয়া নিশাচর করে ব্যঙ্গ ॥
কেহ আনি লতা পাতা দেখায় কৌতুকে।
খাও বলি কেহ কোন ফল ধরে মুখে ॥
লেজ ধ'রে টানে কেহ কেহ মারে বাড়ি।
কেহ বা আনিয়া রজ্জু বান্ধে তাড়াতাড়ি ॥
মারুতি করয়ে চিন্তা কি করি এখন।
অনায়াসে পারি আমি ছিঁড়িতে বন্ধন ॥
কিন্তু ব্রহ্ম-অস্ত্র ব্যর্থ করি কি লাগিয়া।
থাকিব কিঞ্চিৎ কাল বন্ধন সহিয়া ॥
দেখা হবে এ সুযোগে রাবণের সনে।
জানিতে পারিব বুদ্ধি বল কথা শুনে ॥
কহিব মনের কথা করিয়া প্রচার।
যে দেয় উত্তর দিব রামে সমাচার ॥
এতেক চিন্তিয়া মনে পবন-নন্দন।
রহিল নিশ্চেষ্ট ভাবে লইয়া বন্ধন ॥
দুই চারি নিশাচরে ধরি তবে দড়ি।
আগে টানে কেহ কেহ পিছে মারে বাড়ি ॥

এইরূপে নিগ্রহ করিয়া হনুমানে।
উপস্থিত হইল রাবণ-বিদ্যমানে ॥
রত্ন-সিংহাসনে বসি লঙ্কার ঈশ্বর।
স্বর্গে যথা বিরাজেন দেব পুরন্দর ॥
হনুরে দেখিয়া রক্ষোরাজ কোপে জ্বলে।
পরিচয় জিজ্ঞাসিতে মন্ত্রী প্রতি বলে ॥
শুনিয়া প্রহস্ত জিজ্ঞাসেন হনুমানে।
কোথা হ'তে কোন্ কার্য্যে আইলে এখানে ॥
কি নাম তোমার বাস কর কোন্ দেশে।
লঙ্কাতে আইলে বল কাহার আদেশে ॥
ভয় নাই সত্য কথা কহ শীঘ্রগতি।
মিথ্যা যদি কহ হবে বড়ই দুর্গতি ॥
হনু বলে লঙ্কেশ্বর আছে কি হে মনে
বালি নামে ছিল কপি কিষ্কিন্ধ্যা-ভবনে ॥
ছোট ভাই সুগ্রীবে করিল দেশান্তরী
বলে কাড়ি নিল তার রুমা নামে নারী ॥
তদবধি সুগ্রীব লইয়া মন্ত্রিগণে।
ঋষ্যমূকে বসতি করেন ক্ষুণ্ণ মনে ॥
দশরথ নামে ছিল অযোধ্যার পতি।
রাম নামে পুত্র তার বধূ সীতা সতী ॥
আইলা পালিতে পিতৃ-সত্য রাম বনে।
সঙ্গে লয়ে পত্নী আর অনুজ লক্ষ্মণে ॥
পঞ্চবটী বনে আসি রচিয়া কুটীর।
করেন বসতি কিছুকাল রঘুবীর ॥
এক দিন দুই ভাই মৃগয়া করিতে।
গেলেন সুদূর বনে গৃহে রাখি সীতে ॥
সুযোগ পাইয়া দস্যু হরিল সীতায়।
সীতার সন্ধানে রাম অরণ্যে বেড়ায় ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে ঋষ্যমূকে উপনীত।
মিলন হইল তথা সুগ্রীব সহিত ॥
বালিকে বধিয়া রাম রাজ্য দিলা তারে।
সুগ্রীব প্রতিজ্ঞা কৈল সীতার উদ্ধারে ॥
সন্ধান করিতে দূত গেল চারি দিকে।
পাঠাইলা কপিরাজ দক্ষিণে আমাকে ॥
সাগর হইয়া পার আসিয়া লঙ্কায়।
তব পুরে পাইলাম রামের সীতায় ॥
নিবেদিব যে কহিল সুগ্রীব রাজন।
শুনিয়া করহ যাহা কর্ত্তব্য এখন ॥
কহিলা তোমারে বন্ধুভাবে কপীশ্বর।
পরের রমণী বাঞ্ছা করয়ে পামর ॥
বিশেষত রামচন্দ্র অজেয় জগতে।
কটাক্ষে পারয়ে তিন লোক বিনাশিতে ॥
তাঁর সহ শত্রুতায় না হবে মঙ্গল।
সহিতে না পারিবে সে সমর-অনল ॥
সীতা ফিরে দিয়া লহ শরণ সে পায়।
বাঁচিবার একমাত্র আছয়ে উপায় ॥
এতেক কহিয়া নিবর্ত্তিল হনুমান।
দশানন বলে ক্রোধে হ'য়ে কম্পমান ॥
কে আছ রে বধ ত্বরা অধম বানরে।
হেন দুঃসাহস কভু না দেখি সংসারে ॥
রাজার আদেশে দূত ধায় শত শত।
অসি হস্তে হনুমানে বধিতে উদ্যত ॥
তাহা দেখি বিভীষণ যুড়ি দুই কর।
বিনয়-বচনে কহে রাবণ-গোচর ॥
ভুবনবিজয়ী তুমি রাজরাজেশ্বর।
রাজনীতি কিছু তব নাহি অগোচর ॥
মিষ্ট কিম্বা কটু বাক্য দূত যাহা কহে।
বিচারিয়া দেখ তার আপনার নহে ॥
প্রভুবাক্য দূতমুখে হইবে প্রচার।
সদাকাল সর্ব্বত্রেতে এই ব্যবহার ॥
দূতে যদি বধ তুমি কর লঙ্কেশ্বর।
কে পাঠাবে দূত আর লঙ্কার ভিতর ॥
হাসিবে তোমারে ভীরু ব'লে দেবগণ।
হেন কার্য্য অনুচিত তোমার রাজন ॥
শাস্তি-যোগ্য হ'লে দূত শাস্ত্রের বিধান।
দেখিয়া করহ সেই মত অনুষ্ঠান ॥
মস্তক মুণ্ডন আর অঙ্গচ্ছেদ আদি।
দূতের শাস্তির আছে নানারূপ বিধি ॥

অনুজের বাক্যে দশানন শান্ত হয়।
হনুমানে দিতে দণ্ড অনুচরে কয়॥
লাঙ্গুল কপির ভূষা আর সে সম্বল।
পোড়াও হনুর লেজ লাগায়ে অনল॥
নগরের সর্ব্বস্থানে তারে ফিরাইবে।
ডঙ্কা দিয়া দণ্ড-কথা প্রচার করিবে॥
দুষ্টের দুর্দ্দশা সবে দেখুক হরিষে।
লেজ পোড়াইয়া হনু ফিরে যাক দেশে॥

হনুমানের লঙ্কা-দাহ।

রাজার আদেশ পায়, অসংখ্য রাক্ষস ধায়,
জীর্ণবস্ত্র আনে রাশি রাশি।
শত শত নিশাচর, আনিল তাহার পর,
তৈল আর ঘৃতের কলসী॥
কেহবা হইয়া ত্রস্ত, লাঙ্গুলে জড়ায় বস্ত্র,
কেহ দিল তৈল ঘৃত ঢালি।
কেহ কেহ হৃষ্টমতি, ত্বরায় আনিয়া বাতি,
লাঙ্গুলে দিলেক অগ্নি জ্বালি॥
ঘৃত তৈল সহযোগে, আগুন জ্বলিল বেগে,
শিখা গিয়া পরশে গগন।
পুত্রহিত করি মনে, উপনীত সেই স্থানে,
পূর্ণ তেজে আপনি পবন॥
বায়ুর সাহায্যে অগ্নি, মহা দাবানল জিনি,
ক্রমে বৃদ্ধি পায় কলেবরে।
নিকটে অশোকবন, আলো করি দরশন,
সীতা দেবী চিন্তিত অন্তরে॥
এক নিশাচরী বলে, শিংশপা বৃক্ষের তলে,
তব পরিচয় যার সনে।
ইন্দ্রজিৎ সে বানরে, সমরে বন্ধন ক'রে,
লয়ে গেছে রাবণ-সদনে॥
ভাঙ্গিল এ উপবন, সেই কোপে দশানন,
হুতাশনে বধেন তাহারে।
জ্বলিতেছে লেজ তার, গলে বান্ধি দ্বার দ্বার,
ভ্রমণ করায় নিশাচরে॥

শুনিয়া দারুণ কথা, অতিশয় চিন্তান্বিতা,
করে সীতা অগ্নির অর্চ্চন।
দয়া ক'রে দুঃখিনীরে, সুশীতল ক্ষণ তরে,
হয়ে রাখ হনুর জীবন॥
যদি আমি হই সতী, রাঘবে থাকয়ে মতি,
রক্ষা কর মিনতি আমার।
অঞ্জলি বান্ধিয়া শিরে, সীতা নমস্কার করে,
অগ্নিদেব চরণে তোমার॥
সতীর কাতর বাণী, শুনিয়া অমনি অগ্নি,
শীতল হইলা হনু প্রতি।
নাহি লাগে তাপ অঙ্গে, ফিরি নিশাচর-সঙ্গে,
দেখে লঙ্কা হ'য়ে হৃষ্টমতি॥
সমস্ত দেখিয়া পরে, আপন স্বরূপ ধরে,
বন্ধন ছিঁড়িল এক টানে।
সঙ্গের প্রহরী যত, সকলে করিল হত,
প্রজ্বলিত লেজের তাড়নে॥
মনে মনে করি স্থির, লঙ্কা পোড়াইতে বীর,
লাফ দিয়া উঠিল প্রাসাদে।
অগ্নি দিয়া সেই ঘরে, পুনঃ লাফ দিয়া পড়ে,
হনুমান আর এক ছাদে॥
এই রূপে মুহূর্ত্তেকে, শত শত গৃহ থেকে,
মহা অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল।
ক্রমে সেই অগ্নিশিখা, সর্ব্বস্থানে দিল দেখা,
কোন গৃহ বাকি না রহিল॥
রত্নময় রাজপুরী, ছার খার হ'ল পুড়ি,
জীব জন্তু মরিল বিস্তর।
জ্বালায় অস্থির হ'য়ে, সাগরে পড়িল গিয়ে,
সহস্র সহস্র নিশাচর॥
ত্রিলোক করিয়া জয়, বহুকালে যে সঞ্চয়,
ক'রেছিল যত্নে দশানন।
মণি মুক্তা রত্নচয়, এক দিনে সব লয়,
করিল দারুণ হুতাশন॥
বাল বৃদ্ধা আদি করি, বহুতর নিশাচরী,
গৃহ মধ্যে পুড়িয়া মরিল।

চারিদিকে অগ্নিগড়, মধ্যে বহু নিশাচর,
দগ্ধ হ'য়ে জীবন ত্যজিল ॥
ধূমে অন্ধকার প্রায়, পথ না দেখিতে পায়,
পলাতে অগ্নিতে গিয়া পড়ে।
তুলি হাহাকার রব, রাক্ষস রাক্ষসী সব,
হনুমানে কত গালি পাড়ে ॥
কেহ দুষি দশাননে, যত না আইসে মনে,
গালি দেয় মনের হুতাশে।
কত দিন সবে আর, পূর্ণ হ'ল পাপভার,
ফলিল সে ফল অবশেষে ॥
যখন মরণ উঠে, কুবুদ্ধি আসিয়া যোটে,
নাহি মানে সুবোধের মানা।
জ্ঞান বুদ্ধি হ'ল লোপ, মাতঙ্গে ভেকের কোপ,
সিংহগৃহে শৃগালের হানা ॥
না বুঝিয়া নিজ শক্তি, না শুনিয়া কারু যুক্তি,
রামের সহিত কৈল বাদ।
রাজার বিষম পাপে, কেবল হনুর দাপে,
তাই ঘটে এ হেন প্রমাদ ॥
কেহ কহে পতিব্রতা, জনকনন্দিনী সীতা,
নিশ্বাস-বহ্নিতে পূর্ব্ব হ'তে।
রেখেছিল পোড়াইয়া, হনুমান যোগাইয়া,
দগ্ধ অগ্নি দিল মাত্র তাতে ॥
কোন নিশাচরী কয়, ও কথা কিছুই নয়,
অনর্থের মূল সূর্পণখা।
এখনো সকলে মেলি, আগুনে তাহারে ফেলি,
দিলে তবে হয় কিছু রক্ষা ॥
এইরূপে কত জনা, কত কথার জল্পনা,
করিতে লাগিল স্থানে স্থানে।
মারুতি তখন আসি, সাগর-সলিলে পশি,
নিবাইল লেজের আগুনে ॥

লঙ্কা হইতে হনুমানের প্রত্যাগমন।

পোড়াইয়া লঙ্কাপুরী করি ছার খার।
বসিয়া পর্ব্বতে দেখে পবনকুমার ॥
নাহি সে প্রাসাদচয় মুনি-মনোলোভা।
নাহি বৃক্ষ লতা শূন্য উপবন-শোভা।
নাহি রথ অশ্ব গজ নাহি মৃগকুল।
নাহি বৃক্ষচূড়ে আর পত্র ফল ফুল ॥
শ্মশান-সদৃশ স্বর্ণ-লঙ্কা দেখা যায়।
জীবন থাকিতে হইয়াছে মৃতপ্রায় ॥
রোদনের রোলে তথা কাণ পাতা ভার।
গগন ভেদিয়া হয় শব্দ হাহাকার ॥
হস্ত-পদ-দগ্ধ কেহ পড়েছে ধরায়।
ছট ফট করিতেছে বিষম জ্বালায় ॥
জল জল শব্দে কেহ মেলিছে বদন ॥
কে আছে করিবে তার বাসনা পূরণ ॥
কাহার উদর বক্ষ কার পৃষ্ঠদেশ।
কাহার বা পুড়িয়াছে মস্তকের কেশ ॥
পরিধান বস্ত্র ত্যজি কেহ উলঙ্গিনী।
লজ্জা নিবারণ করে পড়িয়া ধরণী ॥
দৃশ্য দেখি মারুতির কান্দিল অন্তর।
মনে মনে অনুতাপ করিল বিস্তর ॥
হেন কালে মনে হয় অশোককানন।
হা! সীতে! বলিয়া উঠে করিয়া রোদন ॥
হা মাতঃ! অধম দাস করিল কি কাজ।
কি বলিবে ফিরে গেলে বানরসমাজ ॥
ক্রোধে জ্ঞান হত নাহি ভাবি পরিণাম।
লঙ্কা পোড়াইতে গিয়া মাকে পোড়ালাম ॥
বানর জাতির যোগ্য কার্য্য এতদিনে।
করিল বানরাধম ক্রোধের কারণে ॥
দেবতা পশুত্ব পায় ক্রোধ হয় যবে।
সহজেই পশু আমি আর কি সম্ভবে ॥
সাগর হ'লেম পার পরিশ্রম করি।
সারা নিশি খুঁজিলাম এ লঙ্কা নগরী ॥
কুবের-কানন জিনি অশোক-কানন।
করিলাম ধ্বংস করি বহু পরিশ্রম ॥
অসংখ্য রাক্ষস বধ করিয়া সমরে।
বুদ্ধিদোষে শেষে পোড়াইলাম সীতারে ॥

ভৃত্য-কার্য্য ভাল করিলাম সম্পাদন।
বড় তুষ্ট হইবেন সুগ্রীব রাজন॥
সীতার রক্ষার নাহি করিয়া উপায়।
কোন্ যুক্তি ধরি অগ্নি দিলাম লঙ্কায়॥
এমন কুকার্য্য হায়! বল কেবা করে।
মরিব এখানে দেশে নাহি যাব ফিরে॥
এইরূপে হনুমান করেন রোদন।
হেন কালে নাচে তার দক্ষিণ নয়ন॥
শুভ চিহ্ন দেখি আশা হইল অন্তরে।
তখন মারুতি অন্যরূপ চিন্তা করে॥
সতী লক্ষ্মী সীতাদেবী রামের ঘরণী।
তাহারে পোড়াতে শক্তি কোথা পাবে অগ্নি॥
অগ্নিকে জিনিয়া তেজ ধরেন জানকী।
অগ্নিকে দহিবে অগ্নি সম্ভবে হেন কি॥
না পুড়িল লেজ মোর যার কৃপা-বলে।
তাহারে করিতে দগ্ধ পারে কি অনলে॥
এত চিন্তি হনুমান অশোক-কাননে।
এক লাফে উপনীত সীতার সদনে॥
দেখিলা তথায় দেবী রাঘব-মোহিনী।
বিরাজে শিংশপাতলে লক্ষ্মী-স্বরূপিণী॥
প্রণাম করিয়া তবে জানকীর পায়।
দেশে ফিরে যেতে হনু মাগিলা বিদায়॥
সীতা কন পড়িলাম উভয় সঙ্কটে।
দুখিনীরে ছেড়ে যাবে শুনে প্রাণ ফাটে॥
অথচ না গেলে ফিরে রাঘব আমার।
কেমনে পাবেন দুখিনীর সমাচার॥
এস বাছা আশীর্ব্বাদ ধর:বে মারুতি।
যদি হই সতী থাকে রামে মোর মতি॥
অজর অমর হয়ে রবে মোর বরে।
পরাজয় কভু নাই তোমার সমরে॥
রাম-নাম যত দিন রহিবে ভুবনে।
পূর্ণ হবে তিন লোক তব যশোগানে॥
আশীর্ব্বাদ পেয়ে হনু পুলকিত-কায়।
বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত পদে মস্তক লোটায়॥
বার বার পদধূলি লইয়া মস্তকে।
সিন্ধুতীরে উপনীত মনের পুলকে॥
বসিলা করিয়া প্রাণায়াম সিন্ধুতটে।
দেখিতে দেখিতে হনু আকাশেতে উঠে॥
ছুটিতে লাগিল বেগে বিমানে মারুতি।
আশ্চর্য্য হইল দেবগণ দেখি গতি॥
উত্তর তীরেতে বসি যত কপিগণ।
দূরে থাকি হনুমানে করে নিরীক্ষণ॥
দেখিয়া অঙ্গদে বীর ছাড়ে হুহুঙ্কার।
জাম্ববান বলে হ'ল কার্য্যের উদ্ধার॥
অঙ্গদের মহানন্দ দেখি হনুমানে।
মিলিল মারুতি হেন কালে সেই স্থানে॥
জাম্ববান আদি করি বৃদ্ধ যত জন।
করে হনু তাহাদের চরণ বন্দন॥
অঙ্গদে সম্ভাষি তবে সুমিষ্ট বচনে।
সীতার সম্বাদ সবে দিলা হৃষ্ট মনে॥
কার্য্যসিদ্ধি হইয়াছে শুনি কপিচয়।
আনন্দে উঠিল নাচি বলি রাম জয়॥
আনন্দে অঙ্গদ কোল দিলা মারুতিরে।
জাম্ববান মহানন্দে আশীর্ব্বাদ করে॥

হনুমান কর্ত্তৃক লঙ্কাগমনের বিবরণ।

সীতার সম্বাদ পেয়ে আনন্দিত মনে।
পূজিলা পবনপুত্রে যত কপিগণে॥
আনিয়া যতনে ফল-মূল বহুতর।
মারুতিরে দেয় সবে করিয়া আদর॥
ভোজনে আনন্দ বড় দুই হাতে খায়।
উদর হইল পূর্ণ শ্রম দূরে যায়॥
তবে জাম্ববান কহে মারুতির প্রতি।
ত্রিলোকে ঘুষিবে চিরদিন তব খ্যাতি॥
সফল জনম তব সফল জীবন।
তব গুণে ঋণ-মুক্ত সুগ্রীব রাজন॥

বড় কৌতূহল মনে আমা সবাকার।
কিরূপে হইলে এই মহাসিন্ধু পার॥
কিরূপে প্রবেশ কৈলে রাক্ষসের পুরে।
বলহ রাক্ষসরাজ কত বল ধরে॥
কি ভাবে কোথায় এলে জানকীরে দেখে।
বিস্তারিয়া সব কথা কহ একে একে॥
হনু কহে তোমা সবাকার বিদ্যমানে।
উঠিয়া আকাশে চলিলাম এক মনে॥
বহু দূর না যাইতে এক স্বর্ণ-গিরি।
সাগর হইতে উঠে দিক্ আলো করি॥
পিঠে করি চায় মোরে লইতে লঙ্কায়।
শুনিয়া তাহার কথা পড়িলাম দায়॥
যুক্তি করি বাম হাত রাখিতে উপরে।
বড় লজ্জা পেয়ে গিরি ডুবিল সে ভরে॥
তার পর যা হইল শুন বিবরণ।
সুরসারে সুরপতি করিলা প্রেরণ॥
নাগমাতা সুরসা বিকট মুখ মেলি।
রহিল আমার পথ ক্ষণেক আগুলি॥
কৌশলে তাহার কাছে পেয়ে পরিত্রাণ।
এড়াইনু সিন্ধু তিন ভাগ পরিমাণ॥
হেন কালে সিংহিকা নামেতে নিশাচরী।
আকর্ষণ করিল আমারে ছায়া ধরি॥
নিশ্চল হইল দেহ তার আকর্ষণে।
অতি ক্ষুদ্ররূপে প্রবেশিলাম বদনে॥
তার পর নিজ মূর্ত্তি ধরি শীঘ্রগতি।
বধিলাম তারে ছিঁড়ি উদরের আঁতি॥
তার পর পুনরপি শূন্যে করি ভর।
চলিলাম ধনু ছেড়ে যথা যায় শর॥
হয় নাই হইবে না হেন পুরী আর।
দেখিলাম শোভা তার অতি চমৎকার॥
দিবা-অবসানে পরে নামিয়া লঙ্কায়।
রহিলাম সংগোপনে নিশা-প্রতীক্ষায়॥
পুরে প্রবেশিতে লঙ্কা হয়ে মূর্ত্তিমান।
ভয়ঙ্করীরূপা হস্তে খড়্গ খরশান॥
রোধিল আমার পথ দেখিয়া সঙ্কট।
প্রথমে বিনয় করি তাহার নিকট॥
বিনয়ে করিতে বশ না পারিয়া তারে।
করিলাম ভূমিশায়ী মুষ্টির প্রহারে॥
তখন অবাধে প্রবেশিয়া রাজপুরে।
সারা রাতি জানকীরে খুঁজি ঘরে ঘরে॥
তৃতীয় প্রহর নিশা প্রায় হয় গত।
সীতায় না দেখি হইলাম মর্ম্মাহত॥
প্রাচীরে বসিয়া চিন্তা করিতেছি মনে।
সমুখে অশোকবন পড়িল নয়নে॥
নন্দন কানন তুল্য দেখি শোভা তার।
আবার হইল মনে আশার সঞ্চার॥
প্রবেশি অশোকবনে করিতে সন্ধান।
হেরিয়া মাতায় পুলকিত হ'ল প্রাণ॥
কিন্তু তাঁর দুঃখ দেখি মরমে মরিয়া।
কি কব কান্দিনু কত বিলাপ করিয়া॥
সোণার কমল সদা ধূলায় ধূসর।
কিম্বা রাহুগ্রস্ত যথা পূর্ণ শশধর॥
কোথা দয়াময় রাম কোথা প্রাণনাথ।
বলি শিরে ঘন ঘন করে করাঘাত॥
অনশনে শীর্ণদেহ জীর্ণ বাস পরা।
নয়ন-সলিলে সদা ভেসে যায় ধরা॥
রাবণের চেড়ীগণ ঘেরি চারি পাশে।
সতত তাড়না করে কত কটু ভাষে॥
দেখিতে দেখিতে সেথা আইল রাবণ।
মূরতি মধুর যেন মদন-মোহন॥
প্রেম-সম্ভাষণে বাঞ্ছা করিয়া তুষিতে।
কত ছলে কত কথা লাগিল কহিতে॥
শুনি কুবচন কোপে জনক-নন্দিনী।
গরজি উঠিল যেন বিষ-ভরা ফণী॥
গালি খেয়ে দশানন ফিরে গেল ঘরে।
আমার সহিত দেখা হ'ল তার পরে॥
অঙ্গুরী পাইয়া যত্নে ধরিয়া মস্তকে।
কান্দিয়া আকুল দেবী রাঘবের শোকে॥

সান্ত্বনা করিয়া কত সুমিষ্ট বচনে।
বিদায় গ্রহণ করিলাম শ্রীচরণে ॥
তার পর ভাঙ্গিলাম অশোক-কানন।
বধিলাম লক্ষ লক্ষ রাক্ষস-জীবন ॥
অবশেষে অগ্নি দিয়া পুরী দগ্ধ করি।
সাগর লঙ্ঘিয়া পুন আইলাম ফিরি ॥
এতেক কহিল যদি পবন-নন্দন।
বিস্ময়ে পূরিল সব বানরের মন ॥
অঙ্গদ আবার কোল দিয়া সমাদরে।
প্রশংসা করিল বহু পবন-কুমারে ॥

মধুবন-ভঙ্গ।

মারুতি অঙ্গদে কহে, এত কি পরাণে সহে,
দেখিলাম স্বচক্ষে যে দুখ জানকীর।
কত বার হ'ল মনে, বিনাশিয়া দশাননে,
লঙ্কা খান ফেলি টেনে জলে জলধির ॥
মাকে লয়ে পিঠে করি, লঙ্ঘিয়া সাগর-বারি,
বসায়ে রামের বামে হেরি প্রাণ ভরি।
জড়ায়ে জলদ-জালে, যেন সৌদামিনী খেলে,
নয়ন মানস ভুলে হেরে সে মাধুরী ॥
সুনীল গগন মাঝে, পূর্ণিমা নিশিতে সাজে,
মোহিয়া সবার মন পূর্ণ শশধর।
উষার পূরব ভালে, প্রকৃতি যতনে জ্বালে,
সুগোল নির্ধূম অগ্নি শোভার আকর ॥
নিদাঘে দিবস-শেষে, মরাল-নিচয় ভেসে,
কত শোভা পরকাশে সরসীর বক্ষে।
সুগন্ধ বিস্তার করি, ফুল্ল ফুল-কুলেশ্বরী,
ছড়ায় রূপের ছটা যেন জীব-চক্ষে ॥
শুনিয়া হনুর কথা, মরমে বড়ই ব্যথা,
অঙ্গদ কহিলা তবে অতি কোপ-ভরে।
কি কার্য্য বিলম্বে আর, হইয়া সাগর-পার,
আপনি উদ্ধার করি আনিব সীতারে ॥
পদাঘাতে লঙ্কেশ্বরে, পাঠাইব যম-ঘরে,
না রাখিব লঙ্কাপুরে রাক্ষসের নাম।
কিম্বা উপাড়িয়া বলে, ফেলিব সাগর-জলে,
অমরাবতীর তুল্য সেই লঙ্কাধাম ॥
শুনি জাম্ববান কয়, ক্রোধের সময় নয়,
বুঝহ কর্ত্তব্য যুক্তি করি স্থির মনে।
যে কার্য্যের ছিল ভার, সুসিদ্ধ হইল তার,
অতিরিক্ত বল আর করিবে কেমনে ॥
সীতার সন্ধান করি, আইস দেশেতে ফিরি,
এই আজ্ঞা কপিরাজ দিয়াছে তোমারে।
ভাগ্যবলে তত্ত্ব পেলে, এখন সকলে মিলে,
দেশে গিয়া সমাচার জানাই রাজারে ॥
বৃদ্ধের বচন শুনে, গুরুবাক্য সম মেনে,
সকলের হয় মত দেশে ফিরে যেতে।
সুখে নিশা বঞ্চি সবে, উঠি রামজয় রবে,
কিষ্কিন্ধ্যার অভিমুখে চলিল প্রভাতে ॥
আনন্দ না ধরে গায়, কেহ নাচে কেহ গায়,
লম্ফে ঝম্পে কাঁপায় ধরণী বীরগণ।
যুড়িয়া যোজন আট, চলে বানরের ঠাট,
পদধূলি উড়ি ক্রমে ঢাকিল গগন ॥
প্রায় দিবা-অবসানে, কিষ্কিন্ধ্যার সন্নিধানে,
সদলে অঙ্গদ আসি হয় উপনীত।
সুরক্ষিত মধুবন, সন্নিকটে দরশন,
করি কপিগণ মনে অতি আনন্দিত ॥
মধুচক্র শত শত, প্রতি বৃক্ষে বিরাজিত,
বহুকাল সুরক্ষিত মধু-ভরা তাই।
সুপক্ক ফলের ভরে, কত তরু নত শিরে,
গণিয়া নিঃশেষ করে সাধ্য কারু নাই ॥
সারাদিন উপবাসী, দেখিয়া সুখাদ্যরাশি,
লোভে জল সরে সবাকার রসনায়।
দেখে যার বুক ফেটে, যুবরাজে মুখ ফুটে,
বলিতে পারে না সবে মুখ পানে চায় ॥
মন বুঝি হনুমান, অঙ্গদের আগে যান,
মধুবন মাগি লন কপিসৈন্য তরে।
অঙ্গদ আনন্দে অতি, কপিগণে অনুমতি,
দিলেন ইঙ্গিতে মধুবন লুটিবারে ॥

অসুরের আজ্ঞা পায়, অসংখ্য বানর ধায়,
উদর পুরিয়া খায় ভাঙ্গি মধুচাক।
যাহারা রক্ষক ছিল, তা দেখে ছুটিয়া এলো,
মার মার শব্দে মুখে করে হাঁক ডাক॥
মত্ত সবে মধু-পানে, রক্ষকে কি আর মানে,
চড় চাপড়ের ঘায় দিল তাড়াইয়া।
প্রহার খাইয়া তারা, হয়ে হয়ে আধ-মরা,
কহে দধিমুখে গিয়া কান্দিয়া কান্দিয়া॥
কথা শুনে দধিমুখ, মনেতে ভাবিয়া দুখ,
ধাইয়া আইল বৃক্ষশাখা লয়ে হাতে।
বয়সের নাই সীমা, সুগ্রীব রাজার মামা,
সম্বন্ধ ঠাকুর-দাদা অঙ্গদের সাথে॥
পেন্সনের যোগ্য দেখে, বালি দিয়াছিল রেখে,
প্রধান রক্ষক রূপে এই মধুবনে।
তাহারে দেখিয়া সবে, আসি কিচিমিচি রবে,
যুড়িল বিষম পরিহাস তার সনে॥
নেসায় হইয়া ভোর, কেহ বলে ইনি মোর,
বনিতার ভাই বড় আদরের ধন।
এত বলি কাছা ধ'রে, বলে এক টান মারে,
অমনি খসিয়া পড়ে কটির বসন॥
ক্রোধে হয়ে জ্ঞান-হারা, পেছু পেছু ধায় বুড়া,
আর এক জন ত্বরা বসন লুকায়।
পাশে থাকি অন্য জন, বলে দাদা এ কেমন,
বসন ফেলিয়া বল আইলে কোথায়॥
তখন চৈতন্য পায়, কটিদেশ পানে চায়,
গালি পাড়ে কপিগণে যত মনে আসে।
হনুমান আদি করি, কপিগণ তারে ঘেরি,
করতালি দিয়ে মহাসুখে সবে হাসে॥
হইল লাঞ্ছনা যত, বুলিয়া জানাব কত,
চক্ষে ধারা অবিরত চলে দধিমুখ।
সুগ্রীবের কাছে গিয়ে, গলায় বসন দিয়ে,
জানায় কান্দিয়ে রাজদ্বারে নিজ দুখ॥
কপিরাজ বলে মামা, কিসের লাগিয়া কান্না,
কি হইল খুলে বল ত্বরায় আমারে।

সুগ্রীবের বিদ্যমান, কে করিল অপমান,
কে বাঞ্ছিল নিজ মৃত্যু বলহ সত্বরে॥
শুনিয়া মাতুল কয়, বলিতে হ'তেছে ভয়,
যুবরাজ দিল লুটাইয়া মধুবন।
না রাখিল চক্র আর, সব কৈল ছার খার,
গাছ পালা ভাঙ্গিয়া ফেলিল অগণন॥
মারিল রক্ষকগণে, নিষেধ নাহিক শুনে,
মধুপানে জ্ঞান-হত সকল বানর।
মোর সনে পরিহাস, করিয়া লইল বাস,
করিল আমারে সভা-মাঝে দিগম্বর॥
জ্বালার উপর জ্বালা, সম্বন্ধ পাতায়ে শ্যালা,
লাঞ্ছনা করিল মোর বিবিধ প্রকারে।
শুধুই কি অপমান, ভাগ্যে ভাগ্যে আছে প্রাণ,
তোমার মামীর মাত্র এয়োতের জোরে॥
সুগ্রীব হাসিয়া কয়, কথা শুনে সুখোদয়,
এত দিনে ভাগ্যোদয় হইল আমার।
সীতার সন্ধান করি, অঙ্গদ আইল ফিরি,
নহিলে লুটিবে মধুবন সাধ্য কার॥
বাপের সম্পত্তি তার, বিলাবার অধিকার,
আছে শাস্ত্র-মতে মামা জানিবে নিশ্চয়।
অনেক দিনের পরে, কুমার আইল ঘরে,
মিছে অভিযোগ কেনে কর এ সময়॥
আমার সম্পর্ক ধরি, ঠাকুর-দাদা সবারি,
কাজেই সকলে শ্যালা ব'লে করে রঙ্গ।
তামাসায় রাগ করা, সে যেন কেমন ধারা,
মামা তুমি বুঝ নাই নাতিদের ব্যঙ্গ॥
এইরূপ কথা চলে, কিছু দূরে হেন কালে,
ভীম রবে গরজিল অঙ্গদ-বাহিনী।
জলদ-গম্ভীর রবে, হুহুঙ্কার ছাড়ে সবে,
সুগ্রীব কহেন রামে সেই রব শুনি॥
এই শব্দে যায় জানা, সফল হয়েছে সেনা,
সুসম্বাদ আনিতেছে অঙ্গদ নিশ্চয়।
আজি দিবা সুপ্রভাত, পাবে মিতে অচিরাৎ,
সীতার সম্বাদ ইথে নাহিক সংশয়॥

শুভ চিহ্ন সব দেখি, নাচিছে দক্ষিণ আঁখি,
মনের বাসনা পূর্ণ হ'ল এত দিনে।
কে আছরে শীঘ্র করি, পূর্ণ ঘট সারি সারি,
রম্ভাতরু দুই ধারি রাখহ যতনে ॥

রামের সীতার সম্বাদ-প্রাপ্তি ।

সুমেরু-শেখর জিনি বিপুল শরীর।
বরণ পিঙ্গল কার, শ্বেত পীত নীল আর,
ভুজ শাল-বৃক্ষ-সার শত শত বীর।
পদ-ভরে ধরা কাঁপে, ছুটিতেছে বীর দাপে,
সুরাসুর সে প্রতাপে সদাই অস্থির।
মেঘের নিনাদ জিনি গরজে গভীর ॥

পুরোভাগে অঙ্গদ মারুতি সঙ্গে তার।
তুলি রামজয় রব, পশ্চাতে বানর সব,
ভেটিতে সুগ্রীব রাজে সুখে আগুসার।
রামের চরণ-ধূলি, যতনে মস্তকে তুলি,
সুগ্রীবের পদে দোঁহে করি নমস্কার।
পাবনি কহেন তবে শুভ সমাচার ॥

শুন দয়াময় এ দাসের নিবেদন।
শ্রীপদ করিয়া সার, সাগর হইয়া পার,
পাইলাম প্রীতি বড় করি দরশন।
বিশ্বকর্ম্মা-বিরচিত, রক্ষঃকুল-নিষেবিত,
অপার-জলধি-পরিবেষ্টিত ভবন।
শোভার আধার লঙ্কা বিশ্ববিমোহন ॥

যতনে করিছে রক্ষা নিশাচরগণ।
মাছিটী এড়াতে নারে, ভীম প্রহরণ করে,
সদা থাকে সিংহদ্বারে রক্ষী অগণন।
রাজপথে অবিরত, নিশাচর শতশত,
ফিরিছে ঘুরিছে ধরি মুরতি ভীষণ।
দেখিলে সে রূপ ভয়ে শুকায় বদন ॥

গজ বাজী-রথ কত গণা নাহি যায়।
অশ্বে চড়ি আসোয়ার, বান্ধা পাঁচ হাতিয়ার,
মাহুত ফিরায় হাতী গিরি-তুল্য-কায়।
কনক-রচিত রথে, মণি মুক্তা চারি ভিতে,
হেরিলে চমক চক্ষু ঝলসিয়া যায়।
বিরাজে বিশাল-বক্ষ রথী কত তায় ॥

ধবল অচল সম রক্ষোরাজ-পুরী।
গড়খাই চারি ভিতে, সাধ্য কার প্রবেশিতে,
পবন সশঙ্ক চিত্তে বহে ধীরি ধীরি।
চাহিতে নয়ন স্থির, সুনীল অম্বরে শির,
পাদদেশে জলধির সুদুস্তর বারি।
বিস্ময়ে মানস মগ্ন সে দৃশ্য নেহারি ॥

নিশাকালে ধরি অতি ক্ষুদ্র কলেবর।
সিংহদ্বার রাখি দূরে, প্রহরীর অগোচরে,
প্রবেশ করিল দাস পুরীর ভিতর।
অমনি মূরতি ধরি, উপনীত লঙ্কাপুরী,
এখনো স্মরিতে হৃদি কাঁপে থরথর।
সম্মুখে আগুলি পথ অতি ভয়ঙ্কর ॥

নিষ্কাসিয়া অসি কোপে কহিলা আমারে।
এ পুরী রক্ষিত মোর, হইবে বিপদ ঘোর,
মোরে লঙ্ঘি চাহ যদি প্রবেশিতে জোরে।
শুনি উপজিল ভয়, করি কত অনুনয়,
যাচিলাম পথ ছেড়ে দিতে যোড় করে।
ধরমের কথা কোথা কবে শুনে চোরে ॥

ধরিয়া আপন মূর্ত্তি তখনি এ দাস।
চড় চাপড়ের ঘায়, ধরাশায়ী করি তায়,
মিটাইল চিরতরে তার যুদ্ধ-আশ।
পুন ক্ষুদ্র রূপ ধরি, চলিলাম ধীরি ধীরি,
জানকীর সন্ধানে নেহারি চারি পাশ।
দেখিলাম রাক্ষসের কতই বিলাস ॥

রাবণের অন্তঃপুরে প্রবেশিয়া শেষে।
দেখিনু অপূর্ব্ব খেলা, রমণীরূপের মেলা,
শত চাঁদে সদা ঘেরি রয়েছে লঙ্কেশে।
সুনীল নীরদ-কোলে, যেন হাসি হাসি খেলে,
চপলা ভুলিয়া গতি মনের উল্লাসে।
সীতায় না দেখি তথা চিন্তিত মানসে ॥

অতঃপর দেখি কাছে অশোককানন।
সীতার সন্ধান তরে, কাননের চারি ধারে,
করিলাম সর্ব্বত্রে যতনে নিরীক্ষণ।
দেখিলাম চন্দ্রমুখী, মা মোর দারুণ দুখী,
ভাসিতেছে অশ্রুজলে যুগল নয়ন।
হা রাম বলিয়া কভু ধরায় পতন ॥

রাবণের চেড়ীগণ করিছে তাড়না।
আহার-অভাবে মার, অস্থি চর্ম্ম মাত্র সার,
তবুতো বরণ তাঁর জিনি কাঁচা সোণা।
যা দেখিনু দয়াময়, বলিবার কথা নয়,
ভুবনে না দেখি আর এমন ললনা।
দিবা নিশি তব পদ করিছে ভাবনা ॥

সুযোগ পাইয়া করিলাম আলাপন।
প্রথমে রাক্ষস ভাবি, প্রত্যয় না করি দেবী,
জিজ্ঞাসিলা কত কথা পরীক্ষা কারণ।
উত্তর পাইয়া পরে, মনে না আনন্দ ধরে,
ঝরিল আনন্দ-অশ্রু ভাসায়ে নয়ন।
অঙ্গুরী পাইয়া শিরে করিলা ধারণ ॥

বিলাপ করিলা যত কহনে না যায়।
অন্তরে বেদনা যার, সে বিনে ক্ষমতা কার,
কহিতে মনের দুখ মুখের কথায়।
স্মরণ করিতে মার, হৃদয়ের দুখ-ভার,
শত খান হয়ে মোর বুক ফেটে যায়।
সাধ্য কি সকল কথা নিবেদি ও পায় ॥

সান্ত্বনা করিয়া মাকে অনেক প্রকারে।
কহিলাম আর কেন, সহিবেন দুখ হেন,
আরোহণ কর মাগো দাসের উপরে।
লয়ে যাই সিন্ধুপারে, যথা দুই সহোদরে,
তোমার বিরহে-আছে আকুল অন্তরে।
উঠ মাতঃ উঠ শীঘ্র মোর পৃষ্ঠোপরে ॥

উত্তর যা দিলা মাতা শুন দয়াময়।
শ্রীরামের অগোচরে, চুরি করি নিল মোরে,
রক্ষঃকুলপাংশু দশানন দুরাশয়।
তুমি পুন চুরি ক'রে, লয়ে যাবে স্থানান্তরে,
রামের মহিষী পক্ষে উচিত না হয়।
না কর এমনঃকার্য্য পবন-তনয় ॥

পরপুরুষের অঙ্গ সীতা না পরশে।
বল করি দশানন, ক'রেছিল পরশন,
সহিতে হইল তাহি করমের দোষে।
যাও রে সাগর-পারে, সন্ধান জানাও তাঁরে,
এখনি অনুজ সঙ্গে আসি রক্ষঃ-বাসে।
করিবেন নাশ প্রভু দুরন্ত রাক্ষসে ॥

শ্মশান হইবে স্বর্ণ-লঙ্কা অচিরাৎ।
পতি পুত্র হারাইয়ে, কান্দিবে আকুল হয়ে,
রাক্ষস-রমণী শিরে করি করাঘাত।
নাহিক বিলম্ব আর, মন্দোদরী অনিবার,
কান্দিবে বিকট স্বরে বলিয়া হা নাথ।
যেমন কান্দায় দুষ্ট মোরে দিন রাত ॥

এত বলি মাথা হ'তে খসাইয়া মণি।
অভিজ্ঞান রূপে সতী, দিলেন আদরে অতি,
আনিয়াছি যত্নে এই দেখ রঘুমণি।
কথা শুনি মারুতির, হস্ত পাতি রঘুবীর,
লইলেন পরম আদরে সেই মণি।
দেখি পূর্ব্ব স্মৃতি মনে জাগিল অমনি ॥

মণি দেখি নয়ন বহিয়া পড়ে ধারা।
হা প্রিয়ে জনকসুতা, মোরে ছাড়ি গেলে কোথা,
সহিয়া দারুণ ব্যথা হইয়া কাতরা।
হরিণী ব্যাধের ঘরে, তেমনি রাক্ষস-পুরে,
ধরিয়া কোমল হৃদে দুখের পসরা।
কমল-কোরক যেন কীট-জালে ভরা ॥

দুখ ত্যজি প্রেয়সি সুস্থির কর মন।
ধরিয়া তোমার কেশ, রাবণের আয়ু শেষ,
হয়েছে নিশ্চয় এবে হইবে নিধন।
লইয়া বানর-বল, পার হয়ে সিন্ধু-জল,
আশীবিষ-সম শর করি বরিষণ।
রাখিব না লঙ্কায় রাক্ষস একজন।

হনু কহে শুন প্রভু-যা হইল পরে।
জননীরে শান্ত করি, ও পদ্ম-পঙ্কজ স্মরি,
আসিয়া বসিনু যবে লঙ্কার প্রাচীরে।
বাসনা হইল মনে, শত্রু সহ পশি রণে,
দেখিব রাবণ রাজা কত বল ধরে।
দেখাইব নিজ বল সে দুষ্ট পামরে॥

এইরূপ সুস্থির করিয়া নিজ মনে।
প্রকাশিয়া ভুজবল, আন্দোলিয়া জলস্থল,
অশোককাননে গিয়া ভাঙ্গি তরুগণে।
গুল্মলতা করি নাশ, ভাঙ্গি মণিময় বাস,
মরুবৎ করিলাম নন্দন কাননে।
রুখিল রক্ষক যত মরিল জীবনে॥

নাশিল বিলাসবন বনের বানর।
শুনিয়া অদ্ভুত কথা, অন্তরে দারুণ ব্যথা,
ক্রোধে কম্পান্বিত-তনু লঙ্কার ঈশ্বর।
ধরিয়া লইতে মোরে, বহুতর নিশাচরে,
পাঠাইলা উপবনে হইয়া সত্বর।
বাধিল তাদের সহ ভীষণ সমর॥

মারুতির কাছে কতক্ষণ বাঁচে তারা।
লক্ষ লক্ষ নিশাচর, চলি গেলা যমঘর,
শরে আচ্ছাদন করি সমুদয় ধরা।
পুনরপি একদল, প্রকাশি প্রচণ্ড বল,
আসি আক্রমণ মোরে করিলেক ত্বরা।
ক্ষণেক যুদ্ধের পর সবে গেল মারা॥

অক্ষ নামে মহাবল রাবণ-কুমার।
সাজি নানা প্রহরণে, আপনি আইল রণে,
কাঁপিল ত্রিপুর শুনি তার হুহুংকার।
সমর-কুশল অক্ষ, ছাড়ে শর লক্ষ লক্ষ,
বাপের সমান বীর যুদ্ধে অনিবার।
মেঘের গর্জ্জন জিনি ধনুক-টঙ্কার॥

শরজালে আচ্ছাদিল রবির কিরণ।
কভু নামে ধরাতলে, কভু উঠে নভস্থলে,
বিদ্যুৎ-গতিতে করে সমর ভীষণ।
এ দেহ কাটিল শরে, শত মুখে রক্ত ক্ষরে,
দেখি ক্রোধে অধীর হইল মোর মন।
আছাড় মারিয়া অক্ষে করিনু নিধন॥

তবে লঙ্কেশ্বর পাঠাইলা ইন্দ্রজিতে।
একেশ্বর রথে চড়ি, বিপুল ধনুক ধরি,
উপনীত অশোককাননে আচম্বিতে।
জলদ-সুনীল কায়, আঁখি রবিযুগ তায়,
ঘুরিছে সঘনে দেখি আতঙ্ক মনেতে।
পিতামহ-বরে বীর অজেয় জগতে॥

সুরাসুর সশঙ্কিত যাহার তরাসে।
যাহার সমরে হারি, ইন্দ্র গেল স্বর্গ ছাড়ি,
দেবের সমাজ সহ মরত-নিবাসে।
জনমি জলদ-নাদে, সূতিকার শিশু কাঁদে,
মেঘনাদ নাম তাই ত্রিলোকে প্রকাশে।
ধাইল ধরিতে মোরে বাপের আদেশে॥

ধনুকে যুড়িল বাণ বড়ই ভীষণ।
করিতে সে লক্ষ্য ব্যর্থ, আকাশ পাতাল মর্ত্ত্য,
তড়িৎ গতিতে করিলাম আলোড়ন।
তাহা দেখি মেঘনাদ, সাধিল বিষম বাদ,
ব্রহ্ম-অস্ত্র ধনুগুণে করি সংযোজন।
ছাড়িল বাঁধিতে তব দাসের জীবন॥

পিতামহ-বরে পাইলাম পরিত্রাণ।
হস্তে পদে বান্ধি মোরে, পাড়িল ধরণী'পরে,
পিতৃপুণ্যে দয়া করি না লইল প্রাণ।
তখন বন্ধনে পড়ি, মনে মনে চিন্তা করি,
এক টানে পারি ছিঁড়িবারে এই বাণ।
কিন্তু তাহে ব্রহ্মার হইবে হত মান।

এত ভাবি স্থির ভাবে রহিনু পড়িয়া।
শত শত নিশাচরে, বহিয়া লইল মোরে,
যথায় রাবণ রাজা ছিলেন বসিয়া।
দেখি মোরে ক্রোধ-ভরে, রাবণ আদেশ করে,
বধহ কপিরে শীঘ্র অসি প্রহারিয়া।
আজ্ঞামাত্রে দূতগণ আইল ধাইয়া॥

রাবণের সহোদর নাম বিভীষণ।
রাজনীতি অনুসারে, নিবেদিল সহোদরে,
বধ্য নহে দূত কভু শুনহ রাজন।
দ শুযোগ্য হয় যদি, আছয়ে তাহার বিধি,
দেহ শাস্তি নাসাকর্ণ করিয়া ছেদন।
কিম্বা দেহ অন্য দণ্ড যাহা তব মন॥

যুক্তিযুক্ত বচন শুনিয়া লঙ্কেশ্বর।
লোহিত লোচনে বলে, লেজে অগ্নি দেহ জ্বেলে,
লেজ-হীন হয়ে দেশে যাউক বানর।
দূতগণ আজ্ঞা শুনি, বিস্তর বসন আনি,
জড়াইয়া দিল মোর লেজের উপর।
তৈলাক্ত করিয়া অগ্নি দিল তার পর॥

দাবানল সম অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল।
সহিতে না পারি তাপ, যাতনায় বাপ বাপ,
করি নিশাচরগণ দূরে পলাইল।
সুযোগ পাইয়া দাস, রাবণের সর্ব্বনাশ,
করিতে লঙ্কার ঘরে ঘরে অগ্নি দিল।
ধূ ধূ করি গৃহ সব জ্বলিতে লাগিল॥

পিতৃদেব পবন হইয়া কৃপাবান।
বহিল প্রবল ঝড়, ভাঙ্গিল অনেক ঘর,
বিস্তারিত হয়ে অগ্নি বেড়ে সর্ব্বস্থান।
নিশাচর নিশাচরী, বিপদ দেখিয়া ভারি,
চারিদিকে ছুটিল সকলে লয়ে প্রাণ।
পিতা মাতা পলাইল ফেলিয়া সন্তান॥

ভীষণ অগ্নিতে লক্ষ লক্ষ নিশাচর।
দগ্ধ হয়ে কলেবরে, গৃহে না রহিতে পারে,
জ্বালায় জ্বলিয়া পড়ে জলের ভিতর।
জল খেয়ে পেট ফুলে, ভাসিল সিন্ধুর জলে,
দেখিয়া ধাইল যত কুম্ভীর হাঙ্গর।
খাইল রুধির মাংস পূরিয়া উদর॥

অশ্বশালে অশ্ব পোড়ে গণা নাহি যায়।
ভীম রবে গরজিয়া, গজ পোড়ে দাঁড়াইয়া,
দেখিয়া আতঙ্কে সব মাহুত পলায়।
পাখী পোড়ে লক্ষ লক্ষ, উদ্যানে পুড়িল বৃক্ষ,
লতা গুল্ম ফুল ফল নাহিক লঙ্কায়।
হেন অগ্নিকাণ্ড আর হবে না কোথায়॥

হাহাকার রবে পূর্ণ করি লঙ্কাপুরী।
সাগরের কূলে গিয়া, জলে লেজ ডুবাইয়া,
অবশেষে অগ্নিশিখা নির্ব্বাপিত করি।
গেলাম অশোকবনে, জানকীর সন্নিধানে,
দেখিলাম তাঁহারে ঘেরিয়া যত চেড়ী।
মাগিছে জীবন-ভিক্ষা দুটী পায়ে ধরি॥

প্রণমি জননীপদে মাগিনু বিদায়।
আবার কহিলা মাতা, মনে রেখ মোর কথা,
নিবেদন করিও সমস্ত তাঁর পায়।
আপনি চলিলা দেখে, আছি আমি যত দুখে,
সতত ভাসিছে বুক নয়ন-ধারায়।
দেখ যেন শীঘ্র হয় ইহার উপায়॥

পাষাণ হ'তেও মোর কঠিন পরাণ।
তথাচ না সহে আর, দারুণ দুখের ভার,
মনে হয় ফেটে বুঝি হয় শত খান।
নাহি রোচে অন্নজল, ক্রমশ টুটিছে বল,
দেখ যেন ভুল না রে বাছা হনুমান।
কহিতে এসব কথা তাঁর বিদ্যমান॥

আশীর্ব্বাদ দিও মোর লক্ষ্মণ দেবরে।
ভক্তি ভালবাসা তার, তুলনা নাহিক যার,
দিবানিশি জাগে মোর তাপিত অন্তরে।
বলিয়া নিদয় কথা, দিয়াছি অন্তরে ব্যথা,
স্মরণ করিতে মোর হৃদয় বিদরে।
অনুতাপ-অনলে সতত মন পোড়ে॥

ব'লো তারে ভোলে যেন সে কথা সীতার।
অগ্রজের সঙ্গে আসি, দোঁহে রিপুকুল নাশি,
অভাগিনী জানকীর করেন উদ্ধার।
যত দিন বেঁচে রব, কভু নাহি কটু কব,
করিব না আর কভু কটু ব্যবহার।
বিধাতা উচিত শাস্তি ক'রেছে আমার॥

কপিরাজ সুগ্রীবে বলিবে মোর হয়ে।
বিলম্ব না করি আর, সাগর হইয়া পার,
আইসেন লঙ্কাপুরে কপিবল লয়ে।
ভরসা কেবল তার, নাশিতে এ দুঃখভার,
হউন সহায় দুখিনীর মুখ চেয়ে।
রহিলাম তার আশাপথ নিরখিয়ে॥

এত কহি নিবর্ত্তিলা জনক-ঝিয়ারী।
সান্ত্বনা করিয়া তায়, বিদায় হইয়া পায়,
পার হয়ে সুদুস্তর সাগরের বারি।
পূর্ব্ব সুকৃতির বলে, আবার ও পদতলে,
উপনীত আসি দাস কৃপার ভিখারী।
কৃপা কর ভবসিন্ধু-পারের কাণ্ডারী॥

সুন্দরকাণ্ড সমাপ্ত॥

যুদ্ধকাণ্ড।

হনুমানের সহিত রামের আলিঙ্গন।

শুনিতে শুনিতে রাম হনুর বচন।
প্রেমে পুলকিত কভু ঝরে দুনয়ন॥
অধীর হইয়া সীতা-শোকে কভু কান্দে।
কভুবা করয়ে পরিতাপ কত ছান্দে॥
ক্রোধে কাঁপে কভু জানকীর দুখ শুনে।
হরকোপে যথা অগ্নি বিকাশে নয়নে॥
বিস্ময়ে মগন কভু রামের অন্তর।
বীররসে কভু স্ফীত হয় কলেবর॥
সাগর-বিস্তার আর তরঙ্গের রঙ্গ।
মনে করি ভয়ে কভু জড়সড় অঙ্গ॥
নীরব মারুতি যবে কহি বিবরণ।
সুধামাখা বাক্যে বলে রাজীবলোচন॥
ধন্য বাপ কপিকুলে তুমি রে মারুতি।
ভুবনে অতুল তব এই মহা কীর্ত্তি॥
চন্দ্র সূর্য্য যত দিন গগনে রহিবে।
তোমার বিমল যশ জগতে ঘুষিবে॥
অলঙ্ঘ্য সাগরবারি করিয়া লঙ্ঘন।
অমর হইলে মর্ত্তে পবননন্দন॥
যাহার প্রতাপে দেবরাজ পেয়ে ভয়।
ত্যজিয়া অমরাবতী লুকাইয়া রয়॥
আজ্ঞাবহ যে জনার সমস্ত অমর।
মৃত্যুপতি যার ভয়ে কাঁপে থর থর॥
সুরাসুর যার ভয়ে লঙ্কা না পরশে।
সেই লঙ্কাপুরে প্রবেশিয়া অনায়াসে॥
প্রমত্ত মাতঙ্গ যথা দলে পদ্মবন।
রক্ষঃকুলে সেই মত করিলে দলন॥
লক্ষ লক্ষ নিশাচরে দিলা যম ঘর।
তব পরাক্রমে হীনবল লঙ্কেশ্বর॥
পোড়ায়ে সোণার লঙ্কা কৈলে ছার খার।
শুনিতে এ কথা সবে লাগে চমৎকার॥
না হইল না হইবে হেন বীরপনা।
রত্নগর্ভা তব মাতা ধন্য সে অঞ্জনা॥
ধন্য ধন্য কপীশ্বর সুগ্রীব রাজন।
বড় ভাগ্যে পায় মন্ত্রী তোমা হেন জন॥
তোমারে পাইয়া আমি ভাগ্য ক'রে মানি।
সদয় বিধাতা মিলাইল তোমা আনি॥
ভুবনে মেলে না এ গুণের পুরস্কার।
কি দিয়া শোধিবে দীন রাম তব ধার॥
সহজে ভিখারী আমি নাহি অন্য ধন।
আয় বাপ দেই তোরে প্রেম-আলিঙ্গন॥
এত বলি বাহু মেলি হাসিতে হাসিতে।
আলিঙ্গন করিলেন হনুর সহিতে॥
পরশি কোমল কোল পবনতনয়।
প্রেমানন্দে দর দর চক্ষে ধারা বয়॥
হনুর সৌভাগ্য দেখি সুখী কপিগণ।
রামজয় রবে পূর্ণ করিল গগন॥
যার পদরেণু লাগি যোগী করে যোগ।
অরণ্যে বসতি, ছাড়ি সংসারের ভোগ॥
শ্মশানে শিবের বাস যার পদ-আশে।
অহল্যা পাইলা মুক্তি যে পদ পরশে॥
সেই রাম কোল দিলা পবননন্দনে।
দেখিয়া মোহিত আজি যত দেবগণে॥
সুরবালা পুলকে কুসুম-সাজে সাজি।
স্বরগে থাকিয়া বরিষয় পুষ্পরাজি॥

গন্ধর্ব্ব গাহিল সুখে নাচিল অপ্সরী।
বাজিল দুন্দুভি রামজয় শব্দ করি॥

সুগ্রীব কর্ত্তৃক রামের সান্ত্বনা।

মারুতি-বদন চাহি তবে রঘুনাথ।
দীন ভাবে কহিতে লাগিলা অচিরাৎ॥
আনিলে সীতার তত্ত্ব সত্য রে মারুতি।
কিন্তু উদ্ধারের কিছু দেখি না সঙ্গতি॥
দ্বিতীয় নাহিক আর কটক ভিতরে।
লঙ্ঘিয়া অকূল সিন্ধু যাবে লঙ্কাপুরে॥
কেমনে হইব পার মোরা দুই ভাই।
ভাবিয়া তাহার কিছু উপায় না পাই॥
অপার-জলধি-পরিবেষ্টিত সে পুরী।
পরশে গগন তার তরঙ্গ-লহরী॥
জান যদি বল বাছা পবনকুমার।
সাগর হইতে পারি কি উপায়ে পার॥
নিরাশায় অবসন্ন মানস আমার।
দুখিনী সীতার বুঝি হ'ল না উদ্ধার॥
এত বলি রামচন্দ্র করেন রোদন।
নীরব নিঃস্পন্দ ধ্যানে যোগীন্দ্র যেমন॥
সুগ্রীব কহেন মিতে এ আর কেমন।
উৎসাহে বান্ধহ বুক সম্বরি রোদন॥
ইতর জনের মত উদাম ত্যজিয়া।
বল কি হইবে ফল রোদন করিয়া॥
ভাগ্যবলে জানকীর পেয়েছি সন্ধান।
উদ্ধার করিব তাঁর ইথে নাই আন॥
ওই দেখ কপি সৈন্যে উৎসাহ অপার।
সীতার সম্বাদে মনে আনন্দ সবার॥
মঙ্গলের চিহ্ন ইহা জানিবে নিশ্চয়।
সীতার উদ্ধারে আর নাহিক সংশয়॥
তব কার্য্যে কপিগণ বদ্ধপরিকর।
প্রবেশিতে পারে অগ্নি জলের ভিতর॥
কামরূপী সবে তারা জন্ম দেব-অংশে।
শুষিতে সাগর-বারি পারে অনায়াসে॥
কিম্বা সেতু বান্ধি পার হইবে সাগর।
বিনাশিবে দশাননে করিয়া সমর॥
বৃথা চিন্তা নৈরাশ্যাদি করি পরিহার।
উপায় করহ চিন্তা সিন্ধু হ'তে পার॥
বুদ্ধির সাগর তুমি মন কর স্থির।
কাপুরুষ মাত্রে হয় বিপদে অধীর॥
বানর সেনার হয়ে আপনি নায়ক।
আজ্ঞা কর কোন্ কার্য্য করিবে সেবক॥
সৌমিত্রি সুগ্রীববাক্যে সায় দিয়া কয়।
যে কহেন কপিরাজ কর দয়াময়॥
হেন জন নাহি দেখি এ তিন ভুবনে।
তিলেক তিষ্ঠিতে পারে তব সহ রণে॥
রাক্ষস-অধম দশানন কোন্ ছার।
সাগর হইতে পার কোন্ বড় ভার॥
শরজালে সিন্ধুবারি করিব শোষণ।
কিম্বা বাণে বাণে সেতু করিব বন্ধন॥
আজ্ঞা দিয়া বসি দেখ ওহে দয়াময়।
সেবক হইতে তব কিবা নাহি হয়॥
দুখের কালিমা-রেখা ও চন্দ্র-বদনে।
বারিধারা প্রভু তব সরোজ-নয়নে॥
আর তো সহে না এই দাসের অন্তরে।
তাহে জানকীর দুখে হৃদয় বিদরে॥
নৈরাশ্যের উপযুক্ত নহে এ সময়।
ক্রোধাগ্নিতে দহিতেছে আমার হৃদয়॥
সহে না বিলম্ব আর সাজিতে সমরে।
উঠ উঠ প্রভু কপি-সৈন্য সঙ্গে ক'রে॥
ওহে রাম ভবসিন্ধু-পারের কাণ্ডারি।
গোষ্পদ তরিতে কেনে চিন্তা এত ভারি॥
নামগুণে সুদুস্তর সংসার-সাগর।
অনায়াসে তরে যত মহাপাপী নর॥
কে বুঝিবে মায়া তব ওহে দয়াময়।
আপন মায়ায় মুগ্ধ আপন হৃদয়॥
ত্যজিয়া বিষাদ ক্রোধ করহ সম্বল।
জলুক অন্তরে প্রতিহিংসার অনল॥

রামময় জীবন সে জনকনন্দিনী।
শৃগালের গৃহে বন্দী সিংহের রমণী॥
সহে না সহে না মনে চিন্তাও আমার।
করিব সে দুরাশয়ে সবংশে সংহার॥
এত বলি করি-কর-নিন্দি বাম করে।
বিজয় ধনুক ধরি সঘনে টঙ্কারে॥
বীরের বচনে মনে তেজের উদয়।
পবনতনয়ে ডাকি বলে দয়াময়॥
কহ বাপ লঙ্কার বলের বিবরণ।
কত দুর্গ আছে তথা কেমন গঠন॥
কত সৈন্য রাবণের শিক্ষা কিপ্রকার।
বলহ সকল মোরে করিয়া বিস্তার॥
অস্ত্র শস্ত্র কিপ্রকার গজ বাজী কত।
সমরে তাহারা কহ কেমন শিক্ষিত॥
পরিমাণ আকার রথের কত হয়।
কহ কপিবর সব করিয়া নিশ্চয়॥
শুনি করপুটে কহে পবননন্দন।
কহিতেছি সবিস্তারে করহ শ্রবণ॥
চারিদিকে বেষ্টিত লবণসিন্ধু-জলে।
পর্ব্বত-শিখরে লঙ্কাপুরী মধ্যস্থলে॥
উত্তাল তরঙ্গ রঙ্গে নাচে চারিদিকে।
বধির করিয়া শ্রুতি অবিরত ডাকে॥
প্রশস্ত প্রাচীর উচ্চে পরশে গগন।
গভীর পরিখা সব তাহার বেষ্টন॥
শীতল সলিলে পূর্ণ পরিখা সকল।
বিকসিত তাহে সদা কুমুদ কমল॥
কুম্ভীর হাঙ্গর আর মৎস্য নানাজাতি।
তার মধ্যে সদাকাল করয়ে বসতি॥
প্রবেশের দ্বার চারি চারি দিকে হয়।
অগণ্য প্রহরী দিবানিশি তথা রয়॥
পুরী-মধ্যে চারি-জাতি দুর্গ শত শত।
আরণ্য কৃত্রিম আর নাদেয় পার্ব্বত॥
বিবিধ-আয়ুধ-পূর্ণ দুর্গ মনোহর।
দেবের দুর্গম মূর্ত্তি অতি ভয়ঙ্কর॥
শিলা-মোচনের যন্ত্র দ্বারের দুপাশে।
দেখিলে শত্রুর হৃদি কাঁপয়ে তরাসে॥
সমরে দুর্ম্মদ রক্ষঃসৈন্য লাখে লাখে।
ভীম প্রহরণ করে দুর্গদ্বার রাখে॥
কৌশলে রচিত রথ, রথী অগণন।
সুশিক্ষিত গজ বাজী মূরতি ভীষণ॥
রাবণের অনুগত সৈন্য সমুদয়।
রণে প্রাণ দিতে নাই কিছুমাত্র ভয়॥
জিনিয়া অমরাবতী রাক্ষসের পুরী।
অলকানগরী তার কাছে মানে হারি॥
কিন্তু এবে শোভাহীন করিয়াছি তায়।
রতন-মণ্ডিত গৃহ সব দগ্ধকায়॥
ভাঙ্গিয়া প্রাচীর পূর্ণ ক'রেছি পরিখা।
হস্তি-অশ্ব-হীন প্রায় হইয়াছে লঙ্কা॥
রথ রথী পদাতিক করিয়াছি ক্ষয়।
এখন অনায়াসে প্রভু কর লঙ্কা জয়॥
কোনরূপে পার যদি সিন্ধু হ'তে পার।
তবে আর রক্ষা নাই রাবণ রাজার॥
অগণ্য বানর সৈন্য পড়ি লঙ্কাপুরে।
উপাড়িয়া লঙ্কাখান ডুবাবে সাগরে॥
অথবা অঙ্গদ নল নীল জাম্ববান।
দ্বিবিদ পনস মৈন্দ করুক প্রয়াণ॥
লঙ্ঘিয়া সাগর, লেজে বান্ধি দশাননে।
লঙ্কা সহ তাহারে আনুক এইখানে॥
সেবক হইতে হ'লে কার্য্যের উদ্ধার।
কোন্ হেতু আপনি হবেন আগুসার॥

রামের সসৈন্যে সাগরকূলে গমন।

শুনি মারুতির মুখে সব বিবরণ।
চিন্তা করি মনে মনে, কহে রাম হনুমানে,
তোমার প্রতাপে চমকিত ত্রিভুবন।
যা কহিলে সত্য সব, কিছু নহে অসম্ভব,
অনায়াসে পারহ তোমরা কয় জন।
আনিতে সে দুরাশয়ে করিয়া বন্ধন॥

কিন্তু কহি শুন বাছা যে বাঞ্ছা আমার।
সেতু বান্ধি সিন্ধু-জলে, অথবা তপের ফলে,
কিম্বা শরে শুষ্ক করি সাগর অপার।
তোমা সবে সঙ্গে লয়ে, যাব মোরা ছুটি ভেয়ে,
লঙ্কাপুরে বিনাশিতে রাক্ষস দুর্ব্বার।
দেখাব সমর লোকে অতি চমৎকার॥

তবে রাম কহিলেন সুগ্রীবের প্রতি।
হইয়াছে শুভক্ষণ, কর মিতে আয়োজন,
সাজিতে বানরগণে দেহ অনুমতি।
মন্ত্রণা-কুশল ধীর, যুদ্ধ-বিশারদ বীর,
সঙ্গে লয়ে লক্ষ কপি নীল সেনাপতি।
পথপ্রদর্শক হয়ে যাইবে সংপ্রতি॥

হেন পথ বাছিয়া লইবে সাবধানে।
সুস্বাদ বিবিধ ফল, শীতল পানীয় জল,
বন্য মধু মেলে যথা বহু পরিমাণে।
দৃষ্টি রবে চারি ধারে, যেন দুষ্ট নিশাচরে,
দূষিত না করে ফল জল কোন স্থানে।
সহসা না হয় কেহ রত জল-পানে॥

নিম্ন-ভূমি বিল খাল থাকিলে নিকটে।
আগে পাঠাইয়া চর, পরে হবে অগ্রসর,
নতুবা পড়িতে পারে সকলে সঙ্কটে।
খলমতি নিশাচরে, যেন না বিশ্বাস করে,
গোপনে থাকিতে তারা পারে এক যোটে।
অরণ্য মাঝারে কিম্বা তটিনীর তটে॥

গোষ্ঠ-পুরোভাগে যথা বৃষভের গতি।
পর্ব্বতপ্রমাণ কায়, গবাক্ষ গজ গবয়,
কপিসৈন্য-পুরোভাগে যাইবে তেমতি।
ঋষভে কর আদেশ, সৈন্যের দক্ষিণ দেশ,
রক্ষা করি যাইবে সে ধরি ভীমাকৃতি।
বামে গন্ধমাদন রহিবে মহামতি॥

আনন্দ-বর্দ্ধন হেতু সর্ব্ব-সৈন্য-সনে।
ইন্দ্র যথা ঐরাবতে, আরোহিয়া বায়ুসুতে,
মধ্যস্থলে রব নিজে ধরি শরাসনে।
অঙ্গদের স্কন্ধোপরি, সৌমিত্রেয় ভর করি,
অন্তক-সমান বীর রবে মোর সনে।
ইন্দ্র-পাশে কার্ত্তিকেয় অসুরের রণে॥

পশ্চাতে সুষেণ ঋক্ষরাজ জাম্ববান।
প্রকাশি বিপুল বল, রক্ষা করি সৈন্যদল,
বিপদে করিবে বৃদ্ধগণ বুদ্ধি দান।
মিতে তুমি ত্যজি দ্বেষ, রাখহ জঘন দেশ,
সৈন্য-সমাবেশে বড় দুষ্কর এ স্থান।
সর্ব্বদা রহিবে ভাই হয়ে সাবধান॥

এইরূপে চলিতে যতেক কপিসেনা।
কেবল বালক বৃদ্ধে, রাখি কিষ্কিন্ধ্যার মধ্যে,
আর আর যুদ্ধক্ষম আছে যত জনা।
সঙ্গে করি লবে সবে, ভীষণ সমর হবে,
রাক্ষসের সৈন্য-সংখ্যা নাহি যায় জানা।
ত্রিলোক-বিজয়ী তারা এক এক জনা॥

রামের আদেশ শুনি বানর-ঈশ্বর।
আজ্ঞা দিলা কপিগণে, যাত্রা কর শুভক্ষণে,
সাজ সাজ শব্দে পূর্ণ হইল প্রান্তর।
ছাড়ি গুহা বৃক্ষরাজি, আইল সত্বরে সাজি,
পর্ব্বতপ্রমাণ কোটি কোটি কপিবর।
পদভরে তাহাদের কাঁপিল ভূধর॥

পথ দেখাইয়া নীলবীর আগে যায়।
শিলা বৃক্ষ ধরি হাতে, লক্ষ বীর তার সাথে,
মাতি রণমদে সবে পাছু পাছু ধায়।
মেঘের গর্জ্জন জিনি, হইল হুংকার-ধ্বনি,
ঢাকিল গগন-পথ পায়ের ধূলায়।
দিবা কি রজনী আর চেনা নাহি যায়॥

রামের ব্যবস্থা মত চলিল বাহিনী।
ধবল পর্ব্বতে যেন, সমুদিত নবঘন,
মারুতির স্কন্ধে সেইরূপ রঘুমণি।
অক্ষয় তূণীর-যুগে, কিবা শোভা পৃষ্ঠভাগে,
বাম করে ধরা হেমপৃষ্ঠ-ধনু খানি।
ত্রিলোক মোহিত টঙ্কারের শব্দ শুনি॥

প্রভাতের ভানু যথা সুমেরু-শেখরে।
অঙ্গদের পৃষ্ঠোপরে, তেমতি বিরাজ করে,
অনুজ লক্ষ্মণ ধনু ধরি বাম করে।
দু'টী ভেয়ে মধ্যস্থলে, রাখিয়া বানরদলে,
চলিল দক্ষিণ মুখে আনন্দ-অন্তরে।
কাঁপিল ধরণী কপি-সৈন্য-পদ-ভরে॥

বিপুল বানর-সংখ্যা আবরিল ধরা।
উৎসাহে মাতিল মন, ক্ষুধাতৃষ্ণা বিস্মরণ,
আনন্দে উদর যেন সকলের ভরা।
কেবল ভাবনা মনে, সিন্ধুকূলে কতক্ষণে,
উপনীত হইবে গমন করি ত্বরা।
কেমনে মহতী সেনা যাবে পার করা॥

কত রঙ্গ করে কপি যাইতে যাইতে।
কেহ হাতী কেহ হয়, কেহ আসোয়ার হয়,
লম্ফ দিয়া পড়ে কেহ পর্ব্বত হইতে।
কেহ পদ সন্তাড়ন, কেহ ভুজ বিক্ষেপণ,
কেহ বা কুর্দ্দন করে অদ্ভুত দেখিতে।
এইরূপে দুই দিন গত হয় পথে॥

সহ্যনামে গিরিবর পরম সুন্দর।
তৃতীয় দিবসে তথি, উপনীত রঘুপতি,
পর্ব্বতের শোভা হেরি প্রফুল্ল-অন্তর।
সুমধুর নানা ফল, খেয়ে যায় ক্ষুধানল,
মধুচক্রে মধু-পান করয়ে বানর।
সেই নিশা বঞ্চিল সে পর্ব্বত-উপর॥

প্রভাতে উঠিয়া রাম করেন গমন।
এক দিকে সহ্য গিরি, উত্তরে মলয় হেরি,
মধ্যে উপত্যকা মন-নয়ন-রঞ্জন।
হরিৎ-বরণ ধরা, কুসুমে রঞ্জিত করা,
গন্ধ বহি ধীরে বহে মলয়-পবন।
রজতপ্রবাহ গিরিনদী অগণন॥

উপত্যকা পার হয়ে পর্ব্বত মলয়।
ভারতের কবি যত, সদা গুণ-গানে রত,
তাহাদের মতে চির বসন্ত-আলয়।
বার মাস এক ধেয়ে, দক্ষিণে বাতাস বয়ে,
নিতি নিতি ফুটায় সুগন্ধি পুষ্পচয়।
কোকিল ভ্রমর নাকি বার মাস রয়॥

পার হয়ে মলয় পর্ব্বত কপিসেনা।
অদূরে মহেন্দ্র গিরি, হেরিয়া আনন্দ ভারি,
তাহার দক্ষিণে সিন্ধু আছে তাহা জানা।
দ্রুততর বেগে ধায়, মহেন্দ্রের পারে যায়,
সাগরের কূলে শেষে গিয়া দিল থানা।
কার সাধ্য সৈন্যসংখ্যা করয়ে গণনা॥

সাগরকূলে সেনা-সন্নিবেশ ও রামের খেদ।

সম্মুখে অপার সিন্ধু বরুণ-আলয়।
অসীম আকাশ বলি মনে ভ্রম হয়॥
উভয়ের নীল আভা নয়ন-রঞ্জন।
হেরিয়া বিস্ময়ে পূর্ণ সবাকার মন॥
ছায়াপথ আকাশে যেরূপ মনোহর।
ফেনপুঞ্জে ততোধিক শোভিত সাগর॥
দিন রাত আকাশে সুরয শশী জ্বলে।
বাড়বা তেমতি এই সাগরের জলে॥
আকাশে তারার ফুল দিবানিশি ফুটে।
লবণাম্বু বিম্ব দেখ সিন্ধুজলে উঠে॥

স্তরে স্তরে নীলাকাশে মেঘের সঞ্চার।
সাগর-আকাশে মেঘ তরঙ্গ-আকার॥
নীরদের হৃদে চপলার খেলা যথা।
সিন্ধুগর্ভে সেইরূপ মাণিক মুকুতা॥
আকাশে গরজে মেঘ সুগভীর অতি।
সাগর-গর্জ্জন সেইরূপ দিবারাতি॥
আকাশে খেচরগণ উড়িয়া বেড়ায়।
তিমি মৎস্য কুম্ভীরাদি সাগরে খেলায়॥
উত্তর কূলেতে উত্তরিয়া রঘুবর।
বিস্ফারিত সরোজাঁখি নিরখি সাগর॥
দক্ষিণ কূলেতে লঙ্কা লঙ্কায় জানকী।
রাক্ষসের বাসে কাল হরে চন্দ্রমুখী॥
এই চিন্তা রাঘবের অন্তরে উদয়।
অথচ রোধিল সিন্ধুজলে পদদ্বয়॥
তড়িৎ-গমনে চিত্ত জানকীর পাশে।
উপনীত হয় গিয়া অশোক-নিবাসে॥
জড় দেহ মাত্র দাঁড়াইয়া সিন্ধুতটে।
চিত্রিত ক'রেছে যেন কেহ চিত্রপটে॥
নয়নে নিমিখ নাই অঙ্গ নাহি নড়ে।
নাসায় রামের আর নিশ্বাস না পড়ে॥
এইরূপে কিছু কাল রহে দাঁড়াইয়া।
অবাক্ অনুজ আর সুগ্রীব দেখিয়া॥
অবশেষে লক্ষ্মণ হইয়া অগ্রসর।
পরশে অগ্রজ-অঙ্গ দিয়া পদ্ম-কর॥
চমক ভাঙ্গিয়া গেল কর-পরশনে।
লক্ষ্মণে হেরিয়া শত ধারা দুনয়নে॥
কেন্দে কয় কি করিলি প্রাণের লক্ষ্মণ॥
কি লাগি ভাঙ্গালি মোর সুখের স্বপন॥
আর কি হইবে মোর হেন শুভ যোগ।
প্রিয়ার মিলন-সুখ যাহে উপভোগ॥
লোকে বলে শোক দুখ কালে ক্ষয় করে।
মোর ভাগ্যদোষে বিপরীত ফল ধরে॥
শত গুণে বিরহ জাগিল মোর মনে।
পোড়া হৃদি পোড়ে পুন দারুণ আগুনে॥

সাগরে পাতিয়া শয্যা দেহ মোরে ভাই।
শয়ন করিয়া তাহে এ জ্বালা নিবাই॥
যে দেখি অকূল সিন্ধু দেখে লাগে ভয়।
গগনে উঠিছে সদা তরঙ্গ-নিচয়॥
ইহার উপরে সেতু-বন্ধন-ভরসা।
সে কেবল জ্ঞানহীন উন্মাদের আশা॥
এতদিনে প্রাণাধিক বুঝিলাম সার।
হ'ল না হ'ল না ভাই সীতার উদ্ধার॥
বৃথা কপিরাজে কষ্ট দিলাম বিস্তর।
বৃথায় সংগ্রহ এই অগণ্য বানর॥
বৃথা বায়ুসুত করি সাগর লঙ্ঘন।
বধিল রাক্ষসে লঙ্কা করিল দহন॥
এত বলি বিলাপ করিতে রঘুনাথ।
বিনয়ে লক্ষ্মণ বলে যুড়ি দুটী হাত॥
সম্বর রোদন প্রভু ধৈর্য্য ধর চিতে।
অসম্ভব কোন কর্ম্ম নাহিক জগতে॥
পুরুষার্থ মানবের পরম সম্বল।
নৈরাশ্য দুঃখের মূল নাশে বুদ্ধিবল॥
চেয়ে দেখ চারি দিকে তোমার সহায়।
কোটী কোটী কপি সবে সুবিপুল-কায়॥
ইহারা থাকিতে তব নাহিক ভাবনা।
নিশ্চয় হইবে প্রভু কার্য্যের সাধনা॥
একাকী মারুতি দেখ গিয়া লঙ্কাপুরে।
কত-না ধর্ষণা করিলেক লঙ্কেশ্বরে॥
লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মারুতি এখন।
সমুদ্যত লঙ্কাধামে করিতে গমন॥
কোন রূপে পারে যদি পারে যেতে সবে।
তবে আর দশানন ক'দিন বাঁচিবে॥
শোক ত্যজি পুরুষার্থ কর আলম্বন।
চিন্তা কর কিসে হবে সাগর-বন্ধন॥
পরম পণ্ডিত তুমি জ্ঞানের আধার।
তোমারে বুঝাতে হিত সাধ্য কি আমার॥
সৈন্যগণ-মনে যাতে সাহস হইবে।
মনে বুঝি হেন কার্য্য এখন করিবে॥

সুগ্রীব কহেন সখা কথা সত্য হয়।
অতি শোকে বলবীর্য্য নাশয়ে নিশ্চয় ॥
শোক ত্যজি কার্য্য-ক্ষেত্রে হও আগুসার।
সাগর বান্ধার ভার থাকিল আমার ॥
দিবা-অবসান প্রায় সূর্য্য অস্ত যায়।
ব্যবস্থা করহ সৈন্য থাকিবে কোথায় ॥
মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট রাম হইয়া অন্তরে।
শিবির স্থাপন হেতু চিন্তে অতঃপরে ॥
প্রায় তিন দিকে ঘেরা মহেন্দ্র পর্ব্বতে।
মনোহর ভূমি জল-রাশি সম্মুখেতে ॥
নাতি উচ্চ নাতি নিম্ন হরিৎ-বরণ।
তরুগণ করে রবি-কর আচ্ছাদন ॥
রাম বলে এই স্থানে শিবির স্থাপন।
করিয়া রহুক মিতে যত কপিগণ ॥
সেনাপতি নীল লয়ে শত শত বীর।
প্রহরী রহিবে যুড়ি সাগরের তীর ॥
পর্ব্বতে প্রহরী রবে অতি সাবধানে।
বিশ্বাস নাহিক দুষ্ট নিশাচরগণে ॥
কোন দিকে গোপনে আসিয়া নিশাচরে।
মোর সৈন্যে যেন কষ্ট দিতে নাহি পারে ॥
লক্ষ কপি বাছিয়া নিযুক্ত কর সবে।
ফলমূল যোগাইতে তৎপর রহিবে ॥
উপদেশ পাইয়া সুগ্রীব আজ্ঞা দিল।
মুহূর্ত্তে শিবিরে সিন্ধুকূল আচ্ছাদিল ॥
দ্বিতীয় সাগর সম সাগরের তীরে।
অপরূপ দৃশ্য এক হইল শিবিরে ॥
ঢাকিল সিন্ধুর রব সৈন্য-কোলাহলে।
হেন কালে দিবাকর গেল অস্তাচলে ॥
সন্ধ্যাবন্দনাদি করি শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
বিশ্রাম লভিতে দোঁহে করিলা শয়ন ॥
ডাকিয়া সুগ্রীব তবে পবন-কুমারে।
রামের শিবির-দ্বারে রাখিলা তাঁহারে ॥

রাবণের মন্ত্রণা।

বিরাট-মূরতি বীর, প্রশস্ত-ললাট ধীর,
আজানুলম্বিত বাহু দুটি।
মুকুট শোভিছে শিরে, কণ্ঠদেশ মুক্তাহারে,
কটীতে পিঙ্গল পীত ধটী ॥
বসি রত্নসিংহাসনে, রাবণ অমাত্য-গণে,
জলদ-গম্ভীর বাক্যে কহে।
একা আসি হনুমান, পোড়াইল লঙ্কাখান,
মনে হ'লে কোপে প্রাণ দহে ॥
তোমাদের বিদ্যমানে, বধিল অনেকে প্রাণে,
অশোকের করিল যে দশা।
স্মরিলে সরমে মরি, এত দিনে দর্পহারী,
দূর কৈল সকল ভরসা ॥
ইন্দ্রে করি নাই ভয়, সমরে শমনে জয়,
করিলাম যাদের সহায়ে।
দুখের উপরে হাসি, বনের বানর আসি,
গেল সবে হেন দাগা দিয়ে ॥
যা ছিল কপালে হ'ল, এখন উপায় বল,
শত্রু আসি দ্বারে দিল থানা।
নিশ্চিন্ত থাকিলে আর, ক্রমে হয়ে সিন্ধু পার,
সিংহদ্বারে আসি দিবে হানা ॥
শুনি রাবণের বাক্য, সকলে হইয়া ঐক্য,
মন্ত্রণা করিয়া মন্ত্রিগণে।
প্রহস্ত প্রধান মন্ত্রী, কহে দশানন প্রতি,
মহারাজ চিন্তা কি কারণে ॥
অতর্কিত অবস্থায়, ছিলাম নিশ্চিন্তপ্রায়,
নতুবা কি হনু যায় ফিরে।
মোর সুশাণিত বাণে, দেবতা বাঁচে না প্রাণে,
যমকে পাঠাই যমঘরে ॥
পরমায়ু ছিল তার, তাইতে সাক্ষাৎকার,
হয় নাই আমার সহিতে।
ভাল হ'ল ফিরে এল, লঙ্কার আপদ গেল,
রক্ষা আর নাহি মোর হাতে ॥

ত্যজ শঙ্কা ত্যজ ভয়, মানুষ বই ত নয়,
রাম আর লক্ষ্মণ দুজনে।
বুদ্ধি-হারা হয়ে আশু, লয়ে ক'টা বন-পশু,
আসিয়াছে রাক্ষসের রণে।
আশা দেখে হাসি পায়, পঙ্গুতে লঙ্ঘিতে চায়,
অতি উচ্চ সুমেরু-শেখর।
শিশু যেন মার কোলে, কান্দি চাঁদ লব ব'লে,
ধরিতে বাড়ায় ক্ষুদ্র কর॥
এ ত নহে ছেলে-খেলা, বান্ধিয়া কলার ভেলা,
লগি মেরে সিন্ধু হবে পার।
যেমন বানর মন্ত্রী, বুদ্ধির তেমনি গতি,
দেখে শুনে লাগে চমৎকার॥
যুদ্ধভার দিয়া মোরে, সুখে ব'সে থাক ঘরে,
ভোগ কর সীতার যৌবন।
দেখিবে দুদিন পরে, বধিয়া বানরে নরে,
বন্দিবে ঐ দাস ও চরণ॥
কুম্ভকর্ণ তার পরে, কহে অতি ক্রোধ-ভরে,
ওরে ভূপ লঙ্কার ঈশ্বর।
যার যুক্তি অনুসারে, এনেছিলে জানকীরে,
কোথা এবে সেই মন্ত্রিবর॥
কি দোষ করিল রাম, তাই তার প্রতি বাম,
হইয়া হরিলে ভার্য্যা তার।
এখন সঙ্কট গণে, ডেকেছ অমাত্যগণে,
এ তব কেমন ব্যবহার॥
তুমি রাজা গণ্য মান্য, হ'লে বিবেচনা-শূন্য,
ভুবন ভরিবে অপযশে।
ভেবে দেখ লঙ্কাপতি, করিয়াছ কি কুকীর্ত্তি,
শুদ্ধমাত্র কাম-রিপু-বশে॥
শত শত সুন্দরী, অন্তঃপুর আলো করি,
তোমারে তুষিছে নিশি দিনে।
অভাব কিছুর নাই, তবুতো গেল না ভাই,
স্বভাব তোমার বল কেনে॥
রাজধর্ম্মে আছে শিক্ষা, দুর্ব্বলে করিবে রক্ষা,
নারীগণ সহজে দুর্ব্বলা।
রাজা হয়ে অত্যাচারী, পীড়ন করিলে নারী,
তার হবে পথে ঘাটে চলা॥
দুর্ব্বলে সবল জন, যদি করে উৎপীড়ন,
রাজা তারে দমন করিবে।
নিজে রাজা অত্যাচার, করিলে বল কে আর,
তাহারে উচিত শাস্তি দিবে॥
সাধারণ এই রীতি, রাজা বলবান অতি,
প্রকৃতি দুর্ব্বল তাহাপেক্ষা।
দেখহ বিচার করি, তুমি হ'লে অত্যাচারী,
কে করিবে প্রজাগণে রক্ষা॥
দর্পহারী ভগবান, তাঁর কাছে বলবান,
কেবা আছে বল এ জগতে।
ইচ্ছা যদি হয় তাঁর, সবংশে হবে সংহার,
নর আর বানরের হাতে॥
রাক্ষসের ধর্ম্ম বটে, যুদ্ধে যদি জয় ঘটে,
হরিতে পারয়ে শত্রুনারী।
কিন্তু কোন্ শাস্ত্রে ভাই, এমন ব্যবস্থা নাই,
গোপনে করিবে মেয়ে চুরি॥
অনুজের বাক্য-বাণে, ব্যথিত হইলা প্রাণে,
উপজিল মনে বড় দুখ।
সভামাঝে অপমান, পেয়ে রাজা ম্রিয়মাণ,
লাজে হেট করে দশ মুখ॥
এমনি লাগিল তাক, সভা শুদ্ধ নিরবাক,
কেহ আর মুখ নাহি তোলে।
অভিমানে ছল ছল, কুড়ি চক্ষে ঝরে জল,
দশানন কুম্ভকর্ণে বলে॥
বুঝিতে না পেরে ভাই, ভাল কর্ম্ম করি নাই,
তা ব'লে কি ত্যজিবে আমারে।
তোমারে সহায় করি, জিনিলাম স্বর্গপুরী,
পলাইল ইন্দ্র তব ডরে॥
তোমার শূলের জোরে, গন্ধর্ব্ব কিন্নর নরে,
জিনিলাম যক্ষেশ্বরে ভাই।
সামান্য বানরে নরে, কেন তব ভয় করে,
ভাবিয়া উদ্দেশ নাহি পাই॥

অগ্রজের মিষ্ট বাক্যে, বিধাতার কূট চক্রে,
রাক্ষসের বিচলিত মন।
ধর্ম্মবুদ্ধি গেল দূরে, দর্পে কয় লঙ্কেশ্বরে,
চিন্তা কেনে কর হে রাজন॥
যত দিন বেঁচে রব, কিছু ভয় নাই তব,
সুখে রাজ্য কর লঙ্কাপুরে।
সীতার রূপযৌবন, যাহে মুগ্ধ তব মন,
ভোগ কর মন-সাধ পূরে॥
কাজ কিহে অস্ত্রে শস্ত্রে, যাব কল্য শুধু হস্তে,
দেখিব কেমন রাম বীর।
ছুট ভেয়ে আগে ধরি, উদরে ফেলিব পূরি,
শেষে খাব কপির রুধির॥
মারিব না হনুমানে, জীয়ন্ত এখানে এনে,
কৌতুক দেখাব ঘরে ঘরে।
তোমার ঐ সিংহাসন, মস্তকে করি ধারণ,
ফিরিবে সমস্ত লঙ্কাপুরে॥
বেড়েছে আস্পর্দ্ধা ভারি, এবার ভাঙ্গিব জারি,
টের পাবে পড়ি মোর হাতে।
আগে কাটি নাক কাণ, অবশেষে লব প্রাণ,
অন্যথা না হইবে তাহাতে॥
ইন্দ্রজিৎ রোষভরে, কহিতে লাগিলা পরে,
নর আর বানরে কি ভয়।
খাদ্য মধ্যে গণ্য যারা, যুদ্ধ কি করিবে তারা,
নিমিষে পাঠাব যমালয়॥
স্বর্গ মর্ত্ত রসাতলে, আমারে জানে সকলে,
নাম শুনে ইন্দ্র কম্পমান।
অজ্ঞান শিশুর মত, পশু লয়ে গোটা কত,
লঙ্কা জয় করিবেন রাম॥
শুনেছি সন্ন্যাসী সেটা, মাথায় কেবল জটা,
উদরের অন্ন যোটা ভার।
তাহার সমর-সাজ, সেটা বাতুলের কাজ,
ভিন্ন কিছু নহে জেন আর॥
স্থান না পাইয়া দেশে, বহু দিন বনবাসে,
বনপশু-সঙ্গে বাস করি।
বুদ্ধি বল যাহা ছিল, ক্রমে ক্রমে সব গেল,
পতনের নাই আর দেরি॥
কপিকে করে কে গণ্য, সুগ্রীব অতি সামান্য,
পুরুষত্ব কিছুমাত্র নাই।
থাকিলে কিঞ্চিৎ বীর্য্য, কাড়িয়া লইতে রাজ্য,
পারিত না কভু তার ভাই॥
সিংহ যথা অজাপালে, তেমি আমি কপিদলে,
দেখা মাত্র দিব যমঘরে।
মহারাজ ত্যজি শঙ্কা, বাজাইয়া জয়-ডঙ্কা,
উপভোগ কর জানকীরে॥
সীতার মত সুন্দরী, ভিখারী রামের নারী,
হাসি পায় শুনে এই কথা।
করিতে তব মহিষী, সৃজিলা বিরলে বসি,
ওরূপ রূপের রাশি ধাতা॥
ইন্দ্রজিতের কথায়, নিকুম্ভ পূরিয়া সায়,
বলে কেনে কর কালব্যাজ।
সীতা আনি অন্তঃপুরে, অঙ্কেতে স্থাপন ক'রে,
উপভোগ কর মহারাজ॥
শুনিয়া রাবণ বলে, পরস্ত্রী হরিতে বলে,
আছে বাধা শুন বিবরণ।
অপ্সরী পুঞ্জিকাস্থলী, এক দিন যায় চলি,
পিতামহ ব্রহ্মার ভবন॥
রূপে পথ আলো করি, চলিতেছে সে সুন্দরী,
হেরি মন পীড়িল মদনে।
না মানিয়া অনুযোগ, বলে করি সম্ভোগ,
ছাড়িয়া দিলাম কতক্ষণে॥
সন্তাপিত হয়ে মনে, অপ্সরী অধোবদনে,
উপনীত ব্রহ্মার আলয়।
অন্তর্যামী প্রজাপতি, অভিশাপ মোর প্রতি,
দিলেন হইয়া নিরদয়॥
বল করি ভবিষ্যতে, উপগত পরস্ত্রীতে,
যদি কভু হও দশানন।
দশ শির শত খান, হইয়া হারাবে প্রাণ,
মোর বাক্য না হবে খণ্ডন॥

শুনি কথা ভয়ঙ্কর, ভয়ে যত নিশাচর,
সভাস্থলে রহে নত শিরে।
সভা ভঙ্গ করি তবে, বিদায় করিয়া সবে,
রাবণ গেলেন অন্তঃপুরে ॥

রামের শিবিরে বিভীষণের গমন।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া দশানন।
পরিধান রাজবেশ অমূল্য ভূষণ ॥
করি আরোহণ মণিময় দিব্য রথে।
উপনীত হইলেন সত্বরে সভাতে ॥
ময়ের রচিত সভা-গৃহ মনোহর।
যাহার দ্বিতীয় নাই ভুবন ভিতর ॥
ইন্দ্র যথা স্বরগে বেষ্টিত দেবগণে।
বসিলেন সিংহাসনে সচিন্তিত মনে ॥
প্রহস্তে কহেন তবে শুন বীরবর।
ত্বরায় ডাকহ যত আছে নিশাচর ॥
শ্রেষ্ঠ বীরগণে যত্নে বাছিয়া লইবে।
নগরের চারি দিকে প্রহরী রাখিবে ॥
আজ্ঞায় প্রহস্ত ডাকি যত সৈন্যগণে।
নিযোজিয়া যথাস্থানে কহিলা রাবণে ॥
নিশ্চিন্ত হইয়া তবে বৈসে রক্ষঃপতি।
কহিতে লাগিলা পুনরায় সবা প্রতি ॥
তোমরা থাকিতে মোর নাহি কোন ভয়।
ত্রিলোক করিতে পারি অনায়াসে জয় ॥
অগ্নির সমান মোর সায়ক-সম্মুখে।
তিষ্ঠিতে পারয়ে হেন কে আছে ভূলোকে ॥
অতি ক্ষুদ্র নর রাম লক্ষ্মণ দুজন।
লঙ্কায় আসিতে পারে নাহি লয় মন ॥
যদি কোনরূপে পারে আসিতে লঙ্কায়।
তথাচ সম্ভব নয় জিনিবে আমায় ॥
অতএব যুদ্ধ করা হইল সুস্থির।
সাবধানে রহ সব বড় বড় বীর ॥
রাবণের বাক্য শুনি যত মন্ত্রিগণে।
সাধু সাধু বলিয়া উঠিল এক তানে ॥

তবে বিভীষণ বলে যুড়ি দুই হাত।
মোর যুক্তি কহি শুন রাক্ষসের নাথ ॥
যে অবধি সীতায় এনেছ লঙ্কাপুরে।
নানা অমঙ্গল-চিহ্ন প্রকাশে নগরে ॥
হোমাগ্নি-স্থাপন-কালে ধূমা অতিশয়।
অগ্নিশিখা পূর্ণ প্রজ্বলিত নাহি হয় ॥
পুনঃ পুনঃ আহুতি দিলেও নাহি জ্বলে।
স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয় সদাই অনলে ॥
হোমাগারে সর্পগণ সদা দেয় দেখা।
পূজার দ্রব্যেতে নিত্য উঠে পিপীলিকা ॥
গাভীগণ তৃণ জল করে না ভক্ষণ।
দুগ্ধও দেখিতে পাই ক'রেছে হরণ ॥
গজের ক্ষরে না পূর্ব্ববৎ মদজল।
অশ্বগণ না খাইয়া হয়েছে দুর্ব্বল ॥
আর্ত্তস্বরে সব পশু করয়ে চিৎকার।
দিনে শৃগালের পাল ফেরে দ্বার দ্বার ॥
ঝাঁকে ঝাঁকে কাক বসি গৃহের উপরে।
ঊর্দ্ধ মুখে ডাকে অতিশয় রুক্ষ স্বরে ॥
অগণন গৃধ্রগণ ভাগাড় ত্যজিয়া।
গৃহের উপরে আসি থাকে লুকাইয়া ॥
এই সব দুর্নিমিত্ত দেখিছে সকলে।
অথচ কাহার সাধ্য তব অগ্রে বলে ॥
অপ্রিয় কহিতে ভয় করে মন্ত্রিগণ।
তোষামোদ-বাক্যে তুষ্ট করে তব মন ॥
বেদ বিধি তোমার সকলি সুগোচর।
উচিত যা হয় কর হইয়া তৎপর ॥
মোর যুক্তি কহ যদি নিবেদন করি।
অচিরে রাঘবে ফিরে দাও তার নারী ॥
অনর্থের হেতু সীতা জনকনন্দিনী।
মণিলোভে গলায় বেন্ধ না কাল ফণী ॥
অনুজের বচনে বলেন লঙ্কেশ্বর।
দুর্ব্বল মানুষে তব এত কেনে ডর ॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ ভয় করে মোরে।
কি করিবে আমায় সামান্য দুট নরে

ইন্দ্রাদি সহায় করি যদি রাম আসে।
ভেব না সমরে মোরে জিনিতে পারে সে॥
অলোক-সুন্দরী সীতা, হেরিয়া তাহারে।
জ্বলিছে কামাগ্নি মোর হৃদয় মাঝারে॥
বরঞ্চ সম্ভব হয় ত্যজিতে জীবন।
জানকীরে ত্যজিতে না পারিব কখন॥
এতেক বচন যদি কহে লঙ্কেশ্বর।
বিভীষণ বলে পুনঃ যুড়ি দুই কর॥
পরম পণ্ডিত তুমি বুদ্ধে বৃহস্পতি।
তোমারে শিখাব নীতি কি আছে শকতি॥
কিন্তু দেখি আসন্ন বিপদ কান্দে প্রাণ।
চিন্তা সদা কেমনে হইবে পরিত্রাণ॥
তাই বলি দুট কথা শুন দয়া করি।
সর্ব্ব শাস্ত্রে মহারাজ তুমি অধিকারী॥
না জানি কি মায়াজালে মোহিত অন্তর।
অবৈধ কামেতে তাই হ'ল জর জর॥
ভাবি দেখ কিসের অভাব অন্তঃপুরে।
অপ্সরী কিন্নরী দেবী হাজারে হাজারে॥
তথাচ কামের তব না হয় নিবৃত্তি।
ভেবেছ জানকী হ'তে হইবে সংগতি॥
প্রজ্বলিত অগ্নি মাঝে যত তৃণ দিবে।
তৃপ্ত না হইয়া অগ্নি ততই দহিবে॥
ভোগের লালসা কভু ভোগে নাহি মেটে॥
ধন-ইচ্ছা তত বাড়ে যত ধন যোটে॥
শতপতি আশা করে সহস্র পাইতে।
সহস্র পাইলে হয় বাসনা অযুতে॥
এইরূপে ইন্দ্রত্বেও নাহি মেটে আশা।
যত পায় তত বাড়ে ধনের পিপাসা॥
হস্তী যথা জলে প'ড়ে স্নান ক'রে উঠে।
তখনি আবার ধূলা কাদা মাখে পিঠে॥
সেইরূপ চিত্ত সদা আশায় মলিন।
তত্ত্বজ্ঞান ভিন্ন শান্তি নহে এক দিন॥
আত্মা আর দেহ দুই ভিন্ন বস্তু হয়।
আত্মার যে সুখ তারে শ্রেষ্ঠ বলি কয়॥
দেহ বা ইন্দ্রিয়-সুখ নিতান্ত অধম।
কভু নাহি ইচ্ছা করে জ্ঞানী যেই জন॥
বিশেষ ইন্দ্রিয়-সুখ অশান্তির মূল।
নিতান্ত অজ্ঞানে সুখ বলি করে ভুল॥
জনমিলে জীবের মরণ সুনিশ্চয়।
অদ্য কিম্বা শতান্তে শরীর হবে ক্ষয়॥
নিত্য বস্তু পরমাত্মা ত্যজি জীর্ণ কায়।
ভোগ হেতু নব দেহে যায় পুনরায়॥
জীর্ণ বাস ত্যজি যথা নব বাস পরা।
মরণ জীবের হয় ঠিক সেই ধারা॥
অতএব শরীরের মিথ্যা সুখ লাগি।
মূঢ়জনে আত্মারে করয়ে পাপভাগী॥
পুনঃ দেখ মহারাজ ভোগ্য বস্তু যত।
ক'দিনের তরে তারা সকলি অনিত্য॥
আজ আছে কা'ল নাই হেন দ্রব্য তরে।
পাপপঙ্কে আত্মারে বল কে লিপ্ত করে॥
সুখ দুখ নামে বস্তু নাহি এ জগতে।
অস্তিত্ব তাদের মাত্র জীব-কল্পনাতে॥
তুমি যারে সুখ বল, দুখ বলি আমি।
আমার কল্পিত সুখে ঘৃণা কর তুমি॥
তিক্ত রসে তব রসনার তৃপ্তি হয়।
দেখিলে আমার কিন্তু বমন-উদয়॥
যেখানে দেখিবে মিষ্টান্নের ছড়াছড়ি।
সেখানে ছেলেরা চায় লুণ-মাখা মুড়ি॥
মিষ্টান্নের সঙ্গে মুড়ি করে বিনিময়।
দরিদ্র মিঠাই পেলে ভাগ্য করি লয়॥
দেখেছ যাহারা করে শিবিকা বহন।
অনায়াসে সহ্য করে মধ্যাহ্ন-তপন॥
উত্তরি নির্দ্দিষ্ট স্থানে লইয়া ব্যজনী।
বাহিত জনায় করে ব্যজন তখনি॥
তুমি বল নারীর যৌবন সুখকর।
আমি বলি রমণী নরক সুদুস্তর॥
মুখামৃত বলি অভিহিত কর যায়।
নিষ্ঠীবন ব'লে আমি ঘৃণা করি তায়॥

দাড়িম্ব কদম্ব তব পক্ক পয়োধর।
আমি ভাবি মাংসপিণ্ড বুকের উপর॥
রূপের লাগিয়া ক্ষিপ্ত পুরুষমণ্ডলী।
ভেবে দেখ মহারাজ রূপ কারে বলি॥
রক্ত মাংস রূপের এ দুই উপাদান।
নয়ন ধরিয়া তার কে করে সম্মান॥
চরম তাহার ভাবি দেখ মহারাজ।
যখন করিবে রূপ শ্মশানে বিরাজ॥
ক্ষণেক থাকয়ে যদি তথায় পড়িয়া।
ত্যজিতে হইবে রূপে নাকে বস্ত্র দিয়া॥
এ হেন রূপের লাগি মত্ত যদি মন।
যোগ যাগ অধ্যয়ন তবে কি কারণ॥
দৃশ্যমান জগৎ সকলি মায়াময়।
রজ্জু দেখি মনে যথা সর্পভ্রম হয়॥
তেমতি ব্রহ্মের রূপে বিশ্বের কল্পনা।
জলবিম্ব সম চির দিন রহিবে না॥
নিশার স্বপন যথা সকলি অলীক।
প্রপঞ্চ জগৎ এই হয় ততোধিক॥
সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার বিনষ্ট যেমন।
আত্মজ্ঞান হ'লে মায়া পলায় তেমন॥
যদি বল আত্মজ্ঞান জীবের দুর্লভ।
মানিলাম আর নাহি বলিব ও সব॥
মোটামুটি কথা দুট কহিব তোমারে।
শুনে সদুত্তর ভাই দাও দেখি মোরে॥
বলিছ সামান্য নর শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
পরাক্রমে তব তুল্য না হবে কখন॥
কিন্তু একবার নাহি ভাবিতেছ মনে।
ক্ষুদ্র যদি কেমনে সে বধিল দূষণে॥
একাকী রাঘব জনস্থানের সময়ে।
সকল সৈন্যের সহ বিনাশিল খরে॥
বালির বিক্রম তব থাকিবেক মনে।
তাহারে শ্রীরাম বধ করিলেন রণে॥
কবন্ধ বিরাধ আদি কত মহাবল।
রামের বিক্রমে সবে গেল রসাতল॥

সুগ্রীবে উড়াতে চাও বনপশু ব'লে।
পশুর বিক্রম কিন্তু কেমনে ভুলিলে॥
আসি একজন মাত্র সুগ্রীবের চর।
ধর্ষণ করিল তব সমস্ত নগর॥
দেখিয়াছি কপিগণ ক্ষুদ্র জলাশয়ে।
উবু হয়ে জল খায় নামে নাকো ভয়ে॥
সেই কপিজাতি দেখ পবননন্দন।
অপার জলধি-বারি করিল লঙ্ঘন॥
ভ্রমিয়াছ ত্রিলোকে প'ড়েছ পুরাণাদি।
শুনেছ কি কভু কপি ডিঙায় জলধি॥
অক্ষ আদি করি বড় বড় নিশাচরে।
পাঠাইয়াছিলে ভাই হনুর সমরে॥
ফিরে কিন্তু না আইল তার একজন।
লঙ্কা পোড়াইয়া হনু করিল গমন॥
ছিল না কি সেনাপতি প্রহস্ত সে কালে।
ছিল না কি অন্য অন্য রাক্ষস সকলে॥
রাখিতে পারিল কই তারা লঙ্কাপুরী॥
বচনে শুধুই নাহি হয় বাহাদুরি॥
এখন ভাবিয়া দেখ হনুর সমান।
কোটী কোটী মহাকপি পর্ব্বত-প্রমাণ॥
আসিয়া পড়িবে যবে এই লঙ্কাপুরে।
কে আছে এমন বীর রাখিবে তোমারে॥
তাই বলি অগ্রেতে হইতে সাবধান।
যাবৎ না যোড়ে রাম ধনুকেতে বাণ॥
পঞ্চমুণ্ড কালসর্প সম রাম-শরে।
রাক্ষস বলিতে রহিবে না লঙ্কাপুরে॥
যাবৎ না আসে রাম সিন্ধু পার হয়ে।
চরণে শরণ লও সীতা ফিরে দিয়ে॥
এত যদি কহিল রাক্ষস বিভীষণ।
গর্জ্জিয়া উঠিল বীর রাবণ-নন্দন॥
ইন্দ্রজিৎ বলে খুড়া শুনে হাসি পায়।
রাবণ শরণ লবে মানুষের পায়॥
রক্ষঃকুলে তোমা হেন ভীরুর জনম।
স্মরিলে অন্তরে হয় দারুণ শরম॥

আত্মবৎ সকলে ভেবেছ বুঝি মনে।
শুন নাই শক্তি মোর দেবতার রণে ॥
ঐরাবত পড়েছিল মোর মুষ্ট্যাঘাতে।
উপাড়িনু তার দুই দন্ত দুই হাতে ॥
প্রহার করিতে সেই দন্ত ইন্দ্র-শিরে।
প্রাণ-ভয়ে পলাইয়া গেল স্বর্গ ছেড়ে ॥
নাহি চাই সহায় সৈন্যের আড়ম্বর।
একাকী রামের সহ করিব সমর ॥
নিমিষে নাশিব নর বানর সকলে।
বাঁচিবে না একজন মোর শরানলে ॥
বিভীষণ বলে মিছে দর্প কর কেনে।
বাঁচিবার আশা নাই রাঘবের রণে ॥
বালক-স্বভাব তব চঞ্চল প্রকৃতি।
মন্ত্রণা দিবার কোথা তোমার শকতি ॥
নিশ্চয় জানিহ তব আসন্ন মরণ।
সেই হেতু বাঞ্ছা কর রাম সহ রণ ॥
জ্বলন্ত অনলে যেন ঘৃত ঢালি দিল।
শুনিয়া কর্কশ বাক্য কুমার রুষিল ॥
লোহিত নয়নে কহে ধিক্ তব প্রাণে।
বাঁচিতে বাসনা কর এত অপমানে ॥
কাপুরুষ যদি নাহি দেখেছ কখন।
আপনার মুখ দেখ লইয়া দর্পণ ॥
দুয়ারে দারুণ শত্রু সমর-আশায়।
কোন দিন প্রবেশিবে আসিয়া লঙ্কায় ॥
শত্রু-দমনের চিন্তা নাহি করি মনে।
শিখাইতে নীতিকথা আইলে রাবণে ॥
পিতামহে গা'ত্রী শিক্ষা পাগলের কাজ।
অগ্রজে শিখাতে নীতি নাহি বাস লাজ ॥
লঙ্কা তব জন্মভূমি জননী সমান।
লঙ্কার পরম শত্রু এখন সে রাম ॥
প্রাণ পণ কর দেশবৈরী বিনাশিতে।
বহে না কি উষ্ণ রক্ত তব ধমনীতে ॥
মৃত্যু-ভয় আমারে দেখাও বারবার।
মান গেলে প্রাণ লয়ে কোন্ উপকার ॥
বিন্দু মাত্র শোণিত থাকিতে এ শরীরে।
ইন্দ্রজিৎ নিরস্ত না হইবে সমরে ॥
ত্যজিয়া আহার নিদ্রা বিরাম-বাসনা।
মিটাইব রাঘবের যুদ্ধের কামনা ॥
যখন যুড়িব বাণ ধনুকে আমার।
সম্মুখে থাকিতে সাধ্য হইবে না কার ॥
অগ্নিমুখ শরজাল বর্ষিব যখন।
কোটী কোটী শাখামৃগ করিবে শয়ন ॥
শোণিতে হইবে রাঙ্গা সাগরের জল।
রক্তস্রোত লঙ্কাতে বহিবে অবিরল ॥
আমিষে অরুচি করি শৃগাল কুকুরে।
রণভূমি ত্যজিয়া রহিবে সবে দূরে ॥
আসুক রাঘব করি ত্রিলোক সহায়।
ধিক্ মোরে প্রাণ লয়ে যদি ফিরে যায় ॥
দর্প দেখি বিভীষণ ঘৃণায় হাসিল।
অগ্রজে করিয়া লক্ষ্য কহিতে লাগিল ॥
মূখের সহিত তর্ক বড় বিড়ম্বনা।
দেশবৈরী কিসে রাম বুঝিতে পারি না ॥
রাজ্যধন-লোভে প্রতিবেশী রাজগণ।
ছলে বলে কভু যদি করে আক্রমণ ॥
প্রজামণ্ডলীর ধনপ্রাণ যদি হরে।
দেশবৈরী তবে পারি বলিতে তাহারে ॥
পিতৃরাজ্য ত্যজে যেই সত্যের কারণে।
ব্রহ্মচারী হয়ে বাস করে বনে বনে ॥
পত্নীরে পাইলে ফিরে যায় রাম দেশে।
দেশবৈরী সে জন হইল বল কিসে ॥
যেমন দেবতা তেমি ভূষণ বাহন।
পিতার সুযোগ্য পুত্র যুটেছে তেমন ॥
যে ডেকেছে মন্ত্রগৃহে হেন মূঢ়জনে।
অচিরে যাইবে সেই শমন-ভবনে ॥
পিতাপুত্র উভয়ের আয়ু হ'ল শেষ।
শুনিবে এখন কেনে মোর উপদেশ ॥
অনুজের বাক্য-বাণে দশানন জ্বলে।
জলদ-গম্ভীর বাক্যে বিভীষণে বলে ॥

জ্ঞাতির সমান শত্রু নাহিক জগতে।
দুর্ব্বল হইলে মৃত্যু বাঞ্ছা করে চিতে॥
প্রবল যদ্যপি হয় জ্ঞাতি দুরজন।
ছলে বলে নিশ্চয় হরিয়া লয় ধন॥
হেন জ্ঞাতি সহ সেই জন করে বাস।
বিলম্ব না হয় তার হইতে বিনাশ॥
যে মুখে কহিলে তুমি এত কুবচন।
হেরিব না সেই মুখ শুন বিভীষণ॥
দূর হও রাজ্য হ'তে যাও অন্য স্থানে।
অথবা শরণ লহ রামের চরণে॥
কহিল এতেক যদি রাজা দশানন।
সভা হ'তে উঠিয়া চলিল বিভীষণ॥
অভিমানে নয়নে অজস্র অশ্রু ঝরে।
ক্রোধে কাঁপে কলেবর দংশয়ে অধরে॥
অন্তঃপুরে প্রবেশিয়া ডাকি সরমায়।
কহিল সান্ত্বনা সদা করিবে সীতায়॥
তার পর সঙ্গে লয়ে মন্ত্রী চারিজনে।
ত্বরা করি গদা হাতে উঠিল গগনে॥
সিন্ধুর উত্তর কূলে রামের শিবিরে।
উপনীত হ'ল আসি কটক মাঝারে॥

বিভীষণের সহিত রামের সখ্য।

সুগ্রীবাদি কপিগণ, ভয়ে করে নিরীক্ষণ,
অন্তরীক্ষে বিরাট-মূরতি বিভীষণে।
সুবিপুল গদা করে, সঙ্গে লয়ে অনুচরে,
নামিতেছে মর্ত্ত্যলোকে পবন-গমনে॥
এক জন কহে আরে, গেলাম গেলাম মারে,
আসিছে রাবণ ঐ দেখ শূন্য মাঝে।
সঙ্গে চারি নিশাচর, যেন চারি গিরিবর,
শমনের চর সম সমরের সাজে॥
আগে যদি জানিতাম, তবে কিহে আসিতাম,
কাঁচা মাথা দিতে কার রাক্ষসের রণে।
দেখে অঙ্গ উঠে কেঁপে, এখনি পড়িবে চেপে,
শীঘ্র দেখ হনু দাদা আছে কোন্ স্থানে॥

দেখি বানরের ভয়, সুগ্রীব কহিয়া কয়,
সামান্য রাক্ষসে দেখি শঙ্কা কি কারণে।
পাঁচ গোটা নিশাচর, এখনি যমের ঘর,
যাইবে দেখহ সুগ্রীবের সহ রণে॥
এত বলি কপীশ্বর, হাতে শাল তরুবর,
ঘন ছাড়ে হুহুঙ্কার সিংহের প্রতাপে।
দেখিয়া আসন্ন রণ, বড় বড় বীরগণ,
আনন্দে মগন-মন ধায় লাফে লাফে॥
শূন্যে থাকি বিভীষণ, তখন ডাকিয়া কন,
কেনে ওহে কপিগণ সমর-সজ্জায়।
আমি রাবণের ভাই, শত্রুভাবে আসি নাই,
শরণ লইতে চাই শ্রীরামের পায়॥
তোমরা মধ্যস্থ হয়ে, দাও যদি মিলাইয়ে,
ভবভয়হারী সেই রাতুল চরণ।
যথাসাধ্য উপকার, করিয়া শুধিবে ধার,
চিরদিন তরে কেনা রবে বিভীষণ॥
রাক্ষসের বাক্য শুনে, সঙ্গে লয়ে হনুমানে,
সুগ্রীব চলিলা যথা রাম দয়াময়।
প্রণমিয়া ভূমি লুটি, যোড় করি কর দুটী,
জানাইল রামে রাক্ষসের পরিচয়॥
রাবণের সহোদর, বিভীষণ নিশাচর,
চারিজন সহচর সহ উপনীত।
আর কিছু নাহি চায়, শরণ লইবে পায়,
বুঝিয়া করহ আজ্ঞা যে হয় বিহিত॥
রাঘব কহেন তবে, মন্ত্রণা করিয়া সবে,
কহিবে আমারে কিবা কর্ত্তব্য এখন।
রাবণের সহোদরে, সহসা কেমন ক'রে,
বন্ধুভাবে সৈন্য মাঝে করিব গ্রহণ॥
সুগ্রীব কহেন মিতে, আমারো সন্দেহ চিতে,
রাবণের চর হয়ে আসিয়াছে হেথা।
শত্রুর আপন ভাই, তাহাকে বিশ্বাস নাই,
ভুলিও না মিতে তার শুনে মিষ্ট কথা॥
অঙ্গদ কহেন পরে, বিশ্বাস কি নিশাচরে,
আজ্ঞা দেহ এ দাসেরে ওহে দয়াময়।

মাথাটা নখেতে ছিঁড়ে, ফেলে দেই লঙ্কাপুরে,
দেখি সব নিশাচরে মনে পাবে ভয়।
তবে মন্ত্রী জাম্ববান, রাঘবের বিদ্যমান,
অতি যুক্তিযুক্ত বাক্যে বলে যোড় করে।
নিযুক্ত করিয়া চার, পরীক্ষা করিয়া তার,
কর্ত্তব্য নিশ্চয় করিবেন তার পরে॥
যদি সত্য বন্ধু হয়, ত্যজিতে উচিত নয়,
রাবণের গৃহছিদ্র জানে নিশাচর।
উপকার তাহা হ'তে, পাইবেন নানা মতে,
যখন শক্রর সহ বাধিবে সমর॥
শুনি যুক্তি সবাকার, চাহে রাম বার বার,
পবনকুমার বীর মারুতির প্রতি।
বুঝিয়া রামের মন, হনু করে নিবেদন,
মনে না ধরিল মোর এই সব যুক্তি॥
প্রত্যক্ষ বিষয়ে চার, নিয়োগে কি উপকার,
ভাবিয়া দেখহ প্রভু আপনার মনে।
দেখেছি যে ভাব তার, মুখের আকার আর,
কোন রূপে সন্দেহ না হয় বিভীষণে॥
মারুতির বাক্য শুনে, রাঘব আনন্দমনে,
করেন আদেশ তবে সুগ্রীবের প্রতি।
লক্ষ্মণে লইয়া সাথে, কবচ গমন মিতে,
আন বিভীষণে মোর কাছে শীঘ্রগতি॥
হউক সে শক্র ঘোর, শরণ লইলে মোর,
কৃপণ আশ্রয়-দানে না হই কখন।
রাবণে বধিয়া রণে, বসাইব সিংহাসনে,
যদি বা লঙ্কার রাজ্য বাঞ্ছে বিভীষণ॥
রামের আদেশ পেয়ে, সুগ্রীব চলিল ধেয়ে,
বিভীষণে জানাইলা সব সমাচার।
শুনি বাক্য বিভীষণ, প্রেমে পুলকিত-মন,
রাম-দরশন-আশে হয় আগুসার॥
দেখিলা বসিয়া রাম, নব-দূর্ব্বাদল-শ্যাম,
মধুর-মূরতি অতি ভুবন-মোহন।
উচ্চ শিরে শোভে জটা, কটিতে বল্কল আঁটা,
আকর্ণ বিস্তৃত দুটী পঙ্কজ-নয়ন॥
ললাট প্রশস্ত অতি, গৃধিনী-গঞ্জিত শ্রুতি,
সমুন্নত নাসা খগবর-চঞ্চু জিনি।
যেন চিত্রপটে লেখা, অধরোষ্ঠ রক্তমাখা,
সিন্দুর-রঞ্জিত মুক্তাপাঁতি দন্ত-শ্রেণি॥
উরস বিশাল অতি, নখরে চাঁদের জ্যোতি,
উরুদ্বয় করি-কর জিনিয়া সুন্দর।
জিনি শালবৃক্ষ-সার, বাহু-যুগ শোভে তার,
কেশরী জিনিয়া কটী অতি মনোহর॥
রূপ দেখি বিভীষণ, প্রেমে পুলকিত-মন,
পদযুগে লোটায় মস্তক বার বার।
গদ্‌গদ ভাষে কয়, দয়া কর দয়াময়,
রাক্ষস বলিয়া নাহি কর পরিহার॥
অগ্রজ অধর্ম্মে রত, বুঝাইনু তায় কত,
সীতা ফিরে দিয়া তব লইতে শরণ।
না শুনিয়া উপদেশ, লাঞ্ছনার একশেষ,
করিল আমার সেই দুষ্ট দশানন॥
হয়ে মোরে কৃপাবান, যদি পদে দেহ স্থান,
দাস হয়ে চিরদিন রব রাঙ্গা পায়।
রাক্ষসের কূট রণে, করিব একান্ত মনে,
সাধ্য অনুসারে রাম সাহায্য তোমায়॥
রাম বলে এস ভাই; আর কোন চিন্তা নাই,
আজি হ'তে মিতা মোর তুমি বিভীষণ।
রণে বধি দশাননে, বসাইব সিংহাসনে,
করিব তোমারে লঙ্কা-রাজ্য সমর্পণ॥
আজি অতি শুভ ক্ষণ, যাও রে লক্ষ্মণ ধন,
সাগরের বারি লয়ে আইস সত্বরে।
কেনে আর থাকে বাদ, মিটাই মনের সাধ,
লঙ্কারাজ্যে অভিষেক করি মিত্রবরে॥
শ্রীমুখের আজ্ঞা পেয়ে, আইলেন বারি লয়ে,
অনুজ লক্ষ্মণ অতি হইয়া সত্বর।
সেই বারি লয়ে করে, বিভীষণে নিজ করে,
অভিষেক করিলেন রাম রঘুবর॥
বলি রাম জয় জয়, শব্দ করে কপিচয়,
জয় বিভীষণ জয় বলে উচ্চরবে।

বসি স্বর্ণ সিংহাসনে, লঙ্কায় সে শব্দ শুনে,
অন্তরে প্রমাদ গণে দশানন তবে॥

সাগর কর্ত্তৃক সেতু-বন্ধনের উপদেশ।

মিতা মিতা বলি বিভীষণে সমাদরে।
বসিতে আসন দিয়া কহে রাম পরে॥
লঙ্কার অবস্থা সব তোমাতে বিদিত।
তব মুখে বিস্তারিত শুনিতে বাঞ্ছিত॥
বিভীষণ বলে প্রভু করহ শ্রবণ।
রাবণের বলাবল করিব কীর্ত্তন॥
বিধাতার বরে বলী লঙ্কার ঈশ্বর।
নাহিক মরণ তার প্রকারে অমর॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ সবার অজেয়।
কেবল বানর নরে মনে করি হেয়॥
না লইল কোন বর তাদের জিনিতে।
বিধিচক্রে তাই দ্বন্দ্ব তোমার সহিতে॥
এত দিনে পূর্ণ হ'ল তার পাপভার।
কোন রূপে তব হস্তে দেখি না নিস্তার॥
কুম্ভকর্ণ নামে আর এক সহোদর।
বীর-মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই লঙ্কার ভিতর॥
শূল-হস্তে সমরে বাহির যবে হয়।
সুরাসুর গন্ধর্ব্ব সম্মুখে নাহি রয়॥
পুত্র মধ্যে ইন্দ্রজিৎ হয় মহাবীর।
শক্র না দেখিতে পায় তাহার শরীর॥
তপোবলে অগ্নিকে তুষিয়া নিশাচর।
তাহার নিকটে পাইয়াছে এই বর॥
যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিয়া যদি আসে রণে।
তাহারে জিনয়ে হেন নাহি ত্রিভুবনে॥
প্রহস্ত নামেতে রাবণের সেনাপতি।
যার পরাক্রমে ভয় করে সুরপতি॥
মণিভদ্রে কৈলাসে সমরে করি জয়।
ক'রেছিল দুষ্ট তার জীবন-সংশয়॥
মহোদর মহাপার্শ্ব আর অকম্পন।
শ্রেষ্ঠ বীর মধ্যে গণ্য এই কয় জন॥
রাবণের তুল্য সবে সমরে দুর্জ্জয়।
নাম শুনে শমনের হৃৎকম্প হয়॥
কোটী কোটী রাক্ষস লঙ্কায় বাস করে।
নিষ্ঠুর-প্রকৃতি তারা দুর্জ্জয় সমরে॥
রক্ত-মাংস-ভোজী সবে দুরাত্মার শেষ।
সতত করিয়া থাকে দেব দ্বিজে দ্বেষ॥
শুনিয়া সকল কথা চিন্তা করি মনে।
কহিতে লাগিলা রাম মিতা বিভীষণে॥
হউক বিক্রমশালী রাজা দশানন।
সহায় হউক তার যত দেবগণ॥
স্বরগে থাকুক কিম্বা লুকাক পাতালে।
নিশ্চয় হারাবে প্রাণ মোর শরানলে॥
সবংশে করিয়া বধ দুষ্ট দশাননে।
বসাইব তোমারে লঙ্কার সিংহাসনে॥
পশ্চিমে উদয় যদি হয় দিবাকর।
উষ্ণ গুণ ধরে যদি সুধাকর-কর॥
শৈত্যগুণ সলিল ত্যজয়ে কোন কালে।
দহন না করে অগ্নি যদি পরশিলে॥
তথাপি প্রতিজ্ঞা মোর ব্যর্থ নাহি হবে।
অমোঘ রামের বাক্য নিশ্চয় জানিবে॥
এক কথা জিজ্ঞাসি তোমায় মিত্রবর।
বল দেখি পার হব কেমনে সাগর॥
বিভীষণ বলে মিতে যুক্তি আছে তার।
আপনি সাগর আসি ক'রে দিবে পার॥
সগরের কীর্ত্তি এই বরুণ-আলয়।
সেই সগরের বংশে তব জন্ম হয়॥
সাগরে তুষহ তার করি উপাসনা।
মাগিয়া লইবে নিজ বন্ধন-যাতনা॥
সেতু বান্ধি অনায়াসে সৈন্য হবে পার।
ইহার লাগিয়া কেনে ভাবনা তোমার॥
যুক্তি শুনে সুগ্রীবাদি সবে দিল সায়।
সত্বরে রাঘব তবে সিন্ধুতটে যায়॥

কুশাসনে পূর্ব্বমুখে করিয়া শয়ন।
তিন দিন রহে গভ্ড থাকি অনশন॥
তথাপি সাগর যদি দেখা নাহি দিল।
অধীর হইয়া ক্রোধে রাঘব কহিল॥
আনি দাও লক্ষ্মণ আমার ধনুর্ব্বাণ।
আজি দুষ্ট সাগরের বধিব পরাণ॥
অহঙ্কারে গণ্য নাহি করয়ে আমারে।
তাহার উচিত শাস্তি দিব দুরাচারে॥
এত শুনি ধনুঃশর যোগায় লক্ষ্মণ।
ধনুকে দিলেন গুণ রাজীবলোচন॥
শরজালে সাগর আচ্ছন্ন মুহূর্ত্তেকে।
রুধির উঠিল জলে ঝলকে ঝলকে॥
মরিল কুম্ভীর মৎস্য হাঙ্গর বিস্তর।
কাটা দেহ ভেসে উঠে জলের উপর॥
পর্ব্বতপ্রমাণ ঢেউ পরশে গগন।
ঘাত প্রতিঘাতে বেলা করে অতিক্রম॥
যাতনায় জলজন্তু অস্থির হইল।
তথাপি সাগর যদি দেখা নাহি দিল॥
তবে রাম ব্রহ্ম-অস্ত্র যুড়িলা ধনুকে।
গরজিয়া প্রকাশিল বহ্নি অস্ত্রমুখে॥
প্রলয় ভাবিয়া শূন্যে আসি দেবগণ।
সম্বর সম্বর বলি করে নিবারণ॥
ভয় পেয়ে বারি ভেদি উঠিল সাগর।
কিরীট শোভিছে শিরে অতি মনোহর॥
রতন-মণ্ডিত দেহ শোভে পুষ্পহারে।
বড় বড় নদ নদী বহে চারি ধারে॥
রাঘবে সম্বোধি কহে মধুর বচনে।
কোন্ অপরাধে এত ক্রোধ তব মনে॥
রাম বলে বানর-কটক হবে পার।
করহ উচিত যেবা উপায় তাহার॥
নলে দেখাইয়া সিন্ধু বলে রাম প্রতি।
বিশ্বকর্ম্মা-পুত্র এই নল মহামতি॥
শৈল-বৃক্ষে বান্ধিবে সাগরে সেতু নল।
আজ্ঞা কর তাহারে সম্বরি ক্রোধানল॥

রাম বলে মন্ত্রপূত করিয়াছি শর।
কোথায় এড়িব তাহা বলহ সাগর॥
সিন্ধু কহে সুপবিত্র এই ধরাধামে।
আছয়ে অরণ্য এক দ্রুমকুল্য নামে॥
আমার উত্তর কূলে হয় সেই স্থান।
দস্যুর আবাস তথা ছাড় এই বাণ॥
তথাস্তু বলিয়া রাম ছাড়িলেন শর।
দ্রুমকুল্য মরুভূমি হইল সত্বর।
অতঃপর স্তবে তুষ্ট করিয়া রাঘবে।
আপনার স্থানে সিন্ধু চলি গেলা তবে॥

বানর-কটক মধ্যে রাবণের চর শুকের প্রবেশ।

শার্দ্দূল নামেতে এক রাবণের চর।
প্রবেশ করিল আসি কটক ভিতর॥
সর্ব্বত্রে ঘুরিয়া চর গিয়া লঙ্কাপুরে।
যোড় হাতে দশাননে নিবেদন করে॥
শুন মহারাজ বড় অদ্ভুত কাহিনী।
তীর যুড়ে বসিয়াছে বানর-বাহিনী॥
লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী আইল বানর।
সংখ্যা করিবার সাধ্য না হইল মোর॥
আকার প্রকার দেখি মনে হেন লয়।
ইহারা করিতে পারে ত্রিভুবন লয়॥
ভেদ-প্রয়োগের চেষ্টা করহ এখন।
নতুবা নিস্তার আর না দেখি রাজন॥
চরের বচন শুনে রাবণের ভয়।
শুক নামে অমাত্যে ডাকিয়া তবে কয়॥
শুন শুক সাবধানে আমার বচন।
সিন্ধুর উত্তর কূলে করহ গমন॥
কপিরাজ সুগ্রীবে কহিবে সমাদরে।
কি লাগিয়া আইল সে দুষ্কর সমরে॥
জয় পরাজয় আছে নাহিক নিশ্চয়।
হেন রণে আত্মপক্ষ কেবা করে ক্ষয়॥

জ্ঞাতি বন্ধু নহে রাম না হয় সজাতি।
তাহার লাগিয়া যুদ্ধ, ধরি কোন্ নীতি॥
সীতা আনিয়াছি আমি সত্য বটে কথা।
সুগ্রীবের তাহে কেনে হয় মাথা ব্যথা॥
মানুষী জানকী নাহি ভজিবে বানরে।
বুঝাইয়া এই কথা বলিবে তাহারে॥
কোথায় অযোধ্যা কোথা কিষ্কিন্ধ্যা নগর।
রাঘব আপন কিসে আমি কিসে পর॥
পথের ভিখারী রাম কি আছে সঙ্গতি।
ত্রিভুবন-বিজয়ী আমি সে লঙ্কাপতি॥
কপি পক্ষ-সমর্থন কর্ত্তব্য তাহার।
ভিখারী হইতে হবে কোন্ উপকার॥
অতএব বল তারে মোর নাম লয়ে।
সরিয়া পড়ুক শীঘ্র রাঘবে ত্যজিয়ে॥
রাক্ষসের ভক্ষ্য মধ্যে গণ্য কপিগণ।
তারা কি করিতে পারে মোর সনে রণ॥
এত বলি রাবণ বিদায় করে শুকে।
পক্ষি-রূপ ধরি শুক উড়িল কৌতুকে।
উত্তরিল উত্তর কূলেতে জলধির।
সেনা-সন্নিবেশ দেখি হয় চক্ষু স্থির॥
দ্বিতীয় সাগর সম সাগরের তীরে।
মানস-মোহন শোভা ধ'রেছে শিবিরে॥
মহাকায়-কপি-শির তরঙ্গ তাহার।
ফেনপুঞ্জ পতাকার ধবল আকার॥
সৈন্য-কোলাহল-রূপ তাহার গর্জ্জন।
শুনিয়া বধির হয় শুকের শ্রবণ॥
শূন্যে থাকি সুগ্রীবে করিয়া দরশন।
রাবণের কথা সব করে নিবেদন॥
কথার আভাসে নিশাচর করি স্থির।
লাফ দিয়া শূন্যে উঠে বড় বড় বীর॥
শুকে ধরি ভূতলে পাড়িল কোন জন।
কেহ কেহ করে তার পক্ষ উৎপাটন॥
যাতনায় নিশাচর করে ছট্‌ফট্।
অবশেষে কেঁদে বলে রামের নিকট॥

ওহে রাম রাবণের দূত আমি শুক।
তোমার বানরগণে দিল বড় দুখ॥
এই দেখ ছিঁড়িয়াছে পক্ষ সমুদায়।
দেহ ভেসে যায় মোর রুধির-ধারায়॥
পরাণে বধিবে মোরে হেন লয় মনে।
এই বেলা নিষেধ করহ কপিগণে॥
আমারে বধিলে তব কি ফল হইবে।
লাভে মাত্র চিরদিন অযশ ঘুষিবে॥
কাতরে কহিল শুক এতেক বচন।
শুনি কপিগণে বলে রাজীবলোচন॥
বধযোগ্য নহে দূত দেহ মুক্ত করি।
দেখুক আমার সব সৈন্য ঘুরি ফিরি॥
রামের আজ্ঞায় শুক পাইয়া মুকতি।
পুনরায় শূন্যপথে উঠে শীঘ্রগতি॥
সুগ্রীবের কাছে পরে করিয়া গমন।
রাবণের সব কথা করি নিবেদন॥
শুক বলে কি দিব উত্তর লঙ্কেশ্বরে।
বিস্তারিয়া কপিরাজ বলহ আমারে॥
এত শুনি সুগ্রীব কহেন রোষভরে।
দুর্ম্মতি ত্যজিয়া যদি সীতা দেয় ফিরে॥
তবে সে নিস্তার পাবে নতুবা মজিবে।
সবংশে রাবণ রাজা নিশ্চয় মরিবে॥
এত দিনে পূর্ণ দেখ হ'ল পাপভার।
তাইতে রামের সঙ্গে বিবাদ তাহার॥
বাঁচিবার সাধ যদি থাকে তাঁর মনে।
শরণ লউক আসি রামের চরণে॥

নলের সাগর-বন্ধন।

আপন বন্ধন, আপনি মাগিয়া,
উপায় কহিয়া রামে।
প্রণমিয়া পদে, চলিলা সত্বরে,
সাগর আপন ধামে॥

শ্রীরাম তখন, নলে ডাকি কন,
ওরে বাপধন নল।
যা কহিল সিন্ধু, শুনিলে সকলি,
সত্য কিনা তাই বল॥
শিলা তরু দিয়া, সাগর বাঁধিবে,
প্রত্যয় না হয় শুনে।
জলের উপরে, শিলা ভাসাইবে,
বল তব কোন্ গুণে॥
শুনি নল কয়, ওহে দয়াময়,
একি কথা আজি শুনি।
তোমার ইচ্ছায়, গগনে ভাসিছে,
তারা শশী দিনমণি॥
তব আজ্ঞা ধরি, বিশাল ধরণী,
বায়ু মাত্র করি ভর।
অচিন্ত্য বেগেতে, সতত ছুটিছে,
লয়ে কত ধরাধর॥
দিবস যামিনী, বরষা বসন্ত,
শীত গ্রীষ্ম শিশিরাদি।
অদ্ভুত ব্যাপার, যা কিছু জগতে,
সকলি তোমারি বিধি॥
সর্ষপ সমান, ক্ষুদ্র জীব হ'তে,
কাহার আদেশে হয়।
যোজন বিস্তৃত, শাখার সহিতে,
মহান্ বিটপিচয়॥
মহা সিন্ধু সহ, সুবিশাল বিশ্ব,
কটাক্ষে নাশিতে পার।
ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, এ ছার সমুদ্র,
তারে কেনে ভয় কর।
সত্য বটে শিলে, ভাসে না সলিলে,
সাধারণ বিধি তাই।
কিন্তু দয়াময়, তোমার কার্য্যেতে,
অসম্ভব কিছু নাই॥
তব নাম লয়ে, শিলা বৃক্ষ দিয়ে,
সাগরে বাঁধিব সেতু॥

তোমার ইচ্ছায়, হইবে সকলি,
এ দাস কেবল হেতু॥
সাগর বান্ধিয়া, তোমারে লইব,
রক্ষঃপুরে দয়াময়।
কিছু পুরস্কার, চাই হে রাঘব,
চাই কিছু বিনিময়॥
শেষের সে দিনে, যখন শমনে,
ধরিবে আমার কেশে।
ভবসিন্ধু পার, করিতে আমার,
হৃদয়ে দাঁড়াবে এসে॥
নলের ভক্তিতে, মোহিত রাঘব,
অপাঙ্গে চাহিলা তারে।
বুঝি মনোভাব, মানি লয় নল,
কৃতার্থ সে আপনারে॥
তবে রামচন্দ্র, ডাকিয়া সুগ্রীবে,
মধুর বচনে বলে।
কহ কপিগণে, সাগর-বন্ধনে,
সাহায্য করিবে নলে॥
সবে সাধ্য মত, শিলাতরু যত,
যতনে যোগাবে আনি।
বৃহৎ ব্যাপার, হেলায় কখন,
সিদ্ধ নাহি হয় জানি॥
রামের আদেশ, কপি-সেনা মাঝে,
সুগ্রীব ঘোষণা করে।
লক্ষ লক্ষ কপি, মনের উল্লাসে,
ছুটিল বনের ধারে॥
মূল শুদ্ধ শাল, উপাড়ি তমাল,
অশ্বকর্ণ ধরি টানে।
বড় বড় চূত, অশোক কিংশুক,
কপিগণ সব আনে॥
তিমিশ অর্জ্জুন, বিল্ব কর্ণিকার,
বকুল তিলক ফুল।
যা দেখে যেখানে, ধরি কপিগণে,
করে সবে নির্ম্মূল॥

নারিকেল নিম, করির দাড়িম,
বিভীতক তাল আদি।
কোটী কোটী তরু, আনি কপিগণে,
পূর্ণ করে বারিনিধি॥
মহেন্দ্র পর্ব্বতে, উঠি কপিগণে,
সংগ্রহ করিল শিলা।
বড় বড় চাপ, ভাঙ্গি পদাঘাতে,
নলে সবে আনি দিলা॥
দেখিতে দেখিতে, মহেন্দ্র বেচারি,
পরিণত সমতলে।
তখন বানর, আসি দলে দলে,
উপনীত নীলাচলে॥
বিন্ধ্যগিরি পানে, ছুটিল বিস্তর,
প্রধান প্রধান কপি।
মলয় অচলে, দলে দলে চলে,
ছোট ছোট যত কপি॥
বীর হনুমান, হিমালয়ে যান,
ভাঙ্গিতে পর্ব্বত-চূড়া।
দুই এক দিনে, হিম-গিরিবরে,
ভাঙ্গিয়া করিল নেড়া॥
শিবের কৈলাস, মনে পেয়ে ত্রাস,
কান্দিয়া কহিল শিবে।
ওহে পশুপতি, এঘোর বিপদে,
আমারে রাখিতে হবে॥
শিব বলে গিরি, সকলেরে পারি,
হনু শুনিবে না কথা।
নজর পড়িলে, এক লাফে এসে,
ভাঙ্গিবে তোমার মাথা॥
শিবের বচন, শুনি গিরিবর,
ভয়ে কাঁপে থর থর।
লুকাবার তরে, ঢাকিল তুষারে,
আপনার কলেবর॥
বহিয়া মস্তকে, কিম্বা যন্ত্র যোগে,
পাথর আনিল কত।
নল মহাবল, রচিল সাগরে,
সেতু সে মনের মত॥
সেতুর সৌন্দর্য্য, হেরিয়া আশ্চর্য্য,
দেবতা গন্ধর্ব্ব নরে।
দেবশিল্পী জিনি, গঠন-চাতুরী,
দেখি নলে যশ করে॥
পাঁচ সাত দিনে, সিন্ধুর দক্ষিণে,
যথায় লঙ্কার তীর।
বান্ধিতে বান্ধিতে, হয় উপনীত,
তথা আসি নল বীর॥
সেতু হ'ল শেষ, দেখিয়া রাঘব,
আনন্দিত অতিশয়।
চারি দিকে সব, বানরের রব,
রাম জয় রাম জয়॥
নিশাচরগণে, বিস্মিত বদনে,
পরস্পরে কাণাকাণি।
বানরের পেটে, আছে এত বুদ্ধি,
কভু না এমত জানি॥

রামের সাগর পার।

দিতে হে বিলম্ব আর কেন অকারণ।
সাজুক সাগর পার হ'তে সৈন্যগণ॥
এত যদি রামচন্দ্র কহে কপীশ্বরে।
যূথপতিগণে তিনি ডাকেন সত্বরে॥
আদেশে আইল কাছে বৃদ্ধ জাম্ববান।
নল নীল সুষেণ অঙ্গদ হনুমান॥
গবাক্ষ গবয় গয় গোলাঙ্গুলপতি।
হইল অচিরে গন্ধমাদনের গতি॥
হনুকে কহেন তবে কিষ্কিন্ধ্যা-ঈশ্বর।
রামচন্দ্রে লহ তব পিঠের উপর॥
ঐরাবতে যথা দেবরাজ বজ্রধর।
তব পিঠে তেমতি শোভিবে রঘুবর॥
অঙ্গদের পিঠে চড়ি অনুজ লক্ষ্মণ।
রাঘবের সাথে সাথে করিবে গমন॥

বিভীষণ আপনি ধরিয়া গদা করে।
অনুচর সঙ্গে রবে সাগরের তীরে॥
সেনাপতিগণ লয়ে নিজ নিজ বল।
সেতুর উপরে উঠে সবে দলে দল॥
দৈর্ঘ্যে শত যোজন সেতুর পরিমাণ।
যোজন দশেক তার প্রস্থের প্রমাণ॥
ব্যাপিল সমস্ত সেতু কপি সৈন্যচয়।
দেখিয়া রামের মনে আনন্দ উদয়॥
মারুতির স্কন্ধে ভর করি মধ্যস্থলে।
রবির উদয় যথা উদয়-অচলে॥
হেমপৃষ্ঠ ধনুক ধরিয়া বাম করে।
চলিলেন রামচন্দ্র লঙ্কার সমরে॥
পথ না পাইয়া বড় বড় কপিগণ।
চলিল সিন্ধুর জলে দিয়া সন্তরণ॥
কেহ কেহ শূন্যে উঠে যায় বায়ুভরে।
মেঘের গর্জ্জন জিনি হুহুঙ্কার ছাড়ে॥
প্রাণের অনুজে রাম কহেন তখন।
দেখ ভাই চারি দিকে নানা অলক্ষণ॥
সূর্য্যের শরীরে দেখ কলঙ্ক বিস্তর।
রবিকর ধরিয়াছে বরণ ধূসর॥
শকুন বিবিধ জাতি দেখহ অম্বরে।
মাথার উপরে কাক ডাকে রুক্ষস্বরে॥
পশুগণ তৃণ জল করে না ভক্ষণ।
উর্দ্ধে চেয়ে উচ্চ রবে করিছে রোদন॥
বিন্দু বিন্দু রক্ত বৃষ্টি হয় ক্ষণে ক্ষণে।
বহু প্রাণী হত হবে এই কাল রণে॥
এইরূপে কথা বার্ত্তা কহিতে কহিতে।
দোঁহে উপনীত আসি দক্ষিণ কূলেতে॥

—

শুক সারণের কপিসৈন্য পরিদর্শন।

লইয়া বানরসৈন্য শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
প্রদোষে লঙ্কায় আসি উপনীত হন॥
বিশ্বকর্ম্মা-বিরচিত পুরী মনোহর।
হেরিয়া বিস্ময়ে মগ্ন রামের অন্তর॥
ত্রিকূট শেখরে শোভে সুবর্ণে ভূষিত।
শ্বেত পীত রক্ত নীল মণিতে খচিত॥
স্তরে স্তরে রম্য হর্ম্ম্য সংখ্যা নাহি হয়।
ঢাকিয়াছে ভূধরের অঙ্গ সমুদয়॥
অস্তমিত রবিকর পড়ি সৌধশিরে।
সান্ধ্য গগনের সম সৌন্দর্য্য বিস্তারে॥
সৈন্য-সমাবেশ-আজ্ঞা করিয়া প্রচার।
রচিলেন ব্যূহ রাম অতি চমৎকার॥
নীলের সহিত মিলি অঙ্গদ দুর্জ্জয়।
ব্যূহ-মধ্যস্থল দোঁহে করিলা আশ্রয়॥
ঋষভ সসৈন্যে রহে চাপিয়া দক্ষিণ।
বামে গন্ধমাদনাদি বীর জন তিন॥
কুক্ষিদেশে জাম্ববান সুষেণ রহিল।
অনুজে লইয়া রাম শীর্ষেতে বসিল॥
নিজে বানরের পতি সুগ্রীব ধীমান।
জঘনদেশেতে করিলেন অধিষ্ঠান॥
প্রকাণ্ড-পাদপ-হস্তে শ্রেষ্ঠ কপিগণ।
বিনাশিতে লঙ্কাপুরী করি প্রাণপণ॥
ব্যূহ ঘেরি রহে সবে অতি সাবধানে।
প্রধান প্রহরী করি বীর হনুমানে॥
বিপুল বানর-সৈন্য ঢাকিল ধরণী।
দেখিয়া সন্তুষ্ট বড় রাম রঘুমণি॥
এখানেতে শুক আসি কাঁপিতে কাঁপিতে।
উপনীত হয় রক্ষোরাজের সভাতে॥
দশানন কহে শুক কহ সমাচার।
কহ কে করিল হেন দুর্দ্দশা তোমার॥
শুক বলে ও কথার নাহি প্রয়োজন।
দেখা হবে পুন আশা ছিল না রাজন॥
সুগ্রীবে তোমার আজ্ঞা প্রচার করিতে।
ধাইল বানরগণ আমারে ধরিতে॥
করিল লাঞ্ছনা যত কি কহিব আর।
বুঝহ লঙ্কেশ দেখি আকার প্রকার॥
পিতৃপুণ্যে দেখা হয়েছিল রাম সনে।
নতুবা কি রাখে প্রাণ দুষ্ট কপিগণে॥

দয়ার সাগর রাম সদা হাস্যমুখ।
দেখিবা মাত্রেতে দূরে গেল সব দুখ॥
আজ্ঞা দিলা ব্যস্ত হয়ে ছাড়িতে আমায়।
শুনিয়া বানরগণ তখনি পলায়॥
দেখিলাম বানর-বাহিনী সুবিপুল।
ঢাকিয়াছে সাগরের সমুদয় কূল॥
গিরি তুল্য এক এক কপির আকার।
হাতে শিলা তরু সদা করে মার মার॥
লঙ্কা বিনাশিতে সবে বদ্ধপরিকর।
প্রাণপণ করিয়াছে সুগ্রীব বানর॥
কায়ার সহিত ভেদ ছায়ার সম্ভব।
রাঘবে সুগ্রীবে কিন্তু অতি অসম্ভব॥
এখন রাখিতে লঙ্কা আছয়ে উপায়।
সীতা ফিরে দিয়ে ধর রাঘবের পায়॥
দেখিলাম রামচন্দ্র অতি দয়াবান।
অনুগত হইলে রহিবে তব প্রাণ॥
শুকের বচন শুনি ক্রোধে দশানন।
গরজি উঠিল আঁখি জবার বরণ॥
ওরে রে অধম তুই নিমক হারাম।
আমা চেয়ে বড় কিসে জানিলি সে রাম॥
পূর্ব্ব উপকার স্মরি রাখিলাম তোরে।
নহে কোন্ কালে পাঠাতাম যমঘরে॥
কি ছার বানর-সেনা আমার সদনে।
মুহূর্ত্তে পাঠাব সবে শমন-ভবনে॥
ত্রিলোক সহায় করি যদি রাম আসে।
সমরে নিস্তার তার নাই মোর পাশে॥
সিংহের শিকার কাড়ি শৃগালে লইবে।
মেষপাল দেখি ব্যাঘ্র ভয়ে পলাইবে॥
গরুড়ে ভুজঙ্গগণ করিবে তাড়ন।
তবু রামে সীতা ফিরে দিবে না রাবণ॥
যে মুখে শত্রুর যশ করিলি কীর্ত্তন।
আর না দেখিব শুক তোর সে বদন॥
রাবণের ক্রোধ দেখি শুকের তরাস।
পলায় সুদূরে পেয়ে জীবনের আশ॥

ক্রোধ সম্বরিয়া তবে রাজা দশানন।
শুক সারণেরে ডাকি কহিলা বচন॥
যাও দোঁহে কপিসৈন্য করহ গণনা।
প্রধান তাহার মধ্যে জান কত জনা॥
ধরিয়া বানর-মূর্ত্তি রাবণ-আজ্ঞায়।
সৈন্য মাঝে প্রবেশ করিলা দুজনায়॥
নানা স্থানে হৃষ্ট মনে করে দরশন।
অচিরাৎ চিনিল উভয়ে বিভীষণ॥
ইঙ্গিত করিতে শত শত কপিগণ।
বলে ধরি বিধিমতে করিল ধর্ষণ॥
অবশেষে লয়ে গেল রাঘব যথায়।
বিভীষণ সবিশেষ দেয় পরিচয়॥
রাবণের মন্ত্রী শুক সারণ নামেতে।
কপি-রূপে এসেছিল কটক মাঝেতে॥
দেখা মাত্র চিনিলাম চর দুই জনে।
রাক্ষসের মায়া সে রাক্ষসে ভাল জানে॥
উপস্থিত করিয়াছি তোমার গোচরে।
করহ উচিত যাহা হইবে বিচারে॥
চরের জীবন-নাশে নাহি প্রত্যবায়।
কিম্বা অন্য শাস্তি দেহ যাহা মনে যায়॥
কথা শুনে উভয়ের উড়িল পরাণ।
যোড়হাতে কহে তবে রাম বিদ্যমান॥
আজ্ঞাবহ ভৃত্য আজ্ঞা করয়ে পালন।
দোষ ব'লে গণ্য সেটা নহে কদাচন॥
রাবণ-আদেশে তব সেনা গণিবারে।
প্রবেশ করিনু আসি কটক মাঝারে॥
অপরাধ কিছু মাত্র করি নাই পায়।
অকারণ বিভীষণ প্রমাদ ঘটায়॥
রাম বলে ভয় নাই স্থির কর মন।
বধিব না ক্ষুদ্র নিশাচরের জীবন॥
গণনা করহ সুখে যদি সাধ্য হয়।
ফিরে গিয়ে রাবণে কহিও সমুদয়॥
এখন যদ্যপি মোরে সীতা ফিরে দিবে।
আত্মীয় স্বজন সহ পরাণে বাঁচিবে॥

মতিচ্ছন্ন হয় যদি করিবে সমর।
অচিরে সবংশে সবে যাবে যমঘর॥
বুঝাইয়া কহিবে পাপিষ্ঠ দুরাচারে।
মোর অস্ত্র সহে হেন নাহিক সংসারে॥
ইন্দ্র যম নহি আমি মোর নাম রাম।
প্রতিজ্ঞা ক'রেছি বিনাশিব লঙ্কাধাম॥
বধিয়া রাবণে রাজ্য দিব বিভীষণে।
মিলন করাব তারে মন্দোদরী সনে॥
তবে রাম হাসি হাসি কহেন স্মিতায়।
ধারণ ক'রেছে দোঁহে তোমার আজ্ঞায়॥
আজ্ঞা দেহ কপিগণে ছাড়িতে এখন।
কপি-সৈন্য আমার করুক দরশন॥
এতেক কহিতে কপিগণ হৃষ্ট মনে।
মুক্ত করি দিল শুক আর সে সারণে॥
প্রাণ লয়ে ঊর্দ্ধ শ্বাসে ছোটে নিশাচর।
উপনীত হয় গিয়া রাবণ-গোচর॥
কাঁপিতে কাঁপিতে কহে শুন রক্ষোরাজ।
বড় ভাগ্যে প্রাণ লয়ে ফিরিলাম আজ॥
নাহি দেখি লঙ্কাধামে হেন নিশাচর।
বিভীষণে ভাঁড়াইতে হইবে তৎপর॥
দেখা মাত্র চিনিল সে আমা দুই জনে।
ধরিয়া লইয়া গেল রামের সদনে।
পরামর্শ দিলা রামে প্রাণদণ্ড তরে।
রামের দয়ায় প্রাণ রহিল এবারে॥
হয় নাই হইবে না হেন দয়াবান।
শুনিয়া মুখের বাক্য জুড়ায় পরাণ॥
শান্ত মূর্ত্তি প্রশস্ত ললাট বক্ষস্থল।
আকর্ণ বিস্তৃত চারু নয়নযুগল॥
ছাড় ছাড় বলি মুক্ত করি আমাসবে।
তোমারে করিয়া লক্ষ্য কহিলেন তবে॥
সমরে বধিয়া দশাননের জীবন।
বিভীষণে লঙ্কারাজ্য করিব অর্পণ॥
ইন্দ্রাদি সহায় যদি রাবণের হয়।
রাখিতে নারিবে তারে জানিহ নিশ্চয়॥

বাঁচিবার এক মাত্র আছয়ে উপায়।
সীতা দিয়া শরণ লউক মোর পায়॥
এত বলি নীরব হইল নিশাচর।
মনে মনে চিন্তা করে লঙ্কার ঈশ্বর॥
যাহারে পাঠাই সেই শত্রুগুণ গায়।
কি জানি কি গুণে রাম রাক্ষসে ভুলায়॥
বনবাসী ভিক্ষাজীবী অতি ক্ষুদ্র নর।
সম্বলের মধ্যে ক'টা বনের বানর॥
তাহারে বাখানে হয়ে মোর চিরদাস।
নাহি হয় কিছু মাত্র অন্তরে তরাস॥
সুরাসুরে জিনিলাম যাদের সহায়ে।
কি লাগিয়া ক্ষুব্ধ তারা মানুষের ভয়ে॥
যা হউক দেখা চাই কি হয় চরমে।
এত ভাবি দশানন কহেন সারণে॥
তোমাদের ভাব কিছু বুঝিতে না পারি।
রামের প্রশংসা কর কোন্ গুণ ধরি॥
বীর নাহি হয় লোক মুখের বচনে।
প্রকাশিতে হয় শক্তি শত্রু সহ রণে॥
ভোজনের প্রশংসা যদ্যপি জীর্ণ পায়।
নারীর যৌবন, স্বধর্ম্মেতে কেটে যায়॥
শত্রু যদি ঘরে আসে প্রশংসা তাহার।
রণ ক'রে ফেরে বীর সেই প্রশংসার॥
বীরত্ব রামের যদি কিঞ্চিৎ থাকিত।
তবে কি অযোধ্যা-রাজ্য ভরত পাইত॥
দশরথ দেখি তারে অসার অক্ষম।
ছলনা করিয়া পাঠাইয়া দিল বন॥
ঘুণ ধরা হরের ধনুক একখান।
তুলিয়া ধরিতে হয়েছিল দুই খান॥
রাজার আদুরে ছেলে তাই ছোটে নাম।
বীর মধ্যে গণ্য হ'ল ভেবা গঙ্গারাম॥
অতি বৃদ্ধা তাড়কায় বধ করি রণে।
আপনারে বীর ব'লে জানিয়াছে মনে॥
সত্য সত্য বীর যদি হইত সে রাম।
নারী বধ করি কেমে কিনিবে দুর্নাম॥

কবন্ধে বধিয়াছিল মিলি দুই ভাই।
তাহার ছিল না মাথা তা কি শুন নাই॥
মবার উপরে খাঁড়া ব্যবস্থা সুন্দর।
গাছের আড়ালে থাকি বালির সমর॥
দেখিতে পাইলে বালি ঘুচে যেত নেটা।
তবে আর সাগর বান্ধিত বল কেটা॥
একে একে বলিব কতবা গুণ তার।
নির্ব্বোধে বুঝায়ে উঠা অতি বড় ভার॥
সম্বন্ধ খাদক খাদ্য রাক্ষস মানুষে।
জেনে শুনে তোমরা কাঁপিছ তবু ত্রাসে॥
বিলম্ব নাহিক আর পোহাক রজনী।
একাকী রামের সঙ্গে যুঝিব আপনি॥
যতক্ষণ ধনুকে না যুড়িয়াছি বাণ।
ততক্ষণ রামের শরীরে আছে প্রাণ॥
তূলা-রাশি জ্বলে যথা অনল-পরশে।
বালু-রাশি উড়ে যথা প্রবল বাতাসে॥
কপিসেনা সেইরূপ মোর শরানলে।
দেখিবে পড়িবে কা'ল প্রভাত হইলে॥
এত বলি সঙ্গে লয়ে শুক সারণেরে।
উঠিলেন দশানন উচ্চ সৌধশিরে॥
শুকে বলে নির্দ্দেশ করহ মন্ত্রিবর।
দেখাইয়া দাও মোরে সকল বানর॥
কেবা সেনাপতি সৈন্যপরিমাণ কত।
নির্দ্দেশ করহ যূথপতি আছে যত॥
আজ্ঞা পেয়ে শুক বলে দেখ দশানন।
ঢাকিয়াছে কপিসৈন্যে পর্ব্বত কানন॥
ঐ যে দেখিছ কপি গিরিতুল্য-কায়।
বাম করে গিরিচূড়া ধ'রেছে হেলায়॥
হুহুংকারে কাঁপয়ে কানন ধরাধর।
নীল নাম ধরে এই দুর্জ্জয় বানর॥
সেনাপতি করি তারে সুগ্রীব রাজন।
সকলের পুরোভাগে ক'রেছে স্থাপন॥
পুন দেখ দুর্দ্ধর্ষ বানর ভীমকায়।
বারম্বার রোষ-ভরে লঙ্কা পানে চায়॥
পদভরে যাহার কাঁপিছে লঙ্কাপুরী।
দশ লক্ষ বানরে যাহারে আছে ঘেরি॥
অঙ্গদ ইহার নাম বালির নন্দন।
যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত ক'রেছে রাজন॥
অঙ্গদের পার্শ্বে দেখ পারিবে চিনিতে।
যে দিল আগুন তব সোণার পুরীতে॥
দিতে নাহি হবে তার বেশী পরিচয়।
এখনো করিলে নাম মনে হয় ভয়॥
তার পরে দেখ নল নামে বীরবর।
শিলাবৃক্ষ দিয়া সেই বান্ধিল সাগর॥
চন্দন-নিবাসী আট লক্ষ কপিগণ।
সর্ব্বদা করিয়া আছে তাহারে বেষ্টন॥
কুমুদ নামেতে যূথপতি তার পর।
ধবল শরীর সব দেখ লঙ্কেশ্বর॥
থাকি থাকি কোপদৃষ্টি করিছে লঙ্কায়।
নয়নের কোণে অগ্নিকণা বাহিরায়॥
লেজের আস্ফোটে ফাটে পর্ব্বত পাহাড়।
দশ কোটী শ্বেত কপি সঙ্গে আছে তার॥
সুদীর্ঘ-লাঙ্গুল-যুক্ত দেখ লঙ্কেশ্বর।
চণ্ড নামে যূথপতি মহাবলধর॥
তাম্র পীত শ্বেত রঙ্গে রঞ্জিত কেশর।
ঢাকিয়াছে যাহার বিরাট কলেবর॥
একাকী নাশিতে লঙ্কা হইয়া উদ্যত।
কুর্দ্দন লম্ফন করিতেছে ইতস্তত।
অগণ্য বানর-সেনা তাহার সংহতি।
কুপিলে নাশ্পায় রক্ষা বুঝি সুরপতি॥
সিংহ সম বিক্রমে সরভ নাম ধরে।
বিপুল লাঙ্গুল ঢাকা সুদীর্ঘ কেশরে॥
বিন্ধ্যগিরি সহ্য কৃষ্ণগিরি সুদর্শন।
এই সব পর্ব্বতে করয়ে বিচরণ॥
দর্শনে করিতে যেন দগ্ধ এ নগরে।
তীব্রদৃষ্টে চাহিতেছে দেখ বারে বারে॥
তিন কোটি ভীমকর্ম্মা কপি ভয়ংকর।
সরভে বেষ্টন করি আছে নিরন্তর॥

ঐ শুন গভীর গর্জ্জন অনিবার।
করিতেছে যূথপতি রম্ভ দুর্নিবার॥
রম্য নামে গিরি এই রম্ভের আবাস।
ফল্ ফুলে সুশোভিত থাকে বার মাস॥
চত্বারিংশ লক্ষ কপি রম্ভের বাহিনী।
বিনাশিতে লঙ্কা সবে সদা বজ্রপাণি॥
ভেরী-তুল্য উচ্চ নাদ শুনিতেছ যার।
করে ধরি শালতরু করে মার মার॥
পনস উহার নাম দুর্ম্মদ সমরে।
অনুপম পারিযাত্র পর্ব্বতে বিচরে॥
পনসের সৈন্য সংখ্যা না পারি করিতে।
সমস্ত সাগরকুল ঢেকেছে সেনাতে॥
বিনত নামেতে পুন দেখ যূথপতি।
মদমত্ত মহাগজ সম যার গতি॥
দেবগণ মাঝে বজ্রহস্ত দেবরাজ।
তেমতি বিনত বৈসে বানরের মাঝ॥
শত কোটি কপিসেনা সঙ্গে আছে তার।
একা লঙ্কা বিনাশিতে প্রতিজ্ঞা তাহার॥
ক্রথন নামেতে আর এক যূথপতি।
কোটী কোটী মহা কপি যাহার সংহতি॥
গৈরিক-বরণ অঙ্গ আকার ভীষণ।
সদা বাঞ্ছা তব সহ করিবারে রণ॥
দেখহ গবয় নামে আর এক জনে।
সুরাসুরে পরাজয় করে সেই রণে॥
অযুত অযুত কপি সেবা করে যারে।
যুদ্ধে অবসাদ নাহি জানে একেবারে॥
তার নামে যূথপতি দেখ লঙ্কেশ্বর।
যাহার অঙ্গেতে শোভে সুদীর্ঘ কেশর॥
তাম্র পীত মিশ্র কৃষ্ণ রঙ্গে সুরঞ্জিত।
দেখিলে সে রূপ সুরাসুর হয় ভীত॥
হাতে লয়ে শিলা তরু অসংখ্য বানর।
আইল তারের সঙ্গে করিতে সমর॥
লঙ্কার সমরে সে সাহায্য নাহি চায়।
প্রতিজ্ঞা একাকী জয় করিবে তোমায়॥

কপিরাজ সুগ্রীবের যত অনুচর।
অঞ্জন-বরণ হয় উপাধি কিংকর॥
ধূম্র নামে তাহাদের নেতা ভয়ঙ্কর।
দেখি রিপুকুল-হৃদি কাঁপে থর থর॥
নর্ম্মদার তীরে ঋক্ষবান গিরিবরে।
শতকোটি ঋক্ষ সহ সুখে বাস করে॥
আইল সমর-আশে রাক্ষসের সনে।
ঐ দেখ ঘন ঘন চায় লঙ্কা পানে॥
ধূম্রের কনিষ্ঠ সহোদর জাম্ববান।
আকার প্রকার দেখ ভ্রাতার সমান॥
অতি শান্তস্বভাব বিক্রমে মহাবল।
সমরে সর্ব্বদা হয় অটল অচল॥
দেবাসুর-যুদ্ধে ছিল ইন্দ্রের সহায়।
পাইল অনেক বর তুষি দেবতায়॥
যোজন-বিস্তৃত তনু দম্ভ নাম ধরে।
লইয়া অসংখ্য সেনা আইল সমরে॥
বানরের পিতামহ সন্নাদন নাম।
অগ্নির ঔরসপুত্র অগ্নির সমান॥
দেবরাজ পরাজিত ইহার সমরে।
বুঝিয়া দেখহ মনে কত বল ধরে॥
ক্রথন নামেতে দেখ আর এক কপি।
বড় ভয়ঙ্কর সেই হয় কামরূপী॥
নগাধিপ হিমাচলে ইহার বসতি।
শতকোটি কপি আছে ইহার সংহতি॥
আর এক যূথপতি দেখ দশানন।
পর্ব্বত-প্রমাণ কায় ভীম-দরশন॥
প্রমাথী ইহার নাম তেজে দিবাকর।
ভাগীরথী-তীরে বৈসে এই বীরবর॥
শ্বেত যূথ শ্বেত বর্ণ গবাক্ষ নামেতে।
অন্য এক যূথপতি তাহার পশ্চাতে॥
কোটী কোটী গোলাঙ্গুলে হইয়া বেষ্টিত।
লঙ্কাজয়ে সকলে হয়েছে সমুদ্যত॥
আহ্বান করিছে যুদ্ধে দেখহ তোমায়।
লম্ফে ঝম্পে মহাবীর কাঁপায় লঙ্কায়॥

মহামেরু যাহার নিবাস বারমাস।
দেখহ বরণ যার সুবর্ণ-সংকাশ॥
কেশরী তাহার নাম অতি বলবান।
যুথপতি মধ্যে হয় সবার প্রধান॥
কত বা লইব নাম শুন লঙ্কেশ্বর।
পর্ব্বত আছয়ে যত ভুবন ভিতর॥
অরণ্য আছয়ে আর যতেক ভুবনে।
তাহাতে বসতি করে যত কপিগণে॥
আইল সকলে আর কেহ বাকি নাই।
নিস্তারের উপায় দেখিতে নাহি পাই॥
ঐ দেখ মহারাজ কপিসৈন্য মাঝে।
নবদুর্ব্বাদলশ্যাম শ্রীরাম বিরাজে॥
ঘন ঘন কোপদৃষ্টি করে লঙ্কা পানে।
অগ্নিশিখা বাহিরায় নয়নের কোণে॥
লক্ষ্মণ নামেতে দেখ অনুজ তাহার।
পুনঃপুন করিতেছে ধনুক-টংকার॥
সমরে জিনিবে আশা নাহি কর মনে।
ঐ দেখ ঘরভেদী ভাই বিভীষণে॥
আপন কল্যাণ যদি চাও লঙ্কেশ্বর।
সীতা ফিরে দিতে রামে হইবে সত্বর॥
কথা শুনে দশানন কোপে কম্পমান।
মূর্ত্তি দেখি উড়ে শুক সারণের প্রাণ॥
গরজিয়া লঙ্কাপতি কহে দূত প্রতি।
জানিলাম এত দিনে ছন্ন তব মতি॥
বৃথা নীতি-উপদেশ বৃথা অধ্যয়ন।
যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা সব হ'ল অকারণ॥
শত্রুর প্রশংসা কর আমার সাক্ষাতে।
জান না জীবন মৃত্যু সব মোর হাতে॥
দেখিয়া সামান্য নরে এত ভয় মনে।
জানকী ফিরিয়া দিতে বলহ রাবণে॥
শত ধিক তোমাদের জীবনে বীরত্বে।
দূর হও দুরাত্মন্ সম্মুখ হইতে॥
পূর্ব্ব উপকার স্মরি রাখিলাম প্রাণ।
ইচ্ছা হয় যাও চলি যথা আছে স্থান॥

রাবণের ক্রোধ দেখি মন্ত্রী দুইজন।
নমস্কার করি দূরে করিল গমন॥

শার্দ্দূলের বানর-সৈন্য পরিদর্শন।

একাকী লঙ্কার পতি, চিন্তাকুল হয়ে অতি,
শিরে সঁপি কর বসি ভাবে ধরাসনে।
কি আশ্চর্য্য অতঃপর, নরে দেখি নিশাচর,
হ'তেছে ব্যাকুল সবে ভয় বাসি মনে॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব যারা, কতবার স্বর্গ ছাড়া,
করিল অনাসে করি সমর ভীষণ।
ইন্দ্রে নাহি গণ্য করে, বায়ু যম দিবাকরে,
সেবায় নিযুক্ত করে বিক্রম এমন॥
সেই সব বীর এবে, আমারে দুর্ব্বল ভেবে,
সীতা ফিরে দিতে রামে কহে বার বার।
হইয়া আমার দাস, কিঞ্চিৎ করে না ত্রাস,
গাইতে শত্রুর গুণ সাক্ষাতে আমার॥
পাঠালাম যত জনে, কপিসৈন্য-দরশনে,
সকলে করিল বশ ভণ্ড জটাধারী।
বুঝি যাদু-বিদ্যা জানে, ভুলাইল সেই গুণে,
নতুবা ভুলিবে কেনে জনক-ঝিয়ারী॥
যা হউক আর বার, বাছি চতুরের সার,
পাঠাই জনেক চরে চর্চ্চিতে কটকে।
এতেক চিন্তিয়া মনে, সত্বরে ডাকিয়া আনে,
শার্দ্দূল নামেতে চরে আপন সম্মুখে॥
অঞ্জলি বান্ধিয়া শিরে, শার্দ্দূল প্রণাম করে,
দেখি দশানন তারে লাগিলা কহিতে।
চিরকাল জানি তুমি, চতুরের চূড়ামণি,
নাহিক তুলনা তব এ লঙ্কা পুরীতে॥
গোপনে করি গমন, কপি-সৈন্য দরশন,
করিয়া আইস আজি অতি সাবধানে।
পরিমাণ হয় কত, কে কাহার পুত্র পৌত্র,
জানিবে বিশেষরূপে ত্যজি ভয় মনে॥
রাবণের আজ্ঞা পেয়ে, শার্দ্দূল চলিল ধেয়ে,
নিমিষে উত্তরে আসি কটক মাঝারে।

মায়াতে লুকায়ে কায়, যথা ইচ্ছা তথা যায়,
নিশাচর ব'লে কেহ চিনিতে না পারে॥
কপিমূর্ত্তি ধরি পরে, কতই আলাপ করে,
যূথপতি সকলের লয় পরিচয়।
অবশেষে লঙ্কা-ধামে, রাবণের সন্নিধানে,
চতুর শার্দ্দূল আসি হইল উদয়॥
হইয়া বিনীত অতি, ক্ষিতিতলে জানু পাতি,
ধরণী লোটায়ে বন্দি প্রভুর চরণ।
যুড়িয়া যুগল কর, কহিতে লাগিল চর,
বড় বড় কপির বংশের বিবরণ॥
দৃষ্টি কর লঙ্কেশ্বর, ঋক্ষরাজ-বংশধর,
মহাবীর জাম্ববান প্রশান্ত-মূরতি।
গদ্গদের ক্ষেত্রজাত, ভ্রাতা ধূম্রনামে খ্যাত,
কোটী কোটী মহাকপি যাহার সংহতি॥
কেশরী নামেতে বীর, অপত্য বৃহস্পতির,
হনুর জনক এই বীর দুর্নিবার।
সুষেণ ধর্ম্মের সুত, বীর্য্যবান গুণযুত,
অতি বড় বপু তার সমরে দুর্ব্বার॥
তাহার দক্ষিণ দিকে, দৃষ্টি কর দধিমুখে,
মহা বলবান সেই শশীর তনয়।
সৃক্কণি লেহন করি, দেখিতেছে লঙ্কাপুরী,
ক্রোধানলে ধক ধক জ্বলে আঁখিদ্বয়॥
দেখ সুষেণের বামে, অগ্নিপুত্র নীল নামে,
দশ কোটী অনুচর সঙ্গেতে যাহার।
বায়ুপুত্র হনুমান, দেখ প্রভু বিদ্যমান,
রাঘবের অগ্রে ঐ পর্ব্বত-আকার॥
অঙ্গদ ইন্দ্রের নাতি, পিতার সমান কৃতী,
ছিল পরিচয় তব বালির সঙ্গেতে।
যমের পাঁচ তনয়, গজ গবাক্ষ গবয়,
দুর্জ্জয় শরভ গন্ধমাদন নামেতে॥
অশ্বিনীকুমার-দ্বয়, যাদের জনক হয়,
দেখ সেই মৈন্দ আর দ্বিবিদ বানরে।
জ্যোতির্ম্মুখ শ্বেত আর, দুটি পুত্র সবিতার,
বরুণের পুত্র হেমকূট নাম ধরে॥

বিশ্বকর্ম্মা-সুত নল, কপি-মধ্যে মহাবল,
বান্ধিল সাগরে সেতু শিলাবৃক্ষ দিয়ে।
বড়ই আপদ সেটা, নতুবা আসিত কেটা,
লঙ্কাপুরে দুস্তর সাগর পার হয়ে॥
জিনি নবঘনশ্যাম, দশরথ-পুত্র রাম,
অনুজ লক্ষ্মণ সহ বসি মধ্যস্থলে।
গঠন সিংহের মত, পরাক্রম অপ্রমিত,
তুলনা নাহিক যার এ মহীমণ্ডলে॥
কর প্রভু দরশন, তব ভাই বিভীষণ,
গদা-হাতে সদা রামে তুষিছে যতনে।
লঙ্কা-রাজ্যে করি আশ, আমাদের সর্ব্বনাশ,
করিবে কেমনে তাই ভাবিতেছে মনে॥

রামের মায়া-মুণ্ড দেখিয়া সীতার বিলাপ।

তবে রাজা দশানন, চিন্তায় হয়ে মগন,
প্রবেশিলা ময়-বিরচিত সভাগৃহে।
কনক আসনে বসি মন্ত্রিগণে কহে॥
শত্রু আসি বীর দাপে, বসিল দুয়ার চেপে,
উপায় কি করি বল মন্ত্রণা করিয়া।
বিনা যুদ্ধে কিসে রাম যাবে পলাইয়া॥
যুক্তি করিয়াছি চিতে, যে কোন উপায়ে সীতে,
বারেক যদ্যপি কৃপাচক্ষে চায় মোরে।
রণ ত্যজি রাঘব নিশ্চয় যাবে ফিরে॥
পতি-সম্মিলন-আশে, আমারে নাহিক তোষে,
সে আশায় যদ্যপি বঞ্চিত হয় সীতে।
করিবে না আপত্তি সে আমারে ভজিতে॥
রণে মরিয়াছে রাম, এইরূপ করি ভাণ,
মায়া-মুণ্ড রামের লইয়া নিজ হাতে।
ক'রেছি বাসনা যাব সীতার সাক্ষাতে॥
মায়া-মুণ্ড ব'লে তারে, পারিবে না চিনিবারে,
পতির মরণ মনে ভাবিয়া নিশ্চয়।
ভজিতে আমারে নাহি করিবে সংশয়॥

চড়িয়া পুষ্পক রথে, সীতায় লইয়া সাথে,
যুগল হইয়া যাব দেখাতে রাঘবে।
দেখিলে রামের আর রণ কি সম্ভবে॥

যুক্তি শুনে মন্ত্রিগণ, সাধু সাধু উচ্চারণ,
করিয়া প্রশংসে সবে লঙ্কার ঈশ্বরে।
তখনি রাবণ ডাকে বিদ্যুৎজিহ্বারে॥

আসিতে সে শিল্পিবর, আজ্ঞা দিলা লঙ্কেশ্বর,
রচিতে রামের মায়া-মুণ্ড অবিকল।
হাতের ধনুক সহ করিয়া কৌশল॥

আজ্ঞা পেয়ে নিশাচর, হয়ে অতি সুসত্বর,
আনিল রামের এক মুণ্ড মনোহর।
দেখিয়া প্রফুল্ল দশাননের অন্তর॥

বিদ্যুৎজিহ্বার সনে, চলিল অশোক-বনে,
আসি উপনীত জানকীর সন্নিধানে।
হাসি হাসি কহে রাম পড়িয়াছে রণে॥

গত নিশা দ্বিপ্রহরে, যখন নিদ্রার ঘোরে,
বানর-কটক সহ সবে অচেতন।
সাবধানে মোর সেনা কৈল আক্রমণ॥

মরিয়াছে হনুমান, সুগ্রীব দিয়াছে প্রাণ,
প'ড়েছে অসংখ্য কপি এসেছিল যত।
রুধিরে সাগরবারি হয়েছে রঞ্জিত॥

প্রাণে বেঁচে ছিল যারা, কোথা পলাইল তারা,
এখন সন্ধান কিছু হয় নাই তার।
পলাইয়া গেছে সীতে দেবর তোমার॥

রাক্ষসের সহ রণে, পরাস্ত দেবতাগণে,
নর বানরের আশা সে রণ জিনিতে।
বামন বাড়ায় কর শশীরে ধরিতে॥

রামে বড় বীর জানি, সেই দর্পে অভিমানী,
এত দিন ছিলে প্রিয়ে মোরে তুচ্ছ করি।
ভেবে দেখ এখন কি করিবে সুন্দরি॥

পাছে অবিশ্বাস হয়, বিনাশিতে সে সংশয়,
আনিয়াছি কাটা মাথা দেখাতে তোমারে।
এই দেখ বলি মাথা দেখায় সীতারে॥

ঠিক রাঘবের মাথা, দেখিয়া চিনিলা সীতা,
চাঁচর চিকুরে জটা ঠিক সেই মত।
আকর্ণ নয়ন দুটী অর্দ্ধ-নিমীলিত॥

সেই নাক সেই কাণ, তেমনি ভুরুর টান,
রসনার অগ্রভাগ চাপা দন্ত মাঝে।
দেখিয়া সীতার বুকে যেন শেল বাজে॥

চেতনা হারায়ে সতী, ঠিক যেন শবাকৃতি,
ছিন্নমূল তরু যথা ঝঞ্ঝাবায়ু-বলে।
ধরণী-তনয়া পড়ে ধরণীর কোলে॥

রাবণ ইঙ্গিত করে, ব্যজনী লইয়া করে,
চেড়ীগণ জানকীর নিকটেতে ধায়।
চখে মুখে সুশীতল সলিল ছিটায়॥

চেতন পাইয়া ধনী, শিরে দুটি কর হানি,
স্মরিয়া পতির গুণ কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
সীতার বিলাপ শুনি পাষাণ বিদরে॥

এ মন্দভাগিনী তরে, আসি রাক্ষসের পুরে,
অকালে কালের গ্রাসে হারালে জীবন।
জনমিয়া মোর কেনে হ'ল না মরণ॥

শিরীষ কুসুম জিনি, কোমল শয্যায় যিনি,
শয়নের যোগ্য শ্রেষ্ঠ বিলাস-মন্দিরে।
আজি সে সুতনু প'ড়ে সাগরের তীরে॥

হায়রে দগধ বিধি, সীতার হৃদয়নিধি,
কি পাপে কাড়িয়া নিলি এমন করিয়া।
শকুনে ছিঁড়িছে দেহ মরি রে স্মরিয়া॥

অগুরু চন্দন সার, চর্চ্চিত বদন যাঁর,
ধূলায় ধূসর আজি সেই তনু খানি।
এখন কেমনে মোর রয়েছে পরাণী॥

ছি ছি ঘৃণা নাই চিতে; বড়ই কঠিনা সীতে,
নতুবা হৃদেশে ছাড়ি বাঁচে কি এখন।
পিশাচী জানকী জানিলেক সর্ব্বজন॥

চাও নাথ একবার, নাশ এ কলঙ্ক-ভার,
ছিল ত পাপিনী তব আদরের ধন।
দুজিনী করহ পদে এই নিবেদন॥

না না নাথ কাজ নাই, সঙ্গী হ'তে নাহি চাই,
স্বরগে সঙ্গের দোষে পাছে দুখ পাও।
সে ধামের যোগ্য নহি একা চলি যাও॥
একছত্র ক্ষিতিপতি, দশরথ মহামতি,
প্রিয় পুত্র তুমি হে তাঁহার দাশরথি।
আমার করম-দোষে তোমার এ গতি॥
কালকূট-বিষবৃক্ষে, ধ'রেছিলে নিজ বক্ষে,
চন্দন ভাবিয়া জানকীরে গুণমণি।
চির দিন দগধিয়া মারিল পাপিনী॥
কৈকেয়ীর অভিলাষ, যা হ'তে অরণ্য-বাস,
এত দিনে পূরিল আমার মাথা খেয়ে।
ভুঞ্জুক কোশলরাজ্য রাজ-মাতা হয়ে॥
সহিয়া দারুণ দুখ, আশায় বান্ধিয়া বুক,
জীবন ধরিয়া আছে কৌশল্যা জননী।
আবার হেরিবে ব'লে চাঁদ-মুখ খানি॥
অশনির তুল্য বাণী, যখন শুনিবে রাণী,
জরাজীর্ণ হৃদি তাঁর শতধা ফাটিবে।
আশার প্রদীপ চির তরে নিবাইবে॥
দেখেছি বীরত্ব নাথ, যবে বিরাধের সাথ,
সমর-কৌশল প্রকাশিলে চমৎকার।
বিনাশিতে কবন্ধে দেখিছি আর বার॥
বাল্যে করি মহারণ, তাড়কায় বিনাশন,
করিয়া করিলে দূর ঋষিদের ভয়।
অনায়সে পরশুরামে ক'রেছিলে জয়॥
শুনেছি হে প্রাণেশ্বর, জনস্থানে যে সমর,
রাবণের তুল্য বীর দূষণের সনে।
মুহূর্ত্তে করিলে বধ বহু সৈন্যগণে॥
মনে ছিল বড় আশ, রাবণে করিয়া নাশ,
দুখিনীরে উদ্ধার করিবে রঘুমণি।
সে সাধে ঘটালে বাদ নিদ্রা পিশাচিনী॥
সময়-নিয়ম যত, ছিলে নাথ সুবিদিত,
তবে কেনে শত্রুপুরে না রাখি প্রহরী।
বল নাথ ঘুমাইলে কোন্ নীতি ধরি॥

বুঝিলাম প্রাণকান্ত, যে বিধি করিয়া ভ্রান্ত,
পাঠাইল মায়ামৃগ ধরিতে তোমায়।
চাহিলাম আমি মৃগে যার ছলনায়॥
নিশা হ'লে অবসান, রাজা হবে তুমি রাম,
যে বিধি কৈকেয়ী-মুখে কৈল অধিষ্ঠান।
সেই দগ্ধ বিধি কৈল নিদ্রার বিধান॥
গুণের দেবর মোর, দেখি এ বিপদ ঘোর,
ত্যজি অভাগীরে কোথা রহিলে এখন।
একবার দেখা দিয়া জুড়াও জীবন॥
তব সুশানিত শরে, দেবতা গন্ধর্ব্ব ডরে,
ত্রিভুবনে নাই বীর তোমার সমান।
রাক্ষসে বিনাশে রামে তব বিদ্যমান॥
কোথা বাপ হনুমান, স্মরি তব গুণগ্রাম,
বিদরে পরাণ মোর শত খান হয়ে।
দেখরে দুর্দ্দশা মোর বারেক চাহিয়ে॥
কোথা হে সুগ্রীব মিতে, উদ্ধার করিবে সীতে,
ব'লেছিলে প্রতিজ্ঞা করিয়া মোর নাথে।
সাগরে বান্ধিলে সেতু অদ্ভুত শুনিতে॥
সংগ্রহ করিলে সেনা, সংখ্যা নাহি যায় গণা,
কি ছার রাবণ অতি তুচ্ছ তার কাছে।
আমার কপাল-দোষে সব হ'ল মিছে॥
হা রাম হা রাম বলি, বুক ফাটা স্বর তুলি,
কান্দিয়া ভিজায় মাটি জনক-ঝিয়ারী।
হেন কালে দশাননে কহে আসি দ্বারী॥
মন্ত্রগৃহে মন্ত্রিগণ, সমবেত হে রাজন,
প্রেরণ ক'রেছে দূত লইতে তোমারে।
কথা গুরুতর, দূত দাঁড়াইয়া দ্বারে॥
দ্বারীর বচন শুনি, রাবণ প্রমাদ গণি,
দ্রুত পদে পুরী মধ্যে প্রবেশ করিল।
সঙ্গে সঙ্গে মায়া-মুণ্ড অদৃশ্য হইল॥

সরমা কর্ত্তৃক সীতার সান্ত্বনা।

মন্ত্রগৃহে দশানন, চারিদিকে মন্ত্রীগণ,
ভীমপরাক্রম সবে দুর্জ্জয় সমরে।

মন্ত্রণাকুশল অতি, সুবিদিত-যুদ্ধনীতি,
যুক্তি করি কহে লঙ্কেশ্বরে সমাদরে।
আজ্ঞা দেহ মহারাজ সাজিতে সমরে॥

প্রহস্ত কহিলা তবে, সমর নিশ্চয় যবে,
বিলম্ব করিয়া এবে বল কিবা কাজ।
নর বানরের রণে, সাজিতে সৈনিকগণে,
ত্বরায় করহ আজ্ঞা ওহে মহারাজ।
শুনিয়া রাবণ রাজা বলে সাজ সাজ॥

বাজাইয়া মহা ভেরী, মোর আজ্ঞা কর জারি,
বাল বৃদ্ধ ছাড়া সবে করিবে সমর।
রথে চড়ি রথিগণ, করিবেক মহারণ,
সুশিক্ষিত তুরঙ্গম গজে করি ভর।
করুক সমর প্রাণপণে নিশাচর॥

আজ্ঞা দিয়া লঙ্কেশ্বর, অন্তঃপুরে অতঃপর,
চলিলেন সত্বরে বিশ্রাম আশা করি।
ঘোর শব্দে শত ভেরী, কাঁপাইয়া লঙ্কাপুরী,
উঠিল বাজিয়া যুদ্ধ-ঘোষণা প্রচারি।
চমকিল যত নিশাচর নিশাচরী॥

এখানে অশোক-বনে, সীতার রোদন শুনে,
সরমা সুন্দরী ভাসি নয়নের জলে।
কাছে বসি জানকীর, মুছায় নয়ন-নীর,
আদর করিয়া নিজ বসন-অঞ্চলে।
কত কথা কহে সতী সান্ত্বনার ছলে॥

কেন্দনা কেন্দনা সখি, তোমার রোদন দেখি,
বড় দুখ পাই আমি অন্তরে সজনি।
বালাই ও মন্দ কথা, সকলি জানিবে মিথ্যা,
কুশলে আছেন তব রাম গুণমণি।
স্থির কর মন সখি মোর কথা শুনি॥

রাবণ মায়াবী অতি, নাই ধর্ম্মকর্ম্মে মতি,
পরের অনিষ্টে বড় সুখ পায় মনে।
পারিষদ যত জন, পাপকার্য্যে সদা মন,
ভুলে ভাল কথা কভু নাহিক বদনে।
মার কাট করি ফেরে রাবণের সনে॥

কত ছল জানে দুষ্ট, কভু ভণ্ড কভু শিষ্ট,
কভু যোগী সন্ন্যাসী সে কভু বা ভিখারী।
মায়া-মুণ্ড রচি ছলে, সত্য বলি দেখাইলে,
সরলা কেমনে তুমি বুঝিবে চাতুরী।
আমরা মেনেছি হার হয়ে নিশাচরী॥

রাম তব জিতচেতা, তাহারে বধিতে কোথা,
পাইবে ক্ষমতা দশানন দুরাচার।
তার বাক্যে ভুলিও না, সখি আর কান্দিও না,
এখনি আনিয়া দিব শুভ সমাচার।
কুশলে আছেন সখি প্রাণেশ তোমার॥

কপিসৈন্য দুরজয়, রামের রক্ষিত হয়,
সে সবে বধিতে সাধ্য রাবণের কোথা।
দেবর লক্ষ্মণ তব, পলাইবে অসম্ভব,
নিশ্চয় অলীক রাবণের সব কথা।
কুশলে আছেন সখি রাঘবের মিতা॥

একাকী যে হনুমান, সবাকার বিদ্যমান,
পোড়াইয়া লঙ্কা খান কৈল ছার খার।
লক্ষ লক্ষ নিশাচরে, পাঠাইল যম-ঘরে,
বধিতে তাহারে বল সাধ্য আছে কার।
মিছে কথা শুন সখি কান্দিও না আর॥

অগ্রজের অপমানে, সঙ্গে লয়ে মন্ত্রিগণে,
গদা-হাতে সদা সখি আমাদের তিনি।
রামের রক্ষার লাগি, থাকেন শিবিরে জাগি,
ত্যজিয়া আহার নিদ্রা দিবস রজনী।
সাধ্য কার দাঁড়াইতে তাঁহারে সজনি॥

ত্যজ শোক ত্যজ দুখ, তোল সখি চাঁদ-মুখ,
দেখিয়া জুড়াক মোর তাপিত অন্তর।
তোমার অবস্থা হেরি, মরমে পুড়িয়া মরি,
দিবানিশি অশ্রুবারি ঝরে ঝর ঝর।
কত দিনে নিপাত হইবে লঙ্কেশ্বর॥

ঐ শুন বরাননে, সুগভীর গরজনে,
হ'তেছে ভেরীর শব্দ যুদ্ধের সূচনা।
সত্য যদি হ'ত কথা, তবে আর কেনে বৃথা,

কার লাগি করিবে সে রণের ঘোষণা।
শান্ত হও সখি আর কেন্দনা কেন্দনা ॥
সমরের আয়োজন, করিতেছে দশানন,
সন্দেহ তাহাতে সখি নাই কিছু আর।
ওই শুন উচ্চনাদে, হস্তিগণ রণমদে,
মাতিয়া ভীষণ নাদ ছাড়ে বার বার।
রথের ঘর্ঘর শব্দে কাণ পাতা ভার ॥
শুন শুন ওলো সই, কি রব হইল ওই,
শুনে দূরে গেল মোর মনের সংশয়।
আর বার সেই রব, করিতেছে কপি সব,
মেঘের নিনাদ জিনি শব্দ রাম জয়।
ওই শুন সেই শব্দ বড় মধুময় ॥
নাহিক বিলম্ব আর, শেষ হ'তে দুঃখ-ভার,
সুখের সময় তব নিকট সজনি।
নাশিয়া রাক্ষসাধমে, তোমারে লইয়া বামে,
জলদের কোলে যথা স্থির সৌদামিনী।
রতন-আসনে বসিবেন গুণমণি ॥
সখীর সুমিষ্ট ভাষে, মনের কালিমা নাশে,
সরমার মুখ চেয়ে কহিলেন সীতা।
আমার কপালে সই, সুখের ভরসা কই,
ভুলেছে অদৃষ্টে সুখ লিখিতে বিধাতা।
তুল না সরমে আর সেই সব কথা ॥
আমার জনম-কথা, শুনিলে পাইবে ব্যথা,
ভাগ্যেতে রহিল প্রাণ লাঙ্গলের ফালে।
মিথিলা দেশের স্বামী, চষিতে যজ্ঞের ভূমি,
ধরা চিরে মোরে নাকি তুলেছিল হালে।
তাই এত সুখ সখি আমার কপালে ॥
আমার বিবাহ তরে, জনক যে পণ করে,
বিবাহ হইবে আশা নাহি ছিল মনে।
ধনুক ভাঙ্গার আশে, আইল পিতার বাসে,
নানা দেশ থেকে সখি কত রাজগণে।
দেখিয়া কাহাকে মোর ধরিত না মনে ॥
ভাঙ্গার আছুক কাজ, তুলিতে না পারি লাজ,
পেয়ে অধোমুখে সবে যাইত ফিরিয়া।
বিষণ্ণ হ'তেন পিতা, খেদে কহিতেন মাতা,
মোর জানকীর ভাগ্যে নাই বুঝি বিয়া।
সখীরাও ওই কথা কহিত হাসিয়া ॥
তখন বালিকা নই, বড় লজ্জা হ'ত সই,
কান্দিতাম মাঝে মাঝে বসিয়া বিরলে।
তখন না জানি সখি, অভাগিনী চিরদুখী,
কান্দিবার তরে মাত্র জন্ম নারীকুলে।
ভাবিতাম সুখী হব বিবাহ হইলে ॥
অনেক দিনের পরে, পাইয়া জীবিতেশ্বরে,
আকাশের চাঁদ যেন পাইলাম হাতে।
আসিতে অযোধ্যাপুরে, পথে পড়িলাম ফেরে,
বাধিল ভীষণ রণ শত্রুর সহিতে।
এখনো কাঁপয়ে হৃদি সে কথা স্মরিতে ॥
আসি শ্বশুরের ঘরে, ছিলাম গরব-ভরে,
সেই বা কদিন সখি চকিতের প্রায়।
ভাগ্যের নির্ব্বন্ধ যাহা, কে বল খণ্ডিবে তাহা,
ভাগ্য-লিপি মানুষের আগে আগে ধায়।
নাথের অরণ্য-বাস কৈকেয়ীর দায় ॥
সখি লো সুখের আশে, আইলাম বনবাসে,
পতিসেবা সতীর পরম ধর্ম্ম জানি।
শ্বশুর শাশুড়ী মোরে, গৃহে রাখিবার তরে,
বুঝাইলা কত বলি কত মিষ্ট বাণী।
কাণে না করিল কোন কথা অভাগিনী ॥
গুরুজনে নাহি ঠেলি, যদি নাহি আসি চলি,
তবে এ বিপদে রাম পড়িবেন কেনে।
সময়ে সকলি করে, সখি লো করম-ফেরে,
সুবুদ্ধি হারায় জ্ঞান কপালের গুণে।
অবলা রমণী এত বুঝিবে কেমনে ॥
বনের কঠিন পথে, হাঁটিতে নাথের সাথে,
পড়িত পাদুটি ফাটি রুধিরের ধারা।
হইলে যাতনা ভারি, নাথের বদন হেরি,
পুলকে সখি লো হইতাম জ্ঞান-হারা।
এমনি সে চাঁদ-মুখ যাতনা-পাসরা ॥

কত আর কব সখি, বনে বিভীষিকা দেখি,
অন্তরে হইত যত ভয়ের সঞ্চার।
অমনি নিকটে আসি, হাসিয়া মধুর হাসি,
তুষিতে প্রয়াস পাইতেন বার বার।
অমিয়া ছুটিত অঙ্গে পরশে তাঁহার॥
বিঘ্ন বাধা কত শত, নিবারিয়া অবিরত,
যখন আইলা নাথ পঞ্চবটী বনে।
দেবর গুণের নিধি, কুটীর দিলেন বাঁধি,
রাজপুরী তুল্য নাহি হয় তার সনে।
ছিনু তথা সুখে কিছুদিন তিন জনে॥
তুলিয়া মধুর তান, পাপিয়া করিত গান,
জাগিতাম সখি শুনে সে স্বর-লহরী।
দেখিতাম মহোল্লাসে, কুটীরের আশে পাশে,
নাচিত বিস্তারি পুচ্ছ ময়ূর ময়ূরী।
নাচিত আনন্দে মন সে শোভা নেহারি॥
মৃগশিশুগণ এসে, খেলিত কুটীর-পাশে,
নব তৃণ তুলে খেতে দিতাম যতনে।
প্রাণেশ ধনুক ধ'রে, নিকটেতে গেলে পরে,
ভয়ে ছুটে পলাইত সবে দূর বনে।
হাসিয়া চাহিত নাথ মোর মুখ পানে॥
বনফুল নানা-জাতি, মল্লিকা মালতী জাতি,
তুলি বিনা সুতে সখি গাঁথি দিব্য হার।
গোপনে লয়ে অঞ্চলে, দিতাম নাথের গলে,
দূরে থাকি দেখিতাম রূপের বাহার।
আর কি হইবে সখি সে দিন আমার॥
রাজভোগ পাসরিয়া, প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া,
কি সুখে বিভোর হয়ে না জানি সজনি।
স্বরগে হ'ত না আশ, নিশি দিন তাঁর পাশ,
থাকিত সরমে তব সখি অভাগিনী।
আর কি সে সুখ মোর হবে লো সজনি॥
বুঝেছি সরমে সার, সহিল না বিধাতার,
আমার সে সুখে বুক ফেটেছিল তার।
নতুবা কিসের লেগে, চাহিব সোণার মৃগে,
সকলি ছলনা সখি মোর বিধাতার।
খণ্ডিতে লেখন তাঁর সাধ্য আছে কার॥

কহিতে কহিতে কথা, বাড়িল মনের ব্যথা,
নীরবে আবার সীতা কান্দিল অঝোরে।
সরমা অঞ্চল দিয়া, আঁখি-জল মুছাইয়া,
মু'খানি তুলিয়া ধরি পরম আদরে।
মধুমাখা বচনে সীতায় শান্ত করে॥

মাল্যবানের উপদেশ।

রাক্ষসের রণভেরী করিয়া শ্রবণ।
রণমদে নাচিয়া উঠিল কপিগণ॥
বাজিল বিজয় শঙ্খ অতি উচ্চরবে।
কাঁপিল সে রব শুনি নিশাচর সবে॥
রাবণের মাতামহ নাম মাল্যবান।
পরম ধার্ম্মিক বুড়া বড় বুদ্ধিমান॥
রাবণে কহিল বৃদ্ধ শুন লঙ্কেশ্বর।
রামের সহিত নাহি করহ সমর॥
প্রবল বা সমতুল শত্রু যদি হয়।
বিরোধ তাহার সহ উপযুক্ত নয়॥
রাজনীতি জ্ঞাত তুমি জানহ সকল।
বুঝহ অগ্রেতে শত্রুপক্ষ-বলাবল॥
সন্ধি করি আত্মপক্ষ করহ বর্দ্ধন।
যুদ্ধে বিনাশিবে কেন আত্মীয় স্বজন॥
জিনিবে সমরে সত্য পিতামহ-বরে।
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ অসুর কিন্নরে॥
কিন্তু নর বানরে ভাবিয়া তুচ্ছ মনে।
না লইলে কোন বর ব্রহ্মার সদনে॥
জয় পরাজয় কিছু নাহিক নিশ্চয়।
রামের বিপুল সৈন্য দেখি লাগে ভয়॥
বিশেষত ধর্ম্মপক্ষ রামের সহায়।
যথা ধর্ম্ম তথা জয় শাস্ত্রে হেন কয়॥
দেবতা তপস্বিগণ রামের কল্যাণে।
সদা রত সকলে আছয়ে কায়মনে॥
তব অত্যাচারে রুষ্ট যত দেবগণ।
রক্ষঃকুল-ধ্বংসে করিয়াছে প্রাণপণ॥

ঋষিগণ আনন্দিত তব অমঙ্গলে।
তব মন্দ শুনে নাচে তুই হাত তুলে॥
মাগিয়া তোমার মন্দ অগ্নিদেব স্থানে।
নিত্য নিত্য ব্রতী তারা আহুতি-প্রদানে॥
আকার প্রকার দেখি সন্দেহ আমার।
রাম-রূপে বিষ্ণু হয়েছেন অবতার॥
লক্ষ্মীরূপা জানকী, তাহার কোপানলে।
বংশে বাতি দিতে কেহ রহিবে না কুলে॥
ঐশ্বর্য্যে হইয়া মত্ত নাহি ভাব কিছু।
এক বা'র চিন্তা নাহি কর আগু পেছু॥
সীতায় ক'রেছ বন্দী অশোকের বনে।
তাড়না করিছে তারে যত চেড়ীগণে॥
সতীর নয়নজল জ্বলন্ত আগুনি।
দীর্ঘ উষ্ণ শ্বাস তার বিষধর ফণী॥
সে আগুনে দীর্ঘশ্বাসে দহিবে সকল।
পারিবে না রাখিতে প্রকাশি ভুজবল॥
দৈব চেয়ে বলবান নাহি এ জগতে।
বৈমুখ সে দৈব আজি দেখি যে তোমাতে॥
হিত ভাবি বিভীষণ বুঝাইল কত।
না শুনিলে বাক্য তার হয়ে জ্ঞান-হত॥
অপমান করি তারে দিলে তাড়াইয়া।
আশ্রয় লইল ভাই শত্রু কাছে গিয়া॥
ভাবিলে না সব ছিদ্র সে জানে তোমার।
ঘর-ভেদী হইলে জীবন থাকা ভার।
এখন উপায় আছে শুন যদি কথা।
তুষ্ট কর রামে ফিরে দিয়া তারে সীতা॥
সীতা পেলে রাম আর করিবে না রণ।
সুগ্রীব যাইবে দেশে লয়ে কপিগণ॥
স্বর্গের অধিক সুখ তোমার লঙ্কায়।
সে সুখে বঞ্চিত কেনে হইবে হেলায়॥
জীবন থাকিলে কত মিলিবে সুন্দরী।
কথা শুন জীবন রাখহ যত্ন করি॥
কে শুনিবে কথা ক্রোধে জ্বলিছে রাবণ।
বুদ্ধি লোপ পায় হ'লে আসন্ন মরণ॥

বৃদ্ধ মাতামহে বলে কটু বাক্য কত।
বিকট বদন করি মারিতে উদ্যত॥
ব্যাপার দেখিয়া বুড়া ভয়ে পলাইল।
দেখি দশানন তবে নিশ্চিন্ত হইল॥

লঙ্কায় সেনা-সন্নিবেশ।

মাল্যবান চলি গেলা আপন আলয়।
মন্ত্রিগণে ডাকি তবে দশানন কয়॥
পুরী রক্ষা হেতু কর উপায় বিধান।
রহিবে সকলে হয়ে অতি সাবধান॥
প্রহস্ত রহিবে সৈন্য সহ পূর্ব্ব দ্বারে।
মহাপার্শ্ব মহোদর দক্ষিণ দুয়ারে॥
পশ্চিম দুয়ারে ইন্দ্রজিৎ মহাবল।
থাকিবে লইয়া বীর নিজ দলবল॥
উত্তর দুয়ারে শুক সারণ রহিবে।
আমিও মিলিব সবে সমর বাধিবে॥
বিরূপাক্ষ মধ্যভাগ করিবে রক্ষণ।
এইরূপ আদেশ করিলা দশানন॥
আজ্ঞা পেয়ে মন্ত্রিগণ যায় যথাস্থানে।
সৈন্য-সমাবেশ করে অতি সাবধানে॥
এখানে শ্রীরাম লয়ে সুগ্রীব মিতায়।
যূথপতিগণ সহ বসিয়া সভায়॥
হনুমান জাম্ববান আর বিভীষণে।
জিজ্ঞাসে রাঘব চেয়ে অনুজ লক্ষ্মণে॥
না জানি কি করিতেছে দুষ্ট দশানন।
পুরে গিয়া জানিয়া আসিবে কোন্ জন॥
বিভীষণ বলে সখা পক্ষিরূপ ধরি।
মোর মন্ত্রিগণ গিয়াছিল লঙ্কাপুরী॥
তাহাদের মুখে শুনিয়াছি বিবরণ।
সমরের আয়োজন করিছে রাবণ॥
সেনাপতি প্রহস্ত ব'সেছে পূর্ব্ব দ্বারে।
মহাপার্শ্ব মহোদর দক্ষিণ দুয়ারে॥
মহামায়ী ইন্দ্রজিৎ দুর্ম্মদ সমরে।
নিযুক্ত রক্ষার হেতু পশ্চিম দুয়ারে॥

উত্তর দুয়ারে শুক সারণের স্থিতি।
যুদ্ধকালে নিজে তথা রবে লঙ্কাপতি ॥
বিরূপাক্ষ নামে সেনাপতি মহাকায়।
মধ্যভাগে দশানন রাখিয়াছে তায় ॥
লক্ষ লক্ষ রক্ষঃসেনা দুর্জ্জয় সমরে।
স্থাপন ক'রেছে লঙ্কাপতি প্রতি দ্বারে॥
এত যদি কহিল রাক্ষস বিভীষণ।
কপিরাজে কন তবে কমললোচন ॥
মহামতি নীলে বহু সৈন্যের সংহতি।
পূর্ব্বদ্বারে বসিতে করহ অনুমতি ॥
অঙ্গদ দক্ষিণ দ্বারে কোটী কপি লয়ে।
রহুক সর্ব্বদা বীর সাবধান হয়ে ॥
বায়ুপুত্র মহাবল সমরে দুর্ব্বার।
চাপিয়া বসিবে গিয়া পশ্চিম দুয়ার।
অমর-বিজয়ী লঙ্কাপতি দুরাশয়।
ঋষিগণ সদা যারে মনে করে ভয় ॥
উত্তর দুয়ারে দুষ্ট রহিবেক যথা।
লক্ষ্মণে লইয়া আমি নিজে রব তথা ॥
মিতে তুমি বিভীষণ জাম্ববান সহ।
সমস্ত সৈন্যের মধ্য-ভাগেতে থাকহ ॥
উপায় করিব আত্ম-পক্ষ চিনিবারে।
করিবে সমর সবে কপিরূপ ধ'রে ॥
অনুজ লক্ষ্মণ আর মিতা বিভীষণ।
তাহার সহিত আর মন্ত্রী চারি জন ॥
এই ছয় জন মাত্র মনুষ্য রূপেতে।
করিবে সমর মিলি আমার সহিতে ॥
অদ্য নিশা বঞ্চি চল সুবেল-শিখরে।
এত বলি উঠিলেন পর্ব্বত-উপরে ॥
কপিরাজ সুগ্রীব অঙ্গদ মহাবল।
জাম্ববান সুষেণ দ্বিবিদ আর নল ॥
নীল সেনাপতি মৈন্দ পবননন্দন।
গবাক্ষ গবয় গজ আর বিভীষণ॥
শরভ পনস ভার কেশরী দুর্ব্বার।
শতবলি চলে সঙ্গে ছাড়ি হুহুঙ্কার ॥
প্রতি যূথপতি সঙ্গে বীর লক্ষ লক্ষ।
ত্বরায় ঢাকিল গিরি ত্রিকূটের বক্ষ।
পদভরে কাঁপে গিরি কাঁপাইয়া লঙ্কা।
কাঁপিল রাক্ষসগণ মনে পেয়ে শঙ্কা ॥
ভাঙ্গিয়া পাদপ ফল ফুল খায় সবে।
ভাঙ্গিল গিরির চূড়া মার মার রবে ॥
পশু পক্ষী যত ছিল পর্ব্বত-উপরে।
প্রলয় গণিয়া পলাইল সবে ডরে ॥
ক্রমে দিবা অবসান সন্ধ্যা সমাগত।
পশ্চিম গগন নানা রঙ্গে সুরঞ্জিত ॥
সান্ধ্য সমীরণ পুষ্পগন্ধ লয়ে হরি।
মন্দ মন্দ বহে সবে সে গন্ধ বিতরি ॥
শোভা হেরি মোহিত হইয়া কপিগণে।
বঞ্চিল সে নিশা তথা আনন্দিত মনে ॥

রাবণের সহিত সুগ্রীবের দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ।

নিশা হ'ল অবসান, পাখীরা করিয়া গান,
কুলায় ছাড়িয়া উড়ে শাখায় শাখায়।
পাকা ফল পাইলে নড়িতে নাহি চায় ॥
শিখিগণ পুচ্ছ মেলি, আনন্দে করয়ে কেলি,
নব রবিকরে করে শোভার বর্দ্ধন।
সকল বর্ণের তথা একত্র মিলন ॥
নব কিশলয় আগে, দিবাকর-কর-রাগে,
সিন্দূরে মার্জ্জিত যেন মুকুতা-নিচয়।
সুরঞ্জিত শিশিরের ফোঁটা সমুদয় ॥
অশোক তরুর শিরে, ফুটি ফুল স্তরে স্তরে,
চারিদিক আলো ক'রে ভুলায় নয়ন।
যেন মহা দাবানলে পুড়িতেছে বন ॥
বিভীষণে ডাকি রাম, কহিলেন গুণধাম,
দেখিতে বাসনা লঙ্কা করিয়াছি মনে।
কহ মিতে বাঞ্ছা পূর্ণ হইবে কেমনে ॥
এত শুনি বিভীষণ, হয়ে হরষিত-মন,
উঠিলেন উচ্চ এক গিরির শিখরে।
সুগ্রীবাদি শ্রেষ্ঠ কপিগণে সঙ্গে ক'রে ॥

অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করি, দেখাইলা লঙ্কাপুরী,
হেরিয়া সে শোভা সবে বিস্ময়ে মগন।
কেহ নাহি পালটিতে পারয়ে নয়ন ॥

চারিদিকে উপবন, নানা ফুলে সুশোভন,
মধুপ উড়িছে সদা গুণ গুণ স্বরে।
কমল কুমুদ ফুটিয়াছে সরোবরে ॥

সুবর্ণে মণ্ডিত ঘর, শত শশী দিবাকর,
যেন ঘরে ঘরে সদা হ'তেছে উদয়।
আকাশ ভেদিয়া উঠিয়াছে গৃহচয় ॥

সহস্র স্তম্ভের শিরে, দেখিলা বিরাজ করে,
রাবণের যজ্ঞগৃহ অতি মনোহর।
তুল্য নাহি হয় তার অলকা নগর ॥

বিলাস-ভবন মাঝে, দেখে সবে রক্ষোরাজে,
রত্ন-সিংহাসনে বসি দেবরাজ প্রায়।
দুই পাশে দুই সখী চামর ঢুলায় ॥

বরণ মেঘের মত, রক্ত বস্ত্র পরিহিত,
ললাট হৃদয়ে লেপা রকত চন্দন।
শিরে শোভে মণিময় মুকুট ভূষণ ॥

নেহারিয়া লঙ্কেশ্বরে, কপিরাজ ক্রোধভরে,
এক লাফে উঠে গিয়া তোরণ-উপর।
পুন একলাফে যায় যথা লঙ্কেশ্বর ॥

ধরি রাবণের শিরে, মুকুট ভূমিতে পাড়ে,
সিংহাসন হইতে রাবণ পড়ে ভূমে।
জড়াজড়ি দুই বীরে যুদ্ধ বাধে ক্রমে ॥

কভু হেঁটে লঙ্কেশ্বর, কভু পড়ে কপিবর,
চট্ চট্ গুম্ গাম্ শব্দ অবিরত।
আঁচড় কামড়ে তনু উভয়ের ক্ষত ॥

কভু উঠি দুই বীরে, মণ্ডলী করিয়া ফেরে,
ধরিতে বাড়ায় কর এ উহার হাতে।
কভু কেহ ধরাশায়ী হয় পদাঘাতে ॥

কেহ কভু উর্দ্ধে উঠে, কখন বা আসে ছুটে,
ধরিতে বিপক্ষে দুই ভুজ পসারিয়া।
বিপক্ষ সরিয়া যায় পশ্চাৎ হাঁটিয়া ॥

সমতুল্য দুই পক্ষ, উভয়ে করয়ে লক্ষ্য,
উভয়ে এড়ায় কত কৌশল বিস্তারি।
চমকিত হয় সবে সমর নেহারি ॥

সুগ্রীব বিষম কোপে, চড়ে গিয়া এক লাফে,
রাবণের স্কন্ধে করি দশন বিকাশ।
দেখিয়া রাবণ রাজা মনে পায় ত্রাস ॥

সঞ্চালি মস্তক বলে, সুগ্রীবে ভূমিতে ফেলে,
বুকে বজ্রমুষ্টি কোপে মারে দশানন।
সুগ্রীব বানর করে রুধির বমন ॥

সম্বরি ক্ষণেক পরে, রাবণে চাপিয়া ধরে,
ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ে লঙ্কার ঈশ্বর।
শুনিয়া আইল শত শত নিশাচর ॥

তখন বানরপতি, শূন্যে উঠি শীঘ্রগতি,
এক লাফে উপনীত রাঘব যেখানে।
দেখি রামজয় রব করে কপিগণে ॥

রাম বলে কপিরাজ, না কর এমন কাজ,
যুদ্ধনীতি-বিরুদ্ধ এরূপ ব্যবহার।
করিতে উচিত কভু নহে ত রাজার ॥

সুগ্রীব কহেন মিতে, যে হ'রে আনিল সীতে,
তারে দেখি ক্রোধ বড় হইল অন্তরে।
সম্বরণ করি বল কেমন প্রকারে ॥

আশা ছিল মনে মনে, লেজে বেন্ধে দশাননে,
তোমার চরণতলে করি উপস্থিত।
দুষ্ট দুরাশয়ে দিব দণ্ড সমুচিত ॥

যা হউক শুন সখা, এ বার পাইলে দেখা,
রক্ষা না পাইবে লঙ্কেশ্বর মোর হাতে।
সমরে বধিয়া তারে উদ্ধারিব সীতে ॥

রাবণের সহিত অঙ্গদের সাক্ষাৎ।

প্রভাতে পর্ব্বত হ'তে নামি রঘুনাথ।
চলিলেন লঙ্কা পানে লক্ষ্মণের সাথ ॥
দশানন-রক্ষিত উত্তর দ্বারে গিয়া।
বিস্মিত লঙ্কায় বল নয়নে হেরিয়া ॥

বিবিধ আয়ুধে পরিপূর্ণ সিংহদ্বার।
দেখি হয় শত্রু-হৃদে শঙ্কার সঞ্চার॥
সুবিশালবক্ষ লক্ষ লক্ষ দ্বারপাল।
বিকট-আকার যেন কালান্তের কাল॥
কটীতটে আঁটা দীর্ঘ খড়্গ খরশান।
বারেক হেরিলে চক্ষে উড়ে যায় প্রাণ॥
সুবিপুল শূল করে করে সিংহনাদ।
শুনি শত্রুগণ মনে গণয়ে প্রমাদ॥
যমের কিঙ্কর জিনি করাল বদন।
ততোধিক করাল সে মুখের দশন॥
মদমত্ত মহাগজ হাজার হাজার।
দুই ধারে রক্ষা করে সেই সিংহদ্বার॥
রাম বিনে ত্রিভুবনে নাহি হেন জন।
রোধিতে সে দ্বার শক্তি করয়ে ধারণ॥
পূর্ব্বদ্বার রোধিয়া বসিল নীল বীর।
সঙ্গে শতকোটী সেনা সমরে সুধীর॥
পশ্চিমে পবনপুত্র বসিলেন চাপি।
যার নামে রক্ষোগণে ভয়ে উঠে কাঁপি॥
হাতে শাল বিশাল ধরিয়া কপি সবে।
অগণ্য বানরসৈন্য চলে ভীম রবে॥
সঙ্গে শতকোটী সেনা অঙ্গদ আসিয়া।
দক্ষিণ দুয়ারে বীর বসিল চাপিয়া॥
রচিলা অভেদ্য ব্যূহ প্রতি দ্বারে দ্বারে।
চতুষ্কোণ বৃত্ত আর ধনুর আকারে॥
মধ্যভাগে সুগ্রীব লইয়া বৃদ্ধগণে।
রচিয়া বিচিত্র ব্যূহ রহিলা সেখানে॥
সৈন্য-সমাবেশ শেষ করি দাশরথি।
অঙ্গদে ডাকিয়া আজ্ঞা দেন তার প্রতি॥
যাও বৎস ত্বরায় সাহসে করি ভর।
লঙ্কাপুরী মাঝে যথা আছে লঙ্কেশ্বর॥
নির্ভয়ে কহিবে তারে ওরে দুরাচার।
জানিরে আসন্ন মৃত্যু নিশ্চয় তোমার॥
দেবতা দানব নহে শত্রু এবে রাম।
সত্বরে যাইতে হবে শমনের ধাম॥

আজ্ঞা পেয়ে অঙ্গদ কৃতার্থ ভাবি মনে।
ভক্তিভাবে প্রণমিয়া রামের চরণে॥
এক লাফে উপনীত রাবণের পাশে।
দেখিয়া রাক্ষসরাজ কাঁপিল তরাসে॥
অঙ্গদ কহেন আমি বালির কুমার।
যার সহ রণে গিয়াছিলে একবার॥
শ্রীরামের দাস এবে তাঁহার আজ্ঞায়।
আইলাম দুট কথা বলিতে তোমায়॥
বহু পাপ করিয়াছ বহু কাল ধ'রে।
ভুঞ্জ সে পাপের ফল এত দিন পরে।
বুদ্ধি-দোষে চোর-বেশে হরিয়া সীতায়।
করিলে রাবণ নিজ মৃত্যুর উপায়॥
আপনি মজিলে আর মজাইলে বংশ।
অচিরাৎ হইবে রাক্ষসকুল ধ্বংস॥
বাঁচিবার সাধ আর নাহি কর চিতে।
ইষ্ট মন্ত্র জপ কর সময় থাকিতে॥
থাকিতে নয়ন তুমি অন্ধ দশানন।
শিয়রে শমন তবু না কর দর্শন॥
অতুল ঐশ্বর্য্য তব রহিবে পড়িয়া।
কৃতান্ত লইয়া যাবে কেশেতে ধরিয়া॥
যেমন জানকী কান্দিতেছে লঙ্কাপুরে।
কান্দিবে তেমনি নিশাচরী ঘরে ঘরে॥
ব্রহ্মার বরেতে বাড়িয়াছে অহংকার।
তাই তুচ্ছ ভাবিতেছ জগৎ সংসার॥
পুত্র পৌত্র আদি আছে যতেক স্বজন।
রাম-শরে যম-ঘরে করিবে গমন॥
দাবাগ্নি সমান রাঘবের শরানলে।
তব বংশরূপ বন দহিবে সমূলে॥
নিস্তারের একমাত্র উপায় এখন।
সীতা ফিরে দিয়া লহ চরণে শরণ॥
নতুবা তোমারে রণে বধিয়া শ্রীরাম।
বিভীষণে লঙ্কারাজ্য করিবেন দান॥
এই রত্ন-সিংহাসন তোমার রাবণ।
দিন দুই পরে ভুঞ্জিবেক বিভীষণ॥

মন্দোদরী রাণী তব পরমা রূপসী।
হইবে নিশ্চয় বিভীষণের মহিষী॥
অঙ্গদের বাক্যে রাজা অগ্নি হেন জ্বলে।
গর্জ্জিয়া উঠিল তুষ্টে ধর ধর ব'লে॥
রাজার আজ্ঞায় গিয়া চারি নিশাচরে।
অঙ্গদের হস্তে পদে সাপটিয়া ধরে॥
হাসিয়া অঙ্গদ বীর মারে এক লাফ।
ভূমে পড়ে নিশাচর বলি বাপ বাপ॥
হস্তপদ ভাঙ্গিল ভাঙ্গিল কার মাথা।
বিকট চিৎকারে কান্দে পেয়ে বড় ব্যথা॥
প্রাসাদ-শিখরে তবে উঠিয়া অঙ্গদ।
মণিময় চূড়ায় প্রহার করে পদ॥
ভাঙ্গিল গৃহের চূড়া পর্ব্বত-প্রমাণ।
তাহার চাপনে গেল অনেকের প্রাণ॥
অমঙ্গল ভাবিয়া চিন্তিত দশানন।
অঙ্গদ বন্দিল আসি রামের চরণ॥

যুদ্ধ আরম্ভ।

অঙ্গদের মুখে শুনি, সুধাতুল্য মিষ্ট বাণী,
রামের আনন্দ বড় মনে।
সুগ্রীবাদি যূথপতি, সবাই সানন্দ-মতি,
অঙ্গদে প্রশংসে জনে জনে॥
রাজীবলোচন তবে, বলেন বানর সবে,
কি ফল বিলম্ব আর করি।
ত্বরায় সাজহ রণে, সাহস করিয়া মনে,
আক্রমণ কর লঙ্কাপুরী॥
আজ্ঞা পেয়ে কপিগণ, নিজ নিজ প্রহরণ,
শিলা বৃক্ষ করে ধরি সবে।
পদভরে ভূমি কাঁপে, মত্ত হয়ে বীর-দাপে,
ছুটে যায় মার মার রবে॥
পাদপ প্রস্তরে তূর্ণ, পরিখা করিয়া পূর্ণ
প্রাচীরে উঠিল বীরগণ।
পদের দারুণ ঘায়, প্রাচীর ভাঙ্গিয়া যায়,
দেখি ভীত হয় দশানন॥

আজ্ঞা দেন সৈন্যগণে, সাজরে সাজরে রণে,
অমরে বানরে নরে ত্বরা।
ভুবন-বিজয়ী সেনা, জগতে তা জানে কে না,
মোর গরবের ধন তোরা॥
আজি ক্ষুদ্র কপি সনে, পরাস্ত হইলে রণে,
চির-শত্রু হাসিবে অমর।
আলস বিলাস ত্যজি, প্রাণপণ কর আজি,
মৃত্যু চেয়ে অপযশে ডর॥
ভয় না করিহ মনে, মৃত্যু যদি হয় রণে,
অনন্ত স্বরগ ভোগ হবে।
জিনিলেও লঙ্কারাজ্য, স্বর্গের অতুলৈশ্বর্য্য,
ঘরে বসি অনাসে ভুঞ্জিবে॥
রাজার আদেশ শুনে, রাক্ষস সাজিল রণে,
সুদৃঢ় বর্ম্মেতে আঁটি দেহ।
মণিময় শিরস্ত্রাণ, শিরে করি পরিধান,
রথে চড়ে গজে অশ্বে কেহ॥
সকলে বিরাট-তনু, পৃষ্ঠে তূণ হাতে ধনু,
কটিতটে করাল কৃপাণ।
পট্টিশ তোমর ভল্ল, ধরিয়া সাজিল মল্ল,
কত তার নাহি পরিমাণ॥
অস্ত্র শস্ত্র নানাজাতি, সুরব-সুবর্ণ-ভাতি,
শেল শূল মুষল মুদ্গর।
গদা করে রক্ষোগণ, আসে যায় অগণন,
সিংহনাদে কাঁপায়ে অন্তর॥
অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা শব্দ, শুনি হয় কর্ণ স্তব্ধ,
গজের বৃংহিত মিশি তায়।
অশনি পতন-কালে, ঠিক যেন মেঘজালে,
গরজি গগনে চলি যায়॥
সাগরের বাঁধ যবে, ভাঙ্গিয়া ভীষণ রবে,
বারি ছোটে ভাসাইয়া তীর।
তেমতি রাক্ষসগণে, নর বানরের রণে,
ভীম বেগে হইল বাহির॥
যে পড়ে সম্মুখে তার, প্রাণে বাঁচা অতি ভার,
শত শত কপি পড়ে রণে।

শেলে বিন্ধি কপি-কায়, রুধিরে ভাসিয়া যায়,
তোমর পট্টিশ কারে হানে॥
করাল বদন মেলি, কত কপি ফেলে গিলি,
রক্ত পিয়ে বাড়িল বিক্রম।
ঘুরে ফেরে চারি ধার, মুখে শব্দ মার মার,
রণে নাহি জানে কভু শ্রম॥
কপিগণ বৃক্ষ হাতে, মারে রাক্ষসের মাথে,
শত বীর মরে এক ঘায়।
বড় বড় গিরিচূড়া, মাথায় করয়ে গুঁড়া,
রক্তে রণভূমি ভেসে যায়॥
নখ দন্তে নিশাচরে, ফেলায় সর্ব্বাঙ্গ ছিঁড়ে,
পায়ে ধ'রে পাক দিয়া ফেলে।
কারু ছেঁড়ে হাত খান, কামড়িয়া কাটে কাণ,
ছট ফট করে ভূমিতলে॥
দুই পক্ষে হতাহত, বানর রাক্ষস যত,
সংখ্যা করিবারে নাহি পারি।
মুখে হাহাকার রব, গেলরে গেলরে সব,
আজ রণে মরি কিম্বা মারি॥
রাবণের রথিগণ, সৈন্যক্ষয় দরশন,
করিয়া চিন্তিত সবে মনে।
দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে অতঃপর, হয় সবে অগ্রসর,
সম জ্ঞান জীবন মরণে॥
মহাতেজা মেঘনাদ, অঙ্গদের সঙ্গে বাদ,
উভয়ে সমান পরাক্রমে।
আসি অঙ্গদের আগে, রাবণি সমর মাগে,
বাক্‌যুদ্ধ অবসান ক্রমে॥
কাল সর্প সম বাণ, রাক্ষস করি সন্ধান,
অঙ্গদের অঙ্গ কাটে ক্রোধে।
বালিসুত বল করি, হাতে গিরিচূড়া ধরি,
অনায়াসে সব শর রোধে॥
নিবারি শত্রুর বাণ, লয়ে শিলা একখান,
টান দিয়া মারে ইন্দ্রজিতে।
ইন্দ্রজিৎ মারি বাণ, প্রকাণ্ড সে শিলাখান,
খান খান করে অন্তরীক্ষে॥

সম্পাতির সঙ্গে আসি, প্রজঙ্ঘ সমরে মিশি,
করে নিশাচর মহামার।
নিমিষে করি সন্ধান, ছাড়ি লক্ষ লক্ষ বাণ,
দশদিক কৈল অন্ধকার॥
কপিবর ক্রোধভরে, এক লাফে রথে চড়ে,
প্রজঙ্ঘের ধনু কাড়ি লয়।
পদাঘাতে সারথির, বিচূর্ণ করিল শির,
চাপড়ে রথের চারি হয়।
গদা এক লয়ে করে, প্রজঙ্ঘ ভূমিতে পড়ে,
শিলা-করে সম্পাতি ধাইল।
হাতাহাতি দুই বীরে, তুমুল সমর করে,
দেখি সবে আশ্চর্য্য হইল।
জম্বুমালী মহাবীর, মনে মনে করি স্থির,
আক্রমণ কৈল হনুমানে।
লঘু হস্তে ধনু ধরি, বিষম বিক্রম করি,
হনুরে বিন্ধিল দশ বাণে॥
ক্রোধে পবনের সুত, যেন শমনের দূত,
প্রহারিল মুষ্টি নিশাচরে।
কিল খেয়ে জম্বুমালী, পাক দিয়া রণস্থলী,
কুমারের চাক সম ফেরে॥
শত্রুঘ্নের সহ রণ, করে বীর বিভীষণ,
করে গদা অতি ভয়ঙ্কর।
অগ্নি সম বাণ যত, গদা-পিঠে প্রতিহত
দেখিয়া চিন্তিত নিশাচর॥
গজ নামে যূথপতি, ধাইল তপন প্রতি,
বাধিল উভয়ে মহারণ।
মত্তগজ সম গজে, তপন তপন তেজে,
প্রহারিল ভীম প্রহরণ॥
নীল সেনাপতি সঙ্গে, মাতিল সমর-রঙ্গে,
নিকুম্ভ নামেতে নিশাচর।
প্রঘস নামেতে রক্ষ, সুগ্রীবে করিয়া লক্ষ্য,
বাধাইল ভীষণ সমর॥
বিরূপাক্ষ মহাবল, প্রকাশিয়া ভুজবল,
আক্রমণ করিল লক্ষ্মণে।

উভয়ে ধনুক ধরি, ক্রোধে সিংহনাদ ছাড়ি,
পশিল অভূতপূর্ব্ব রণে ॥
অগ্নিকেতু যজ্ঞকোপ, দুইজনে করি কোপ,
সঙ্গেতে মিত্রঘ্ন রশ্মিকেতু।
মহাবীর চার জনে, সাজি নানা প্রহরণে,
চলে রাম সনে রণ হেতু ॥
ব্রজমুষ্টি মৈন্দ সনে, মাতিল বিষম রণে,
দ্বিবিদ অশনিপ্রভ সঙ্গে।
নলে আর প্রতপনে, বিদ্যুৎমালী সুষেণে,
মাতিল ভীষণ রণরঙ্গে ॥
আর আর নিশাচরে, এক এক কপিবরে,
দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে মাতিল সকলে।
মার মার ভিন্ন বাণী, শ্রবণে নাহিক শুনি,
রক্তস্রোত বহে রণস্থলে ॥
সম্পাতি রুষিয়া পরে, প্রজঙ্ঘে কসিয়া ধরে,
চাপনে মরিল নিশাচর।
জম্বুমালী হনুমানে, যুদ্ধ করে প্রাণ পণে,
হুহুংকারে কাঁপে চরাচর ॥
পাবনির বক্ষস্থলে, জম্বুমালী বাহুবলে,
করে লৌহ গদার প্রহার।
হনুর পাষাণ বুকে, লৌহ গদা খান ঠেকে,
ভাঙ্গিয়া হইল চুরমার ॥
অস্ত্রহীন জম্বুমালী, বজ্রসম মুষ্টি তুলি,
মারিল হনুর শিরে জোরে।
সেই কিলে হনুমান, হয় প্রায় হতজ্ঞান,
পাক দিয়া রণস্থলে ঘোরে ॥
সম্বরি আপনা পরে, শাল তরু ধরি করে,
রাক্ষসের মস্তকে মারিল।
দারুণ বৃক্ষের ঘায়, শির তার ভেঙ্গে যায়,
নিশাচর সমরে পড়িল ॥
রাবণ-অনুজ শূর, গদার প্রহারে চুর,
শত্রুঘ্নে করিল এক ঘায়।
ভাঙ্গিল মাথার হাড়, ভাঙ্গিল দুবাহু তার,
ভূমে পড়ি গড়াগড়ি যায় ॥

গজ তপনের সঙ্গে, ভীষণ রণ-তরঙ্গে,
মেঘ সম গরজে গভীর।
যেন দুই মত্তগজে, পর্ব্বত উপরে যোঝে,
দুইজনে সমতুল্য বীর ॥
তপনের শরজাল, যেন কালান্তের কাল,
কাটিল গজের তনু গোটা।
রুধিরে ভাসিয়া যায়, যেন পর্ব্বতের কায়,
গৈরিক স্রোতের হ'ল ঘটা ॥
তবে গজ ক্রোধ ভরে, তপনের রথে পড়ে,
বজ্রমুষ্টি মারে শিরে তার।
অচেতন মুষ্ট্যাঘাতে, তপন পড়িল রথে,
সাড়াশব্দ কিছু নাই আর ॥
নিকুম্ভ নীলের রণ, দেখি চমকিত-মন,
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ নাগে।
নীলপ্রভ কলেবর, যেন দুই গিরিবর,
ভীম কান্তি দেখে ভয় লাগে ॥
তীক্ষ্ণ দশ বাণে রক্ষ, বিন্ধিল নীলের বক্ষ,
ললাটে মারিল দশ বাণ।
দুই বাণে করি লক্ষ্য, নীলের হাতের বৃক্ষ,
কাটিয়া করিল খান খান ॥
বাণ খেয়ে কপিবর, তনু কাঁপে থর থর,
নিশাচর কহিল হাসিয়া।
বিলম্ব অধিক নাই, সুগ্রীবে ডাকহ ভাই,
দশা দেখে যাউক আসিয়া ॥
ব্যঙ্গ শুনে কোপানলে, নীল বীর উঠে জ্বলে,
নিকুম্ভে মারিল এক চড়।
বিষম চপেটাঘাতে, খিল ধরে দাঁতে দাঁতে,
ভূমে প'ড়ে করে ধড় ফড় ॥
দেখি, নীল বুকে উঠে, পদাঘাত করে পেটে,
দাঁত ভাঙ্গে মুষ্টির প্রহারে।
এইরূপে নিশাচরে, দিয়া শমনের ঘরে,
বীর-দাপে সিংহনাদ ছাড়ে ॥
সুগ্রীব প্রঘাস সনে, পশিয়া ভীষণ রণে,
অবিলম্বে বধিয়া তাহায়।

লক্ষ লক্ষ নিশাচরে, পাঠাইল যম-ঘরে,
শিলা আর পাদপের ঘায় ॥
মহা রণে বিরূপাক্ষ, ছাড়ে শর লক্ষ লক্ষ,
লক্ষ্মণে নাশিতে আশা করি।
লঘু হস্তে নিশাচর, শরে ঢাকে রবিকর,
বোধ হয় দিবসে শর্ব্বরী ॥
দেখিয়া লক্ষ্মণ কোপে, শর বসাইল চাপে,
মুখে তার অগ্নিশিখা জ্বলে।
ভূমিতে পাতিয়া জানু, আকর্ণ টানিয়া ধনু,
ত্যজিলেন বাণ গোটা বলে ॥
রাক্ষসের সব শরে, পোড়াইয়া ভস্ম করে,
তার পরে চলে বাণ ছুটে।
ভয় পেয়ে নিশাচর, ছাড়ে শত শত শর,
কিন্তু তার শক্তি নাহি টুটে॥
মহাবেগে যায় ছুটি, বিরূপাক্ষ-শির কাটি,
পাড়ে শর রণস্থল মাঝে।
দেখি যত নিশাচরে, হাহাকার রব করে,
কপিসৈন্যে জয়-শঙ্খ বাজে ॥
রাঘবের চারিধারে, চারি জনে একে বারে,
প্রাণপণে ছাড়ে নানা শর।
সমরকুশল রাম, মারি বাণ অবিরাম,
চারিজনে করিলা ফাঁফর ॥
স্বর্ণপুঙ্খ শর সব, করি সন্ সন্ রব,
চারি দিকে বায়ুবেগে ছোটে॥
একে একে চারি জনে, নিয়ন্ত্র করিয়া রণে,
ফেলায় সবার শর কেটে ॥
বজ্রমুষ্টি নিশাচরে, মুষ্ট্যাঘাতে যমঘরে,
পাঠাইলা মৈন্দ মহাবল।
দ্বিবিদ বৃক্ষের বাড়ি, অশনিপ্রভায় মারি,
দিলা নিশাচরে রসাতল ॥
নলবীর প্রতপনে, আশু বিনাশিয়া রণে,
আনন্দে ছাড়িলা হুহুংকার।
এইরূপে কপিগণ, রাক্ষসে করি নিধন,
হর্ষে মন পূর্ণ সবাকার ॥

বালিসুত ইন্দ্রজিতে, মহারণ ভুজনাতে,
দেবগণ দেখয়ে বিমানে।
সর্পের সমান শরে, অঙ্গদের কলেবরে,
কাটে ইন্দ্রজিৎ নানাস্থানে ॥
শিলা তরু যত ছোড়ে, ইন্দ্রজিৎ কাটে শরে,
শর-শিক্ষা এমনি তাহার।
দেখিয়া অঙ্গদ কোপে, রথে পড়ি এক লাফে,
সারথিরে করিল সংহার ॥
পদাঘাতে চারি হয়, গেল চলি যমালয়,
রাবণির ধনু নিল কাড়ি।
আছাড় মারিয়া ভূমে, রথ খান ভাঙ্গে ক্রমে,
ভূমে পড়ি দোঁহে জড়াজড়ি ॥
অন্তরে গণি প্রমাদ, দূরে যায় মেঘনাদ,
দেখিয়া বানরগণ হাসে।
রাক্ষসের সেনা যত, বানরে করয়ে হত,
সমর ত্যজয়ে সবে ত্রাসে ॥
রুধিরের স্রোত বয়, ভাসে সব হস্তী হয়,
ভীষণ ব্যাপার রণস্থলে।
পদাতি ভাসিয়া যায়, রথিগণ নিরুপায়,
কোনরূপে রথ নাহি চলে ॥
গোমায়ু শকুনগণ, দেখি শব অগণন,
দলে দলে মিলিল আসিয়া।
দিবস হইল গত, নিশা আসি উপনীত,
স্কন্ধে পূর্ণ শশীরে লইয়া ॥

রামলক্ষ্মণের নাগপাশে বন্ধন।

নিশা-আগমনে তুষ্ট নিশাচরগণ।
কপিসেনা সহ পুনঃ আরম্ভিল রণ ॥
রাক্ষসের সিংহনাদে কপির গর্জ্জনে ॥
ভুবন ভরিয়া শব্দ উঠিল গগনে ॥
দেবগণ সিদ্ধগণ থাকি শূন্যপথে।
দেবাসুর সম রণ লাগিল দেখিতে ॥
শিলাতরু মারি কপি করে অন্ধকার।
রাক্ষসের বাণ ছোটে বিদ্যুৎ-আকার ॥

মারহ বানরে শব্দ করে নিশাচর।
রাক্ষসে বধহ বলে যতেক বানর॥
শাণিত সায়ক আসি পড়ে ঝাকে ঝাকে।
রণস্থলে কপিসেনা পড়ে লাখে লাখে॥
পর্ব্বতের চূড়া ভাঙ্গি মারে কপিগণ।
অগণ্য রাক্ষস যায় শমন-ভবন॥
এইরূপে দুই দলে যুদ্ধ অন্ধকারে।
মারে কাটে সম্মুখেতে যেবা পায় যারে।
শবের হইল স্তূপ সমর-অঙ্গনে।
রুধিরের নদী প্রবাহিত স্থানে স্থানে॥
ভগ্ন রথ ভাসে স্রোতে তরণীর প্রায়।
হাতী ঘোড়া কুম্ভীর হাঙ্গর যেন তায়॥
মৎস্যরূপে শব ভাসে শোণিতের স্রোতে।
কাটা হস্ত পদ ক্ষুদ্র কাষ্ঠ খণ্ড তাতে।
অদ্ভুত হইল রণভূমির আকার।
শৃগাল কুকুর রক্তে দিতেছে সাঁতার॥
কবন্ধ উঠিছে স্থানে স্থানে ভয়ংকর।
ভূত প্রেত অট্ট হাসে শৃঙ্গের উপর॥
পূতি গন্ধে রৌরব নরক মানে হারি।
চারি ধারে গৃধিনী বসিয়া সারি সারি॥
অঙ্গদের সঙ্গে রণে হইয়া লজ্জিত।
এক পাশে দাঁড়াইয়া ছিল ইন্দ্রজিৎ॥
সমর বুঝিয়া বীর লয়ে ধনুঃশর।
আরম্ভিল মায়াময় ভীষণ সমর॥
অগ্নিবরে তারে কেহ দেখিতে না পায়।
কেবা জানে কোথা হ'তে বাণ পড়ে গায়॥
বিষধর সম শর কাটি পাড়ে অঙ্গ।
সহিতে না পারি সৈন্য রণে দিল ভঙ্গ॥
বড় বড় বীরগণ ছুটিয়া পলায়।
ভয়ে আর পেছু ফিরে কেহ নাহি চায়॥
দেখিয়া রাবণি হাসে আপন অন্তরে।
চলিল যথায় রাম ধনু লয়ে করে॥
বাছিয়া বাছিয়া মারে ক্ষুরধার বাণ।
বিদ্ধিল রামের তনু করে খান খান॥

হাতে করি ধনু রাম চায় চারি দিকে।
কে করে সমর তার কিছু নাহি দেখে॥
দেখিতে দেখিতে কাটা গেল ধনুর্গুণ।
পৃষ্ঠ হ'তে রাঘবের খসে পড়ে তূণ॥
সর্ব্বাঙ্গ ভাসিয়া যায় রুধির-ধারায়।
অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া মার খায়॥
লক্ষ্মণে দেখিয়া রাম আপনা পাসরে।
অবসন্নপ্রায় তনু রাক্ষসের শরে॥
দুর্দ্দশা দেখিয়া হাসি রাবণনন্দন।
দূরে থাকি দুটী ভেয়ে করে সম্বোধন॥
কি কর দাঁড়ায়ে রাম কি কর লক্ষ্মণ।
কহ কি লাগিয়া এসে ত্যজিলে হে রণ॥
বড় সাধ ক'রে এসেছিলে লঙ্কাপুরে।
জিনিয়া রাবণে উদ্ধারিবে জানকীরে॥
জাননা এখানে ইন্দ্রজিৎ করে বাস।
দেব দৈত্য দানবে যাহারে করে ত্রাস॥
বৃক্ষহীন দেশে বৃক্ষ এরণ্ডের নাম।
সেইরূপ কিষ্কিন্ধ্যার বীর তুমি রাম॥
বুদ্ধিদোষে তোমার সহিত কপিরাজ।
আসিয়াছে লঙ্কাপুরে রাক্ষসের মাঝ॥
না করিহ আশা ফিরে যাবে এক জন।
আজি রণে সবে দিব শমন-ভবন॥
অগ্নিবরে শক্র মোরে দেখিতে না পায়।
জিনিতে নারিবে রাম কখন আমায়॥
এত বলি করে বীর ধনুকে সন্ধান।
শঙ্করের দত্ত খ্যাত নাগপাশ বাণ॥
বাণের বদনে লক্ষ লক্ষ বিষধর।
আবির্ভূত হইল দেখিতে ভয়ঙ্কর॥
মাথায় জ্বলিছে মণি উজলিয়া দিক।
গরজিয়া উঠে সর্প বজ্রের অধিক॥
নিশ্বাসে হইল পরিব্যাপ্ত রণস্থল।
দশ দিকে সেই সঙ্গে ছুটিল গরল॥
ত্রাহি ত্রাহি রবে যত পলায় বানর।
রাখিতে না পারে সৈন্য কিষ্কিন্ধ্যা ঈশ্বর॥

আকর্ণ টানিয়া ধনু রাবণ-তনয়।
ছাড়িল ভীষণ বাণ করি সর্পময়॥
বায়ুবেগে বাণ গোটা শূন্যেতে ছুটিল।
শ্রীরাম লক্ষ্মণে বান্ধি ভূমিতে পাড়িল॥
মায়াতে হইল লক্ষ লক্ষ বিষধর।
জড়াইয়া সর্ব্ব অঙ্গ করিল জর্জ্জর॥
হারায় চৈতন্য দোঁহে অবসন্নপ্রায়।
দেখি কপিগণ দুঃখে করে হায় হায়॥
সুগ্রীব মারুতি জাম্ববান বিভীষণ।
চারি দিকে আসিয়া জুটিল সেইক্ষণ॥
মিতা মিতা করিয়া কাণের কাছে গিয়া।
না পায় রামের সাড়া সুগ্রীব ডাকিয়া॥
মরিল ভাবিয়া রাম বিমর্ষ অন্তরে।
মাথায় সঁপিয়া হাত সবে ব'সে পড়ে॥
সুগ্রীবের নয়ন ভাসিয়া যায় জলে।
বিলাপ করয়ে কত মিতে মিতে ব'লে॥
উঠ উঠ বীরবর ধনু লয়ে করে।
বিনাশ করহ রণে দুষ্ট নিশাচরে॥
সাজে কি তোমারে বীর এই শত্রুপুরে।
রহিতে নিশ্চেষ্ট আজি এ হেন সমরে॥
এ রণসাগরে মাত্র তুমি কর্ণধার।
কে চালাবে সৈন্যতরি বিহনে তোমার॥
এক বার দেখ চেয়ে মেলিয়া নয়ন।
সমরে প'ড়েছে তব অনুজ লক্ষ্মণ॥
পড়িয়াছে কপিসৈন্য কপট সমরে।
দেখি দুষ্ট নিশাচর হাসিছে অন্তরে॥
উঠ মিতে বিজয় ধনুক ধরি রণে।
শীঘ্র এর প্রতিশোধ লহ শত গুণে॥
ক্ষত্র-রক্ত এখন কি কিছু দেহে নাই।
বৈর ভুলি ভূমিতে লোটায় দেহ তাই॥
এইরূপে সুগ্রীব কান্দিছে বসি কাছে।
বিভীষণ বলে কেনে শোক কর মিছে॥
পরম পুরুষ রাম লক্ষ্মণ দুভাই।
রণে তাহাদের জেন কভু মৃত্যু নাই॥
বদনে নাহিক মৃত্যুচিহ্ন একেবারে।
অবসন্ন মাত্র দেহ হইয়াছে শরে॥
সৈন্য সহ সাবধানে থাকি এই স্থানে।
রক্ষা কর তুই দেহ পরম যতনে॥
সৈন্য মাঝে যাব আমি ক্ষণেকের তরে।
দেখিব সুষেণ বেঁচে আছে কি সমরে॥
এত বলি বিভীষণ করিল গমন।
শ্রীরাম লক্ষ্মণে ঘেরি থাকে কপিগণ॥
এখানে সমর জিনি বীর মেঘনাদ।
পুরী মাঝে প্রবেশিল ছাড়ি সিংহনাদ॥
পিতৃপদে প্রণাম করিয়া হৃষ্ট-মনে।
নিবেদিল বিজয়-বারতা দশাননে॥
শুনি পুলকিত-অঙ্গ লঙ্কার ঈশ্বর।
প্রশংসা করিয়া পুত্রে কহিলা বিস্তর॥
আলিঙ্গন করি কৈলা বহু পুরস্কার।
আনন্দে আঘ্রাণ করে শির বার বার॥

সীতার সমরক্ষেত্র দর্শন।

দ্বারপালে ডাকিয়া কহেন লঙ্কেশ্বর।
অশোক-কাননে কর গমন সত্বর॥
ত্রিজটা নামেতে আছে সীতার প্রহরী।
আনহ এখানে শীঘ্র তারে সঙ্গে করি॥
যে আজ্ঞা বলিয়া দূত করিল গমন।
প্রভু-আজ্ঞা ত্রিজটায় কৈল বিজ্ঞাপন॥
শুনিয়া ত্রিজটা ধেয়ে যায় অন্তঃপুরে।
রাবণের আগে দাঁড়াইল নত শিরে॥
হাসি দশানন তবে কহে ত্রিজটারে।
রণের বারতা দিতে ডেকেছি তোমারে॥
পুত্র ইন্দ্রজিৎ করি অদ্ভুত সমর।
শ্রীরাম লক্ষ্মণে দিয়াছেন যম-ঘর॥
রণক্ষেত্রে রক্তস্রোত কপির রুধিরে।
প্রবাহিত হইয়া মিশিছে সিন্ধুনীরে॥
এখন বাঁচিয়া আছে যে সকল কপি।
মরিবে প্রভাতে কা'লি থাকয়ে যদ্যপি॥

ইচ্ছা হয় পুষ্পকে করায়ে আরোহণ।
রণভূমি সীতায় করাও দরশন॥
দেখুক স্বচক্ষে রাম লক্ষ্মণের দশা।
দূরে যাক্ সুন্দরীর মনের দুরাশা॥
রাজ-ইচ্ছা ত্রিজটা আদেশ জানি মনে।
যে আজ্ঞা বলিয়া লয় বিদায় চরণে॥
স্মরণ করিতে দিব্য পুষ্পক বিমান।
আসি উপনীত ত্রিজটার বিদ্যমান॥
তবে চেড়ী জানকীরে চড়াইয়া রথে।
বাহির হইল দোঁহে নগর হইতে॥
নিমিষে আসিয়া উত্তরিল রণভূমে।
যথায় বানরগণ বসি ঘিরি রামে॥
দেখিল পতির অঙ্গ সজারু সমান।
বাণসিদ্ধ নহে, দেহে নাহি হেন স্থান॥
চারি দিকে শর, অঙ্গ ভূমি না পরশে।
নিশ্চল নিঃস্পন্দ দেহ যেন নিদ্রাবেশে॥
জীবনের আশা নাই ভাবিয়া সুন্দরী।
কান্দিয়া উঠিল হাহাকার রব করি॥
শিরে করি করাঘাত কাঁপিতে কাঁপিতে।
চেতনা হারায়ে সীতা পড়ে সেই রথে॥
জানকীর দুখে দুখী হয়ে নিশাচরী।
চেতন করিল তারে বহু যত্ন করি॥
কোলে করি সীতায় কান্দিয়া কহে বুড়ী।
সম্বর রোদন বাছা মোর কথা ধরি॥
ভাল ক'রে দেখ যদি রামের বদন।
বুঝিবে এখন আছে নিশ্চয় জীবন॥
আজিকার নহি আমি বয়স বিস্তর।
দেখেছি মরিতে কত শত নিশাচর॥
প্রাণ-বায়ু বাহির হইলে দেহ হ'তে।
মুখের বিকট রূপ হইবে নিশ্চিতে॥
শরীরের কান্তি আর থাকে না তেমন।
দেখিলে সে রূপ দুঃখে মগ্ন হয় মন॥
আর এক কথা মোর শুনহ সুন্দরি।
এই যে পুষ্পক রথ বিমান-বিহারী॥
দেবতুল্য দেবরথ না করে ধারণ।
অশুচি অশুদ্ধ দেহ এ রথ কখন॥
শোক দুঃখ ত্যজি সুস্থ করহ অন্তর।
বাঁচিয়া আছেন রাম লক্ষ্মণ দেবর॥
দেখিয়াছি স্বপ্ন আমি বিফল না হবে।
অচিরে জানকি তুমি পতিরে পাইবে॥
তোমারে কান্দায় দুষ্ট রাবণ যেমন।
ততোধিক কান্দিবে তাহার পত্নীগণ॥
এইরূপে সান্ত্বনা করিয়া জানকীরে।
অশোক-কাননে দুই জনে গেল ফিরে॥

গরুড় কর্ত্তৃক নাগপাশ মোচন।

সৈন্য মাঝে বিভীষণ, সুষেণের অন্বেষণ,
করিয়া ভ্রময়ে চারি পাশে।
কপিগণ দেখি তায়, ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে যায়,
পেছু পানে নাহি চায় ত্রাসে॥
সুগ্রীব চিন্তিত মনে, জিজ্ঞাসেন হনুমানে,
কহ বীর কারণ ইহার।
অকস্মাৎ দেখি কেনে, পলায় বানরগণে,
ইন্দ্রজিৎ এল কি আবার॥
আজ্ঞা পেয়ে হনুমান, ত্বরিত গমনে যান,
বিভীষণে দেখিয়া অদূরে।
অবিলম্বে বুঝি লয়, যাতে বানরের ভয়,
শীঘ্র আসি জানায় রাজারে॥
সুষেণের তত্ত্ব করি, কটক মাঝারে ফিরি,
বিচরণ করে বিভীষণ।
আকারে বৈষম্য নাই, ইন্দ্রজিৎ ভাবি তাই,
ভয় পাইয়াছে কপিগণ॥
সুগ্রীব হাসিয়া বলে, শীঘ্র ডাকি কহ নলে,
আশ্বস্ত করিতে সৈন্যগণে।
নতুবা এ দুঃসময়, ব্যাপক হইলে ভয়,
কষ্ট হবে শৃঙ্খলা-স্থাপনে॥
এইরূপে কপিবর, সর্ব্বকার্য্যে তৎপর,
বসি রাম-লক্ষ্মণের পাশে।

অকস্মাৎ উঠে ঝড়, অন্ধকার ভয়ঙ্কর,
তারা শশী লুকায় আকাশে ॥
তরঙ্গ সিন্ধুর জলে, বালুরাশি উড়ি কূলে,
আকাশ ছাইল একেবারে।
প্রলয় গণিয়া মনে, আকুল বানরগণে,
জীবনের আশা সবে ছাড়ে ॥
হেন কালে খগপতি, বৈনতেয় মহামতি,
অবতীর্ণ আসিয়া সে স্থলে।
গরুড়ে দেখিয়া দূরে, নাগপাশ খসে পড়ে,
ভয়ে সর্প মুখ নাহি তোলে ॥
হয়ে শরমুক্ত-কায়, উভয়ে চৈতন্য পায়,
দেখি আনন্দিত কপিগণে।
ত্বরা করি খগেশ্বর, পরশিতে কলেবর,
ব্রণমুক্ত হইলা দুজনে ॥
ক্ষতচিহ্ন নাহি আর, উঠিলেন পুনর্ব্বার,
যেন নিদ্রা ত্যজি দুটি ভাই।
দূরে গেল রণশ্রান্তি, পূর্ব্ববৎ মুখকান্তি,
অশান্তির চিহ্নমাত্র নাই ॥
তুষ্ট হয়ে খগপতি, কহেন রাঘব প্রতি,
শুনি তব বন্ধন-বারতা।
ব্যাকুল হইয়া মনে, আসিতেছি প্রাণপণে,
শুন রাম অন্তরের কথা ॥
তপস্যায় তুষি হরে, পেয়ে নাগপাশ শরে,
ইন্দ্রজিৎ অজেয় জগতে।
দেবতা গন্ধর্ব্ব নরে, তৃণবৎ জ্ঞান করে,
ভয়ে ইন্দ্র থাকে না স্বর্গেতে ॥
বিধি বিষ্ণু আদি ক'রে, নাগপাশে ভয় করে,
এমনি বিষম এই বাণ।
কেবল আমার কাছে, পরাস্ত হইয়া আছে,
নহে কারু থাকিত না প্রাণ ॥
গরুড়ের বাক্য শুনে, শ্রীরাম লক্ষ্মণ সনে,
প্রশংসা করেন বারবার।
পূজা পেয়ে খগপতি, হয়ে অতি হৃষ্টমতি,
গেলা চলি স্থানে আপনার ॥
দুই ভেয়ে-সুস্থ দেখি, বানরকটক সুখী,
রাম জয় শব্দ করে সবে।
অন্তঃপুরে দশানন, ছিল ঘুমে অচেতন,
চমকিয়া উঠে সেই রবে ॥
ডাকি অমাত্য সকলে, অতি ব্যস্ত হয়ে বলে,
শীঘ্র জান কারণ ইহার।
অনুমান হয় মনে, রাম মরে নাই রণে,
কিম্বা ম'রে বাঁচিল আবার ॥
শুনি দূত গেল ছুটে, লঙ্কার প্রাচীরে উঠে,
বাহিরে করিল নিরীক্ষণ।
বানরকটক মাঝে, সাজি দোঁহে বীর সাজে,
ব'সে আছে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
রাবণ সে কথা শুনে, অন্তরে প্রমাদ গণে,
দশ মুখে বিষাদ প্রকাশ।
ভাবে এ কেমন বৈরী, বুঝিয়া উঠিতে নারি,
ম'রে বাঁচে একি সর্ব্বনাশ ॥

ধূম্রাক্ষ ও বজ্রদংষ্ট্রের রণে পতন।

চিন্তাযুক্ত রক্ষঃপতি বিষণ্ণ-বদন।
ক্রোধে ক্রমে কুড়ি চক্ষু জবার বরণ ॥
কাহারে পাঠাই এই ভীষণ সমরে।
ভাবয়ে রাবণ রাজা আপন অন্তরে ॥
ঘন ঘন অমাত্যবর্গের দিকে চায়।
দেখিয়া ধূম্রাক্ষ বীর উঠিয়া দাঁড়ায় ॥
দর্প করি কহে চিন্তা না কর রাজন।
আজ্ঞা দেহ দাসে আজি করিবারে রণ ॥
অবিদিত নাহি তব বীরত্ব আমার।
সমরে অমরে জিনিয়াছি কত বার ॥
তুচ্ছ নর বানরের অতি তুচ্ছ রণে।
শঙ্কা নাহি শোভা পায় লঙ্কার রাবণে ॥
যাবার বিলম্ব মোর সমর-অঙ্গনে।
বান্ধিয়া আনিব সেই শ্রীরাম লক্ষ্মণে ॥
সুগ্রীবাদি কপিগণে দিব যমালয়।
জগতে হবুর নাম পাবে আজি লয় ॥

তাড়াইব কপিদলে সাগরের পারে।
পদাঘাতে ডুবাইব সেতু সিন্ধুনীরে॥
এত বলি প্রদক্ষিণ করি লঙ্কেশ্বরে।
বাহির হইল বেগে দিব্য রথে চড়ে॥
নানা অস্ত্র রথে তুলি লইল ধূম্রাক্ষ।
সঙ্গেতে রাক্ষসী সেনা চলে লক্ষ লক্ষ॥
বিপরীত শব্দ করি রণবাদ্য বাজে।
শুনিয়া বানরগণ রণসাজে সাজে॥
শিলা-তরু-হাতে দাঁড়াইল সারি সারি।
ভীম নাদে গরজিল জিনিয়া কেশরী॥
সিন্ধু-সেতু ভাঙ্গি যথা বাহিরায় জল।
পুরী হ'তে তেমতি ছুটিল রক্ষোবল॥
অসি বর্ম্মে রবিকর ঝক মক করে।
চাহিতে সে দিকে চক্ষু পড়িছে ঠিকুরে॥
মারহ বানর নরে নিশাচর বলে।
রাক্ষসে করহ নাশ কহে কপিদলে॥
দুই সৈন্যে মহারণ বাধে হাতাহাতি।
যে যাহারে পায় মারে রণরঙ্গে মাতি॥
নিশাচর মারে শেল শূল ভিন্দিপাল।
ঢাকিল গগন বরষিয়া শরজাল॥
গদা-হাতে কেহ সদা করে মার মার।
দারুণ আঘাতে ভাঙ্গে বানরের হাড়॥
খরশান অসি আসি পড়ে যার গায়।
সঙ্গে সঙ্গে শমন-সদনে চলি যায়॥
ক্ষুরধার শর করি সন্ধান ধনুকে।
মারিছে রাক্ষস বীর বানরের বুকে॥
কাহার কাটয়ে হস্ত কাহার চরণ।
কত যে পড়িল কপি কে করে গণন॥
কপিগণ রুষিয়া পাদপ করি হাতে।
দুহাতে মারয়ে বাড়ি রাক্ষসের মাথে॥
বড় বড় শিলাখণ্ড ফেলে দিয়া টান।
চাপনে রাক্ষসগণে হারায় পরাণ॥
কাহার ভাঙ্গিল মাথা কার ভাঙ্গে দেহ।
পিণ্ডাকার হইয়া সমরে পড়ে কেহ॥

শাখা সুদ্ধ বৃক্ষ কপি সবেগে ঘুরায়।
বাতাসে রাক্ষসগণ দূরে উড়ে যায়॥
বড় বড় কপি দূরে থেকে লাফ মারে।
উপ আপ করি পড়ে রাক্ষসের ঘাড়ে॥
নখ দন্তে ছিঁড়িয়া ফেলায় রক্ষোগণে।
বাহির করয়ে উদরের আঁতি টেনে॥
বিষম কামড় মারি কারু কাটে কাণ।
রণ ত্যজি নিশাচর দেয় পিঠটান॥
হতাহত কত তার সংখ্যা নাহি হয়।
সমর-অঙ্গনে রুধিরের নদী বয়॥
স্রোতে ভেসে শব গিয়া লাগে এক পাশে।
শৃগাল কুকুর ডাকে আমিষের আশে॥
গৃধিনী জীয়ন্তে কারু চক্ষু তুলে খায়।
ছটফট করে সে দারুণ যাতনায়॥
তৃষ্ণায় কাহার ছাতি যাইছে ফাটিয়ে।
রুধির করয়ে পান জল নাহি পেয়ে॥
এইরূপে রণক্ষেত্রে ভীষণ ব্যাপার।
ভঙ্গ দিল রাক্ষস সহিতে নারি আর॥
তাহা দেখি ধূম্রাক্ষ ধরিয়া মহা ধনু।
খরশান বাণে বিন্ধে বানরের তনু॥
হাসিয়া এড়য়ে সর্প সম শরজাল।
রণভূমে পড়ে কপিসেনা পালে পাল॥
সৈন্যক্ষয় দেখি রাম জয় শব্দ করি।
মারুতি নামিল রণে হাতে বৃক্ষ ধরি॥
সমুখে দেখিয়া ধূম্রাক্ষের রথখান।
এড়িল হাতের গাছ দিয়া একটান॥
পবনের বেগে বৃক্ষ যেন গিরিচুড়া।
পড়ি রাক্ষসের রথে ক'রে দিল গুঁড়া॥
পড়িল সারথি অশ্ব সেই বৃক্ষ-ঘায়।
লাফ দিয়া রথী কিন্তু পড়িল ধরায়॥
গদা-হাতে ধূম্রাক্ষ পবনপুত্র সঙ্গে।
বীরমদে মাতি গেল সমর-তরঙ্গে॥
বৃত্তাকারে ফেরে ধূম্র পবন-গমনে।
সুযোগ পাইলে গদা মারে হনুমানে॥

দুই চারি গদা খেয়ে পবনকুমার।
ক্রোধে জ্বলে অঙ্গ যেন অগ্নি-অবতার॥
প্রকাণ্ড প্রস্তর এক ধরি দুই হাতে।
পাক দিয়া মারে বাড়ি ধূম্রাক্ষের মাথে॥
পড়িল ধূম্রাক্ষ দেখি নিশাচরগণ।
মহা ভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে করে পলায়ন॥
রাবণে কহিতে সেই রণের বারতা।
তরাসে কাহারু মুখে নাহি সরে কথা॥
দশানন কহে দূত কহ সমাচার।
রণে জয় পরাজয় হইল কাহার॥
দূত বলে মহারাজ কি কহিব আর।
ঘর-পোড়া করিয়াছে ধূম্রাক্ষে সংহার॥
অমাত্যের পতন শুনিয়া লঙ্কাপতি।
বিলাপ করেন বহু স্মরি তার খ্যাতি॥
মহাবীর বজ্রদংষ্ট্রে ডাকি তার পরে।
বরণ করেন বীরে ভীষণ সমরে॥
রাজার আদেশে রক্ষঃ সমরে সাজিল।
সৈন্য-পদ-ভরে লঙ্কা কাঁপিয়া উঠিল॥
লক্ষ লক্ষ শঙ্খ বাজে দামামার সঙ্গে।
শুনিয়া মাতিল নিশাচর রণরঙ্গে॥
হয় হস্তী সাজে কত সংখ্যা নাহি তার।
বাহির হইল রথ কাতারে কাতার॥
সৈন্য-পদধূলিতে ঢাকিল রবিকর।
প্রলয় ভাবিয়া ভয়ে চকিত অমর॥
রাম কন বিভীষণে কহ সখা শুনি।
সমরে সাজিল আজি কাহার বাহিনী॥
বিভীষণ কহে মিতে বজ্রদংষ্ট্র-নাম।
রাবণের প্রিয় মন্ত্রী বীরের প্রধান॥
রাবণের তুল্য বীর ধরে পরাক্রম।
ইন্দ্রজিৎ হ'তে কোন অংশে নহে কম॥
শুনি রাম কপিরাজ সুগ্রীবে চাহিল।
মন বুঝি সুগ্রীব অঙ্গদে আজ্ঞা দিল॥
যাও বাছা আজি রণে হয়ে সেনাপতি।
সমর জিনিয়া লাভ করহ সুখ্যাতি॥
রাজার এতেক বাক্য শুনিয়া অঙ্গদ।
মস্তকে বন্দিল রাঘবের দুটী পদ॥
সুগ্রীবের পদধূলি মস্তকে ধরিয়া।
ভীম নাদে বালিপুত্র উঠিল গর্জ্জিয়া॥
লক্ষ লক্ষ মহাকপি পর্ব্বত-আকার।
সঙ্গে লয়ে আগুলিল লঙ্কার দুয়ার॥
রক্ষঃ-সেনাপতি আজ্ঞা দিলা সেনাগণে।
বাহির হইল মহাবেগে সবে রণে॥
আবার বাধিল রণ সেনায় সেনায়।
দাঁড়াইয়া দেখে সেনাপতি দুজনায়॥
দুই দলে সমান সাহস পরাক্রম।
উভয়ে করয়ে যুদ্ধ করি প্রাণপণ॥
সর্ব্বাঙ্গে আঘাতে ভাসে রুধির-ধারায়।
সমরে বিরত কিন্তু নহে কেহ তায়॥
মার মার শব্দ মুখে অস্ত্র-ঝন্‌ঝনা।
ইহা ভিন্ন আর কিছু নাহি যায় শুনা॥
মুহূর্ত্ত লাগিয়া কারু নাহি অবসাদ।
জিনিব সমরে মাত্র মনে এই সাধ॥
পড়িল অনেক সৈন্য উভয় কটকে।
কোথা হ'তে আসি পুন যোটে লাখে লাখে॥
শবের উপরে দাঁড়াইয়া সৈন্যগণ।
দৃষ্টি নাই কোন দিকে করিতেছে রণ॥
শরে জরজর-তনু বানরের দলে।
শিলাঘাতে ভগ্নদেহ রাক্ষস সকলে॥
শিলাতরু-প্রভাবেতে অঙ্গদের দল।
অবশেষে রণস্থলে হইল প্রবল॥
মহাবীর বজ্রদংষ্ট্র মহা-রোষ-ভরে।
ধনুক ধরিয়া তবে নামিল সমরে॥
মুহূর্ত্তের মধ্যে বহু বানরে বধিল।
শরজাল বিস্তারিয়া গগন ছাইল॥
কার সাধ্য অগ্নিতুল্য শরের সম্মুখে।
সমরে তাহার সনে স্থির হয়ে থাকে॥
পলায় বানরগণ দেখিয়া অঙ্গদ।
মহাশিলা-হস্তে ধায় সমরে দুর্ম্মদ॥

অঙ্গদে দেখিয়া নিশাচর বাণ ছাড়ে।
দশ বাণে মর্ম্মস্থলে বিন্ধিল তাহারে॥
বাণ খেয়ে অঙ্গদের অঙ্গ কাঁপে রাগে।
ছুড়িল হাতের শিলা-খান মহা বেগে॥
বজ্রের সমান শিলা আইসে ছুটিয়া।
দুই বাণে নিশাচর ফেলিল কাটিয়া॥
শিলা ব্যর্থ দেখিয়া অঙ্গদ ক্রোধভরে।
টান দিয়া আনে এক শাল তরুবরে॥
দুই হাতে ধরি তরু রথে প্রহারিল।
সারথি সহিত রথ চূর্ণ হয়ে গেল॥
লাফ দিয়া ভূমে পড়ি রক্ষঃ-সেনাপতি।
অঙ্গদের সঙ্গে আরম্ভিল হাতাহাতি॥
দুই মদমত্ত হস্তী পর্ব্বত উপরে।
দুই মহা বৃষ যথা গোষ্ঠের ভিতরে॥
তেমতি উভয় সেনাপতি করে রণ।
দাঁড়াইয়া দেখে নিশাচর কপিগণ॥
মুষ্ট্যাঘাত পদাঘাত আঁচড় কামড়।
চট্ পট্ শব্দ হয় অঙ্গে রক্ত ঝরে॥
এইরূপে দণ্ড চারি করিয়া সমর।
অবসন্ন হয়ে হেঁটে পড়ে নিশাচর॥
এক লাফে অঙ্গদ আনিয়া গিরিচূড়া।
মারি রাক্ষসের শিরে মাথা কৈল গুঁড়া॥
রণ জিনি অঙ্গদ পাইয়া অবসর।
গর্জ্জিয়া উঠিল যেন মহা বিষধর॥
আনন্দে হইল পূর্ণ বানর সকল।
রামজয় রবে পরিপূর্ণ রণস্থল॥
অধোমুখে মনোদুখে নিশাচরগণ।
সমর ত্যজিয়া করে লঙ্কায় গমন॥

অকম্পন ও প্রহস্তের সমর।

ভগ্নদূতগণ, করে নিবেদন,
অঞ্জলি করিয়া শিরে।
এ কাল সমরে, পাঠাইবে যারে,
ফিরিয়া পাবে না তারে॥
ওহে মহারাজ, রাক্ষস-সমাজ,
বুঝিবা মজিল শেষে।
পবনকুমার, অঙ্গদ দুর্ব্বার,
আইল শমন-বেশে॥
বজ্রদংষ্ট্র বীরে, বধিল সমরে,
বালিপুত্র যুবরাজ।
কহিব কেমনে, এ কথা বদনে,
আনিতে হ'তেছে লাজ॥
সংখ্যা কেবা করে, পড়িল সমরে,
প্রধান রাক্ষস যত।
রথ গজ হয়, পদাতি-নিচয়,
সমুদয় হ'ল হত॥
শুনি দশানন, যেন হুতাশন,
ক্রোধে কাঁপে কলেবর।
আরক্ত নয়ন, নিশ্বাস-পবন,
যেন প্রলয়ের ঝড়॥
চাহি দূত পানে, মেঘের গর্জ্জনে,
ভর্ৎসনা করিয়া কয়।
ভীরু নিশাচর, ওরে রে বর্ব্বর,
নীচমতি দুরাশয়॥
ভয় নাই মনে, আমার সদনে,
কহিতে এমন কথা।
এখনি বুঝিবি, আমারে চিনিবি,
যখন যাইবে মাথা॥
ছার শক্র নর, বনের বানর,
তাদের প্রশংসা এত।
ভেবেছিস মনে, এই তুচ্ছ রণে,
রাবণ হইবে ভীত॥
মরুক ধূম্রাক্ষ, সেনা লক্ষ লক্ষ,
বজ্রদংষ্ট্র নিশাচর।
নাই তাহে ক্ষতি, একা লঙ্কাপতি,
বধিবে বানর নর॥
এতেক বচন, বলিতে রাবণ,
অকম্পন সেনাপতি।

আসিয়া সম্মুখে, বিনত মস্তকে,
কহিল রাজার প্রতি ॥
দাসের মিনতি, রাখহ সম্প্রতি,
ক্রোধ কর নিবারণ।
থাকিতে কিঙ্কর, কহ লঙ্কেশ্বর,
প্রভু কি করয়ে রণ ॥
মোরে আজ্ঞা দিয়া, দেখহ বসিয়া,
আনিব বান্ধিয়া রামে।
রক্ষা নাহি পাবে, যদি পলাইবে,
পাতালে স্বরগধামে ॥
সুমিত্রা-কুমারে, বধিব সমরে,
মারিব হনুরে আগে।
অক্ষে বিনাশিল, লঙ্কা পোড়াইল,
সেই দুঃখ মনে জাগে ॥
যত কপিকুল, করিব নির্ম্মূল,
বিষম শূলের ঘায়।
সুগ্রীব অঙ্গদ, লঙ্কার আপদ,
রহিল আমার দায় ॥
বীরের বচনে, তুষ্ট হয়ে মনে,
রণে দিয়া অনুমতি।
ধীর পাদচারে, গেলা অন্তঃপুরে,
দশানন মহামতি ॥
তবে অকম্পন, নানা প্রহরণ,
তুলি রথে আপনার।
কোটী নিশাচরে, লইয়া সমরে,
চলে করি মার মার ॥
কাঁপায়ে মেদিনী, দামামার ধ্বনি,
বাঁশী বাজে লাখে লাখ।
রথী শত শত, অশ্বারোহী কত,
আনন্দে বাজায় শাঁখ ॥
বিপুল বাহিনী, করি জয়ধ্বনি,
পশিল ভীষণ রণে।
হাতে লয়ে শূল, বিন্ধি কপিকুল,
আকুল করিল প্রাণে ॥
গদার প্রহারে, পড়িল সমরে,
বড় বড় কপিগণ।
প্রাণের শঙ্কায়, অনেকে পলায়,
সহিতে না পারি রণ ॥
দেখিয়া মারুতি, ভীষণ-মূরতি,
শালতরু লয়ে হাতে।
বায়ুবেগে আসি, সমরেতে পশি,
মারে রাক্ষসের মাথে ॥
তরুবর-ঘায়, যমালয় যায়,
লক্ষ লক্ষ নিশাচর।
হাহাকার রবে, পলাইছে সবে,
পাছু ধায় কপিবর ॥
দেখি অকম্পন, ধরি শরাসন,
থাক থাক বলি ধায়।
ক্ষুরধার বাণে, বিন্ধি হনুমানে,
রুধিরে ভাসায় কায় ॥
পাঁচ বাণ শিরে, মারিয়া সত্বরে,
বুকে হানে দশ বাণ।
দারুণ প্রহারে, কাঁপি থরথরে,
বিচলিত হনুমান ॥
পাবননন্দন অতি ক্রুদ্ধমন,
অকম্পন পানে চায়।
ভীম তরু হাতে, রাক্ষসে মারিতে,
পবনের বেগে ধায় ॥
রুষি নিশাচর, ঝাড়ি দশ শর,
তরু করে খান খান।
অন্য তরুবরে, লয়ে বীর করে,
রাক্ষসে মারিতে ধান ॥
সে তরুও শরে, খান খান করে,
অকম্পন নিশাচর।
দেখিয়া মারুতি, আনে শীঘ্রগতি,
শিলা এক ভয়ঙ্কর ॥
দিয়া এক টান, ফেলে শিলা খান,
অকম্পন মারে বাণ।

ঠেকিয়া শিলায়, পড়িল ধরায়,
বাণ হয়ে খান খান ॥
তবে নিশাচর, ধরার উপর,
লাফ দিয়া পড়ে আসি।
হনুর সহিতে, সমর করিতে,
আরম্ভিল লয়ে অসি ॥
শিলার আঘাতে, সারথি সহিতে,
রথ হ'ল চুরমার।
দেখি হৃষ্টমন, পবননন্দন,
রণে হয় আগুসার ॥
অকম্পন রুষি, প্রহারিল অসি,
ঠেকিয়া হনুর গায়।
পড়িল ভাঙ্গিয়া, অবাক হইয়া,
রাক্ষস চৌদিকে চায় ॥
দোঁহে মহাবীর, প্রকাণ্ডশরীর,
ব্যায়ামে নিপুণ অতি।
মণ্ডলী করিয়া, ঘুরিয়া ফিরিয়া,
আরম্ভিল হাতাহাতি ॥
গুম গাম কিল, দাঁতে লাগে খিল,
চাপড়ের চটপট।
উভয়ের ঘায়ে, কাতর উভয়ে,
ভূমে প'ড়ে ছট ফট ॥
আঁচড় কামড়ে, ভাসিল রুধিরে,
উভয়ের কলেবর।
দূরে দাঁড়াইয়া, বিস্মিত হইয়া,
দেখে যত নিশাচর ॥
তবে হনুমান, বজ্রের সমান,
করি এক মুষ্ট্যাঘাত।
অকম্পন বীরে, ধরাতলে পাড়ে,
ভাঙ্গিয়া দুপাটী দাঁত ॥
হৃদে মারি কিল, হাসে খিল খিল,
উদর ছিঁড়িল নখে।
দারুণ প্রহারে, বধি নিশাচরে,
রামজয় বলি হাঁকে ॥

বানরমণ্ডলী, দিয়া করতালি,
রামজয় শব্দ করে।
রাক্ষসের দল, হইয়া বিকল,
প্রবেশ করিল পুরে ॥
ভগ্নদূত গিয়া, প্রণত হইয়া,
রাবণে সম্বাদ দিল।
শুন দশানন, বীর অকম্পন,
শমন-সদনে গেল ॥
শুনি রক্ষঃপতি, চিন্তাকুল অতি,
ভাবে কি আশ্চর্য্য কথা।
নাশিতে রাক্ষসে, রমণীর বেশে,
কালরূপা বুঝি সীতা ॥
তুচ্ছ করি মনে, ভাই বিভীষণে,
করিলাম তিরস্কার।
বিধি বিড়ম্বিল, মনে না ধরিল,
সাধু উপদেশ তার ॥
মানুষে বানরে, বধিল সমরে,
অকম্পন সম শূরে।
ইন্দ্রাদি দেবতা, কাঁপিত সর্ব্বথা,
নাম শুনে যার ডরে ॥
যা হ'ক দেখিব, মারি কি মরিব,
সীতা না ছাড়িব তবু।
বীরের হৃদয়, নাহি জানে ভয়,
সমরের নামে কভু ॥
হায় কি মাধুরী, অলোক-সুন্দরী,
দেখি নাই হেন আর।
ত্যজি জানকীরে, এ ছার সংসারে,
বেঁচে থাকা হবে ভার ॥
সোণার প্রতিমা, নয়ন-ভঙ্গিমা,
হেরিয়া মজেছে আঁখি।
সে চাঁদ-বদন, করিব চুম্বন,
কবে এ হৃদয়ে রাখি ॥
এরূপে রাবণ, করিছে গর্জ্জন,
স্বর্ণ সৌধ শৃঙ্গোপরে

কপির গর্জ্জন, করিয়া শ্রবণ,
আবার কাঁপিল ডরে ॥
ডাকিয়া প্রহস্তে, কহে আস্তে ব্যস্তে,
শান্তি নাহি হয় মনে।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ, আর কপিগণ,
যত দিন বাঁচে প্রাণে ॥
তুমি মতিমান, অতি বলবান,
আমার ভরসাস্থল।
মনে আছে আশ, শত্রুকে বিনাশ,
করহ প্রকাশি বল ॥
শুনি সেনাপতি, করিয়া মিনতি,
দশানন প্রতি কয়।
ইহার কারণে, এত চিন্তা কেনে,
এত কেনে তব ভয় ॥
এখনি সমরে, সাজিব সত্বরে,
বধিব বানর নরে।
কেবা হেন বীর, মোর যুদ্ধে স্থির,
রহিবে তিলেক তরে ॥
অগ্নি সম বাণ, করিয়া সন্ধান,
ত্বরায় বধিব রামে।
দেখিবে প্রত্যক্ষ, কপি লক্ষ লক্ষ,
পলাবে আমার নামে ॥
এত বলি বীর, হইলা বাহির,
বীর-দাপে কাঁপে ধরা।
কোটী নিশাচর, লয়ে ধনুঃশর,
সঙ্গেতে মিলিল ত্বরা ॥
লক্ষ লক্ষ হাতী, রণমদে মাতি,
শুঁড়ে ধরি প্রহরণ।
বায়ুবেগে ছুটে, সাধ্য কি নিকটে,
তিষ্ঠে তার কোন জন ॥
অসংখ্য তুরঙ্গ, করি কত রঙ্গ,
সমর-অঙ্গনে যায়।
পাঁচ হাতিয়ার, ঝুঙ্কি আসয়ার,
চলিছে চড়িয়া তায় ॥
রথ অগণন, বিচিত্র গঠন,
তপন সমান জ্বলে।
ভীষণ-মূরতি, লক্ষ লক্ষ রথী,
রথে চড়ি রণে চলে ॥
ভীম নাদ করি, বাজে রণভেরী,
শব্দে পূর্ণ ত্রিভুবন।
সে শব্দে মাতিয়া, পদাতি ছুটিয়া,
চলিছে করিতে রণ ॥
মার মার রবে, নিশাচর সবে,
মারয়ে গদার বাড়ি।
কে আত্ম কে পর, চেনা সুদুষ্কর,
গোলযোগ হ'ল ভারি ॥
উড়ি ধূলারাশি, দিবালোক নাশি,
অন্ধকার দশ দিক।
রাক্ষসে বানরে, কেবা কারে মারে,
না হয় কিছুই ঠিক ॥
বানরে বানরে, শিলার প্রহারে,
কোথা হয় ঘোর রণ।
রাক্ষসের সঙ্গে, সমর-তরঙ্গে,
মাতিল রাক্ষসগণ ॥
কত যে মরিল, কত যে পড়িল,
রুধির ছুটিল কত।
অনুমান তার, করা অতি ভার,
দেখে শুনে জ্ঞান হত ॥
রুধিরের ধারা, ভিজাইল ধরা,
ধূলা উড়ে গেল তায়।
রাক্ষসে বানরে, তবে পরস্পরে,
চিনিয়া লইতে পায় ॥
ক্ষুরধার বাণ, করিছে সন্ধান,
রথিগণ অবিরত।
পর্ব্বতপ্রমাণ, প্রধান প্রধান,
বানর মরিল কত ॥
শিলা তরু লয়ে, কপি যায় ধেয়ে,
নিশাচরে মারে ধাড়ি।

দারুণ আঘাতে, লাগে দাঁতে দাঁতে,
ভূমে পড়ি গড়াগড়ি ॥
সৈন্যক্ষয় দেখি, মনে হয়ে দুখী,
প্রহস্ত সমরে আসে।
করি বরিষণ, শর অগণন,
অসংখ্য বানরে নাশে ॥
বড় বড় বীর, ত্যজিল শরীর,
প্রহস্তের শরাঘাতে।
দেখি সেনাপতি, নীল মহামতি,
আইল পাদপ-হাতে ॥
থাক থাক বলি, মহা বৃক্ষ তুলি,
বেগে মারে নিশাচরে।
কারু ভাঙ্গে হাড়, কারু ভাঙ্গে ঘাড়,
কেহ যায় যমঘরে ॥
নীলের প্রতাপে, নিশাচর কাঁপে,
ভয়ে নাহি কাছে আসে।
শুঁড় তুলে হাতী, পবনের গতি,
পলায় ছুটিয়া ত্রাসে ॥
রথী সহ রথে, লইয়া ছুটিতে,
লাগিল রথের ঘোড়া।
কে করিবে রণ, ভয়ে রথিগণ,
জীয়ন্তে হইল মরা ॥
হাতীর প্রহারে, বধিয়া হাতীরে,
ছাতি ফুলাইয়া ধায়।
অশ্বপদে ধরি, দূরে ফেলে ছুড়ি,
কত ঘোড়া মরে তায় ॥
বলিষ্ঠ দেখিয়া, রাক্ষসে ধরিয়া,
রাক্ষসে মারয়ে বাড়ি।
দারুণ প্রহার, সহে সাধ্য কার,
ভাঙ্গে হাড় উভয়েরি ॥
পলাইতে নারে, পিছু গিয়া ধরে,
এমনি দুর্দ্ধার নীল।
দারুণ গর্জ্জিছে, আনন্দে ভাসিছে,
হাসিতেছে খিল খিল ॥

দেখি সে মুরতি, রক্ষঃ-সেনাপতি,
প্রমাদ গণিয়া মনে।
বাহিরে সাহস, দেখায়ে রাক্ষস,
আগু হয় আসি রণে ॥
রহ রহ বলি, শরানল জ্বালি,
নীলে করে আক্রমণ।
নীল এক লাফে, তার রথে চেপে,
কাড়ি নিল শরাসন ॥
ক্ষুদ্র রূপ ধ'রে, প্রহস্তের শিরে,
উঠিয়া প্রস্রাব করে।
সে স্রোতে প্রহস্ত, হয় অতি ব্যস্ত,
মুখে চোখে নাকে পড়ে ॥
অপ্রস্তুত অতি, হয়ে সেনাপতি,
রাগে গরগর কায়।
ঊর্দ্ধে নেহারিয়া, হাত বাড়াইয়া,
নীলে ধরিবারে চায় ॥
চতুর-প্রধান, নীল মতিমান,
রথের চূড়ায় উঠে।
চূড়ায় চূড়ায়, ঘুরিয়া বেড়ায়,
বায়ুবেগে ছুটে ছুটে ॥
মনে ভাবি দুখ, লাজে অধোমুখ,
রাক্ষসের সেনাপতি।
তীক্ষ্ণ দশ বাণ, করিল সন্ধান,
নীল বানরের প্রতি ॥
খাইয়া সে শর, অঙ্গ জরজর,
রুধির ক্ষরিছে তায়।
সুনীল অম্বরে, চপলা-সঞ্চারে,
অপরূপ শোভা পায় ॥
রুষি কপিবর, প্রকাণ্ড প্রস্তর,
এড়ে দিয়া এক টান।
দেখিয়া প্রহস্ত, ভয়ে শশব্যস্ত,
ছাড়ে শত খণ্ড বাণ ॥
বাণে কাটা গেল, ভূমিতে পড়িল,
পাথর হইয়া গুঁড়া।

নীল সেনাপতি, তবে শীঘ্রগতি,
আনে এক গিরিচূড়া ॥
না মারিতে শিলা, বাণেতে কাটিলা,
লজ্জা পেয়ে নীল বীর।
কোপে শাল বৃক্ষ, পুন করি লক্ষ্য,
ভাঙ্গে প্রহস্তের শির ॥
নীলের সমরে, সেনাপতি পড়ে,
দেখিয়া রাক্ষসগণ।
রণে ভঙ্গ দিয়া, পলায় ধাইয়া,
পাছু ধায় কপিগণ ॥
লক্ষ লক্ষ শিলা, বেগে প্রহারিলা,
শাল বৃক্ষ শত শত।
কোটি-পরিমাণ, রাক্ষসের প্রাণ,
তাহাতে হইল হত ॥
ভগ্নদূত গিয়া, কহিল কান্দিয়া,
রাবণে করিয়া নতি।
আজিকার রণে, শমন-ভবনে,
গেল তব সেনাপতি ॥

রাম-রাবণের যুদ্ধ।

প্রহস্ত পড়িল রণে শুনিয়া রাবণ।
ক্রোধে জ্বলে উঠে যেন দীপ্ত হুতাশন ॥
মন্ত্রিগণে ডাকি তবে কহিতে লাগিল।
নর বানরের রণ বিষম হইল।
বহু সৈন্য মরিল পড়িল সেনাপতি।
অবজ্ঞা উচিত নয় তাহাদের প্রতি ॥
প্রভাতে আপনি রণে করিয়া গমন।
পাঠাব বানর নরে শমন-ভবন ॥
এতেক কহিল যদি লঙ্কার ঈশ্বর।
করিল সমরসজ্জা যত নিশাচর ॥
বড় বড় বীরগণ রথে গিয়া চড়ে।
কেহ উঠে গজে কেহ অশ্বের উপরে ॥
বিপুল বাহিনী সঙ্গে রাজা দশানন।
আপন বিচিত্র রথে করে আরোহণ ॥
উচ্চৈঃশ্রবা জিনি সব সে রথের হয়।
অপরূপ সাজসজ্জা সব মণিময় ॥
কাঞ্চনে রচিত রথ হীরক-খচিত।
যেন কত রবি শশী হয়েছে উদিত ॥
অগণ্য প্রকোষ্ঠ পূর্ণ নানা প্রহরণে।
গমনে করয়ে শব্দ জলদ-নিস্বনে ॥
লক্ষ লক্ষ রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল।
রণরঙ্গে মাতি সৈন্য সমরে চলিল ॥
পুরী হ'তে বাহির হইতে দশানন।
মিতা বিভীষণে সম্বোধিয়া রাম কন ॥
কে আইসে রণে মিতা কহ আজি মোরে।
সৈন্য নেহারিয়া হয় বিস্ময় অন্তরে ॥
বিভীষণ বলে ঐ দেখ রামচন্দ্র।
ঐরাবতে চড়িয়া আইসে যথা ইন্দ্র ॥
তেমতি আইসে মহাবীর অকম্পন।
বীর সাজে মহাগজে করি আরোহণ ॥
আর দেখ ইন্দ্রধনু তুল্য ধনু ধ'রে।
মহাগর্ব্বে আসিছে বিচিত্র রথে চ'ড়ে ॥
রাবণের প্রিয় পুত্র নাম ইন্দ্রজিৎ।
যার পরিচয় পূর্ব্বে পেয়েছ কিঞ্চিৎ ॥
তার বামে দেখ মিতে গিরিতুল্য-কায়।
ভীমপরাক্রম বীর নাম অতিকায় ॥
আর এক হস্তী দেখ ঘণ্টা যার গলে।
মহাবীর মহোদর তার পৃষ্ঠে চলে ॥
সুবর্ণ সমান বর্ণ অশ্ব মনোহর।
পিশাচ নামেতে যোদ্ধা তাহার উপর ॥
শশীর সমান প্রভা অন্য এক রথে।
ত্রিশিরা নামেতে রথী দেখহ তাহাতে ॥
বিপুল ধনুক ধরি কুম্ভ নামে বীর।
গিরিচূড়া সম যার বিপুল শরীর ॥
তাহার পশ্চাতে আসে ত্রিশিরা রাক্ষস।
সমরে অমর যেই করিয়াছে বশ ॥
নরান্তক নামে মহারথী দেখ সখা।
ত্রিভুবন জিনিতে শকতি ধরে একা ॥

প্রতিযোদ্ধা নরান্তক না পায় যখন।
গিরিশৃঙ্গ ধরি তার সঙ্গে করে রণ॥
গগন পরশে দেখ যার রথধ্বজে।
গমনে মেঘের ন্যায় গভীর গরজে॥
নানা বর্ণ পতাকা শোভিছে শত শত।
উচ্চৈঃশ্রবা তুল্য অশ্ব যাহাতে যোজিত॥
চন্দ্র সূর্য্য সম জ্যোতি যাহাতে বিকাশে।
সেই মহারথে লঙ্কাপতি রণে আসে॥
রাম বলে মিতে বীর বটে দশানন।
বাহিরায় জ্যোতি অঙ্গে যেন হুতাশন॥
বিশাল ললাট বক্ষ বাহু করিকর।
স্থূল স্কন্ধ মৃগরাজ জিনিয়া উদর॥
ভাল হ'ল রাবণ আইল আজি রণে।
অচিরে পাঠাব তারে শমন-ভবনে॥
সীতা-হরণের দুঃখ আজি যাবে দূরে।
বাছিয়া রেখেছি বাণ বধিতে তাহারে॥
এত বলি রাঘব লইয়া ধনুঃশর।
সমরে অনুজ সহ হন অগ্রসর॥
রাবণ অমাত্যগণে কহেন তখন।
পুরীমধ্যে তোমা সবে করহ গমন॥
সকলে আইলে শূন্য করিয়া নগর।
পুরে প্রবেশিতে পারে সকল বানর॥
রাবণের আদেশে সকল রথিগণ।
নগর-রক্ষার হেতু করিল গমন॥
গর্জ্জিয়া রাবণ তবে ধরি ধনুর্ব্বাণ।
বজ্র তুল্য বহু শর করিল সন্ধান॥
ব্যর্থ হইবার নহে রাবণের বাণ।
বড় বড় কপিগণ হারায় পরাণ॥
দেখিয়া সুগ্রীব রাজা বৃক্ষ লয়ে করে।
হুহুংকার ছাড়ি বীর নামিল সমরে॥
হাসিয়া রাবণ রাজা মারি এক বাণ।
কাটিয়া হাতের বৃক্ষ করে খান-খান॥
লজ্জা পেয়ে সুগ্রীব আনয়ে গিরিচূড়া।
না এড়িতে রাবণের বাণে হ'ল গুঁড়া॥

তবে ক্রোধে কপিরাজ কাঁপিতে লাগিল।
রাবণের রথে গিয়া গর্জ্জিয়া উঠিল॥
বজ্র সম মুষ্টি মারে রাবণের বুকে।
কিল খেয়ে রাক্ষসের রক্ত উঠে মুখে॥
আপনা সম্বরি তবে লঙ্কার ঈশ্বর।
সুগ্রীবে বধিতে যোড়ে ধনুকেতে শর॥
হাসিয়া হাতের ধনু কপি নিল কাড়ি।
ভাঙ্গিয়া দুখান করি দূরে ফেলে ছুড়ি॥
তাহা দেখি রাবণ করিল কোপদৃষ্টি।
সুগ্রীব রাজার বুকে মারে বজ্রমুষ্টি।
কিল খেয়ে কপিরাজ অস্থির হইল।
চেতনা হারায়ে বীর ভূমিতে পড়িল॥
তবে দশানন করি বাণ বরিষণ।
নিমিষে বধিল বহু কপির জীবন॥
সৈন্যক্ষয় দেখিয়া কুপিল হনুমান।
সমরে নামিল লয়ে শিলা এক খান॥
শত শত নিশাচরে দিয়া যম-ঘরে।
এক লাফে রাবণের রথে গিয়া পড়ে॥
রাবণে ধর্ষণ হনু করে নানা মতে।
রুষিল রাবণ তবে হনুরে মারিতে॥
হাতাহাতি সমর হইল দুই বীরে।
আঁচড় কামড়ে অঙ্গ ভাসিল রুধিরে॥
কোপ করি কিল মারে হনুর হৃদয়ে।
ভূমিতে পড়িল বীর অচেতন হয়ে॥
মরেছে ভাবিয়া তবে রাজা লঙ্কেশ্বর।
রাম সনে রণে হইলেন অগ্রসর॥
দেখি রাম বিপুল ধনুক লয়ে করে।
আকর্ণ টানিয়া গুণ সঘনে টংকারে॥
লক্ষ্মণ কহেন দেব আজ্ঞা দেহ দাসে।
সমরে বধিব সাধ রাবণ রাক্ষসে॥
রাম বলে যাও ভাই থেক সাবধানে।
সামান্য বলিয়া নাহি জ্ঞান দশাননে॥
ত্রিলোক-বিজয়ী শূর রাক্ষস-প্রধান।
বিশেষতঃ ব্রহ্মার বরেতে বলবান॥

মায়া-যুদ্ধে সুনিপুণ নিশাচর জাতি।
সদা দৃষ্টি রাখিবে আপন ছিদ্র প্রতি ॥
অগ্রজের উপদেশ শিরোধার্য্য করি।
সমরে চলিলা বীর হাতে ধনু ধরি ॥
রাবণে দেখিয়া কহে সুমিত্রানন্দন।
আজি রণে পাঠাইব শমনভবন ॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব নহে রাম সনে বাদ।
ফিরিয়া যাইবে ঘরে না করিহ সাধ ॥
রাবণ হাসিয়া বলে গোটা দুই বাণ।
সহিতে পারিলে তোরে করিব বাখান ॥
কথা শুনি লক্ষ্মণ কুপিলা অতি মনে।
মহাশব্দে টঙ্কার দিলেন ধনুর্গুণে ॥
চক্ষু পালটিতে সুশাণিত দশ বাণ।
রাবণের ললাটেতে করিলা সন্ধান ॥
দারুণ বাণের ঘায় হইয়া কাতর।
লক্ষ্মণে প্রশংসা করিলেন লঙ্কেশ্বর ॥
তার পর বিপুল ধনুকে দিয়া টান।
লক্ষ্মণে করিয়া লক্ষ্য মারে দিব্য বাণ ॥
নিজ বাণে কাটি রাবণের সব শরে।
বিন্ধি রাক্ষসের তনু করিলা জর্জ্জর ॥
লক্ষ্মণের বিক্রম দেখিয়া মনে ত্রাস।
কুলক্ষণ ভাবি রাজা ছাড়ে দীর্ঘ শ্বাস ॥
হরদত্ত শক্তি তবে ধরি দশানন।
লক্ষ্মণের পানে দৃষ্টি করে ঘনঘন ॥
সম্বর সম্বর বলি কোপে শক্তি হানে।
নিবারণ নাহি হয় লক্ষ্মণের বাণে ॥
ঝাঁকে ঝাঁকে সৌমিত্রেয় যত বাণ এড়ে।
শক্তিতে ঠেকিয়া শতখান হয়ে পড়ে ॥
ভীম বেগে আইসে গরজি ভীম নাদে।
ভূমে পড়ে লক্ষ্মণে বিন্ধিয়া তার হৃদে ॥
পড়িল লক্ষ্মণ দেখি রাজা দশানন।
সত্বরে তাহার পাশে করিলা গমন ॥
দুই হাতে ধরি দেহ চায় তুলিবারে।
বহু যত্নে কোন রূপে নড়াতে না পারে ॥
লজ্জিত হইয়া গেল আপনার রথে।
দূরে ছিল হনুমান পাইল দেখিতে ॥
লক্ষ্মণে লইয়া কোলে পবননন্দন।
রামের নিকটে শীঘ্র করিলা গমন ॥
অচেতন দেখিয়া অনুজে রঘুবর।
ভাই ভাই বলি ডাকে হইয়া কাতর ॥
রামের যতনে ক্রমে চৈতন্য পাইয়া।
অগ্রজের কাছে বীর বসিল উঠিয়া ॥
তবে রামচন্দ্র ধনুঃশর লয়ে করে।
চলিলা রাক্ষস-রণে অতি ক্রোধভরে ॥
বামে দেখি রাবণ হইল অগ্রসর।
হনু বলে মোর পৃষ্ঠে উঠ রঘুবর ॥
রাবণ করিবে রণ রথের উপরে।
ভূমিতে থাকিয়া যুদ্ধ সাজে না তোমারে ॥
এত শুনি হনুর পৃষ্ঠেতে করি ভর।
আরম্ভ করিলা রাম ভীষণ সমর ॥
শরজালে দিবসে হইল অন্ধকার।
পড়িল রাক্ষসসৈন্য কাতারে কাতার ॥
রাবণের রথধ্বজ আর যত হয়।
শাণিত সায়কে রাম কাটিয়া পাড়য় ॥
কাটিয়া সারথি রথ করিল অচল।
অন্য রথে চড়িল রাবণ মহাবল ॥
রুষিয়া রাঘব মারে অগ্নিসম বাণ।
রাবণের ধনু কাটি করে খান খান ॥
বিন্ধিল রাবণে রাম শত শত শরে।
অচেতন হয়ে দশানন রথে পড়ে ॥
সত্বরে সারথি তবে রথ ফিরাইল।
বায়ুবেগে পুরী মধ্যে প্রবেশ করিল ॥
অবসর বুঝি বড় বড় কপিগণ।
বিনাশ করিল রক্ষঃসেনা অগণন ॥
হাহাকার শব্দ উঠে লঙ্কার ভিতর।
রণ জিনি হুহুঙ্কার ছাড়িল বানর ॥

কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ।

রণে পরাজিত হয়ে রাক্ষসের পতি।
লজ্জা ক্ষোভে হইলেন চিন্তাকুল অতি॥
মন্ত্রিগণে ডাকিয়া কহেন দুঃখভরে।
উপায় করহ সবে রামে বধিবারে॥
তপস্যা করিয়া মোর হইল কি ফল।
সমরে পরাস্ত করে মানুষ দুর্ব্বল॥
যাহারে ভাবিয়া তুচ্ছ ব্রহ্মার সদনে।
নাহি মাগিলাম বর জিনিবারে রণে॥
সেই তুচ্ছ নর হ'তে দর্প গেল দূরে।
ফলিল ব্রহ্মার বাক্য এত দিন পরে॥
বর দিয়া আমারে কহিলা প্রজাপতি।
মানুষ হইতে তব ভয় লঙ্কাপতি॥
ইক্ষ্বাকুবংশীয় অনরণ্য নরপতি।
মনোদুঃখে শাপ দিয়াছিল মোর প্রতি॥
আমার বংশেতে জনমিবে একজন।
সবংশে তাহার হাতে হইবে নিধন॥
রাম-রূপে বুঝি সেই জন এই নর।
নতুবা কে করে হেন অদ্ভুত সমর॥
অহংকারে ধরিলাম বেদবতী-কেশে।
জনমিল সতী বুঝি জানকীর বেশে॥
সতীবাক্য কভু ব্যর্থ হইবার নয়।
বিনাশের কাল আসি হইল উদয়॥
উমা নন্দী পুঞ্জিকস্থলীর অভিশাপ।
বুঝি ফলে, দিয়া মোরে ঘোর মনস্তাপ॥
তাপসবচন কভু মিথ্যা নাহি হয়।
হইল পাপের প্রতিফলের সময়॥
প্রহস্তাদি শ্রেষ্ঠ বীর্য্য যত জন ছিল।
নর বানরের রণে সকলে মরিল॥
আপনি করিয়া রণ মানি পরাজয়।
পলাইয়া আইলাম মনে পেয়ে ভয়॥
কুম্ভকর্ণ সঙ্কটে রাখিল বারবার।
সে বিনে এ রণে দেখি নাহিক নিস্তার॥
যুদ্ধের আদ্ভুক কাজ দেখিলে তাহারে।
ক্ষুদ্র নর বানর পলাবে তার ডরে॥
অতএব জাগাইতে যত্ন কর সবে।
কত কাল এইরূপে ঘুমাইয়া রবে॥
এত বলি আজ্ঞা যদি দিল দশানন।
জাগাইতে কুম্ভকর্ণে ধায় বীরগণ॥
যোজনপ্রমাণ তার গৃহের আকার।
শত হস্ত পরিমিত এক এক দ্বার॥
দ্বারে যেতে নিশ্বাস-পবনে ফেলে ঠেলে।
দূরে পড়ে নিশাচর বাপ বাপ ব'লে॥
বহু কষ্টে কেহ কেহ প্রবেশিয়া ঘরে।
জাগাইতে কুম্ভকর্ণে কত যুক্তি করে॥
হাঁক ডাক করি গলা ভাঙ্গিল সবার।
সব শব্দ ঢাকে নাসিকার শব্দ তার॥
কাণের কাছেতে ঢাক বাজায় বিস্তর।
শরীরে প্রহার করে মুষল মুদ্গর॥
নড়ন চড়ন নাই তবু নিদ্রা যায়।
জাগাইতে কুম্ভকর্ণে ঠেকে গেল দায়॥
চুলে ধরি টানে কেহ করি প্রাণপণ।
নাসার নিকটে সুরা করয়ে ধারণ॥
হস্ত পদ ধরি টানে রাক্ষস সকলে।
কলসী কলসী জল কাণে কেহ ঢালে॥
কিছুতে যখন না হইল নিদ্রাভঙ্গ।
যুক্তি করি গোটা দশ আনিল মাতঙ্গ॥
মাহুত চালায় হাতী অঙ্গের উপর।
স্পর্শ বোধ করি তবে জাগে নিশাচর॥
বসিয়া সরোষে কহে নিশাচরগণে।
নিদ্রাভঙ্গ করিলে আমার কি কারণে॥
আইল কি ইন্দ্র বেটা করিতে সমর।
যমের বাসনা কিম্বা যেতে যমঘর॥
কহ রাবণের সঙ্গে কে করিল বাদ।
যাইতে যমের বাড়ী কার এত সাধ॥
নিশাচরগণ বলে নহে ইন্দ্র যম।
বেধেছে রামের সঙ্গে সমর বিষম॥

বড় বড় বীরগণ গেল যমঘরে।
পরাস্ত রাবণ নিজে হয়েছে সমরে॥
প্রায় বীরশূন্য হইয়াছে লঙ্কাপুরী।
এখন কেবলমাত্র ভরসা তোমারি॥
পান ভোজনের আয়োজন আছে করা।
এ কার্য্যটা আগেই সারিয়া লহ ত্বরা॥
ইহা শুনি আনন্দে উঠিল মহাবীর।
পর্ব্বতের চূড়া জিনি প্রকাণ্ড শরীর॥
ভোজনে বসিয়া মাংস খায় রাশি রাশি॥
খাইল সুস্বাদু সুরা কলসী কলসী॥
বিস্তারিল সুরাতেজ শিরায় শিরায়।
লোহিত হইল চক্ষু জিনিয়া জবায়॥
নিশাচরগণে বলে চল মোর সনে।
আগেই যাইব নর বানরের রণে॥
বিনাশিয়া নর আর বানরে সমরে।
দাদার সহিত দেখা করা যাবে পরে॥
মহোদর বলে হেন যুক্তি ভাল নয়।
রণ জিনি ফিরে আসা হয় কি না হয়॥
বিশেষত জাগাইতে আজ্ঞা মাত্র আছে।
কি বলেন রাজা গিয়া শুন তাঁর কাছে॥

রাবণ ও কুম্ভকর্ণের কথোপকথন।

মহোদর আদি সকলের বাক্য শুনি।
ভেটিতে রাবণে বীর উঠিল তখনি॥
বাহির হইতে রাজপথে মহাবল।
দেখিতে ধাইল তারে প্রকৃতি-মণ্ডল॥
বাল বৃদ্ধ যুবক যুবতী যত জন।
সবিস্ময়ে কুম্ভকর্ণে করে নিরীক্ষণ॥
চরণের ভরে কাঁপাইয়া ধরাতল।
চলে মহাকায় যেন বিন্ধ্যাদ্রি অচল॥
কিরীট শোভিছে শিরে ঝিক উজলিয়া।
দেখিয়ে সে রূপ লোক উঠে শিহরিয়া॥
দূরে থাকি দশানন দেখিয়া অনুজে।
অভ্যর্থনা হেতু আসে সিংহাসন ত্যজে॥

কুম্ভকর্ণ ভক্তি ভাবে প্রণমে রাজায়।
আদরে রাবণ আলিঙ্গন করে তায়॥
কনক আসনে উপবিষ্ট হয়ে পরে।
এইরূপে কহিতে লাগিলা সহোদরে॥
নিদ্রায় সকল দিন থাক অচেতনে।
কোন চিন্তা তোমার নাহিক ভাই মনে॥
চেয়ে দেখ লঙ্কার সে শোভা আর নাই।
পুড়িয়া সোণার পুরী হইয়াছে ছাই॥
ভেঙ্গেছে উদ্যান উপবন কপিগণ।
বিনাশ ক'রেছে হয় হস্তী অগণন॥
প্রহস্ত প্রধান সেনাপতি আদি বীর।
নর বানরের হাতে ত্যজেছে শরীর॥
বালবৃদ্ধ ছাড়া কেহ নাহি লঙ্কাপুরে।
অকালে জাগাতে তাই হইল তোমারে॥
কথা শুনি কুম্ভকর্ণ অন্তরে জ্বলিল।
ক্রোধভরে লঙ্কেশ্বরে কহিতে লাগিল॥
কর্ম্মফল জীবের কে খণ্ডিবে রাজন।
বৃথা দোষ মোরে কেন দাওহে এখন॥
যৌবন সম্পত্তি বীর্য্য বিবেকহীনতা।
অনর্থ ঘটায় এক মাত্র থাকে যথা॥
সবগুলি তোমাতে মিলেছে এক ঠাঁই।
সুতরাং মঙ্গলের আশা আর নাই॥
সুমন্ত্রণা না শুনিয়া চাটু-বাক্যে ভুলে।
বিভীষণে লঙ্কার বাহির ক'রে দিলে॥
মোর হিত বাক্য নাহি শুনিলে শ্রবণে।
হারাতে ব'সেছ রাজ্য নারীর কারণে॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম হয় পুরুষের লক্ষ্য।
এ তিনের মধ্যে পুন ধর্ম্মে ধরি মুখ্য॥
হেন ধর্ম্মে উপেক্ষিলে যাহার কথায়।
সমরে এখন তারে করহ সহায়॥
ভাগ্যবলে শ্রেষ্ঠ কুলে জীবের জনম।
ভাগ্যবলে বীরগণ পায় [illegible]॥
কিন্তু ধর্ম্ম পুরস্কার বিনা কোন্ জন।
[illegible]॥

রাজধর্ম্ম ছাড়িয়াছ তুমি দশানন ।
অচিরে রাজ্যের তব হইবে পতন ॥
কর্ণধার বিনা তরী চলে কত দিন ।
থাকে না রাজার রাজ্য হলে মন্ত্রিহীন ॥
বালক দুর্জ্জন সহ তোমার মন্ত্রণা ।
সুহৃদ সাধুর বাক্যে সদা কর ঘৃণা ॥
অহংকারে তৃণবৎ দেখহ সকলে ।
পরের অনিষ্টে সদা রত ছলে বলে ॥
পাত্রাপাত্র কালাকাল না কর বিচার ।
এই কি হে রাজা তব রাজ-ব্যবহার ?
বানরে সংগীত গায় জলে ভাসে শিলে ।
দেখিলেও প্রত্যয় না হয় লোকে বলে ॥
হেন অসম্ভব কার্য্য যে রাম হইতে ।
সামান্য মানব তারে পারি না বলিতে ॥
রামের প্রশংসা আর নিন্দা আপনার ।
শুনি ক্রোধে জ্বলে অঙ্গ রাবণ রাজার ॥
গর্জ্জিয়া কহিল তবে অনুজের প্রতি ।
সময়ের ফেরে হ'ল ছন্ন তব মতি ॥
অক্ষম দেখিয়া পিতা ত্যজিলা যাহারে ।
ছোট ভাই ভরত লইল রাজ্য কেড়ে ॥
কেমনে হইল অসামান্য সেই জন ।
না পাই ভাবিয়া কিছু ইহার কারণ ॥
জলে শিলা ভাসিতে দেখিছে বুদ্ধিহীনে ।
আশ্চর্য্য মানিয়া তাই রাঘবে বাখানে ॥
কিন্তু ইথে রামের নাহিক বাহাদুরি ।
যদিও নলের আছে শিল্পের চাতুরী ॥
আগে বড় বড় কাষ্ঠ ভাসাইয়া জলে ।
তাহার উপরে বসায়েছে লঘু শিলে ॥
প্রাকৃত জনেতে নাহি বুঝিয়া চাতুরী ।
আরোপিছে ঈশ্বরত্ব রামের উপরি ॥
তুমিও ভুলিলে তাই রামের কুহকে ॥
শুনিলে এ কথা তব হাসিবেক লোকে ॥
[illegible] যদি জটাধারী হইত ঈশ্বর ।
[illegible] বনের বানর ॥

ঈশ্বর হইয়া বানরের উপাসনা ।
কোন্ পাপে কহ তাঁর এত বিড়ম্বনা ॥
ইচ্ছাময় ভগবান পুরুষপ্রধান ।
কি অভাবে হবে দশরথের সন্তান ॥
জঠর-যন্ত্রণা যার নামে যায় দূরে ।
সেই বিভু জনমিবে কৌশল্যা-উদরে ॥
এহেন অলীক চিন্তা না করিবে মনে ।
ভয় ত্যজি রামে বধ কর ভাই রণে ॥
তোমার শূলের আগে কে পারে দাঁড়াতে ।
সামান্য রাঘবে তবে ভয় কেন চিতে ॥
কালের বিচিত্র গতি কে বুঝিতে পারে ।
রাবণের বাক্যে ধর্ম্মবুদ্ধি গেল দূরে ॥
রুষিয়া উঠিল কুম্ভকর্ণ মহাবীর ।
শূল-হাতে সমরেতে হইল বাহির ॥

কুম্ভকর্ণ-বধ ।

পর্ব্বতের চূড়া জিনি প্রকাণ্ড শরীর ।
শূল-হাতে পুরী হ'তে হইল বাহির ॥
কিরীট-শোভিত শির পরশে গগন ।
শিবিরে বসিয়া রাম করে দরশন ॥
বিভীষণে কহে মিতে কে আইল রণে ।
দেখিয়া উহারে পলাইছে কপিগণে ॥
বিভীষণ বলে মিতে রাবণের ভাই ।
ইহার সমান বীর লঙ্কাপুরে নাই ॥
নাম কুম্ভকর্ণ নিজবলে বলীয়ান ।
দেখিলে যাহারে সুরাসুরে কম্পমান ॥
জনম অবধি বীর জঠরের দায় ।
শত শত প্রজাগণে নিত্য ধরি খায় ॥
যৌবনের সহ ক্ষুধা হইল প্রবল ।
কিছুতে না হয় তৃপ্ত জঠর-অনল ॥
নিশিতে না হয় নিদ্রা জঠর-জ্বালায় ।
দিবা নিশি যারে পায় তারে ধরে খায় ॥
প্রজাক্ষয় দেখি রাজা মনে পায় ত্রাস ।
জানায় বৃত্তান্ত গিয়া প্রজাপতি-পাশ ॥

ব্রহ্মার হইল কৌতূহল বড় মনে।
লঙ্কায় আইলা কুম্ভকর্ণ দরশনে ॥
পিতামহে দেখিয়া দুরন্ত নিশাচর।
মুখ মেলি খাইতে হইল অগ্রসর ॥
ক্রোধে ব্রহ্মা অভিশাপ দিলেন তাহারে।
দিবা রাত্রি নিদ্রা যাও চিরদিন তরে ॥
অব্যর্থ ব্রহ্মার বাক্য দেখিতে দেখিতে।
অচেতন হয়ে দুষ্ট পড়িল ভূমিতে ॥
তাহা দেখি দশানন দুখ ভাবি মনে।
সাধিল বিস্তর ধরি ব্রহ্মার চরণে ॥
তুষ্ট হয়ে পিতামহ রাবণের প্রতি।
জাগিবে ছমাস পরে দিলা অনুমতি ॥
এক দিবা রাত্র মাত্র জাগিয়া রহিবে।
সেই এক দিনে বহু প্রাণীরে খাইবে ॥
তদবধি কুম্ভকর্ণ ছয় মাস পরে।
এক দিন মাত্র জাগে প্রজাপতি-বরে ॥
অকালে রাবণ আজি জাগাইয়া তায়।
দিয়াছে করিয়া তার মৃত্যুর উপায় ॥
আজি রণে নিশ্চয় মরিবে নিশাচর।
সাবধানে তার সনে করহ সমর ॥
এইরূপে কথাবার্ত্তা যখন দুজনে।
কুম্ভকর্ণ বিনাশিল বহু কপিগণে ॥
হাতে শূল করি বীর যেই দিকে চায়।
সেই দিকে কপিগণ সভয়ে পলায় ॥
বড় বড় কপিগণ বিন্ধে যবে শূলে।
চেতনা হারায়ে সবে পড়য়ে ভূতলে ॥
একেবারে দুই চারি বানরে ধরিয়া।
গিরিগুহা-সম মুখে দেয় সে ফেলিয়া ॥
নাসাকর্ণ-রন্ধ্র যেন পাতাল-বিবর।
সেই দিকে বাহিরায় যতেক বানর ॥
সহজে বিপুল দেহ কপির রুধিরে।
রঞ্জিত হইয়া কালান্তক-রূপ ধরে ॥
হস্তপদ-সঞ্চালনে আর গদা-ঘায়।
শত শত বানর যমের বাড়ী যায় ॥

সৈন্যক্ষয় দেখিয়া অঙ্গদ মহাবল।
ধাইয়া আইল বীর সমরে অটল ॥
বিশাল পর্ব্বত-চূড়া লয়ে এক হাতে।
ঘুরাইয়া মারে বাড়ি রাক্ষসের মাথে ॥
মাথায় ঠেকিয়া চূড়া চূর্ণ হয়ে গেল।
দেখিয়া বালির সুত বিস্মিত হইল ॥
হাসি কুম্ভকর্ণ ধরি বালির নন্দনে।
ভূমিতলে আছাড়িয়া ফেলে সেইক্ষণে ॥
অচেতন হইল অঙ্গদ সেই ঘায়।
দেখিয়া সুগ্রীব কুম্ভকর্ণ পানে ধায় ॥
ক্রোধে কুম্ভকর্ণে কহে সুগ্রীব রাজন।
বুঝিলাম বীর মধ্যে তুমি এক জন ॥
কাজ কি অন্যের সহ করিয়া সমর।
আমার সহিত যুদ্ধ কর নিশাচর ॥
হাসি কুম্ভকর্ণ বলে এলে সাধ ক'রে।
যথাশক্তি প্রহার করহ আগে মোরে ॥
তার পর বুঝিবে আমার পরাক্রম।
তোমার আশায় পথ চেয়ে আছে যম ॥
কথা শুনে সুগ্রীবের অঙ্গ জ্বলে রাগে।
এড়িল হাতের শিলাখান মহাবেগে ॥
মহাশব্দে চলে শিলা নক্ষত্র-বেগেতে।
চঞ্চল হইল কুম্ভকর্ণ সে আঘাতে ॥
বার বার প্রশংসা করিয়া কপীশ্বরে।
বিপুল গদার বাড়ি মারিল তাহারে ॥
গদা খেয়ে সুগ্রীব ঘুরয়ে ঘন পাকে।
রুধির বমন করে ঝলকে ঝলকে ॥
অচেতন হইয়া পড়িল ভূমিতলে।
দেখি কুম্ভকর্ণ আসি পূরিল বগলে ॥
চিন্তা করে নিশাচর আপনার মনে।
মরিবে সকল কপি সুগ্রীব বিহনে ॥
সহায়-বিহীন হ'লে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
পলাইয়া যাবে সিন্ধু-পারে ত্যজি রণ ॥
এত ভাবি সুগ্রীবে লইয়া নিশাচর।
উপহার দিতে চলে যথা লঙ্কেশ্বর ॥

রাজারে ধরিল দেখি যত কপিগণ।
হাহাকার রবে সবে জুড়িল রোদন॥
হনুমান ভাবে এবে করি কি উপায়।
উদ্ধার করিতে পারি এখনি রাজায়॥
কিন্তু তাহে সুগ্রীবের বড় নিন্দা হবে।
চিরকাল আমার উপরে ক্রোধ রবে॥
অতএব দেখিব কি করে কপিরাজ।
তারে বন্ধ করা নহে রাক্ষসের কাজ॥
চেতন হইতে মাত্র দেরি যতক্ষণ।
আপনি করিবে বীর আপন মোচন॥
এই যুক্তি করি হনু আপনার মনে।
আশ্বস্ত করয়ে সব কপি-সৈন্যগণে॥
এখানেতে কুম্ভকর্ণ লইয়া সুগ্রীবে।
পুরীমধ্যে প্রবেশিল হুহুংকার রবে॥
কপিরাজে ধরিয়াছে হইল প্রচার।
শুনিয়া সবার মনে আনন্দ অপার॥
কুসুম চন্দন বৃষ্টি করে নারীগণ।
সুগন্ধে শীতল হয় সুগ্রীব রাজন॥
চেতনা পাইয়া ভাবে উপায় বিহিত।
দুই হাতে দুই কাণ ধরিল ত্বরিত॥
টান দিয়া কাণ ছেঁড়ে দাঁতে কাটে নাক॥
পদ-নখে দুই পার্শ্ব করে দশ ফাঁক॥
রুধিরে ভাসিল দেহ জ্বালায় অস্থির।
সুগ্রীবে ধরায় ফেলে দিল মহাবীর॥
এক লাফ দিয়া কপি উঠিয়া গগনে।
কাটা নাক কাণ রাখে রামের চরণে॥
বিপুল সে নাসাকর্ণ দেখি সবে হাসে॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ দোঁহে সুগ্রীবে প্রশংসে॥
এখানে রাবণানুজ ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায়।
আবার সমরক্ষেত্রে বায়ুবেগে ধায়॥
বধিল বানর যত সংখ্যা কেবা করে।
বহু বহু কপিগণে পূরিল উদরে॥
ভয়ে তার কাছে আর কেহ নাহি যায়।
দূরে দেখি কুম্ভকর্ণে ছুটিয়া পলায়॥

সুমিত্রানন্দন তবে ধরি ধনুর্ব্বাণ।
সাহসে করিয়া ভর সম্মুখেতে যান॥
বাছিয়া শাণিত অস্ত্র যুড়িয়া ধনুকে।
সন্ধান করয়ে বীর রাক্ষসের বুকে॥
বাণে বিদ্ধ হয়ে হাসি কুম্ভকর্ণ কয়।
বধিব না তোমারে নাহিক তব ভয়॥
ইন্দ্র আদি দেবগণ আর মৃত্যুপতি।
পলাইয়া যায় দেখি আমার মুরতি॥
সে সবারে চেয়ে তব সাহসে বাখানি।
বজ্রের অধিক করি তব শরে মানি॥
ইন্দ্র হেনেছিল বজ্র বধিতে আমারে।
অঙ্গে ঠেকে মোর শত খান হয়ে পড়ে॥
সৌমিত্রি কহেন গর্ব্ব ছাড় নিশাচর।
আজি রণে তোমারে পাঠাব যম-ঘর॥
এতেক কহিয়া তীক্ষ্ণ সায়ক-সন্ধানে।
নিমিষে বিন্ধিল কুম্ভকর্ণে শত স্থানে॥
পুনরায় কুম্ভকর্ণ প্রশংসি লক্ষ্মণে।
পাশে রাখি তারে চলে রামের সদনে॥
দেখিয়া রাঘব ধরিলেন শরাসন।
টঙ্কারের শব্দে কাঁপাইয়া ত্রিভুবন॥
শূল-হাতে কুম্ভকর্ণ যেন মৃত্যুপতি।
রামে বধিবারে যায় অতি দ্রুতগতি॥
সমুখে দুপাশে হাত বাড়াইয়া ধরি।
যত পারে দেয় কপিগণে মুখে পূরি॥
মুহুর্মুহু হুহুংকারে কাঁপায়ে ধরণী।
কহিতে লাগিল রামে কত কটু বাণী॥
রহ রহ ভণ্ড যোগী রাম জটাধারী।
শূলের আঘাতে পাঠাইব যমপুরী॥
মিটাইব রণসাধ জনমের মত।
অবশেষে বধিব বানর আছে যত॥
প্রাণ লয়ে যাবে ফিরে না আসিও রাম।
অমর-বিজয়ী আমি কুম্ভকর্ণ নাম॥
তের না নাসিকা কর্ণ ছেদনের তরে।
কুম্ভকর্ণ হইয়াছে কাতর অন্তরে॥

এত বলি নিশাচর শূল ধরি হাতে।
ছুটিল রামের দিকে বিদ্যুৎ-গতিতে॥
লঘুহস্ত দাশরথি ক্ষুরধার বাণ।
আকর্ণ টানিয়া গুণ করিলা সন্ধান।
ছুটিল রামের বাণ বিদ্যুৎ-আকারে।
শূল সহ রাক্ষসের হস্ত কাটি পাড়ে॥
যাতনায় পরিত্রাহি ডাকে কুম্ভকর্ণ।
ক্রোধে রাক্ষসের মুখ হইল বিবর্ণ॥
বাম হাতে গদা লয়ে মারিতে রাঘবে।
ধাইল রাবণানুজ অতি ঘোর রবে॥
পুন রাম সন্ধান করিয়া দুই বাণ।
নিমিষে কাটিয়া ফেলে সেই হাত খান॥
কাটা গেল দুই হাত দেখি নিশাচর।
মুখ মেলি খাইতে হইল অগ্রসর॥
তবে রাম দুই বাণে দুই পদ কাটে।
গড়াগড়ি দিয়া কুম্ভকর্ণ শুধু ছোটে॥
অদ্ভুত বিক্রম দেখি রাম দয়াময়।
অন্তরে প্রশংসে তারে মানিয়া বিস্ময়॥
যাতনায় কুম্ভকর্ণ গরজে গভীর।
সে রবে হইল সবে দারুণ অস্থির॥
তবে রাম যুড়ি অগ্নিসম এক বাণ।
রাক্ষসের গলা কাটি করিলা দুখান॥
মহাবীর কুম্ভকর্ণ পড়িল সমরে।
দেখি ভয়ে পলাইল সব নিশাচরে॥
রাম জয় শব্দ করি যত কপিগণ।
উঠিল নাচিয়া হয়ে আনন্দে মগন॥
স্বর্গে দেব-ঋষি আর যত সিদ্ধগণ।
রামের উপরে করে পুষ্প বরিষণ॥

কুম্ভকর্ণের পতনে রাবণের বিলাপ।

ভগ্নদূত ভগ্নমনে রক্তমাখা কায়।
যথা রত্নসিংহাসনে, বেষ্টিত অমাত্যগণে,
বসি দশানন তথা আসিয়া দাঁড়ায়।
কহ দূত সমাচার, যুদ্ধে জয় হ'ল কার,
দেখি দূতে রক্ষোরাজ রাবণ শুধায়।
এক দৃষ্টে দূতের বদন পানে চায়॥

করযুগ যুড়ি দূত আনত বদনে।
কহিতে না বাক্য সরে, কি করিয়া লঙ্কেশ্বরে,
কহিবে দারুণ কথা ভাবে তাই মনে।
বহে ঘন উষ্ণ শ্বাস, শোকচিহ্ন পরকাশ,
দেখি রক্ষোরাজ ভগ্নদূতের বদনে।
পুন কহে কহ দূত কি হইল রণে॥

দূত বলে মহারাজ অদ্ভুত কাহিনী।
একাকী পশিয়া রণে, বধিল বানরগণে,
জীয়ন্তে খাইল কত সংখ্যা নাহি জানি।
বিপুল শূলের ঘায়, বিন্ধিয়া কপির কায়,
রুধির-ধারায় ভাসাইল রণভূমি।
উঠিল বানর-সৈন্যে হাহাকার ধ্বনি॥

ভীষণ গদার বাড়ি মারি বীরবর।
নাশিল অরাতিকুলে, ভয়ে কপি দলে দলে,
পলাইতে পথ নাহি পাইয়া কাতর।
দেখিয়া বিক্রম তার, মনে হ'ল মোসবার,
নিশ্চয় হইল আজি জয় এ সমর।
শুন মহারাজ যা হইল অতঃপর॥

কপিরাজ সুগ্রীব আইল দর্প ক'রে।
আসিবা মাত্রেতে তার, বিষম গদার ঘায়,
অচেতন করি বীর পাড়িল সমরে।
তার পর করে তুলে, পুরী-অভিমুখে চলে,
ভেট দিবে লঙ্কেশ্বরে বাসনা অন্তরে।
দেখিয়া বানরগণ হাহাকার করে॥

ললাটের লিপি বল কে করে খণ্ডন।
প্রবেশিতে পুরীমাঝ, জাগিল সে কপিরাজ,

নখে তব অনুজের ছিঁড়িল শ্রবণ।
নাসিকা কাটিয়া দাঁতে, এক লাফে শূন্যপথে,
গিয়া উপনীত যথা শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥
কাটা নাক কাণ তারে করিলা অর্পণ ॥

সম্বরি যাতনা কুম্ভকর্ণ পুনঃ ধায়।
সমুদ্যত করি শূল, নাশিয়া বানরকুল,
রামে বধিবার আশে তার পাশে যায়।
হেন লঘু হস্ত আর, দেখি নাই জন্মে কার,
নাশিতে রাক্ষসকুল রামরূপে হায়।
আপনি শমন বুঝি আইল লঙ্কায় ॥

নিমিষে কাটিলা রাম হস্ত দুই খানি।
অস্ত্রসহ হস্ত দুটি, পড়িল কাঁপায়ে মাটি,
কত যে যাতনা তাহা বুঝ অনুমানি।
তবু কুম্ভকর্ণ বীর, মেলি মুখ সুগভীর,
গিলিতে রাঘবে বেগে ধাইল অমনি।
দেখি পদ দুটি রাম কাটিলা তখনি ॥

শূরের অগ্রণী তব অনুজ রাজন।
যেন গিরিবর-চূড়া, বজ্রাঘাতে পড়ে ধরা,
তেমতি হইল তার ধরায় পতন।
গড়াগড়ি দিয়া পরে, শত শত কপিবরে,
পাঠাইলা কুম্ভকর্ণ শমন-সদন।
দেখিয়া বিস্ময়ে মগ্ন শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥

তবে দাশরথি করি ধনুকে সন্ধান।
অগ্নিসূর্য্যসম জ্যোতি, গরুড় জিনিয়া গতি,
ছাড়িলেন স্বর্ণপক্ষ সুশাণিত বাণ।
তেজে দিক উজ্জ্বলিয়া, ভীম রবে গরজিয়া,
রাক্ষসের গলা কাটি করিল দুখান।
সমরে অনুজ তব ত্যজিল পরাণ ॥

নিস্পন্দ নির্ব্বাক হয়ে রক্ষঃ-চূড়ামণি।
দূতের বিচিত্র গাথা, অদ্ভুত সমরকথা,
শুনিতেছিলেন সেই অপূর্ব্ব কাহিনী।
অনুজ পড়েছে রণে, এই বাক্য যেই শুনে,
শিরে যেন আচম্বিতে পড়িল অশনি।
চেতনা-রহিত দেহ লোটায় ধরণী ॥

পাত্রমিত্রগণ সবে আকুল অন্তরে।
সোণার ভৃঙ্গারে পুরি, লয়ে সুশীতল বারি,
সেচন করিল শুষ্ক সুনীল অধরে।
ললাটে জলের ধারা, অবিরত দেয় তারা,
চেতন করিতে কত চেষ্টা লঙ্কেশ্বরে।
চামর দুলায় শত সখীগণে ঘেরে ॥

সর্ব্বসংহারক কাল মঙ্গল-নিদান।
কুসুম-কোরক যথা, তোমারে দেখি হে তথা,
কীট রূপে তুমি তার হৃদে বিদ্যমান।
না হইতে পূর্ণকায়, বিনাশ করহ তায়,
দয়ামায়া-হীন বড় কঠিন পরাণ।
বলিয়া সকলে তব করয়ে দুর্নাম ॥

উদ্যান-ফুলের রাণী গোলাপ-সুন্দরী।
যেন প্রভাতের রবি, বিকাশি হসিতচ্ছবি,
মোহিত করয়ে মন সুগন্ধ বিস্তারি।
কিন্তু কতক্ষণ তরে, তোমার কঠোর করে,
নিমিষে সম্পদ তার সব লয় হরি।
তাইতে তোমারে কাল আমি নিন্দা করি ॥

নবনীত জিনি সুকোমল তনুখানি।
মা'র কোল জুড়াইয়া, হাসিরাশি ছড়াইয়া,
সবে এই শিখিছে অমিয় আধ বাণী।
জগৎ ভুলয়ে দেখি, তুমি কিন্তু নও সুখী,
কাড়ি লও মা'র বুকে শোক-শেল হানি।
তাইতে তোমার নিন্দা করি কাল আমি ॥

প্রণয়-পরশমণি-পরশের গুণে।
হেরিয়া যে মুখ-চাঁদে, মৃগ-কোলে শশী কাঁদে,
কাননেতে সে প্রণয়ীরে হর সেই ক্ষণে।

যুবতী জনার সার, পতির জীবন তার,
হরিতে কুণ্ঠিত তুমি কভু নহ মনে।
কঠিন তোমারে কাল বলি সে কারণে॥

মূঢ় আমি পক্ষপাতী দোষ মাত্র দেখি।
তোমার গুণের ধার, শুধিতে ক্ষমতা কার,
গণিতে তোমার গুণ সাধ্য নাহি রাখি।
তোমার করুণা-বলে, জগৎ রয়েছে ভুলে,
নতুবা শ্মশান হ'তে থাকিত না বাকি।
তোমার শীতল কোলে জুড়াইছে দুখী॥

অনাদি অনন্ত গুণ বিভুর আমার।
যত না কল্পনা করি, কিছুতে বুঝিতে নারি,
দর্শন মেনেছে হারি বুঝাবে কে আর।
কেবল তোমার কাছে, শিক্ষার উপায় আছে,
যে হেতু উভয় গুণ আছয়ে তোমার।
ভাবিলে ভাবুক পায় আভাস তাঁহার॥

বিভুর করুণা সর্ব্ব জীবেতে সমান।
সেইরূপ তোমাতেও, কেহ তব নহে হেয়,
সম ভাবে সাধ কাল সবার কল্যাণ।
জরাভারে নত দেহ, যাতনায় অহরহ,
যখন জীবের হয় ওষ্ঠাগত প্রাণ।
তোমার শীতল কোলে সবে পায় স্থান॥

নানারূপে সাধিতেছ জীবের মঙ্গল।
কারু ধন জন হরি, অহংকার চূর্ণ করি;
শিখাইছ তারে 'সত্য ঈশ্বর কেবল'।
কারে করি লক্ষপতি, দান ধ্যানে দিয়া মতি,
করিয়া দিতেছ তুমি দুঃখীর সম্বল।
এ মর-জগতে কাল তুমিই প্রবল॥

রজগুণে কর তুমি সৃষ্টি এ সংসার।
সত্ত্ব গুণ প্রকাশিয়া, পালিছ সকলে দিয়া,
যাহার যে উপযুক্ত পানীয় আহার।

তমোগুণে পুনরায়, বিনাশ করিছ তায়,
তোমাতেই সৃষ্টি স্থিতি লয় বারবার।
তোমা হ'তে নিত্য নব মূরতি সবার॥

স্বজন-বিরহে যবে শোকে মগ্ন মন।
কাছে আসি বন্ধুগণে, যত্ন করে প্রাণপণে,
করিতে চিত্তের শোকোচ্ছ্বাস নিবারণ।
ঘৃত দিলে বহ্নি যথা, সান্ত্বনায় বাড়ে তথা,
মনের আবেগ হয় দারুণ ভীষণ।
তব গুণে ক্রমে হয় শান্তির স্থাপন॥

লৌহের অধিক সুকঠিন দেহ মন।
সেই দশানন আজি, স্বর্ণ সিংহাসন ত্যজি,
তোমার প্রভাবে ভ্রাতৃশোকে অচেতন।
তুমি কাল পুনরায়, চেতন করালে তায়,
বিলাপ করিয়া কান্দে রাজা দশানন।
পাষাণ গলিয়া যায় করিলে শ্রবণ॥

কি শুনালি দূত শুনে প্রত্যয় না হয়।
হেন কভু নাহি শুনি, শিরীষ কুসুম হানি,
লৌহসার কিম্বা শিলা করিয়াছে ক্ষয়।
ইন্দ্রের অশনি যার, অঙ্গে ঠেকি কতবার,
দেখেছি স্বচক্ষে আমি পাইয়াছে লয়।
কেমনে দুর্ব্বল রাম তারে কৈল জয়॥

সত্য কি রে দূত তুই আপন নয়নে।
দেখে এলি প্রাণাধিকে, অথবা অন্তর থেকে,
পলাইলে প্রাণভয়ে কারু মুখে শুনে।
অসম্ভব বাক্য তোর, বিশ্বাস না হয় মোর,
শুনিনু এ সব কথা অথবা স্বপনে।
জাগাও অমাত্যগণ আমারে যতনে॥

দূত কহে মহারাজ সহে না অন্তরে।
বরঞ্চ লউন মাথা, ভীরু অপবাদ-কথা,
সহিতে পারে না কভু তব অনুচরে।

দেখ করি তন্ন তন্ন, পাবে না সমুখে ভিন্ন,
শরচিহ্ন একেবারে দাসের শরীরে।
শিখে নাই দাস পৃষ্ঠ দেখাতে সমরে॥

দশানন বলে তুই ধন্য রে রাক্ষস।
ধন্য লঙ্কাধাম মোর, যথায় জনম তোর,
ধন্য শূর ধন্য ধন্য তোমার সাহস।
আমি রে অভাগা দীন, হয়ে কুম্ভকর্ণ-হীন,
বাঁচিলে হইতে হবে অমরের বশ।
পারিব না সহিতে এ ঘোর অপযশ॥

কুম্ভকর্ণ বিনা রাজ্যে কিছু সুখ নাই।
বিড়ম্বনা রাজ্যভার, সীতার সৌন্দর্য্য ছার,
সম্পদ বলিতে আর কিছু নাহি চাই।
বড় ভক্তি ছিল মনে, এখন একাকী কেনে,
ফেলে গেলে সঙ্গে লয়ে চল মোরে ভাই।
তোমা বিনা আর কোথা জুড়াবার ঠাঁই।

গলায় কলসী বান্ধি ডুবিব সাগরে।
অথবা অনলে পশি, এ ছার জীবন নাশি,
তোমার সকাশে ভাই যাইব সত্বরে।
অথবা রামের শরে, প্রাণ দিব ইচ্ছা ক'রে,
নতুবা কি সাধ্য তার বধিতে আমারে।
যাইব তোমার কাছে যে কোন প্রকারে॥

সাধু বিভীষণের বচন এত দিনে।
সকলি হইল সত্য, আগে না বুঝিয়া তথ্য,
ত্যজিলাম তারে নিদারুণ অপমানে।
অসময় এবে ভাই, আর তো উপায় নাই,
এখন সমান মোর জীবন মরণে।
অথবা মরণ ভাল প্রাণাধিক বিনে॥

কুবুদ্ধি করম-দোষে ঘটিল আমার।
প্রাণের সোদর মোর, হিতবাক্য ঠেলি তোর,
হ'ল এ বিপদ ঘোর না দেখি নিস্তার।

ছিল না অমরে শঙ্কা, নর বানরেতে লঙ্কা,
মজাইল বিধির বিপাক চমৎকার।
সে চক্র বুঝিয়া উঠে সাধ্য হেন কার॥

ওরে কুম্ভকর্ণ প্রাণাধিক সহোদর।
তোমারে সহায় করি, জিনিলাম স্বর্গপুরী,
তোমার প্রতাপে যমে করিনু কিঙ্কর।
নাহি ছিল কোন স্থানে, হেন জন ত্রিভুবনে,
তোমার সহিত করে তিলেক সমর।
কে বলিবে কেমনে জিনিল ক্ষুদ্র নর॥

ছিল না কি প্রাণাধিক শূল তব করে?
আমার করম-ফেরে, ফেলে গিয়াছিলে ঘরে,
কিম্বা ভাঙ্গে নাই ঘুম ছিলে নিদ্রা-ঘোরে।
নতুবা রাঘব কেনে, তোমারে পাড়িবে রণে,
হায় কেনে অসময়ে জাগানু তোমারে।
একাকী বা কেনে পাঠাইলাম সমরে॥

ত্রিশিরা নামেতে বীর রাবণনন্দন।
সঙ্গে ভাই দেবান্তক, অতিকায় নরান্তক,
পিতার আগেতে আসি শূর চারিজন।
করে যোড় করি কর, শুন রাজা লঙ্কেশ্বর,
বৃথা শোক পরিতাপ কর সম্বরণ।
আজ্ঞা দেহ আমা সবে করিবারে রণ॥

বীরের রোদন কভু শোভা নাহি পায়।
ঐ শুন পুরদ্বারে, শত্রু সিংহনাদ ছাড়ে,
ইতরের দর্প পিতঃ সহা নাহি যায়।
রবিকর শিরে ধরি, অনাসে সহিতে পারি,
কিন্তু সেই রবিতাপে তপ্ত বালুকায়।
পাদুকা বিহনে চলা হয় বড় দায়॥

সত্য বটে খুল্লতাত পড়েছে সমরে।
তাই কি বীরের মনে, ভগ্ন হবে এই রণে,
দেবাসুর যক্ষে যারা কভু নাহি ডরে।

আজ্ঞা দিয়া দেখ বসি, বানর-কটক নাশি,
আনিব রাঘবে বান্ধি তার দুই করে।
এত বলি সাজে রণে চারি সহোদরে॥

দেবান্তক প্রভৃতির যুদ্ধ ও পতন।

সমুদ্যত সমরে দেখিয়া পুত্রগণে।
চিন্তায় আকুল রক্ষোরাজ অতি মনে॥
দুই ভাই মহাপার্শ্ব আর মহোদর।
ডাকিয়া কহেন দোঁহে রাজা লঙ্কেশ্বর॥
কুমারগণের সঙ্গে যাও সাবধানে।
পৃষ্ঠ রক্ষা কর দোঁহে সুদুষ্কর রণে॥
নর বানরের রণ হইল ভীষণ।
ক্রমে ক্ষয় হয় বড় বড় বীরগণ॥
রাজার আদেশ পেয়ে দুই ভেয়ে মিলি।
মস্তকে মাখিল রাবণের পদধূলি॥
দর্প করি কহে দাদা কোন চিন্তা নাই।
যতক্ষণ বেঁচে আছি মোরা দুই ভাই॥
মেজো দাদা কাঁচা ঘুমে উঠে গেল রণে।
তখনি সন্দেহ মোর হয়েছিল মনে॥
বহুদিন পরে মরা পেটে চড়া দিয়ে।
নড়িবার সামর্থ্য ছিল না তার খেয়ে॥
কাজেই পেটের ভরে নিদ্রার আবল্যে।
নিজেই মরিল ভাই প'ড়ে রণস্থলে॥
এখন দেখিব রাম কত বড় বীর।
মোর রণে তিলেক থাকয়ে যদি স্থির॥
নিশ্চিন্ত হইয়া দাদা থাকহ এখানে।
কিম্বা ইচ্ছা হয় যাও অশোক-কাননে।
এত বলি কুমার সকলে লয়ে সঙ্গে।
পুরী হ'তে বাহির হইল রণরঙ্গে॥
লক্ষ লক্ষ রক্ষঃসেনা বিপুল-আকার।
শেল শূল নানা অস্ত্র হস্তে সবাকার॥
দিক অন্ধকার করি ধাইল সমরে।
দেখিয়া স্বরগে কাঁপে অমরে অসুরে॥

রথ পতাকায় পরিপূর্ণ নভস্তল।
অশ্ব গজে আবরিল অবনীমণ্ডল॥
মেঘের নিনাদ জিনি হুহুংকার ধ্বনি।
অম্বরে পর্ব্বতে সিন্ধুমাঝে প্রতিধ্বনি॥
সৈন্যপদ-রজে দিবাকর-কর ঢাকে।
পদভরে ধরণী কাঁপিছে থেকে থেকে॥
মার মার শব্দ করি বিপুল বাহিনী।
কপিসৈন্য-সিন্ধু মাঝে পশিল অমনি॥
বাধিল সমর ঘোর রাক্ষসে বানরে।
শূলে বিন্ধি কপিদেহ ভাসিল রুধিরে॥
খরশান খড়্গে হস্তপদ পাড়ে কাটি।
কপিগণ যাতনায় কামড়ায় মাটি॥
বুকে বাজে বাণ যার ফিরে নাহি চায়।
রুধির বমন করি পড়য়ে ধরায়॥
গদার প্রহারে হাড় ভেঙ্গে হয় গুঁড়া।
রণে পড়ে কপি যেন পর্ব্বতের চূড়া॥
কপিগণ শিলাবৃক্ষ করিয়া প্রহার।
চূর্ণ করে শত শত রাক্ষসের হাড়॥
কার ভাঙ্গি মস্তক বাহির করে আঁখি
ভয়ে কাঁপে ইন্দ্র সে ভীষণ রূপ দেখি।
কার ভাঙ্গে হস্তপদ যাতনার শেষ।
কার ভাঙ্গে মেরুদণ্ড কারু উরুদেশ॥
আঁচড় কামড় চড় চাপড়ের ঘায়।
কত শত নিশাচর যমঘর যায়॥
রাক্ষসের অস্ত্রশস্ত্র কাড়ি লয়ে বলে।
সেই অস্ত্রে মারে কপি রাক্ষস সকলে॥
গজ ধরি গজের উপরে মারে ফেলি।
দারুণ আঘাতে যমঘরে যায় চলি॥
ঘোড়ার বিপদ বাড়া বানরের কাছে।
সোয়ারে ফেলায়ে দূরে পিঠে চ'ড়ে নাচে॥
ভয়ে অশ্ব তীব বেগে ছুটিয়া পলায়।
পদাঘাতে নিশাচর পরাণ হারায়॥
রথ ধরি ফেলে কপি রথের উপরে।
সারথি অশ্বের সহ চূর্ণ হয়ে পড়ে॥

মেদ রক্তে কাদা হ'ল সমর-অঙ্গন।
হাঁটিতে পড়য়ে কেহ পিছিলে চরণ॥
পড়িলে উঠয়ে পুন সাধ হেন কার।
সহজে দাঁড়ায়ে থাকা অনেকের ভার॥
শরের হইল স্তূপ পর্ব্বতপ্রমাণ।
কত যে মরিল কেবা করে অনুমান॥
বানরে দেখিয়া ভয়ে রাক্ষস পলায়।
নিশাচরে দেখি কপিগণ দূরে যায়॥
রণস্থলে স্থির হ'তে কেহ নাহি পারে।
সমর ত্যজিয়া সবে পলাইছে দূরে॥
সৈন্যভঙ্গ দেখি রাবণের পুত্রগণ।
ধনুক ধরিয়া ক্রোধে আরম্ভিল রণ॥
তাহা দেখি অঙ্গদ শরভ হনুমান।
নীল আর ঋষভ হইল আগুয়ান॥
পরস্পর দ্বন্দ্বযুদ্ধে মাতিল দুজনে।
প্রহর ধরিয়া মহা বাহুযুদ্ধ চলে॥
কভু হটে বানর রাক্ষস কভু হটে।
চট্‌চট্‌ শব্দ সদা চড়ের চপটে॥
মুষ্ট্যাঘাতে পটু বড় বানরের দল।
কিল মেরে খিল্ খিল্ হাসিছে কেবল॥
কিচি কুচি শব্দ করে দাঁত দেখাইয়া।
ভয়ে নিশাচরগণ উঠে সিহরিয়া॥
কভু বাণে বিন্ধে কপি-তনু নিশাচর।
বানর প্রহার করে পাদপ প্রস্তর॥
এইরূপে হইল সমর বহুক্ষণ।
অবশেষে কপি করে রাক্ষস নিধন॥
অঙ্গদ বালির পুত্র করি মুষ্ট্যাঘাত।
ভাঙ্গি শির নরান্তকে করিল নিপাত॥
দেবান্তকে নীল বীর দিলা যমঘরে।
ত্রিশিরা পড়িল হনুমানের সমরে॥
মহাপার্শ্ব ঋষভের রণে প্রাণ দিল।
মহোদর শরভের সমরে পড়িল॥
ভ্রাতা আর পিতৃব্যের দেখিয়া পতন।
অতিকায় যায় রণে অতি ক্রোধমন॥

প্রায় কুম্ভকর্ণ তুল্য বিপুল শরীর।
কিরীট-ভূষিত প্রায় সেইরূপ শির॥
বরণ উজ্জ্বল নীল নয়ন পিঙ্গল।
বাহিরায় শিখা যেন জ্বলন্ত অনল॥
ভুজযুগ বিশাল বিপুল ধনুর্ধরা।
দুটীপদ যেন হিমাদ্রির দুটী চূড়া॥
রত্নময় রথ খান যোজনপ্রমাণ।
সহস্র সুন্দর অশ্ব তাহার যোগান॥
শত শত প্রকোষ্ঠ দেখিতে মনোহর।
তাহে স্তরে স্তরে কত মুষল মুদ্গর॥
শেল শূল ভল্ল গদা গণা নাহি যায়।
লক্ষ লক্ষ তূণ নানা জাতি বাণ তায়॥
গমনে ভীষণ রব শুনি লাগে ভয়॥
ধনুরংটংকার শব্দে কর্ণ স্তব্ধ হয়॥
কুম্ভকর্ণ বাচিয়া উঠিল ভাবি মনে।
চারি দিকে পলাইয়া যায় কপিগণে॥
বিভীষণে ডাকি রাম কহেন তখন।
কহ মিতে সমরে আইসে কোন্ জন॥
কভু দেখি নাই পূর্ব্বে এরূপ আকার।
হেন বীর লঙ্কাধামে কত আছে আর॥
বিভীষণ বলে দেখি অতি বড় কায়।
আদরে রাবণ নাম দিলা অতিকায়॥
রাবণের পুত্র বীর্য্যে পিতার সমান।
সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত অতি জ্ঞানবান॥
শরশিক্ষা এমন না দেখি ত্রিভুবনে।
দেবতা দানব হারি মানিয়াছে রণে॥
শীঘ্র রণে সাজ মিতে হও অগ্রসর।
নতুবা সে সৈন্য তব নাশিবে বিস্তর॥
এতেক কহিলা যদি মিতা বিভীষণ।
ধনুক ধরিয়া উঠে অনুজ লক্ষ্মণ॥
ঘন ঘন টঙ্কারিয়া বিপুল ধনুকে।
উপনীত সৌমিত্রেয় রাক্ষসসম্মুখে॥
লক্ষ্মণে দেখিয়া অতিকায় হাসি কহে।
মোর সনে রণ বালকের কার্য্য নহে॥

যাবৎ না করি আমি শরের সন্ধান।
প্রাণ লয়ে মানে মানে করহ প্রস্থান॥
সৌমিত্রি কহেন তবে অতি ক্রোধভরে।
দাঁড়াতে না পারি পদ কাঁপে তব ডরে॥
পলাইতে ইচ্ছা বটে কিন্তু ভয় মনে।
দেখিয়া হাসিবে যত বনপশুগণে॥
আমি হে বালক তুমি রণদক্ষ বীর।
ক্ষণেক করহ দেখি যুদ্ধ হয়ে স্থির॥
এত বলি লক্ষ্মণ ছাড়িলা দিব্য বাণ।
বিন্ধি রাক্ষসের বপু করে খান খান॥
যে দেহে অশনি পড়ি চূর্ণ হয়ে যায়।
সেই দেহ ভাসে আজি রুধির-ধারায়॥
লক্ষ্মণের ভুজবলে ভীত নিশাচর।
মনে মনে প্রশংসা করিল বহুতর॥
তবে ডাক দিয়া বলে শুনহ লক্ষ্মণ।
ক্ষণেক আমার সনে কর দেখি রণ॥
এই ছাড়িলাম বাণ সম্বর এবার।
এত বলি করে বীর ধনুকে টংকার॥
ছুটিল সায়ক যেন জ্বলন্ত অনল।
শূন্যপথে কাটিলা লক্ষ্মণ মহাবল॥
বাণ ব্যর্থ দেখি ক্রোধে কাঁপে কলেবর।
একেবারে অতিকায় ছাড়ে দশ শর॥
লঘু হস্তে লক্ষ্মণ মারিলা দশ বাণ।
রাক্ষসের সব বাণ করে খান খান॥
এইরূপে যত শর মারে অতিকায়।
লক্ষ্মণের বাণে সব ব্যর্থ হয়ে যায়॥
চিন্তিত রাবণি বড় লক্ষ্মণের রণে।
কতরূপ কল্পনা করিছে মনে মনে॥
অবসর বুঝিয়া লক্ষ্মণ ত্বরান্বিতে।
শত শত বাণ ছাড়ে রাক্ষসে বধিতে॥
কিন্তু রাক্ষসের চর্ম্মে ঠেকি সব শর।
হতভেজ হয়ে পড়ে ধরার উপর॥
কবচ ছেদিতে বীর কত চেষ্টা করে।
অভেদ্য কবচ সেই পিতামহ-বরে॥
দেখিয়া লক্ষ্মণ ভাবে কি করি উপায়।
কেমনে সমরে বিনাশিব অতিকায়॥
হেন কালে পবন কহেন তার কাণে।
শীঘ্র ব্রহ্ম-অস্ত্র সংযোজনা কর বাণে॥
পিতামহ-বরে নিশাচর বলবান।
অভেদ্য কবচে সুরক্ষিত দেহ খান।
ব্রহ্ম-অস্ত্র বিনা মরিবে না নিশাচর।
কহিয়া পবন উঠে অম্বরে সত্বর॥
মন্ত্রপূত করি ব্রহ্ম-অস্ত্র সুসন্ধান।
করিলেন ধনুকে লক্ষ্মণ মতিমান॥
জ্বলিল সধূম অগ্নি অস্ত্রের বদনে।
ছুটিল আকাশপথে মেঘের নিস্বনে।
দেখি ভয়ে রাক্ষসের উড়িল পরাণ।
অস্ত্র নিবারিতে মারে ঝাঁকে ঝাঁকে বাণ॥
ব্রহ্ম-অস্ত্রে ঠেকি বাণ ভস্ম হয়ে যায়।
দেখিয়া প্রমাদ গণে মনে অতিকায়॥
ধনুর্ব্বাণ ফেলি অস্ত্রে স্তব আরম্ভিল।
না মানি রাক্ষসে অস্ত্র কাটিয়া পাড়িল॥

ইন্দ্রজিতের দ্বিতীয় বার যুদ্ধ।

অতিকায় পড়ে যদি লক্ষ্মণের রণে।
রণ ত্যজি পলাইয়া যায় সৈন্যগণে॥
ভগ্নদূত রাবণে কহিল যুড়ি কর।
পড়িল কুমারগণ করিয়া সমর॥
শুনি দশানন শোকে হয়ে অচেতন।
ধরায় পড়িল ত্যজি রত্ন-সিংহাসন॥
বিলাপ করিল বহু পুত্রগুণ স্মরি।
কাল হয়ে রাম প্রবেশিল লঙ্কাপুরী॥
অমরবিজয়ী বড় বড় বীরগণে।
একে একে দিল রাম শমন-সদনে॥
সামান্য মানুষ যদি হইত রাঘব।
কভু না পারিত হেন কর্ম্ম অসম্ভব॥
নর-রূপ ধরি বুঝি নিজে নারায়ণ।
মায়া করি লঙ্কাপুরী কৈল আগমন॥

সামান্যা রমণী সীতা নাহি জ্ঞান হয়।
মানবী কি এত কষ্ট স'য়ে বেঁচে রয়॥
এইরূপে চিন্তায় আকুল দশানন।
শোকে কুড়ি চক্ষে বারি ঝরে অনুক্ষণ॥
তাহা দেখি ইন্দ্রজিৎ কহে যোড় করে।
আজ্ঞা দেহ পিতা আমি যাইব সমরে॥
আমা বিদ্যমানে কেনে এত কর ভয়।
তিলেকে করিতে পারি ত্রিভুবন জয়॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া কহি তোমার সাক্ষাতে।
আজিকার রণে রামে বধিব নিশ্চিতে॥
মারিব সুগ্রীবে আর খুড়া বিভীষণে।
বানর বলিতে না রাখিব এক জনে॥
এত বলি সান্ত্বনা করিয়া লঙ্কেশ্বরে।
প্রবেশিল বীর নিকুম্ভিলা-যজ্ঞাগারে॥
যজ্ঞ সমাপন করি তুষি অগ্নি দেবে।
রণবাঞ্ছা করি রথে চড়িলেন তবে॥
রক্তবস্ত্র পরিধান রক্তমাল্য গলে।
রক্তচন্দনের ফোঁটা সমুন্নত ভালে॥
রত্নপৃষ্ঠ বিপুল ধনুক বাম করে।
ইন্দ্রধনু শোভে যথা সুনীল অম্বরে॥
নানাজাতি অস্ত্র ভৃত্য রথে লয়ে রাখে।
পরিঘ পট্টিশ ভল্ল গদা লাখে লাখে॥
শেল শূল মুষল মুদ্গর অপ্রমিত।
শাণিত-সায়কপূর্ণ তূণ শত শত॥
দৃঢ়কায় শত শত অশ্বে রথ টানে।
চলিল বিপুল রথ জীমূত-নিস্বনে॥
লক্ষ লক্ষ নিশাচর মাতি রণরঙ্গে।
নানা অস্ত্র ধরি চলে ইন্দ্রজিৎ-সঙ্গে॥
মার মার শব্দে আক্রমিল কপিসেনা।
চারি দিকে পড়িল অস্ত্রের ঝনঝনা॥
মুহূর্ত্তেকে লাখে লাখে পড়িল বানর।
আনন্দে করিছে জয়ধ্বনি নিশাচর॥
বানর করয়ে শিলাবৃক্ষ বরিষণ।
ইন্দ্রজিৎ শরানলে করয়ে ছেদন॥

অগ্নিবরে তারে কেহ দেখিতে না পায়।
স্থির নাহি হয় থাকে কখন কোথায়॥
পলাইলে রক্ষা নাই বানরের দলে।
চারিদিক বেড়া রাক্ষসের শরানলে॥
উপায় না দেখি দাঁড়াইয়া মার খায়।
বাণবিদ্ধ হয়ে সবে পড়য়ে ধরায়॥
বড় বড় যূথপতি পড়িল সমরে।
রণভূমি পরিপূর্ণ হ'ল আর্ত্তস্বরে॥
তবে ইন্দ্রজিৎ বাছি বাছি লয় বাণ।
রামের শরীর বিন্ধি করে খান খান॥
শত শত শরে পরে বিন্ধিয়া লক্ষ্মণে।
অচেতন করিয়া পাড়িল দুই জনে॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ যদি সমরে পড়িল।
রক্ষঃসেনা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল॥
অবসর পেয়ে তবে রাবণনন্দন।
ত্বরিতে বাপের কাছে করিল গমন॥
বন্দিয়া চরণ কহে রণের বারতা।
সব দুখ দূরে গেল শুনিয়া সে কথা॥
দিল রাজপ্রসাদ অমূল্য আভরণ।
প্রেমভরে কুমারে করিল আলিঙ্গন।
মহাতুষ্ট ইন্দ্রজিৎ বাপের আদরে।
রণবেশ ত্যজিয়া চলিল অন্তঃপুরে॥
এখানে সমরক্ষেত্রে সাধু বিভীষণ।
হনুমানে সঙ্গে লয়ে করে অন্বেষণ॥
উল্কা-হাতে দুই জনে সেখানেতে যায়।
সচেতনে আছে কেন দেখিতে না পায়।
জ্ঞানশূন্য শ্রীরাম লক্ষ্মণ দুই ভাই।
কপিরাজ সুগ্রীবের সংজ্ঞা মাত্র নাই।
অঙ্গদ শরভ নল নীল আদি বীর।
ভূমে পড়ি করিতেছে বমন রুধির।
কাক বিন্ধিয়াছে বুক দশ বিশ শরে।
ক্ষত মুখে নিয়ত শোণিতস্রোত ক্ষরে॥
কার ভাঙ্গিয়াছে হস্ত পদ মেরুদণ্ড।
বাণে কাটি তনু অনেকের খণ্ড খণ্ড॥

মারুতিরে বিভীষণ বলে শুন কথা।
অন্বেষণ কর দেখি জাম্ববান কোথা॥
তবে দোঁহে সাবধানে ফিরি চতুর্দ্দিকে।
বৃদ্ধ জাম্ববানে এক কোণে গিয়া দেখে॥
একে বুড়া জরাজীর্ণ তাহে বাণ খেয়ে।
মরার মতন আছে নয়ন মুদিয়ে॥
কাণের কাছেতে ডাকি কহে বিভীষণ।
ওহে জাম্ববান তব আছে কি জীবন॥
জাম্ববান বলে বেঁচে আছি বটে প্রাণে।
কিন্তু দৃষ্টিশক্তি হারা হয়েছি নয়নে॥
কথা শুনে তোমারে চিনিতে পারি ভাই।
নয়ন মেলিয়া দেখিবার শক্তি নাই॥
এক কথা তোমারে জিজ্ঞাসি বিভীষণ।
বেঁচে আছে জান কি হে পবননন্দন॥
বিভীষণ বলে ঠেলে শ্রীরাম লক্ষ্মণে।
হনুর খবর আগে জিজ্ঞাসিলে কেনে॥
বৃদ্ধ বলে হনু হ'তে সবে পাবে প্রাণ।
তাই মাগিতেছি আগে হনুর কল্যাণ॥
এতেক বচন যদি বুড়াটি বলিল।
মারুতি নিকটে গিয়া পরিচয় দিল॥
জাম্ববান বলে শুন বচন আমার।
বাচাতে বানরগণে লহ বাছা ভার॥
পার হয়ে হিমগিরি হইবে বাহিতে।
দেখিবে ঋষভ আর কৈলাস পর্ব্বতে॥
এই দুই পর্ব্বতের ঠিক মাঝখানে।
ওষধিপর্ব্বত এক দেখিবে নয়নে॥
তাহাতে জনমে চারিপ্রকার ওষধি।
আপনার তেজে জ্বলিতেছে নিরবধি॥
মৃতসঞ্জীবনী আর বিশল্যকরণী।
সুবর্ণকরণী আর সন্ধানকরণী॥
দেখিবামাত্রেতে তুমি পারিবে চিনিতে।
অন্যের নাহিক সাধ্য তথায় যাইতে॥
জগতের প্রাণ তব পিতা প্রভঞ্জন।
তুমিও কপির প্রাণ পবননন্দন॥
আনিয়া ওষধি প্রাণ দান দাও সবে।
অক্ষয় হইয়া যশ জগতে ঘুষিবে॥
এতেক বচন শুনি হনু মহাসুখে।
বৃদ্ধের চরণধূলি ধরিলা মস্তকে॥
বর্দ্ধিত করিয়া তনু পর্ব্বতপ্রমাণ।
এক লাফে আকাশে উঠিল হনুমান॥
নক্ষত্রবেগেতে ধায় পবননন্দন।
স্থির চক্ষে চাহিয়া রহিল বিভীষণ॥
সহস্র যোজন পথ অতিক্রম করি।
ত্বরা উপনীত হনু যথা হিমগিরি॥
হিমাদ্রি ত্যাজিয়া বীর গিয়া কিছু দূরে।
ওষধি-পর্ব্বতচূড়া বিস্ময়ে নেহারে॥
নামিল মারুতি সেই পর্ব্বত-চূড়ায়।
সন্ধান করিয়া কিন্তু ওষধি না পায়॥
সঙ্কট দেখিয়া তবে পবননন্দন।
উপাড়িয়া চূড়া করে মস্তকে ধারণ॥
ওষধি সহিত লয়ে পর্ব্বতশেখরে।
রাতারাতি উপনীত আসি লঙ্কাপুরে॥
ধরয়ে আশ্চর্য্য গুণ ওষধি সকলে।
গন্ধ পেয়ে বানর উঠিল দলে দলে॥
কাটা অঙ্গ যোড়া লাগে ওষধির গুণে।
বাঁচিয়া উঠিল সব কাটা কপিগণে॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ দোঁহে উঠিয়া বসিল।
রাম জয় রবে লঙ্কা কাঁপিয়া উঠিল॥
মরেছিল যত নিশাচর এ সমরে।
পাছে তার সংখ্যা শক্র পারে জানিবারে।
এই ভয়ে রাবণের আদেশে সকলে।
ফেলে দিয়াছিল শব সাগরের জলে॥
কাজেই রাক্ষস বাঁচিল না একজন।
তাহা দেখি কপিগণ আনন্দিতমন॥

কুম্ভ নিকুম্ভের রণে পতন।

প্রভাত হইল নিশা পূরব গগনে।
উঠিল তরুণ রবি অরুণ বরণে॥

রণসজ্জা করিয়া রামের কপিসেনা।
শিলা-বৃক্ষ-হাতে দ্বারে দ্বারে দিল থানা।
সিংহনাদে কাঁপাইল সাগর ভূধর।
শুনিয়া চিন্তিত বড় লঙ্কার ঈশ্বর॥
ভাবে বীর এ কেমন চক্র বিধাতার।
মরিয়া রাঘব বেঁচে উঠে বার বার॥
শৌর্য্য বীর্য্য প্রকাশ হইল বৃথা সব।
আবার করিছে কপি-সেনা ভীম রব॥
এ হেন শত্রুর সহ রণ বড় দায়।
ভাবিয়া ইহার কিছু না পাই উপায়॥
এইরূপ চিন্তায় মগন দশানন।
ক্রমে অস্তাচলে রবি করিল গমন॥
সুগ্রীব তখন ডাকি নিজ সৈন্যগণে।
কহিলা রাবণ ভয় পাইয়াছে মনে॥
পুত্র পৌত্র সেনাধ্যক্ষ মরিল বিস্তর।
তাই রণে ক্ষান্ত হইয়াছে নিশাচর॥
তোমরা সকলে প্রবেশিয়া লঙ্কাপুরে।
শীঘ্র অগ্নি সংযোগ করহ ঘরে ঘরে॥
এতেক আদেশ যদি দিলা কপিবর।
উল্কাহাতে ধেয়ে চলে যতেক বানর॥
বড় বড় গৃহে অগ্নি সংযোগ করিল।
দেখিতে দেখিতে পুরী জ্বলিয়া উঠিল।
গগন পরশে শিখা শব্দ ভয়ঙ্কর।
চারি দিক বেড়িয়া হইল অগ্নিগড়॥
পুড়িল বিস্তর নিশাচর নিশাচরী।
পড়িল প্রাসাদ বিপরীত শব্দ করি॥
হস্তী অশ্ব পুড়িয়া মরিল শত শত।
পুড়িল সুন্দর পাখী কোটি-পরিমিত॥
সহস্র সহস্র রথ পুড়ে হ'ল ছাই।
পুড়িল বসন যত সংখ্যা তার নাই॥
হাহাকার শব্দে পূর্ণ হইল নগর।
রাবণে পাড়য়ে গালি যত নিশাচর॥
তবে ক্রোধে দশানন অধীর হইয়া।
আনাইল কুম্ভ আর নিকুম্ভে ডাকিয়া॥
ভূমি লুটি প্রণমিয়া করি যোড় কর।
দাঁড়াইল আগে আসি দুই সহোদর॥
লঙ্কেশ কহেন বাপ বড় দুখ মনে।
যে অবধি কুম্ভকর্ণ পড়িয়াছে রণে॥
পিতার অধিক বীর তোমরা দুভাই।
পাঠাইতে রণে বাঞ্ছা করিয়াছি তাই॥
নর বানরের রক্তে করিয়া তর্পণ।
পুত্রের কর্ত্তব্য আজি করহ পালন॥
বীরশূন্য আজি দেখ মোর লঙ্কাপুরী।
তোমা দোঁহে এ বিপদে তরিবার তরি॥
এতেক কহিল যদি রাজা দশানন।
গর্জ্জিয়া উঠিল কুম্ভ নিকুম্ভ দুজন॥
দর্প করি ধনু ধরি উঠে গিয়া রথে।
অগণ্য রাক্ষসসৈন্য চলিল সঙ্গেতে॥
বাজিল সমরবাদ্য লক্ষ জয় ঢাক।
জলদনিস্বনে সেনা ছাড়ে হাঁক ডাক॥
মহাতেজে আক্রমণ করে কপিগণে।
দুই দলে আনন্দে মাতিল মহারণে॥
রুষিয়া নিকুম্ভ ছাড়ে অগ্নিসম শর।
মুহূর্ত্তে কাটিয়া পাড়ে অসংখ্য বানর॥
বুকে বিদ্ধি বাণ কেহ পড়য়ে ভূতলে।
নিবারিতে জ্বালা কেহ পড়ে সিন্ধুজলে।
কারু হস্ত কারু পদ কাটিয়া পাড়িল।
সমর-অঙ্গনে রক্তে তরঙ্গ বহিল॥
সহিতে না পারি রণ যত কপিগণ।
দলে দলে সুদূরে করয়ে পলায়ন॥
তাহা দেখি মহাবীর বালির কুমার।
হাতে দীর্ঘ তরু রণে হয় আগুসার॥
কালদণ্ড সম শালতরু ভয়ঙ্কর।
প্রহার করিয়া নাশে বহু নিশাচর॥
রথ সহ বহু রথী গেল যমঘরে।
অযুত অযুত অশ্ব পড়িল সমরে॥
পরিত্রাহি ডাক ছাড়ি নিশাচরগণ।
অঙ্গদে ত্যজিয়া দূরে করে পলায়ন।

এতেক দেখিয়া কুম্ভ ধনুক টংকারি।
বাণবৃষ্টি আরম্ভিল অঙ্গদ-উপরি ॥
নিমিষে কাটিয়া বৃক্ষ করি খান খান।
ক্ষুরধার শর করে অঙ্গদে সন্ধান॥
বাণ খেয়ে অতি কোপে বালির কুমার।
পড়িল কুম্ভের রথে করি মার মার॥
পদাঘাতে বিচূর্ণ করিয়া রথচূড়া।
মুষ্ট্যাঘাতে সারথির মাথা কৈল গুঁড়া॥
বজ্র সম চড় মারি কুম্ভ মহাবীরে।
হাতের ধনুক তার লইলেক কেড়ে॥
তবে কুপি কুম্ভ মারে মুষ্টি বালিসুতে।
পড়িল অঙ্গদ বীর দারুণ আঘাতে॥
তাহা দেখি সুগ্রীব লইয়া বৃক্ষশিলা।
মহাবেগে কুম্ভের সম্মুখে দেখা দিলা॥
মহাবীর কুম্ভ কুম্ভকর্ণের নন্দন।
বাণে বৃক্ষ শিলা সব করিলা ছেদন॥
ব্যর্থমনোরথ কপিরাজ তবে রুষি।
কুম্ভের রথেতে লাফ দিয়া পড়ে আসি॥
ইন্দ্রধনু তুল্য সে কুম্ভের ধনু খান।
কাড়িয়া লইল বীর দিয়া একটান॥
তবে কুম্ভ রোষভরে সুগ্রীবে ধরিল।
জড়াজড়ি করি দোঁহে ভূমিতে পড়িল॥
আঁচড় কামড়ে রক্ত ছোটে দোঁহাকার।
বজ্রসম মুষ্টি দোঁহে করয়ে প্রহার॥
চড় চাপড়ের শব্দে তালা লাগে কাণে।
এইরূপে যোঝে অবসাদ নাহি জানে॥
তবে সে সুগ্রীব শূন্যে তুলি কুম্ভবীরে।
পাক দিয়া ফেলে দিল সাগরের নীরে॥
মহাশব্দে পড়ে বীর জলের ভিতর।
আঘাতে হইল ক্ষুব্ধ সমস্ত সাগর॥
জলজন্তু শত শত মরিয়া ভাসিল।
গগন ভেদিয়া রঙ্গে তরঙ্গ উঠিল॥
তল দেখি কুম্ভ পুন উঠয়ে উপরে।
ছুটিল আবার বীর অদ্ভুত সমরে॥
ক্রোধে মুষ্ট্যাঘাত করে সুগ্রীবের বুকে।
মুখে রক্ত উঠে তার ঝলকে ঝলকে॥
সম্বরি আঘাত তবে সুগ্রীব রুষিল।
বলে ধরি কুম্ভবীরে ভূমিতে পাড়িল।
পদাঘাতে বুকের ভাঙ্গিল সব হাড়।
মস্তকে দারুণ মুষ্টি করিল প্রহার॥
সেই ঘায়ে কুম্ভবীর ত্যজিল জীবন।
দেখিয়া নিকুম্ভ ধায় করিবারে রণ॥
প্রকাণ্ড পরিঘ এক তুলে লয় হাতে।
দেখি আরম্ভিল কপিগণ পলাইতে॥
একামাত্র বায়ু-পুত্র রহিল সমরে।
আসিয়া নিকুম্ভ বুকে পরিঘ প্রহারে॥
বজ্রসম কঠিন হনুর বুকে ঠেকে।
পরিঘ পড়িল চূর্ণ হয়ে চারি দিকে॥
হাসি হনুমান তবে কহে নিশাচরে।
এই মুখে দর্প ক'রে এসেছ সমরে॥
এক মুষ্ট্যাঘাত মোর সহিতে পারিলে।
প্রশংসা করিব আমি তোরে বীর ব'লে॥
এতেক কহিতে ক্রোধে হ'য়ে কম্পমান।
নিকুম্ভের বুকে মুষ্টি মারে হনুমান॥
বজ্রের অধিক মারুতির মুষ্ট্যাঘাতে।
সাত পাক দিয়া দুষ্ট পড়িল ধরাতে॥
রুধির বমন করে কিলের ধমকে।
সরিষার ফুল যেন দেখে চারি দিকে॥
ক্ষণেক তিষ্ঠিয়া চায় যেমন উঠিতে।
চাপিয়া ধরিল তারে হনু দুই হাতে॥
বুকে বসি গলা চাপি দুই পদ দিয়া।
নিকুম্ভের মাথা বীর ফেলিল ছিঁড়িয়া॥
দেখিয়া ভীষণ কাণ্ড নিশাচরগণ।
যে পায় যে দিকে পথ করে পলায়ন॥
কপিগণ বড় বড় বৃক্ষ করি হাতে।
তাড়াইয়া যায় নিশাচরের পশ্চাতে॥
দুই হাতে ধরি বৃক্ষ করয়ে প্রহার।
এক এক ঘায়ে মারে হাজার হাজার॥

মরিল রাক্ষস যত সংখ্যা নাই তার।
লঙ্কাপুরে উঠিল দারুণ হাহাকার॥

মকরাক্ষের রণে পতন।

রাবণের সন্নিকটে, ভগ্নদূত করপুটে,
দাঁড়াইল আসি দিতে রণের বারতা।
রক্তমাখা কলেবর, ভয়ে কাঁপে থরথর,
ঝর ঝর ঝরে আঁখি মুখে নাই কথা॥
দূতে দেখি দশানন, অতি বিচলিতমন,
ব্যস্ত হ'য়ে কন দূত কহ সমাচার।
নীরবে রহিলে কেনে, কার জয় হ'ল রণে,
কোথায় রহিল কুম্ভ নিকুম্ভ আমার॥
দূত কহে মহাশয়, নর বানরের জয়,
পড়িল সমরে কুম্ভকর্ণের নন্দন।
শুনি বাক্য অসম্ভব, করি হাহাকার রব,
সিংহাসন ত্যজি ভূমে পড়ে দশানন॥
কাছে ছিল ভৃত্যগণ, ধরাধরি উত্তোলন,
করিয়া রাজায় বসাইল সিংহাসনে।
ত্যজি শোক তাপ তবে, গরজিয়া ভীম রবে,
কহে রক্ষঃপতি কে যাবে রে আজি রণে॥
কীল চাপড়ের চোটে, স্বর্ণ সিংহাসন ফাটে,
পদাঘাতে ধরা যেন যায় রসাতলে।
চক্ষু ফেটে রক্ত পড়ে, মূর্ত্তি দেখে ভয়ে স'রে,
যায় ভৃত্য আর মন্ত্রী অমাত্য সকলে॥
ঘন সিংহনাদ ছাড়ে, শুনে স্বর্গে দেব ডরে,
গন্ধর্ব্ব কিন্নর নরে প্রমাদ গণিল।
বনে বনপশু সব, শুনি সে ভীষণ রব,
লেজ তুলে মাথা গুঁজে ছুটিতে লাগিল॥
বান্ধিয়া লক্ষ্মণে রামে, কে আনিবে লঙ্কা-ধামে,
কপিকুল নির্ম্মূল করিবে কোন্ জন।
এই শব্দ বারম্বার, করি ছাড়ে হুহুংকার,
প্রতিগৃহে প্রতিধ্বনি উঠিছে ভীষণ।
সেই শব্দ করি লক্ষ্য, উপনীত মকরাক্ষ,
খরের অপত্য বীর দুর্দ্দদ সমরে।
রাবণে প্রণাম করি, বিপুল ধনুক ধরি,
আমি যাব রণে বলি রথে গিয়া চড়ে॥
রাজার আদেশে তবে, রক্ষঃসেনা ভীম রবে,
রণরঙ্গে মাতি সঙ্গে চলিল তাহার।
রথ রথী অগণন, সুশিক্ষিত তুরঙ্গম,
মত্ত মহাগজ চলে হাজার হাজার॥
যুদ্ধের পাইয়া সাড়া, বাজিল দামামা কাড়া,
জয়ঢাক মৃদঙ্গ বাজিল মহারোলে।
রণবাদ্যে মুগ্ধমন, বেগে ধায় সৈন্যগণ,
সাগর-সলিল যথা প্রলয়ের কালে॥
যাত্রাকালে নিশাচর, অমঙ্গল বহুতর,
নিরখিয়া ভগ্ন মনে বিষাদ-উদয়।
রথধ্বজ পড়ে খ'সে, কাক উড়ে রথে বৈসে,
কাতর হইয়া ভূমে পড়ে অশ্বচয়॥
সে সব না গণ্য করি, চলে নানা অস্ত্র ধরি,
মেঘের গর্জ্জনে মার মার শব্দ ক'রে।
দেখিয়া বানরগণ, শিলাবৃক্ষ প্রহরণ,
ধরিয়া ধাইল সবে ভীষণ সমরে॥
রাক্ষস বানরে রণ, করিবারে দরশন,
স্বর্গ ছাড়ি দেবগণ শূন্য আবরিল।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর সিদ্ধ, দেখিতে অদ্ভুত যুদ্ধ,
স্থানে স্থানে বিমানে আসিয়া থানা দিল॥
পরিঘ পট্টিশ গদা, রাক্ষস বরষে সদা,
শেল শূল মুষল মুদ্গর মারে রুষি।
বিদ্ধি বানরের গায়, রুধিরে ভাসায় কায়,
পড়ে রণভূমে কপিগণ রাশি রাশি॥
গিরিচূড়া লয়ে হাতে, মারে রাক্ষসের মাথে,
বড় বড় কপিগণ করিয়া বিক্রম।
এক ঘায়ে কত শত, নিশাচর হয় হত,
কার সাধ্য কেবা তাহা করে নিরূপণ॥
মারুতি অঙ্গদ নল, প্রকাশিয়া ভুজবল,
উপাড়িয়া আনে শালবৃক্ষ সুবিশাল।
দুই হাতে ধরি বৃক্ষ, নিশাচর লক্ষ লক্ষ,
বধিতে লাগিল যেন কালান্তের কাল॥

তবে মকরাক্ষ রুষি, সত্বরে সমরে পশি,
বাণ বরিষণ করি করে অন্ধকার।
বড় বড় কপিগণ, সহিতে না পারি রণ,
সরিয়া সকলে তারা হয় একধার॥
সারথি সুবিচক্ষণ, চালাইল অশ্বগণ,
রথ উপনীত আসি রাঘবের পাশে।
পিতৃহন্তা রামে হেরে, মকরাক্ষ ক্রোধভরে,
মনসাধে গালি পাড়ে অতি কটু ভাষে॥
থাক থাক জটাধারী, এখনি যমের বাড়ী,
পাঠাইব সন্ধান করিয়া এক শর।
সমরে শরীর ত্যজি, তোর প্রেত-আত্মা আজি,
ত্বরায় মিলিবে যথা আছে পিতা খর॥
ক্ষুধার্ত্ত কেশরী যথা, ক্ষুদ্র মৃগে বধে তথা,
মোর হাতে আজি তোর রবে না জীবন।
দিলাম সময় তোরে, লও রে স্মরণ ক'রে,
সীতার যৌবন রূপ জন্মের মতন॥
রাক্ষসের রুক্ষ ভাষে, রাঘব উঠিল হেসে,
করেন উত্তর পরে অতি রোষভরে।
যাবৎ ধনুকে বাণ, নাহি করি সুসন্ধান,
তাবৎ বচনে মাত্র নাও দর্প ক'রে॥
তোমার জনক খরে, বধিয়াছি যেই শরে,
তার যোড়া যতনে রেখেছি এই তূণে।
পিতার সহিত দেখা, আজি তোর ভাগ্যে লেখা,
আছে তাই আসিয়াছ মোর সহ রণে॥
এত বলি রঘুবর, ধনুকে যুড়িয়া শর,
সন্ধান করেন মকরাক্ষ নিশাচরে।
না যাইতে অর্দ্ধপথ, মকরাক্ষ মহারথ,
নিজ বাণে কাটিয়া পাড়িলা সেই শরে॥
পুনঃ রাম ছাড়ে বাণ, নিশাচর খান খান,
করিল কাটিয়া সেই শর অর্দ্ধপথে।
দেখি কোপে কাঁপে কায়, রামচন্দ্র পুনরায়,
প্রহারিল দশ বাণ রাক্ষসের রথে॥
ক্ষুরধার এক বাণে, সারথি পড়িল রণে,
চারি বাণে পড়িল রথের চারি হয়॥
পঞ্চ বাণ ছুটি যায়, কাটে পঞ্চ পতাকায়,
দেখি মকরাক্ষ মনে মানিল বিস্ময়॥
নিশাচর ক্রোধ-মনে, যুড়িলেক ধনুর্গুণে,
সুরয-সংকাশ এক শর ভয়ঙ্কর।
না ছাড়িতে সেই বাণ, কাটি করে খান খান,
লঘু হস্তে মারি দুই বাণ রঘুবর॥
মকরাক্ষ নিশাচর, ব্যর্থ দেখি নিজ শর,
লইল পরিঘ এক ভীমদরশন।
মাথার উপরে তুলে, ঘুরাইয়া বাহুবলে,
এড়িল বায়ুর বেগে পরিঘ ভীষণ॥
তাহা দেখি রামচন্দ্র, যুড়িলেন অর্দ্ধচন্দ্র,
নামে দিব্য অস্ত্র তাঁর বিপুল ধনুকে॥
নক্ষত্র-বেগেতে ছুটে, পরিঘ হেলায় কেটে,
শূন্যে থাকি দেবগণ বিস্ময়ে নিরখে॥
এইরূপে দুই জনে, যুদ্ধ করে প্রাণপণে,
অন্ধকার করিয়া বরষে শরজাল।
তবে বীর দাশরথি, কুপিত হইয়া অতি,
বাছিয়া লইল শর কালান্তের কাল॥
গগনে জলদ যথা, আয়ুধ গরজে তথা,
বিরাজে বদনে তার সপ্তম পাবক।
ধনুকে আকর্ণ টান, দিয়া রাম ছাড়ে বাণ,
নক্ষত্রের বেগে চলে অদ্ভুত সায়ক॥
অশনি-সমান বলে, পড়ি রাক্ষসের গলে,
ছেদিল মস্তক তার কুণ্ডল সহিতে।
সুমেরু-শেখর যথা, রণভূমে পড়ে মাথা,
ভূমিকম্প সম ধরা লাগিল কাঁপিতে॥
মকরাক্ষ পড়ে রণে, তুষ্ট হয়ে কপিগণে,
রামজয় রবে সবে উঠিল নাচিয়া।
শিলা বৃক্ষ বরিষণে, লক্ষ লক্ষ রক্ষোগণে,
বধিল বানর-সেনা পশ্চাতে ধাইয়া॥

ইন্দ্রজিৎ কর্ত্তৃক মায়া-সীতা বধ।

সমরে পড়িল মকরাক্ষ মহাবীর।
শুনি দশানন ক্রোধে হইল অধীর॥

কুড়ি চক্ষু রক্তবর্ণ সিংহনাদ ছাড়ে।
ইন্দ্রজিৎ বলি রাজা ঘন ডাক পাড়ে॥
তাহা শুনি মেঘনাদ আসিয়া নিকটে।
দাঁড়াইল পিতার সম্মুখে করপুটে॥
দশানন বলে কিছু বুঝিতে না পারি।
কি করিয়া পুনঃপুনঃ বাঁচে রাম মরি॥
দুইবার সকলেরে বধিলে সমরে।
সবাই উঠিল বাঁচি বল কি প্রকারে॥
যাদু-বিদ্যা জানে বুঝি ভণ্ড জটাধারী।
অথবা ক্ষমহ তুমি রামে দয়া করি॥
ইন্দ্রজিৎ বলে পিতা নাহি কহ আর।
আজি রণে সবাকারে করিব সংহার॥
অরাম অকপি আজি হবে লঙ্কাপুরী।
নতুবা বৃথায় ইন্দ্রজিৎ নাম ধরি।
এতেক কহিয়া বীর চলিলা সত্বরে।
প্রবেশ করিলা নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে॥
যজ্ঞ সমাপন করি পূর্ণাহুতি দিয়া।
অগ্নিদত্ত দিব্য রথে শীঘ্র চড়ে গিয়া॥
সঙ্গেতে চলিল কোটি কোটি নিশাচর।
ধরি শেল শূল জাঠা মুষল মুদ্গর॥
মহাবেগে বাহির হইলা পুরী হ'তে।
মাতিল সমরে কপি-সৈন্যের সহিতে॥
রাক্ষসের শরে পড়ে বানর বিস্তর।
কপিগণ শিলা বৃক্ষে বধে নিশাচর॥
দেবাসুর-যুদ্ধ সম সমর ভীষণ।
রুধিরে ভাসিল সব সমর-অঙ্গন॥
কপি মার মহাশব্দ করে নিশাচর।
রাক্ষসে বধহ বলে যতেক বানর॥
আকাশে উঠিয়া মেঘনাদ হেন কালে।
শরবৃষ্টি করে থাকি মেঘের আড়ালে॥
অগ্নিসম বাণ তার পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে।
সমরে পড়য়ে কপিসৈন্য লাখে লাখে॥
ক্রমে কপিগণ আর সহিতে না পারি।
চারিদিকে পলাইল রণ পরিহরি॥

তবে ইন্দ্রজিৎ যায় শ্রীরাম যেখানে।
বিপুল ধনুক হাতে লক্ষ্মণ দক্ষিণে॥
সন্ধান করিয়া আশীবিষ সম শর।
বিন্ধিয়া যুগল তনু করিল জর্জ্জর॥
মেঘের আড়ালে থাকি যোঝে মেঘনাদ।
দেখিতে না পেয়ে রাম গণিল প্রমাদ॥
হাতে ধনু দুই ভাই চারি দিকে চায়।
শত্রুর সন্ধান কোন রূপে নাহি পায়॥
দাঁড়াইয়া মার খায় বিপদ বিষম।
ক্রমে কুপি রামচন্দ্রে কহেন লক্ষ্মণ॥
আজ্ঞা দেহ দাসে দয়া করি দয়াময়।
ছাড়ি ব্রহ্ম-অস্ত্র করি রক্ষঃকুল ক্ষয়॥
রাম বলে স্থির হও প্রাণের লক্ষ্মণ।
অন্যায় সমর নাহি কর কদাচন॥
একের দোষেতে অন্যে করিব সংহার।
সঙ্গত না হয় ভাই এ বিধি তোমার॥
উপায় করিয়া বধ করিব রাক্ষসে।
স্থির হ'য়ে দেখ শর কোথা হ'তে আসে॥
এইরূপ যুক্তি করে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
শুনি ইন্দ্রজিৎ ত্বরা করে পলায়ন॥
পিতারে জিনিয়া মায়া-বিদ্যায় পণ্ডিত।
মায়া-সীতা রচি রথে তুলে ইন্দ্রজিৎ॥
বাম হাতে ধরি বীর সীতার চিকুরে।
দক্ষিণে ধরিয়া অসি নামিল সমরে॥
লক্ষ লক্ষ রাক্ষসে ঘেরিয়া তার রথে।
বানর-সেনার সহ লাগিল যুঝিতে॥
রথের উপরে থাকি দুষ্ট নিশাচর।
ডাক দিয়া কহে শুন যতেক বানর॥
সীতার লাগিয়া রাবণের সর্ব্বনাশ।
তাই আজি জানকীরে করিব বিনাশ॥
এত বলি পুনঃপুনঃ অঙ্গে হানে অসি।
হা রাম! বলিয়া কান্দে জানকী রূপসী॥
মারুতি সীতায় দেখি চিনিতে পারিয়া।
উদ্ধারের আশা করি আইল ধাইয়া॥

কিন্তু চারি দিকে তার নিশাচরগণ।
প্রাণপণে হনু সনে আরম্ভিল রণ॥
উপায় না দেখি হনু মহা ক্রোধভরে।
মন-সাধে ইন্দ্রজিতে কত গালি পাড়ে॥
রাক্ষস-অধম দুষ্ট করিস কি কাজ।
অবলা রমণী-বধে নাহি বাস লাজ॥
স্ত্রীবধে পাতক কত ওরে নিশাচর।
জানিলে এমন কার্য্যে হ'তে না তৎপর॥
অনন্ত নরক যদি এড়াইতে চাও।
এ হেন দারুণ অপকর্ম্মে ক্ষান্ত দাও॥
হনুর বচনে হাসি ইন্দ্রজিৎ কয়।
উত্তম ব্যবস্থা ন্যায়রত্ন মহাশয়॥
কোন্ টোলে প'ড়েছিলে স্মৃতিশাস্ত্র খান।
বল শুনি গোটা দুই তাহার প্রমাণ॥
যুদ্ধকালে ধর্ম্মের বিচার কেবা করে।
বিশেষ ধর্ম্মের ধার বানরে কি ধারে॥
স্ত্রীবধের ব্যবস্থা অবশ্য শাস্ত্রে আছে।
জানিবে জিজ্ঞাসা করি রাঘবের কাছে॥
তাড়কায় বধিল সে যেই শাস্ত্র ধরি।
সেই শাস্ত্র-মতে আমি সীতা বধ করি॥
এত বলি ইন্দ্রজিৎ অসির প্রহারে।
দুই খান করি কাটি ফেলায় সীতারে॥
ছিন্ন দেহে সীতা পড়ে রাক্ষসের রথে।
হা সীতে! বলিয়া হনু লাগিল কান্দিতে॥
রণে ভঙ্গ দিয়া তবে পবননন্দন।
কপিসৈন্য সহ রামে দিলা দরশন॥

সীতা-বধের সংবাদে রামের বিলাপ।

কান্দিয়া মারুতি, রামের চরণে,
আসিয়া নোয়ায় মাথা।
গদ্‌গদ স্বরে, কহিলা ভারতী,
রাবণি বধিল সীতা॥
ওহে দয়াময়, ফাটিছে হৃদয়,
কহিতে দুঃখের বাণী।
রাম রাম বলি, কত যে কান্দিল,
সকাতরে ঠাকুরাণী॥
লয়ে নিজ রথে, জানকী মাতারে,
মেঘনাদ দুরাচার।
কেশে ধরি দুষ্ট, বিবিধ প্রকারে,
লাঞ্ছনা করিল তাঁর॥
দূরে ছিল দাস, রোদন শুনিয়া,
বায়ুবেগে গেল ছুটে।
কোটি নিশাচরে, পথ আগুলিল,
মনে করি প্রাণ ফাটে॥
কি কব যাতনা, পেয়েছি যে মনে,
বাঁচিতে বাসনা নাই।
অসির প্রহারে, ছেদিল মাতায়,
মনে পড়ে সদা তাই॥
হনুর বচন, করিয়া শ্রবণ,
মূরছি পড়িল রাম।
অনুজ লক্ষ্মণ, শিয়রে বসিয়া,
শুনায় সীতার নাম॥
কি হ'ল কি হ'ল, বলিয়া সুগ্রীব,
আসিয়া দেখিল সব।
বিষাদে ডুবিয়া, শিরে কর হানি,
করে হাহাকার রব॥
সুদূরে তখন, ছিল বিভীষণ,
রোদনের রোল শুনি।
নিকটে আসিয়া, মারুতির মুখে,
শুনিল সকল বাণী॥
খেদে বিভীষণ, বলে হনুমানে,
দেখিবার তব ভুল।
অমূলক কথা, রটাইয়া বাছা,
করিলে বিষম ভুল॥
যা হ'ক এখন, উপায় করহ,
চেতন করাতে রামে।

সীতার সম্বাদ, আনিবে পশ্চাতে,
যাইয়া অশোক-ধামে ॥
এতেক কহিয়া, সাধু বিভীষণ,
বসিয়া মনের দুখে।
কমণ্ডলু-বারি, করয়ে সেচন,
রামের কপালে সুখে ॥
তরুশাখা ভাঙ্গি, পবননন্দন,
যতনে বাতাস করে।
শুশ্রূষার ফলে, চেতন পাইলা,
রাঘব ক্ষণেক পরে ॥
কান্দি কহে রাম, কি লাগি আমারে,
চেতন করালে ভাই।
কি লাগিয়া আর, পরাণ ধরিব,
প্রাণের জানকী নাই ॥
গরল ভখিয়া, সাগরে ডুবিবা,
অথবা অনলে পশি।
এ তনু ত্যজিয়া, এ জনম তরে,
ভুলিব সে মুখ-শশী ॥
ত্যজি রাজ্য ধন, যাহারে লইয়া,
ভুলিয়া ছিলাম বনে।
স্বজন-বিরহে, এক দিন তরে,
বিষাদ ছিল না মনে ॥
সখী নিরুপমা, মধুর-ভাষিণী,
জগতে তুলনা নাই।
মরম পুড়িছে, স্মরি তার গুণ,
উপায় করি কি ভাই ॥
বনের যাতনা, কভু নাহি জানি,
যাহার সেবার সুখে।
বহু ভাগ্যে হেন, দাসী নাহি মেলে,
বিশাল ভারত-ভূমে ॥
মার চেয়ে বাড়া, ভোজনের বেলা,
যতন করিত কত।
কেমনে সে মায়া, ভুলিয়া জানকী,
ত্যজিল জন্মের মত ॥

স্বর্গ-বিদ্যাধরী, জিনিয়া সুরতে,
এমন বনিতা কোথা।
তাহার বিরহে, বৃথায় জীবন,
সুখের ভরসা বৃথা ॥
সগরের কীর্ত্তি, বিশাল জলধি,
ঘুষিবে অনন্ত কালে।
গঙ্গারে আনিয়া, রাখিল সুকীর্ত্তি,
ভগীরথ মহীতলে ॥
সেই খ্যাত কুলে, জনম লইয়া,
বলিতে সরমে মরি।
ধিক প্রাণে মোর, রাখিতে নারিনু,
সীতা সম নিজ নারী ॥
প্রাণের লক্ষ্মণ, রাখ মোর কথা,
অযোধ্যায় যা'রে ফিরে।
কহিও সকলে, মরিল রাঘব,
হারাইয়া জানকীরে ॥
সহিতে ধিক্কার, দেখাব না আর,
এ মুখ অযোধ্যাপুরে।
দে রে ধনুর্ব্বাণ, এখনি নাশিব,
এ প্রাণ আপন করে ॥
এত বলি রাম, ধনুক ধরিতে,
বাড়াইলা বাম করে।
কি কর কি কর, বলিয়া লক্ষ্মণ,
অগ্রজের হাতে ধরে ॥
রামের অবস্থা, দেখিয়া সৌমিত্রি,
বিচার করিয়া কয়।
ধরম করিয়া, হেন দশা তব,
যদি হ'ল দয়াময় ॥
অশেষ অধর্ম্ম, করি চিরকাল,
সুখে আছে লঙ্কেশ্বর।
ধর্ম্মে বিশ্বাস, কে আর জগতে,
করিবে ইহার পর ॥
অন্যের কি কথা, আমারি অন্তরে,
সংশয় হইল ভারি।

দেখি বিশ্বময়, অধর্ম্মের জয়,
সন্দেহ মিটাতে নারি ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম নামে, কোন বস্তু নাই,
বিশ্বাস আমার মনে।
সর্ব্ব কার্য্যে জয়, লভয়ে মানব,
পুরুষ্‌কার আর ধনে ॥
মহামূর্খ নরে, ঐশ্বর্য্য থাকিলে,
পণ্ডিতে করয়ে সেবা।
দরিদ্র হইলে, মহাপ্রাজ্ঞ জনে,
পোঁছে ভাই বল কেবা ॥
ধন যদি থাকে, বাতুলে সকলে,
দশ মুখে ব্যাখ্যা করে।
কর্ত্তা কর্ত্তা বলি, উঠিতে বসিতে,
অস্থির হইয়া পড়ে ॥
ধনীর তনয়, মূক যদি হয়,
বাগ্মী নাম পড়ে তার।
কাণা হ'লে ছেলে, পদ্ম-আঁখি ব'লে,
ঢেউ উঠে প্রশংসার ॥
খঞ্জ বা বধির, হইলে সন্তান,
ধনেতে সে দোষ ঢাকে।
কন্যা সমর্পিতে, কত শত লোক,
দ্বারে ফেরে পাকে পাকে ॥
ধন-লোভে লোকে, হাতে পায়ে বেন্ধে,
সাগরে ফেলার মত।
বৃদ্ধের করেতে, প্রাণের তনয়া,
সঁপিতেছে অবিরত ॥
সংসার-আশ্রমে, ধনের অধিক,
মানবের বন্ধু নাই।
সে ধনের মূল, বিশাল সাম্রাজ্য,
অনাসে ত্যজিলে ভাই ॥
মিছে ধর্ম্ম লাগি, যদি না ত্যজিতে,
আপনার রাজ্য ধন।
তবে জানকীরে, পাইবে কোথায়,
দুরাশয় দশানন ॥

ধর্ম্মপ্রাণ রাম, অনুজের মুখে,
ধরমের নিন্দা শুনি।
ভুলি নিজ শোক, কহিতে লাগিলা,
অমিয়-অধিক বাণী ॥
প্রাণের লক্ষ্মণ, কি বলিলে ভাই,
শুনিয়া সিহরে প্রাণ।
ধর্ম্মের অধিক, ধনের মর্য্যাদা,
এ শিক্ষা কে দিল দান ॥
কলিকালে লোক, ধরম ত্যজিয়া,
ক্ষেপিবে ধনের লাগি।
অর্থ অর্থ করি, অনর্থ ঘটায়ে,
হইবে দুখের ভাগী ॥
সাগরে ডুবিবে, অনলে পশিবে,
স্বধর্ম্ম ত্যজিবে সবে।
নরহত্যা আদি, মহাপাপে রত,
হইবে ধনের লোভে ॥
ব্রাহ্মণ-কুলেতে, জনম লইয়া,
যবনের হবে দাস।
পাদুকা লেহন, করিবে তাদের,
তবু মিটিবে না আশ ॥
আর্য্য রাজগণে, যবনের হাতে,
কন্যা সম্প্রদান করি।
ধন মান আশে, তাহাদের দ্বারে,
রহিবে হইয়া দ্বারী ॥
আর্য্য-বংশধর, মসিজীবী হ'য়ে,
উদয়াস্ত সম ভাবে।
ছাড়ি বেদবিধি, জীবিকার লাগি,
কলম পিষিবে সবে।
রাজা ধন-লোভে, শোষণ করিবে,
প্রজার শোণিত-রাশি।
দুর্ভিক্ষ-পীড়নে, প্রকৃতি-মণ্ডলী,
থাকিবেক উপবাসী ॥
বিচার-আসনে, হলধরগণে,
বসিবে লাঙ্গল ছাড়ি।

কাণ্ডজ্ঞান-হীন, কাজেই ঘটিবে,
বিচার-বিভ্রাট ভারি॥
এর ধন ওরে, কলমের জোরে,
দিবেন বিচারপতি।
শিরে দিয়া হাত, অর্থিগণ সবে,
কাঁদিয়া ভিজাবে ক্ষিতি॥
অর্থের লালসে, মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে,
সাক্ষিগণ রাজদ্বারে।
ধরমের ভাব, তাহাদের মনে,
জাগিবে না একেবারে॥
ব্যবহারজীবী, নামে এক জাতি,
গোমায়ু মানবাকারে।
ধনের আশায়, সুবেশ ধরিয়া,
রহিবেক রাজদ্বারে॥
শান্তিরক্ষা হেতু, কত ধূমকেতু,
নগরে নগরে রবে।
গৃধিনীর সম, উড়িয়া বসিবে,
বিপদ সম্পদ শবে॥
অতি ধন-লোভে, বিবাহ-বিভ্রাট,
ঘটিবে গৃহস্থ-ঘরে।
কথা না ফুটিতে, বিবাহের ছলে,
বেচিবেক তনয়ারে॥
কৌলীন্যাভিমানী, আর এক দল,
বিয়ের ব্যবসা করি।
শ্বশুরের ঘরে, জীবন কাটাবে,
করিবে না ঘর বাড়ী॥
পাস্ করা ছেলে, জামাই করিলে,
শ্বশুরের দফা সারা।
বিদায় তাহার, ছাড়িবার নয়,
না দিলে কাপড় ঝাড়া॥
স্নেহবশে পিতা, পালিবে সন্তানে,
ছেলে কিন্তু বড় হ'লে।
বধূর চরণে, দাস-খত দিয়া,
মা বাপে যাইবে ভুলে॥
না থাকিলে ধন, বনিতা পতিকে,
তুষিবে না সমাদরে।
দিনে দশ বার, কত ছল ধ'রে,
কটু কবে নাক নেড়ে॥
ধনের লাগিয়া, ভ্রাতায় ভ্রাতায়,
বিষম বিবাদ হবে।
ভগ্নী জননীকে, সংসার বলিয়া,
পেটে খেতে নাহি দিবে॥
এ সব লক্ষণ, কলিকালে ভাই,
প্রবল হইবে ভারি।
এখন ত্রেতায়, ধর্ম্মই প্রধান,
এ সব হবে না জারি॥
এইরূপে রাম, বুঝান লক্ষ্মণে,
হেন কালে হনুমান।
অশোক হইতে, আইলা ফিরিয়া,
হাসি-ভরা মুখখান॥
প্রণমিয়া পদে, সীতার কুশল,
বারতা কহিল হনু।
শুনি রাঘবের, আর সবাকার,
আনন্দে পূরিল তনু॥

ইন্দ্রজিৎ বধ।

বিভীষণ বলে মিতে বুঝেছি এখন।
যে কারণে মায়া-সীতা বধিল দুর্জ্জন॥
ব্রহ্মা দিয়াছেন বর দুষ্ট ইন্দ্রজিতে।
যজ্ঞ পূর্ণ করি যদি যায় সমরেতে॥
জগতে অজেয় হবে রাবণতনয়।
সুরাসুরে অনায়াসে করিবে সে জয়॥
যজ্ঞের হইল কাল দেখি দুরাচার।
আপনার মনে এই করিল বিচার॥
পাছে যজ্ঞে বাধা দেয় কপিসৈন্যগণ।
কৌশলে করিব আজি সবে অন্যমন॥
এতেক চিন্তিয়া মায়া-সীতা বিনাশিয়া।
যজ্ঞগৃহে গেল দুষ্ট সমর ত্যজিয়া॥

পূর্ণাহুতি দিয়া যজ্ঞে যদি আসে রণে।
সমরে সকলে আজি বধিবে জীবনে ॥
ব্রহ্মশির নামে অস্ত্র অতি ভয়ঙ্কর।
ব্রহ্মার নিকটে পাইয়াছে নিশাচর ॥
তাহে অগ্নি-বরে থাকি মেঘের আড়ালে।
করিবে সে মহামারী বর্ষি শরজালে ॥
অতএব কর মিতা উপায় ইহার।
যজ্ঞ পূর্ণ যাবৎ না করে দুরাচার ॥
লক্ষ্মণে আমার সঙ্গে পাঠাও লঙ্কায়।
হনুমান জাম্ববানে করিয়া সহায় ॥
বাছিয়া লইব বড় বড় কপিগণে।
নিশ্চয় বধিব ইন্দ্রজিতে আজি রণে ॥
ইন্দ্রজিৎ মরিলে রাবণে নাই ভয়।
আপনি বধিয়া তারে কর রণ জয় ॥
এতেক শুনিয়া রাম বলে বিভীষণে।
কেমনে শত্রুর পুরে পাঠাব লক্ষ্মণে ॥
মায়া-যুদ্ধ করে দুষ্ট রাবণ-তনয়।
তার কাছে বালকে পাঠাতে ভয় হয় ॥
বিভীষণ বলে মিতে করি নিবেদন।
পিতামহ যে কহিল শুন দিয়া মন ॥
বর দিয়া ইন্দ্রজিতে কহিলেন পরে।
যজ্ঞ পূর্ণ না হইতে যদি যজ্ঞাগারে ॥
সশস্ত্রে তোমারে কেহ করে আক্রমণ।
তার হাতে হবে তব নিশ্চয় নিধন ॥
অতএব চিন্তা তব নাহি দয়াময়।
লক্ষ্মণের হাতে দুষ্ট মরিবে নিশ্চয় ॥
মৃত্যুর উপায় ব্রহ্মা রেখেছেন ক'রে।
অন্যে নাহি জানে কেহ লঙ্কার ভিতরে ॥
বৃথা কাল গত আর উচিত না হয়।
মোর সনে যাইবে তাহাতে কিবা ভয় ॥
এত শুনি রাঘব চিন্তিয়া নিজ মনে।
সতৃষ্ণ নয়নে চান লক্ষ্মণের পানে ॥
লক্ষ্মণ কহেন প্রভু তোমার প্রসাদে।
বধিব সমরে আজি দুষ্ট মেঘনাদে ॥

তবে রাম অনুজে দিলেন অনুমতি।
লক্ষ্মণ সাজেন রণবেশে শীঘ্রগতি ॥
অঙ্গেতে কবচে আঁটি অঙ্গ মনোহর।
বাম করে ধরিলেন ধনু ভয়ংকর ॥
অগ্নি সম শরে পূর্ণ অক্ষয় তূণীর।
কটিতটে আঁটিয়া বান্ধিলা মহাবীর ॥
মেঘের বরণ খড়্গ বান্ধি পৃষ্ঠদেশে।
সাজিল সৌমিত্রি ভয়ংকর বীরবেশে ॥
অগ্রজের পদধূলি ধরিয়া মস্তকে।
প্রদক্ষিণ কৈলা রামে লক্ষ্মণ পুলকে ॥
তবে রাম আশীর্ব্বাদ করি হৃষ্ট মনে।
আলিঙ্গন করিয়া বিদায় দিলা রণে ॥
আগে আগে গদা-হাতে চলে বিভীষণ।
তাহার পশ্চাতে বীর সুমিত্রা-নন্দন।
দক্ষিণে পবনপুত্র আর জাম্ববান।
পশ্চাতে বানর-বীর কোটি-পরিমাণ ॥
নিঃশব্দে চলিলা সবে ধীর পাদচারে।
ক্রমে উপনীত হয় আসি সিংহদ্বারে।
পাদপ-প্রহারে বীর পবন-নন্দন।
রক্ষিগণে পাঠাইলা শমন-ভবন ॥
আবার নীরবে সবে হয় অগ্রসর।
পথ দেখাইয়া চলে রাবণ-সোদর ॥
কতক্ষণ পরে সবে দেখিল অদূরে।
লক্ষ লক্ষ রক্ষঃসেনা নানাঅস্ত্র করে ॥
সৈন্য মাঝে এক বটবৃক্ষ মহাকায়।
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগার তাহার তলায় ॥
অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করি কহে বিভীষণ।
ঐ স্থানে যজ্ঞ করে রাবণ-নন্দন ॥
পাছে যজ্ঞে বিঘ্ন ঘটে এই শঙ্কা করি।
রাখিয়াছে চারি দিকে অগণ্য প্রহরী ॥
হনুমান আদি যত মহা কপিগণ।
করুক প্রহরিগণে শীঘ্র আক্রমণ ॥
যুক্তি শুনি মারুতি ধাইল বৃক্ষ হাতে।
লক্ষ লক্ষ কপি যায় তাহার পশ্চাতে ॥

বাধিল ভীষণ রণ রাক্ষস বানরে॥
কাঁপে লঙ্কাপুরী উভয়ের হুহুংকারে॥
মার মার শব্দ ভিন্ন কিছু নাহি শুনি।
পর্ব্বতকন্দর করে সেই প্রতিধ্বনি॥
ধূলা উড়ে গগনে হইল অন্ধকার।
রবির কিরণ দেখা নাহি যায় আর॥
এক এক শিলার চাপনে একেবারে।
শত শত নিশাচর যায় যমঘরে॥
প্রকাণ্ড বৃক্ষের কাণ্ড ধরি কপিগণ।
সমরে বধিল নিশাচর অগণন॥
শোণিতের স্রোত বহে সমর-অঙ্গনে।
জলচর-রূপে তাহে ভাসে শবগণে॥
রাক্ষসের শরজালে বহু কপিগণ।
রুধির বমন করি হারায় জীবন॥
তবে মহাক্রোধে বীর হনুমান ধায়।
শত শত নিশাচরে লাঙ্গুলে জড়ায়॥
আছাড় মারিয়া ভাঙ্গে মস্তকের খুলী।
বহু নিশাচরে দিল সাগরেতে ফেলি॥
হাহাকার রব উঠে রাক্ষসের দলে।
রণ ত্যজি পলাইয়া যায় দলে দলে॥
সৈন্যভঙ্গ দেখি ইন্দ্রজিৎ রোষভরে।
যজ্ঞ ত্যজি রথে চড়ি নামিল সমরে॥
ঘন ঘন দেয় বীর ধনুকে টংকার।
শব্দ শুনে সুরনরে লাগে চমৎকার॥
বিদ্যুৎ-বেগেতে বাণ মারে রাশি রাশি।
শবের করিল স্তূপ কপিগণে নাশি॥
হেন কালে লক্ষ্মণে কহেন বিভীষণ।
বটবৃক্ষমূলে ত্বরা করহ গমন॥
পুন যদি মেঘনাদ যাবে যজ্ঞাগারে।
পূর্ণাহুতি দিয়া তুষ্ট করিবে অগ্নিরে॥
তবে যুদ্ধজয়ের না রহিবে ভরসা।
ত্যজিতে হইবে আজি জীবনের আশা॥
তুমি আমি নল নীল আর হনুমান।
যুবরাজ অঙ্গদ রাজা জাম্ববান॥
এই কয় জনে চল যাইয়া সত্বরে।
প্রবেশিতে যজ্ঞাগারে নাহি দিব তারে॥
পথ আগুলিয়া মোরা রব কয় জন।
যজ্ঞ পূর্ণ না হইলে নিশ্চয় মরণ॥
এত বলি বীরগণে সঙ্কেত করিয়া।
বিভীষণ চলিলেন লক্ষ্মণে লইয়া॥
যথায় আছয়ে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগার।
ক্রমে আসি সবে রুদ্ধ করে তার দ্বার॥
এখানে সমরক্ষেত্রে কপিসৈন্যগণ।
রণে ভঙ্গ দিয়া সবে করে পলায়ন॥
নিজ সৈন্যে আশ্বাসিয়া তবে ইন্দ্রজিৎ।
যজ্ঞ সমাপন হেতু ফিরিল ত্বরিত॥
বটবৃক্ষ নিকটে যাইতে সবিস্ময়ে।
নিরখে লক্ষ্মণে তথা কপিগণে লয়ে॥
যুগপৎ ব্রহ্মার বচন মনে হয়।
আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠে বীরের হৃদয়॥
চিন্তায় আকুল ইন্দ্রজিৎ ভাবে মনে।
হেন কালে দেখে তথা খুড়া বিভীষণে॥
অমনি বুঝিল সব রহস্য ইহার।
ভাবে বীর আজি আর নাহিক নিস্তার॥
মন্ত্রণা-কুশল বড় রাবণ-তনয়।
মনে মনে যুক্তি করি বিভীষণে কয়॥
তব জন্মভূমি খুড়া এই লঙ্কা-ধাম।
বীরশূন্য আজি তারে করিয়াছে রাম॥
প্রাণসম সহোদর কুম্ভকর্ণ ভাই।
পুত্রতুল্য অতিকায় আদি কেহ নাই॥
ত্রিলোকবিজয়ী খুড়া লঙ্কার ঈশ্বর।
কি ছিল কি হ'ল ভেবে দেখ অতঃপর॥
যোজন-বিস্তৃত শাখা পুষ্প পত্র সহ।
কানন মাঝারে মেঘস্পর্শী মহীরুহ॥
চারিদিকে মনোহর বিটপী সকল।
প্রসব করিতেছিল নানা ফুল ফল॥
প্রবেশি কাননে কাঠুরিয়া নিরদয়।
একে একে ছেদিল বিটপী সমুদয়॥

মহীরুহ-শাখা সব ছেদিলেক প্রায়।
কাণ্ড মাত্র অবশেষ আছে খাড়া হায়॥
এক মাত্র শাখা আমি দেখ খুড়া তার।
ছেদিতে কি প্রাণে ব্যথা হবে না তোমার॥
সব ছিদ্র জান তুমি খুড়া মহাশয়।
মরণ জীবন মোর তব হাতে হয়॥
মনে কর কত স্নেহে পালিয়াছ মোরে।
কোলে করি কত চুম দিয়াছ অধরে॥
আপনার পুত্রে আর এই দুরাচারে।
কখন ছিল না ভেদ তোমার অন্তরে॥
এত স্নেহ একেবারে ভুলিয়া কেমনে।
বধিতে আমারে এলে লইয়া লক্ষ্মণে॥
কুসন্তান আমি তব অজ্ঞান বশতে।
ক্রোধে অন্ধ হয়ে কটু বলিয়াছি কত॥
ভুল খুড়া সন্তানের কটু ব্যবহার।
জীবনে অভক্তি কভু করিব না আর॥
দয়া করি ছাড় পথ যাব যজ্ঞাগারে।
পূর্ণাহুতি দিয়া পুন আসিব সমরে॥
রাবণি এতেক যদি কহিল কাতরে।
শুনি বিভীষণ চক্ষু ঢাকে দুই করে॥
উষ্ণ অশ্রুবারি ঝরে নয়ন-যুগলে।
সম্বরিয়া শোক পরে ইন্দ্রজিতে বলে॥
এত কেনে বলিতে হইবে বাছা মোরে।
পাঠাইয়া দাও দূত পিতার গোচরে॥
এখনি লঙ্কেশ যদি সীতা ফিরে দেবে।
লক্ষ্মণের হাতে আজি নিষ্কৃতি পাইবে॥
প্রসন্ন হবেন রাম সীতা পেলে ফিরে।
সুগ্রীব যাবেন দেশে লয়ে অনুচরে॥
ধর্ম্মসাক্ষী করি আমি করিয়াছি পণ।
সীতার উদ্ধারে দিব প্রাণ বিসর্জ্জন॥
ধরম ত্যজিতে নারি শুন ইন্দ্রজিৎ।
করহ যা বলিলাম যদি চাও হিত॥
ইন্দ্রজিৎ বলে খুড়া জানতো রাবণে।
সীতা ফিরে দিবে হেন নাহি ভাব মনে॥

ক্ষুদ্র নর বানরের ভয়ে দশানন।
সীতা ফিরে দিলে হাসিবেক দেবগণ॥
তিন লোক জিনল যে চড়ি এক রথে।
ভীরু-অপবাদ সে কি পারিবে সহিতে॥
বিভীষণ কহে নাহি উপায় ইহার।
বুঝিয়া করহ কার্য্য যে ইচ্ছা তোমার॥
চির কাল রাবণ করিল বহু পাপ।
তার ফলে এত দিনে পায় পরিতাপ॥
সহায় তাহার পাপে তুমি ইন্দ্রজিৎ॥
দেবতা ঋষির বহু করিলে অহিত।
অহংকারে হিত-বাক্য না করিলে কাণে।
দূর করি দিলা মোরে বহু অপমানে॥
ফলিল তাহার ফল হারাবে জীবন।
নিশ্চয় তোমায় রণে বধিবে লক্ষ্মণ॥
এতেক নিঠুর বাক্য শুনিয়া রাবণি।
মহা-ক্রোধে জ্বলে উঠে যেমন আগুনি॥
নীল মেঘ সম তার অঙ্গের বরণ।
প্রভাতের সূর্য্য যেন তাহে দুনয়ন॥
ধনুক টঙ্কারি ঘন ছাড়ি সিংহনাদ।
কহে খুড়া ফিরে যাবে না করিহ সাধ॥
বংশের কণ্টক তুমি স্বজাতি-ঘাতক।
তোমারে বধিলে নাহি স্পর্শিবে পাতক॥
সর্প সম শরে আগে বধিয়া তোমারে।
তার পরে লক্ষ্মণে পাঠাব যমঘরে॥
ধিক্ তব জীবনে রাক্ষস-কুলাধম।
এত দিনে কেমনে ভুলিয়া আছে যম॥
শ্রেষ্ঠ কুলে জনমি নরের উপাসনা।
বনের বানর সনে তোমার মন্ত্রণা॥
সরম না হয় মনে করম ভাবিয়া।
সাধু সাজিয়াছ নিজ ধরম ছাড়িয়া॥
জ্ঞাতি-বধ পাপে যার ভয় নাই মনে।
নরকেও স্থান নাহি মিলিবে সে জনে॥
পিতৃতুল্য হয় তব অগ্রজ আপন।
কোন্ বিধি ধরি তারে করিছ হেলন॥

আপন না হয় পর পর আপনার।
বুঝিলে না এই মহাবাক্য দুরাচার॥
কটু বাক্যে লঙ্কেশ্বর জ্যেষ্ঠত্ব-বিধানে।
ক'রেছিল তিরস্কার মুখের বচনে॥
তাই এত অভিমান অগ্রজে ত্যজিলে।
যার অন্নে চিরকাল উদর পূরিলে॥
ভেবেছ রাবণে বধি রাঘব ভিখারী।
লঙ্কারাজ্য তোমারে দিবেন জয় করি॥
আজি যদি বাঁচিয়া থাকহ মোর শরে।
তবে ও দুরাশা পুষি রাখিও অন্তরে॥
রাবণির কটু বাক্য শুনি বিভীষণ।
জ্বলিয়া উঠিল যেন দীপ্ত হুতাশন॥
জবায় জিনিয়া আঁখি লোহিত হইল।
গরজিয়া মেঘনাদে কহিতে লাগিল॥
বিবেক-বিহীন মূঢ় পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন।
এখনো জানিলি না যে নিকট মরণ॥
গুরুজনে নিন্দিতে না বাস লাজ মনে।
শত ধিক্ ইন্দ্রজিৎ তোমার জীবনে॥
ধর্ম্ম-ভাব কিছু মাত্র থাকিলে অন্তরে।
বুঝিতিস কেনে ত্যজিয়াছি লঙ্কেশ্বরে॥
আত্মার স্বরূপ পুত্র শাস্ত্রে হেন কয়।
অধার্ম্মিক হ'লে কিন্তু সেও ত্যাজ্য হয়॥
এক মাত্র কুবৃক্ষ হইতে দগ্ধ বন।
একটী কুপুত্র হ'তে বংশের নিধন॥
অতএব সেই পুত্রে ত্যজিয়া সত্বরে।
জ্ঞানী জনে আপনার বংশ রক্ষা করে॥
প্রসব করিয়া যদি নিকষা জননী।
রাবণে লবণ দিয়া বধিত তখনি॥
তবে রাক্ষসের কুল এত অল্পকালে।
কখন বিনষ্ট নাহি হইত সমূলে॥
চির দিন পাপ করি আসিছে রাবণ।
পূর্ণ হ'ল মাত্রা করি জানকী হরণ॥
কর্ত্তব্য পালন করিয়াছি আপনার।
বুঝাইয়া হিত দশাননে বার বার॥
না শুনিল হিত বাক্য অতি অহংকারে।
সেই দোষে সবংশে যাইবে যমঘরে॥
এখনো উপায় আছে তরিতে বিপদে।
সীতা দিয়া ধর গিয়া রাঘবের পদে॥
এত বলি নীরব হইল বিভীষণ।
ক্রোধে কম্পান্বিত-তনু রাবণ-নন্দন॥
বিভীষণে বধিতে বাসনা করি মনে।
আশীবিষ সম শর যোড়ে ধনুর্গুণে॥
কালানল সম অগ্নি জ্বলে শরমুখে।
কাঁপিল অন্তরে বিভীষণ বাণ দেখে॥
গুণমুক্ত হ'য়ে বাণ গর্জ্জি ঊর্দ্ধে উঠে।
উল্কাবৎ বিমানে বায়ুর বেগে ছোটে॥
তাহা দেখি লঘুহস্তে সুমিত্রা-নন্দন।
এক বাণে শর গোটা করিলা ছেদন॥
বাণ ব্যর্থ দেখি কোপে ইন্দ্রজিৎ কয়।
বীরত্ব দেখালি ভাল সুমিত্রা-তনয়॥
থাক্ থাক্ অধিক বিলম্ব নাহি আর।
এখনি পাঠাব তোরে যমের দুয়ার।
ভুলিলি আমার শক্তি এত শীঘ্র কিসে।
কেমনে ভুলিলি মোর অস্ত্র নাগপাশে॥
মরেছিলি দুইবার মোর সহ রণে।
বহু ভাগ্যে কোন রূপে বাঁচিলি জীবনে॥
দেখিব এবার আর বাঁচিস কি ক'রে।
খণ্ড খণ্ড করি দেহ খাওয়াব কুক্কুরে॥
জ্বলন্ত অনলে যথা পতঙ্গের গতি।
তোর ভাগ্যে দেখিতেছি ঘটিবে তেমতি॥
বাঁচিবার সাধ যদি থাকয়ে অন্তরে।
ত্যজিলে সমর কিছু বলিব না তোরে॥
কোপে ইন্দ্রজিৎ যদি এতেক কহিল।
রুষিয়া লক্ষ্মণ তবে কহিতে লাগিল॥
মায়া-যুদ্ধে বটে জিনেছিলি দুইবার।
দেখাদেখি আজি কিন্তু ফিরিবে না আর॥
লুকাইয়া যুদ্ধ করি প্রশংস আপনা।
সাক্ষাৎ সমরে জানা যাবে বীরপনা॥

আজি রণে পারিস যদ্যপি হ'তে স্থির।
তবে সে বলিতে আমি পারি তোরে বীর॥
ভীরু দুরাচার তোরে বীর কেবা বলে।
শিখেছ করিতে রণ থাকিয়া আড়ালে॥
দেখিবি পাপিষ্ঠ মোর প্রতাপ এখনি।
যখন ছাড়িব বাণ জিনিয়া অশনি॥
চির দিন হিংসিলি দেবতা ঋষিগণে।
ফলিল তাহার ফল দেখ এত দিনে॥
মনে ক'রেছিস যজ্ঞ করি সমাপন।
আবার করিবি পূর্ব্বমত গুপ্ত রণ॥
সাধ্য থাকে প্রবেশ করহ যজ্ঞাগারে।
এই আমি ধনু-হাতে রহিলাম দ্বারে॥
উপায় নাহিক আর শুন দুরাশয়।
আজি যুদ্ধে যাইতে হইবে যমালয়॥
কাঁপিল রাক্ষস লক্ষ্মণের বাক্য শুনি।
স্মরণ হইল পুন পিতামহ-বাণী॥
উপায় নাহিক আর দেখিয়া তখন।
মনে মনে স্থির করে করিবারে রণ॥
বিভীষণে মনে মনে করি তিরস্কার।
ধনুকে যুড়িল বাণ কাল-সর্পাকার॥
শরশিক্ষা অতুল অতুল বাহুবল।
মুহূর্ত্তে ঢাকিল বাণে আকাশমণ্ডল॥
ক্ষুরধার বাণ ভল্ল পট্টিশ তোমর।
ঝাঁকে ঝাঁকে সন্ধান করয়ে নিশাচর॥
ধনুর টঙ্কারে শঙ্কা গণিল অমরে।
পাতালে বাসুকি থর থর কাঁপে ডরে॥
প্রলয়ের শব্দ জিনি ছাড়ে হুহুংকার।
তাহা শুনে জীবগণে লাগে চমৎকার॥
মনে মনে প্রশংসা করিয়া ইন্দ্রজিতে।
লাগিল লক্ষ্মণ নিজ ধনু টঙ্কারিতে॥
ইন্দ্রধনু তুল্য সেই ধনু মহাকায়।
আপনি পবন দেব আবির্ভূত তায়॥
ভীষণ টঙ্কার ধ্বনি হয় আচম্বিতে।
শুনি সৈন্য সহ লঙ্কা লাগিল কাঁপিতে॥
ইন্দ্রজিৎ বিষণ্ণ হইল শব্দ শুনি।
দেবতা স্বরগে থাকি করে জয়ধ্বনি॥
তবে অগ্নি সম বাণ যুড়িয়া ধনুকে।
রাক্ষসের বাণ বীর কাটে একে একে॥
অন্ধকার দূর করি সূরয-প্রকাশে।
বিদ্যুৎ খেলয়ে বাণ থাকিয়া আকাশে॥
এক বাণে সারথির শির কাটি পাড়ে।
দেখি সশঙ্কিত হয় রাবণি অন্তরে॥
বাহিরে সাহস বড় থাক থাক বলি।
ভীষণ পরিঘ এক হাতে লয় তুলি॥
লোহের কণ্টক কত অঙ্গেতে বিরাজে।
শত শত স্বর্ণময় ঘণ্টা তায় বাজে॥
ঘন পাকে ঘুরাইয়া পরিঘ ভীষণ।
লক্ষ্মণে নাশিতে বীর করিলা বর্জ্জন॥
তাহা দেখি সৌমিত্রি এড়িয়া দশ বাণ।
অর্দ্ধপথে পরিঘ করিলা দশ খান॥
পাঁচ বাণ মারি তবে লক্ষ্মণ ত্বরিতে।
রাক্ষসের বর্ম্ম কাটি ফেলায় ভূমিতে॥
রুষিয়া রাবণি তবে মারি দশ বাণ।
লক্ষ্মণের তনু কাটি করে খান খান॥
রুধিরে হইল রাঙ্গা লক্ষ্মণের কায়।
সুমেরু ভাসিল যেন গৈরিক-ধারায়॥
সম্বরিয়া রামানুজ ভুজে বল করি।
রাক্ষসের ধনু কাটে এক বাণ মারি॥
দশ বাণে তাহার বিন্ধিল বক্ষস্থল।
দুই বাণে দুই বাহু করিল বিকল॥
ললাট বিন্ধিল ক্ষুরধার পঞ্চ বাণে।
দেখিয়া প্রশংসে ইন্দ্রজিৎ মনে মনে॥
মায়া-বিদ্যাবিশারদ রাবণকুমার।
যুক্তি করি মায়া-অস্ত্র করে অবতার॥
পর্ব্বত নামেতে অস্ত্র ছাড়ে নিশাচর।
উগারে সে অস্ত্র শত শত গিরিবর॥
ঐন্দ্র অস্ত্র যুড়ি তবে লক্ষ্মণ ধনুকে।
রাক্ষসের সব গিরি কাটে একে একে॥

ব্যর্থ যদি নিজ অস্ত্র তবে ইন্দ্রজিৎ।
মেঘ নামে মহা অস্ত্র ছাড়িল ত্বরিত॥
অন্ধকার করিয়া ধাইল মেঘগণ।
মুষলের ধারে বৃষ্টি করে বরিষণ॥
কড় কড় শব্দে ডাকি শিলা বৃষ্টি হয়।
চপলা প্রকাশে ঝলসিয়া আখিদ্বয়॥
ভীম রবে অশনি পড়িছে স্থানে স্থানে।
পড়িল অগণ্য কপিসৈন্য সেই বাণে॥
লক্ষ্মণ ছাড়িল বায়ু অস্ত্র সেই ক্ষণ।
দূরে উড়ে গেল ঝড়ে যত মেঘগণ॥
তার পর সেই ঝড়ে উড়ি নিশাচর।
সাগরে পড়িয়া ডুবে মরিল বিস্তর॥
তাহা দেখি ইন্দ্রজিৎ মনে পেয়ে ত্রাস।
ছাড়িল দারুণ অস্ত্র নামেতে আকাশ॥
আকাশে মিলিয়া বায়ু নিবারিল ঝড়।
নানা অস্ত্র দোঁহে বরিষয়ে অতঃপর॥
উভয়ে সমান বীর নহে উন কেহ।
উভয়ে বিন্ধয়ে বাণে উভয়ের দেহ॥
নীল মেঘ সম ইন্দ্রজিতের বরণ।
রক্ত সন্ধ্যা সম শোভা করিল ধারণ॥
এইরূপে তিন দিবা রাত্রি রণ চলে।
ক্রমে ক্রমে ইন্দ্রজিৎ টুটে আসে বলে॥
দৈববলে বলীয়ান সুমিত্রা-নন্দন।
অটুট বিক্রমে সম ভাবে করে রণ॥
তাহা দেখি রাক্ষসের ভয়ের সঞ্চার।
হাতের ধনুক খসি পড়ে বার বার॥
জানিল নিশ্চয় আজি সমরে মরণ।
শুকায় অধর ওষ্ঠ শুকায় বদন॥
তাহা দেখি বিভীষণ কহেন লক্ষ্মণে।
দেখ বীর চাহি ইন্দ্রজিতের বদনে॥
ভগ্নমন হীনবীর্য্য এবে দুরাচার।
বদনে তাহার চিহ্ন হ'তেছে প্রচার॥
ক্ষমা না করহ তারে এই সুসময়।
বধহ দুষ্টেরে মারি দিব্য অস্ত্রচয়॥

এত শুনি সৌমিত্রি যুড়িল এক শর।
দেবাসুর গন্ধর্ব্ব যক্ষেতে ভয়ঙ্কর॥
স্বর্ণময় পক্ষ তার সুপর্ব্ব সরল।
মুখে অগ্নি জ্বলে সদা যেন কালানল॥
বিষধর সম শর গর্জ্জে বার বার।
দেখি ভয়ে কম্পান্বিত রাবণ-কুমার॥
আকর্ণ টানিয়া গুণ ছাড়িল লক্ষ্মণ।
বায়ুবেগে যায় বাণ করি সন্ সন্॥
ভীম বলে পড়ি ইন্দ্রজিতের গলায়।
কিরীট-শোভিত শির কাটিয়া ফেলায়॥

লক্ষ্মণের শিবিরে প্রত্যাগমন।

ইন্দ্রজিৎ পড়ে রণে, আনন্দে অমরগণে,
ইন্দ্রালয়ে করে মহোৎসব।
নাচে গায় অবিরত, দেবের রমণী যত,
চারি দিকে হৈ হৈ রব॥
পারিজাত বরিষণ, করি দেবাঙ্গনাগণ,
লক্ষ্মণে পূজয়ে বার বার।
বাহু তুলি ঋষি সব, করি জয় জয় রব,
আশীর্ব্বাদ করে অনিবার॥
যতেক বানর বীর, পূজা করে সৌমিত্রির,
রাম জয় বাণী মাত্র মুখে।
দেখে শুনে বিভীষণ, অতি পুলকিত-মন,
প্রেমধারা ঝরে দুটী চোখে॥
রাক্ষসের খর বাণে, লক্ষ্মণ ব্যথিত প্রাণে,
অঙ্গে ক্ষতচিহ্ন অগণন।
রুধির ছুটিছে ধারে, শক্তিহীন কলেবরে,
যাতনায় বিষণ্ণ বদন॥
বিভীষণ বলে ভাই, আইস শিবিরে যাই,
এখনি যাতনা যাবে দূরে।
শরীরে পাইবে বল, রামের কর-কমল,
পরশন হ'লে স্নেহভরে॥
লক্ষ্মণ এতেক শুনে, বিভীষণ হনুমানে,
নিকটে ডাকিয়া আপনার।

দু জনার স্কন্ধমূলে, দুটী বাহু দিয়া তুলে,
ধীরে ধীরে হনু আগুসার ॥
চারি দিকে কপিগণ, লক্ষ্মণে করি বেষ্টন,
সিংহনাদ করে মহাসুখে।
লম্ফন কুর্দ্দন করি, কাঁপাইল লঙ্কাপুরী,
সদা রাম জয় রব মুখে ॥
ক্রমে উপনীত আসি, যেখানে রাঘব বসি,
সুগ্রীবাদি কপি চারি দিকে ॥
ভবের আরাধ্য পদ, ব্রহ্মার চির সম্পদ,
ধরে বীর আপন মস্তকে ॥
মিতার বদন প্রতি, দৃষ্টি মাত্র রঘুপতি,
বুঝিলেন বিজয় সমরে।
লক্ষ্মণে করিয়া কোলে, আহ্লাদে আপনা ভুলে,
চুম্বন করেন বারে বারে ॥
মস্তক আঘ্রাণ করি, অঙ্গে ক্ষতচিহ্ন হেরি,
পদ্ম আঁখি ভাসিল সলিলে।
কেন্দে কন ওহে মিতে, মিলিবে অনেক সীতে,
হেন ভাই পাব না ভূতলে ॥
কাঞ্চনের বিনিময়ে, কি করিব কাচ লয়ে,
বাঁচিবে না প্রাণের লক্ষ্মণ।
এনে দাও বিষ মোরে, এখনি ভোজন ক'রে,
বিনাশিব এ ছার জীবন ॥
রক্ত নাই গায়ে তার, হয়েছে কঙ্কাল সার,
শক্তিহীন দেখ প্রাণাধিক।
ইন্দ্রজিতে জেনে শুনে, কেনে পাঠালাম রণে,
ধিক মোরে ধিক শত ধিক ॥
রামের বিলাপ শুনে, মোহিত বানরগণে,
সুষেণ নিকটে আসি কয়।
চিন্তা ত্যজ চিন্তামণি, ঔষধ দিয়া এখনি,
করিব আরোগ্য নাহি ভয় ॥
এত বলি ত্বরা ক'রে, নাসায় ঔষধ ধরে,
ঘ্রাণ করে সুমিত্রা-নন্দন।
গুণ অতি চমৎকার, দূরে গেল শ্রমভার,
সুস্থকায় হইলা লক্ষ্মণ ॥
ক্ষতচিহ্ন গেল দূরে, দিব্য কান্তি কলেবরে,
দেখা দিল ঔষধের গুণে।
রণশ্রান্তি দূরে যায়, পূর্ব্ববৎ বল পায়,
হাসিরাশি উদিত বদনে ॥
তখন অনুজে দেখি, রাঘব পরম সুখী,
আলিঙ্গন করে শত বার।
চাহিয়া বদন পানে, আশা নাহি মেটে মনে,
প্রেম-অশ্রু চক্ষে অনিবার ॥
সুধা মাখা বাক্যে পরে, অনুজে জিজ্ঞাসা করে,
করিলে অদ্ভুত কার্য্য ভাই।
ইন্দ্রশত্রু ইন্দ্রজিতে, পারিবে তুমি বধিতে,
কখন মনেও ভাবি নাই ॥
যে অবধি গেছ রণে, কত চিন্তা মোর মনে,
এত শঙ্কা ছিল ইন্দ্রজিতে।
কেমনে বধিলে তারে, শুনিতে বাসনা করে,
বড় কীর্ত্তি রাখিলে জগতে ॥
বিনয়ে লক্ষ্মণ বলে, তব আশীর্ব্বাদ-বলে,
ইন্দ্রজিতে গণি তুচ্ছ করি।
ও রাতুল পদধূলি, মস্তকে লইয়া তুলি,
ত্রিলোক জিনিতে আমি পারি ॥
অনুজের বাক্যে হাসি, মিতার নিকটে আসি,
কোল দেন বিভীষণে রাম।
বলেন তোমার গুণে, জিনিব লঙ্কার রণে,
এত দিনে স্থির জানিলাম ॥
রাঘবের আলিঙ্গনে, বিভীষণ তুষ্ট মনে,
লক্ষ্মণে প্রশংসে বার বার ॥
সুগ্রীবাদি কপিগণ, সবে অতি হৃষ্টমন,
শুনি ইন্দ্রজিতের সংহার ॥

ইন্দ্রজিতের জন্য রাবণের বিলাপ।

ভগ্নদূত ভাবে মনে হ'ল বড় দায়।
কেমনে সম্বাদ দিব রাবণ রাজায় ॥

শুনিলে দারুণ কথা ক্রোধে দশানন।
আগেই বধিবে সে তো আমার জীবন॥
এতেক চিন্তিয়া দূত গিয়া মন্ত্রিগৃহে।
অমাত্যে যুদ্ধের সমাচার সব কহে॥
অসম্ভব কথা শুনি মন্ত্রী মহাশয়।
দূতের বদন চাহি স্থির হয়ে রয়॥
কতক্ষণ পরে তবে লয়ে বন্ধুগণে।
যুক্তি করে কেমনে জানাবে দশাননে॥
নীরব নিস্পন্দ সবে মুখে নাই কথা।
চিন্তায় আকুলচিত্ত নোয়াইয়া মাথা॥
মন্ত্রী কহে এখন উপায় কিবা বল।
সবে মিলি রাজার নিকটে যাই চল॥
কেহ বলে বলিবে কে এ কথা রাবণে।
আগে তাই ঠিক কর বসিয়া এখানে॥
কেহ বলে কথাটাই অসম্ভব ভারি।
দূতের কথায় ভর করিতে না পারি॥
ইন্দ্রশত্রু ইন্দ্রজিতে বধিবে মানুষে।
বিশ্বাস না হয় ভাই আমার মানসে॥
কেহ বলে যখন কপাল ভাঙ্গে যার।
কাঁঠের ময়ূরে গিলে খায় হার তার॥
এ যুদ্ধের আগা গোড়া সব অসম্ভব।
সসৈন্য দূষণে বধে একাকী রাঘব॥
একা হনুমান লঙ্কা দহিল অনলে।
বানরে বান্ধিল সেতু সাগরের জলে॥
কুম্ভকর্ণ সম বীর কে ছিল লঙ্কায়।
কোন্ দেব আসি বল বধিল তাহায়॥
একা রাম বীরশূন্য কৈল লঙ্কাপুরী।
ইন্দ্রজিৎ বধ কিসে অসম্ভব ভারি॥
যুক্তি শুনে সকলে নীরব হয়ে রয়।
কিছু পরে এক বৃদ্ধ সবাকারে কয়॥
সত্য বটে কপালে সকলি করে ভাই।
দেখিয়া করিতে কার্য্য তবু ক্ষতি নাই॥
গুরুতর কথা এটা দেখ চিন্তা করি।
সত্য মিথ্যা আগে জান নিজ চক্ষে হেরি॥

এই বাক্যে এক তানে সবে দিয়া সায়।
নিকুম্ভিলা যজ্ঞস্থানে দেখিবারে যায়॥
দেখিল রুধিরে রাঙ্গা সমর-অঙ্গন।
রাক্ষসের শবে করিয়াছে আচ্ছাদন॥
শকুনি গৃধিনী বসি শবের উপরে।
উদর ছিঁড়িয়া নাড়ী টেনে বার করে॥
কুকুর শৃগাল কভু যায় খেদাইয়া।
উড়িয়া শকুনি বৈসে অন্য শবে গিয়া॥
রুধিরে পিচ্ছিল ভূমি কাদা সব ঠাঁই।
সচ্ছন্দে হাঁটিতে পারি হেন পথ নাই॥
পচা গন্ধে উদরের নাড়ী উঠে পড়ে।
প্রাণপণে সবে নিজ নাসা টিপে ধরে॥
মুমূর্ষু অবস্থা কারু হস্ত পদ কাটা।
কাঁদিতেছে জল জল শব্দ প্রাণ-ফাটা॥
ফিরিতে ঘুরিতে সবে নিরখে সভয়ে।
ভূমিতে লোটায় মুণ্ড দেহহীন হয়ে॥
প্রশস্ত ললাট চারু চন্দনে চর্চ্চিত।
শ্রুতিযুগ মণিময় কুণ্ডলে শোভিত॥
কিরীট আছয়ে পড়ি নিকটে তাহার।
মহামূল্য হীরকে খচিত চারি ধার॥
অতুল বীরত্ব-রেখা লেখা সে ললাটে।
দেখিয়া দুর্দ্দশা দর্শকের প্রাণ ফাটে॥
বন্ধুগণ সহ মন্ত্রী কান্দিলা অঝোরে।
বিলাপ করিয়া কত কহিলা কাতরে॥
ধন্য ইন্দ্রজিৎ তুমি বীর-চূড়ামণি।
উপযুক্ত শয্যা তব এই রণভূমি॥
ভেব না মরেছ তুমি সমরে পড়িয়া।
রহিলে এ ধরাধামে অমর হইয়া॥
জন্মভূমি লাগি দিলে জীবন তোমার।
এ যশে রহিবে পূর্ণ অখিল সংসার॥
গাইবে অপ্সরীগণ তব যশোগান।
ভুঞ্জিবে অক্ষয় স্বর্গ তাহে নাহি আন॥
বার বার শত্রুরে মথিয়া মহারণে।
নিয়তির বশে শেষে হারালে জীবনে॥

তোমার লাগিয়া মোরা শোক নাহি করি।
এই চিন্তা কেমনে সহিবে মন্দোদরী॥
কেমনে শুনাব কথা বধূ প্রমীলায়।
কেমনে সম্বাদ দিব রাবণ রাজায়॥
এইরূপে বিলাপ করিয়া মন্ত্রিবর।
কান্দিয়া ফিরিল সবে যথা লঙ্কেশ্বর॥
রাবণে দেখিয়া মন্ত্রী কান্দি উচ্চৈঃস্বরে।
কহিল তনয় তব পড়িল সমরে॥
অশনি সদৃশ বাণী শুনি দশানন।
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে ত্যজি সিংহাসন॥
চৈতন্য পাইয়া পুনরায় ক্ষণ পরে।
বিলাপ করয়ে কত কান্দি উচ্চৈঃস্বরে॥
হা পুত্র হা মহাবীর রথীর প্রধান।
এই কি হইল বাছা তব পরিণাম॥
সমরে কভু না গণ্য করিতে অমরে।
ইন্দ্রজিৎ নাম তব ইন্দ্রে জয় ক'রে॥
না জানি বিধির চক্র অদ্ভুত কেমন।
সহিতে নারিলে ক্ষুদ্র মানুষের রণ॥
সুখে নিদ্রা যাবে স্বর্গপুরে সুরপতি।
পাইয়া তোমার ভয়ে আজি অব্যাহতি॥
ঘরের দুয়ারে শত্রু সিংহনাদ করে।
হেন দুঃসময়ে বাপ ছেড়ে গেলি মোরে॥
কে আর যুঝিবে থাকি মেঘের আড়ালে।
কে বধিবে বানরে বর্ষিয়া শরজালে॥
কে বান্ধিবে রাঘবে লক্ষ্মণে নাগপাশে।
সাহসে বান্ধিব বুক কাহার আশ্বাসে॥
করিলে প্রতিজ্ঞা যবে গিয়াছিলে রণে।
সমরে বধিব আজি শ্রীরাম লক্ষ্মণে॥
কেমনে করিলে ভঙ্গ প্রতিজ্ঞা আপন।
ইন্দ্রজিতে হেন কভু না হয় শোভন॥
একা তোমা বিনা মোর জগত আন্ধার।
বাহিরে ভিতরে শূন্য সকলি আমার॥
এখনো বাঁচিয়া আছে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
সুগ্রীব অঙ্গদ হনুমান বিভীষণ॥
তাই রাখিয়াছি দেহে এ পাপ পরাণ।
প্রতিহিংসা এ অন্তরে এত বলবান॥
এইরূপে বিলাপ করয়ে লঙ্কেশ্বর।
কোপাগ্নিতে ক্রমে জ্ব'লে উঠিল অন্তর॥
উচ্চ হাস্য করি কহে সীতা নহে নারী।
মৃত্যুপতি আপনি আইল ছল করি॥
তাহার লাগিয়া মোর এই সর্ব্বনাশ।
অতএব তারে আজি করিব বিনাশ॥
মায়া-সীতা ইন্দ্রজিৎ করিল নিধন।
প্রকৃত সীতার আমি বধিব জীবন॥
এত বলি অসি লয়ে লোহিত নয়নে।
চলিল রাবণ রাজা অশোকের বনে॥
পাত্র-মিত্রগণ সঙ্গে করয়ে গমন।
স্ত্রী-হত্যার কথা শুনে বিষণ্ণ বদন॥
কিন্তু রাবণের কোপে মনে এত ভয়।
নিষেধ করিতে সাধ্য কারু নাহি হয়॥
সহজে ভীষণমূর্ত্তি দুষ্ট দশানন।
মহাক্রোধে শতগুণে হইল ভীষণ॥
দূরে হ'তে রাক্ষসের ক্রূর মূর্ত্তি হেরে।
অতি ভয়ে সীতা দেবী কাঁপিল অন্তরে॥
জীবনে নিরাশ হয়ে মুদিয়া নয়ন।
মনে মনে রাম-নাম করয়ে স্মরণ॥
হৃদি-পদ্মাসনে বসাইয়া নবঘনে।
ধ্যানে মগ্ন জনক-নন্দিনী এক মনে॥
দেখিলা সহসা নীল নব জলধর।
জিনিয়া বরণ সুচিকণ মনোহর॥
গলে বনমালা সাজে কৌস্তভ হৃদয়ে।
বিরাজিত ভৃগুপদ-চিহ্ন উজলিয়ে॥
চতুর্ভুজে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শোভে।
মধুপ উড়য়ে মুখ-মকরন্দ-লোভে॥
শ্রুতিমূলে মণিময় কুণ্ডল ঝলকে।
বদনে চাঁদের জ্যোতি খেলিছে পুলকে॥
আকর্ণ খঞ্জন-আঁখি রক্ত আভা তায়।
অধরোষ্ঠ বিম্বযুগ সম শোভা পায়॥

কটীতটে পরিপাটী পীত ধটী পরা।
পদ-কোকনদ পাশে উড়িছে ভ্রমরা॥
রূপের ছটায় দশ দিক উজলিয়া।
রত্নসিংহাসনে রাম আছেন বসিয়া॥
লক্ষ্মীরূপে আপনি তাহার বামপাশে।
স্থির সৌদামিনী যথা জলদে বিকাশে॥
বিধি বিষ্ণু মহেশ্বর আদি দেবগণ।
সম্মুখে বসিয়া স্তব করে অনুক্ষণ॥
অগণ্য রাবণ কুম্ভকর্ণ মেঘনাদ।
করযোড়ে দাঁড়াইয়া করে স্তুতিবাদ॥
এখানে রাবণ অতি ত্বরিত গমনে।
অসি-হস্তে উপনীত সীতা-সন্নিধানে॥
তর্জ্জন গর্জ্জন করি উদ্যত বধিতে।
হেন কালে সুপার্শ্ব ধরিল তার হাতে॥
বিনয়ে কহিলা মন্ত্রী শুন লঙ্কাপতি।
নারী বধি রাখিও না জগতে অখ্যাতি॥
বীরের উচিত যাহা করহ এখন।
রামে বধি ভোগ কর সীতার যৌবন॥
যাহার যৌবন রূপে মজাইয়া চিত।
পুত্র পৌত্র বন্ধুজনে হইলে বঞ্চিত॥
তাহারে বধিতে চাও কোন্ যুক্তি ধরি।
হাসিবে তোমারে লোকে দিয়া টিটকারি॥
এতেক বচন যদি বলে মন্ত্রিবর।
ক্ষান্ত হয়ে গৃহে ফিরি গেল লঙ্কেশ্বর॥

মন্দোদরীর বিলাপ।

ত্যজি অন্তঃপুর দশাননের মহিষী।
পাগলিনী সম বেশ, এলায়ে পড়েছে কেশ,
ভাসাইয়া গণ্ডদেশ ঝরে অশ্রুরাশি।
অরুণ নয়ন দুটী, গায় মাথা ধূলা মাটি,
রতন-ভূষণ কোথা পড়িয়াছে খসি।
শোক-রাহু গরাস ক'রেছে মুখশশী॥

ঠাওরে পড়ে না পদ বারেক ধরায়।
ধেনু যথা বৎস হারা, ধায় রাণী সেই ধারা,
বসন-অঞ্চল খসি ধূলায় লুটায়।
দৃষ্টি সদা শূন্য পানে, কভু শিরে কর হানে,
ভাসাইয়া দেহ খানি রুধির-ধারায়।
কি শুনি! বলিয়া রাজ-সম্মুখে দাঁড়ায়॥

কহ নাথ কোথা মোর নয়নের মণি।
না হেরে সে চাঁদ-মুখ, বিদরিয়া যায় বুক,
বারেক বাছায় মোর কোলে দাও আনি।
তোমার ভয়েতে কাল, সশঙ্কিত সদাকাল,
আজ্ঞা দিলে পালিবে সে আদেশ এখনি।
হারা নিধি ফিরে পাবে এ মন্দভাগিনী॥

হ'ল না কি দয়া নাথ দুখিনীর প্রতি।
কি দেখ নীরব হয়ে, আমার বদন চেয়ে,
দেখনি কি কভু আর এ পোড়া মুরতি।
বিলম্ব সহিতে নারি, তোমার চরণে ধরি,
পাঠাইয়া দাও দূত যমের বসতি।
অথবা আপনি তথা যাও লঙ্কাপতি॥

যদি নাহি দিবে এনে প্রাণের বাছারে।
কি কাজ জীবন লয়ে, মরিব গরল খেয়ে,
গলায় পাষাণ বান্ধি পশিব সাগরে।
পূরাইব মন-সাধ, যথা আছে মেঘনাদ,
মায়ে পোয়ে তথা গিয়া মিলিব সত্বরে।
আর কভু কোল-ছাড়া করিব না তারে॥

শিখায়ে নিমিখ নিদ্রা ত্যজিতে নয়নে।
সুধাংশু-বদন তার, নিরখিব অনিবার,
জুড়াইতে দগ্ধ হৃদি বসি নিরজনে।
সদাই মনের সুখে, শত চুম দিব মুখে,
মা ব'লে ডাকিবে যবে সে চাঁদ-বদনে।
ভাসিব অমিয়-হ্রদে সেই কথা শুনে॥

দিব না আসিতে আর এই পাপ পুরে।
করিব না তব নাম, কহিব যে লঙ্কাধাম,
ডুবিয়া গিয়াছে সেই অতল সাগরে।
পাছে তব নাম শুনে, আবার স্বভাব-গুণে,
বীর রস জাগি উঠে বাছার অন্তরে।
আবার সমরে আসে দুখিনীরে ছেড়ে॥

তুমি তো পুরুষ জাতি কঠিন-পরাণ।
যদি পুনঃ দেখা পাও, তখনি কহিবে যাও,
যুদ্ধ জিনি মোরে পুত্র কর পরিত্রাণ।
মায়ের অন্তরে কত, যাতনা তা জান না তো,
ফুটিলে বাছার অঙ্গে সূচিকা-প্রমাণ।
কাটিয়া হৃদয় মোর হয় শত খান॥

পাগলিনী হায় আজি লঙ্কার ঈশ্বরী।
নাথের চরণ দুটি, দুহাতে ধরিয়া আঁটি,
কহে ছাড়িব না আর পদ মন্দোদরী।
বিতরি করুণা-লেশ, দাসীর যাতনা শেষ,
কর নাথ খরশান খড়্গ প্রহারি।
জুড়াক এ দগ্ধ প্রাণ বাছায় নেহারি॥

রাণীর প্রলাপ-বাক্য শুনিয়া শ্রবণে।
টলিল বীরের মন, প্রশমিত হুতাশন,
আহুতি পাইয়া যথা জ্বলে শত গুণে।
নয়নের দৃষ্টি হরি, ঝরিল প্রভূত বারি,
সরে না বচন আর বিশুষ্ক বদনে।
প্রকাশে শোকের বেগ নীরব রোদনে॥

সম্বরি রোদন তবে কতক্ষণ পরে।
ধরিয়া প্রিয়ার হাত, কহে রাক্ষসের নাথ,
বীরপত্নী তুমি দেবি খ্যাত চরাচরে।
বিধাতা সাধিল বাদ, বীর পুত্র মেঘনাদ,
ইন্দ্রে জিনি ইন্দ্রজিৎ নাম যেবা ধরে।
কে জানে পড়িবে ক্ষুদ্র নরের সমরে॥

পালিয়া বীরের ধর্ম্ম পুত্র তব সতি।
আপনার ভুজবলে, দলিয়া অরাতিদলে,
সম্মুখ সমরে পড়ি লভিল সদ্গতি।
যশে তার রবে ভরা, সমুদয় বসুন্ধরা,
গগনে যাবৎ শশী সুরযের গতি।
কে করে এ হেন পুত্র লাগি শোক সতি॥

রাণী বলে ক্ষম নাথ বুঝাতে হবে না।
তোমার সুখের পথে, চাহি না কণ্টক হ'তে,
কান্দিয়া তোমারে কষ্ট করিতে চাহি না।
বিলম্ব নাহিক আর, ত্যজিতে জীবন-ভার,
এত কষ্ট অবলার পরাণে সহে না।
রাখি না হে লঙ্কেশ্বর সংসার-বাসনা॥

দশানন বলে প্রিয়ে হ'লে উন্মাদিনী।
মরিয়া কোথায় যাবে, আর কি তাহারে পাবে,
কার কাছে শুনিলে এ অলীক কাহিনী।
যমের আলয় নামে, নাহি স্থান বিশ্বধামে,
আকাশ-কুসুম সম মিথ্যা এই বাণী।
স্থির কর চিত্ত প্রিয়ে মোর কথা শুনি॥

ব্রহ্মের স্বরূপ আত্মা হয় নিরাকার।
যদিও সর্ব্বত্রে রয়, ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নয়,
চৈতন্য-স্বরূপ অতীন্দ্রিয় নির্ব্বিকার।
নাই অন্ত নাই আদি, নিত্য বস্তু নিরবধি,
সাক্ষী-রূপে সর্ব্বভূতে করয়ে বিহার।
যোগী ঋষি ধ্যানে রত চিন্তায় যাহার॥

সেই আত্মা জীব-দেহে যখন জড়িত।
ভুলিয়া আপন তত্ত্ব, মায়াতে মোহিতচিত্ত,
তুমি আমি ভেদ জ্ঞানে হয় অভিভূত।
জনক জননী পত্নী, খুড়া জেঠা ভাই ভগ্নী,
এইরূপ সম্বন্ধ পাতায় শত শত।
অভিন্ন সবার আত্মা হইয়া বিস্মৃত॥

যে আত্মা তোমার দেহে আমাতেও তাই।
রাজা রাজচক্রবর্ত্তী, সুদীন দরিদ্র অতি,
উভয়ের মধ্যে প্রিয়ে কিছু ভেদ নাই।
কেবল মায়ার বশে, আমরা হারায়ে দিশে,
শূন্য মাঝে মরীচিকা দেখিবারে পাই।
আমি শ্রেষ্ঠ সে নিকৃষ্ট জল্পনা সদাই॥

দেখেছ তো সিন্ধুজলে বুদ্বুদ উঠিতে।
রবিকরে দীপ্তকায়, অমূল্য মাণিক প্রায়,
ক্ষণেকের তরে কত শোভা বিস্তারিতে।
আবার তখনি প্রিয়ে, সিন্ধুজলে লীন হ'য়ে,
কোথা যায় জলবিম্ব পার কি বলিতে।
যা হ'তে জনম শেষে পরিণত তাতে॥

পুনঃ সেই জলবিন্দু যদি কোন কালে।
বিশ্বের আকার ধরি, ভাসে সিন্ধু-বক্ষোপরি,
ধরি সেই রবিকর নিজ শুভ্র ভালে।
বল দেখি সত্য ক'রে, চিনিতে কি পার তারে,
অথবা সে বিম্ব সিন্ধু-সলিলে মিশালে।
প্রভেদ করিতে তারে পার কি দেখিলে॥

তেমতি ব্রহ্মের রূপ এ বিশ্ব-সাগরে।
তুমি আমি বারে বারে, উঠিতেছি বিশ্বাকারে,
পাইতেছি লয় পুন ভাসি ক্ষণ তরে।
দেহ পুড়ে ছাই হয়, বায়ুতে বায়ু মেলয়,
ব্রহ্মের সত্তায় আত্মা মিশায় সত্বরে।
এই তো যমের বাড়ী বুঝহ অন্তরে॥

কায়ামুক্ত মাত্র আত্মা মায়ামুক্ত হয়।
তখন কে কার মাতা, কেবা কার জন্মদাতা,
কারাগৃহ সম সেই কায়া প'ড়ে রয়।
বন্দী কারামুক্ত হ'য়ে, গৃহে যথা যায় ধেয়ে,
তেমতি আনন্দে গিয়া ব্রহ্মেতে মিলয়।
ইহাকেই লোকে প্রিয়ে বৈতরণী কয়॥

যোগবলে আত্মজ্ঞান লভে যোগিগণ।
বাসনা রাখে না মনে, লোষ্ট্রবৎ দেখে ধনে,
জগৎ যুড়িয়া সব আত্মীয় স্বজন।
অথচ নির্লিপ্ত-চিত্ত, সদা ব্রহ্মানন্দে মত্ত,
সুখে দুখে সমভাবে প্রফুল্লিত-মন।
ইহাকেই জীবন্মুক্ত বলে সুধীজন॥

সামান্যা রমণী তুমি নহ তো প্রেয়সি।
তত্ত্ব-শাস্ত্র অগণন, করিয়াছ অধ্যয়ন,
রমণীর মধ্যে তুমি পরমা বিদুষী।
সংসার অনিত্যময়, এ কথা নূতন নয়,
প্রতি পলে পায় লয় কত রবি শশী।
দেখিয়া আসিছ এইরূপ দিবানিশি॥

দৃশ্যমান এই বিশ্ব কদিনের তরে।
আজি যথা মহাগিরি, মেঘমালা ভেদ করি,
উঠিয়াছে উপজিয়া বিস্ময় অন্তরে।
না হইতে নিশা শেষ, রবে না তাহার লেশ,
দেখিবে ডুবেছে দেশ অতল সাগরে।
উঠেছে পর্ব্বতমালা সিন্ধুর মাঝারে॥

শ্যামল শস্যের ভার হৃদয়ে ধরিয়া।
গরবে ফুলায়ে বুক, হাসি-ভরা চাঁদ-মুখ,
পড়িছে বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র রূপেতে ঢলিয়া।
কলস্বনা গিরিনদী, মাঝে মাঝে নিরবধি,
দিয়াছে রজত-ভূষা অঙ্গে পরাইয়া।
জুড়ায় নয়ন মন সে শোভা হেরিয়া॥

দেখ সেই ক্ষেত্র পুন দুই দিন পরে।
নাই তাহে শস্যভার, মরুর আকার তার,
বালুরাশি জ্বলিতেছে দিবাকর-করে।
ভয়ে তথা আগমন, নাহি করে জীবগণ,
পথিক ত্যজয়ে তায় সভয় অন্তরে।
জীবন-সংশয় যদি পথ ভুলে পড়ে॥

এ সংসারে চিরদিন কিছুই রবে না।
এই যে সুবর্ণপুরী, মানস মোহিত হেরি,
বিশ্বের মাঝারে যার নাহিক তুলনা।
কোন দিন লয় পাবে, সাগরে ডুবিয়া যাবে,
দেখিলে তখন আর নাহি যাবে চেনা।
অনিত্য বস্তুর লাগি বৃথা কান্দিও না॥

পতির বচনে সতী কি ভাবি অন্তরে।
নিমিখ নাহিক চোখে, বচন সরে না মুখে,
শূন্য মনে পতি-মুখ এক দৃষ্টে হেরে।
ক্রমে হয় অবসাদ, কোথা বাপ মেঘনাদ,
বলিয়া মহিষী অতিশয় ক্ষীণ স্বরে।
হারাইয়া জ্ঞান পড়ে ধরণী-উপরে॥

আস্তে ব্যস্তে দশানন তুলিয়া প্রিয়ায়।
দারুণ মনের দুখে, অন্তঃপুর-অভিমুখে,
দামিনী-জড়িত জলদের সম যায়।
চামর ধরিয়া হাথে, ভৃঙ্গার লইয়া হাতে,
শত শত সহচরী ত্বরা করি ধায়।
মহিষীর অঙ্গে সবে চামর ঢুলায়॥

অন্তঃপুরে রাণীরে রাখিয়া দশানন।
শোকাগ্নি জ্বলিছে হৃদে, অধীর হইয়া ক্রোধে,
সত্বরে মন্ত্রণাগৃহে দিলা দরশন।
ডাকিয়া অমাত্যগণে, আজ্ঞা দিলা সাজ রণে,
আজি নর বানরের বধিব জীবন।
শুনিয়া সমর-সজ্জা করে সৈন্যগণ॥

রাক্ষসসৈন্যের সহিত রামের সমর।

প্রভাত-গগনে, লোহিত বরণে,
সমুদিত দিবাকর।
নানা প্রহরণ, করিয়া ধারণ,
রণে সাজে নিশাচর॥

অঙ্গে লৌহ বর্ম্ম, হাতে অসি চর্ম্ম,
রত্নময় তূণ পিঠে।
হৈম শরাসন, করে সুশোভন,
ভীম খড়্গ কটীতটে॥
হস্তী অশ্ব রথ, আবরিল পথ,
আকাশ ঢাকিল ধ্বজে।
মহা যোধগণ, করে আরোহণ,
অশ্ব রথ মহাগজে॥
সৈন্য-পদভরে, টল মল করে,
ত্রিকূট সহিতে লঙ্কা।
স্বরগে অমর, কাঁপে থর থর,
মনেতে পাইয়া শঙ্কা॥
পদাতি রথীর, গর্জ্জন গভীর,
গজের বৃংহিত সনে।
প্রলয়-পয়োধি, জিনি নিরবধি,
উপজে আশঙ্কা মনে॥
রথের ঘর্ঘর, শব্দ ভয়ঙ্কর,
রণবাদ্য মিশি তায়।
শত বজ্র জিনি, করিতেছে ধ্বনি,
চমকি অন্তর কায়॥
বীরদর্পে সেনা, ক্রোধে দিল হানা,
বানর-কটকে পশি।
মার মার রবে, মুহূর্ত্তেকে সবে,
নিষ্কাশিত করে অসি॥
মুষল মুদ্গর, পট্টিশ তোমর,
শেল শূল ধরি করে।
ভীষণ মূরতি, বায়ু জিনি গতি,
শত্রুর উপরে পড়ে॥
অসির প্রহারে, কত কাটি পাড়ে,
গদা মারি ভাঙ্গে মাথা।
শূলের আঘাতে, পড়য়ে ধরাতে,
কপিগণ যথা তথা॥
যত রথিগণ, করে বরিষণ,
শাণিত সায়কচয়॥

বুকে বেজে যার, নাহিক নিস্তার,
ধরাশায়ী সেই হয়॥
কার হাত খান, কারু নাক কাণ,
কারু বা চরণ কাটে।
বিকট চীৎকার, করে অনিবার,
শুনিলে পরাণ ফাটে॥
যূথপতিগণ, শিলা বরিষণ,
করিয়া রাক্ষস নাশে।
কত নিশাচর, ত্যজিয়া সমর,
পলায় অঙ্গদের ত্রাসে॥
বৃক্ষের আঘাতে, সমর-ভূমিতে,
রাক্ষস কত যে পড়ে।
সাধ্য হেন কার, গণিয়া তাহার,
সংখ্যা নিরূপণ করে॥
দেখি বিরূপাক্ষ, ছাড়ে লক্ষ লক্ষ,
কালাগ্নি সমান বাণ।
না পারি সহিতে, কপি যূথে যূথে,
পলায় লইয়া প্রাণ॥
রাঘব তখন, ধরি শরাসন,
সমরে পশিল আসি।
দেখিতে দেখিতে, অদ্ভুতে অদ্ভুতে,
রাক্ষসে ফেলিল নাশি॥
বরষিয়া শর, ঢাকিল অম্বর,
রণভূমি অন্ধকার।
স্বপক্ষ বিপক্ষ, নাহি হয় লক্ষ্য,
সব হ'ল একাকার॥
রক্তে নদী বহে, হস্তপদ তাহে,
কাষ্ঠখণ্ড সম ভাসে।
রথ হস্তিচয়, দুই কূল হয়,
তটিনীর দুই পাশে॥
কুম্ভীর হাঙ্গর, আদি জলচর,
হইল তাহাতে শব।
কুল কুল ধ্বনি, উঠিছে অমনি,
মুমূর্ষু জীবের রব॥
দৃশ্য ভয়ংকর, কাঁপয়ে অন্তর,
রণভূমি দরশনে।
নিশাচরগণ, করে পলায়ন,
প্রমাদ গণিয়া মনে॥

লক্ষ্মণের শক্তিশেলে পতন।

অসংখ্য রাক্ষস-সেনা পড়িল সমরে।
নিশাচরীগণ কান্দে প্রতি ঘরে ঘরে॥
হা! নাথ বলিয়া কেহ কান্দে পতিশোকে।
জ্ঞানহারা করাঘাত করয়ে মস্তকে॥
হা পিতঃ! হা ভ্রাতঃ! বলি কান্দে নিশাচরী।
পুত্রশোকে আকুল কেহবা ভূমে পড়ি॥
ক্রোধে শূর্পণখারে সকলে গালি পাড়ে।
কত নিশাচরী কটু কহে লঙ্কেশ্বরে॥
হাহাকার রবে পূর্ণ হইল নগর।
শুনি ক্রোধে রাবণের কাঁপে কলেবর॥
বিরূপাক্ষ মহাপার্শ্ব আর মহোদরে।
ডাকিয়া আদেশ করে সাজিতে সমরে॥
কহিলা সমরক্ষম যে আছে লঙ্কাতে।
আজ্ঞা দেহ মোর সঙ্গে সমরে যাইতে॥
আজি রণে দেখাইব বিক্রম আমার।
অরাম বা অরাবণ হইবে সংসার॥
বজ্রের অধিক মোর সায়ক-সকল।
বিনাশিবে সমুদয় বানরের দল॥
শরাঘাতে রবি-শশী কাটিয়া পাড়িব।
অগ্নি অবতার করি পৃথিবী দহিব॥
ইন্দ্রজিৎ-শোকরূপ বহ্নি দীপ্তিমান।
নর বানরের রক্তে করিব নির্ব্বাণ॥
কুম্ভকর্ণ আদি রাক্ষসের প্রেতগণ।
রুধিরে করিবে আজি উদর-পূরণ॥
এত বলি দশানন চড়ে গিয়া রথে।
লঙ্কাশূন্য করি সবে চলিল পশ্চাতে॥
যাত্রাকালে দেখে বীর নানা অমঙ্গল।
রথধ্বজে উড়ে বৈসে গৃধিনী সকল॥

রবিকর মন্দ বায়ু বহে ঝর ঝর।
কুকুর শিয়াল কান্দে তুলি উচ্চৈঃস্বর॥
বিনামেঘে রক্তবিন্দু হয় বরিষণ।
পড়িয়া উঠিতে নাহি চায় অশ্বগণ॥
গ্রাহ্য না করিয়া লঙ্কেশ্বর চলে রণে।
টানিয়াছে আজি তারে আসন্ন মরণে॥
মার মার শব্দ করি রাবণের সেনা।
প্রচণ্ড বেগেতে কপিদলে দিল হানা॥
ভাঙ্গিলে সিন্ধুর সেতু ছোটে যথা জল।
সেইরূপে বেগে ধায় রাক্ষসের দল॥
শেল শূল মুষল আঘাতে নিশাচর।
বিন্ধিয়া কপির দেহ করিল জর্জ্জর॥
রুধিরে হইল নদী সমর-অঙ্গনে।
সহিতে না পারি ভঙ্গ দেয় কপিগণে॥
তাহা দেখি সুগ্রীব ধরিয়া মহাশিলা।
বায়ুবেগে আসি বীর রণে প্রবেশিলা॥
বড় বড় কপিগণ সুগ্রীবের সঙ্গে।
আসিয়া মাতিল সবে সমর-তরঙ্গে॥
শিলা বৃক্ষ প্রহারে বধয়ে নিশাচরে।
সংখ্যা নাই সমরে রাক্ষস কত পড়ে॥
তবে দশানন চায় বিরূপাক্ষ পানে।
রাজার আজ্ঞায় প্রবেশিল বীর রণে॥
অদ্ভুত সমর-শিক্ষা রথীর প্রধান।
দেখিতে দেখিতে ছাড়ে লক্ষ লক্ষ বাণ॥
কালসর্প সম শরে বিন্ধে কপিদল।
রাক্ষসের দল পুন হইল প্রবল॥
সিংহনাদ ছাড়ি সবে কাঁপায় ধরণী।
কপিসেনা পলায় মনেতে ভয় গণি॥
সুগ্রীবের শরণ লইল সবে গিয়া।
দেখি কপিরাজ তবে উঠিল গর্জ্জিয়া॥
দীর্ঘ তরুবর এক ধরি বাম হাতে।
বেগে উপনীত বিরূপাক্ষের সাক্ষাতে॥
ঘুরাইয়া বৃক্ষ মারে রাক্ষসের রথে।
চূর্ণ হয় রথ তার সারথি সহিতে॥

লাফ দিয়া বিরূপাক্ষ পড়ি ভূমিতলে।
ভীষণ পরিঘ এক হাতে লয় তুলে॥
তাহা দেখি কপিরাজ চারি দিকে চায়।
অদূরে বিপুল গদা দেখিবারে পায়॥
লাফ দিয়া সেই গদা লইল তুলিয়া।
পুন বিরূপাক্ষ পাশে আসে লাফ দিয়া॥
উভয়ে সমান বীর কৌশলে সমান।
দোঁহে দোঁহাকার ঘায়ে হয় কম্পমান॥
মণ্ডলী করিয়া দোঁহে ফেরে রণস্থলে।
প্রহার করয়ে কভু সুযোগ পাইলে॥
কভু অস্ত্র ফেলি দোঁহে করে জড়াজড়ি।
কভু বা ভূমিতে পড়ি যায় গড়াগড়ি॥
নখ দন্ত প্রহারে ছিঁড়িল কলেবর।
সর্ব্বাঙ্গে রুধির-ধারা বহে ঝর ঝর॥
এইরূপে দণ্ড চারি যুঝি দুইজনে।
কেহ কারে নাহি পারে জিনিবারে রণে॥
তবে কপিরাজ ক্রোধে হইয়া আগুনি।
ভাঙ্গে রাক্ষসের বক্ষ বজ্রমুষ্টি হানি॥
পড়িল সমরে বিরূপাক্ষ মহাবল।
আনন্দে গর্জ্জিয়া উঠে বানরের দল॥
দেখি লঙ্কেশ্বর আজ্ঞা দিল মহোদরে।
দেখাও বিক্রম বধি সুগ্রীব বানরে॥
রাজার আদেশে বীর ধরি ধনুর্ব্বাণ।
বিন্ধিয়া কপির অঙ্গ করে খান খান॥
বাণ খেয়ে সুগ্রীব দারুণ ক্রোধভরে।
নিক্ষেপ করিল শিলা রাক্ষস উপরে॥
তাহা দেখি মহোদর মারি তিন বাণ।
অর্দ্ধপথে শিলা কাটি করে খান খান॥
শিলা ব্যর্থ দেখিয়া কুপিল কপীশ্বর।
উপাড়িয়া আনে এক দীর্ঘ তরুবর॥
সেই তরু প্রহার করিল রথোপরি।
সারথিরে পাঠাইলা শমনের পুরী॥
অচল হইল রথ দেখি মহোদর।
অসি চর্ম্ম ধরিয়া হইল অগ্রসর॥

প্রচণ্ড বেগেতে ধায় বধিতে সুগ্রীবে।
তাহা দেখি আনন্দিত নিশাচর সবে॥
অটল অচলবৎ সুগ্রীব রাজন।
বৃক্ষ-হাতে মহোদরে করে নিরীক্ষণ॥
পাক দিয়া মারে বৃক্ষ রাক্ষসের মাথে।
মহোদর জ্ঞান-হত পড়ে ধরণীতে॥
এইরূপে মহোদরে করিয়া সংহার।
আনন্দে বানররাজ ছাড়ে হুহুংকার॥
মহোদর পড়িল দেখিয়া লঙ্কেশ্বর।
ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে অতি চিন্তিত অন্তর॥
মহাপার্শ্বে আজ্ঞা দেন করিতে সমর।
শুনিয়া সারথি রথ চালায় সত্বর॥
ঘন ঘন ধনুক টংকারে মহাবীর।
শব্দ শুনে কপিকুল হইল অস্থির॥
অগ্নি সম শরচয় করি বরিষণ।
দহে কপিসৈন্য যথা দাবদাহে বন॥
রণে ভঙ্গ দিয়া সেনা চারি দিকে ধায়।
তাহা দেখি বালিসুত সকলে ফিরায়॥
পর্ব্বতের চূড়া এক ধরি বীর হাতে।
রণে প্রবেশিল আসি সৈন্যের সহিতে॥
মহাপার্শ্বে দেখিয়া কহিল রোষভরে।
সমরে আইলি দুষ্ট মরিবার তরে॥
থাক থাক রাক্ষস-অধম দুরাচার।
পড়িলি আমার হাতে কোথা যাবি আর॥
যমদণ্ড সম এই পর্ব্বতের চূড়া।
এক ঘায়ে মস্তক করিব তোর গুঁড়া॥
বহুকাল বহু পাপ করিলি পামর।
তার প্রতিফল আজি পাইবি সত্বর॥
দেব দ্বিজে হিংসিলি হরিলি পরনারী।
বলদর্পে মনে মনে অহংকার ভারি॥
ব্রহ্মার বরেতে সুরাসুর জেন রণে।
বানরের হাতে মৃত্যু ভাব নাই মনে॥
এত যদি কহিল অঙ্গদ কপিবর।
গর্জ্জিয়া উঠিল মহাপার্শ্ব নিশাচর॥

ক্রোধে কাঁপে তনু চক্ষু লোহিত-বরণ।
যত মনে আসে কহে কঠোর বচন॥
জানিব মর্কট তুই যত বড় বীর।
ক্ষণেক আমার সনে রণে হ'লে স্থির॥
পিতৃশত্রু তোর রাম জানে সর্ব্ব জন।
কোন্ মুখে তার হ'য়ে করিতেছ রণ॥
যে জন লইল তব পিতৃরাজ্য কাড়ি।
লাজ নাহি বাস সেবা করিতে তাহারি॥
ধিক্ তোর প্রাণে ওরে বানর-অধম।
বৃথা তোর বলবীর্য্য বৃথা পরাক্রম॥
পড়িলি আমার হাতে কোথা যাবি আর।
এক বাণ মারি প্রাণ করিব সংহার॥
এতেক কহিয়া বীর ছাড়ে দিব্য শর।
বিদ্ধি অঙ্গদের তনু করিল জর্জ্জর॥
বড় বড় কপিগণে পাড়িল ধরণী।
দেখিয়া বালির সুত রুষিল অমনি॥
ঘনপাকে ঘুরাইয়া মহাশিলা খান।
শূন্যপথে ছাড়ে বীর দিয়া একটান॥
বিপরীত শব্দে শিলা উঠিল আকাশে।
মহাপার্শ্ব মনে মনে কাঁপিল তরাসে॥
প্রাণপণে ছাড়ে বাণ বজ্রের সমান।
দেখিতে দেখিতে কাটি ফেলে শিলাখান।
লক্ষ্য ব্যর্থ দেখি যুবরাজ কোপে জ্বলে।
ভীম পদাঘাতে রথ খান ভাঙ্গি ফেলে॥
মুষ্ট্যাঘাতে চারি অশ্বে দিয়া যমঘর।
সারথিরে বধিল মারিয়া এক চড়॥
তবে মহাপার্শ্ব এক গদা লয়ে হাতে।
বিপুল বিক্রমে মারে অঙ্গদের মাথে॥
গদা খেয়ে অঙ্গদ পড়িল ধরাতলে।
দেখিয়া আনন্দ বড় রাক্ষস-মহলে॥
চেতন পাইয়া বীর ক্ষণকাল পরে।
শিলা বরিষণ করে রাক্ষস-উপরে॥
পড়িল অগণ্য রক্ষঃসৈন্য রণস্থলে।
পলায় ত্যজিয়া রণ রাক্ষস সকলে॥

তবে ক্রোধে মহাশূর বালির নন্দন।
টান দিয়া আনে তরু দেখিতে ভীষণ ॥
প্রকাণ্ড তরুর কাণ্ড ধরি দুই হাতে।
পুনঃ পুনঃ মারে বাড়ি রাক্ষসের মাথে ॥
ভাঙ্গিল মাথার খুলী নিদারুণ ঘায়।
মহাপার্শ্ব মহাবীর পড়িল ধরায় ॥
তাহা দেখি দশানন ক্রোধে কম্পমান।
পশিয়া সমরে ছাড়ে শত শত বাণ ॥
অমরবিনাশী আশীবিষ সম শরে।
শত শত মহাকপি পড়িল সমরে ॥
শরানলে অগ্নিময় সমর-অঙ্গন।
সহিতে না পারি ভঙ্গ দিল কপিগণ ॥
হাহাকার রবে সবে পলাইয়া যায়।
ভয়ে কেহ পেছুপানে ফিরিয়া না চায় ॥
রাবণ কহিলা তবে সারথির প্রতি।
রামের নিকটে রথ লহ শীঘ্রগতি ॥
আজ্ঞা মাত্র সারথি চালায় রথ খান।
নিমিষে আইসে যথা বসিয়া শ্রীরাম ॥
রাবণে দেখিয়া রাম জ্বলিল অন্তরে।
ধনুক ধরিয়া করে নামিল সমরে ॥
সঘনে টংকার রাম দিলেন ধনুকে।
মহাশব্দে সুরাসুর সকলে চমকে ॥
মহাক্রোধে তবে রাম কহিলা রাবণে।
আজি যুদ্ধে পাঠাইব শমন-ভবনে ॥
সীতার বিরহ-অগ্নি জ্বলিছে অন্তরে।
নির্ব্বাণ করিব আজি তোমার রুধিরে ॥
দশ মাথা কাটিয়া পাড়িব ভূমিতলে।
খাইবে দেহের মাংস কুকুর শৃগালে ॥
স্বর্ণপুরী লঙ্কারাজ্য রহিবে পড়িয়া।
শেষ দেখা একবার লহ রে দেখিয়া ॥
একবার মনে মনে দেখ চিন্তা করি।
কারে দিয়া যাবে তব রাণী মন্দোদরী ॥
এতেক কহিয়া মহাক্রোধে রঘুবর।
ধনুকে যুড়িলা আশীবিষ সম শর ॥
বিদ্যুৎ চমকে যথা সুনীল অম্বরে।
তেমতি ছোটয়ে বাণ শূন্যের মাঝারে ॥
দশ বাণে রাবণের বিন্ধে মর্ম্মস্থল।
কুড়ি বাণে কুড়ি হস্ত করিল বিকল ॥
ললাটে লাগিল পঞ্চ ক্ষুরধার শর।
রক্তে রাঙ্গা হ'ল রাবণের কলেবর ॥
শরজালে দিবাকর-কর আবরিল।
লক্ষ লক্ষ নিশাচর সমরে পড়িল ॥
কুপিল রাক্ষসপতি রামের প্রহারে।
মেঘের নিনাদ জিনি হুহুংকার ছাড়ে ॥
লঘু হস্তে শরজাল করি বরিষণ।
রামের সকল বাণ করিল ছেদন ॥
দূরে গেল অন্ধকার সূর্য্য-প্রকাশে।
দশ বাণ মারে রাঘবের বক্ষদেশে ॥
শেল শূল মুষল ফেলায় ঝাঁকে ঝাঁকে।
তাহার আঘাতে কপি পড়ে লাখে লাখে ॥
হেন কালে ধনু ধরি সুমিত্রানন্দন।
রাবণ-উপরে করে বাণ বরিষণ ॥
এক বাণে কাটি পাড়ে রথের সারথি।
আর বাণে ধনু কাটি ফেলায় সৌমিত্রি ॥
গদার প্রহার তবে রক্ষঃ বিভীষণ।
রথের সকল অশ্ব করিল নিধন ॥
তাহা দেখি রাবণের জ্বলিল অন্তর।
বিভীষণে বধিতে ধনুকে যোড়ে শর ॥
অতি ভয়ংকর অস্ত্র আগুন উগারে।
প্রলয়ের মেঘ সম ভীষণ হাকারে ॥
অস্ত্র দেখি বিভীষণ মনে পেয়ে ত্রাস।
রক্ষা হেতু উপনীত লক্ষ্মণের পাশ ॥
হাসিয়া সুমিত্রাসুত মারি দুই বাণ।
রাবণের অস্ত্র কাটি করে খান খান ॥
উল্কাপিণ্ড সম অস্ত্র পড়িল ভূতলে।
দেখিয়া রাবণ রাজা জ্বলে কোপানলে ॥
আরক্ত-বরণ আঁখি দাঁতে ওষ্ঠ কাটে।
লোল জিহ্বা বিকাশি সৃক্কণি ঘন চাটে ॥

দাঁতের ঘর্ষণে শব্দ জলদের ডাক।
গরজিয়া লক্ষ্মণে বলয়ে থাক্ থাক্॥
ইন্দ্রজিতে বধিয়া বেড়েছে অহংকার।
লইব তাহার শোধ দেরি নাহি আর॥
আগে তোরে বধিয়া মারিব বিভীষণে।
মারিব রাঘবে আর যত কপিগণে॥
এত বলি শেল এক লইল রাবণ।
প্রজ্বলিত অগ্নি সম উজ্জ্বল-বরণ॥
স্বর্ণ ঘণ্টা শত শত অঙ্গে শোভে তার।
ইন্দ্রের অশনি জিনি ভীষণ আকার॥
ময়ের রচিত শেল অমোঘ ত্রিলোকে।
এড়িল রাক্ষসরাজ ঘুরাইয়া পাকে॥
শত শত বাণ মারে লক্ষ্মণ ধানুকী।
শত খান হয় বাণ শেল-অঙ্গে ঠেকি॥
নিবারিতে মহাশেল করিয়া যতন।
মুষল মুদগর কত এড়িল লক্ষ্মণ॥
তোমর পট্টিশ ভল্ল বিবিধ-প্রকার।
প্রাণপণে ছাড়ে বীর সুমিত্রাকুমার॥
কিছুতেই নিবারণ হইবার নয়।
মহাবেগে লক্ষ্মণের ভেদিল হৃদয়॥
পড়িল অনুজ দেখি রাজীবলোচন।
হনুমানে রাখি তথা রক্ষার কারণ॥
বিপুল ধনুক টংকারিয়া ছাড়ে বাণ।
রাবণের তনু বিদ্ধি করে খান খান॥
কাটিল কবচ তার আর শরাসন।
কাটিয়া ধরায় পাড়ে কিরীট ভূষণ॥
তিল তিল করি কাটে রাবণের অঙ্গ।
ভয়ে দশানন তবে রণে দিল ভঙ্গ॥
রণে পেয়ে অবসর রাঘব তখন।
দ্রুত পদে চলে যথা প্রাণের লক্ষ্মণ॥
মোচন করিয়া শেল দুই হাতে ধরি।
হনুমানে কহিলেন লও কোলে করি॥
লক্ষ্মণে লইয়া কোলে পবননন্দন।
সত্বরে শিবিরে সবে করিলা গমন॥

লক্ষ্মণের চৈতন্য-লাভ।

সবাকার অনুজ পড়িয়া ভূমিতলে।
দেখিয়া রাঘব তুলে লইলেন কোলে॥
হৃদয় হয়েছে ভিন্ন শেলের আঘাতে।
মুহুর্মুহু রুধির নির্গত হয় তাতে॥
চক্ষু মেলি চাহিতে সামর্থ্য নাই আর।
হস্তপদ হইয়াছে নিতান্ত অসাড়॥
মরমে বেদনা বড় বাক্য নাই মুখে।
দেখিয়া রাঘব কান্দে নিদারুণ দুখে॥
সুগ্রীবাদি সুহৃদের বদন চাহিয়া।
রোদন করেন রাম কি হ'ল বলিয়া॥
চির-সহচর মোর দুখে সমদুখী।
কোথা যাও এখন আমারে একা রাখি॥
একবার চাও ভাই মিলিয়া নয়ন।
দেখিয়া জুড়াক মোর তাপিত জীবন॥
একবার দাদা বলি ডাক দেখি ভাই।
শত্রুপুরে আমার যে আর কেহ নাই॥
সীতা-শোকে যখন অধীর হবে প্রাণ।
কে করিবে তখন সান্ত্বনা মোরে দান॥
কে দিবে সাহস মোরে এ কাল সমরে।
যুঝিব এ কূট রণে আর কার জোরে॥
যদি ফিরে যাই কভু অযোধ্যা নগরে।
কি বলিয়া বুঝাইব সুমিত্রা মাতারে॥
দেখা হ'লে জিজ্ঞাসা করিবে মাতৃগণ।
একা এলি রাম কেনে কোথা রে লক্ষ্মণ॥
শুধু বীর নহ তুমি বুদ্ধির সাগর।
ব'লে দিয়া যা রে ভাই কি দিব উত্তর॥
না ভাই যাব না আর অযোধ্যানগরে।
চাহি না রাজ্যের সুখ চাহি না সীতারে॥
তোমা ছাড়া হয়ে বাঁচিবার সাধ্য নাই।
আমারে তোমার সঙ্গে লয়ে চল ভাই॥
বড় ভালবেসে সঙ্গে এসেছিলে বনে।
এখন ফেলিয়া বল যাইবে কেমনে॥

ক্ষণেক বিলম্ব কর প্রাণের লক্ষ্মণ।
অগ্রজ তোমার অগ্রে করুক গমন॥
দেশে দেশে বন্ধু মিলে মিলয়ে বনিতা।
ত্রিলোক মাঝারে কিন্তু নাহি মিলে ভ্রাতা॥
বিশেষত ভাই মধ্যে তুই রে লক্ষ্মণ।
তারাগণ মাঝে যথা রজনীভূষণ॥
এইরূপে কান্দে রাম লক্ষ্মণের শোকে।
সুগ্রীবাদি কপিগণ কান্দে তাহা দেখে॥
বিভীষণ কান্দিছে মাথায় হাত দিয়া।
মারুতি কান্দিছে কত করুণা করিয়া॥
বৈদ্যরাজ সুষেণ কিঞ্চিৎ দূরে ছিল।
রোদনের রব শুনে নিকটে আইল॥
লক্ষ্মণে পরীক্ষা করি কহিল রাঘবে।
চিন্তা ত্যজ দয়াময় অনুজ বাঁচিবে॥
মৃত্যুর লক্ষণ আমি কিছু নাহি দেখি।
প্রফুল্ল রক্তাভ দেখা যায় দুটী আঁখি॥
বদনমণ্ডল অতি প্রসন্ন-আকার।
হস্তপদে দেখা যায় রক্তের সঞ্চার॥
হৃদয়স্পন্দন স্পষ্ট উপলব্ধি হয়।
এ সব লক্ষণে কভু নাহি মৃত্যুভয়॥
হনু পানে চাহি তবে বলে বৈদ্যরাজ।
সাধিতে হইবে বাপু অতি বড় কাজ॥
তোমা ভিন্ন অন্যের নাহিক সাধ্য ইথে।
জাম্ববান মুখে যাহা শুনেছ পূর্ব্বেতে॥
উত্তরে অনেক দূরে গিরি মহোদয়।
দক্ষিণ শেখরে তার ঔষধ আছয়।
বিশল্যকরণী আর সৌবর্ণ্যকরণী।
অপর সন্ধানী আর সঞ্জীবকরণী॥
এই চারি জাতি মহৌষধ তথা পাবে।
সত্বরে আনিলে তবে সৌমিত্রি বাঁচিবে॥
শেষ না হইতে কথা পবনতনয়।
রামের চরণধূলি তুলি শিরে লয়॥
রাম জয় বলি গর্জ্জি উঠিল আকাশে।
উপনীত মহোদয় গিরির সকাশে॥
দক্ষিণের চূড়ায় দেখিলা হনুমান।
লতা পাতা গুল্ম কত নাহি পরিমাণ॥
চারি জাতি ঔষধ চিনিয়া ল'য়া ভার।
দেখিয়া ভাবয়ে হনু উপায় তাহার॥
দুই তিন বার বীর বলে দিয়া নাড়া।
দুহাতে তুলিয়া শিরে ধরে সেই চূড়া॥
শূন্যে ভর করি পুন ছুটিল মারুতি।
লঙ্কায় আসিয়া উপনীত শীঘ্রগতি॥
সুষেণ তখন উঠে পর্ব্বত-উপরে।
ঔষধ চিনিয়া লয় আনন্দ-অন্তরে॥
শিলায় বাটিয়া শীঘ্র পরম ওষধি।
লক্ষ্মণের নাসারন্ধ্রে ধরে যথাবিধি॥
ঘ্রাণ মাত্রে সচেতন হইল লক্ষ্মণ।
ক্রমে ক্রমে করে বীর অঙ্গ সঞ্চালন॥
বাক্‌শক্তি প্রকাশ পাইল তার পর।
দেখিয়া আনন্দে ভাসে রামের অন্তর॥
আনন্দে নয়নে বারি রাখিতে না পারে।
যুগপৎ মৃদু হাসি প্রকাশে অধরে॥
ভাই ভাই বলি কোলে লইয়া লক্ষ্মণে।
সত্বরে হৃদয়-বেগ গাঢ় আলিঙ্গনে॥
আপনা পাসরে রাম অনুজে দেখিয়া।
বদন চুম্বন করে থাকিয়া থাকিয়া॥
হনুমান আর বৈদ্য সুষেণ বানরে।
আলিঙ্গন দেন রাম অতি প্রেমভরে॥
কপিরাজ বিভীষণ আর যত জন।
লক্ষ্মণে উঠিতে দেখি আনন্দে মগন।
আবার গগন ভেদি রামজয় রবে।
কাঁপাইল লঙ্কাপুরী কপিসৈন্য সবে॥

রাম রাবণের যুদ্ধ।

শ্রীরাম বলেন ভাই বহু ভাগ্যবলে।
আসন্ন মৃত্যুর হাতে পরিত্রাণ পেলে॥
তোমা বিনা আমার জগৎ অন্ধকার।
কে আর করিত ভাই সীতার উদ্ধার॥

কথা শুনে ক্রোধভরে কহেন লক্ষ্মণ।
হেন বাক্য তব মুখে না হয় শোভন॥
প্রতিজ্ঞা ক'রেছ প্রভু বধিতে রাবণে।
পালন করহ সেই প্রতিজ্ঞা যতনে॥
সমরে করিয়া বধ দুষ্ট লঙ্কেশ্বরে।
উদ্ধার করহ দয়াময় জানকীরে॥
ঐ শুন রাবণ ছাড়িছে হুহুংকার।
যোগ্য কি বিলম্ব করা এখন তোমার॥
সাজহ সমরে করে ধরি ভীম ধনু।
বধ দুরাচারে অস্ত না যাইতে ভানু॥
অনুজের বাক্যে রাম ধরি শরাসন।
চলিলেন যথা আছে দুষ্ট দশানন॥
রাবণে দেখিয়া রাগে জ্বলে কলেবর।
গরজিয়া কহে রহ রাক্ষস পামর॥
শূন্য ঘরে সীতা চুরি কৈলি দুরাশয়।
দেখিলে তখনি পাঠাতাম যমালয়॥
বীরকুলকলঙ্ক রে রাক্ষস-অধম।
হেন নীচ কার্য্যে তোর হ'ল না সরম॥
এত বলি রাম দিলা ধনুকে টংকার।
শব্দ শুনি ত্রিলোকে লাগয়ে চমৎকার॥
লঘু হস্তে নিমিষে ছাড়িয়া লক্ষ শর।
রবির কিরণ ঢাকিলেন রঘুবর॥
কাটিয়া রথের ধ্বজ ভূমিতে পাড়িলা।
রত্নময় রথ কত কাটিয়া ফেলিলা॥
শত শত সারথি পড়িল বুকে বাজি।
কে গণে পড়িল রণে যত গজ বাজী॥
শত শত রথীরে কাটিয়া পাড়ে রাম।
অসংখ্য পদাতি গেল শমনের ধাম॥
রক্তের তরঙ্গ বহে সমর-অঙ্গনে।
গন্ধে মাতি নৃত্য করে ভূত প্রেতগণে॥
স্থানে স্থানে কবন্ধ উঠিছে রক্ত মাখি।
ভয়ে কাঁপে প্রাণ সে ভীষণ মূর্ত্তি দেখি॥
দশাননে দশ বাণে বিন্ধি বক্ষস্থলে।
ললাটে বিন্ধরে তিন বাণ কুতূহলে॥
হস্ত পদ বাণে কাটি করে খান খান।
কাটিলা হাতের ধনু দিয়া এক বাণ॥
মেঘের বরণ অঙ্গ বিরাট মূরতি।
রুধিরে বিকাশে তায় বিদ্যুতের জ্যোতি॥
বিষম আঘাতে বড় ব্যথা পেয়ে মনে।
রাঘবে রাবণ বলে ঘূর্ণিত নয়নে।
থাক্ থাক্ ভণ্ড যোগী দণ্ড দুই আর।
অবিলম্বে বিনাশিব তোর অহংকার॥
মিটাইব রণসাধ জনমের তরে।
বারেক স্মরণ করি লহ জানকীরে॥
বালি নহি আমি, নহি খর বা দূষণ।
শমন-বিজয়ী আমি লঙ্কার রাবণ॥
পড়েছিস মোর হাতে আর কোথা যাবি।
আমার বিক্রম মূঢ় এখনি বুঝিবি॥
এতেক কহিয়া রামে লঙ্কার ঈশ্বর।
ধনুকে যুড়িল আশীবিষ সম শর॥
কাটিয়া রামের শরজাল শীঘ্রগতি।
প্রকাশ করিল রণভূমে দিবাপতি॥
দশ হস্তে ধনুক ধরিয়া দশ খান।
আর দশ হস্তে করে শরের সন্ধান॥
শত শত বাণে যত যূথপতিগণে।
কাটিয়া পাড়িল দশানন ক্রোধমনে॥
বাজিল বিষম বাণ সুগ্রীবের বুকে।
ধরণী লোটায় বীর রক্ত উঠে মুখে॥
অঙ্গদের অঙ্গ গোটা শরে হ'ল ক্ষত।
হনুর অবশ তনু হয় জ্ঞান হত॥
বৃদ্ধ জাম্ববান বাণে বিকল শরীর।
রণ ত্যজি পলাইয়া যায় নীল বীর॥
শরভ গবাক্ষ গজ সমরে পড়িল।
কপিকলেবরে রণভূমি আবরিল॥
অতি কোপে তবে দশানন দশ বাণে।
বিন্ধিয়া জর্জ্জর কৈল জলদ-বরণে॥

রাম রাবণের দ্বৈরথ যুদ্ধ।

দেখিতে সমর, গন্ধর্ব্ব কিন্নর,
যোগী ঋষি সিদ্ধগণ।
যে ছিল যে খানে, আসিয়া বিমানে,
বসিয়া দেখিছে রণ॥
দেবতা অসুরে, থাকে অতি দূরে,
ভয়ে নাহি যায় কাছে।
রাঘবে ত্যজিয়া, তাদের লইয়া,
রাবণ পড়য়ে পাছে॥
সুরগণ কয়, রাঘবের জয়,
হউক লঙ্কার রণে।
সিদ্ধ যোগী ঋষি, সেই কথা বসি,
কামনা করয়ে মনে॥
অসুরনিচয়, রাবণের জয়,
মানসে বাসনা করে।
দেবতার ভয়ে, থাকে মৌনী হয়ে,
ফুটিয়া বলিতে নারে॥
রথে চড়ি রণ, করে দশানন,
রাঘব ধরণীতলে।
দেখি সিদ্ধগণে, বাসব-সদনে,
যাইয়া তাঁহারে বলে॥
দেবহিতে ব্রতী, হয়ে রঘুপতি,
দেবশত্রু দশাননে।
নাশিবার তরে, এ ঘোর সমরে,
পশিয়াছে প্রাণপণে॥
রথের উপর, যোঝে লঙ্কেশ্বর,
রামের আশ্রয় ভূমি।
শোভা নাহি পায়, ইহার উপায়,
বুঝিয়া করহ তুমি॥
এতেক শুনিয়া, বাসব হাসিয়া,
ডাকি বলে মাতলিরে।
মোর রথ লয়ে, সত্বর হইয়ে,
যাও শূভ লঙ্কাপুরে॥
মোর সম্ভাষণ, করিয়া জ্ঞাপন,
কহিও রামের পাশ।
এ দিব্য বিমানে, চড়ি হৃষ্ট মনে,
রাবণে করেন নাশ॥
দেবেশ-আদেশে, মাতলি হরষে,
বিমানে যুড়িল হয়।
লইল বাছিয়া, অশনি জিনিয়া,
ইন্দ্রদত্ত শরচয়॥
জলদ-নির্ঘোষে, ছুটিল আকাশে,
দেবেশের রথ খানি।
রবি শশী সম, রূপে নিরুপম,
জ্বলিছে কতই মণি॥
চক্ষুর নিমিষে, রাঘবের পাশে,
মাতলি উত্তরে আসি।
ইন্দ্রের সন্দেশ, শুনি সবিশেষ,
রাঘবের মুখে হাসি॥
প্রদক্ষিণ ক'রে, রথের উপরে,
উঠিলেন দাশরথি।
দেখিয়া রাবণ, লোহিত-নয়ন,
চাহিলেন স্বর্গ প্রতি॥
নাই ইন্দ্রজিৎ, কেমনে বিহিত,
করিব ভাবয়ে মনে।
শিক্ষা দিব পিছে, যদি থাকি বেঁচে,
রামের সহিত রণে॥
এরূপ চিন্তিয়া, ধনুক ধরিয়া,
বিস্তারিল শরজাল।
দেখিতে দেখিতে, সমর-ভূমিতে,
কপি পড়ে পালে পাল॥
দেখি সৈন্যক্ষয়, ক্রোধে কাঁপে কায়,
রাঘব টংকারে ধনু।
শত শত বাণ, করিয়া সন্ধান,
রাবণের কাটে তনু॥
রামের বিক্রমে, ভয় পেয়ে মনে,
রাবণের কাঁপে কায়।

ধনুক ধরিতে, বল নাই হাতে,
বদন শুকায়ে যায়॥
মানস মলিন, উৎসাহ-বিহীন,
শরীরের বল টুটে।
মাথার উপরে, কাক সব উড়ে,
দেখি কাল ঘাম ছোটে॥
থাকিতে থাকিতে, পড়ে বীর রথে,
হইয়া চেতনা-হারা।
সারথি তখন, দেখি কুলক্ষণ,
রথ ফিরাইল ত্বরা॥
কিছু দূর গিয়া, চেতনা পাইয়া,
রাবণ উঠিল রুষে।
অগ্নিমূর্ত্তি ধরে, সারথিরে করে,
তিরস্কার কটু ভাষে॥
ওরে কুলাঙ্গার, একি ব্যবহার,
ভয় নাই তোর মনে।
কাহার আজ্ঞায়, ভীরুজন-প্রায়,
ভঙ্গ দিলি তুই রণে॥
দেবের সমরে, দেখেছিস মোরে,
তখনো ছিলি তো রথে।
মৃত্যুপতি-পুরে, তুই তো ছিলি রে,
সারথি হইয়া সাথে॥
যক্ষপতি সহ, সমর দুরূহ,
ভুলিবার সে তো নয়।
মানুষ-সমরে, মোর রথ ফেরে,
স্মরিতে সরম হয়॥
চিরদিন তরে, কতই আদরে,
রাবণ পুষিল তোরে।
পাপিষ্ঠ নির্ব্বোধ, দিলি তার শোধ,
হাসাইলি সুরাসুরে॥
কৃতঘ্ন পামর, বড়ই বর্ব্বর,
শত্রুর হইয়া বশ।
বহু কষ্টার্জ্জিত, চির সুসঞ্চিত,
নাশিলি সকল যশ॥
প্রভুর বচনে, ভয় পেয়ে মনে,
সারথি ফিরিয়া চলে।
অশ্বে মারি বাড়ি, অতি ত্বরা করি,
রথ রাখে রণস্থলে॥

রাবণ বধ।

রাবণে ফিরিতে দেখি রাঘব অমনি।
তুলিয়া লইলা হাতে ভীম ধনু খানি॥
হাসিয়া কহেন দশাননে রঘুবর।
মরিতে রাবণ তব এত কেনে ডর॥
সীতা ফিরে দিয়া লহ শরণ চরণে।
ক্ষমা করি অপরাধ বধিব না প্রাণে॥
অমরে জিনেছ বলি কর অহংকার॥
বীরত্বের বড়াই করহ বার বার॥
প্রকাশ পাইল পরাক্রম ভাল আজি।
প্রাণভয়ে পলাইয়া গেলে রণ ত্যজি॥
রাঘবের বাক্যবাণে দশানন জ্বলে।
ভীম-দরশন এক শেল নিল তুলে॥
অগ্নি সম উজ্জ্বল সে শেলের বরণ॥
শত স্বর্ণঘণ্টা তার অঙ্গের ভূষণ॥
কুড়ি চক্ষু ঘূর্ণিত করিয়া লঙ্কেশ্বর।
নিক্ষেপ করয়ে শেল রামের উপর॥
গরজিয়া মহাশেল উঠিল আকাশে॥
অঙ্গের আভায় দশ দিক পরকাশে॥
হাসিয়া রাঘব মারিলেন এক বাণ।
অর্দ্ধপথে শেল কাটি করে খান খান॥
অস্ত্র ব্যর্থ দেখি রাবণের মনে ত্রাস।
মনোদুখে ছাড়ে বীর ঘন দীর্ঘ শ্বাস॥
অবসর বুঝি রাম শত শত শরে।
লঘু হস্তে বিন্ধিলেন দুষ্ট লঙ্কেশ্বরে॥
বাণ খেয়ে জ্বলিয়া উঠিল দশানন।
হাতে বল করি ছাড়ে অস্ত্র অগণন॥
কাটিয়া রামের তনু করে জরজর॥
মাতলিরে বিন্ধিল মারিয়া দশ শর।

চঞ্চল হইল দেখি দেবের সারথি।
বাছিয়া বাছিয়া বাণ ছাড়ে দাশরথি॥
কাটিয়া কবচ দশাননে বিন্ধে বুকে।
ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠে তার মুখে॥
রথধ্বজ কাটিয়া পাড়িল ধরণীতে।
দেখিয়া রাবণ চিন্তান্বিত অতি চিতে॥
বিস্তারি রাক্ষসী মায়া ছাড়ে মায়া-বাণ।
শত শত রাবণ ঘেরিল রণস্থান॥
গন্ধর্ব্ব নামেতে অস্ত্র তবে রাম ত্যজে।
রামময় হয় সব রণস্থল মাঝে॥
শত রাবণের সঙ্গে যুঝে শত রাম।
রাঘব নিশ্চিন্ত হ'য়ে লভয়ে বিশ্রাম॥
এইরূপে সমর হইল কিছু ক্ষণ।
মায়া-অস্ত্র ক্রমে ক্রমে হয় অদর্শন॥
রাবণ করিল অগ্নিবাণ অবতার।
ধূম সহ অগ্নি বাহিরায় মুখে তার॥
দাবানল সম অগ্নি জ্বলে রণস্থলে।
পোড়ায় বানর আর রাক্ষস সকলে॥
তাহা দেখি বরুণাস্ত্র ছাড়ে রঘুপতি।
অগ্নি নিবাইল জলে ভাসে বসুমতী॥
রাক্ষস বানর জলস্রোতে ভেসে যায়।
সাঁতার জানে না যারা হাবুডুবু খায়॥
শোষক নামেতে বাণ দশানন ছাড়ে।
শুকাইয়া জল রণস্থলে ধূলা উড়ে॥
মেঘ-অস্ত্র রামচন্দ্র ছাড়িলেন তবে।
উদয় চৌষট্টি মেঘ অতি ভীম রবে॥
কড় কড় শব্দে ডাকে জলধরগণ।
অন্ধকারে রণস্থল করি আচ্ছাদন॥
শিলা বরিষণ করে মুষলের ধারে।
অশনি-পতনে কত নিশাচর মরে॥
বায়ব্য নামেতে বাণ ছাড়িল রাবণ।
মহা ঝড়ে ঘুরে উড়ে গেল মেঘগণ॥
এইরূপে মায়া-যুদ্ধ দণ্ড আট নয়।
কেহ কারে করিতে না পারে পরাজয়॥

তবে রাম অগ্নিমূর্ত্তি করিলা ধারণ।
নয়ন হইতে বাহিরায় হুতাশন॥
নিশ্বাসে বহিল ঝড় বিশ্ব-ধ্বংসকারী।
গর্জ্জিয়া উঠিল সপ্ত সাগরের বারি॥
পর্ব্বত সহিতে ধরা কাঁপে থেকে থেকে।
দেখি সুরাসুর ঋষি তপস্বী চমকে॥
ইন্দ্রদত্ত ধনুকে যুড়িয়া দিব্য বাণ।
আকর্ণ পূরিয়া রাম করেন সন্ধান॥
নক্ষত্রের বেগে বাণ শূন্যে ছুটে যায়।
রাবণের মাথা কাটি ফেলিল ধরায়॥
সঙ্গে সঙ্গে কাটা স্কন্ধে উঠিল মস্তক।
দেখিয়া বিস্ময়ে পূর্ণ হয় সব লোক॥
পুন রাম দ্বিতীয় মস্তক কাটে বাণে।
উঠিল নূতন মাথা ঠিক সেই খানে॥
বিস্ময় মানিয়া রাম ক্রোধে কম্পমান।
কাটিলা তৃতীয় মাথা দিয়া এক বাণ॥
এইরূপে একে একে দশ মুণ্ড কাটে।
সঙ্গে সঙ্গে নূতন মস্তক স্কন্ধে উঠে॥
আশ্চর্য্য দেখিয়া রাম চিন্তা করে মনে।
হইল না বুঝি বধ করা দশাননে॥
দুখিনী সীতার বুঝি হ'ল না উদ্ধার।
বৃথা করিলাম এত রাক্ষস সংহার॥
বৃথা বান্ধিলাম সিন্ধু দিয়া তরুশিলা।
বৃথা ধ্বংস হইল বানর এতগুলা॥
এইরূপে রামচন্দ্র আছেন চিন্তিত।
হেন কালে অগস্ত্য তথায় উপনীত॥
মুনি কন রঘুনাথ ধর উপদেশ।
যাহাতে হইবে তব ভাবনার শেষ॥
আদিত্যহৃদয় নামে স্তোত্র মনোহর।
যাহার প্রতাপে সর্ব্বসিদ্ধি লভে নর॥
যুদ্ধে জয় শত্রুক্ষয় হয় স্তোত্র-গুণে।
কহিব সে স্তোত্র আমি তোমা বিধানে॥
ভক্তিভাবে পাঠ কর আদিত্যহৃদয়।
রাবণে বধিতে ক্ষম হইবে নিশ্চয়॥

এত বলি ঋষি সেই স্তোত্র রামে দিল।
ভক্তি সহকারে রাম সত্বরে পড়িল ॥
স্তোত্রগুণে রাঘবের গায়ে বাড়ে বল।
উৎসাহে বদনকান্তি হইল উজ্জল ॥
বিপুল ধনুক তুলি লয়ে বাম করে।
শ্রাবণের ধারা সম শর বৃষ্টি করে ॥
বাণে বাণে আচ্ছন্ন হইল দিবাকর।
অন্ধকারে নাহি যায় চেনা আত্মপর ॥
রাবণের অঙ্গে শত শত বাণ ফোটে।
ব্রণমুখে শতধারে রক্তস্রোত ছোটে ॥
রাবণ রুষিয়া মারে ক্ষুরধার বাণ।
রাঘবের তনু কাটি করে খান খান ॥
কুমারের চাক সম ফেরে দুই ধনু।
দৃষ্টি নাহি হয় তায় উভয়ের তনু ॥
কেবল ছুটিছে শর সন্ সন্ ক'রে।
ধক্ ধক্ অগ্নিশিখা জ্বলে প্রতিশরে ॥
ধুপ ধাপ ভূমিতলে পড়ে কাটা মাথা।
শ্রাবণ মাসেতে পাকা তাল খসে যথা ॥
লট পট মুণ্ডহীন দেহের পতন।
ছট ফট করে ভূমে আহত যে জন ॥
বড় বড় হাতী ঘোড়া ভাসে রক্তস্রোতে।
আবরিল রণভূমি যত ভগ্ন রথে ॥
ভয়ে পলাইল যত রাক্ষস বানর।
রাঘব রাবণে মাত্র দ্বৈরথ সমর ॥
কভু রাবণের বাণে রাম অভিভূত।
কভু রামশরে দশানন জ্ঞানহত ॥
দোঁহে মহাবল লঘুহস্ত দুই জনে।
তুল্য যুদ্ধ করে দোঁহে শ্রান্তি নাই রণে ॥
অদ্ভুত সমর দেখি সিদ্ধ ঋষিগণ।
প্রশংসে উভয়ে হয়ে বিস্ময়ে মগন ॥
রামে আশীর্ব্বাদ করে জয়-উচ্চারণে ॥
ধরায় নিপাত হও বলে দশাননে ॥
মেঘে রক্তবৃষ্টি করে রাবণের রথে।
পারিজাত-মালা পড়ে রামের গলাতে ॥

রাবণের রথে উড়ে বৈসে যত কাক।
গৃধিনী উড়িছে সদা দিয়া ঘন পাক ॥
অলক্ষণ দেখি ভীত হয় দশানন।
শুভচিহ্নে রাঘবের প্রফুল্ল বদন ॥
সময় বুঝিয়া রামে কহিল মাতলি।
পিতামহ-বরে দশানন হয় বলী ॥
অন্য অস্ত্রে তাহার মরণ নাই জানি।
বধহ রাক্ষসে শীঘ্র ব্রহ্ম-অস্ত্র হানি ॥
এত শুনি রামচন্দ্র আনন্দ-অন্তরে।
ব্রহ্ম-অস্ত্র লয়ে ত্বরা মন্ত্রপূত করে ॥
মন্ত্রগুণে অস্ত্রমুখে অনল জ্বলিল।
প্রলয়ের পয়োধর সম গরজিল ॥
তাহা দেখি রাবণের উড়িল পরাণ।
থর থর কাঁপে অঙ্গ বিশুষ্ক বয়ান ॥
তবে রাম ধনুকে যুড়িয়া সেই বাণ।
আকর্ণ টানিয়া গুণ করিল সন্ধান ॥
দিক উজলিয়া অস্ত্র উঠিল আকাশে।
শত শত বাণ দশানন ছাড়ে ত্রাসে।
অস্ত্রে ঠেকি সব বাণ হয় খণ্ড খণ্ড।
জ্বলিতে জ্বলিতে পড়ে যেন উল্কাপিণ্ড ॥
ধনু ত্যজি শেল শূল মুষল মুদ্গর।
দুহাতে ফেলায় বীর অস্ত্রের উপর ॥
ভস্ম করি সে সবে পবন-বেগে ধায়।
বুকে বিন্ধি দশাননে পাড়িল ধরায় ॥
কাঁপিল ধরণী রাবণের দেহভারে।
কাঁপিল কনকলঙ্কা কপির হুংকারে ॥

মন্দোদরীর বিলাপ।

রাবণ পাড়ল রণে, আনন্দিত দেবগণে,
সিদ্ধ ঋষি যোগিগণ আনন্দিত-মন।
পূরিল মনের সাধ, রামে করে আশীর্ব্বাদ,
দুন্দুভির শব্দে পূর্ণ করিল গগন ॥

হরষে দেবের বালা, গাঁথিয়া ফুলের মালা,
স্বরগে থাকিয়া ফেলে রাঘবের গলে।
কুসুম বিবিধ জাতি, আবরিল বসুমতী,
সুগন্ধে মোহিতমন বানর সকলে॥
রামের প্রশংসা-বাণী, সকলের মুখে শুনি
কপিকুল সুখে রামজয় শব্দ করে।
সুগ্রীব অঙ্গদ হনু, প্রেমে পুলকিত-তনু,
পূজা করে রামচন্দ্রে পরম আদরে॥
রাঘব আনন্দ-মনে, যত যূথপতিগণে,
মধুর বচনে তুষি করে আলিঙ্গন।
অনুজে ডাকিয়া রাম, জিজ্ঞাসেন গুণধাম,
দেখ ভাই কোথা গেল মিতা বিভীষণ॥
অগ্রজে সমরে হত, দেখি শোকে অভিভূত,
দূরে বসি বিভীষণ ফেলে অশ্রুজল।
সুমিত্রানন্দন দেখি, অন্তরে হইয়া দুখী,
রাঘবে আসিয়া বীর কহিল সকল॥
মিতার শোকের কথা, শুনিয়া মরমে ব্যথা,
তখনি দয়াল রাম গেলা তার পাশে।
দুই হাতে দুটী কর, ধরি তার রঘুবর,
লাগিলেন বুঝাইতে অতি মিষ্ট ভাষে॥
বিভীষণ বলে মিতে, শোকাগ্নি জ্বলিছে চিতে,
অগ্রজের দুরদশা নিরখি নয়নে।
বীরের প্রধান ভাই, ভুবনে তুলনা নাই,
রাজগণ-মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল সর্ব্বগুণে।
জ্ঞানের গরিমা তার, ব'লে শেষ করা ভার,
গুরু তুল্য গণপতি জানিত তাহারে।
বিচারে প্রতিভা এত, সুরগুরু-দর্প হত,
হইবে না হয় নাই এমন সংসারে॥
জানাতে হবে না বলে, নিজ চক্ষে নিরখিলে,
বিক্রমকেশরী অগ্রজের পরাক্রম।
ত্রিলোক জিনিল বলে, মন্দার তুলিল হেলে,
ভয়ে ত্রস্ত ছিল সদা বায়ু ইন্দ্র যম॥
সেই ভাই আজি মিতে, শবাকারে ধরণীতে,
দেখিয়া কেমনে শোক করি সম্বরণ।
অগুরু চন্দনসার, অঙ্গের ভূষণ যার,
ধূলায় ধূসর সেই বরাঙ্গ এখন॥
বিধাতা বিমুখ যারে, জ্ঞান বুদ্ধি যায় দূরে,
নতুবা আমার কথা ঠেলিবে সে কেনে।
বুঝেছি রাঘব সার, সব খেলা বিধাতার,
তথাচ সক্ষম নহি শোক-সম্বরণে॥
রাম কন ওহে সখা, সকলি বিধির লেখা,
একথা তোমার হয় জগতের সার।
বিধিলিপি খণ্ডিবার, সাধ্য আছে বল কার,
তবে কেনে তার লাগি বৃথা শোক আর॥
কালপ্রাপ্ত হ'লে জীব, রাখিতে পারে না শিব,
অকালেও কেহ কভু মরে না সংসারে।
যে দিন যাহার লেখা, শমনের সঙ্গে দেখা,
হবেই নিশ্চয় মিতে যে কোন প্রকারে॥
নিজ-কর্ম্ম-অনুসারে, সবে ফল ভোগ করে,
তুমি আমি উপলক্ষ মাত্র জেন মিতে।
কীটাণু সামান্য অতি, তারেও বিশ্বের পতি,
মুহূর্ত্তের তরে নাহি পারেন ভুলিতে॥
পালনের কর্ত্তা যিনি, ধ্বংসের কারণ তিনি,
কীটাদপি ক্ষুদ্র নর কি করিতে পারে।
অহংকারে জ্ঞান হত, ব'সে বুদ্ধি ফাঁদে কত,
শরা হ'তে ধরাকে সামান্য জ্ঞান করে॥
কত আশা পোষে মনে, রাতারাতি কত জনে,
পত্রের কুটীরে করে প্রাসাদ স্থাপন।
বারেক না চিন্তা করে, পাশ-হস্তে সদা ফেরে,
পেছু পেছু সর্ব্বান্তক নির্দ্দয় শমন॥
মানে না সে পাত্রাপাত্র, কর্ত্তার ইঙ্গিত মাত্র,
হরি প্রাণবায়ু সে যে কোথায় পলায়।
কেহ তাহা নাহি জানে, অথচ সকল স্থানে,
সর্ব্বদা সবার কাছে ছায়াবৎ রয়॥
হেন নির্ব্বন্ধের তরে, কেবা বৃথা শোক করে,
রোদন ত্যজিয়া ভ্রাতৃ কার্য্যে দেহ মন।
শেষের কর্ত্তব্য যাহা, এখন করহ তাহা,
কেনে আর কর মিতে বৃথায় রোদন॥

শূরশ্রেষ্ঠ দশানন, করিয়া ভীষণ রণ,
সম্মুখ সমরে পড়ি গেল স্বরগেতে।
এ হেন মরণ মিতে, সদাই বীরের চিতে,
শ্লাঘনীয় হয় আমি জানি হে নিশ্চিতে॥
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম পালি, ভাই তব গেলা চলি,
রাখিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি এ মর্ত্ত্য জগতে।
ইহাতে কে শোক করে, অন্তরে ধৈরজ ধ'রে,
কর ভাই সেই কার্য্য সুফল যাহাতে॥
রামের সুমিষ্ট ভাষে, রাক্ষসের মোহ নাশে,
হইলা সত্বর অন্ত্যেষ্টির আয়োজনে।
ইতিমধ্যে অন্তঃপুরে, উঠিল করুণ স্বরে,
রোদনের মহারোল লঙ্কার গগনে॥
রাবণ পড়েছে রণে, নিদারুণ বাক্য শুনে,
মূরছিয়া মন্দোদরী পড়িল ধরায়।
যতেক মহিষী আর, রোদন করিয়া সার,
হা! নাথ বলিয়া কর হানয়ে মাথায়॥
সখীদের শুশ্রূষায়, ক্রমে মোহ দূরে যায়,
পতিরে দেখিতে ধায় রাণী মন্দোদরী।
ত্যজিয়া সরম-ভয়, ধাইল সুন্দরীচয়,
অন্তঃপুর একেবারে শূন্যময় করি॥
দেখিল সমরক্ষেত্রে, অর্দ্ধ-নিমীলিত নেত্রে,
রুধির-আবৃত গাত্রে পড়ি লঙ্কেশ্বর।
গৈরিক-ধারায় যেন, দেহ করি বিভূষণ,
গিরিচূড়া প'ড়ে আছে ধরার উপর॥
সুবিপুল শরাসন, বীরের চিরভূষণ,
হস্তচ্যুত হায় এবে প'ড়ে এক পাশে।
যে ধনু-টংকার শুনি, মনেতে প্রলয় গণি,
পলাইত সুরাসুর বিষম তরাসে॥
মাথার মুকুট তার, লয়ে মণি-মুক্তা-ভার,
দূরে প'ড়ে রবিকরে সমুজ্জ্বল-কায়।
চাঁচর চিকুর-ভার, ধরায় লোটায় তার,
দেখিলে দুর্দ্দশা তার হৃদি ফেটে যায়॥
তুলি সবে সমস্বর, হা নাথ হা প্রাণেশ্বর,
বলিয়া মহিষীগণ পড়ে চারি পাশে।

পাদুটি তুলিয়া কোলে, ধৌত করি অশ্রুজলে,
মুছাইয়া দেয় কোন রামা নিজ কেশে॥
কেহবা ধরিয়া হাত, বলে উঠ প্রাণনাথ,
কি দুখে ক'রেছ আজি ধরাশয্যা সার।
অধিনী থাকিতে কাছে, কিসের অভাব আছে,
পাতিয়া রেখেছি নাথ হৃদয় আমার॥
বদনে বদন রাখি, কোন শশধরমুখী,
তাম্বুলরঞ্জিত-সম রক্তাক্ত অধরে।
শোক মোহে মুগ্ধমন, লজ্জাভয় বিস্মরণ,
ঘন ঘন করয়ে চুম্বন প্রেমভরে॥
দুখে ফেটে যায় বুক, পতির হৃদয়ে মুখ,
রাখি কোন লজ্জাবতী নবীনযৌবনা।
ডুকুরে কান্দিতে নারে, গুমুরে গুমুরে মরে,
বলিবে কি মুখে তার বচন সরে না॥
আঁখি ঝরে ঝর ঝর, তুলি সকরুণ স্বর,
বিলাপ করিয়া কহে রাণী মন্দোদরী।
হা নাথ তোমার ভয়ে, সদা সশঙ্কিত হ'য়ে,
দেবেশ ছাড়িয়াছিল অমরনগরী॥
মহাত্মা তাপসগণে, সদা সচকিত মনে,
ছেড়েছিল যাগ যজ্ঞ তপ-আচরণ।
ক্ষুদ্র মানুষের সনে, আজি পরাজিত রণে,
অনাথিনী ক'রে মোরে করিলে গমন॥
ত্রিলোক বিজয় করি, মানুষের রণে হারি,
ধরায় শয়ন আজি করিলে কেমনে।
ধরিয়া বিজয় ধনু, তোল ও বিরাট তনু,
পাঠাও শত্রুরে ত্বরা শমন-ভবনে॥
বীরের অগ্রণী তুমি, এ লঙ্কা বীরের ভূমি,
নর বানরের ভোগ্যা হইবে এখন।
ছি ছি নাথ হেন কথা, স্মরি বড় পাই ব্যথা,
কেমনে ত্যজিয়া লাজ ক'রেছ শয়ন॥
দেবের অগম্য পুরী, বানরে রয়েছে ঘেরি,
ঘৃণা কি হয় না নাথ ইহাতেও মনে।
উঠ উঠ প্রাণেশ্বর, করে ধরি ধনুঃ-শর,
সাগরের পারে রাখি এস কপিগণে॥

সদা ভাবিতাম মনে, তোমায় জিনিবে রণে,
ত্রিভুবনে কেহ আর নাহি হেন জন।
তাই বুঝি দর্পহারী, অহংকার চূর্ণ করি,
ভাল শিক্ষা অভাগীরে দিলেন এখন ॥
দানবপতির কন্যা, রূপে ত্রিজগত-ধন্যা,
লঙ্কাপতি দশানন যে জনার স্বামী।
মিটেছিল সব সাধ, ইন্দ্রজয়ী মেঘনাদ,
তনয় যাহার সেই মন্দোদরী আমি ॥
আজ তোরা দেখ্ সবে, দেখিলে চৈতন্য হবে,
কি দশা হইল মোর দেখ রে চাহিয়া।
অহংকার ভাল নয়, পতনের মূল হয়,
শিখ এই মূলমন্ত্র আমারে দেখিয়া ॥
ধরি তব ছুটি হাত, কত বুঝালাম নাথ,
তখন সে কথা মোর করিলে না কাণে।
অবলা রমণী ব'লে, হেসে কথা উড়াইলে,
ব'লেছিলে রাঘবে বধিবে এক বাণে ॥
সতীর আরাধ্য পতি, তব বাক্যে লঙ্কাপতি,
অনাস্থা করিতে অভাগিনী পারে নাই।
রাঘব সামান্য নর, বানরে নাহিক ডর,
সদা তব মুখে শুনে ভাবিতাম তাই ॥
চিনিল অভাগী এবে, চিনিলে আর কি হবে,
রাঘব মানুষ নয় ত্রিদশের নাথ।
অথবা সর্ব্বান্তকারী, রাঘবের রূপ ধরি,
মোর মাথা খেতে এল শমন সাক্ষাৎ ॥
সুগ্রীবাদি কপি নয়, যমের কিঙ্কর হয়,
কপি হ'লে বার বার ম'রে বাঁচিত না।
জানকী মানবী নহে, তা হ'লে কি প্রাণে সহে,
আনিয়া অবধি তারে দিলে যে যাতনা ॥
রোহিনী বা অরুন্ধতী, অথবা শিবের সতী,
অথবা কমলাসনা হবেন জানকী।
সহিষ্ণুতা দেখে তার, ধরণী মেনেছে হার,
কান্দিয়া কেটেছে দশ মাস চন্দ্রমুখী ॥
লাগিল তাহার শাপ, অই এত মনস্তাপ,
রাজরাণী হ'য়ে হইলাম ভিখারিণী।

এনেছিলে যে আশায়, বঞ্চিত হইলে তায়,
লাভে হ'তে হারাইলে জীবন আপনি ॥
পতি পুত্র সব গেল, বাঁচিয়া কি ফল বল,
চরণে ধরিয়া সাধি সঙ্গে লহ মোরে।
সতীর সম্বল পতি, পতি ধ্যান পতি গতি,
পতিহীনা রমণীর কি সুখ সংসারে ॥
ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ-বলে, স্বর্গ মর্ত্ত্য জিনেছিলে,
সময় পাইয়া সেই ইন্দ্রিয় সকল।
শত্রুতা সাধন-আশে, বান্ধি সীতারূপ পাশে,
হরিয়া লইল নাথ তব বুদ্ধিবল ॥
কামনা করিয়া হিত, বুঝাইল সুবিহিত,
ধার্ম্মিক অনুজ তব প্রশস্ত বচনে।
মতিচ্ছন্ন হ'ল নাথ, তারে করি পদাঘাত,
হিত উপদেশ তার শুনিলে না কাণে ॥
ধার্ম্মিকের সদা জয়, পাপমতি নষ্ট হয়,
মিথ্যা কভু নহে এই শাস্ত্রের বচন।
তোমার করম-ফলে, মজিলে হে মজাইলে,
সর্ব্বসিদ্ধি লভিল ধার্ম্মিক বিভীষণ ॥
রাজার রাজত্বে ধিক্, সম্পদেও ততোধিক,
অলীক অসার এই অখিল সংসার।
হায় দণ্ড দুই আগে, যা ছিলাম মনে জাগে,
স্মৃতি মাত্র ছাড়া কিছু রহিল না তার ॥
যখন তোমার সাথে, চড়িয়া পুষ্পক রথে,
বিচিত্র বসন মাল্য করিয়া ধারণ।
মন্দার কৈলাস গিরি, সুমেরু-শিখরে ফিরি,
করিতাম চৈত্ররথ কাননে ভ্রমণ ॥
দেখি সে সুখের দশা, শচীরো হইত হিংসা,
সুদীন নয়নে সে যে দেখিত চাহিয়া।
তখন কে জানে নাথ, মোর ভাগ্যে অকস্মাৎ,
ঘটিবে এমন তোমা ধনে হারাইয়া ॥
চলিল জানকী সতী, লইয়া আপন পতি,
সুখ ভোগ করিতে মনের সাধ পূরে।
ভাঙ্গিল কপাল মোর, হইল বিপদ ঘোর,
চির তরে ডুবিলাম বিষাদ-সাগরে ॥

কিরীটপ্রভায় বীর, উদ্ভাসিত তব শির,
কুণ্ডলপ্রভায় দীপ্ত ছিল যে বদন।
ধূলায় ধূসর হায়, রুধির ক্ষরিছে তায়,
গড়াগড়ি যায় পড়ি ধরায় এখন॥
এইরূপে মন্দোদরী, বুক-ফাটা স্বর ধরি,
মরা পতি কোলে লয়ে কান্দিল অঝোরে।
সে করুণ স্বর শুনে, রাক্ষস বানরগণে,
সমভাবে সন্তাপিত হইল অন্তরে॥

যুদ্ধকাণ্ড সমাপ্ত।

বিভীষণের রাজ্যাভিষেক।

বিভীষণে ডাকি তবে কন রঘুবর।
রাবণের প্রেতকার্য্য করহ সত্বর॥
বুঝাইতে কর যত্ন মহিষী সকলে।
কি হইবে বৃথা আর রোদন করিলে॥
শুনিয়া মিতার বাক্য বীর বিভীষণ।
চলিলেন শীঘ্রগতি যথায় রাবণ॥
স্ত্রীগণে সান্ত্বনা করি মধুর বচনে।
আজ্ঞা দিলা ডাকি সব অনুচরগণে॥
অন্ত্যেষ্টির আয়োজন করহ সকলে।
আনি দ্রব্যজাত রাখ সাগরের কূলে॥
আজ্ঞা পেয়ে ধায় শত শত নিশাচর।
যোগায় সকল দ্রব্য হইয়া তৎপর॥
সুবর্ণরচিত শিবিকায় শয্যা পাতি।
সাজায় যতনে কুসুমের মালা গাঁথি॥
বিচিত্র পতাকা তায় দিয়া চারি ধারে।
রাখিল রাজার শব শয্যার উপরে॥
দৃঢ়কায় নিশাচর শত-পরিমাণ।
স্কন্ধে বহি সিন্ধুকুলে রাখিল সে যান॥
যোগায় সুগন্ধ কাষ্ঠ চন্দনের সার।
রচিল বিপুল চিতা দিয়া শত ভার॥
আনিল গুগ্‌গুল ধূপ ঘৃত বহুতর।
নববস্ত্র পট্টবস্ত্র আনিল বিস্তর॥
বিভীষণ অগ্নি দিলা শাস্ত্রের বিধানে।
চিতায় স্থাপন করে দেহ ভৃত্যগণে॥
জ্বলিয়া উঠিল চিতা পরশি গগন।
ক্ষণেকের মধ্যে ভস্ম হইল রাবণ॥
হরিধ্বনি করিয়া আত্মীয় বন্ধুজনে।
ফিরিল কান্দিয়া নিজ নিজ নিকেতনে॥
চরম সবার একরূপ ভিন্ন নয়।
শ্মশানে ভিক্ষুক রাজা সমতুল হয়॥
তাইতে শ্মশান তব এত সমাদর।
পুণ্য ভূমি বলিয়া তোমারে জানে নর॥
ধনের গৌরব বীরত্বের অহংকার।
নিমিষেতে পায় লোপ পরশে তোমার॥
দীনের দারিদ্র্য-দুখ রোগীর যাতনা।
তোমার নিকটে গেলে কিছুই থাকে না॥
মানবের কাম ক্রোধ লোভ হিংসা দ্বেষ।
সম ভাবে সকলি করহ তুমি শেষ॥
তোমার সমান বন্ধু জগতে না মেলে।
গলিত পলিত দেহ ধর নিজ কোলে॥
পাপ পুণ্য অভিন্ন শ্মশান তব কাছে।
হেন অমায়িক বন্ধু আর কেবা আছে॥
প্রতাপেও তুল্য কেহ হবে না তোমার।
রাবণে যখন তুমি কৈলে ছার খার॥
কান্দিয়া শিবিরে ফিরে গেল বিভীষণ।
সান্ত্বনা করেন তারে রাজীবলোচন॥
মধুর বচনে রাম কহেন অনুজে।
মিতায় করহ অভিষেক লঙ্কারাজ্যে॥
শুনিয়া লক্ষ্মণ আজ্ঞা দেন কপিগণে।
চতুঃসাগরের বারি আনহ যতনে॥
আজ্ঞা পেয়ে বলিষ্ঠ বানর শত শত।
আনে সিন্ধুবারি স্বর্ণকলস-পূরিত॥
পঞ্চগব্য পঞ্চামৃত রাখে স্তরে স্তরে।
বিভীষণ বৈসে রত্ন-আসন-উপরে॥
অভিষিক্ত করে তারে সুমিত্রানন্দন।
কপিরা আনন্দে কহে জয় বিভীষণ॥

জয় জয় লঙ্কাপতি রাঘবের মিতা।
জয় জয় কৌশল্যানন্দন জয় সীতা ॥
জয় জয় সুগ্রীব কিষ্কিন্ধ্যা-অধিপতি।
জয় যুবরাজ বালিসুত মহামতি ॥
জয় হনুমন্ত বীর পবননন্দন।
জয় নল যে করিল সাগরবন্ধন ॥
লঙ্কা কাঁপাইয়া উঠে জয় জয় শব্দ।
শুনি দেবাসুর যক্ষ রক্ষঃ হয় স্তব্ধ ॥
তবে রাম মাতলিরে প্রতিপূজা করি।
ইন্দ্ররথ সহ পাঠাইলা স্বর্গপুরী ॥
ধনুঃশর ত্যজিয়া তখন দয়াময়।
সৌম্য মূর্ত্তি ধরি আসি শিবিরে উদয় ॥
সম্মুখে পবনপুত্র সতৃষ্ণ নয়নে।
দীন ভাবে দাঁড়াইয়া চায় মুখ পানে ॥
বুঝিয়া অন্তরে তার বদন চাহিয়া।
কহিলেন যাও বাছা সত্বর হইয়া ॥
জানাইয়া জানকীরে মোর আশীর্ব্বাদ।
কহিবে যতনে যুদ্ধ-জয়ের সম্বাদ ॥
সবান্ধবে করিয়াছি রাবণে সংহার।
সীতায় এ সুসম্বাদ দিবে উপহার ॥
এত শুনি হনুমান হরষিত মনে।
চলিলা অশোক-বনে পবন-গমনে ॥

সীতার অগ্নি-পরীক্ষা।

অশোক-কাননে গিয়া পবনন্দন।
বৃক্ষমূলে জানকীরে করে দরশন ॥
পরিধান বসন মলিন অতি জীর্ণ।
নিত্য উপবাসে তনু অতিশয় শীর্ণ।
যোগিনী যেমন ভস্ম-বিভূষিত-কায়।
ধূলায় ধূসরা হনু দেখিলা সীতায় ॥
তৈল বিনা সুকেশীর শিরে জটাভার।
রামনাম মহামন্ত্র জপে অনিবার ॥
কৃতাঞ্জলি হয়ে হনুমান অধোমুখে।
দাঁড়াইল বীর আসি সীতার সম্মুখে ॥
দেখিয়া চিনিলা সীতা পবননন্দনে।
হনু বলে দশানন পড়িয়াছে রণে ॥
কুশলে আছেন রাম অনুজ সহিতে।
কুশলে আছেন দেবি রাঘবের মিতে ॥
দিতে এই শুভ সমাচার বরাননে।
পাঠাইলা রামচন্দ্র আমারে এখানে ॥
তোমারে লইতে আসিতেছে বিভীষণ।
ত্বরায় হইবে তব রাম-দরশন ॥
কহিয়া এতেক বাণী পবনকুমার।
উত্তরের প্রতীক্ষায় চাহে বারবার ॥
আনন্দে সীতার মুখে বাক্য নাহি সরে।
দর-বিগলিত ধারা নয়নেতে ঝরে ॥
হনু বলে জননি গো উত্তর না পেলে।
ফিরে যাব রাঘবের নিকটে কি ব'লে ॥
সীতা বলে বাছা শুনে শুভ সমাচার।
হয়েছিল কণ্ঠরোধ আনন্দে আমার ॥
যে সম্বাদ দিলে বাছা পবনকুমার।
জগতে ইহার নাহি মেলে পুরস্কার ॥
তোমার গুণের ধার শোধা সুকঠিন।
কি দিব তোমারে বাপ আমি অতি দীন
হনু বলে কেনে মাগো ভাঁড়াও আমারে।
তুমি যদি দীন, ভাগ্যবতী কে সংসারে ॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফল।
লভে জীব পেলে তব চরণ-কমল ॥
চির দিন যে ধনের বাঞ্ছা করে দাস।
দেখ যেন সেই ধনে ক'রো না নিরাশ ॥
অচিন্ত্যরূপিণী তুমি আদ্যাশক্তি সতি।
ব্রহ্মাদি অমরগণ তোমাতে উৎপত্তি ॥
ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব তব দয়ার কারণ।
তব নামগুণে মৃত্যুঞ্জয় পঞ্চানন ॥
প্রসন্ন হইলে তুমি এ দাসের প্রতি।
স্বর্গ রাজ্য তুচ্ছ জ্ঞান করিবে মারুতি ॥
এত শুনি হাসি সীতা কহেন তখন।
তব যোগ্য কথা এই পবননন্দন ॥

শ্রেষ্ঠ দেবতার পুত্র, তুমি শ্রেষ্ঠ জ্ঞানে।
হেন বাক্য তাই শুনি তোমার বদনে॥
আমার উদ্ধারে তুমি প্রধান কারণ।
যত দিন বেঁচে রব করিব স্মরণ॥
হনু বলে এক কথা নিবেদন করি।
বড় কষ্ট তোমারে দিয়াছে সব চেড়ী॥
বড় কষ্ট জাগে মা গো আমার অন্তরে।
আজ্ঞা দেহ এ সবারে যাই বধ ক'রে॥
সীতা বলে বাছা ক্রোধ কর সম্বরণ।
কিছু দোষ করে নাই এই চেড়ীগণ॥
দশানন ছিল প্রভু, তাহার আজ্ঞায়।
তার ইচ্ছা অনুসারে শাসিত আমায়॥
প্রভুর আদেশ পালিবেক ভৃত্যগণ।
জগৎ যুড়িয়া বাছা আছে এ নিয়ম॥
তাহাতে ভৃত্যের কিছু দোষ নাহি হয়।
ক্ষমা কর চেড়ীগণে পবনতনয়॥
অপকারী জনে যেই জন ক্ষমা করে।
প্রকৃত মহৎ বলি জানিবে তাহারে॥
হনু বলে রামচন্দ্র দয়াল যেমন।
অনুরূপ ভার্য্যা তার তুমি গো তেমন॥
নহিলে কি এত কষ্ট করিতেন তিনি।
কাঁদিয়া তোমার লাগি পোহাত যামিনী॥
কথায় কথায় মাগো হ'ল বহু ক্ষণ।
মোর পথ চেয়ে আছে রাজীবলোচন॥
কি কহিব রাঘবে বলিয়া শীঘ্রগতি।
বিদায় করহ হৃষ্ট মনে মোরে সতি॥
জানকী বলেন মোর এই নিবেদন।
দেখিতে বাসনা সেই রাতুল চরণ॥
এত শুনি হনুমান হইয়া সত্বর।
উপনীত হন আসি যথা রঘুবর॥
সীতার কুশল-বার্ত্তা করি নিবেদন।
কহে সীতা বাঞ্ছা করে দেখিতে চরণ॥
শ্রীরাম কহেন তবে ডাকি বিভীষণে।
যাও মিত্র ত্বরা করি অশোক-কাননে॥

স্নান করাইয়া পরাইবে দিব্য বাস।
শিবিকা করিয়া পরে আন মোর পাশ॥
আজ্ঞা পেয়ে বিভীষণ গিয়া লঙ্কাপুরে।
পাঠাইলা সীতার নিকটে সরমারে॥
তার পর লঙ্কেশ্বর চলিলা আপনি।
উপনীত আসি যথা সীতা ঠাকুরাণী॥
অঞ্জলি করিয়া শিরে রাক্ষসের নাথ।
বিনয়ে সীতার পদে করে প্রণিপাত॥
মধুর বচনে কহে উঠগো জননী।
আজি সুপ্রভাত তব সুখের রজনী॥
স্নান করি দিব্য বাস কর পরিধান।
রাম-দরশনে চল চড়ি দিব্য যান॥
সীতা বলে উতলা হয়েছি বড় মনে।
বিলম্ব হইবে স্নান করিলে এখানে॥
বিভীষণ বলে আছে তাঁর অনুমতি।
বুঝিয়া করুন যথা রুচি তব সতি॥
পতির আদেশ সীতা শুনিয়া শ্রবণে।
স্নান করাইতে আজ্ঞা দিলা দাসীগণে॥
দূরে গেল বিভীষণ সরমারে রাখি।
স্নান করি উঠিলেন সীতা চন্দ্রমুখী॥
কুঞ্চিত চিকুরজাল বিন্যাস করিয়া।
সরমা দিলেন খোঁপা যতনে বাঁধিয়া॥
বিচিত্র কৌশেয় বস্ত্র আনি দিল চেড়ী।
সরমা দিলেন পরাইয়া যত্ন করি॥
হীরকখচিত বহুমূল্য অলংকারে।
সাজায় সরমা মনসাধে জানকীরে॥
সূর্য্যকান্ত নীলকান্ত পদ্মরাগ মণি।
কনকে জড়ায়ে সাজাইল তনু খানি॥
সীতা বলে সখি ইথে মন নাহি সরে।
প্রাণেশ আছেন মোর যোগি-বেশ ধ'রে॥
বড় সাধ সরমে লো আমার মানসে।
যোগিনী হইয়া বসি প্রাণেশের পাশে॥
সরমা কহিল সখি বড় ভাগ্যফলে।
ঘটিল এমন দিন আমার কপালে॥

সাজাইয়া এ ধরায় সাধ নাহি মেটে।
দেখাব রেখেছি রূপ লিখে চিত্রপটে॥
মনে হয় লঙ্কাতে আছয়ে মণি যত।
আনিয়া তোমারে আজি করি বিভূষিত।
কহিতে কহিতে কথা সরমা সত্বরে।
সীতায় সাজায়ে দিল নানা অলঙ্কারে॥
তবে শিবিকায় চড়ি চলিলা সুন্দরী।
অগণন রক্ষিগণ চলে অস্ত্র ধরি॥
আগে গিয়া বিভীষণ রাঘবে জানায়।
শিবিকা আইল নিতে লইয়া সীতায়॥
শুনিয়া রামের মনে চিন্তার উদয়।
চাহিয়া ধরার দিকে মৌনী হয়ে রয়॥
ক্রোধে রক্তবর্ণ ক্রমে বদন তাঁহার।
দেখিয়া হইল ভয় মনে সবাকার॥
তবে রাম কহিলেন চাহি বিভীষণে।
জানকীরে পাদচারে আনহ এখানে॥
আদেশ পাইয়া লঙ্কেশ্বর বিভীষণ।
শিবিকা-নিকটে পুন করেন গমন॥
রামের আদেশ জানাইতে জানকীরে।
আইলেন শশিমুখী শিবিকা-বাহিরে।
সীতায় দেখিতে হ'ল জনতা বিষম।
অনুচরে ইঙ্গিত করেন বিভীষণ॥
বেত্রহস্তে তাড়না করয়ে অনুচর।
তাহাতে কাতর যত রাক্ষস বানর॥
ক্রোধভরে তবে রাম কহে বিভীষণে।
জনতা করহ দূর মিতে কি কারণে॥
বিপদ সম্পদ যাগ যজ্ঞ বিবাহেতে।
দোষ নাই রমণীর বাহির হইতে॥
সীতার এখন মিতে বিপদ-সময়।
লোকমাঝে তাহার প্রকাশ দূষ্য নয়॥
এত যদি রামচন্দ্র কহিলা মিতায়।
জনতা ঠেলিয়া সঙ্গে আনিলা সীতায়॥
পতির আকার দেখি জনকদুহিতা।
দাঁড়াইয়া রহে সতী হইয়া চিন্তিতা॥

তবে রাম বলে শুন জনকনন্দিনি।
রাক্ষসের গৃহে বন্দী ছিলে একাকিনী॥
হরিয়া তোমারে যবে আনিল রাবণ।
অবশ্য করিয়াছিল অঙ্কেতে স্থাপন॥
তোমার যৌবন রূপ দেখি দুরাশয়।
ক্ষমিল তোমারে হেন মনে নাহি লয়॥
আপন মর্য্যাদা মাত্র রাখিবার তরে।
বধিলাম দশাননে ভীষণ সমরে॥
এখন তোমাতে আর নাই প্রয়োজন।
যথা ইচ্ছা হয় তথা করহ গমন॥
লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন কিম্বা ভরতের গৃহে।
পারহ থাকিতে তব যথা মন চাহে॥
অথবা সুগ্রীব সহ কিষ্কিন্ধ্যা নগরে।
থাকহ পরম সুখে যদি ইচ্ছা করে॥
কিম্বা লঙ্কেশ্বর বিভীষণের আবাসে।
থাকহ জানকী যদি তাহে মন বাসে॥
মূঢ়মতি রাবণ অগ্রাহ্য করি মোরে।
শৃগাল হইয়া সিংহপত্নী নিল হ'রে॥
তার সমুচিত শাস্তি পাইল পামর।
সবংশে সমরে পড়ি গেল যম-ঘর॥
যদি নাহি করিতাম তোমার উদ্ধার।
চির দিন অপযশ থাকিত আমার।
রাঘবের কঠোর বচন শুনি সীতা।
লজ্জায় ঘৃণায় অবনত করি মাথা॥
সবার সম্মুখে সম্বোধিয়া রঘুনাথে।
এইরূপে লাগিলেন তাঁহারে কহিতে॥
বহুদিন একত্রে ক'রেছি দোঁহে বাস।
সুখে দুখে কভু সীতা না ছাড়িল পাশ॥
ইহাতেও মনে যদি বুঝিলে না নাথ।
তবে অভাগীর আর নাই কোন হাত॥
সত্য বটে শরীর পরশি দশানন।
বলে ধরি এনেছিল করিয়া হরণ॥
কিন্তু নাথ শরীর আমার বশ নয়।
কি করিব সহজে দুর্ব্বলা অতিশয়॥

আমার আয়ত্তাধীন হয় মোর মন।
তোমা ভিন্ন অন্য কারে ভাবে না কখন॥
লোকে জানে জনক আমার জন্মদাতা।
তুমি তো জানহ আমি অযোনি-সম্ভূতা॥
সামান্যা রমণী সম ভাবিয়া আমারে।
ত্যজিলে দাসীরে নাথ অতি অবিচারে।
অপবিত্র দেহ যদি পর-পরশনে।
ত্যজিব এ দেহ দেখ পশি হুতাশনে॥
এত বলি দেবরে মিনতি করি কন।
বিলম্ব সহে না ত্বরা জ্বাল হুতাশন॥
পতি যদি পত্নীরে বিশ্বাস নাহি করে।
কি ফল তাহার আর বল প্রাণ ধ'রে॥
শুনিয়া সীতার বাক্য সুমিত্রানন্দন।
অগ্রজের মুখ পানে চাহিলা তখন॥
অনুমতি দিলা রাম ইঙ্গিত করিয়া।
লক্ষ্মণ দিলেন মহা চিতা সাজাইয়া॥
জ্বলিয়া উঠিল অগ্নি গরজি ভীষণ।
শিখা তার পরশিল সুদূর গগন॥
চারি দিকে শতহস্ত উত্তাপ এমনি।
পলায় রাক্ষস কপি মনে ভয় গণি॥
তবে সীতা প্রদক্ষিণ করি রামচন্দ্রে।
যোড় করে নত শিরে হুতাশনে বন্দে॥
স্তব করি অগ্নিকে কহেন সীতা সতী।
সর্ব্বসাক্ষী তুমি দেব রাখহ মিনতি॥
যদি কভু পাপ-চিন্তা ক'রে থাকি মনে।
যদি পাপ-চক্ষে দেখে থাকি দশাননে॥
পোড়াইয়া এ শরীর কর ছার খার।
দাসীর মিনতি এই চরণে তোমার॥
এত বলি জানকী প্রবেশে চিতানলে।
হাহাকার শব্দ উঠে বানর-মহলে॥
লক্ষ্মণ ধরায় পড়ে হাহাকার করি।
পবনকুমার কান্দে ধরাতলে পড়ি॥
বিভীষণ সুগ্রীব কান্দয়ে শোকভরে।
দূরে বসি কপিগণ রামে নিন্দা করে॥

রাম সীতার মিলন।

সবার রোদন দেখি কমললোচন।
আঁখিজল করিতে না পারে নিবারণ॥
এখানে স্বরগধামে অমরনিচয়।
দেখিয়া সীতার কার্য্য মানিল বিস্ময়॥
বেদবিৎশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা পবন বাসব।
কুবের বরুণ যম শিব আদি সব॥
নিজ নিজ যানে চড়ি নামিল মহীতে।
সঙ্গে লয়ে রামের জনক দশরথে॥
কুবের কহেন তবে শুন রামচন্দ্র।
তোমারে দেখিতে আইলেন দেববৃন্দ॥
রাবণে বিনাশি তুমি কৈলে বড় কাজ।
আজি ভয়মুক্ত সব দেবের সমাজ॥
ত্রি-জগতে বিষ্ণু বিনা নাহি হেন জন।
সমরে জিনিয়া করে রাবণে নিধন॥
অতএব তুমি রাম বিষ্ণু-অবতার।
লক্ষ্মীরূপা হন পত্নী জানকী তোমার॥
চির দিন তোমাতেই অনুরক্তা সীতা।
তাহারে ত্যজিলে কেনে ভুলিয়া মমতা॥
রাঘব কহেন আমি জানি ধনেশ্বর।
আমার জনক দশরথ নৃপবর॥
যদি নাহি হই দশরথের নন্দন।
কহিবেন ব্রহ্মা আমি হই কোন্ জন॥
কোন্ প্রয়োজনে হইয়াছি অবতার।
বলুন সমস্ত ব্রহ্মা করিয়া বিস্তার॥
এত শুনি পদ্মযোনি আনন্দিতমন।
কহেন রাঘব তুমি ভ্রান্ত কি কারণ॥
তুমি আদি-অন্ত-হীন চতুর্ভুজধারী।
সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্ত্তা গোলোক-বিহারী॥
বিরাট পুরুষ তুমি বিশ্ব তব দেহ।
ইহাতে রাঘব কিছু নাহিক সন্দেহ॥
চন্দ্র সূর্য্য হয় তব যুগল নয়ন।
অশ্বিনীকুমারদ্বয় তোমার শ্রবণ॥

অগ্নি তব তেজ বিনা আর কিছু নয়।
পবন নিশ্বাস তব জানিবে নিশ্চয় ॥
প্রতি লোমকূপ তব ব্রহ্মাণ্ড-নিবাস।
তুমি সত্য সনাতন তুমি শ্রীনিবাস ॥
দেবের অবধ্য দুষ্ট নিশাচরকুলে।
বধিতে মানব-রূপে অবতীর্ণ হ'লে ॥
ব্রহ্মার বচনে রাঘবের তুষ্ট মন।
হেন কালে অগ্নি দেব দিলা দরশন ॥
হেমপ্রভা জানকীরে লইয়া কোলেতে।
বাহির হইলা দেব আগুন হইতে ॥
রামে সমর্পিয়া সীতা কহে বৈশ্বানর।
পরম পবিত্রতর সীতার অন্তর ॥
বহু ভাগ্যে হেন পতিব্রতা পত্নী মেলে।
অরুন্ধতী সম তব জানকী ভূতলে ॥
দ্বিতীয়া রোহিণী সম জনকনন্দিনী।
ধন্য আজি তাঁর অঙ্গ পরশিয়া অগ্নি ॥
হুতাশনে জিনিয়া ধরেন তেজ সতী।
তাহারে দহিতে কোথা আগুনের শক্তি ॥
রাম বলে দেব আমি জানি সব কথা।
নিজ তেজে নিজে রক্ষা ক'রেছেন সীতা ॥
দারুণ নিগ্রহ সহি অশোককাননে।
বাঁচিয়াছিলেন এক পাতিব্রত্য গুণে ॥
তাঁহার সতীত্ব-বলে দুষ্ট দশাননে।
হইলাম ক্ষমবান বিনাশিতে রণে ॥
সীতায় ধর্ষণা করি মূঢ় নিশাচর।
পরমায়ুক্ষীণ হয়ে গেল যমঘর ॥
একান্ত আসক্ত সীতা কেবল আমাতে।
জানি দেব সমস্তই তোমার কৃপাতে ॥
লোক-অপবাদ কিন্তু এড়াবার তরে।
প্রবেশিতে অগ্নি নাহি নিবারিনু তাঁরে ॥
এখন হ'লেন ধন্যা ত্রিলোক-মাঝারে।
দেখিল অদ্ভুত কার্য্য সুরাসুর নরে ॥
এত যদি কহিলেন রাজীবলোচন।
শুনিয়া সকলে হয় আনন্দিতমন ॥
জানকীর নয়নে আনন্দবারি ঝরে।
পতির আদরে মনোদুখ গেল দূরে ॥
মারুতি কহিল তবে যুড়ি দুই কর।
দাসের বাসনা পূর্ণ কর রঘুবর ॥
ভকতরঞ্জন রাম হাসিয়া অন্তরে।
সীতায় আপন বামে বসান সত্বরে ॥
নবঘনশ্যাম তনু রাঘবের পাশে ॥
স্থির সৌদামিনী সীতা বসিলা উল্লাসে ॥
ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ কৈলা রাম দয়াময়।
শিবিরে হইল বড় আনন্দ-উদয় ॥
দেখিয়া যুগলমূর্ত্তি হনুর নয়নে।
বহিল প্রেমের ধারা ক্ষান্ত নাহি মানে ॥
লক্ষ্মণের বক্ষ বহি পড়ে প্রেমধারা।
দেখি ভোলা নেচে উঠে হয়ে জ্ঞানহারা ॥
সীতারাম সীতারাম বলিয়া বদনে।
নাচিতে লাগিল শিব লয়ে দেবগণে ॥
চারি বেদ উচ্চারণ করি চারি মুখে।
পিতামহ নাচিতে লাগিল মহাসুখে ॥
নাচিল সুগ্রীব আদি যূথপতিগণ।
মহানন্দে নাচে লঙ্কেশ্বর বিভীষণ ॥
লঙ্কাপুরী হ'ল আজি আনন্দ-নগর।
বৈরভাব ভুলিল বানর নিশাচর ॥
তবে ধর্ম্মরাজ বলে শুন রঘুনাথ।
ভক্তিভাবে করহ পিতায় প্রণিপাত ॥
তোমার পুণ্যের ফলে জনক তোমার।
লভিয়াছে স্বরগে অক্ষয় অধিকার ॥
ওই দেখ দেবযানে রাজা দশরথ।
করহ তাঁহারে নমস্কার দণ্ডবৎ ॥
এত শুনি পিতৃ-আগে করি যোড় কর।
ভূমি লুটি দণ্ডবৎ হয় রঘুবর ॥
ভক্তিভাবে সীতাদেবী প্রণমে চরণে।
সৌমিত্রি প্রণমে পদে অতি হৃষ্ট মনে ॥
তুষ্ট হয়ে দশরথ তবে রামে বলে।
দেখিলাম তোমা সবে বহু ভাগ্যফলে ॥

তোমা হেন পুত্র যার ধন্য সেই জন।
দেবলোক প্রাপ্ত আমি তোমার কারণ॥
মোর আশীর্ব্বাদে হবে রাজচক্রবর্ত্তী।
করহ গমন অযোধ্যায় শীঘ্রগতি॥
রাম বলে পিতা যদি তুষ্ট মোর প্রতি।
সদয় হইয়া রাখ একটী মিনতি॥
ক্ষমা কর কৈকেয়ী ভরত দুইজনে।
তথাস্তু বলিলা দশরথ সেই ক্ষণে॥
তবে চাহি সীতা প্রতি কহে দশরথ।
ঘুষিবে তোমার যশ যুড়িয়া ভারত॥
তোমা হ'তে নারীকুলে বাড়িল সুখ্যাতি।
তব নাম নিলে নারী হবে পুণ্যবতী॥
লক্ষ্মণে চাহিয়া দশরথ কন তবে।
তব তুল্য অনুজ জগতে নাহি হবে॥
শুনিলে ব্রহ্মার মুখে রাম কোন্ জন।
করিও তাহার সেবা করিয়া যতন॥
শচীপতি কন তবে অতি মিষ্ট ভাষে।
তোমা হ'তে আজি মুক্ত রাবণের ত্রাসে॥
বড় তুষ্ট হইয়াছি রাম তোমা প্রতি।
যদি কোন বাঞ্ছা থাকে বলহ সম্প্রতি॥
রাম বলে সমরে নিহত কপিগণে।
বাঁচাইয়া দেহ দেবরাজ দয়াগুণে॥
তথাস্তু বলিয়া ইন্দ্র রামে দিলা বর।
মরা কপিগণ বেঁচে উঠিল সত্বর॥

রামের লঙ্কাত্যাগ।

ইন্দ্রাদি দেবতা নিজ নিজ স্থানে গেলা।
সুখে রাম সেই নিশা লঙ্কায় রহিলা॥
প্রভাতে লঙ্কেশ আসি দিলা দরশন।
ভক্তিভাবে বন্দে দুটি রাতুল চরণ॥
যুড়িয়া যুগল কর কহেন রাঘবে।
দাসের বাসনা পূর্ণ করিতে হইবে॥
সুগন্ধ সুস্নিগ্ধ তৈল সুশীতল বারি।
লইয়া দাঁড়ায়ে দেখ যতেক সুন্দরী॥
আজ্ঞা হ'লে স্নান তারা করাইয়া দিবে।
বসন ভূষণ অঙ্গে যত্নে পরাইবে॥
চতুর্দ্দশ বর্ষ পূর্ণ হইল এখন।
যোগিবেশ ত্যজি কর স্বরূপ ধারণ॥
সাজে না ভ্রমরকৃষ্ণ কেশে জটাজাল।
ও বরাঙ্গে পায় কিহে শোভা বৃক্ষ-ছাল॥
লঙ্কার ঐশ্বর্য্য যত সকলি তোমারি।
কিছু দিন থাকি হেথা যাও ভোগ করি॥
রাম বলে মিতে আমি জানি তব মন।
ভুলিব না ভালবাসা থাকিতে জীবন॥
কিন্তু ভাই মোর লাগি প্রাণের ভরত।
সন্ন্যাসীর বেশে চেয়ে আছে আসাপথ॥
ভোগ বিলাসেতে মন হইবে কেমনে।
বুঝহ ভাবিয়া মিতে আপনার মনে॥
ব্যাকুল অন্তর মোর ভরতে দেখিতে।
তাই তব বাক্য ভাই পারি না রাখিতে॥
তোমাতে আমাতে মিতে নাহি কিছু আন।
জানিবে উভয়ে মোরা একই-পরাণ॥
তোমারে দেখিলে হয় যে সুখ অন্তরে।
বলিয়া জানাব মিতে কেমনে তোমারে॥
বিদায় করহ মোরে যাইব এখন।
গুরুজনে দেখিতে ব্যাকুল বড় মন॥
কৌশল্যা কৈকেয়ী আর সুমিত্রা জননী।
আমার লাগিয়া কান্দে দিবস রজনী॥
উতলা হয়েছি বড় বিলম্ব সহে না।
থাকিতে আমারে অনুরোধ করিও না॥
সুগ্রীবাদি বড় বড় যূথপতিগণে।
স্নান করাইয়া দি'ক দাসীরা যতনে॥
ধন রত্ন দিয়া সবে কর পুরস্কার।
তাহাদের সুখে সুখ মিতে হে আমার॥
রামের এতেক বাক্য শুনি লঙ্কাপতি।
দাসীগণে সেইরূপ দিলা অনুমতি॥
তবে শূন্য করি সব লঙ্কার ভাণ্ডার।
আনিয়া যোগায় ভৃত্য রতন-সম্ভার॥

মনসাধে পুরস্কার করি কপিগণে।
আহ্বান করেন বীর পুষ্পক বিমানে॥
স্মরণ করিতে রথ আসিয়া উদয়।
বিভীষণ বলে রথে উঠ দয়াময়॥
আপনি যাইব সঙ্গে অযোধ্যা নগরে।
এই করিয়াছি সাধ আপন অন্তরে॥
রাম বলে অমৃতে অরুচি হিতে কার।
তোমার সংসর্গসুখ স্মরণ আমার॥
এতেক কহিয়া লয়ে জানকী লক্ষ্মণে।
প্রদক্ষিণ করি রাম উঠিল বিমানে॥
যূথপতিগণে সঙ্গে করি বিভীষণ।
আনন্দে পুষ্পক রথে করে আরোহণ॥
কামগামী দিব্য রথ রামের আদেশে।
সকলে লইয়া তবে উঠিল আকাশে॥
মধুর বচনে রাম কহেন সীতায়।
দেখ বরাননে লঙ্কা অলকার প্রায়॥
ত্রিকূট-শিখরে পুরী অতি মনোহর।
তুলনা যাহার নাই ভুবন-ভিতর॥
ঐ দেখ যুদ্ধভূমি পূতিগন্ধময়।
যথায় মরিল রণে নিশাচরচয়॥
এই স্থানে দশানন পড়েছিল রণে।
মেঘনাদে লক্ষ্মণ বধিল এই স্থানে॥
কুম্ভকর্ণ নামে রাবণের সহোদর।
এই স্থানে রণে পড়ি গেল যমঘর॥
এই স্থানে ধূম্রাক্ষে বধিল হনুমান।
প্রহস্তের পতনের হয় এই স্থান॥
এই দেখ সেই স্থান যথা মন্দোদরী।
বিলাপ করিল মরা পতি কোলে করি॥
অদূরে দেখহ ওই সেতু মনোহর।
যাহার সহায়ে পার হইনু সাগর॥
মৈনাকের হৈম চূড়া দেখ বরাননে।
সিন্ধু-মাঝে শোভা পায় উজ্জ্বল বরণে॥
ওই দেখ সেতুবন্ধ নামে তীর্থস্থানি।
ত্রিলোচন যথা মোরে হৈলা কৃপাবান॥

এই স্থানে পাইলাম মিত্র বিভীষণে।
যাহার সাহায্যে জয়ী সুদুষ্কর রণে॥
এইবার দেখ প্রিয়ে কিষ্কিন্ধ্যা নগরী।
ওই দেখা যায় সুগ্রীবের রাজপুরী॥
জানকী কহেন নাথ সাধ মোর মনে।
দেখিব সুগ্রীব আদি বীর-পত্নীগণে॥
সঙ্গে লয়ে সকলে যাইব অযোধ্যায়।
বল নাথ এই কথা সুগ্রীব রাজায়॥
এত শুনি রামচন্দ্র কহেন সুগ্রীবে।
সীতার বাসনা পূর্ণ করিতে হইবে॥
আনন্দে সুগ্রীব গিয়া কিষ্কিন্ধ্যা নগরে।
স্ত্রীগণে লইয়া সঙ্গে ফিরিলা সত্বরে॥
শত শত বীরপত্নী অতি নিরুপমা।
তারকা-বেষ্টিত শশী মধ্যে তারা রুমা॥
প্রিয় সম্ভাষণে অতি আদর করিয়া।
সবাকারে রথে সীতা লইলা তুলিয়া॥

রামের ভরদ্বাজ-আশ্রমে গমন।

কিষ্কিন্ধ্যা পশ্চাতে রাখি পুষ্পক বিমান।
উত্তর মুখেতে ক্রমে করয়ে প্রয়াণ॥
সীতায় কহেন রাম মধুর বচনে।
সুগ্রীবের সহ সখ্য হইল এখানে॥
ওই দেখ ঋষ্যমূক গিরি মনোহর।
কাঞ্চন-মণ্ডিত শৈলরাজ-কলেবর॥
বালি-ভয়ে কপিরাজ ছিলেন এখানে।
প্রথম সাক্ষাৎ যবে হয় মোর সনে॥
তার কিছু দূরে দেখ পম্পা সরোবর।
দেখনি সরসী কভু এমন সুন্দর॥
তোমার বিরহে বড় দুখে পম্পাতীরে।
ক'রেছিনু কতই বিলাপ উচ্চৈঃস্বরে॥
এই স্থানে শবরীর সঙ্গে দেখা হয়।
কবন্ধেও এই স্থানে দেই যমালয়॥
দেখ প্রিয়ে জনস্থান অতি সন্নিকটে।
যথায় খরের সহ ঘোর যুদ্ধ ঘটে॥

এই স্থানে জটায়ু তোমার লাগি হত।
মনে হ'লে হায়! দুখ জাগে মনে কত॥
পঞ্চবটী দেখ প্রিয়ে সম্মুখে তোমার।
দেখহ কুটীর প্রিয়ে মাঝখানে তার॥
ওই দেখ গোদাবরী তাহার নিকটে।
মুনিপত্নীগণে দেখা যায় তার তটে॥
দেখ প্রিয়ে তব পরিচিত মৃগীগণে।
দেখিছে তোমায় তারা চকিত নয়নে॥
এই দেখ সুতীক্ষ্ণের আশ্রম প্রেয়সি।
ঋষিগণ করিতেছে হোম তথা বসি॥
মৃগশিশু সনে খেলে মুনিবালগণ।
সিংহের শাবক বসি দেখিছে কেমন॥
ময়ূরের সঙ্গে খেলিতেছে বিষধর।
বিড়ালের কোলে পাখী নিদ্রায় কাতর॥
হিংসা দ্বেষ তপোবনে নাই বরাননে।
এ দৃশ্য দেখিলে বড় সুখ হয় মনে॥
সংসার-আশ্রম আর এই তপোবন।
তুলনা করিয়া দেখ বিভিন্ন কেমন॥
লোকালয়ে হিংসাদ্বেষ যেন মূর্ত্তিমান।
চিরশান্তি তপোবনে করে অধিষ্ঠান॥
ঘরে ঘরে বাদ বিসম্বাদ লোকালয়ে।
জ্বলিছে বিদ্বেষ-অগ্নি অনেক-হৃদয়ে॥
দেখিলে পরের ভাল মলিন বদন।
বিপদ শুনিলে সুখে নেচে উঠে মন॥
ষড়যন্ত্র সদা মন্দ করিবার তরে।
হাসিয়া ভুলাতে যত্ন করয়ে বাহিরে॥
মুখে হায় হায় করে সাজিয়া স্বজন।
বিষকুম্ভ পয়োমুখ তাহারা এমন॥
পিতায় করয়ে বন্দী পুত্র দুরাচার।
প্রাণতুল্য সহোদরে করয়ে সংহার॥
পশুবৃত্তি মানুষে করিছে আচরণ।
তপোবনে মুনিবৃত্তি করে পশুগণ॥
কথায় কথায় এইরূপে ক্রমে ক্রমে।
আসি উপনীত ভরদ্বাজের আশ্রমে॥

দেখি রাম ইচ্ছা কৈলা মুনি সম্ভাষিতে।
বুঝিয়া পুষ্পক রথ লাগিল নামিতে॥
আশ্রমের কিছু দূরে রাখিয়া বিমানে।
চলিলা রাঘব লয়ে জানকী লক্ষ্মণে॥
ভরদ্বাজে প্রণাম করয়ে তিন জনে।
রামে দেখি মুনির আনন্দ বড় মনে॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া মুনি সম্ভাষি রাঘবে।
কুশল জিজ্ঞাসি দিলা কুশাসন সবে॥
বসি রঘুনাথ বলে কহ মহামুনি।
কেমন আছেন মোর কৌশল্যা জননী॥
কৈকেয়ী সুমিত্রা মাতা আছেন কেমন
বলিয়া করুন তুষ্ট এ দাসের মন॥
প্রাণের ভরত আর শত্রুঘ্ন আমার।
কেমন আছেন মুনি কহ সমাচার॥
মুনি বলে রাম আমি নিত্য আসি যাই।
তোমা বিনা অযোধ্যায় কোন সুখ নাই॥
কৌশল্যা জননী তব অস্থিচর্ম্মসার।
কান্দিয়া কান্দিয়া চক্ষু গেছে সুমিত্রার॥
কি কব রাঘব কৈকেয়ীর যত দুখ।
দেখে না ভরত কভু ভুলে তার মুখ॥
সকলের তিরস্কার সহি অবিরত।
হইয়াছে একেবারে পাগলিনীমত॥
ত্যজিয়া আহার নিদ্রা রাম রাম ধ্বনি।
নির্জ্জনে বসিয়া করে দিবস রজনী॥
মানুষের পদশব্দ কদাচ পাইলে।
কান্দি কহে আয় বাপ আয় রাম কোলে॥
ভরতের তুল্য ভাই নাই রাম আর।
পরিধান বৃক্ষছাল শিরে জটাভার॥
ভোজন করিয়া ফল মূল যথাকালে।
বীজন করয়ে তব পাদুকা-যুগলে॥
শত্রুঘ্নের সেবাগুণে দেহে আছে প্রাণ।
দুটী ভাই সর্ব্বদাই করে রাম রাম॥
নগরের শোভা আর নাই পূর্ব্বমত।
ফল-ফুল-হীন এবে তরু গুল্ম যত॥

পশুপক্ষী শীর্ণকায় তোমার লাগিয়া।
পুরবাসিগণ আছে বিষাদে ডুবিয়া ॥
মুনির বচন শুনি ব্যথিত অন্তরে।
বিদায় লইয়া রাম উঠিলা সত্বরে ॥

রামের অযোধ্যায় প্রত্যাগমন।

উঠিয়া পুষ্পক রথে কৌশল্যানন্দন।
পবনতনয়ে সুমধুর ভাষে কন ॥
অযোধ্যায় যাও বাছা করিয়া সত্বর।
পথে পাবে শৃঙ্গবের পুরী মনোহর ॥
গুহক মিতায় আগে করি সম্ভাষণ।
কহিবে কুশলে আছে রাঘব লক্ষ্মণ ॥
ভালবাসে মিতা মোরে প্রাণের সহিতে।
বাঞ্ছা অদ্য নিশা রব তাহার গৃহেতে ॥
গুহকের কাছে অযোধ্যার পথ জানি।
উপনীত হবে তথা না হ'তে রজনী ॥
ভরতে কহিবে সত্য করিয়া পালন।
গৃহে ফিরে আসিতেছে শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥
সঙ্গে আছে বানর-কটক বহুতর।
কহিবে তাদের নাহি হয় অনাদর ॥
এতেক বচন শুনি পবনকুমার।
তখনি ধরিলা দিব্য মানুষ-আকার ॥
বায়ুবেগে শূন্যমার্গে চলিল ছুটিয়া।
উত্তরিল শৃঙ্গবের পুরেতে আসিয়া ॥
রাম-আগমন-বার্ত্তা কহিতে গুহকে।
পরিপূর্ণ তনু তার হইল পুলকে ॥
প্রেমধারা শত ধারে ঝরে দুনয়নে।
স্নেহভরে আলিঙ্গন করে হনুমানে ॥
গদ্‌গদ স্বরে কহে আজি সুপ্রভাত।
দয়া করি দীনে আসিছেন রঘুনাথ ॥
হনুমানে বলে ভাই যে সম্বাদ দিলে।
তার যোগ্য পুরস্কার ভুবনে না মেলে ॥
কহ কোন্ উপকার করিবে এ দাস।
হনু বলে যেতে হবে ভরতের পাশ ॥

প্রভুর নাহিক আজ্ঞা বিলম্ব করিতে।
দেখাইয়া দাও আমি যাব কোন্ পথে ॥
এতেক শুনিয়া গুহ কহে ভৃত্যগণে।
চলিল চণ্ডালদল বায়ুপুত্র সনে ॥
অরণ্য হইয়া পার বলে ভৃত্য সবে।
ধরি এইপথ যাও নন্দিগ্রাম পাবে ॥
তবে বায়ুপুত্র বীর বায়ু করি ভর।
নন্দিগ্রামে উপনীত আসিয়া সত্বর ॥
ভরতে ভেটিতে প্রবেশিয়া রাজপুরী।
আশ্চর্য্য হইলা বীর দুরবস্থা হেরি ॥
বিষাদ-কালিমা-মাখা বদন সবার।
থাকিতে জীবন লোক যেন শবাকার ॥
উদ্যম-বিহীন নিরুৎসাহ পৌরজন।
রাম রাম বলি কেহ করিছে রোদন ॥
ভরতে দেখিলা বীর সিংহাসন-পাশে।
শিরে জটাভার ঘোর তপস্বীর বেশে ॥
রামের পাদুকাযুগ রাখি সিংহাসনে।
চামর বীজন করে সদা সযতনে ॥
রাজছত্র ধরিয়া শত্রুঘ্ন মুনিবেশে।
নীরবে বসিয়া বীর আছে বাম পাশে ॥
পাত্র মিত্র সকলের একই আকার।
দেখিয়া পাবনি হইলেন চমৎকার ॥
ভরতে সম্বোধি তবে মধুর বচনে।
কহিতে লাগিলা বায়ুসুত হৃষ্ট মনে ॥
শুনহ ভরত কহি শুভ সমাচার।
গৃহে আসিছেন ফিরে অগ্রজ তোমার ॥
আজি নিশা বঞ্চিয়া সে শৃঙ্গবের পুরে।
কল্য আসিবেন রাম অযোধ্যা নগরে ॥
কুশলে আছেন রাম জানকী লক্ষ্মণ।
সঙ্গে আসিতেছে কপিসৈন্য অগণন ॥
সুগ্রীব রাজন বিভীষণ লঙ্কাপতি।
করিছেন আগমন রামের সংহতি ॥
মারুতির সুধাতুল্য সুমিষ্ট বচনে।
ঝরে প্রেমবারি ভরতের দুনয়নে ॥

প্রেমভরে মারুতিরে করি আলিঙ্গন ।
মন্ত্রিগণে ডাকি আজ্ঞা দিলেন তখন ॥
স্থানে স্থানে আনিয়া বসাও বাদ্যকরে ।
সাজাও সকল দেবালয় পুষ্পহারে ॥
নর্ত্তকী গায়িকা মনোহর বেশ ধরি ।
গাইবে নাচিবে সবে দিবস শর্ব্বরী ॥
শীল্পিগণে আজ্ঞা দেহ নগর সাজাতে ।
পূর্ণ ঘট সারি সারি রাখ রাজপথে ॥
পৌর জন বেশ ভূষা করিয়া ধারণ ।
দেখিতে রাঘবে সবে করিবে গমন ॥
দূর করি নিরানন্দ যতেক রমণী ।
নগর করুক পূর্ণ দিয়া উলুধ্বনি ॥
নন্দিগ্রাম হইতে সে অযোধ্যা যাইতে ।
এইরূপ সাজাইয়া রাখ সব পথে ॥
আজ্ঞা মাত্র মন্ত্রিগণ আনন্দিত মনে ।
নিযুক্ত করিল শত শত শীল্পিগণে ॥
বাজিয়া উঠিল বাদ্য সুমধুর রবে ।
আনন্দে হইল পূর্ণ পুরবাসী সবে ॥
ক্ষণপূর্ব্বে ছিল শবাকার যেই পুরী ।
এখন উঠিল তাহে আনন্দ-লহরী ॥
বাল বৃদ্ধ যুবক যুবতী যত জন ।
উৎসাহে অপূর্ব্ব শোভা করিল ধারণ ॥
রাম আসিতেছে সব-মুখে এই বাণী ।
মহানন্দে প্রভাত হইল সে রজনী ॥
না হইতে সূর্য্যোদয় নগর-বাহিরে ।
দাঁড়ায় নগরবাসী কাতারে কাতারে ॥
ভরত শত্রুঘ্ন সঙ্গে করি মন্ত্রিগণে ।
আসাপথ চাহি থাকে উৎফুল্ল নয়নে ॥
কৌশল্যা কৈকেয়ী আর সুমিত্রা মহিষী ।
স্ত্রীগণে বেষ্টিতা হয়ে দাঁড়াইল আসি ॥
আঁখি পালটিতে কারু ইচ্ছা নাহি হয় ।
পাছে রামচন্দ্র আইসেন সে সময় ॥
পলে পলে মারুতিরে কহেন ভরত ।
কই ভাই কেন নাহি দেখি তাঁর রথ ॥
এই ভাবে কিছু কাল গত সেই স্থানে ।
হেন কালে কোলাহল উঠিল গগনে ॥
হনু বলে ওই শুন কপিসৈন্যগণ ।
মেঘের নিনাদ জিনি করিছে গর্জ্জন ॥
ওই দেখ পুষ্পক বিমান দেখা যায় ।
শুনিয়া ভরত শীঘ্র সেই দিকে চায় ॥
নিজ তেজে উজলিয়া দিক সমুদয় ।
আসিয়া কনক-রথ হইল উদয় ॥
রথে দেখি রামে বামে জানকী সহিতে ।
ভরত অমনি পড়ে লোটায়ে ভূমিতে ॥
শত্রুঘ্ন প্রণাম করে ধরণী লুটিয়া ।
ব্রাহ্মণে আশিস্ করে দুহাত তুলিয়া ॥
ধীরে ধীরে রথ তবে নামিতে লাগিল ।
দেখি পুরবাসিগণ আনন্দে মাতিল ॥
পরশিতে ভূমি উঠি ভরত সে রথে ।
অগ্রজের পদধূলি ধরিল শিরেতে ॥
দণ্ডবৎ হয়ে পড়ে রাতুল চরণে ।
বাহু পসারিয়া রাম তুলিলা যতনে ॥
সীতায় আপন নাম জানাইয়া পরে ।
ভক্তিভাবে পদযুগে দণ্ডবৎ করে ॥
প্রেম-সম্ভাষণ করি সৌমিত্রির সাথে ।
কর যুড়ি ভরত কহেন রঘুনাথে ॥
বহু ভাগ্যফলে পাইলাম দরশন ।
এখন আপন রাজ্য করহ গ্রহণ ॥
ন্যাস-রূপে তব এই রাজ্য সুবিশাল ।
সাধ্য-অনুসারে পালিলাম এত কাল ॥
বহিতে এ গুরুভার শক্তি মোর কোথা ।
রাজা হয়ে তুমি রাজ্য করহ সর্ব্বথা ॥
প্রসন্ন হইয়া আজ্ঞা দেহ নিজ দাসে ।
শ্রী-অঙ্গে বীজন হেতু সদা রব পাশে ॥
এত বলি সুগ্রীবাদি যূথপতি সনে ।
মিষ্ট সম্ভাষণ করিলেন জনে জনে ॥
তবে রাম রথ ত্যজি নামিয়া ভূমিতে ।
জনকনন্দিনী আর লক্ষ্মণের সাথে ॥

চলিলেন যথা কৌশল্যাদি মাতৃগণ।
ভক্তিভাবে সবাকার বন্দিলা চরণ॥
বিশেষ কৈকেয়ী মাকে তুষি নানামতে।
বুঝাইয়া কহে মিষ্ট বচনে ভরতে॥
কোন দোষ নাই ভাই মাতার আমার।
বৃথা তাঁর প্রতি দ্বেষ নাহি কর আর॥
বিধাতার চক্রে হৈল মোর বনবাস।
জীব মাত্রে হয় জান নিয়তির দাস॥
মহাবল দশাননে দুর্ম্মতি ধরিল।
বন-মাঝে একাকিনী সীতায় হরিল॥
ধর্ম্মভীরু অনুজ তাহার বিভীষণ।
কত বুঝাইল হিত ধরিয়া চরণ॥
ঠেলিয়া তাহার বাক্য মোর সহ রণ।
করিয়া হইল দুষ্ট সবংশে নিধন॥
ঘটিল এ সব কার্য্য নিয়তির লাগি।
স্নেহময়ী মাতা মাত্র কলঙ্কের ভাগী॥
তোমার অধিক তাঁর স্নেহ মোর প্রতি।
অতএব তাঁহাকে না করিবে অভক্তি॥
এত শুনি ভরত প্রণমে মাতৃপদে।
কৈকেয়ী পাসরে দুখ মনের আহ্লাদে॥
জানকী লক্ষ্মণ দোঁহে লয় পদধূলি॥
কৌশল্যা বধূরে যত্নে লন কোলে তুলি॥
আনন্দাশ্রু সবাকার নয়নেতে ঝরে।
পুরবাসিগণ রামজয় ধ্বনি করে॥
অতঃপর সকলে উঠিয়া দিব্য রথে।
হইল সত্বরে উপনীত অযোধ্যাতে॥

রামের রাজ্যাভিষেক।

রাম-আগমন-বার্ত্তা পেয়ে পৌরজন।
বিমল আনন্দে সবে হইল মগন॥
ঘরে ঘরে নৃত্যগীত নানা বাদ্য বাজে।
দিব্য বস্ত্র আভরণ পরি সবে সাজে॥
বারিপূর্ণ হৈম ঘট প্রভৃতি দ্বারে দ্বারে।
রোপিল কদলী বৃক্ষ তার দুই ধারে॥
উড়িল বিচিত্র ধ্বজ গৃহের উপর।
পতপত শব্দ অতি শ্রুতিসুখকর॥
সুরভি পুষ্পের মালা সর্ব্বাঙ্গে পরিয়া।
সৌধরাজি অকস্মাৎ উঠিল হাসিয়া॥
দূরে গেল বিষাদ সহাস্য মুখে সবে।
আপনা পাসরে আজি মাতিয়া উৎসবে॥
রাজপথ পরিপূর্ণ হ'ল জনতায়।
বালবৃদ্ধ আদি রামে দেখিবারে ধায়॥
দেবালয়ে শঙ্খ ঘণ্টা বাজে অনিবার।
ধূপের ধূমায় চারিদিক অন্ধকার॥
বিপ্রগণ সমস্বরে করি স্তুতি গান।
দেবতার কাছে মাগে রামের কল্যাণ॥
বন্দিগণ ইক্ষ্বাকুকুলের যশ গায়।
শুনিলে সে স্তুতিগান শ্রবণ যুড়ায়॥
ভরত শত্রুঘ্ন তবে লয়ে মন্ত্রিগণে।
অভিষেক করাইতে চায় শুভক্ষণে॥
লইয়া রামের আজ্ঞা শত্রুঘ্ন তখন।
সুগ্রীবের কাছে গিয়া করে নিবেদন॥
চতুঃসাগরের জল আনিবার তরে।
আজ্ঞা দেহ কপিরাজ তব অনুচরে॥
এত শুনি সুগ্রীব করিতে অনুমতি।
শত শত বানর ধাইল শীঘ্রগতি॥
সুবর্ণকলস পূরি সাগরের বারি।
আনিয়া রাখিল যজ্ঞস্থলে সারি সারি॥
অভিষেক-আয়োজন করি মন্ত্রিগণ।
রামের নিকটে আসি করে নিবেদন॥
ক্ষৌরকার্য্য নাপিত করিয়া দিল আসি।
হইল মোহনমূর্ত্তি ত্যজি জটারাশি॥
মহর্ষি বশিষ্ঠ বেদবিধি-অনুসারে।
রাজ্যে অভিষেক করিলেন রঘুবরে॥
করে রাজদণ্ড শিরে মুকুট ভূষণ।
পরিধান পীতবর্ণ কৌশেয় বসন॥
রত্ন-সিংহাসনে বসিলেন রঘুনাথ।
বামভাগে লক্ষ্মীরূপা জানকী সাক্ষাৎ॥

দিব্য বেশ ধরি তবে সুমিত্রানন্দন।
রামের মস্তকে ছত্র করিলা ধারণ॥
ভরত শত্রুঘ্ন করে ধরিয়া ব্যজন।
বীজন করয়ে দোঁহে হরষিতমন॥
বিভীষণ অন্য এক ছত্র লয়ে করে।
সত্বরে ধরিল আসি রামের উপরে॥
করি যোড় কর আসি সম্মুখে মারুতি।
নয়ন ভরিয়া দেখে যুগল-মুরতি॥
দুটি আঁখি ভেসে যায় নয়নের জলে।
ভাবে গদ্‌গদ তনু স্তব করি বলে॥
জয় দশরথাত্মজ জানকী-মোহন।
জয় জয় রামচন্দ্র কৌশল্যানন্দন॥
জয় জয় নবদূর্ব্বাদলশ্যাম রাম।
জয় জয় রঘুকুলশ্রেষ্ঠ গুণধাম॥
জয় জয় অহল্যার শাপ-মুক্তিকারী।
জয় নবঘনবর্ণ তাড়কাসংহারী॥
জয় জয় রক্ষঃশ্রেষ্ঠ-রাবণ-দলন।
যার ভয়ে সশঙ্কিত থাকিত শমন॥
তুমি হে অখিলপতি গোলোকবিহারী।
বৈকুণ্ঠের নাথ প্রভু মুকুন্দ মুরারি॥
তুমি আত্মারাম আত্মারূপে সর্ব্বভূতে।
ধরিলে মানব-দেহ লীলা প্রকাশিতে॥
অনাদি পুরুষ তুমি নিত্য বস্তু হও।
সাক্ষীরূপে জীবদেহে সদা তুমি রও॥
বিধি বিষ্ণু মহেশ্বর তোমাতে উৎপতি।
তুমিই পুরুষশ্রেষ্ঠ তুমিই প্রকৃতি॥
বাক্যমনের অগোচর ত্রিগুণ-অতীত।
সাধিয়া যোগীন্দ্র নাহি পায় তব তত্ত্ব॥
ভক্ত-বাঞ্ছা পূর্ণ হেতু তব অবতার।
ভবভয় দূরে যায় স্মরণে তোমার॥
ভক্তিভাবে তব নাম বারেক লইলে।
গোষ্পদের সম ভবসিন্ধু তরে হেলে॥
দাসের বাসনা পূর্ণ কর দয়াময়।
হৃদি-পদ্মাসনে আসি হও হে উদয়॥
যেমন ব'সেছ রাম রত্নসিংহাসনে।
পরমা প্রকৃতি সোহাগিনী সীতা সনে॥
অধমের হৃদয়-আসন আছে পাতা।
একবার বৈস লয়ে জনক-দুহিতা॥
হউক সফল জন্ম সফল জীবন।
হৃদয়ে যুগল-মূর্ত্তি করিয়া ধারণ॥
জঠর-যাতনা দূর কর দয়াময়।
আর যেন দেহ ধরি আসিতে না হয়॥
এত বলি হনুমান মুদি দুটি আঁখি।
হৃদে দেখে জানকী সহিত কমলাঁখি॥
অন্ধকার ধ্বংস যথা হয় সূর্য্যোদয়ে।
হইল তেমতি আজি হনুর হৃদয়ে॥
যুগল-রূপের জ্যোতি হৃদয়-কন্দরে।
অজ্ঞান-আন্ধার নাশি আলোকিত করে॥
হৃদিগুহা-মাঝে রামরূপ সিংহ পশি।
কাম আদি ছয় পশু ফেলাইল নাশি॥
সীতার বদনরূপ পূর্ণচন্দ্র হেরি।
উথলিল মারুতির প্রেমসিন্ধু-বারি॥
হনুর প্রেমেতে ভুলি কন দয়াময়।
রাম সীতা ত্যজিবে না তোমার হৃদয়॥
যখন হইবে ইচ্ছা মুদিলে নয়ন।
পাইবে পাবনি আমাদের দরশন॥

সুগ্রীবাদির স্বদেশে প্রতিগমন।

শ্রীরাম হইল রাজা অযোধ্যানগরে।
দিবা রাত্রি অভেদে আনন্দ ঘরে ঘরে॥
সুগ্রীব মিতায় আর যূথপতিগণে।
তোষেন রাঘব সদা পরম যতনে॥
মিতা বিভীষণে করি আদর বিস্তর।
বিবিধ বিধানে তুষিলেন রঘুবর॥
রামের সুমিষ্ট ভাবে সাধু ব্যবহারে।
আনন্দে সকলে বঞ্চে অযোধ্যা নগরে॥
সীতার সহিত কৌশল্যাদি মাতৃগণ।
কপিপত্নী সবে তোষে করিয়া যতন॥

স্বহস্তে কৌশল্যা কেশ বিন্যাস করিয়া।
তারা রুমা প্রভৃতিকে দেন সাজাইয়া॥
যৌতুক দিলেন মণিময় আভরণ।
জনে জনে দেন কত বিচিত্র বসন॥
পুত্রাধিক আদর করিয়া হনুমানে।
স্বহস্তে খা'য়ান সীতা দশবার দিনে॥
কৌশল্যা সুমিত্রা মাতা চক্ষু পালটিতে।
হনুরে হারায়ে ব্যাকুলিতা হন চিতে॥
কাছে বসাইয়া সদা লঙ্কার কাহিনী।
শুনি কভু হাসে কভু কান্দে দুই রাণী॥
সীতার যাতনা যত অশোককাননে।
শুনিয়া ধরে না জল রাণীর নয়নে॥
কোলে লয়ে বধূরে রাবণে গালি পাড়ে।
এত দুখ দিল মোর সোণার বাছারে॥
লক্ষ্মণের শক্তিশেল-বিবরণ শুনি।
শোকে জ্ঞানহারা দোঁহে লোটায় ধরণী॥
কতক্ষণে চেতন পাইয়া দুই জনে।
দাসী দিয়া ডাকাইয়া আনিল লক্ষ্মণে॥
বুক পানে চাহিতে বিপুল চিহ্ন হেরি।
হাত বুলাইয়া বলে আমরি আমরি॥
লক্ষ্মণ হাসিয়া বলে হনু ছিল ব'লে।
পুনরায় জননি গো আমারে পাইলে॥
হনুর শক্তির কথা শুনিয়া উভয়ে।
অবাক হইয়া থাকে মুখ পানে চেয়ে॥
লঙ্কা-দহনের কথা শুনি সবিস্তারে।
কৌশল্যা হাসিয়া কহিলেন মারুতিরে॥
সকলি ক'রেছ ভাল নাহি দিলে কেনে।
সূর্পণখাটাকে ফেলে জলন্ত আগুনে॥
সেই সর্ব্বনাশী সব অনর্থের গোড়া।
ভাল হ'ত তাহারে করিলে আধপোড়া॥
এইরূপে কিছু দিন সুখে কাটি কাল।
ঘরে ফিরে যেতে চায় বানরের পাল॥
শ্রীরাম করিয়া যুক্তি সুগ্রীবের সনে।
বহু ধন দিয়া তুষিলেন কপিগণে॥

বিভীষণে বহু রত্ন দিলা উপহার।
সকলে করেন উপযুক্ত ব্যবহার॥
জনে জনে আলিঙ্গন করি প্রেমভরে।
বিদায় করেন রামচন্দ্র সবাকারে।
মিত্র রাজগণ যত ছিল অযোধ্যায়।
দেশে ফিরে গেলা লয়ে রামের বিদায়॥
রাজ্য পালে রামচন্দ্র পরম যতনে।
সুখে পূর্ণ অযোধ্যা হইল ক্রমে ক্রমে॥
ধন ধান্য অপ্রমিত গৃহস্থের গৃহে।
ব্যাধি জরা অধিকার নাহি পায় দেহে॥
দেশ খুঁজে নাহি মেলে দস্যু একজন।
মিথ্যা ত্যজি সবে করে সত্য আচরণ॥
নাহিক অকাল মৃত্যু দীর্ঘজীবী সবে।
হেন সুখ হয় নাই কভু না হইবে॥
সব ঋতু নিজ নিজ ভাবেতে উদয়।
সুবৃষ্টি সুভিক্ষ সদা রামরাজ্যময়॥
গাভীগণ অপ্রমিত দুগ্ধ করে দান।
বার মাস ফুল ফলে শোভিছে উদ্যান॥
নিত্য যাগ যজ্ঞ হয় প্রতি ঘরে ঘরে।
এইরূপে রামচন্দ্র সুখে রাজ্য করে॥

ফলশ্রুতি।

মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত রামায়ণ।
ভক্তিভাবে যেই জন করয়ে শ্রবণ॥
কিম্বা শুদ্ধ চিত্তে যেই জন পাঠ করে।
পরম সৌভাগ্যশালী হইবে সংসারে॥
ধন ধান্যে গৃহ চিরদিন রবে ভরা।
জানিবে না রোগ শোক অপমৃত্যু জরা॥
পুত্র-পৌত্রবান হয়ে চিরকাল রবে।
অকাল মরণ তার গৃহে না হইবে॥
দয়া মায়া স্নেহগুণে পূর্ণ হবে মন।
যতনে করিবে সত্য ধর্ম্ম আচরণ॥
পিতা মাতা প্রতি ভক্তি বাড়িবে অন্তরে।
ভাই ভগ্নীগণে তুষিবেক সমাদরে॥

বন্ধুবৃদ্ধি শত্রুক্ষয় হইবে তাহার।
মরিলে যমের নাহি রকে অধিকার॥
স্ত্রীলোক করিলে পাঠ এই রামায়ণ।
হইবে দীর্ঘায়ু তাহাদের পতিগণ॥
যশ ধর্ম্ম বৃদ্ধি হবে জানিবে নিশ্চয়।
সুন্দর বলিষ্ঠ সব হইবে তনয়॥
বন্ধ্যার হইবে পুত্র অতি রূপবান।
মৃতবৎসা রমণীর বাঁচিবে সন্তান॥
আদি কাব্য রামায়ণ রবে যার ঘরে।
অচলা হইবে লক্ষ্মী শ্রীরামের বরে॥
ভূত প্রেত পলাইবে দেখি রামায়ণ।
অমোঘ বাল্মীকি মহামুনির বচন॥

যুদ্ধকাণ্ড সমাপ্ত।

উত্তরকাণ্ড।

কুবেরের জন্ম-বিবরণ।

রিপুকুল নাশি রাম রত্ন সিংহাসনে।
বসিয়া করেন রাজ্য অযোধ্যা ভবনে॥
আশীর্ব্বাদ করিতে তাঁহারে ঋষিগণ।
একে একে অযোধ্যায় কৈল আগমন॥
পূর্ব্বদিক হৈতে আসে কৌশিক গালব।
যবক্রীত গার্গ্য মেধাতিথি পুত্র সব॥
দক্ষিণ হইতে অত্রি অগস্ত্য নমুচি।
আত্রেয় সুমুখ আর বিমুখ প্রমুচি॥
পশ্চিমনিবাসী ধৌম্য নৃষঙ্গু কবষী।
আইল শিষ্যের সহ কৌষেয় মহর্ষি॥
ভরদ্বাজ বিশ্বামিত্র কশ্যপ গৌতম।
জমদগ্নি অত্রি ও বশিষ্ঠ তপোধন॥
এই সপ্ত ঋষি আসি উত্তর হইতে।
উপনীত অযোধ্যায় রামের সভাতে॥
অগস্ত্য কহেন তবে রামে সম্বোধিয়া।
করিলে মহৎ কার্য্য রাবণে বধিয়া॥
দেবের অবধ্য কুম্ভকর্ণ দশানন।
প্রহস্ত দুর্দ্ধর্ষ মহোদর অকম্পন॥
লভিলা সুখ্যাতি বড় বধিয়া সকলে।
তোমার সদৃশ বীর নাহি মহীতলে॥
কিন্তু এ সবার চেয়ে বধি ইন্দ্রজিতে।
রাখিলে অক্ষয় কীর্ত্তি সমস্ত জগতে॥
ইন্দ্রজিৎ তুল্য বীর কভু না হইল।
যুদ্ধে জয় করি দেবরাজে বেন্ধেছিল॥
ধন্য ধন্য রাম তুমি ধন্য কীর্ত্তি তব।
ইন্দ্রশত্রু ইন্দ্রজিতে কৈলে পরাভব॥
রাম বলে শুনিতে বাসনা বড় মনে।
পিতা চেয়ে পুত্রের প্রশংসা কোন্ গুণে॥
মহাপরাক্রমশালী রাক্ষসের পতি।
তারে রাখি রাবণির কেনে বা সুখ্যাতি॥
মুনি বলে শুনহ সে সব বিবরণ।
শুনিলে হইবে রাম বিস্ময়ে মগন॥
রাক্ষসকুলের হৈল যেরূপে সৃজন।
যেরূপে ব্রহ্মার বরে দুর্জ্জয় রাবণ॥
যেরূপে পিতার চেয়ে ইন্দ্রজিৎ বলী।
শুনহ সকল রাম একে একে বলি॥
ব্রহ্মর্ষি পুলস্ত্য নামে ব্রহ্মার সন্তান।
প্রভাবেতে ছিল পিতামহের সমান॥
তৃণবৃন্দ নামে এক ছিল মহীপতি।
তাহার তনয়া এক অতি রূপবতী॥
পুলস্ত্যে অর্পিল রাজা কন্যা আপনার।
সেই গর্ভে জনম হইল বিশ্রবার॥
ভরদ্বাজ নিজ কন্যা দেববর্ণিনীকে।
পত্নীরূপে দিলা সেই বিশ্রবা মুনিকে॥
বিশ্রবার পুত্র হ'ল নাম বৈশ্রবণ।
পরম তেজস্বী পুত্র রূপে অনুপম॥
কঠোর তপস্যা করে ধরি বহুকাল।
তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা তারে কৈলা লোকপাল॥
পুষ্পক নামেতে এক আশ্চর্য্য বিমান।
সেই কালে ব্রহ্মা তারে করিলেন দান॥
বর পেয়ে বৈশ্রবণ আনন্দিত মনে।
আসিয়া প্রণাম করে পিতার চরণে॥
ব্রহ্মার বরের কথা করি নিবেদন।
পিতার নিকটে তবে কহে বৈশ্রবণ॥
বাসস্থান নির্দ্দেশ না কৈলা পিতামহ।
কোথায় থাকিব দেব দয়া করি কহ॥
বিশ্রবা কহেন বাপ সমুদ্র মাঝারে।
লঙ্কা নামে পুরী আছে অতুল সংসারে॥

বিশ্বকর্ম্মা-বিরচিত অতি মনোহর।
স্বরগ-সদৃশ পুরী দেখিতে সুন্দর॥
পূর্ব্বে রাক্ষসের লাগি হইল সে পুরী।
বিষ্ণুর ভয়েতে পলায়েছে তারা ছাড়ি॥
সেই শূন্যময় পুরে কর বাসস্থান।
সকল প্রকারে তব হইবে কল্যাণ॥
এত শুনি বৈশ্রবণ চলিল লঙ্কায়।
দেখিয়া পুরীর শোভা পুলকিতকায়॥
অল্প দিনে সুশাসনে হইল উন্নতি।
যক্ষ নামে প্রজাগণ করিল বসতি॥
ধন ধান্যে পরিপূর্ণ হইল অচিরে।
অতুল ঐশ্বর্য্যশালী ভুবন ভিতরে॥

রাক্ষস-সৃষ্টির বিবরণ।

রাম বলে মুনিবর তব বাক্য শুনে।
বড়ই বিস্ময় উপজিল মোর মনে॥
পুলস্ত্য-বংশেতে জনমিল রক্ষোগণ।
পরম্পরা এইরূপ ক'রেছি শ্রবণ॥
অতএব কুবেরের জন্মের পূর্ব্বেতে।
কিরূপে রাক্ষস থাকা সম্ভবে লঙ্কাতে॥
মুনি বলে কহিতেছি শুন দিয়া মন।
যেরূপে প্রথমে হয় রাক্ষস সৃজন॥
জল সৃষ্টি করি প্রজাপতি কুতূহলে।
জীবের করিলা সৃষ্টি রাখিতে সে জলে॥
আজ্ঞা দিলা পিতামহ রক্ষা কর জল।
করিব আমরা রক্ষা বলে এক দল॥
অন্য দল বলে যক্ষ পূজা যার মানে।
ব্রহ্মা কহিলেন তাঁহাদের বাক্য শুনে॥
রক্ষ শব্দ যাহারা করিলে ব্যবহার।
রাক্ষস হইয়া তারা ভ্রমিবে সংসার॥
যক্ষ শব্দ যাহারা বাহির কৈলে মুখে।
যক্ষ হয়ে পৃথিবীতে রবে তারা সুখে॥
তার পর দুটী ভাই হেতি ও প্রহেতি।
জনমিল রক্ষঃকুলে হয়ে অধিপতি॥
ভয়া নামে ছিল এক কালের ভগিনী।
হেতি করিলেক তারে বিবাহ আপনি॥
হেতির বিদ্যুৎকেশ নামেতে তনয়।
কালের ভগিনী ভয়া-গর্ভে জন্ম লয়॥
যখন বিদ্যুৎকেশ পাইলা যৌবন।
সন্ধ্যার তনয়া সনে হইল মিলন॥
কালক্রমে সন্ধ্যা-কন্যা হয় গর্ভবতী।
মন্দর পর্ব্বতে প্রবেশিল পরে সতী॥
সদ্যোজাত শিশুরে ত্যজিয়া সন্ধ্যাসুতা।
পতির নিকটে পুন হয় উপনীতা॥
বৃষভ-বাহনে আদ্যাশক্তি সহ হর।
যাইতেছিলেন তদা শূন্যে করি ভর॥
শুনিয়া পার্ব্বতী সেই শিশুর রোদন।
হরে অনুরোধ করে দয়ার কারণ॥
সতীর বদন চাহি কহেন মহেশ।
হউক মাতার সম শিশুর বয়েস॥
তদবধি রাক্ষসের সকল তনয়।
ভূমিষ্ঠ হইয়া মাতৃ-বয়স লভয়॥
সুকেশ শিশুর নাম রাখিলা পার্ব্বতী।
শিবের কৃপায় হৈল বলবান অতি॥
গ্রামণী নামেতে গন্ধর্ব্বের এক কন্যা।
দেববতী নাম রূপে গুণে মহীধন্যা॥
সেই কন্যা সহ সুকেশের পরিণয়॥
দেববতী প্রসবিল তিনটি তনয়॥
মাল্যবান জ্যেষ্ঠ আর মধ্যম সুমালী।
সকলের কনিষ্ঠের নাম হৈল মালী॥
মহাবলবান তিন রাক্ষস-তনয়।
সুরাসুর সকলে দেখিলে করে ভয়॥
জগতে অজেয় পিতামহবরে সবে।
বিশ্বকর্ম্মা প্রতি আজ্ঞা করিলেক তবে॥
বাছি মনোহর স্থান পর্ব্বত উপরি।
আমাদের লাগি তুমি কর এক পুরী॥
আজ্ঞা পেয়ে বিশ্বকর্ম্মা ত্রিকূট-শিখরে।
এই লঙ্কাপুরী বিরচিল যত্ন ক'রে॥

স্বর্ণময় পুরে সুখে থাকে তিন জনে।
ভুঞ্জয়ে স্বরগ-সুখ এ মর-ভবনে॥
নর্ম্মদা নামেতে এক গন্ধর্ব্বী তখন।
তিন জনে তিন কন্যা কৈল সমর্পণ॥
সুন্দরী নামেতে কন্যা দিল মাল্যবানে।
সুমালী পাইল কেতুমতী নামে কন্যে॥
বসুদার সঙ্গে হৈল মালীর মিলন।
সবে রূপ-গুণবতী প্রথম-যৌবন॥
সুন্দরীর গর্ভে জনমিল সাত পুত্র।
বজ্রমুষ্টি যজ্ঞকোপ বিরূপাক্ষ মত্ত॥
দুর্ম্মুখ সুপ্তঘ্ন আর উন্মত্ত নামেতে।
অনলা বলিয়া কন্যা বিখ্যাত জগতে॥
প্রহস্ত প্রভস ভাসকর্ণ অকম্পন।
বিকট ধূম্রাক্ষ দণ্ড এই কয় জন॥
সুপার্শ্ব কলিকামুখ সংহ্রাদি সহিতে।
প্রসবিল কেতুমতী এই দশ পুত্রে॥
তনয়া পুষ্পোৎকটা রাকা কুম্ভনসী।
কৈকসীর সহ প্রসবিলা সে রূপসী॥
সম্পাতি অনল নিল হর এই কয়।
মালীর অপত্য বসুদার গর্ভে হয়॥
পরম ধার্ম্মিক রাম এই চারি জন।
অমাত্য করিয়া রাখিয়াছে বিভীষণ॥
এইরূপে পুত্র পৌত্র হৈল শত শত।
ব্রহ্মার বরেতে সবে হইয়া গর্ব্বিত॥
ত্রিলোকে ভ্রমিয়া করে মহা অত্যাচার।
প্রমাদ গণিয়া সবে করে হাহাকার॥
একদা দেবতাগণে কৈলাস-শেখরে।
কান্দিয়া দুঃখের কথা নিবেদিল হরে॥
শিব কন আমার অবধ্য নিশাচর।
শুনিয়া বিষ্ণুর কাছে চলিল অমর॥
স্তবে তুষ্ট হয়ে বিষ্ণু কহে দেবগণে।
বিনাশিব মাল্যবান আদি তিন জনে॥
ভয় ত্যজি নিজ স্থানে যাও দেবগণ।
সত্বরে করিব আমি রাক্ষস নিধন॥

আশ্বাস পাইয়া তবে অমরনিচয়।
নিজ নিজ স্থানে আসি হইল উদয়॥
লঙ্কাপুরে মাল্যবান শুনিয়া সকল।
বিষ্ণুর ভয়েতে মনে হইল চঞ্চল॥
বিষ্ণুর প্রতিজ্ঞা-কথা কহিল ভ্রাতায়।
শুনিয়া সুমালী মালী আশ্বাসিল তায়॥
মালী বলে দেবগণ অনর্থের মূল।
সমরে তাদের আগে করিব নির্ম্মূল॥
এতেক কহিয়া যুক্তি করি তিন জনে।
সমরে সাজিল লয়ে রক্ষঃ-সৈন্যগণে॥
দম্ভ করি স্বর্গপুরে আসি উত্তরিল।
দেব-দূত-মুখে বিষ্ণু সকল শুনিল॥
রণসাজে সাজি তবে দেব নারায়ণ।
গরুড়ে চড়িয়া কৈলা সমরে গমন॥
বাজিল তুমুল রণ নিশাচর সনে।
দিবা রাত্রি অবিশ্রামে যোঝে এক মনে॥
রুধিরে বহিল নদী মরিল বিস্তর।
চক্রাস্ত্রে মালীরে বিষ্ণু দিলা যম-ঘর॥
রণে ভঙ্গ দিয়া মাল্যবান নিশাচর।
সুমালীরে লয়ে গেল পাতাল ভিতর॥
সে অবধি শূন্য হয়ে ছিল লঙ্কাধাম।
রাক্ষসের সৃষ্টি এইরূপে হৈল রাম॥
তার পর রাবণের সৃষ্টি যে প্রকারে।
শুন তার বিবরণ কহিব তোমারে॥
সুমালীর কন্যা ছিল নামেতে কৈকসী।
প্রথমযৌবনা ধনী পরমা রূপসী॥
বিবাহ কারণে সুমালীর চিন্তা অতি।
সঙ্গে লয়ে এক দিন ভ্রমিতেছে ক্ষিতি॥
হেন কালে দেখিল সে পুষ্পক বিমানে।
বৈশ্রবণ যাইতেছে পিতৃ-সন্নিধানে॥
বিরাট মূরতি তার সূর্য্য সম জ্যোতি।
তেজে আলো করি চলে সমুদয় ক্ষিতি॥
দেখিয়া সুমালী তবে কহে কন্যা প্রতি।
পরমা সুন্দরী তুমি গুণে সরস্বতী॥

বিবাহের কাল হইয়াছে উপস্থিত।
তাহার কারণে আমি আছি মা চিন্তিত॥
বিশ্রবা নামেতে ঋষি আছে তপোবনে।
ওই দেখ তার পুত্র চ'লেছে বিমানে।
এ হেন পুত্রের যদি থাকয়ে বাসনা।
বিশ্রবায় তবে তুমি করহ ভজনা॥
পিতার বচন শুনি কৈকসী সুন্দরী।
মুনির কুটীরে উপনীত ত্বরা করি॥
রূপের ছটায় আলো করি তপোবন॥
দাঁড়াইলা কন্যা গিয়া যথা তপোধন॥
মুনি বলে কি লাগিয়া আইলে সুন্দরি।
মনোগত মোর কাছে বলহ বিস্তারি॥
কৈকসী কহিল দেব পিতার আজ্ঞায়।
আইলাম পাদপদ্ম সেবিব আশায়॥
মুনি কন যোগ-বলে জানি সমুদয়।
অভীষ্ট হইবে লাভ কহিনু নিশ্চয়॥
কিন্তু কৈলে দারুণ বেলায় আগমন।
রাক্ষস হইবে তাহে তব পুত্রগণ॥
শুনিয়া মুনির বাণী কহিল কৈকসী।
তব অনুরূপ পুত্রে হই অভিলাষী॥
মুনি বলে মোর বাক্য অন্যথা না হবে।
আমার সদৃশ এক মাত্র পুত্র পাবে॥
বর পেয়ে তুষ্ট হয়ে কৈকসী সুন্দরী।
করয়ে মুনির সেবা অতি যত্ন করি॥
প্রথম গর্ভেতে প্রসবিল দশাননে।
দ্বিতীয়ে প্রসব কৈলা বীর কুম্ভকর্ণে॥
তার পর শূর্পণখা তনয়া জন্মিল।
সব শেষে বিভীষণে প্রসব করিল॥
কিছু কাল পরে এক দিন বৈশ্রবণ।
পিতৃদরশনে তথা কৈলা আগমন॥
দশাননে ডাকি তবে কহিল কৈকসী।
তোমার অগ্রজে পুত্র দেখে যাও আসি॥
বিশ্রবার পুত্র এই নাম বৈশ্রবণ।
তেজেতে জ্বলিছে যেন দ্বিতীয় তপন॥
তুমিও তাঁহারি পুত্র হয়ে দশানন।
এ হেন দুর্দ্দশা তব কিসের কারণ॥
দশানন বলে মাতা নাহি ভাব দুখ।
আমা হ'তে উজ্জ্বল হইবে তব মুখ॥
করিব কঠোর তপ থাকি অনশনে।
যত দিন তেজে নাহি জিনি বৈশ্রবণে॥
এত বলি ভ্রাতৃদ্বয়ে লয়ে সঙ্গে করি।
উপনীত যথায় গোকর্ণ নামে গিরি॥
বহুকাল করি তপ অতি সুকঠোর।
পিতামহে পরিতুষ্ট কৈল নিশাচর॥
লভিয়া দুর্ল্লভ বর ভীষণ রাক্ষস।
ভুজ-বলে স্বর্গ মর্ত্ত কৈল সব বশ॥

রাবণাদি ভ্রাতৃগণের বরপ্রাপ্তি।

রাম বলে মুনি তব বাক্য সুধা-সার।
শ্রবণে মানসে হয় আনন্দ অপার॥
কিরূপ তপস্যা কৈল ভাই তিন জন।
কোন্ কোন্ বর লাভ কৈল কোন্ জন॥
বিস্তার করিয়া মোরে কহ মুনিবর।
শুনিয়া জুড়াক মোর শ্রবণ-কুহর॥
মুনি কন সাধু তব বাসনা রাঘব।
শুন বিস্তারিয়া আমি কহিতেছি সব॥
রাবণ করিল তপ বড়ই কঠোর।
অনাহারে থাকি দশ সহস্র বৎসর॥
নিদাঘে জ্বালিয়া অগ্নি তাহার মাঝারে।
খরতর রবি-কর ধরি নিজ শিরে॥
বরষায় বৃক্ষ-মূলে বসি বীরাসনে।
মাথা পাতি ধরে ধারা দুখ নাহি গণে॥
শীতে জল-মধ্যে উর্দ্ধপদে দশানন।
করিল কঠোর কত না হয় বর্ণন॥
কুম্ভকর্ণ এইরূপে করিল কঠোর।
উর্দ্ধপদ উর্দ্ধবাহু সহস্র বৎসর॥
ক্ষুধা-তৃষ্ণা ত্যজি পঞ্চ সহস্র বৎসর।
বাস করে দিবা নিশি জলের ভিতর॥

বিভীষণ উর্দ্ধপদে কভু এক পদে।
ডুবিয়া জলের মাঝে থাকে কভু হ্রদে ॥
প্রত্যেক হাজার বর্ষ নিঃশেষ হইতে।
দশানন এক শির কাটি নিজ হাতে ॥
অগ্নিতে আহুতি দেয় নাহি ভাবি দুখ।
বিস্ময়ে দেখয়ে তার কার্য্য চতুর্ম্মুখ ॥
দশম মস্তক যবে উদ্যত কাটিতে।
আসি ব্রহ্মা ধরিলেন রাবণের হাতে ॥
কহিলেন তুষ্ট আমি হয়েছি তোমারে।
কহ কোন বর লৈতে বাসনা অন্তরে।
দশানন বলে হব অজেয় জগতে।
অমর করহ যদি চাও বর দিতে ॥
ব্রহ্মা বলে অন্য বর চাহ দশানন।
এখনি করিব তাহা তোমারে অর্পণ ॥
দশানন বলে সুরাসুর গন্ধর্ব্বেতে।
যক্ষ রক্ষঃ কিন্নরে না পারিবে জিনিতে ॥
এ সবার বধ্য আমি হইব না কভু।
এই বর আমারে প্রদান কর প্রভু ॥
মানুষে নাহিক ভয় তুচ্ছ ক'রে মানি।
তথাস্তু বলিলা পিতামহ এত শুনি ॥
তুষ্ট হয়ে রাবণে কহেন তার পর।
কাটা মাথা স্কন্ধে তব উঠুক সত্বর ॥
বর পেয়ে রাবণের আনন্দিত মন।
তখনি হইল পূর্ব্ব মত দশানন ॥
তার পর কুম্ভকর্ণে বর দিতে চায়।
শুনিয়া দেবতাগণ বড় ভয় পায় ॥
ব্রহ্মারে বলয়ে মিলি যত দেবগণ।
নিদ্রায় উহারে করি রাখ অচেতন ॥
সহজে না মানে কারে এ তিন ভুবনে।
তব বর পেলে কি রাখিবে দেবগণে ॥
এত শুনি পিতামহ স্মরিতে মানসে।
দেবী সরস্বতী আসি দাঁড়াইলা পাশে ॥
ব্রহ্মা বলে শুন দেবি দেবের কল্যাণ।
কুম্ভকর্ণ-জিহ্বাগ্রে করিয়া অধিষ্ঠান ॥
অন্তর্যামী বাক্ বাণী বুঝিয়া অন্তর।
প্রবেশিলা নিশাচর-বদনে সত্বর ॥
সময় বুঝিয়া প্রজাপতি কন তবে।
কহ কুম্ভকর্ণ তুমি কি বর লইবে ॥
কুম্ভকর্ণ বলে দেব তুষ্ট যদি মোরে।
আজ্ঞা কর যেন নিদ্রা যাই চিরতরে ॥
তথাস্তু বলিলা হাসি দেব প্রজাপতি।
তার পরে জিজ্ঞাসেন বিভীষণ প্রতি ॥
"মাগ মনোমত বর যেবা রুচি হয়।
তাহা শুনি যোড় করে বিভীষণ কয় ॥
চির দিন ধর্ম্মে মতি থাকয়ে আমার।
না হয় ইহার কোনরূপে ব্যভিচার ॥
মহাদুঃখে পড়িলেও ধর্ম্ম নাহি ত্যজি।
এই বর দয়া ক'রে দেহ মোরে আজি ॥
ব্রহ্মা বলে সহজেই ধর্ম্মে তব মতি।
তোমা হৈতে রক্ষঃকুলে বাড়িবে সুখ্যাতি ॥
আমার বরেতে তুমি হইবে অমর।
এত বলি ব্রহ্মা যান স্বস্থানে সত্বর ॥
কুম্ভকর্ণে ত্যজিয়া গেলেন সরস্বতী।
চৈতন্য পাইয়া তবে ভাবে দুষ্টমতি ॥
ঘটিল দুর্ব্বুদ্ধি মোর কিসের কারণে।
করিল কুচক্র বুঝি মিলি দেবগণে ॥
এইরূপে ভাবিতে ভাবিতে ভ্রাতৃত্রয়।
আপনার স্থানে আসি হইল উদয় ॥

রাবণের লঙ্কা অধিকার ও বিবাহ।

রাবণের বর-প্রাপ্তি-বিবরণ শুনে।
সুমালী চলিল সঙ্গে লয়ে মন্ত্রিগণে ॥
মারীচ প্রহস্ত বিরূপাক্ষ মহোদর।
সবে মিলি উপনীত রাবণ-গোচর ॥
সুমালী কহেন দশাননে সমাদরে।
অমর হইলে বাছা পিতামহ-বরে ॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষে নাহি আর ভয়।
অনায়াসে করিতে পারিবে সবে জয় ॥

বিশ্বকর্ম্মা-বিরচিত রম্য লঙ্কাপুরী।
কুবের এখন যার হয় অধিকারী॥
পূর্ব্বে আমাদেরি ইহা ছিল অধিকার।
এমন সুখের রাজ্য না হইবে আর॥
বিষ্ণুর সমরে বার বার হারি রণে।
ত্যজিয়া পলাই মোরা পাতাল-ভবনে।
এখন উদ্ধার করি নিজ ভুজ-বলে।
অধীশ্বর হয়ে বৈস লয়ে দল বলে॥
সে রাজ্য তোমাতে সাজে তুমি যোগ্য তার।
করিতে উচিত তব তাহার উদ্ধার॥
দশানন কহে নাহি বল হেন বাণী।
কুবের অগ্রজ মোর গুরু ব'লে মানি॥
বাক্যবিদ প্রহস্ত সে কহিল তখন।
সৌভ্রাত্র করয়ে রক্ষা কোথা শূরগণ॥
কশ্যপের পত্নী দিতি অদিতি নামেতে।
রূপবতী দুই ভগ্নী বিখ্যাত জগতে॥
অদিতির গর্ভে জনমিল সুরগণ।
দিতিগর্ভে অসুরেরা লভিল জনম॥
স্বর্গ-রাজ্যে সুরের হইল অধিকার।
অসুর পাইল এই পৃথিবীর ভার॥
ক্রোধ করি বিষ্ণু কৈল অসুরে সংহার।
কাড়িয়া লইল ক্ষিতি-রাজ্য সে সবার॥
তাই বলি চিরদিন এ নিয়ম চলে।
রাজ্য লাভ করিতে হইবে ছলে বলে॥
সম্বন্ধের-অনুরোধ খাটে না সেখানে।
ভাই ভাই ঠাই ঠাই কেবা নাহি জানে॥
প্রহস্তের কথা শুনে কহে দশানন।
চলহ লঙ্কায় তবে লয়ে সৈন্যগণ॥
ফিরিয়া চাহিব রাজ্য কুবেরের স্থানে।
না দিলে লইব কাড়ি বধি তারে প্রাণে॥
এতেক শুনিয়া সবে প্রফুল্ল-অন্তরে।
দল বল লইয়া চলিল লঙ্কাপুরে॥
রাবণের দূত গিয়া কহে বৈশ্রবণে।
লঙ্কারাজ্য ছাড়ি তুমি দেহ দশাননে॥
তার মাতামহগণ কৈল এই পুরী।
শাস্ত্রের বিধানে সেই হয় অধিকারী॥
কুবের কহেন শূন্য লঙ্কা ছিল প'ড়ে।
আমি করিলাম বাস পিতৃ-আজ্ঞা ধ'রে॥
স্থাপন ক'রেছি প্রজা করিয়া যতন।
কোন্ নীতি ধরি বল ছাড়িতে এখন॥
এতেক কহিয়া চড়ি পুষ্পক বিমানে।
আসি উপনীত হয় বিশ্রবার স্থানে॥
প্রণাম করিয়া পায় করে নিবেদন।
লঙ্কারাজ্য ছেড়ে দিতে কহিছে রাবণ॥
মুনি বলে রাবণ বড়ই দুরাচার।
তাহারে বারিতে সাধ্য হবে না তোমার॥
লঙ্কা ছাড়ি কৈলাসেতে করিয়া গমন।
তথা নিজ অধিকার করহ স্থাপন॥
পিতৃ-আজ্ঞা শিরে ধরি কুবের সত্বরে।
লঙ্কা ত্যজি গেল চলি কৈলাস-শেখরে॥
তখন প্রহস্ত আসি কহে দশাননে।
রাজ্য ছাড়ি কুবের গিয়াছে অন্য স্থানে॥
অধিকার কর আসি সেই স্বর্ণপুরী।
শোভায় জিনয়ে লঙ্কা অমরনগরী॥
দূতের বচনে দশানন তুষ্ট অতি।
সদলে তথায় আসি করিল বসতি॥
সুমালী রাবণে রাজ্যে অভিষেক করি।
ধরাইল রাজছত্র তাহার উপরি॥
বিদ্যুজ্জিহ্ব নামে কালকেয়-বংশধরে।
অর্পিল রাবণ শূর্পণখা ভগিনীরে॥
মহাসুখে রাজ্য করে রাজা দশানন।
এক দিন ইচ্ছা হৈল মৃগয়া কারণ॥
মৃগের সন্ধানে ফিরিতেছে বনে বনে।
দেখিল তথায় ময়ে তনয়ার সনে॥
দুই জনে ক্রমে ক্রমে হয় পরিচয়।
সম্বোধি দানবরাজ দশাননে কয়॥
'এই দেখ কন্যা মোর মন্দোদরী নামে।
না হৈল না হৈবে হেন রূপ ধরাধামে॥

বিশ্রবার বংশধর তুমি রক্ষঃপতি।
তোমারে করিব দান কর অনুমতি॥
এত শুনি দশানন পুলকিতমন।
পত্নীরূপে কন্যারত্নে করিলা গ্রহণ॥
কিছু দিন পরে দেখিলেন দশানন।
দৌহিত্রীরে সঙ্গে করি আসে বৈরোচন॥
বজ্রজ্বালা নাম তার নবীনা যুবতী।
কুম্ভকর্ণ সহ বিয়া দিলা লঙ্কাপতি॥
সরমা নামেতে কন্যা রূপ-গুণ-যুতা।
গন্ধর্ব্বের রাজা শৈলূষের সে দুহিতা॥
বিভীষণ সহ তার হৈল পরিণয়।
এইরূপে পরিণীত হৈল ভ্রাতৃত্রয়॥
এখানে ব্রহ্মার ইচ্ছা হয়ে পরিজ্ঞাত।
নিদ্রা গিয়া কুম্ভকর্ণে করে অভিভূত॥
অচেতন হয়ে শত সহস্র বৎসর।
নিদ্রা যায় দিবস রজনী নিশাচর॥
কিছু কাল পরে মন্দোদরীর গর্ভেতে।
লভিল রাবণ মেঘনাদ নামে সুতে॥
জনমিয়া শিশু কৈল মেঘের গর্জ্জন।
মেঘনাদ নাম তাই রাখিল রাবণ॥

কুবেরের সহিত রাবণের যুদ্ধ।

ব্রহ্মার বরেতে বলবান লঙ্কাপতি।
দিন দিন বাড়ে দর্প বাড়য়ে দুর্ম্মতি॥
ত্রিলোক হইল অত্যাচারে কম্পমান।
দেবগণ সদা থাকে হয়ে ম্রিয়মাণ॥
স্বর্গে গিয়ে করিল নন্দন ছার খার।
তপোবনে ঋষিগণে করিল সংহার॥
শুনিয়া কুবের এই সব বিবরণ।
উপদেশ দিতে দূত করিল প্রেরণ॥
ইন্দ্র তুল্য সভায় বসিয়া লঙ্কাপতি।
দূত আসি করপুটে করিল প্রণতি॥
কুশল জিজ্ঞাসি পরে কহে লঙ্কেশ্বরে।
পাঠাইলা তব জ্যেষ্ঠ কুবের আমারে॥
কহিব তোমারে তাঁর উপদেশ বাণী।
উচিত যা হয় কর সে সকল শুনি॥
শ্রেষ্ঠ বংশে জন্ম তব ঋষির কুমার।
তোমারে না শোভা পায় হেন অত্যাচার॥
করিয়াছ বহু যোগী ঋষির নিধন।
তব ভয়ে স্বর্গ ছাড়িয়াছে দেবগণ॥
হরিতেছ সদা পরদারা পরধন।
করিতেছ লজ্জাকর-দস্যু-আচরণ॥
দেবগণ মিলি তব পতন কারণ।
ষড়যন্ত্র করিতেছে সবে অনুক্ষণ॥
ঋষিগণ সর্ব্বদা দিতেছে অভিশাপ।
কেন ভাই করিতেছ হেন মহাপাপ॥
বার বার করিয়াছ মোরে অপমান।
তথাচ স্নেহের বশে কান্দে মোর প্রাণ॥
বালকে না শুনি গুরুজনার বচন।
বিপদে ধাবিত যদি হয় কদাচন॥
সুস্থির থাকিতে গুরুজন নাহি পারে।
বালকে রাখিতে প্রাণপণে যত্ন করে॥
তাই ভাবি ব্যাকুল হয়েছে মোর মন।
ত্যজ দুঃস্বভাব শুন আমার বচন॥
দেবতার ক্রোধ হয় ধ্বংসের কারণ।
যা হইল আমার শুনহ বিবরণ॥
এক দিন দৈবপাকে ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
উপনীত হইলাম কৈলাস পর্ব্বতে॥
আশ্চর্য্য আলোক এক দেখি এক স্থানে।
বাম চক্ষে চাহিলাম আমি সেই পানে॥
দেখিলাম হর গৌরী করেন বিহার।
রূপের ছটায় আলো করিয়া বিস্তার॥
চাহিবা মাত্রই চক্ষু পিঙ্গল হইল।
তদবধি দর্শনের শক্তি না রহিল॥
দেবীর কোপেতে বিনা দোষে হেন দশা।
পাপাচারী হইলে কি করিবে হে আশা॥
দুখ ভাবি মনে আমি না ফিরিয়া ঘরে।
তপস্যা করিনু তথা বহু কাল ধ'রে॥

তুষ্ট হয়ে মহেশ্বর কহিলা আমারে।
হেন তপ আচরিতে অন্যে নাহি পারে॥
পূর্ব্বে আমি করিয়াছিলাম এই ব্রত।
এক্ষণে তোমার দ্বারা হৈল আচরিত॥
অতএব আজ হৈতে তুমি সখা মোর।
এত কহি তুষ্ট মোরে করিলা শঙ্কর॥
এই উপদেশবাক্য দিবার কারণ।
অগ্রজ তোমার মোরে করিল প্রেরণ॥
কহিলাম যথাযথ তাঁর সব কথা।
বুঝিয়া করহ কার্য্য না কর অন্যথা॥
এত বলি নিবর্ত্তিল বাক্যবিদ যক্ষ।
রুষিয়া উঠিল তার কথা শুনি রক্ষ॥
তিরস্কার করিয়া বধিল শেষে প্রাণ।
সাজিল সমরে ধরি খড়্গা খরশান॥
মারীচ প্রহস্ত শুক সারণ ধূম্রাক্ষ।
মহোদর আদি করি বীর লক্ষ লক্ষ॥
চলিল ধরিয়া নানা অস্ত্র সেই রণে।
ধূলা উড়ি অন্ধকার হইল গগনে॥
সত্বরে কৈলাসে আসি উপনীত হয়।
দেখিয়া সমরে সাজে যক্ষ সমুদয়॥
বাজিল ভীষণ রণ রাক্ষসের সনে।
পড়িল কুবেরসৈন্য বিস্তর সেংরণে॥
মণিভদ্রে পরাস্ত করিল মহোদর।
মারীচ নাশিল বহু কুবের-কিঙ্কর॥
প্রহস্ত সহস্র যক্ষে দিলা যমঘরে।
পড়িল অনেক রথী ধূম্রাক্ষের শরে॥
রাক্ষসের প্রতাপ দেখিয়া যক্ষগণ।
রণ ত্যজি সবে করে দূরে পলায়ন॥
কুবেরের সহ তবে লঙ্কার ঈশ্বর।
মহাপরাক্রমে কৈল যুদ্ধ ভয়ঙ্কর॥
কুবের হারায় জ্ঞান গদার প্রহারে।
সারথি লইয়া রথ পলায় সত্বরে॥
শূন্য পুরে প্রবেশ করিয়া লঙ্কেশ্বর।
হরিল ভ্রাতার যত রতন নিকর॥
পুষ্পক বিমান বিশ্বকর্ম্মা-বিরচিত।
পাইয়া লঙ্কেশ হয় অতি আনন্দিত॥

নন্দীর অভিশাপ।

কুবেরে করিয়া জয় চড়িয়া পুষ্পকে।
দশাস্য ভ্রমণ করে মনের পুলকে॥
কার্ত্তিকের জন্মস্থান দিব্য শরবনে।
আসি দশানন উপনীত হয় ক্রমে॥
সোণার বরণ শরবন মনোহর।
যাহার প্রভায় প্রভা পায় গিরিবর॥
অচল হইল তথা পুষ্পক বিমান।
দেখি ক্রোধে দশানন হয় হতজ্ঞান॥
মন্ত্রিগণে জিজ্ঞাসেন কহ কি কারণে।
অচল হইল রথ আসি এই স্থানে॥
মারীচ বলয়ে বুঝি স্বভাব ইহার।
কুবেরে ছাড়িয়া নাহি বহে অন্য ভার॥
এই রূপে পাঁচ জনে পাঁচ রূপ বলে।
নন্দী অসি তথা উপনীত হেন কালে॥
রাবণে কহিল শঙ্করের অনুচর।
নাহি হও দশানন আর অগ্রসর॥
উমার সহিত এই কালে মহেশ্বর।
বিহার করেন এই শৈলের উপর॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ রক্ষ কি কিন্নরে।
আসিতে নিষেধ আছে জান সবাকারে॥
এতেক বচন নন্দী বলিতে রাবণে।
রক্ষঃপতি চাহিলেন তার মুখ পানে॥
অতি কদাকার মুখ বানর-আকৃতি।
দেখি উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করে লঙ্কাপতি॥
বিদ্রূপ শুনিয়া নন্দী অতি ক্রোধমনে।
নিদারুণ অভিশাপ দিল দশাননে॥
বানরের মুখ মোর করি দরশন।
অবজ্ঞায় হাস্য করিতেছ দশানন॥
আমার সমান মুখ লয়ে কপিকুল।
সবংশে তোমারে তারা করিবে নির্ম্মূল॥

বানর হইতে তব সুবিপুল বংশ।
নিশ্চয় জানিহ দশানন হবে ধ্বংস॥
অভিশাপ শুনি স্বর্গ হৈতে দেবগণ।
করয়ে দুন্দুভিধ্বনি পুষ্প বরিষণ॥
রাবণ অগ্রাহ্য কিন্তু করি অভিশাপ।
নামিল বিমান হৈতে দেখাতে প্রতাপ॥
মন্ত্রিগণে ডাকি বলে শুনহ সকলে।
এই গিরিবর হৈতে রথ নাহি চলে॥
অতএব উপাড়িয়া এই গিরিবরে।
টান দিয়া ফেলাইব সাগরের নীরে॥
এত বলি শালতরু সম দুই হাতে।
সাপটিয়া ধরি টানে কৈলাস পর্ব্বতে॥
থর থর কাঁপে গিরি ভূমিকম্পে যথা।
চড় চড় শব্দে ছেঁড়ে যত গুল্ম লতা॥
ভাঙ্গিয়া পড়িল বৃক্ষ পর্ব্বত উপরে।
পশুপক্ষী ভয় পেয়ে পলাইল দূরে॥
কাঁপিল উমার পদ ভয়ে ধরে হরে।
অন্তর্যামী শিব সব জানিলা অন্তরে॥
হাসি পদাঙ্গুষ্ঠে চাপি রাখে গিরিবরে।
লাগিল বিষম ব্যথা রাবণের করে॥
অবসন্ন বাহুদ্বয় বেদনা বিষম।
যাতনায় পরিত্রাহি ডাকিল রাবণ॥
সেই রবে চরাচর চমকিল ভয়ে।
কেহ কেহ পড়ে ধরা অচেতন হয়ে॥
মন্ত্রিগণ তখন কহিছে করপুটে।
শিব বিনা কেহ নাই রাখিতে সংকটে॥
আশুতোষে তোষ শীঘ্র করি স্তব স্তুতি।
তুষ্ট হ'লে তিনি তবে পাইবে নিষ্কৃতি॥
এত শুনি দশানন কহে দশ মুখে।
জ্ঞানহীনে তারিতে হইবে প্রভু দুখে॥
তুমি আদি তুমি অন্ত তুমি সূক্ষ্ম স্থূল।
তুমি হে উৎপত্তি স্থিতি বিনাশের মূল॥
বায়ুরূপে তুমি ব্যাপ্ত সব চরাচর।
তেজরূপে আছ তুমি অগ্নির আধারে॥
জলরূপে তুমি কর রসের সঞ্চার।
রুদ্ররূপে কর পুন সকলে সংহার॥
পুরুষ প্রকৃতি তোমাতেই এক ঠাঁই।
তোমা ভিন্ন এ জগতে আর কিছু নাই॥
ইচ্ছাময় তুমি দেব মঙ্গলনিদান।
তাইতে তোমার শম্ভু হইয়াছে নাম॥
মৃত্যুঞ্জয় নাম তব মৃত্যু জয় করি।
হর নাম দেব তব জীব-দুঃখ হরি॥
আশুতোষ তুমি ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্পতরু।
তোমার সমান আছে কে জগৎগুরু॥
ত্রিগুণ-আধার কিম্বা ত্রিগুণ-অতীত।
ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য তুমি নহ সুনিশ্চিত॥
অচিন্ত্য অব্যক্ত তুমি শুনি বেদাগমে।
মূঢ় আমি তবু চিন্তা করিতে ছাড়িনে॥
বামন হইয়া যথা চাঁদ ধরা সাধ।
বাক্য দ্বারা তেমতি তোমার স্তুতিবাদ॥
রজতগিরির প্রভা তব অঙ্গ-ভাতি।
এ কল্পনা করিল হে কোন মূঢ়মতি॥
কোটি চন্দ্র সূর্য্য তব ইচ্ছায় প্রকাশ।
দুঃখে মরি স্মরি শিরে চন্দ্রের বিকাশ॥
সাজায়েছে ভাল তব কণ্ঠে ফণী দিয়া।
ঠিক যেন সাপধরা ইতর বেদিয়া॥
লোম-কূপে তোমার ব্রহ্মাণ্ড শত শত।
মণি-শির-সর্পকুল বাসুকি সহিত॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তব নখের কণায়।
কেমনে চিন্তিব রূপ ক্ষীণ কল্পনায়॥
ব্রহ্মজ্ঞানী সাজি যদি নয়ন মুদিয়া।
অন্ধবৎ ভ্রমি দেব আন্ধারে ঘুরিয়া॥
বেদের বিধানে যজ্ঞ করি স্বাহা বলি।
তত্ত্ব কিছু নাহি বুঝি ভস্মে ঘৃত ঢালি॥
তন্ত্রমতে ক্রিয়াকাণ্ড বুঝা আরো দায়।
সুরার প্রভাবে বুদ্ধিসাধ্যি লোপ পায়॥
তব মায়া-রূপ-সুরা সেবনে সবাই।
অচেতনে নিশি দিনে মোহনিদ্রা যাই॥

তোমার করুণামৃত না করিলে পান।
হইবে না নাথ এ নেসার তিরোধান॥
পাপী আমি ব্রহ্মকুলে জনম লইয়া।
ব্রহ্মচর্য্যা একেবারে রয়েছি ভুলিয়া॥
করিতেছি সদা রাক্ষসের ব্যবহার।
তরাও পাপীরে নাথ স্বগুণে তোমার॥
এইরূপে স্তব যদি কৈল দশানন।
আশুতোষ তুষ্ট হয়ে দিলা দরশন॥
শিব বলে দশানন তোমার বিক্রমে।
বড় প্রীতি আজ আমি পাইয়াছি মনে॥
তব রব শুনে ত্রস্ত হৈল চরাচর।
রাবণ হইবে তব নাম নিশাচর॥
হরের কৃপায় মুক্ত হৈল বাহুদ্বয়।
চলিল রাবণ রাজা প্রফুল্লহৃদয়॥

বেদবতীর অভিশাপ।

কৈলাস ত্যজিয়া তবে রাজা দশানন।
ভ্রমণ করয়ে নানা বন উপবন॥
ক্রমে এক তপোবনে যবে উপনীত।
সাক্ষাৎ হইল্ বেদবতীর সহিত॥
রূপ দেখি বিমোহিত হইল লঙ্কেশ।
রতি যেন ধরিয়াছে তপস্বিনী-বেশ॥
ষোড়শী কামিনী ফুল্ল কমল বদন।
ধরে না বরাঙ্গে পড়ে ঢলিয়া যৌবন॥
নাহি বান্ধে কবরী কুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশে।
কালিন্দী-তরঙ্গ বহে যেন পৃষ্ঠ-দেশে॥
অঙ্গের বরণে হারি মানয়ে বিজলী।
রাবণ দাঁড়ায় কাছে বান্ধিয়া অঞ্জলি॥
পরিচয় চাহে তুষ্ট মুখে মিষ্ট ভাষ।
কে তুমি করিছ একাকিনী বনে বাস॥
যৌবনে হৃদয় ভরা বয়সে নবীনা।
এখন তোমারে ধনী তপস্যা সাজে না॥
ভোগের সময় তব যোগের তো নয়।
অরণ্যে উদ্যান-পুষ্প কেনে অসময়॥
সরোবরে ফুটে সরোজিনী তাই জানি।
মরুভূমে আজি দেখি ফুটেছে পদ্মিনী॥
রাবণ আমার নাম লঙ্কার ঈশ্বর।
মণিময় স্বর্ণপুরে বাস নিরন্তর॥
প্রতাপে আমার যোড়া জগতে পাবে না।
পতিত্বে বরণ মোরে করহ ললনা॥
ভুলিল নয়ন মন তব রূপ হেরি।
অনুমতি হ'লে করি হৃদয়-ঈশ্বরী॥
রাবণের বাক্যে তবে বেদবতী কয়।
অনুচিত বাক্য কেন কহ মহাশয়॥
বৃহস্পতি-তুল্য বৃহস্পতির কুমার।
কুশধ্বজ নামে ঋষি জনক আমার॥
বিবাহের কাল মোর দেখি উপস্থিত।
বিষ্ণুকে জনক মোর কৈলা মনোনীত॥
যদিও দেবতা নর যক্ষ গন্ধর্ব্বাদি।
বিবাহার্থে অনেকে আইল নিরবধি॥
পিতা তবু কাহারে না কৈলা সম্প্রদান।
জামাতা হইবে বিষ্ণু আশা বলবান॥
শুম্ভনামে দৈত্য তাহে ক্রোধ করি মনে।
নিশা যোগে বিনাশিল পিতায় জীবনে॥
অসহায়া হয়ে আমি পিতার অভাবে।
তদবধি একাকিনী আছি এই ভাবে॥
মনে মনে বরণ করেছি নারায়ণে।
তাঁহারে করিব তুষ্ট তপ-আচরণে॥
তিনি ভিন্ন অন্যে মোরে নাহি হয় মতি।
জীবনসর্ব্বস্ব সেই বিষ্ণু মোর পতি॥
এত শুনি দশানন কহে তারে হাসি।
কোন্ গুণে নারায়ণে বরিবে রূপসি॥
আমা হ'তে শ্রেষ্ঠ সেই নহে কোন মতে।
অতুল বিক্রম মোর এ তিন জগতে॥
রূপেতে অতুলনীয়া তুমি গুণবতি।
ভাগ্য-গুণে পাইয়াছ অনুরূপ পতি॥
উপেক্ষা না করি মোরে করহ বরণ।
কে জানে তোমার সেই বিষ্ণু কোন্ জন॥

রাবণের কটু বাক্যে কহে বেদবতী।
দেখিতেছি দশানন তুমি মূঢ় অতি॥
জগৎ-ব্রহ্মাণ্ড-পতি যেই নারায়ণ।
কেমনে তাহারে কহ হেন কুবচন॥
তাঁহারে না জানে হেন কে আছে জগতে।
তোমা ভিন্ন হেন মূঢ় না পাই দেখিতে॥
ক্রোধে বেদবতী যদি এতেক কহিল।
রুষিয়া রাবণ তার কেশেতে ধরিল॥
বাসনা তুলিতে তারে রথের উপরে।
কেশ কাটি ফেলিলেন সতী নিজ করে॥
দেখিয়া অদ্ভুত কার্য্য স্তম্ভিত রাবণ।
কি সাধ্য নেহারে আর সতীর বদন॥
শত সূর্য্য সম তেজ অঙ্গে পরকাশে।
নয়নে প্রলয়-কারী দাবাগ্নি বিকাশে॥
ক্রোধভরে সতী তবে কহিতে লাগিল।
আজি তোরে মতিচ্ছন্ন নিশ্চয় ধরিল॥
কলুষিত করিলি এ অঙ্গ পরশনে।
এখনি ত্যজিব দেহ বসি যোগাসনে॥
জনম লইব পুন তোরে বিনাশিতে।
না রহিবে এক জন বংশে বাতি দিতে॥
এত বলি বেদবতী করি প্রাণায়াম।
মুহূর্ত্তের মধ্যে সতী ত্যজিলা পরাণ॥
স্বপ্ন কিম্বা যাদুবিদ্যা সম এই সব।
দেখিল দাঁড়ায়ে দুষ্ট হইয়া নীরব॥
ভয়ে বিকলাঙ্গ কোন রূপে চড়ি রথে।
পলাইয়া যায় নাহি চাহিয়া পশ্চাতে॥
সেই বেদবতী রাম তোমার বনিতা।
রাবণ বিনাশ হেতু জনমিলা সীতা॥

যমের সহিত রাবণের যুদ্ধ।

তপোবন ছাড়ি বীর ভ্রমে নানা দেশে।
মরুত্ত রাজার রাজ্যে উপনীত শেষে॥
যজ্ঞ অনুরোধে রাজা যুদ্ধ না করিল।
বিনা যুদ্ধে পরাজয় মাগিয়া লইল॥
তার পর পুরূরবা আদি রাজগণ।
রাবণের কাছে সবে হারি মানি লন॥
অনরণ্য নামে রাজা ছিল অযোধ্যায়।
যুদ্ধ আশে দশানন তার কাছে যায়॥
পরাজয় স্বীকার না করায় ভূপতি।
করিল ভীষণ যুদ্ধ রাবণ দুর্ম্মতি॥
অগ্নিতে শলভ যথা পুড়ে হয় ক্ষয়।
সেইরূপে মরিল রাজার সৈন্যচয়॥
অনরণ্য ত্যজে প্রাণ রাক্ষসের রণে।
মৃত্যুকালে অভিশাপ দিল সে রাবণে॥
রাম নামে মোর বংশে জন্মি একজন।
তোমারে করিবে বধ শুনহ রাজন॥
অভিশাপ গ্রাহ্য না করিয়া লঙ্কাপতি।
জয় আশে অন্য দেশে চলে শীঘ্রগতি॥
পথে দেখা হয় তার নারদের সনে।
ভক্তিভাবে দশানন প্রণমে চরণে॥
নারদ কহিল কিবা কর দশানন।
হাসি পায় দেখি মানুষের সহ রণ॥
সহজে মরিয়া আছে ব্যাধি জরা তায়।
তাদের বধিলে যশ হইবে কোথায়॥
সুরাসুর গন্ধর্ব্বে জিনিতে পেয়ে বর।
অত্যাচার কর কেনে নরের উপর॥
তব যোগ্য যোদ্ধা এক আছে মৃত্যুপতি।
পার যদি কর রণ তাহার সংহতি॥
এত যদি কহিল নারদ ঋষিবর।
যমের উদ্দেশে তবে চলে লঙ্কেশ্বর॥
সত্বরে আসিয়া উপনীত যমপুরে।
বাজিল প্রথমে ঘোর রণ সিংহদ্বারে॥
যমের কিঙ্করগণ অতি ভয়ংকর।
করিল রাক্ষস সনে ভীষণ সমর॥
বর-দর্পে বলীয়ান রাবণের সেনা।
প্রচণ্ড বেগেতে সবে আসি দিল হানা॥
সহিবে সে বেগ হেন সাধ্য আছে কার।
পলায় প্রহরিগণ ছাড়ি সিংহদ্বার॥

তবে দশানন প্রবেশিয়া যম-পুরে।
পাপীর যন্ত্রণা দেখি আতঙ্কে সিহরে ॥
সহস্র সহস্র কুণ্ড পরিপূর্ণ কীটে।
অবিরত পাপীর গলিত অঙ্গ কাটে ॥
কুকুরে ছিঁড়িছে কারু মাংস কাটি দাঁতে।
পেট চিরে গৃধিনী টানিছে ধরি আঁতে ॥
দাঁড়কাক শিরে বসি চক্ষু তুলে খায়।
পরিত্রাহি ডাকে পাপী তার যাতনায় ॥
পুরীষ-পূরিত কুণ্ডে ফেলাইয়া কারে।
কোমরে বান্ধিয়া দড়ি টানিতেছে তারে ॥
প্রকাণ্ড কটাহ সব পূর্ণ তপ্ত তেলে।
তার মধ্যে কত পাপিগণে দেয় ফেলে ॥
পরধন হরিল যাহারা এ জগতে।
তপ্ত লৌহখণ্ড বিদ্ধ করে তার হাতে ॥
পরদারা-অপহারী যত পাপিগণে।
ফেলাইয়া দেয় লৌহকণ্টকের বনে ॥
অসতী নারীর তথা বড়ই দুর্গতি।
অগ্নিবৎ লৌহে গড়ি পুরুষ-আকৃতি ॥
তার সহ আলিঙ্গন করাইছে সবে।
যম-পুরী পূর্ণ তাহাদের আর্ত্তরবে ॥
বঁড়শী বিন্ধিয়া মিথ্যাবাদীর জিহ্বাতে।
টানিতেছে যমদূত ধরি দুই হাতে ॥
পরশ্রী-কাতর-জনে বড়ই যাতনা।
ক্ষুধা তৃষ্ণা কালে পান আহার মেলে না ॥
জল জল করি তার ছাতি ফেটে যায়।
তবু তো দিনান্তে এক বিন্দু নাহি পায় ॥
মধ্যস্থ থাকিয়া যেবা করে পক্ষপাতী।
যমপুরে তার হয় বড়ই দুর্গতি ॥
ক্ষুরধার অসিপত্রে সদা শুয়ে থাকে।
নড়িতে চড়িতে সেই পরিত্রাহি ডাকে ॥
পাপীর যাতনা দিতে যম-দূতগণ।
নূতন উপায় নিত্য করে উদ্ভাবন ॥
পুণ্যবান পায় বড় আদর সেখানে।
দেবের অধিক করি যমদূত মানে ॥
রাজভোগে থাকে নাহি জানে দুঃখ-লেশ।
দেখি রাবণের মনে ঈর্ষা সবিশেষ ॥
পাপীরে করহ মুক্ত কহে দশানন।
শুনিয়া ধাইল আর যত সৈন্যগণ ॥
ভাঙ্গিল নরক-কুণ্ড বধে যম-দূতে।
মুক্ত করি দিল পাপী অযুতে অযুতে ॥
দেখি ক্রোধে যম তবে নামিল সমরে।
হইল তুমুল যুদ্ধ যমে লঙ্কেশ্বরে ॥
অবশেষে ধর্ম্মরাজ মনেতে বিচারি।
রাবণে বধিতে যায় কালদণ্ড ধরি ॥
তাহা দেখি প্রজাপতি পড়িলেন দায়।
রাবণে রক্ষার লাগি ভাবেন উপায় ॥
যমের নিকটে তবে আসিয়া সত্বরে।
সম্বর সম্বর বলি ধরিলেন করে ॥
অব্যর্থ এ কালদণ্ড বিধির বিধানে।
রাবণে অবধ্য তব মোর বরদানে ॥
অতএব কর যাহে দুই দিক রয়।
বিধি-লিপি ব্যর্থ করা উচিত না হয় ॥
ব্রহ্মার বচনে যমরাজ চিন্তি মনে।
অন্তর্হিত হইলেন ক্ষান্ত দিয়া রণে ॥
যমে জয় করিলাম ঘোষণা করিয়া।
যম-পুরী হৈতে যায় রাবণ ফিরিয়া।

রাবণের পাতালে গমন।

যমে করি জয়, বিশ্রবা-তনয়,
সঙ্গে লয়ে দল বলে।
আনন্দ-অন্তরে, আসিয়া উত্তরে,
নাগ-লোক রসাতলে ॥
তথা নাগ-লোকে, জিনিয়া পুলকে,
নিবাতকবচ-পুরে।
রাবণ দুর্ব্বার, করি মহামার,
আসিয়া প্রবেশ করে ॥
দেখি দৈত্যগণ, আরম্ভিল রণ,
বিবিধ আয়ুধ ধরি।

বাণ বরিষণে, ছাইল গগনে,
দিবসে আন্ধার করি॥
রাবণের সেনা, ক্রোধে দিল হানা,
বাজিল ভীষণ রণ।
না জানে বিশ্রাম, যোঝে অবিরাম,
রাক্ষস দানবগণ॥
বছর ফিরিল, যুদ্ধ না মিটিল,
রুধিরে বহিল নদী।
জয় পরাজয়, না হয় নিশ্চয়,
দেখিয়া চিন্তিত বিধি॥
সমরভূমিতে, আসিয়া ত্বরিতে,
দৈত্যগণে ব্রহ্মা কন।
পেয়ে মোর বর, বলী নিশাচর,
তার সনে বৃথা রণ॥
শতেক বৎসর, করিলে সমর,
জিনিতে নারিবে তারে।
মোর কথা শুনে, তোষহ রাবণে,
সুহৃদের ব্যবহারে॥
এতেক কহিয়া, রাবণে চাহিয়া,
বলে শুন দশানন।
এই দৈত্যগণে, হারাইতে রণে,
পারিবে না কদাচন॥
তুমি হে রাবণ, হয়েছ যেমন,
মোর বরে দুরজয়।
এই দৈত্য সবে, বরের প্রভাবে,
তেমনি দুর্ব্বার হয়॥
সম্বরিয়া রণ, বন্ধুত্ব স্থাপন,
করিয়া দৈত্যের সনে।
তোমরা দু দলে, থাক যদি মিলে,
কি ভয় জগৎজনে॥
ব্রহ্মার বচনে, দৈত্যপতি সনে,
সখ্য করি দশানন।
দৈত্যের ভবনে, থাকি হৃষ্টমনে,
শেখে মায়া অগণন॥

কিছু দিন পরে, বরুণের পুরে,
যাইতে বাসনা হয়।
সঙ্গে মন্ত্রিগণ, ভ্রমিছে রাবণ,
কাহারে নাহিক ভয়॥
যাইতে যাইতে, পাইল দেখিতে,
কালকেয়গণ-ধাম।
স্ফটিকনির্ম্মিত, দেখিয়া মোহিত,
অশ্মপুরী তার নাম॥
যুদ্ধ দেহ দান, বলিয়া আহ্বান,
করিতে লঙ্কার রাজ।
অসুর সকলে, আসে দলে দলে,
করিয়া সমর-সাজ॥
রাবণের শরে, দৈত্যগণ পড়ে,
শূন্য করি অশ্মপুরী।
ভগ্নীপতি তার, হইল সংহার,
এ ঘোর সমরে পড়ি॥
তবে রক্ষোগণে, বরুণ-ভবনে,
প্রবেশি চাহিল রণ।
ধরি অস্ত্রচয়, সমরে উদয়,
বরুণ-তনয়গণ॥
যোঝে প্রাণপণে, রক্ষঃসৈন্য সনে,
মুখে বলে মার মার।
পড়িলে সম্মুখে, কে রাখে তাহাকে,
প্রাণে বাঁচা তার ভার॥
দেখি দশানন, লোহিতনয়ন,
ছাড়ে শত শত শর।
বরুণনন্দন, ছিল যত জন,
বাণাঘাতে জরজর॥
হারায়ে চেতনা, কোন কোন জনা,
রথের উপরে পড়ে।
কেহ ভয় পেয়ে, যায় পলাইয়ে,
পশ্চাতে না চায় ফিরে॥
রাবণ তখন, করিয়া গর্জ্জন,
বরুণে ডাকয়ে রণে।

আগেই জলেশ, ছাড়িয়াছে দেশ,
ভয় পেয়ে বড় মনে ॥
অমাত্য আসিয়ে, কহে ব্রহ্মালয়ে,
গান শুনিবার তরে।
গেছে জলেশ্বর, শুন নিশাচর,
আর কেহ নাই ঘরে ॥
কুমার সকলে, সমরে জিনিলে,
তোমারি হইল জয়।
এতেক শুনিয়া, রাবণ হাসিয়া,
ত্যজিল বরুণালয়॥
বলির দুয়ারে, আসি তার পরে,
উপনীত রক্ষোরাজ।
দ্বারে সৈন্য রাখি, প্রবেশে একাকী,
মনোহর পুরী মাঝ ॥
একে একে রক্ষ, দেখি সপ্ত কক্ষ,
বলিরে দেখিলা শেষে।
বিরাটমূরতি, দানবের পতি,
রত্ন-সিংহাসনে বৈসে ॥
কহে দশানন, তোমারে বন্ধন,
করিল যে দুরাচার।
উদ্ধার সাধন, করিব এখন,
বধিয়া জীবন তার ॥
হাসি মনে মনে, কহেন রাবণে,
দৈত্যপতি মহাশয়।
সামান্য বন্ধন, করিয়া গ্রহণ,
এড়ায়েছি ভবভয় ॥
ভাবিয়া সামান্য, করিছ অমান্য,
বিশ্বপতি নারায়ণে।
যাহার মায়াতে, বন্দী এ জগতে,
ব্রহ্মাদি দেবতাগণে ॥
কটাক্ষে যাহার, সৃজন সংহার,
বিশ্ব চরাচর সব।
হিরণ্যকশিপু, সম ঘোর রিপু,
যার কাছে পরাভব ॥

সর্ব্বশক্তিমান, যেই ভগবান,
সর্ব্বত্রে যাঁহার গতি।
গোলোকবিহারী, মোর সেই হরি,
অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি ॥
দয়ার নিদান, সেই ভগবান,
ভক্তির অধীন হরি।
ভকতির জোরে, চিরদিন তরে,
রেখেছি বন্ধন করি ॥
ভ্রান্ত জগজন, থাকিতে নয়ন,
দেখে না যারেক চেয়ে।
কে বেন্ধেছে কারে, সে যে মোর দ্বারে,
রয়েছে প্রহরী হয়ে ॥
কহিছে রাবণ, কোথা সেই জন,
দেখাতে পারিলে মোরে।
পাবে পরিচয়, করিব হে জয়,
এখনি গায়ের জোরে ॥
এতেক শুনিয়া, দিলা দেখাইয়া,
দশাননে সিংহদ্বার।
রাক্ষসের পতি, ক্রোধভরে অতি,
ধায় করি মার মার ॥
যাইয়া নিকটে, পড়িল সঙ্কটে,
তেজে দগ্ধপ্রায় তনু।
জ্বলে দু নয়ন, যেন হুতাশন,
কিম্বা প্রভাতের ভানু ॥
মুষল ভীষণ, করেতে ধারণ,
বিপুল খড়্গ আর।
যাহার প্রহারে, ত্রিলোক সংহারে,
দশানন কোন্ ছার ॥
ব্রহ্মার বচন, করিয়া স্মরণ,
ভাবে নারায়ণ মনে।
এখনি রাক্ষসে, পারি অনায়াসে,
সংহার করিতে রণে ॥
ব্রহ্মার বচন, হইবে খণ্ডন,
এই সে কেবল ভয়।

এতেক ভাবিয়া, রূপ সম্বরিয়া,
অমনি অদৃশ্য হয় ॥
রাবণ তখন, হরষিত-মন,
বিজয় ঘোষণা করি।
সৈন্যের সহিতে, অতি ত্বরান্বিতে,
ত্যজিল বলির পুরী ॥

রাবণের সূর্য্যলোক ও চন্দ্রলোকে গমন।

ত্যজিয়া পাতালপুরী রাজা দশানন।
সূর্য্যলোক পানে ছুটি করিল গমন ॥
চড়ি কামগামী দিব্য পুষ্পক বিমানে।
সুমেরু-শিখরে উত্তরিল কতক্ষণে ॥
নিশা অবসান করি পর্ব্বতশিখরে।
প্রভাতে সূর্য্যলোকে আসিয়া উত্তরে ॥
রত্নসিংহাসনে বসি দেব দিবাকর।
মণিময় ভূষণে মণ্ডিত কলেবর ॥
বিকাশি কিরণজাল আলো করে পুরী।
চমকিত দশানন সে রূপ নেহারি ॥
নিকটে যাইতে সাধ্য নহে কোন মতে।
অথচ সমর-সাধ তাহার সহিতে ॥
প্রহস্তে কহিল দাও সম্বাদ তপনে।
আসিয়া করুক রণ ত্বরা মোর সনে ॥
কিম্বা যদি ভয় পায় আমার সমরে।
পরাজয় মানিলে এখনি যাব ফিরে ॥
এত শুনি প্রহস্ত যাইয়া সিংহদ্বারে।
দ্বারিগণে রাবণের আদেশ প্রচারে ॥
প্রহস্ত-আদেশে দ্বারী কহে দিনকরে।
যুদ্ধ-আশে দশানন উপস্থিত দ্বারে ॥
পরাজয় মানিলে না করিবেক রণ।
আজ্ঞা কর দাসে দেব যাহা লয় মন ॥
হাসিয়া দিনেশ কহে তুষ্ট দশাননে।
পোড়াইতে পারি মোর প্রখর কিরণে ॥
কিন্তু তাহে বিধাতার বাক্য নষ্ট হয়।
তুমি গিয়া তাঁরে মানি লহ পরাজয় ॥
তুষ্ট হয়ে দ্বারী গিয়ে রাবণ গোচরে।
প্রভুর আদেশ তারে নিবেদন করে ॥
উচ্চহাস্য করি বীর দ্বারীর কথায়।
ঘোষণা করিয়া নিজ বিজয় জানায় ॥
তার পর রক্ষঃপতি চলে চন্দ্রলোকে।
জয়োল্লাসে তনু মন পূর্ণিত পুলকে ॥
ভিন্ন ভিন্ন বায়ুস্তর ভেদি ঊর্দ্ধমুখে।
উঠিছে পুষ্পক রথ পলকে পলকে ॥
কোন স্তরে মেঘমালা দেখয়ে রাবণ।
গরজি গভীর করে বারি বরিষণ ॥
কোন স্তরে গঙ্গার প্রবাহ তর তর।
কমল কুমুদে শোভা অতি মনোহর ॥
হংস কারণ্ডব কেলি করয়ে কৌতুকে।
দেখিতে দেখিতে বীর চলে মহাসুখে ॥
কোন স্তরে সিদ্ধ ঋষিগণের বসতি।
রাবণে দেখিয়া সবে সন্ত্রাসিতমতি ॥
কোন স্তরে গরুড় বান্ধবগণ সনে।
করিতেছে বাস অতি আনন্দিত মনে ॥
কোন স্তরে সপ্তর্ষিমণ্ডল দৃষ্ট হয়।
আকাশ-গঙ্গার স্রোত কোন স্তরে বয় ॥
এই সব স্তরে স্তরে উঠিতে উঠিতে।
কনকরচিত রথ পাইলা দেখিতে ॥
অপ্সরা-সেবিত শ্রেষ্ঠ পুরুষ পুলকে।
চলিয়াছে শূন্যপথে শ্রেষ্ঠ পুণ্যলোকে ॥
যুদ্ধ দেহ বলি রক্ষ ডাকে ঘনে ঘনে।
হেন কালে দেখিলা পর্ব্বত তপোধনে ॥
প্রণমিয়া পদে তাঁরে কহে লঙ্কেশ্বর।
কে যায় বিমানে চড়ি কহ মুনিবর ॥
পুনঃ পুনঃ করিতেছি সমরে আহ্বান।
তথাচ আমার বাক্যে নাহি দেয় কাণ ॥
বিমান করিব রোধ দেখি কেটা রাখে।
জানে না লঙ্কেশ দশানন তারে ডাকে ॥

এত শুনি ঋষি বলে না কহ এমন।
পুণ্যধামে যাইতেছে ইহারা এখন ॥
মর্ত্ত্যলোকে বহু পুণ্য উপার্জ্জন করি।
চরমে স্বরগে যায় দিব্য রূপ ধরি ॥
তোমার সহিত সমরের যোগ্য নয়।
পলায় সুদূরে দেখ মনে পেয়ে ভয় ॥
আসিছে মান্ধাতা ওই অযোধ্যার ভূপ।
যুদ্ধ করিবার পাত্র তব অনুরূপ ॥
এত বলি অন্তর্হিত হইল পর্ব্বত।
নিমিষে আইসে তথা মান্ধাতার রথ ॥
নিজ পরিচয় দিয়া কহিল রাবণ।
রথ রাখি অগ্রে মোর সহ কর রণ ॥
মান্ধাতা কহেন ওরে ক্ষুদ্র নিশাচর।
চেন না আমারে তাই বাঞ্ছ সমর ॥
বাঁচিবার সাধ যদি থাকে তব মনে।
পলাও যাবৎ শর নাহি যুড়ি গুণে ॥
দশানন বলে ভাল দিলে উপদেশ।
তুচ্ছ মানুষের ভয়ে পালাবে লঙ্কেশ ॥
কুবের বরুণ যমে জিনিল যে জন।
মানুষের ভয়ে পালাইবে সে কেমন ॥
এত বলি বিপুল ধনুকে যুড়ি বাণ।
কাটি মান্ধাতার দেহ করে খান খান ॥
তবে ক্রোধে অগ্নি হেন মান্ধাতা জলিল।
বরষিয়া শরজাল আন্ধার করিল ॥
রাক্ষসের সব বাণ কাটি নিজ শরে।
শত শত বাণে বিন্ধ করে লঙ্কেশ্বরে ॥
কাটিল মুকুট তার আর শরাসন।
রথধ্বজ কাটে আর কুণ্ডল ভূষণ ॥
প্রহস্ত মারীচ আদি যত মন্ত্রিগণ।
সহিতে না পারি রণ করে পলায়ন ॥
দ্বন্দ্বযুদ্ধ করে দোঁহে তুল্য পরাক্রমে।
না হয় পরাস্ত কেহ যোঝে প্রাণপণে ॥
তবে অযোধ্যার পতি চিন্তিয়া অন্তরে।
ব্রহ্ম-অস্ত্র যুড়িলেন ধনুকে সত্বরে ॥

তাহা দেখি দশানন ভয় পেয়ে মনে।
পাশুপত অস্ত্র যুড়িলেক ধনুর্গুণে ॥
দুই অস্ত্র-গর্জ্জনে কাঁপিল ত্রিভুবন।
অস্ত্রের মুখেতে বাহিরায় হুতাশন ॥
ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার চঞ্চল হৈল মতি।
রণস্থলে আসি উপনীত শীঘ্রগতি।
ব্রহ্মার আদেশে দোঁহে অস্ত্র সম্বরিল।
বন্ধুত্ব করিয়া পরে রণে ক্ষান্ত দিল ॥
তার পর চন্দ্রলোকে চলিল রাবণ।
কতক্ষণে উপনীত সহ সৈন্যগণ ॥
রাবণে দেখিয়া চন্দ্র জ্বলিয়া উঠিল।
শীতাগ্নি বিকাশি সবে দহিতে লাগিল ॥
প্রহস্তাদি বীরগণ ভয় পেয়ে মনে।
ফিরিয়া যাইতে যুক্তি দেয় দশাননে ॥
তাহা শুনি ক্রোধে কম্পান্বিত লঙ্কাপতি।
প্রহারে বিবিধ অস্ত্র চন্দ্রমার প্রতি ॥
তবে ব্রহ্মা সত্বরে আসিয়া সেই স্থানে।
দশাননে বুঝাইলা বিবিধ বিধানে ॥
তুষিলা তাহারে এক মন্ত্র করি দান।
যাহার প্রভাবে মহাভয়ে হয় ত্রাণ ॥
মন্ত্র পেয়ে তুষ্ট হয়ে আপন অন্তরে।
উপনীত রক্ষোরাজ পশ্চিম সাগরে ॥
তথা এক দ্বীপে দেখে অতি চমৎকার।
বিরাজে পুরুষ এক বিরাট-আকার ॥
তপ্ত কাঞ্চনের প্রভা তনু মনোহর।
তেজে তার কাছে লজ্জা পায় বৈশ্বানর ॥
রাবণে দেখিয়া সেই পুরুষ-প্রধান।
সত্বরে পাতালপুরে করিল প্রয়াণ ॥
শূরশ্রেষ্ঠ দশানন নির্ভয় অন্তরে।
তার পেছু পেছু গিয়া প্রবেশে বিবরে ॥
বহুদূরে গিয়া সেই পাতাল ভিতর।
দেখিল রাবণ এক পুরী মনোহর ॥
শতেক যোজন সেই পুরীর বিস্তার।
সহস্র সহস্র তাহে মণিময় দ্বার ॥

তার মধ্যে বিরাজে সে পুরুষপ্রধান।
কোটি কোটি পুরুষ করিছে নৃত্যগান॥
প্রধান পুরুষ তুল্য সবাকার তনু।
বরণ সবার যেন প্রভাতের ভানু॥
রাবণে দেখিয়া সেই বিরাট-মূরতি।
ঘূর্ণিত করিয়া আঁখি চায় তার প্রতি॥
তেজে দগ্ধপ্রায়-তনু দুষ্ট দশানন।
ধরায় পড়িল ত্বরা হয়ে অচেতন॥
কিছু ক্ষণ পরে পুনঃ চেতন পাইয়া।
বাহিরে আইলা প্রবেশের পথ দিয়া॥
স্মরি সে বিরাট মূর্ত্তি সভয় অন্তরে।
ফিরিয়া চলিল দশানন লঙ্কাপুরে॥
অগস্ত্যে সম্বোধি রাম কহেন তখন।
কহ মুনি বিরাট পুরুষ কোন্ জন॥
ঋষি বলে শুনিয়াছ কপিলের নাম।
এই সে বিরাটমূর্ত্তি পুরুষপ্রধান॥
এত শুনি রামচন্দ্র হরষিত-মন।
সভা ভঙ্গ করি সবে উঠিলা তখন॥

রাবণের লঙ্কায় প্রত্যাগমন।

ভুবনবিজয়ী সৈন্য সহ দশানন।
তেজোদীপ্ত তনু যেন দ্বিতীয় তপন॥
রতন-মণ্ডিত দিব্য পুষ্পক বিমানে।
চড়িয়া চলিল সুখে লঙ্কাপুরী পানে॥
পথে দেখে কমনীয়া কামিনী যাহারে।
বলে ধরি রথের উপরে তুলে তারে॥
অপ্সরী গন্ধর্ব্বী দেবকন্যা বা মানুষী।
নাহিক এড়ান কারু হইলে রূপসী॥
হউক কুমারী কন্যা কিম্বা বিবাহিতা।
থাকুক সহায় তার পতি কিম্বা পিতা॥
মনোমত হইলে নিস্তার নাই আর।
বাধা দিলে কেহ তারে করয়ে সংহার॥
কত পিতা ভ্রাতা পতি মরিল জীবনে।
শূন্য পরিপূর্ণ হৈল আর্ত্তের রোদনে॥

কান্দিছে কামিনীকুল ভাসাইয়া রথ।
অশ্রুজলে কাদা হ'ল রাবণের পথ॥
পিতা মাতা ভ্রাতায় স্মরিয়া কোন নারী।
বিনাইয়া কান্দে দশাননে গালি পাড়ি॥
কোন রামা কপালে হানিয়া দুটি কর।
রুধির-ধারায় ভাসাইল কলেবর॥
ধরিয়া পতির নাম কান্দে কোন বালা।
অশ্রুতে নিবাতে আশা অন্তরের জ্বালা॥
আইসে রাবণ এই পথে শুনি লোকে।
পলায় প্রাণের ভয়ে পথ নাহি দেখে॥
দাবাগ্নি ত্যজিতে যথা ধায় পশুগণ।
স্ত্রী পুরুষ সেইরূপে করে পলায়ন॥
এইরূপে শত শত কামিনী লইয়া।
উত্তরিল দশানন লঙ্কায় আসিয়া॥
মহাসমারোহ করি পুরবাসিগণ।
রাবণে করিল স্নেহে সাদরে গ্রহণ॥
বসিল লঙ্কেশ সুখে রত্ন-সিংহাসনে।
চারিদিকে ঘেরিয়া বসিল মন্ত্রিগণে॥
হেন কালে শূর্পণখা কান্দিতে কান্দিতে।
আছাড় খাইয়া আসি পড়িল সভাতে॥
তিরস্কার করি কহে রাবণের প্রতি।
কালকেয়গণ মধ্যে ছিল মোর পতি॥
রণমদে মাতিয়া হইলে জ্ঞানহত।
ভগিনীপতিকে কৈলে স্বহস্তে নিহত॥
বিধবা করিলে ভাই হতভাগিনীরে।
কি সুখের আশে আর রব এ সংসারে॥
ভগ্নীর বচনে লজ্জাদুঃখে দশানন।
মিষ্টভাষে তোষে তারে করিয়া যতন॥
যা হবার হইয়াছে চারা নাহি আর।
না জেনে করেছি দোষ ক্ষমহ আমার॥
যাহে সুখে থাক তাই করিব এখন।
জনস্থানে খর সহ করহ গমন॥
সদা আজ্ঞাবহ হয়ে রবে ভাই খর।
তব রক্ষা হেতু রবে বহু নিশাচর॥

যদৃচ্ছা ভ্রমিবে সেই সুরম্য কাননে।
শুনি শূর্পণখা আনন্দিত হয় মনে॥
মহাবল বহু সৈন্য সঙ্গে করি খর।
ভগ্নীসহ জনস্থানে গেল নিশাচর॥
তার পর এক দিন রাজা দশানন।
নিকুম্ভিলা উপবনে করেন গমন॥
দেখিল কুমার মেঘনাদ যজ্ঞ করে।
আহুতি প্রদান করিতেছে বৈশ্বানরে॥
রক্ত বস্ত্র পরিহিত রক্ত মাল্য গলে।
রক্ত চন্দনের ফোঁটা বিশাল কপালে॥
দশানন বলে বাছা শুন মেঘনাদ।
ঘটাইলে তুমি দেখি বড়ই প্রমাদ॥
মোর শত্রু ইন্দ্র আদি যত দেবগণে।
আহুতি প্রদান তুমি করিছ কেমনে॥
মৌন ব্রতে মেঘনাদ ছিলেন তখন।
শুক্রাচার্য্য বলে তথ্য শুনহ রাবণ॥
যাগ যজ্ঞ মেঘনাদ করিয়া বিস্তর।
পেয়েছে অশ্রুতপূর্ব্ব বর বহুতর॥
অদ্য মাহেশ্বর যজ্ঞ করি সমাধান।
লভিয়াছে পুত্র তব বরের প্রধান॥
কামগামী রথ যাহা চলয়ে শূন্যেতে।
তামসী নামেতে মায়া অদ্ভুত জগতে॥
এই সব মেঘনাদ করিয়াছে লাভ।
যুদ্ধকালে ইহাদের দেখিবে প্রভাব॥
পাইয়াছে বাণপূর্ণ তূণীর অক্ষয়।
হেমপৃষ্ঠ শরাসন জগতে দুর্জ্জয়।
এত শুনি দশানন আনন্দিত চিতে।
অন্তঃপুরে চলিলেন লয়ে ইন্দ্রজিতে॥
এখানে রাবণ-কৃত বন্দী নারীগণে।
রাজপুরী পরিপূর্ণ করিল রোদনে॥
ধর্ম্মব্রত বিভীষণ শুনি সেই ধ্বনি।
জানিল রাবণ-কৃত পাপের কাহিনী॥
ক্রোধে রক্তবর্ণ আঁখি কহে দশাননে।
হেন কর্ম্ম রাজা হয়ে করে কোন্ জনে॥
যশ ধর্ম্ম রাজ্য নাশ হয় যার ফলে।
হেন অপকীর্ত্তি ভাই করিলে কি ব'লে॥
ফলিয়াছে সঙ্গে সঙ্গে অধর্ম্মের ফল।
মধু দৈত্য ভগ্নীরে হরেছে করি বল॥
তুমি স্থানান্তরে, কুম্ভকর্ণ নিদ্রাগত।
নিকুম্ভিলাগারে মেঘনাদ যজ্ঞে রত॥
জল মধ্যে তপস্যায় ছিলাম আপনি।
ভগ্নীরে রাখিতে নাহি ছিল এক প্রাণী॥
মধু দৈত্য বিনাশ করিয়া রক্ষিগণে।
কুম্ভীনসী ভগিনীরে হরিল গোপনে॥
এতেক কহিল যদি সাধু বিভীষণ।
জ্বলিয়া উঠিল ক্রোধে রাজা দশানন॥
আজ্ঞা দিলা সমরে সাজিতে সৈন্যগণে।
রণে চলে কুম্ভকর্ণ মেঘনাদ সনে॥
ঘোর রবে মধুদৈত্য-পুরে প্রবেশিতে।
কুম্ভীনসী আসিয়া দাঁড়ায় যোড় হাতে॥
স্বামীর জীবন ভিক্ষা মাগে লঙ্কেশ্বরে।
শুনিয়া রাবণ দিলা অভয় তাহারে॥
তবে মধুদৈত্য আসি পূজিল রাক্ষসে।
সেই নিশা বঞ্চে সবে মধুর আবাসে॥
পর দিন সবে মিলি দেবলোকে যায়।
দেবতা রাক্ষসে হৈল সমর তথায়॥

ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ।

অগস্ত্যে বলেন রাম কহ মুনিবর।
দেবলোকে কি করিল দুষ্ট নিশাচর॥
মুনি বলে অবধান কর দাশরথি।
বিস্তারিয়া কহিতেছি সে সব ভারতী॥
মধুর সহিত বহু দৈত্য-সৈন্য সনে।
রক্ষঃ-সেনা মিলিয়া চলিল দেব-রণে॥
কৈলাস-শেখরে গিয়া দেখে দশানন।
অস্তাচলে সূর্য্যদেব করিছে গমন॥
আজ্ঞা দিলা রক্ষঃপতি সেনাধ্যক্ষগণে।
আজি নিশা বঞ্চিব থাকিয়া এই স্থানে॥

আজ্ঞা মাত্রে পটগৃহ রচিল বিস্তর।
ঢাকিল শিবিরে সেই বিপুল ভূধর॥
পথশ্রান্তে আহারান্তে ঘুমায় সবাই।
মহাবল রাবণের চক্ষে নিদ্রা নাই॥
গগনে উদিত শশী কৌমুদী বিকাশি।
যেন স্বভাবের অঙ্গে ঢালে সুধারাশি॥
সেই মনোহর কান্তি করি দরশন।
বিভুর কারুণ্য চিন্তা করে সাধুগণ॥
মালিনী তুলনা করে নায়িকার নখে।
কামী জনে কান্তার বদনে তাই দেখে॥
মৃদুমন্দ সুশীতল বহে সমীরণ।
ফুলকুল-পরিমল করিয়া হরণ॥
অতি সুখস্পর্শ সে অনিল পরশনে।
জাগিল বিষম ভাব রাবণের মনে॥
নিশীথে নির্ঝর-শব্দ শ্রুতি-সুখকর।
নানা ভাবে পূর্ণ করে জীবের অন্তর॥
সাধুর হৃদয়ে বিভু-প্রেমের উদয়।
কামিনী-ভূষণ-শব্দ কামুক ভাবয়॥
বিহগের বৈতালিক গীতের লহরী।
উঠে ক্ষণে ক্ষণে নিস্তব্ধতা ভেদ করি॥
ঈশ্বরের প্রেমগান গায় বুঝি পাখী।
সাধু এইরূপ চিন্তা করে মুদে আঁখি॥
নাগরের হৃদে বাজে মদনের শর।
প্রিয়ার বিরহে হয় আকুল অন্তর॥
পর্ব্বতের স্থানে স্থানে কিন্নরী সকলে।
গাহিতেছে প্রেমগীত পতি সঙ্গে মিলে॥
গন্ধর্ব্ব গন্ধর্ব্বীগণে পরম কৌতুকে।
নৃত্য গীত হাস্য পরিহাস করে সুখে॥
কুবের-আলয় হৈতে সংগীতের স্বর।
আসিছে অস্ফুট ভাবে মনোমোহ-কর॥
এ হেন সময়ে রম্ভা নামেতে অপ্সরী।
চলিয়াছে সেই পথে বেশ ভূষা করি॥
নীলাম্বরে ঢাকা তনু বদন প্রকাশি।
নীল মেঘে যেন সমুদিত রাকা-শশী॥
সহজে কামুক অতি রাজা দশানন।
হেরিয়া সে রূপরাশি জাগিল মদন॥
নিজ পরিচয় দিয়া মাগে রতিদান।
শুনিয়া রম্ভার ভয়ে উড়িল পরাণ॥
স্তুতি নতি করি কত কহে রূপবতী।
আজিকার মত মোরে ক্ষম লঙ্কাপতি॥
তব ভ্রাতুষ্পুত্র হয় কুবেরনন্দন।
তাঁরি সহ আজি নিশা ক'রেছি নিয়ম॥
সম্বন্ধবিরুদ্ধ হইয়াছে সে কারণে।
পুত্রবধূ ভাবি ক্ষমা দেহ আজি মনে॥
দশানন বলে রম্ভা তুমি সাধারণী।
পুত্রবধূ কেমনে হইলে নাহি জানি॥
এত বলি বলে ধরি করিল ধর্ষণা।
মুক্তি পেয়ে যথাস্থানে চলিল ললনা॥
কহিতে কুবের-পুত্রে এ সব কাহিনী।
ক্রোধে অন্ধ হয়ে শাপ দিল সে তখনি॥
নাহি মান ধর্ম্মাধর্ম্ম দুষ্ট নিশাচর।
অহংকারে তৃণবৎ দেখ চরাচর॥
পুনঃ যদি হেন কার্য্য করিবে রাবণ।
তখনি আমার শাপে হারাবে জীবন॥
শাপ শুনি সে অবধি দুষ্ট দশানন।
করিত না বলে কোন নারীর ধর্ষণ॥
এখানে নিশান্তে দেখি রবির উদয়।
চলিল রাবণ রাজা লয়ে সৈন্যচয়॥
মার মার শব্দে দেবলোকে প্রবেশিতে।
দেবগণে লয়ে ইন্দ্র চলিল ত্বরিতে॥
ব্রহ্মার নিকটে আসি কহে সকাতরে।
বড়ই বলিষ্ঠ দশানন তব বরে॥
তাহার সহিত রণ না হয় সম্ভব।
দেবগণে আজি সে করিবে পরাভব॥
রক্ষা কর পিতামহ যে কোন প্রকারে।
নতুবা করহ আজ্ঞা যাই স্বর্গ ছেড়ে॥
ব্রহ্মা বলে আমার নাহিক হাত ইথে।
বিষ্ণু বিনা কেহ নাই বিপদে রাখিতে॥

তাহা শুনি ব্রহ্মারে লইয়া সুরপতি।
বিষ্ণুর নিকটে উপনীত শীঘ্রগতি ॥
কাতরে বাসব কহে শুন নারায়ণ।
স্বর্গরাজ্য আক্রমণ করিল রাবণ ॥
ব্রহ্মার বরেতে বলীয়ান নিশাচর।
আমার নাহিক সাধ্য করিতে সমর ॥
বার বার বিপদে রাখিলে দেবগণে।
এবার রাখিতে হবে বধিয়া রাবণে ॥
বিষ্ণু বলে দেবের অবধ্য দশানন।
তাহারে বধিলে খণ্ডে ব্রহ্মার বচন ॥
অতএব ভয় ত্যজি করহ গমন।
সাহসে করিয়া ভর দেহ তারে রণ ॥
নররূপে পরে আমি হয়ে অবতার।
তোমা সবে মিলি তারে করিব সংহার ॥
এতেক বচন শুনি হয়ে হৃষ্টমতি।
স্বরগে আসিয়া উপনীত সুরপতি ॥
সাজিল অমরসৈন্য রাক্ষসের রণে।
পশিল ভীষণ যুদ্ধে ভয় ত্যজি মনে ॥
বড়ই দুর্দ্দান্ত রাবণের সৈন্যগণ।
দেখি ভয়ে দেবসৈন্য করে পলায়ন ॥
তাহা দেখি সাবিত্র নামেতে এক বসু।
গদা-হাতে সমরে প্রবেশ করে আশু ॥
রাবণের মাতামহ সুমালী তখন।
সাবিত্র সহিত আসি আরম্ভিল রণ ॥
দুই যমতুল্য বীর ভীমপরাক্রম।
মারে মারি প্রায় যুদ্ধে নাহি জানে শ্রম ॥
কতক্ষণে মহাক্রোধে গদা লয়ে করে।
ধাইয়া সাবিত্র গিয়া মারে নিশাচরে ॥
ভাঙ্গিল মস্তক সেই নিদারুণ ঘায়।
পড়িল বিপুল দেহ অমনি ধরায় ॥
মাতামহ পড়িল দেখিয়া লঙ্কাপতি।
প্রবেশে সমরে ধরি ভীষণ মুরতি ॥
তাহা দেখি দেবগণ একত্র মিলিয়া।
রাবণের রথ আসি ফেলিল ঘেরিয়া ॥
চতুর্দ্দিকে বাণবৃষ্টি করে দেবগণ।
মুষল মুদ্গর শেল শূল অগণন ॥
পিতার বিপদ দেখি মেঘনাদ বলী।
সুদৃঢ় ধনুক শীঘ্র করে নিল তুলি ॥
বাণবৃষ্টি করিয়া করিল অন্ধকার।
তাহা দেখি ইন্দ্রসুত হয় আগুসার ॥
দুই বীরে মহাযুদ্ধ দোঁহে মহাবল।
সকলে আশ্চর্য্য দেখি শিক্ষার কৌশল ॥
তবে মেঘনাদ বীর মহারোষ-ভরে।
শত শত বাণে ইন্দ্রসুতে বিদ্ধ করে ॥
ফাঁপরে পড়িল দেখি বাসবনন্দন।
পুলোমা সমরক্ষেত্রে করে আগমন ॥
দৌহিত্রে লইয়া সেই দানবের পতি।
সাগরের গর্ভে লুকাইল শীঘ্রগতি ॥
তবে মেঘনাদ পুনঃ পশিয়া সমরে।
মুহূর্ত্তেকে দেবসেনা ছিন্ন ভিন্ন করে ॥
কেহ বা পলায় রণ সহিতে না পারি।
রণভূমে পড়ি কেহ যায় গড়াগড়ি ॥
এইরূপে ক্ষণকাল করিয়া সমর।
বাসবে করিল বন্দী দুষ্ট নিশাচর ॥
আপনার রথে তুলে লইয়া সত্বরে।
সৈন্য সহ আসি উত্তরিল লঙ্কাপুরে ॥
ব্রহ্মার নিকটে তবে গিয়া দেবগণ।
যুদ্ধের বারতা তাঁরে করে নিবেদন ॥
ব্যথিত হৃদয়ে ব্রহ্মা দেবগণে লয়ে।
উপনীত হৈলা আসি রাবণ-আলয়ে ॥
মেঘনাদে বলে বাছা ইন্দ্রে দেহ ছেড়ে।
মেঘনাদ বলে কর অমর আমারে ॥
ব্রহ্মা কহিলেন নাহি চাহ হেন বর।
প্রকারে তোমারে আমি করিব অমর ॥
যজ্ঞ করি অগ্নিদেবে তুষিলে তখনি।
অগ্নি হৈতে দিব্য রথ উঠিবে অমনি ॥
সেই রথে চড়িয়া রহিবে যতক্ষণ।
সমরে পরাস্ত নাহি হইবে কখন ॥

ইন্দ্রজিৎ নাম তব হৈল আজি হৈতে।
এই নামে সুবিখ্যাত হইবে জগতে ॥
এত শুনি মহাতুষ্ট হইয়া রাবণি।
মোচন করিয়া দিল বাসবে তখনি ॥
এখন বুঝহ রাম বিচারিয়া মনে।
পিতা পুত্র মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয় কোন্ জনে ॥
মেঘনাদ তুল্য বীর ছিল না লঙ্কায়।
করিলে অদ্ভুত কার্য্য বধিয়া তাহায় ॥
মুনির বচনে তবে মানিয়া বিস্ময়।
কিছু কাল সকলে নীরব হয়ে রয় ॥

অর্জ্জুন ও বালির নিকট রাবণের পরাজয় ॥

রাম বলে বিস্তারিয়া কহ মহামুনি।
ভ্রমিল রাবণ এই সমস্ত অবনী ॥
বড়ই আশ্চর্য্য জ্ঞান হয় মোর মনে।
ছিল না কি এক জন জিনিতে রাবণে ॥
হাসিয়া অগস্ত্য কহে শুন দাশরথি।
অর্জ্জুন নামেতে রাজা মাহিষ্মতী-পতি ॥
মহাবীর্য্যবান ভূপ প্রতাপে প্রচণ্ড।
সহস্রসংখ্যক বাহু যেন কাল-দণ্ড ॥
তাহার সহিত বাঞ্ছা করিয়া সমর।
মাহিষ্মতীপুরে উপনীত লঙ্কেশ্বর ॥
যুদ্ধ দেহ বলিয়া ডাকিতে সিংহদ্বারে।
দ্বারী কহে রাজা গেছে স্নান করিবারে ॥
নর্ম্মদার জলে লয়ে রমণীমণ্ডলী।
করিয়া থাকেন মহারাজ জলকেলি ॥
শুনিয়া দ্বারীর কথা বিলম্ব না সয়।
নদীকূলে দশানন হইল উদয় ॥
তথা অর্জ্জুনের নাহি পেয়ে দরশন।
স্নান পূজা করিবারে করিল মনন ॥
কুশাসন পাতি দশানন বসি কূলে।
ইষ্ট দেবতার পূজা করে নানা ফুলে ॥

এখানে কিঞ্চিৎ নিম্নে অর্জ্জুন ভূপতি।
জলক্রীড়া করে লয়ে যতেক যুবতী ॥
বাহুতে বান্ধিয়া সেতু স্রোত রুদ্ধ করে।
উজান বহিয়া জল চলে অতি জোরে ॥
ক্রমেতে ভাসায় দুই কূল নর্ম্মদার।
ভাসায় পূজার দ্রব্য রাবণ রাজার ॥
আশ্চর্য্য মানিয়া দশানন কহে দূতে।
তত্ত্ব লহ কেমে নদী বহে বিপরীতে ॥
আজ্ঞা মাত্র চলে শুক সারণ দুজনে।
ক্রোশ দুই নীচে গিয়া দেখিল অর্জ্জুনে ॥
দূতমুখে সমাচার পাইয়া রাবণ।
পূজা রাখি ধেয়ে চলে করিবারে রণ ॥
প্রথমে প্রহরী সনে বাধিল সমর।
হারিল অর্জ্জুন-সৈন্য জিনে নিশাচর ॥
তবে মাহিষ্মতী পতি ভীম গদা করে।
বায়ুবেগে আসি আক্রমিল নিশাচরে ॥
প্রহস্তে মারিয়া গদা পাড়িল ধরণী।
দেখিয়া রাক্ষসগণ পলায় তখনি ॥
সৈন্যভঙ্গ দেখি দশানন ক্রোধভরে।
ধনুক ধরিয়া ত্বরা পশিল সমরে ॥
অদ্ভুত করিল রণ দোঁহে মহাবল।
দোঁহে দোঁহাকার ঘায়ে হইল বিকল ॥
তবে ক্রোধে অর্জ্জুন দু'হাতে গদা ধরি।
রাবণের বুকে বীর মারে এক বাড়ি ॥
সেই ঘায়ে দশানন হইল চঞ্চল।
মুখে রক্ত উঠে টুটে শরীরের বল ॥
লাফ দিয়া অর্জ্জুন ধরিয়া দশাননে।
অভিভূত করে তারে দারুণ বন্ধনে ॥
সহস্র ভুজেতে তুলি লইয়া তখন।
রাজধানী-অভিমুখে করিল গমন ॥
রাবণের সৈন্য মাঝে উঠে হাহাকার।
ছাড়াইতে চেষ্টা তারা কৈল বার বার ॥
কিছুতে যখন নাহি পারিল অর্জ্জুনে।
পলাইয়া গেল সবে ত্যজিয়া রাবণে ॥

রাবণের পরাভব অর্জ্জুন-সমরে।
শুনিয়া আনন্দে মগ্ন হইল অমরে॥
মহর্ষি পুলস্ত্য স্বর্গে শুনি সেই কথা।
মাহিষ্মতীপুরে চলে মনে পেয়ে ব্যথা॥
অর্জ্জুনে প্রশংসা করি কহে মহামুনি।
রাবণে করিয়া মুক্ত রাখ মোর বাণী॥
পাদ্য অর্ঘ্যে অর্জ্জুন পূজিয়া মুনিবরে।
রাবণে আনিয়া দিল তাঁহার গোচরে॥
তবে দোঁহে সখ্য করি মুনির আজ্ঞাতে।
চলিলেন দশানন ফিরিয়া লঙ্কাতে॥
কিছু দিন পরে পুনঃ দুষ্ট নিশাচর।
বালির সহিত বাঞ্ছা করিল সমর॥
সৈন্যসহ উপনীত হয়ে কিষ্কিন্ধ্যায়।
কপিরাজ সহ লঙ্কাপতি যুদ্ধ চায়॥
সুগ্রীবাদি কপিগণ আসিয়া তখন।
কহিল অপেক্ষা হেথা কর কিছুক্ষণ॥
সন্ধ্যা হেতু বালি ফেরে সাগরে সাগরে।
সন্ধ্যা সারি এখনি আসিবে ফিরে ঘরে॥
দশানন বলে বিলম্বেতে কিবা কাজ।
আপনি যাইব যথা আছে কপিরাজ॥
এত শুনি কপিগণ কহিল তাহারে।
যাও ত্বরা দেখা পাবে দক্ষিণ সাগরে॥
নিমিষে উত্তরে বীর চড়ি পুষ্পরথে।
দেখে বালি সন্ধ্যা করে বসিয়া কূলেতে॥
ধরিতে বানররাজে করিয়া মনন।
রথ হ'তে নামিয়া চলিল দশানন॥
বালিরাজ রাবণের বুঝি মনোগত।
আড় চক্ষে পেছু পানে চাহে অবিরত॥
যেমন আইসে কাছে রাক্ষস রাবণ।
হাত বাড়াইয়া তারে করিলা গ্রহণ॥
বিষম চাপন দিতে পুরিয়া বগলে।
যাতনায় লঙ্কেশ্বর বাপ বাপ বলে॥
তবে বালি বায়ুবেগে শূন্যমার্গে ছুটে।
উপনীত হইল উত্তরসিন্ধু-তটে॥
তথা সন্ধ্যা করি চলে পশ্চিম সাগরে।
বগলে রাবণ রাজা ত্রাহি ডাক ছাড়ে॥
তথা হ'তে পূর্ব্বসিন্ধুকূলে বালি চলে।
রাবণে পূরিয়া তার বিপুল বগলে॥
এইরূপে সন্ধ্যাবিধি করি সমাপন।
কিষ্কিন্ধ্যায় আসি বীর দিল দরশন॥
রাবণে ছাড়িল তথা হাসিতে হাসিতে।
হাঁপ ছাড়ে নিশাচর পড়িয়া ভূমিতে॥
সুস্থির হইয়া পরে কহে কপীশ্বরে।
তব তুল্য বীর নাহি দেখি ত্রিসংসারে॥
ভাগ্যেতে রহিল প্রাণ দারুণ চাপনে।
হইলে অপর কেহ বাঁচিত না প্রাণে॥
বন্ধুত্ব করিতে মোর বাঞ্ছা তব সনে।
বিপদ সম্পদে স্থির থাকিব দুজনে॥
এত শুনি কপিরাজ অগ্নি সাক্ষী করি।
বন্ধু বলি রাবণে লইল হাতে ধরি॥
তবে দোঁহে প্রবেশিয়া কিষ্কিন্ধ্যা নগরে।
কিছু দিন বঞ্চিলেন আনন্দ-অন্তরে॥

নরক ও স্বর্গ।

রাঘব কহেন তবে অগস্ত্যের প্রতি।
শুনিলাম সুধা তুল্য অপূর্ব্ব ভারতী॥
পবিত্র হইল পুরী তব আগমনে।
আজ্ঞা কর কোন্ কার্য্য সাধিব এক্ষণে॥
রামের বচনে তুষ্ট হয়ে ঋষিগণ।
আশীর্ব্বাদ করি মাগে বিদায় তখন॥
বহু রত্ন ধন রাম দিয়া সে সবায়।
একে একে সকলেরে করেন বিদায়॥
অবসর পেয়ে তবে বসি নিরজনে।
অগস্ত্যের কথা তোলা পাড়া করে মনে॥
যমের ভবন আর নরকবর্ণন।
স্মরিয়া হইলা রাম সংশয়ে মগন॥
সিদ্ধান্ত না হয় কিছু তর্কে তর্ক বাড়ে।
বশিষ্ঠের সঙ্গে শেষে নিযুক্ত বিচারে॥

কহ গুরুদেব মোরে করিয়া বিস্তার।
নরকে জীবের হয় কোন্ উপকার॥
দোষী জনে দণ্ড রাজা করিলে বিধান।
জগতের হয় দেখি বিবিধ কল্যাণ॥
দণ্ড পেয়ে অপরাধী ভীত হয়ে মনে।
প্রতিজ্ঞা করয়ে কুস্বভাব সংশোধনে॥
কেহবা হইয়া লজ্জা ঘৃণার অধীন।
করে না কুকাজ সেই আর কোন দিন॥
একের দেখিয়া দণ্ড অন্যে ভয় পায়।
দণ্ডভয়ে কুপথ ত্যজিয়া দূরে যায়॥
এই সব সদুদ্দেশ্য সাধনের লাগি।
প্রজায় করেন রাজা রাজদণ্ডভাগী॥
দেখেছি দয়াল রাজপুরুষ যাঁহারা।
দণ্ডাজ্ঞা প্রচার-কালে ফেলে অশ্রুধারা॥
পুত্রের অধিক প্রিয় হয় যেই প্রজা।
তারে দণ্ড দিয়া কভু সুখী নহে রাজা॥
কেবল তাহার ভাবী মঙ্গল কারণ॥
দণ্ড দেন দোষীরে পাষাণে বান্ধি মন॥
এখন দেখহ গুরো মনেতে বিচারি।
যিনি ব্রহ্মাণ্ডের রাজা গোলোকবিহারী॥
দয়ার নাহিক সীমা যাঁহার হৃদয়ে।
বৃথাদণ্ড করিবেন তিনি কি লাগিয়ে॥
জীবনান্তে ভোগে জীব নরক-যাতনা।
জনমিয়া পুনঃ তাহা মনে ত থাকে না॥
কাজেই প্রজার ভাবী মঙ্গলের তরে।
হ'ল না সে দণ্ড ভাবি বুঝহ অন্তরে॥
অন্য যারা বিদ্যমান থাকিয়া তখন।
পাপীর ভীষণ দণ্ড করে দরশন॥
তাদের তাহাতে কিছু নাই উপকার।
যে হেতু থাকে না মনে জনমি আবার॥
তবে কি ঈশ্বর নিজ সন্তোষের লাগি।
প্রজায় করেন হেন যাতনার ভাগী॥
এ কুথা বিশ্বাস বল করিব কেমনে।
ভাবিতেও হেন কথা ভয় হয় মনে॥
দয়াময় নামে করি দোষ আরোপণ।
কেমনে পাপিষ্ঠ প্রাণ করিব ধারণ॥
করিলেন অগস্ত্য যে নরক বর্ণনা।
যুক্তিতে তাহার কোন অস্তিত্ব থাকে না॥
যে কার্য্য জীবের নহে মঙ্গল-নিদান।
কেমনে হইবে তাহা বিধির বিধান॥
অথচ ঋষির বাক্যে উপেক্ষা করিতে।
স্বভাব বশতঃ ভয় হয় সদা চিতে॥
পুনঃ দেখ মুনিবর শাস্ত্রেতে প্রকাশ।
নিত্যবস্তু আত্মা তার নাহিক বিনাশ॥
জীর্ণ বাস ত্যজি যথা নববস্ত্র পরা।
জীবের মরণ হয় ঠিক সেই ধারা॥
ত্যজি এক গাছি তৃণ জলৌকা যেমন।
তৃণান্তরে তখনি সে করয়ে গমন॥
সেইরূপে আত্মা ত্যজি জীর্ণ কলেবরে।
করয়ে আশ্রয় নব দেহ সুসত্বরে॥
কাজেই মৃত্যুর পর নাই অবসর।
কখন নরক স্বর্গ ভুঞ্জিবেক নর॥
এই সব চিন্তি মনে সন্দেহ বিষম।
তব উপদেশ বিনা কিসে যাবে ভ্রম॥
দয়া করি দূর কর এ ঘোর সংশয়।
কোথায় নরক যমপুরী কোথা হয়॥
কি উদ্দেশ্য সাধিতে করিল সৃষ্টি কেবা।
বিশেষ করিয়া মুনি আমারে কহিবা॥
বশিষ্ঠ কহেন শুন অযোধ্যার পতি।
তব বোধ্য প্রশ্ন এই গুরুতর অতি॥
যম নামে কোন ব্যক্তি নাহি এ জগতে।
যম শব্দে কাল বলি হইবে বুঝিতে॥
দৃশ্যমান এই বিশ্ব কালে হয় লয়।
পলে পলে ঘটিতেছে সদাই প্রলয়॥
তাইতে কালের নাম হয় মৃত্যুপতি।
জগৎ যুড়িয়া সেই কালের বসতি॥
সমগ্র জগৎ তাই হয় যমপুরী।
নরক স্বরগ সব ইহার ভিতরি॥

যাতনা নরক, সুখ স্বর্গ নাম ধরে।
কাজেই নরক স্বর্গ প্রতি ঘরে ঘরে॥
বিরাজে নরক স্বর্গ সবার অন্তরে।
ভোগিছে মানবগণ কর্ম্ম অনুসারে॥
মায়াতে হইয়া মুগ্ধ পারে না বুঝিতে।
সাধু সাবধান হয় সময় থাকিতে॥
জীবের জীবন নহে ভোগের কারণ।
পরীক্ষার হেতু পাইয়াছে জীবগণ॥
ইহৈব নরক স্বর্গ শাস্ত্রে হেন কয়।
এই কথা সার বলি জানিকে নিশ্চয়॥
নিতান্ত অজ্ঞান যারা কাণ্ডজ্ঞানহীন।
চিন্তাশক্তি যাহাদের নিতান্ত মলিন॥
তাদের শাসন লাগি হয় আবশ্যক।
অগস্ত্য-বর্ণিত সেই কল্পিত নরক॥
ফলে কিন্তু সকলেই এই দেহ ধ'রে।
পড়িয়া রয়েছে সদা নরক ভিতরে॥
রাজা যথা দণ্ড দেয় অপরাধী জনে।
ইচ্ছা করি তাহার চরিত্র-সংশোধনে॥
সেইরূপ বিশ্বপতি সুপথে লইতে।
জীবে সদা শিক্ষা দিয়েছেন নানা মতে॥
মূঢ় জীব করিয়াছে প্রতিজ্ঞা অটল।
লইবে না কোনমতে সুশিক্ষার ফল॥
ভীষণ নরক অগ্নি প্রবল অন্তরে।
সমভাবে জ্বলিতেছে রজনী বাসরে॥
দগ্ধ করিতেছে তনু চিত্তে শান্তি নাই।
প্রেমবারি কাছে তবু দেখিতে না পাই॥
ঈর্ষা দ্বেষ হিংসা ক্রোধ কামাদি ইন্ধন।
যোগাইয়া করিতেছি অগ্নির বর্দ্ধন॥
সাধুগণ সযতনে রিপু করি জয়।
বিশুদ্ধ স্বরগ-সুখ সতত লভয়॥
জ্ঞান লাভ করে যেই চিন্তাশীল নর।
ঐহিকে নরক স্বর্গ দেখে নিরন্তর॥
দিনে দিন ক্রমোন্নতি তাদের জীবনে।
দেবত্ব করয়ে লাভ এ মর্ত্ত্য-ভবনে॥
সংসারের প্রলোভনে তাহারা ভুলে না।
স্বতই তাদের মনে পাপে হয় ঘৃণা॥
বিশ্বপ্রেমে তাহাদের হয় অধিকার।
ক্রমেতে চিত্তের হয় অনন্ত প্রসার॥
মূর্খের সংকীর্ণ মন চিন্তাশক্তি নাই।
এ সব রহস্য নাহি বুঝে তারা তাই॥
জননী যেমন শিশু সন্তানে লইয়া।
হাঁকামানা জুজু ব'লে ভয় দেখাইয়া॥
সান্ত্বনা করেন তারে অশান্ত হইলে।
যতনে পাড়ান ঘুম লয়ে নিজ কোলে॥
সেইরূপ জ্ঞানহীন মানব সকলে।
ধর্ম্মপথে লয়ে যেতে ঋষিরা কৌশলে॥
করেছেন নানারূপ নরক কল্পনা।
কাঁপে প্রাণ মনে করি যাহার যন্ত্রণা॥
জ্ঞানবান পক্ষে কিন্তু নহে সে বিধান।
যাহার অন্তরে মাত্র নরকের স্থান॥
এত শুনি মহাতুষ্ট রাজবীলোচন।
সভা ভঙ্গ করি সবে উঠিল তখন॥

জানকীর তপোবন দর্শনের ইচ্ছা।

বহুকাল রামচন্দ্র ধর্ম্ম অনুসারে।
হইয়া অনন্যমতি, পালেন সমগ্র ক্ষিতি,
যশ-ভাতি পরিব্যাপ্ত সকল সংসারে।
এক কথা সবাকার, বড় ভাগ্য অযোধ্যার,
নতুবা এ হেন রাজা মিলে কি তাহারে।
হয় নাই হইবে না, এখনো যায় না শুনা,
দ্বিতীয় এমন আছে ভারত ভিতরে।
পুত্র-নির্ব্বিশেষে রাম পালেন প্রজারে॥

রাজার পুণ্যের বলে সুখী প্রজাগণ।
সময়ে সুবৃষ্টি হয়, সুখস্পর্শ বায়ু বয়,
চন্দ্র সূর্য্য বরিষয় বিমল কিরণ।
ধনে ধান্যে পূর্ণ গেহ, রোগ-শোক-হীন দেহ,
কভু দেখে নাই তারা অকাল মরণ।

অযোধ্যার প্রতি ঘরে, আনন্দ উথুলে পড়ে,
বাল বৃদ্ধ আদি ক'রে সবার বদন।
অপূর্ব্ব বিমল কান্তি করেছে ধারণ॥

প্রজার সুখেতে রাম সুখী অতিশয়।
কভু বা বিচারাসনে, কভু জানকীর সনে,
প্রমোদকাননে সুখে যাপেন সময়।
রচিয়া অশোকবন, তথা বসি দুই জন,
কত মিষ্ট আলাপনে কত সুখোদয়।
নেহারি দোঁহে দোঁহায়, আপনা ভুলিয়া যায়,
শত বর্ষে যেন তৃপ্তি হইবার নয়।
প্রেম-পুলকিত চক্ষে দোঁহে চেয়ে রয়॥

স্বর্গীয় প্রেমেতে পূর্ণ হৃদি দোঁহাকার।
বাহিরের বিশ্ব-সৃষ্টি, নয়ন করে না দৃষ্টি,
বাহ্য রবে রুদ্ধ যেন শ্রবণের দ্বার।
শীতল মলয়-বায়, সতত লাগিছে গায়,
কিন্তু অনুভব নাহি হ'তেছে তাহার।
সুগন্ধ কুসুমচয়, পরিমল বিতরয়,
নাসারন্ধ্র কিন্তু নাহি পায় ঘ্রাণ তার।
এমনি তন্ময়চিত্ত শ্রীরাম সীতার॥

নীরবে দুজনে কভু প্রেমের বিভোরে।
নয়নে নয়ন দোঁহে, তবু কত কথা কহে,
শুনিতে বুঝিতে নাহি পারয়ে অপরে।
প্রেমিক যুগল পক্ষে, মুখের বচনাপেক্ষে,
অর্থবোধ করাইয়া দেয় স্পষ্টাক্ষরে।
প্রেমিক প্রেমিকা যেই, এ ভাব বুঝিবে সেই,
ভুঞ্জে স্বর্গসুখ এই অনিত্য সংসারে।
স্পর্শমণি-স্পর্শে লৌহ স্বর্ণকান্তি ধরে॥

ভরত লক্ষ্মণ আর শত্রুঘ্ন মিলিয়া।
রাজকার্য্যে অহরহ, অগ্রজের আজ্ঞাবহ,
পালেন কর্ত্তব্য সদা আলস্য ত্যজিয়া।
ভিন্ন ভেদ মাত্র নাই, এক প্রাণ চারি ভাই,
সকলে বিস্মিত হয় সৌহৃদ্য দেখিয়া।

সৌভ্রাত্র সুখের সার, সোণার সংসার তার,
ভাই ভাই যেখানেতে প্রণয়ে মিলিয়া।
থাকে সবে হিংসা দ্বেষ নীচতা ভুলিয়া॥

এক দিন অপরাহ্নে জনক-দুহিতা।
মরাল বারণ জিনি, মন্থর গমনে ধনী,
আইলেন পতি-পাশে অতি প্রফুল্লিতা।
ফুল্ল সরোজিনী জিনি, সুচারু বদন খানি,
দেহ অনুপম মানি যেন স্বর্ণলতা।
ক্ষীণ কটি স্থূল এবে, উরু সমধিক ভাবে,
রামরম্ভা তরু হ'তে ধরেছে গুরুতা।
ঈষৎ পিঙ্গলবর্ণা স্বর্ণকান্তি সীতা॥

শুভ চিহ্ন নিরখিয়া রামের অন্তরে।
বড়ই আনন্দোদয়, সীতায় সম্ভাষি কয়,
সুলক্ষণ হেরি তব আকার প্রকারে।
সত্য যদি হয় তাই, লুকায়ে রাখিতে নাই,
কহ প্রাণাধিকে বাঞ্ছা হয় শুনিবারে।
শুনিয়া পতির কথা, ঈষৎ হাসিলা সীতা,
সলজ্জ ভাবেতে সতী কহে ধীরে ধীরে।
সকলেই ওই কথা কহিছে আমারে॥

সদাই আলস্য বোধ গায়ে নাই বল।
শুইলে উঠিতে নারি, অরুচি হয়েছে ভারি,
কিছু সুখ নাই মুখে সদা উঠে জল।
অন্নের সহিত বাদ, অখাদ্য খাইতে সাধ,
পোড়া মাটি একমাত্র করেছি সম্বল।
শুনিয়া কহে রাঘব, গর্ভের লক্ষণ সব,
এত দিনে মনোবাঞ্ছা হইল সফল।
অচিরে হেরিবে পুত্র-মুখ নিরমল॥

সংসার-সাগর-নিধি সন্তান-রতন।
মানবে করয়ে দান, ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম,
বহু ভাগ্যে হেন পুত্র লভে নরগণ।
ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্রে, শিশুরে হেরিয়া নেত্রে,
পুলকে জননী ভুলে প্রসব-বেদন।

শশী যথা নভস্থলে, তেমনি মায়ের কোলে,
হাসি সুধা চারিদিকে করি বরিষণ।
বিমল আনন্দে সবে করয়ে মগন॥

ক্রমে শিখে কহিতে অমিয় আধ বাণী।
শুনি সে বচন তার, যে আনন্দ হয় মা'র,
তার কাছে স্বর্গ-সুখ তুচ্ছ ক'রে মানি।
কত ভাব ভঙ্গি ক'রে, ধীরে ধীরে নাড়ে চাড়ে,
মৃণাল-কোমল কচি হাত দুই খানি।
মৃদুল বসন্তানিলে, সরসীর বক্ষে দোলে,
যথা ফুলকুলেশ্বরী ফুল্ল কমলিনী।
ঘুরায় ফিরায় শিশু বদন তেমনি॥

দিন দিন যত বাড়ে শশিকলা প্রায়।
জনক-জননী-মনে, আশা বাড়ে দিনে দিনে,
বাল্যকালে নানা বিদ্যা যতনে শিখায়।
পুত্রের শুনিলে যশ, আনন্দে তনু অবশ,
পিতা মাতা যেন তার হাতে স্বর্গ পায়।
যৌবনে যখন সুত, শৌর্য্য বীর্য্য গুণযুত,
সুখের সাগরে ভাসে হেরিয়া তাহায়।
হেন সুখ আর নাই সংসারে কোথায়॥

পিতা মাতা যখন যা করেন কামনা।
শত কষ্ট তুচ্ছ করি, তাঁহাদের আজ্ঞা ধরি,
পূর্ণ করে পুত্র সেই সমস্ত বাসনা।
করিয়া জীবন পণ, করে ধন উপার্জ্জন,
ঘুচাইতে মা বাপের দারিদ্র্য-যাতনা।
পুত্রের অর্জ্জিত ধনে, দান ধ্যান আচরণে,
সংসারের সার ধর্ম্ম করেন সাধনা।
পুত্র সম বন্ধু আর জগতে মেলে না॥

পতির বচনে সতী কহেন হাসিয়া।
সুপুত্র হইলে বটে, যা কহিলে সবি ঘটে,
বর্ণিলে পুত্রের গুণ আপনা ভাবিয়া।
কিন্তু নাথ দেখ ভেবে, জগতে কে কোথা পাবে,
দশরথ তুল্য পিতা সন্ধান করিয়া।

কেবা হেন ভাগ্যবান, তব তুল্য সুসন্তান,
লভিবে পাপের ভরা মস্তকে ধরিয়া।
ভুঞ্জিবে স্বরগ-সুখ নরকে ডুবিয়া॥

রাম বলে প্রিয়ে কেনে চিন্তা অকারণ।
এখন ত্রেতায় সতি, কুপুত্র বিরল অতি,
পিতৃ-মাতৃ-আজ্ঞাবহ হবে পুত্রগণ।
সবে দেব-দ্বিজ-ভক্ত, সাধু কার্য্যে অনুরক্ত,
পাপকর্ম্ম ত্যজিবেক করিয়া যতন।
দ্বাপরেও এই মত, স্বধর্ম্মেতে সদা রত,
থাকিবে ভারতে যত আর্য্যবংশগণ।
কলি-শেষে পাপাচার হইবে ভীষণ॥

অবজ্ঞা করিবে পুত্র পিতাকে তাহার।
রবে না ভক্তির লেশ, শুনিবে না উপদেশ,
ভাবিবে ধারে না তারা তাঁর কোন ধার।
স্বর্গ চেয়ে উচ্চ গিনি, সন্তানের চক্ষে তিনি,
হইবেন কলিকালে পশু-অবতার।
অনেকে ক্রোধের ভরে, পিতাকে মাতাকে ধ'রে,
তুষিতে পত্নীর মন করিবে প্রহার।
এরূপে হইবে কত পাশব আচার॥

কুশিক্ষার ফলে মনে জন্মিবে বিকার।
না হ'তে শব্দার্থ বোধ, না পড়িতে শিশুবোধ,
ব্রহ্মবস্তু লয়ে সবে করিবে বিচার।
স্বাধীনতা করি ভাণ, তুলিয়া বিষম তান,
গুরুজনে না মানি করিবে স্বেচ্ছাচার।
স্থূলদর্শী ভট্টাচার্য্য, না বুঝিয়া কার্য্যাকার্য্য,
করিবে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা অতি চমৎকার।
যাহার প্রভাবে দেশ হবে ছার খার॥

আত্মা রূপে দেহে করে ব্রহ্ম অধিষ্ঠান।
যাহার প্রভাবে সবে, হিতাহিত জ্ঞান লভে,
বিবেক তাহার হয় আর এক নাম।
মায়ামুক্ত কর্ম্ম দ্বারা, বিবেকে করয়ে যারা,
ব্রহ্ম-বিদ্যা-বলে তারা অতি জ্ঞানবান।

তাহারাই এক মাত্র, হয় উপযুক্ত পাত্র,
স্বেচ্ছায় করিতে নিজ কার্য্যের বিধান।
সোহং বলিতে যারা হয় ক্ষমবান॥

অবিদ্যা-প্রভাবে মুগ্ধ সদা যার চিত।
কজ্জলাক্ত মণিসম, মায়া মোহ গাঢ়তম,
তাহার বিবেকে করি রাখে আচ্ছাদিত।
পদে পদে ভ্রান্তি তার, স্বাধীনতা সে জনার,
স্বেচ্ছাচার নামে হয় লোকে অভিহিত।
বিচার-প্রমাদ লাগি, হইয়া দুখের ভাগী,
বহু কষ্ট পায় সেইজন অবিরত।
কদাচ না হয় জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত॥

স্ব শব্দে ইন্দ্রিয় আদি হবে না বুঝিতে।
হস্ত পদ অঙ্গচয়, স্ব শব্দের অর্থ নয়,
স্ব শব্দের বাচ্য নহে মন কোন মতে।
অভ্রান্ত বিবেকশক্তি, তিনকাল-দর্শী যুক্তি,
স্ব শব্দে কেবল মাত্র হইবে জানিতে।
তাহার অধীন যেই, প্রকৃত স্বাধীন সেই,
হেন ব্যক্তি সুদুর্ল্লভ সদাই জগতে।
কাজেই শাস্ত্রের বশে হইবে চলিতে॥

বিবেক-বিহীন জীব হবে কলিকালে।
শাস্ত্রের মর্য্যাদা যাবে, বাচালতা বৃদ্ধি পাবে,
ধর্ম্ম-কর্ম্ম লোপ পাবে কুট তর্কজালে।
কিবা আর্য্য কি অনার্য্য, সকলে হবে আচার্য্য,
থাকিবে না ভিন্ন ভেদ ব্রাহ্মণ চণ্ডালে।
কাপড়ে মাথায়ে রং, সাজিয়া সাধুর সং,
বাহির হইবে দেশময় পালে পালে।
ঘটাইতে বিড়ম্বনা লোকের কপালে॥

কলির কুকাণ্ড র'লে শেষ করা ভার।
বিশেষতঃ এ সময়, তোমার উচিত নয়,
শুনিতে ও সব অতি বীভৎস ব্যাপার।
সসত্ত্বা সময়ে প্রিয়ে, সদা অতি শুচি হয়ে,
করিবে সর্ব্বদা সুপ্রশস্ত ব্যবহার।

বিষাদ দুশ্চিন্তা ভয়, যাহাতে উদয় হয়,
যতনে করিবে সেই সব পরিহার।
দেখো যেন নাহি জন্মে চিত্তের বিকার॥

আমিও সর্ব্বদা তব চিত্ত-বিনোদনে।
রহিলাম সযতনে, যখন যা হবে মনে,
তখনি কহিবে প্রিয়ে আমার সদনে।
দেখিতে বাসনা যাহা, খাইতে যা হবে স্পৃহা,
শুনিতে সংগীত যদি হয় ইচ্ছা মনে।
দুঃসাধ্য হ'লেও অতি, কহিতে আমারে সতি,
কদাচ ভুলোনা যেন দেখো বরাননে।
কি আছে অসাধ্য মোর ভারত-ভুবনে॥

জানকী কহেন নাথ বাসনা অন্তরে।
শান্তিময় তপোবনে, ঋষিকন্যাগণ সনে,
বঞ্চিব মনের সুখে দিনেকের তরে।
লয়ে নানা রত্ন ধন, করি সবে বিতরণ,
অমূল্য ভূষণ বস্ত্র দিয়া নিজ করে।
সাজায়ে তাপসীগণে, বসিয়া তাদের সনে,
শুনিব পুরাণ শ্রুতি স্মৃতি প্রাণ ভ'রে।
হেরিব বনের শোভা প্রফুল্ল অন্তরে॥

রাম বলে প্রিয়ে কালি রজনী প্রভাতে।
তপোবন দরশনে, যাবে আনন্দিত মনে,
যত পার লবে বস্ত্র অলঙ্কার সাথে।
ওই দেখ দিনমণি, অস্তাচলে যায় ধনি,
আন্ধারে ডুবিবে ধরা দেখিতে দেখিতে।
এই বেলা উঠি দোঁহে, চল প্রিয়ে যাই গৃহে,
এত বলি ধরি রাম জানকীর হাতে।
চলিলেন অন্তঃপুরে হাসিতে হাসিতে॥

ভদ্রের নিকট সীতার অপবাদ শ্রবণ।

সন্ধ্যা বন্দনাদি করি অযোধ্যা-ঈশ্বর।
মন্ত্রগৃহে উপনীত হইলা সত্বর॥

অমাত্য সকলে লয়ে আনন্দিত মনে।
জিজ্ঞাসা করেন নানা কথা জনে জনে ॥
সবাই সুযোগ্য বিজ্ঞ জিতেন্দ্রিয় অতি।
সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ সদা শুদ্ধমতি ॥
যারে যেই প্রশ্ন রাম করেন যখন।
অবিলম্বে সদুত্তর দেয় সেই জন ॥
তবে রাম জিজ্ঞাসেন সুমন্ত্রের প্রতি।
রাজার কর্ত্তব্য কিবা কহ মহামতি ॥
মন্ত্রী কহে প্রশ্ন অতি হয় গুরুতর।
সংক্ষেপে করিব আমি ইহার উত্তর॥
প্রকৃতি-প্রত্যয়-গত শব্দার্থ প্রথমে।
বুঝিয়া দেখহ রামচন্দ্র নিজ মনে।
রাজা হয়ে যে না করে প্রকৃতিরঞ্জন।
রাজা নাম বৃথা সেই করয়ে ধারণ ॥
সুবিচারে প্রজাগণে করি বশীভূত।
তাদের মঙ্গল চেষ্টা করিবে সতত ॥
চাটুকারগণে যত্নে করি পরিহার।
নিযুক্ত করিবে বহু সত্যবাদী চার ॥
সেই সব চার-মুখে শুনি বিবরণ।
আপন কর্ত্তব্য করিবেক নির্ব্বাচন ॥
অবিচার ঘটে যদি রাজার বিচারে।
বড় নিন্দনীয় সেই হইবে সংসারে ॥
অনন্ত রৌরবে বাস পরকালে হবে।
বিষম যাতনা সদা তথায় ভুগিবে ॥
হইলে ইন্দ্রিয়পরায়ণ স্বার্থপর।
অলস-স্বভাব কিম্বা লোভী নৃপবর ॥
তার রাজ্যে প্রজাদের ঘটয়ে দুর্গতি।
কাজেই থাকে না ভক্তি ভূপতির প্রতি ॥
রাজার প্রকৃত বল প্রজাদের ভক্তি।
তাহার অভাবে রাজা হয় হীনশক্তি ॥
শক্তিহীন হ'লে রাজা ক'দিনের তরে।
শত্রুহস্তে হেন রাজা পরাস্ত সত্বরে ॥
রাম বলে রাজার অর্থের প্রয়োজন।
অর্থ সংগ্রহেতে হয় প্রজার পীড়ন॥

কহ মন্ত্রিবর কিবা ইহার উপায়।
দুইদিক কি রূপেতে কহ রক্ষা পায় ॥
মন্ত্রী বলে মিতব্যয়ী হইলে রাজন।
কখন হবে না প্রজাগণের পীড়ন ॥
সত্য বটে রাজকোষ সদা পূর্ণ চাই।
প্রজায় না দিলে রাজা লবে কার ঠাঁই ॥
কিন্তু যদি রাজা নাহি করি অপব্যয়।
ন্যাসরূপে রক্ষা করে রাখি ধর্ম্মভয় ॥
তবে কি প্রজার কষ্ট হয় ধন দিতে।
আজ্ঞা মাত্রে আনি দিবে আনন্দিত চিতে ॥
রাজা যদি বিপরীত করে আচরণ।
চালুনে করিয়া ঘোল করে বিতরণ ॥
তবেই অনর্থ উঠে যুড়ি রাজ্যময়।
কুবের-ভাণ্ডার দিলে কুলাবার নয় ॥
কর্ণপাত করিবে না প্রজার অভাবে।
অস্তি নাস্তি না জানিয়া দেহি দেহি কবে।
অন্নাভাবে জীর্ণশীর্ণদেহ প্রজাগণ।
দেখিবে না রাজা তাহা মিলিয়া নয়ন ॥
দুর্ভিক্ষে মরিবে প্রজা যেখানে সেখানে।
ভুলিয়া সে কথা রাজা করিবে না কাণে ॥
অভাবে স্বভাব নষ্ট আছে যে বচন।
সার কথা বলি ইহা জানিবে রাজন ॥
মিতব্যয় ভিন্ন কভু অভাব না যাবে।
অতএব মিতাচার অভ্যাস করিবে ॥
গৃহস্থের গিন্নি হ'লে অমিতাচারিণী।
লক্ষ টাকা আয় সত্ত্বে কর্ত্তা হন ঋণী ॥
তেমতি রাজ্যের কর্ত্তা হ'লে স্বেচ্ছাচারী।
জানিবে বিপদ হয় প্রজাদের ভারি ॥
পিতার পালিত পুত্র খাইতে না পেয়ে।
পরাণ ত্যজয়ে যদি কভু অসময়ে ॥
তাহাতে পিতার হয় পাতক যেমন।
অন্নাভাবে প্রজা ম'লে রাজার তেমন ॥
শুনিয়া রাঘব এই সব সদুত্তর।
সুমন্ত্রে প্রশংসা করিলেন বহুতর ॥

তার পরে চারগণে ডাকি নিজ পাশে।
একে একে রামচন্দ্র সকলে জিজ্ঞাসে॥
কহ আজি কোন্ স্থানে করিলে ভ্রমণ।
কি কথা কাহার মুখে করিলে শ্রবণ॥
ভদ্র নামে মুখ্য চার কহে করপুটে।
রাজ্যময় মহারাজ তব যশ রটে॥
তব পিতৃ-ভক্তি ভ্রাতৃ-প্রেমের কাহিনী।
হেন স্থান নাই যেখানেতে নাহি শুনি॥
তব সত্য-অনুরাগ অতুল জগতে।
ঘোষণা করিছে বৃদ্ধ বালক যুবাতে॥
লঙ্কার সমর-কথা শুনি সর্ব্বস্থানে।
একবাক্যে সবে তব বীরত্ব বাখানে॥
তব সুশাসন গুণে সুখী প্রজাগণ।
ধনধান্যে পরিপূর্ণ সবার ভবন॥
আপন যশের কথা শুনিয়া ভূপতি।
লজ্জিত হইয়া অতি কহে ভদ্র প্রতি॥
নিজের প্রশংসাবাদ শুনিবার তরে।
করি নাই রাজকার্য্যে নিযুক্ত তোমারে॥
কহ যদি জান চার করিয়া বিস্তার।
প্রজাগণ করে কভু নিন্দা কি আমার॥
সীতার সম্বন্ধে তাহাদের অভিপ্রায়।
বিশেষ করিয়া ভদ্র বলহ আমায়॥
লঙ্কায় রাবণগৃহে বছর ধরিয়া॥
চেড়ীগণ মাঝে একাকিনী ছিল প্রিয়া॥
করে কি এসব কথা তারা আলোচনা।
প্রকাশ করিয়া কহ গোপনে রেখোনা॥
রামের বচনে ভদ্র ভয় পেয়ে মনে।
ধরা পানে চেয়ে থাকে বিশুষ্ক বদনে।
উত্তর করিতে মুখে বাক্য নাহি সরে।
বারে বারে শ্রীরামের বদন নেহারে॥
দূতের আকার দেখি রামের সন্দেহ।
আবার কহেন ভদ্র সত্য কথা কহ॥
ভয় নাই সত্য কথা কহ মোরে চার।
মিথ্যা যদি কহ নাহি পাইবে নিস্তার॥

উভয়সঙ্কটে পড়ি ভদ্র ভাবে মনে।
যে বলে প্রজারা তাহা কহিব কেমনে॥
অশনি এখনি যদি পড়ে মোর শিরে।
শতগুণে শ্রেয় বলি জ্ঞান করি তারে॥
সরলা ললনা সীতা পতি যাঁর প্রাণ।
কেমনে হানিব তাঁরে অসি খরশান॥
অন্য দিকে রাজ-আজ্ঞা করিলে হেলন।
ইহ পর কাল নষ্ট হইবে আপন॥
কি করিবে ভাবি ভদ্র নাহি পায় কূল।
বিলম্ব দেখিয়া রাম হইলা ব্যাকুল॥
ক্রোধে দুই চক্ষু হয় জবার বরণ।
আরম্ভিলা দূতে রাম তর্জ্জন গর্জ্জন॥
ভয়ে ভদ্র কান্দি কহে শুন মহাশয়।
সীতার লাগিয়া প্রজাগণ যাহা কয়॥
অলোকসুন্দরী সীতা প্রথম-যৌবনা।
অসম্ভব রাবণ করিবে তারে ক্ষমা॥
রাক্ষসের গৃহে দীর্ঘ কাল যে বঞ্চিল।
কেমনে রাঘব তারে গ্রহণ করিল॥
রাজার যখন দেখি হেন নীচ মতি।
প্রজার তখন আর কি হইবে গতি॥
নীরবে পত্নীর সব সহিতে হইবে।
না সহিলে সীতার তুলনা তারা দিবে॥
এত বলি ভদ্র যবে নীরব হইল।
রামের অন্তরে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল॥
বহু যত্নে মন স্থির করিয়া ভূপতি।
জিজ্ঞাসেন অন্য অন্য চারগণ প্রতি॥
কহ সবে সত্য কিনা ভদ্রের বচন।
করে কি সীতার নিন্দা মোর প্রজাগণ॥
শুনিয়া রামের কথা সবে মৌনে রয়।
দেখিয়া শ্রীরাম বুঝিলেন সমুদয়॥
শোকে দুঃখে অধীর হইয়া নরপতি।
সভা ভঙ্গ করিতে দিলেন অনুমতি॥

লক্ষ্মণকে সীতা নির্ব্বাসনের আজ্ঞাদান।

সভা ছাড়ি মন্ত্রিগণ গেল একে একে।
ঘুরিল মস্তক রাম চক্ষে নাহি দেখে॥
বিবর্ণ বদনচন্দ্র বিকল শরীর।
ললাট ভেদিয়া ঘর্ম্ম হতেছে বাহির॥
হস্ত পদ কাঁপিতেছে বসি সিংহাসনে।
জ্বলিল অন্তর যেন ফণীর দংশনে॥
সহস্র চিন্তার সমাবেশ একেবারে।
প্রলয়ে তরঙ্গ যথা বরুণ-আগারে॥
ঘাত প্রতিঘাতে যথা তুফানে তরণী।
চিন্তার তরঙ্গে চিত অস্থির তেমনি॥
কভু ভাবে ভদ্রের একথা সত্য নহে।
প্রজা হয়ে কার সাধ্য এ প্রকার কহে॥
আবার ভদ্রের ব্যবহার করি মনে।
ভাবেন তখনি রাম বিষণ্ণ বদনে॥
হায়! কেন করিলাম জিজ্ঞাসা তাহারে।
ডাকিয়া বিপদ আনিলাম নিজ দ্বারে॥
জগতের রীতি এই আছে চিরন্তন।
বিপন্ন হইলে দোষে অদৃষ্টে আপন॥
কিন্তু অদৃষ্টের চেয়ে নিজ বুদ্ধি-ফেরে।
ভোগে সমধিক দুঃখ মানবনিকরে॥
কেবল কথার দোষে কতশত জন।
সুখ শান্তি সদা করিতেছে বিসর্জ্জন॥
কর্ম্ম-ফেরে নিত্য নিত্য ত্রিভুবনময়।
অগণ্য মানব মহাদুঃখে মগ্ন হয়॥
আপনার দোষে তারা পায় না দেখিতে।
সদাই প্রস্তুত নিজ ভাগ্যকে দোষিতে॥
বলিতে চলিতে কিন্তু শেখে যদি লোকে।
কি কর্ত্তব্য আগে যদি চিন্তা করি দেখে॥
আশীটি বিপদে ত্রাণ পায় শতকরা।
মহাসুখে পরিপূর্ণ হয় এই ধরা॥

পিতৃসত্য পালিতে গেলাম বনবাসে।
ব্রহ্মচর্য্য বিধি যথা প্রায় উপবাসে॥
এ হেন সময়ে পত্নী কোন্ প্রয়োজনে।
এ কথা বারেক মোর না হইল মনে॥
বিচারিয়া জানকীরে রেখে গেলে ঘরে।
দশানন পারিত কি হরিতে তাহারে॥
আবার গেলাম যবে হরিণ ধরিতে।
হইল বিষম ভুল বিচার করিতে॥
সোণার হরিণ কভু সম্ভব না হয়।
একবার মনে তা তো হ'ল না উদয়॥
আজি পুন একবার না ভাবিয়া চিতে।
কি কথা জিজ্ঞাসা আমি করিলাম দূতে॥
হা প্রিয়ে চন্দন ভ্রমে করি আকিঞ্চন।
বিষবৃক্ষ হৃদয়েতে ক'রেছি ধারণ॥
রামগত-প্রাণ তুমি সরলা ললনা।
সতীত্বের প্রতিমূর্ত্তি এমন মেলে না॥
কেবল পতির সঙ্গে সুখের লালসে।
সহিলে অশ্রুতপূর্ব্ব কষ্ট বনবাসে॥
যে সহিলে ত্রয়োদশ বর্ষ থাকি বনে।
সহে না সে সব কোন যোগিনীরো প্রাণে॥
তার পর দশ মাস দশানন-গৃহে।
সহিলে যাতনা যত স্মরি প্রাণ দহে॥
মূঢ় আমি লোক-অপবাদে করি ভয়।
যে করিনু ভাবিতেও ফাটিছে হৃদয়॥
অনাহারে অনিদ্রায় চেড়ীর তাড়নে।
অস্থিচর্ম্মসার দেহ দেখেও নয়নে॥
হয় নাই দয়া এই কঠিন অন্তরে।
যবে প্রবেশিলে প্রিয়ে চিতার মাঝারে॥
ধিক্ শত ধিক্ মোরে এখনো আবার।
মৃণালে ছেদিতে ইচ্ছা ধরিয়া কুঠার॥
ধিক্ রাজ্যে! কোন সুখ নাহিক রাজার।
নিয়মের গুরু ভার সদা শিরে তার॥
প্রজারঞ্জনের লাগি রাজার জনম।
আত্মসুখে সদা দিতে হয় বিসর্জ্জন॥

জেনে শুনে জানকীর অন্তর বাহির।
কেমনে ত্যজিব ভাবি বিকল শরীর ॥
না ত্যজিলে ক্রমে যত প্রকৃতিমণ্ডলী।
দেখিলে আমারে পথে দিবে করতালী ॥
সিদ্ধান্ত করিয়া এইরূপ মনে মনে।
ডাকেন নিকটে রাম অনুজ লক্ষ্মণে ॥
আজ্ঞামাত্রে উপনীত হইয়া লক্ষ্মণ।
বন্দিল রামের দুটী রাতুল চরণ ॥
রাম বলে প্রাণাধিক বৈস কাছে আসি।
যে জন্য ডেকেছি তবে কহিব প্রকাশি ॥
চিরদিন আজ্ঞাধীন তুমি মোর ভাই।
এ সংসারে আর কারু হেন ভাই নাই ॥
সুখের লইতে অংশ আছে বহু জন।
বিপদে সহায় মোর তুইরে লক্ষ্মণ ॥
বিনা বাক্যব্যয়ে করি আদেশ পালন।
রাখিবে আমার আজি এই আকিঞ্চন ॥
বনের বিপদ যত আছে ভাই মনে।
জান তো যে কষ্ট ভাই রাক্ষসের রণে ॥
সে সব সামান্য বলি মনে জ্ঞান হয়।
উপস্থিত বিপদের তুল্য তারা নয় ॥
কি জানি কি কুবুদ্ধি হইল কি কারণে।
সভামধ্যে সুধালাম ডাকি চারগণে ॥
কহ কি বলিছে অযোধ্যার প্রজাগণ।
দোষাদোষ মোর তারা কি করে কীর্ত্তন ॥
দূতের প্রধান ভদ্র কহিল আমারে।
প্রজাগণ এক বাক্যে যশ-গান করে ॥
তাহা শুনি লজ্জা পেয়ে কহিনু আবার।
রাখি তোষামোদ দেহ সত্য সমাচার ॥
রাবণের গৃহে সীতা ছিল একাকিনী।
সে বিষয়ে লোকে কি কহিছে বল শুনি ॥
প্রশ্ন শুনে দূত নাহি করিল উত্তর।
করিলাম তিরস্কার তারে বহুতর ॥
কতক্ষণে কহিল সে দেখি মোর কোপ।
সীতার চরিত্রে লোকে করে দোষারোপ ॥

শক্তিশেল হৃদে ভাই ক'রেছ ধারণ।
বিশেষ জানহ তাঁহে যাতনা যেমন ॥
সে যাতনা শত গুণে শ্রেয় জ্ঞান করি।
হেন অপবাদ তবু সহিতে না পারি ॥
সীতার প্রসঙ্গে নানা কথা তুলি লোকে।
করিতেছে উপহাস যখন আমাকে ॥
কেমনে তাহার সহ করি সহবাস।
ভেবেছি সীতায় কালি দিব বনবাস ॥
বাল্মীকির তপোবন দেখিবার তরে।
বাসনা হয়েছে বড় সীতার অন্তরে ॥
সেই উপলক্ষ করি লইয়া সীতায়।
রজনী-প্রভাতে রাখি আসিবে তথায় ॥
রাজার প্রধান ধর্ম্ম প্রকৃতি-রঞ্জন।
পালিব সে ধর্ম্ম আমি করি প্রাণপণ ॥
অনুরোধ এ বিষয়ে না করিহ ভাই।
কেবল পালিবে আজ্ঞা এই আমি চাই ॥
লক্ষ্মণে এতেক কহি রাজীব-লোচন।
সারথি সুমন্ত্রে ডাকি তার প্রতি কন ॥
তপোবন দেখিতে বাসনা করে সীতে।
প্রস্তুত করিয়া রথ রাখিবে প্রভাতে ॥
আজ্ঞা পেয়ে সারথি চলিল নিজ স্থান।
অন্তঃপুরে রামচন্দ্র করেন প্রয়াণ ॥

সীতা-নির্ব্বাসন।

রামের বচন, শুনিয়া লক্ষ্মণ,
অবাক হইয়া রহে।
নয়ন ফাটিয়া, গণ্ড ভাসাইয়া,
বরষার ধারা বহে ॥
পাতি যে উরসে, অকুতোসাহসে,
শক্তিশেল ধরেছিল।
বজ্র-অধিক, কঠিন বচনে,
সে হৃদি ভাঙ্গিয়া গেল ॥
অগ্রজের আজ্ঞা, নৃপতি-আদেশ,
অন্যথা করার নয়।

রাতি না পোহাতে, বাসনা মনেতে,
যেন রে মরণ হয়॥
হবে কি এমন, সৌভাগ্য আমার,
ভাবেন সৌমিত্রি মনে।
ধরণী ফাটিয়া, গরাস করিবে,
আমারে এই সে স্থানে॥
অথবা অশনি, পড়িয়া এখনি,
শতধা করিবে শির।
দেখিতে হবেনা, দারুণ যাতনা,
পতিপ্রাণা জানকীর॥
জনম অবধি, সেবি নিরবধি,
ওহে রাম পা দুখানি।
তাই দয়াময়, হইলে সদয়,
মরমে বরজ হানি॥
লঙ্কার সমরে, দারুণ প্রহারে,
মরিতেছিলাম যবে।
এত যদি মনে, ছিল ওহে রাম,
বাঁচাইলে কেনে তবে॥
স্ত্রীহত্যায় ভয়, নাই হে তোমার,
জেনেছি তাড়কা-বধে।
কি লাগিয়া তবে, আমারে টানিয়া,
ফেলাইলা এ বিপদে॥
বনের যাতনা, স্বচ্ছন্দে সহিল,
তুমি ছিলে ব'লে পাশে।
তোমার আশায়, সহিল অসহ্য,
যাতনা রাবণ-বাসে॥
এবে দয়াময়, হয়ে নিরদয়,
তুমি দিলে তারে বনে।
কোমল হৃদয়ে, এ দুঃখ সবেনা,
মরিবে এ কথা শুনে॥
সীতার অন্তিমে, দাড়ারে সম্মুখে,
প্রতি যে সতীর গতি।
দেখিতে দেখিতে, রাঙ্গা পা দুখানি,
[illegible] জানকী সতী॥

তাই বলি রাম, মোরে মুক্তি দিয়া,
নিজে যাও তার সনে।
সোণার প্রতিমা, দিতে বিসর্জ্জন,
সাধ যদি এত মনে॥
দয়াময় নাম, জগতে প্রকাশ,
করেছ হে দাশরথি।
দয়া যে প্রকার, জানিবে সকলে,
দেখিয়া সীতার গতি॥
রটেছে সুনাম, বড় ন্যায়বান,
অযোধ্যার রাজা রাম।
সীতা-নির্ব্বাসনে, বিচার দেখিয়া,
লইবে না কেহ নাম॥
তেরটি বছর, দিবা রাতি কাছে,
থাকিয়া দেখেছে দাস।
সীতার সমান, পতিব্রতা নারী,
ভারতে করেন বাস॥
আঁখির আড়ালে, তিল-আধ গেলে,
যে দুখ পেতেন সীতা।
এখনো আমার, পরাণ বিদরে,
মনে করি সেই কথা॥
রাজার ঝিয়ারী, ননীর পুতলী,
ইক্ষ্বাকুকুলের বধূ।
কি কষ্ট সহিল, মনে কর রাম,
তোমার লাগিয়া শুধু॥
রাবণের গৃহে, ছিলেন বন্দিনী,
দোষ সেই কথা তুলে।
ভেবে দেখ রাম, ঘটিল সে সব,
তোমারি বুদ্ধির ভুলে॥
শূন্য ঘর পেয়ে, হরিল রাবণ,
তাতে কি সীতার দোষ।
ইতরের কথা, শুনে ছি! ছি! রাম,
অবলার প্রতি রোষ॥
জলন্ত আগুনে, ইচ্ছায় প্রবেশি,
পরীক্ষা দিল যে সতী।

রাজা হয়ে রাম, কোন্ সুবিচারে,
এ দণ্ড তাহার প্রতি॥
মনে হয় সাধ, করি প্রতিবাদ,
বুঝাই চরণে ধরি।
গুরুর অধিক, জানিহে তোমারে,
আদেশ লঙ্ঘিতে নারি॥
এরূপে সৌমিত্রি, জাগে সারা রাত্রি,
ভাবনার নাহি শেষ।
প্রভাত জানিয়া, বাহির ভবনে,
আইলেন অবশেষ॥
সভয় অন্তরে, দেখিলেন দ্বারে,
সুমন্ত্র লইয়া রথ।
সতৃষ্ণ নয়নে, অন্তঃপুর পানে,
চেয়ে আছে আসা-পথ॥
শিরে দিয়া হাত, সুমিত্রা-নন্দন,
স্খলিত পদ-বিক্ষেপে।
সীতার মন্দিরে, ডাকিতে দাসীরে,
বচন বিষম কাঁপে॥
সীতার নিকটে, ভয়ে যেতে নারে,
আঁখি ভাসে পাছে জলে॥
কহ মহিষীরে, রথ এলো দ্বারে,
দাসীরে লক্ষ্মণ বলে।
সরলতাময়ী, পতির আদরে,
ভুলিয়া সারাটি নিশি।
তাপসীগণের, তরে কি লইবে,
এই চিন্তা বসি বসি॥
উষার বাতাসে, অবশ অলসে,
নিদ্রার আবেশ চোখে।
বসন-অঞ্চল, ধরায় পাতিয়া,
তনু খানি তায় রাখে॥
দেখিছে স্বপন, যেন তপোবনে,
দুটি শিশু করে খেলা।
উঠুন মহিষি, প্রভাত হইল,
দাসী কহে হ'ল বেলা॥

উঠিয়া বসিতে, জানকী সুন্দরী,
দাসী করে নিবেদন।
রথ লয়ে সুত, দাঁড়ায়ে দুয়ারে,
ত্বরা কর আরোহণ॥
লক্ষ্মণ ঠাকুর, যাবেন সঙ্গেতে,
তিনিও দাঁড়ায়ে দ্বারে।
সত্বর হইতে, আমারে ডাকিয়া,
কহিলেন বারে বারে॥
শুনিয়া জানকী, সখীগণে ডাকি,
হাস্যে ধরি সবে কয়॥
নাথের সেবায়, আজিকার দিবা,
হেলা যেন নাহি হয়॥
বেলাবেলি কা'ল, আসিব ফিরিয়া,
কহিতে এতেক বাণী।
নাচিয়া উঠিল, দক্ষিণ আঁখির,
নীচেকার পাতা খানি॥
নিমেষের তরে, কি হ'ল অন্তরে,
দুর দুর করে বুক।
চকিতের প্রায়, চারি দিকে চায়,
শুকাইল চাঁদ-মুখ॥
আবার তখনি, হাসিয়া জননী,
আসি ব'লে সখীগণে।
ধীর পাদচারে, পুরীর বাহিরে,
উপনীত সেই ক্ষণে॥
সৌমিত্রি তখন, বন্দিয়া চরণ,
বলে মাগো উঠ রথে।
শুনিয়া জানকী, সখীর সাহায্যে,
উঠিলেন ত্বরান্বিতে॥
সারথির কাছে, বসিলা লক্ষ্মণ,
চিন্তায় আকুল প্রাণ।
পাছে মুখ দেখি, বুঝেন জানকী,
নিকটে নাহিক যান॥
অশ্ব মনোহর, ছুটিল সত্বর,
পবন জিনিয়া গতি।

পথের দুধারে, সভয়ে নেহারে,
নানা অমঙ্গল সতী ॥
বসি একাকিনী, শুকায় মু'খানি,
কত কথা উঠে মনে।
আসিবার কালে, জীবনবল্লভে,
গৃহে না দেখিনু কেনে ॥
দেবর লক্ষ্মণ, কেমন কেমন,
সদাই সুদূরে রয়।
এ ভাব তাহার, দেখি নাই আর,
আজি কেনে হেন হয় ॥
সীতার সম্বল, নাথের মঙ্গল,
করুন দেবতাগণ।
তাঁরে না দেখিয়া, আপনা খাইয়া,
কেনে আইলাম বন ॥
কে জানে কি লাগি, জ্বলিছে অন্তর,
হৃদয় ফাটিয়া যায়।
কেনে তপোবন, দেখিতে বাসনা,
করিলাম হায়! হায়! ॥
আমি অভাগিনী, জনম-দুখিনী,
সুখের কপাল নয়।
তাই ভাবি মনে, হতেছে সদাই,
প্রাণেশের লাগি ভয় ॥
ভাবিতে ভাবিতে, লাগিল ভাসিতে,
জানকী আঁখির নীরে।
এ দিকে বিমান, হ'ল উপনীত,
আসিয়া জাহ্নবীতীরে ॥
সুমন্ত্র তখন, অশ্বরশ্মি টানি,
থামাইল রথ খান।
ঠাকুর লক্ষ্মণ, নামিয়া ভূতলে,
তরণী দেখিতে যান ॥
রথে থাকি সীতা, দেখেন অদূরে,
ভাগীরথী-পরপারে।
মুনির আশ্রম, শোভা অনুপম,
দুখ গেল তাহা হেরে ॥

ভাবেন জানকী, এমন সুখের,
আশ্রম ত্যজিয়া লোকে।
নরক সদৃশ, জনপদে তারা,
বাস করে কোন্ সুখে ॥
নাই হিংসা দ্বেষ, উচ্চ অভিলাষ,
হৃদয়-ভক্ষক কৃমি।
যোগানন্দময়, যেন সমুদয়,
অতুল পুণ্যের ভূমি ॥
মানুষের কথা, কহিয়া কি কাজ,
পশুরো দেখি যে ভাব।
যেন যোগবলে, করেছে তাহারা,
তত্ত্বজ্ঞান সবে লাভ ॥
তরুটিও হেথা, নত করি মাথা,
শিখায় দাম্ভিক নরে।
দম্ভ অহংকার, জ্ঞান লভিবার,
পথ অবরোধ করে ॥
সাধ হয় মনে, ঋষিপত্নী সনে,
তপোবনে করি বাস।
শুনি সামগান, বিবিধ পুরাণ,
সুখে কাটি বারমাস ॥
এরূপে জানকী, ভাবেন কত কি,
রথের উপরে বসি।
এমন সময়, সুমিত্রা-তনয়,
উপনীত তথা আসি ॥
যুড়ি দুটী হাত, করি প্রণিপাত,
সীতায় কহেন তবে।
এনেছি তরণী, এস মা জননী,
জাহ্নবী পেরুতে হবে ॥
দেবরের বাণী, শুনে ঠাকুরাণী,
বিমান ত্যজিয়া চলে।
মনের হরষে, দ্রুতপদে এসে,
দাঁড়ান গঙ্গার কূলে ॥
সীতায় নেহারি, মোহিত কাণ্ডারী,
পূর্ব্বের পুণ্যের ফলে।

চিনিয়া মাতাকে, পরম পুলকে,
পড়িল চরণ-তলে ॥
কহে যোড় হাতে, উঠ মা তরীতে,
যতনে করিব পার।
ভব-সিন্ধু-পারে, লইতে আমারে,
রহিল তোমার ভার ॥
কটাক্ষে চাহিয়া, নাবিকে তুষিয়া,
জানকী বসিলা নায়ে।
পারে লয়ে তরী, আবার কাণ্ডারী,
প্রণাম করিল পায়ে ॥
সুমিত্রা-নন্দন, বিষণ্ণবদন,
আসন্ন সময় দেখি।
ধৈরজ ধরিতে, নারে কোন মতে,
ঝর ঝর ঝরে আঁখি ॥
তা দেখি সীতার, চিন্তা দুর্নিবার,
মুখে নাহি সরে কথা।
কি যে জিজ্ঞাসিবে, নাহি পায় ভেবে,
ঘুরিতে লাগিল মাথা ॥
মুহূর্ত্তের মধ্যে, বিদ্যুৎ-গতিতে,
শত কথা মনে আসে।
জীবিতনাথের, অমঙ্গল ভাবি,
কাঁপিতে লাগিলা ত্রাসে ॥
বহু আকিঞ্চনে, আপনা সম্বরি,
কান্দি কহে শশিমুখী।
আনন্দে ভুলিয়া, আইলাম চলি,
আগে না তাঁহারে দেখি ॥
বুঝেছি লক্ষ্মণ, কপাল যেমন,
তেমনি হইল গতি।
আজন্ম ভুগিয়া, তবু ভাগ্যদোষে,
ফিরিল না মোর মতি ॥
আসিবার কালে, নাচিল নয়ন,
কত কুলক্ষণ পথে।
দেখিয়া তবুতো, বুঝে বুঝিল না,
আসন্ন বিপদ সীতে ॥

বল ত্বরা করি, আর কি দেখিব,
সে রাতুল পদ তাঁর।
তাঁহার অভাবে, এ মরুভূমিতে,
থাকিয়া কি সুখ আর ॥
নাথের মঙ্গল, না শুনিলে আর,
এ দেহে রবে না প্রাণ।
এ ভগ্ন হৃদয়, আবার ভাঙ্গিয়া,
হইবে শতেক খান ॥
অযোধ্যা নগরী, ত্যজিয়া অবধি,
কতই অসুখ মনে।
হ'তেছিল ভয়, বুঝি আর দেখা,
হবে না তাঁহার সনে।
দগ্ধ ভাগ্য-ফলে, তাহাই ঘটিল,
উত্তর না দাও কেনে।
বিলম্ব করিলে, জলে ঝাঁপ দিব,
মরিব গরল-পানে ॥
সম্বরি রোদন, কহেন লক্ষ্মণ,
ত্যজ মা মনের ভয়।
আছেন কুশলে, অগ্রজ আমার,
ও সব কিছুই নয় ॥
যাহার লাগিয়া, কান্দিছে পরাণ,
কহিতে বাক্য না সরে।
জানতো এ দাস, চির আজ্ঞাধীন,
ক্ষম দাসে দয়া ক'রে ॥
রাবণের গৃহে, ছিলেন একাকী,
সেই কথা লয়ে লোকে।
দেয় অপবাদ, শুনিয়া রাঘব,
আচ্ছন্ন মহান্ শোকে ॥
প্রকৃতিবৎসল, অগ্রজ আমার,
প্রকৃতি-রঞ্জন-আশে।
পাষাণে হৃদয়, বান্ধিয়া তোমারে,
দিয়াছেন বনবাসে ॥
পতির কুশল, বারতা শুনিয়া,
শোক তাপ গেল দূরে।

সতীর সতীত্বে, পতির সন্দেহ,
সহিতে কি সতী পারে॥
অভিমান-ভরে, চাহিয়া দেবরে,
কহিতে লাগিলা সতী।
বিচার-শকতি, দেখালেন ভাল,
তোমার অযোধ্যা-পতি॥
শুনেছেন সব, ছিলাম যে হালে,
লঙ্কায় রাক্ষস-গৃহে।
দশ মাস ধ'রে, নিদ্রাহার ত্যজি,
অস্থিচর্ম্মসার দেহে॥
দিবস রজনী, চেড়ীর প্রহারে,
রুধির ক্ষরিয়া গায়।
উঠিতে বসিতে, ছিলনা শকতি,
শরীর কাঁপিত বায়॥
রামের মূরতি, ধেয়ান করিয়া,
তাঁর নাম-মন্ত্র জপি।
যোগিনী সাজিয়া, ছিলাম কাননে,
সে রূপে অন্তর সঁপি॥
বিবাহ অবধি, চাই নাই কভু,
অপর পুরুষ পানে।
অরণ্য-বাসের, সহচর তুমি,
ভাবিয়া দেখহ মনে॥
নয়নের আগে, দূর্ব্বাদলশ্যাম,
মূরতি নাচিছে মোর।
মধুর জিনিয়া, মধুর সে রূপে,
মানস সদাই ভোর॥
নিদ্রা জাগরণে, কিম্বা কভু ভ্রমে,
ভুলেছি মনে না হয়।
চিত্র-পটে যেন, তেমনি আমার,
হৃদয়ে চিত্রিত রয়॥
বলে দশানন, পরশিল তনু,
উপায় ছিলনা তার।
ব্যাধের করেতে, পড়িলে হরিণী,
ছাড়ানো বিষম ভার॥

যখন সে দুষ্ট, আমারে লইয়া,
রাখিল অশোক-বনে।
আত্মঘাতী হ'তে, হইত বাসনা,
কত শত বার দিনে॥
কে যেন তখন, আশ্বাস-বচন,
কহিত আসিয়া মোরে।
আসিছেন রাম, থাক স্থির হয়ে,
গোটা কত দিন তরে॥
দেবের কল্যাণ, সাধিবেন রাম,
রাক্ষসে নাশিয়া রণে।
আবার মিলন, হইবে তোমার,
জীবিত-নাথের সনে॥
দৈববাণী জ্ঞানে, ছিলাম বাঁচিয়া,
আশায় বান্ধিয়া বুক।
কে জানে তখন, সীতার কপালে,
সঞ্চিত এ হেন দুখ॥
ছি! ছি! হরি! হরি!, ঘৃণায় যে মরি,
এত কি কপালে থাকে।
তাইতে না পুড়ে, এলাম বাহিরে,
জ্বলন্ত আগুন থেকে।
কি কব লক্ষ্মণ, এখনি জীবন,
ত্যজিতাম পশি জলে।
কিন্তু পোড়া বিধি, সে সুখ আমার,
লেখে নাই দগ্ধ ভালে॥
আছি গর্ভবতী, হ'ল পাঁচ মাস,
কেমনে ত্যজিব প্রাণ।
আমার মরণে, মরিলে সন্তান,
বড় দুখ পাবে রাম॥
পত্নীর উদরে, পুত্ররূপে আত্মা,
আসিয়া জনম লয়।
এই সে কারণে, সন্তানে সকলে,
আত্মজ বলিয়া কয়॥
একের মরণে, তিনের মরণ,
পতি-পুত্র-ঘাতী হব।

পারিব না তা তো, আর দিন কত,
ভাগ্যের নির্ব্বন্ধ স'বো॥
জনম-দুখিনী, এ হতভাগিনী,
দুখে নাই মোর ভয়।
লোক-অপবাদ, শুনিয়া লক্ষ্মণ,
মনে বড় ঘৃণা হয়॥
মুনি-পত্নী সবে, যখন সুধাবে,
কি দোষে ত্যজিল স্বামী।
সরমের মাথা, খাইয়া কেমনে,
উত্তর করিব আমি॥
নারীর সম্বল, পতিই কেবল,
বিপদে তিনিই গতি।
এই দুখ বড়, সেই প্রাণেশ্বর,
বাম হ'ল মোর প্রতি॥
প্রকৃতিবৎসল, কহিলে লক্ষ্মণ,
ও কথা অসার অতি।
আমিও তো প্রজা, হ'লনা বিচার,
তবে কেনে মোর প্রতি॥
জানি চিরদিন, তুমি আজ্ঞাধীন,
তোমার কি দোষ ইথে।
কারু দোষ নাই, কপালের ভোগ,
ভুগিতে এসেছে সীতে॥
দয়ার সাগর, প্রাণেশ আমার,
তাঁরে দোষ দেই মিছে।
মানুষের সাধ্য, না হয় খণ্ডিতে,
কপালে যার যা আছে॥
তাঁর মন জানি, বাসেন যে ভাল,
ভোলা হবে তাঁর ভার।
আমার বিরহ, সহিতে নারিবে,
রোদন করিবে সার॥
দেখো রে লক্ষ্মণ, এই নিবেদন,
সর্ব্বদা নিকটে থাকি।
করিও যতন, দুখ নাহি পায়,
আমার কমল-আঁখি॥
এতেক কহিয়া, কান্দিয়া জানকি,
লক্ষ্মণে বিদায় করে।
শোকে মুগ্ধমন, সুমিত্রা-নন্দন,
ফিরিয়া চলিলা ঘরে॥

লক্ষ্মণের ও সীতার বিলাপ।

বাল্মীকির তপোবনে ত্যজি জানকীরে।
সুমিত্রানন্দন চলিলেন ধীরে ধীরে॥
দুটি গণ্ড ভাসি বহে নয়নের নীর।
কভু উচ্চৈঃস্বরে কান্দে হইয়া অস্থির॥
হা! দেবি! তোমার ভাগ্যে এত বিড়ম্বনা।
স্বপ্নেও এ দাস কভু তাহা জানিত না॥
যে বিধি করিল সৃষ্টি কণ্টক মৃণালে।
বাড়বাগ্নি যে সৃজিল সাগর-সলিলে॥
সেই বিধাতার বিধি তব নির্ব্বাসন।
শশীরে রাহুর ভক্ষ্য করিল যে জন॥
রাজার উদ্যান-ভূষা কনকের লতা।
অরণ্যে পড়িয়া রবে ক'দিন জীবিতা॥
হা মাতঃ! সুমিত্রাদেবি কোন্ কার্য্য তরে।
দশ মাস অভাগারে ধরিলে উদরে॥
দেখ আসি কি করিল কুপুত্র তোমার।
বনে দিয়া যায় রাজলক্ষ্মী অযোধ্যার॥
কোথা গো কৌশল্যাদেবি দেখে যাও আসি।
তব কুলবধূ জানকীর দুঃখ-রাশি॥
কে আর আদর করি দিনে দশ বার।
ধরিবে ক্ষীরের বাটী বদনে তাহার॥
নড়িতে চড়িতে যদি ঘামিত বদন।
অঞ্চলে মুছাতে কত করিয়া যতন॥
এখন রবির তাপে হবে দগ্ধপ্রায়।
দুর্দ্দশা ভাবিয়া মনে ছাতি ফেটে যায়॥
ওহে রাম! ভাল কীর্ত্তি রাখিলে জগতে।
ইক্ষ্বাকু-কুলের যশ গেল তোমা হ'তে॥
আজ্ঞাবহ এ অধমে ঘাতক-অধিক।
করিলে হে রাম মোর প্রাণে শতধিক্॥

কি বলিয়া অযোধ্যায় যাইব ফিরিয়া।
দেখাব এমুখ লোকে কেমন করিয়া॥
এইরূপে পরিতাপ করিতে করিতে।
উঠিল লক্ষ্মণ গিয়া সুমন্ত্রের রথে॥
সুমন্দ গমনে রথ করয়ে গমন।
সন্তপ্ত সীতার শোকে যেন অশ্বগণ॥
এখানে গঙ্গার কূলে দাঁড়াইয়া সতী।
শূন্য মনে চেয়ে আছে বিমানের প্রতি॥
যখন অদৃশ্য ক্রমে হৈল রথ খানি।
ধরণীতনয়া পড়ে লোটায়ে ধরণী॥
শিরে করি করাঘাত কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
কোথা গেলি রে লক্ষ্মণ ত্যজিয়া আমারে॥
কোথায় রহিলে নাথ দেখা দাও আসি।
দয়াময় দয়া ক'রে নাশ দুখ-রাশি॥
সীতার সর্ব্বস্ব তুমি দরিদ্রের ধন।
তুমি হ'লে নিরদয় রবেনা জীবন॥
কোথায় কৌশল্যা দেবি দেখা দাও মোরে।
মরিছে সাধের বধূ এ ঘোর প্রান্তরে॥
হায়রে বিধাতা! তোর এত ছিল মনে।
দু দিনের সুখ মোর সহিল না প্রাণে॥
আগে যদি জানিতাম তোর এত বাদ।
তবে কি দেখিতে তপোবন করি সাধ॥
দিতেছেন বনবাস পারিলে জানিতে।
চরণে ধরিয়া ক্ষান্ত করিতাম নাথে॥
দয়ার শরীর তাঁর দয়াল হৃদয়।
সাধিলে হইতো তাঁর দয়ার উদয়॥
ওহে রাম! জানকীর জীবন-বল্লভ।
দাসীর মনের কথা জান তুমি সব॥
তবে কেনে ইতরের কথা শুনে নাথ।
করিলে হৃদয়ে হেন অশনি-নিপাত॥
সহেনা যাতনা আর জ্বলিছে হৃদয়।
একবার দেখা দিয়া নাথ দয়াময়॥
দাসীর আছয়ে নাথ তব মন জানা।
আমার বিরহ তব হৃদয়ে সহেনা॥
কাজ নেই রাজ্য-সুখে এস তপোবনে।
রচিয়া কুটীর সুখে রব দুই জনে॥
বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত রাঙ্গা চরণ দুখানি।
মিটাইব সাধ সেবি দিবস রজনী॥
উন্মাদিনী প্রায় সীতা ধরায় পড়িয়া।
এরূপে বিলাপ করে কান্দিয়া কান্দিয়া॥
স্নান হেতু এসেছিল যতেক তাপসী।
দেখিল ভূতলে পড়ি অকলঙ্ক শশী॥
সুধাইলে নাহি দেয় কথার উত্তর।
কেবল কান্দয়ে তুলি সকরুণ স্বর॥

সীতার বাল্মীকি-আশ্রমে গমন।

লাবণ্যলহরী, রূপের মাধুরী,
হেরিয়া তাপসীগণে।
জানকীরে কয়, দেহ পরিচয়,
কেনে মা আইলে বনে॥
কাহার বনিতা, কেবা পিতা মাতা,
বসতি কোথায় হয়।
সরোজ নয়নে, কহ মাগো কেনে,
ঝরঝর ধারা বয়॥
সোণার কমল, দেহ নিরমল,
ধূলায় দিয়েছ ঢেলে।
কি তাপ অন্তরে, কার অনাদরে,
গৃহ ছেড়ে হেথা এলে॥
মুখে হাহাকার, শুনিয়া তোমার,
হৃদয় ফাটিয়া যায়।
উঠ মা উঠ মা, আর কান্দিও না,
ধূলা ঝেড়ে দেই আয়॥
রূপের তুলনা, জগতে মেলে না,
বয়সে নবীনা অতি।
সম্ভব তো নয়, এমন সময়,
তোমারে তেজিবে পতি॥
আদরের মেয়ে, আদর না পেয়ে,
ত্যজে কি এসেছ বাপে।

অথবা বিমাতা, দিয়াছে কি ব্যথা,
গৃহ ছাড়া সেই তাপে ॥
মণি মুক্তাময়, আভরণচয়,
অমূল্য বসন গায়।
ধনীর গৃহিণী, হবে বরাননি,
সন্দেহ নাহিক তায় ॥
আমরি মু'খানি, কি দুখে না জানি,
বিষাদ-কালিমা ভরা।
আমাদের সনে, এস মা আশ্রমে,
আদরে রাখিব মোরা ॥
এ বেলা দুপুরে, খর রবি-করে,
প'ড়ে কি থাকিতে হয়।
উঠ মা সত্বরে, আইস কুটীরে,
নাই কিছু তথা ভয় ॥
কথাটি কও না, উঠিতে চাও না,
এ কেমন ধারা মেয়ে।
থাক ক্ষণ তরে, পাঠাব ঋষিরে,
আমরা কুটীরে গিয়ে ॥
এতেক কহিয়া, নিরস্ত হইয়া,
চলিল তাপসীগণে।
আশ্রমে আসিতে, পাইলা দেখিতে,
গৃহদ্বারে তপোধনে ॥
মুনি-পত্নীগণ, কহেন তখন,
দেখিয়া এলাম সবে।
জাহ্নবীর তীরে, কান্দে ভূমে প'ড়ে,
নারী এক আর্ত্তরবে ॥
দেবী কি মানুষী, পরমা রূপসী,
বয়স অধিক নয়।
সাধিলাম কত, রমণী তবুতো,
কথাটী নাহিক কয় ॥
শিরে কর হানি, যেন উন্মাদিনী,
করিতেছে হাহাকার।
ভাসাইয়া ধরা, ঝরে অশ্রুধারা,
নয়ন দুটিতে তার ॥

শুনিয়া বাল্মীকি, মুদে দুটি আঁখি,
ধেয়ানে সকল জানি।
আনিতে সীতায়, চলিলা ত্বরায়,
যথা সেই বরাননী ॥
নিকটেতে গিয়া, কহেন ডাকিয়া,
উঠ মা জনকসুতা।
বলিতে হবে না, আছে সব জানা,
যে লাগি এসেছ হেথা ॥
সম্বর রোদন, তোল মা বদন,
আমি গো বাল্মীকি ঋষি।
কিছু দিন তরে, আমার কুটীরে,
থাক মা জননি আসি ॥
আবার রাঘবে, ফিরিয়া পাইবে,
দুখ ত্যজ সতি মনে।
তোমার তনয়, বসিবে নিশ্চয়,
অযোধ্যার সিংহাসনে ॥
মধুর মুরতি, মধুর ভারতী,
দেখিয়া শুনিয়া সতী।
ভুলি নিজ দুখ, তুলি চাঁদ মুখ,
চাহেন মুনির প্রতি ॥
উঠিয়া দাঁড়াতে, লাগিল কাঁপিতে,
সীতার চরণ দুটি।
আশ্বাস-বচনে, বল পেয়ে মনে,
উঠিলা ধরিয়া মাটি ॥
বাল্মীকি তখন, করেন গমন,
আগে আগে ধীরি ধীরি।
সীতায় দেখিতে, চাহেন পশ্চাতে,
শত বার ফিরি ফিরি ॥
এরূপে আশ্রমে, আসিয়া দুজনে,
উপনীত কতক্ষণে।
জানকীরে পেয়ে, আনন্দিত হয়ে,
আইল তাপসীগণে ॥
আদর পাইয়া, দুখ পাসরিয়া,
আশ্রমে থাকেন সীতা।

বেদ শ্রুতি স্মৃতি, শুনি নিতি নিতি,
দূরে যায় মনব্যথা॥

লক্ষ্মণের অযোধ্যায় প্রত্যাগমন।

সীতায় ত্যজিয়া বনে সুমিত্রা-নন্দন।
যথাকালে উত্তরিল অযোধ্যা-ভবন॥
দেখিতে অগ্রজে ব্যগ্র হইয়া অন্তরে।
আগেই প্রবেশে আসি রাঘবের ঘরে॥
মলিন বদনে রাম ছিলেন একাকী।
রোদন করিয়া কহে লক্ষ্মণে নিরখি॥
কোথা রেখে এলে ভাই মোর জানকীরে।
আর কি দেখিব সেই মুখ-চন্দ্র ফিরে॥
সারা দিন আছি ভাই যে দুখে লক্ষ্মণ।
জানাইব কি প্রকারে সরে না বচন॥
খাইতে না রুচে অন্ন চক্ষে নিদ্রা নাই।
কেমনে জানকী বিনা গৃহে রব ভাই॥
শূন্যময় দেখিতেছি এ রাজ-ভবন।
একা সীতা বিনা বৃথা সব রাজ্যধন॥
রাজকার্য্য কি প্রকারে করিব রে ভাই।
এক দণ্ড চিত্তে মোর শান্তি মাত্র নাই॥
শত চেষ্টা করি ভুলা নাহি যায় মুখ।
শোকে তাপে সদা মোর ফাটিতেছে বুক।
নাচিছে আঁখির আগে সে মূরতি তার।
সীতাময় দেখিতেছি অখিল সংসার॥
হাসি ভরা মুখ খানি অন্তরে বাহিরে।
নয়ন ভ্রুকুটি তার সদা মনে পড়ে॥
শ্রবণ-কুহর ভরা সে মিষ্ট বচনে।
অন্য শব্দ কিছু আর নাহি যায় কাণে॥
হা! প্রিয়ে! কোথায় আছ এস একবার।
তোমা বিনা কে নাশিবে মোর দুঃখ-ভার॥
কহ ভাই কোন্ বনে রহিলেন প্রিয়ে।
একাকিনী রেখে তারে এলে কি বলিয়ে॥
কেমনে ভুলিলে ভাই এত অল্প দিনে।
একাকিনী রাখার বিপদ তারে বনে॥
কেমনে কহিলে তাঁর নির্ব্বাসন-কথা।
শুনি সে নিঠুর বাক্য কি বলিল সীতা॥
সহিল কি সে কোমল হৃদে সে অশনি।
অথবা ফাটিয়া গেল হয়ে শতখানি॥
চণ্ডাল অধিক মোর কঠিন পরাণ।
বিনা দোষে বধিলাম অবলার প্রাণ॥
এতেক বিলাপ-বাক্য শুনিয়া লক্ষ্মণ।
কহিতে লাগিলা ধরি রামের চরণ॥
ক্ষম দেব দাসে, দাস সদা আজ্ঞাধীন।
তব আজ্ঞা লঙ্ঘন না করে কোন দিন॥
বাল্মীকির তপোবনে রাখিয়া মাতায়।
আইলাম নিবেদন করিতে ও পায়॥
তব আজ্ঞা শুনিলেন যখন জননী।
তখনি হা! নাথ! বলি পড়িলা ধরণী॥
নিজ দুঃখ মনে নাহি করেন জানকী।
তোমার লাগিয়া সদা ঝরে দুটি আঁখি॥
বিনয় করিয়া মোরে কহিলেন কত।
"শ্রীরামে সান্ত্বনা তুমি করিও সতত॥
দেখো যেন মোর লাগি দুখ নাহি পান।
তাঁর সুখ শুনে তবু জুড়াইবে প্রাণ॥"
লক্ষ্মণের বাক্য শুনি রামের হৃদয়ে।
উথলিল শোক-বহ্নি শতগুণ হয়ে॥
ধৈর্য্যচ্যুত হয়ে রাম কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
হা সীতে! বলিয়া কভু ধরাতলে পড়ে॥
লক্ষ্মণ তখন ধরি চরণ-যুগলে।
মধুর বচনে অগ্রজের প্রতি বলে॥
লোক-অপবাদ-ভয়ে ত্যজিয়া সীতায়।
সর্ব্বদা কান্দিয়া যদি কর হায় হায়॥
অযশ অখ্যাতি তাহে বাড়িবে তোমার।
প্রজাগণ ব্যঙ্গচ্ছলে করিবে ধিক্কার॥
অতএব চিত্ত স্থির করিয়া এখন।
করহ রাঘব নিজ রাজ্যের পালন॥
শুনি অনুজের যুক্তিযুক্ত এ বচন।
অন্তরের শোক রাম করি সম্বরণ॥

লক্ষ্মণে সম্বোধি তবে লাগিলা কহিতে।
তব সম বন্ধু মোর নাহিক জগতে ॥
তোমার এ সুমন্ত্রণা সদা রাখি মনে।
রহিলাম যত্নবান রাজ্যের পালনে ॥
সীতা-শোক-বহ্নি মোর জ্বলুক অন্তরে।
প্রকাশ কখন কিন্তু পাবে না বাহিরে ॥
লক্ষ্মণে এতেক কহি করিয়া বিদায়।
শয়ন-গৃহেতে রাম গেলেন ত্বরায় ॥

শত্রুঘ্নের লবণ-বধ।

জিতেন্দ্রিয় রামচন্দ্র জ্ঞানের আধার।
সম্বরণ কৈলা সীতা-শোক-পারাবার ॥
ভারত যুড়িয়া ব্যাপ্ত হইল সুযশ।
সুবিচারে করিলেন প্রজাগণে বশ ॥
রাজ্যমধ্যে হেন সাধ্য ছিল না কাহার।
পশুটি কি পক্ষী প্রতি করে অত্যাচার ॥
এক দিন যমুনা-তীরস্থ ঋষিগণ।
রামের সভায় আসি দিল দরশন ॥
পাদ্য অর্ঘ্যে ঋষিগণে আদরে পূজিয়া।
জিজ্ঞাসেন রামচন্দ্র আসা কি লাগিয়া ॥
ঋষিগণ কহে রাম করহ শ্রবণ।
মধুপুরে বাস করে রাক্ষস লবণ ॥
মহাবলবান সেই ঘোর অত্যাচারী।
নিত্য নিত্য মুনিগণে খায় ধরি ধরি ॥
তার অত্যাচারে হইয়াছি মহাব্যস্ত।
উঠিয়া গিয়াছে যাগ যজ্ঞাদি সমস্ত ॥
ঋষির শরণ্য তুমি এ ঘোর সংকটে।
তাই আইলাম রাম তোমার নিকটে ॥
লবণে বধিয়া রাখ বিপন্ন ঋষিরে।
এই ভিক্ষা আজি রাম তোমার গোচরে ॥
রাম বলে ভয় নাই শুন ঋষিগণ।
ত্বরায় লবণে আমি করিব নিধন ॥
এত বলি ঋষিগণে, কহে ভ্রাতৃগণে।
লবণ-বধের ভার বল কে লইবে ॥

শুনিয়া রামের বাক্য শত্রুঘ্ন তখন।
অগ্রজে করয়ে যোড়হস্তে নিবেদন ॥
বনবাসে বহু কষ্ট সহিলে দুজনে।
পরাক্রম প্রকাশিলে বধিয়া রাবণে ॥
ব্রহ্মচারী হয়ে ভাই ভরত তখন।
সহিলেন বহু কষ্ট করি প্রাণপণ ॥
অতএব মোরে আজ্ঞা দেহ দয়াময়।
লবণে বধিয়া করি যশের সঞ্চয় ॥
তথাস্তু বলিয়া রাম কহেন লক্ষ্মণে।
মধুপুরে অভিষেক করিব শত্রুঘ্নে ॥
লবণে বধিয়া বীর প্রকাশি বিক্রম।
যমুনার তীরে রাজ্য করিবে স্থাপন ॥
মধুপুরে বসাইবে নগর সুন্দর।
ধনজনে পূর্ণ হবে রাজ্য মনোহর ॥
শুনিয়া সৌমিত্রি বীর হয়ে ত্বরান্বিত।
অভিষেক-আয়োজন করে বিধিমত ॥
তবে রামচন্দ্র শুভদিন শুভক্ষণে।
রাজ্যে অভিষেক কৈলা অনুজ শত্রুঘ্নে ॥
হয় হস্তী পদাতি বিস্তর লয়ে সঙ্গে।
শত্রুঘ্ন চলিল তবে সাজি রণ-রঙ্গে ॥
রাত্রে রহিলেন বাল্মীকির তপোবনে।
সে রাত্রে প্রসবে সীতা যমজ সন্তানে ॥
সপ্তম দিবসে উত্তরিয়া মধুপুরে ॥
দাঁড়াইলা সৈন্য সহ লবণের দ্বারে ॥
আহার সংগ্রহ করি রাক্ষস দুর্জ্জয়।
ক্ষণ পরে দ্বারদেশে আসিয়া উদয় ॥
শত্রুঘ্নে সমরসাজে দেখিয়া দুয়ারে।
নিশাচর ঘন ঘন সিংহনাদ ছাড়ে ॥
ক্রোধে কাঁপে কলেবর দন্ত করি কয়।
পড়িলি আমার হাতে যাবি যমালয় ॥
ঘরে বসি আহার মিলিবে কেবা জানে।
জানিলে কি এত ক্ষণ ফিরি বনে বনে ॥
নরমাংসে আজি পূর্ণ করিব উদর।
রাক্ষসের সহ রণ-ইচ্ছা হলো নর ॥

এত বলি বৃক্ষ এক উপাড়িয়া নিল।
ক্রোধভরে শত্রুঘ্নের মস্তকে হানিল॥
দারুণ আঘাতে বীর কাঁপিল অন্তরে।
সম্বরি ক্ষণেক পরে ধনু লয় করে॥
সুতীক্ষ্ণ সুপর্ব্ব বাণ যুড়িয়া ধনুকে।
মহাবেগে হানিলেক রাক্ষসের বুকে॥
ভেদিল মরমস্থল, পড়িল লবণ।
দেহ-ভরে কাঁপে ধরা যেন ভূকম্পন॥
রুধিরে হইল রাঙ্গা সমর-অঙ্গন।
শূন্যে থাকি দেখে যত সিদ্ধ ঋষিগণ॥
শত্রুঘ্নে প্রশংসা করি যতেক অমর।
পুষ্প বরিষণ করে তাহার উপর॥
তবে দশরথাত্মজ শত্রুঘ্ন সত্বরে।
রাজপুরী নির্ম্মাণ করায় মধুপুরে॥
সুন্দর নগর বসাইল সেই স্থানে।
বসতি করিল লক্ষ লক্ষ প্রজাগণে॥
যমুনা-পশ্চিমে হৈল রাজ্যের বিস্তার।
সুখের নাহিক সীমা সকল প্রজার॥

রামের অশ্বমেধ যজ্ঞ।

দ্বাদশ বৎসর ধরি, মধুপুরে রাজ্য করি,
শত্রুঘ্ন করেন বাঞ্ছা রাম-দরশনে।
সঙ্গে বহু লোকজন, মণিমুক্তা অগণন,
রজত কাঞ্চন কত লইয়া যতনে॥
ভেট দিতে রামচন্দ্রে, চলিল পরমানন্দে,
নিশায় বঞ্চিয়া মুনিগণের আশ্রমে।
উত্তরিল ষষ্ঠ দিনে, প্রায় দিবা-অবসানে,
বাল্মীকি মুনির তপোবনে আসি ক্রমে॥
রামানুজে পেয়ে ঋষি, আনন্দ-সাগরে ভাসি,
পাদ্য-অর্ঘ্যে পূজা করে রাজ-অতিথিরে।
সন্ধ্যাদি সারিয়া সবে, দুই শিষ্য কুশী-লবে,
ডাকে মুনি রামায়ণ গাহিবার তরে॥
ঋষির রচিত গাথা, সুধাতুল্য মিষ্ট কথা,
তান-লয়-শুদ্ধ রাম-চরিত্র সুন্দর।
দুটি ভাই কুশী-লব, পিক জিনি কণ্ঠ-রব,
গাহিল বীণার সঙ্গে মিলাইয়া স্বর॥
শুনি সে অপূর্ব্ব গান, মোহিত হইল প্রাণ,
কান্দিয়া শত্রুঘ্ন কাটিলেন বিভাবরী।
প্রভাতে উঠিয়া পরে, বন্দিয়া তাপসবরে,
মাগেন বিদায় যেতে অযোধ্যা-নগরী॥
দিনান্তে অযোধ্যাপুরে, আসিয়া সবে উত্তরে,
শুনি দাশরথি অনুজের আগমন।
দুটি ভেয়ে লয়ে সাথে, অগ্রসরি কত পথে,
আসিয়া শত্রুঘ্নে ত্বরা দিলা দরশন॥
একত্রে চারিটি ভাই, এইরূপে সর্ব্বদাই,
আছেন অযোধ্যাপুরে পরম হরিষে।
এক দিন দাশরথি, কহে ভ্রাতৃগণ প্রতি,
দশানন জন্মেছিল ব্রহ্মর্ষি-ঔরসে॥
তাহারে সমরে বধি, হইয়াছি অপরাধী,
ব্রহ্মহত্যা-জন্য পাপ অর্শেছে আমাতে॥
সদা হয় অনুতাপ, খণ্ডিতে সে মহাপাপ,
করিয়াছি অশ্বমেধ বাসনা মনেতে॥
অগ্রজের কথা শুনে, ভ্রাতৃগণ কহে রামে,
অশ্বমেধ তব পক্ষে কোন বড় ভার।
রাজচক্রবর্ত্তী তুমি, সমগ্র ভারত-ভূমি,
আসমুদ্র হইয়াছে তব অধিকার॥
যত রাজা রাজ্যেশ্বর, তোমাকে যোগায় কর,
ভুবন ভিতরে নাই শত্রু এক জন।
ক'রোনা মনে সংশয়, আজ্ঞা দেহ দয়াময়,
দশ দিনে করি দিব সব আয়োজন॥
ধনাগার পূর্ণ ধনে, অভাব কিছু দেখিনে,
এখনি করুন দিন স্থির ঋষিবর॥
শুনি বাক্য রঘুপতি, হয়ে আনন্দিতমতি,
আজ্ঞা দেন আয়োজন করিতে সত্বর॥
বশিষ্ঠে ডাকিয়া পরে, শুভদিন স্থির ক'রে,
নিমন্ত্রণে পাঠাইলা বহু দূতগণ।
রামের যজ্ঞের রবে, আনন্দে মাতিল সবে,
রবাহুতগণে পূর্ণ অযোধ্যাভবন॥

মিত্র রাজগণ আসি, উপহার রাশি রাশি,
অমূল্য রতন কত করয়ে প্রদান।
খাদ্য দ্রব্য নানা জাতি, আসিতেছে দিবা রাতি,
নাহি হয় অযোধ্যায় রাখিবার স্থান ॥
সরযূর দুইধারি, পটগৃহ সারি সারি,
স্থাপিত হ'তেছে নিত্য অযুতে অযুতে।
নিমন্ত্রিতগণ তায়, সমাদরে স্থান পায়,
যখন যে দ্রব্য চায় যোগাইছে ভৃত্যে ॥
অসংখ্য তাপসগণ, শিষ্য সহ আগমন,
করে নিত্য নিত্য সবে অযোধ্যানগরে।
মহর্ষি বাল্মীকি তবে, দুটি শিষ্য কুশীলবে,
সঙ্গে লয়ে উপনীত হ'লেন সত্বরে ॥
দিবসের শেষ ভাগে, কুশীলবে ডাকি আগে,
কহিলেন রামায়ণ গাইতে নগরে।
মুনির আদেশ পেয়ে, বীণাতে ঝঙ্কার দিয়ে,
গাহিতে লাগিল দুটি ভাই ঘরে ঘরে ॥
বালকণ্ঠ সুমধুর, তাহে মিশি বীণা সুর,
এমনি লাগিল তান কাণে সবাকার।
মোহিত হইয়া রবে, আত্মহারা হয়ে সবে,
ত্যজিল তাহারা একেবারে নিদ্রাহার ॥
ক্রমে দুই চারি দিনে, উঠিল রামের কাণে,
গায়কের যশ আর রচনা-মাধুর্য্য।
অন্তঃপুরে রাণীগণ, শুনিতে সে রামায়ণ,
হইলেন একেবারে দারুণ অধৈর্য্য ॥
বাল্মীকিরে ডাকি রাম, কহিলেন গুণধাম,
ইচ্ছা তব শিষ্যমুখে শুনি রামায়ণ।
শুনি ঋষি হর্ষভরে, লবকুশে আজ্ঞা করে,
বীণা-যন্ত্র লয়ে দোঁহে কৈল আগমন।
সকলে উৎকর্ণ হয়ে, বালকের মুখ চেয়ে,
শুনিতে সংগীত যথাস্থানেতে বসিল।
যন্ত্রে মিলাইয়া সুর, দুটি ভাই সুমধুর,
তানে এইরূপে গান গাহিতে লাগিল ॥

কুশীলবের রামায়ণ গান।

(রাগিণী খাম্বাজ। তাল একতালা।)

গাওরে বীণে, মধুর তানে,
সুধামাখা রামচন্দ্রের চরিত।
শুনে সে গীতিকা, অমনি পুলকে,
নাচিয়া উঠিবে সবারি চিত ॥

নিভৃত আরণ্য প্রস্রবণে যথা,
জনমিয়া কলকণ্ঠা কল্লোলিনী,
ছড়াইয়া মৃতসঞ্জীবনী বারি,
শ্যামল কেদারে হয় প্রবাহিত।

তেমতি গহন বিপিনে বসি,
ঢালিল বাল্মীকি অমিয় রাশি,
যাহার প্রবাহে সমগ্র ভারত,
চিরতরে দেখ হ'ল প্লাবিত।

অযোধ্যার পতি রাজা দশরথ,
শৌর্য্যবীর্য্যে ছিল ভুবনে বিখ্যাত,
পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্যের প্রভাবে,
পূর্ণব্রহ্ম রামে পাইলা অপত্য।

অযোনিসম্ভবা জনকদুহিতা,
গোলোকবাসিনী লক্ষ্মীরূপা সীতা,
অলোকসামান্য রূপে গুণে যাঁর,
হইয়াছে ত্রিভুবন বিমোহিত।

দশরথাত্মজ দূর্ব্বাদলশ্যাম,
হরের বিপুল ধনু ভাঙ্গি রাম,
জগতে রাখিয়া কীর্ত্তি সুমহান,
হইলেন সীতা সহ পরিণীত।

যৌবনের সহ বল বুদ্ধি জ্ঞানে,
অতুল শ্রীরামে দেখিয়া ভুবনে,
বসাইতে অযোধ্যার সিংহাসনে,
করিলেন বাঞ্ছা রাজা দশরথ।

আনন্দের স্রোত বহিল নগরে,
নৃত্য গীত বাদ্য প্রতি ঘরে ঘরে,
জয় জয় ধ্বনি উঠিল অম্বরে,
রাজা হবে রাম হইলে প্রভাত।

কেহ নাহি জানে কৈকেয়ীর গৃহে,
মহারাজ ভূমে পড়ি শূন্য দেহে,
যাপেন যামিনী হাহাকার করি,
শুনিয়া রাণীর পণ বিপরীত।

সত্যব্রত রাজা সত্যেরি কারণে,
প্রাণাধিক পুত্র রামে দিলা বনে,
সঙ্গে লয়ে সীতা অনুজ লক্ষ্মণে,
দণ্ডক-অরণ্যে গেলা রঘুনাথ।

পুত্র-শোকে রাজা ত্যজিলা জীবন,
কৈকেয়ী মাতাকে করি নির্যাতন,
তুচ্ছ করি অযোধ্যার সিংহাসন,
ব্রহ্মচর্য্য কৈল গুণের ভরত।

ছন্ন হ'ল রাজা রাবণের মতি,
শূন্য ঘরে চুরি কৈল সীতা সতী,
কান্দি বনে বনে ফিরি দিবা রাতি,
ঋষ্যমূকে রাম শেষে উপনীত।

বানরের সহ হইল মিতালি,
পবন-নন্দন হনু মহাবলী,
রাখিয়া অপূর্ব্ব কীর্ত্তি বারিনিধি,
লঙ্ঘিল যোজন শত পরিমিত।

সাগরের পারে লঙ্কা নামে ধাম,
জানকীরে তথা দেখে হনুমান,
বদনে সদাই ধ্বনি রাম রাম,
জীর্ণ শীর্ণ দেহ ধূলা-ধূসরিত।

রাক্ষসে দেখাতে বিক্রম আপন,
ভাঙ্গিল মারুতি অশোকের বন,
স্বর্ণ লঙ্কাপুরী করিয়া দাহন,
ত্রিলোকবাসীরে করিল স্তম্ভিত।

সীতার সম্বাদে প্রফুল্ল অন্তরে,
কপি-সৈন্য সহ সাগরের তীরে,
উত্তরিল রাম মহা আড়ম্বরে,
সৈন্যে সিন্ধু-তট করিয়া আবৃত।

শুনিতে অদ্ভুত না হবে না হ'লো,
শিলা তরু দিয়া সাগর বান্ধিল,
গিয়া লঙ্কাধামে বধিলা রাবণে,
লক্ষ লক্ষ পুত্র পৌত্রের সহিত।

সুমিত্রা-নন্দন বীর মহামতি,
ইন্দ্রজিতে বধি রাখিলেন খ্যাতি,
যার ভয়ে স্বর্গে সদা সুরপতি,
দেবগণ সহ ছিল সশঙ্কিত।

বিভীষণে লঙ্কা-রাজ্য করি দান,
সীতার উদ্ধার সাধিলেন রাম,
বাড়াতে জগতে সতীর সম্মান,
সীতার পরীক্ষা শুনিতে অদ্ভুত।

তুচ্ছ করি মাতা অনলের তেজে,
হাসিয়া প্রবেশ কৈলা চিতা মাঝে,
দেখিয়া সে কার্য্য দেবের সমাজে,
হইল লঙ্কাতে আসি সমাগত।

বিশুদ্ধ কাঞ্চন সম অগ্নি হ'তে,
আপনার তেজে জ্বলিতে জ্বলিতে,
বাহিরে যখন আইলেন সীতে,
হইল কুসুম-বৃষ্টি অবিরত।

সেই জানকীরে আবার শ্রীরাম,
লোক-নিন্দা-ভয়ে হইলেন বাম,
কান্দিল জগৎ দেখি পরিণাম,
গর্ভবতী সতী যবে নির্ব্বাসিত।

সীতার পাতাল-প্রবেশ।

রামায়ণ শুনি বিমোহিত রঘুনাথ।
কুশীলব পানে ঘন করেন দৃষ্টিপাত॥

প্রতি অঙ্গে দেখি সৌসাদৃশ্য আপনার।
মনে ভাবে হবে এরা সীতার কুমার॥
বয়সের তারতম্য যদি না থাকিত।
প্রভেদ করিতে তবে কেহ না পারিত॥
বাল্মীকির তপোবনে সীতায় যখন।
বনবাস দিয়া ফিরে আইলা লক্ষ্মণ॥
সম্ভব তাপসরাজ লয়ে জানকীরে।
রাখিয়াছিলেন তারে আপন কুটীরে॥
তথায় যমজ পুত্র প্রসবিলা সীতা।
মনে মনে ভাবি রাম এই সব কথা॥
সন্দেহ করিতে দূর ডাকি শিশুদ্বয়ে।
সহস্র সুবর্ণ দিতে চাহিলা উভয়ে॥
রাম বলে গান শুনে পাইয়াছি প্রীতি।
এই স্বর্ণ পুরস্কার দিলাম সম্প্রতি॥
কুশ কহে মোরা হই ঋষির কুমার।
বনজাত ফলমূল মোদের আহার॥
পরিধান চীর মাত্র বসতি কুটীরে।
কি করিব স্বর্ণ লয়ে বলুন আমারে॥
এইরূপে রাম সনে কথোপকথন।
দূরে থাকি মহিষীরা করে দরশন॥
যেন তিন রাম হইয়াছে এক ঠাঁই।
কোন স্থানে অবয়বে ভিন্ন ভেদ নাই॥
কৌশল্যা কহেন এরা সীতার তনয়।
ইহাতে আমার আর নাহিক সংশয়॥
দাসী দিয়া রামচন্দ্রে নিকটে ডাকিয়া।
কুশীলবে লক্ষ্য করি কহেন কান্দিয়া॥
বালক দুটীতে দেখি সৌসাদৃশ্য তোর।
অন্তরে উঠিল জাগি সীতা-শোক মোর॥
নিশ্চয় সীতার পুত্র হইবে ইহারা।
দেখিয়া অবধি হইয়াছি জ্ঞানহারা॥
মনে হয় বাল্মীকিরে ডাকিয়া সুধাই।
কি নাম কাহার বংশধর দুটি ভাই॥
বাঁচিয়া আছেন কি না জনক-নন্দিনী।
কোথা গেলে দেখিব সে চাঁদ-মুখখানি॥

রাম বলে আমারো বাসনা তাই হয়।
মুনির নিকটে লইতেছি পরিচয়॥
এত বলি পুনরায় আসি সভাস্থলে।
প্রণমিলা বাল্মীকির চরণ-যুগলে॥
বিনীত বচনে তবে বলেন রাঘব।
কহ মুনি কার পুত্র হয় কুশীলব॥
উঁহাদের দেখি মনে স্নেহের সঞ্চার।
ইচ্ছা হয় চাঁদমুখ চুম্বি বার বার॥
আকার প্রকার দেখি মনে হেন লয়।
বয়স দ্বাদশ বর্ষ চেয়ে কম নয়॥
ব্রাহ্মণ-বালক যদি ইহারা হইত।
তবে কি এখনো উপনয়ন থাকিত॥
সীতায় যে অবস্থায় দিনু বিসর্জ্জন।
জীবিত আছেন বলি নাহি লয় মন॥
মূঢ় রাম বিনা দোষে ত্যজিয়া সীতায়।
কি সাহসে হেন সাধ করিবারে চায়॥
মুনি বলে কুশীলব ক্ষত্রিয়-নন্দন।
উপবীত না হইল এই সে কারণ॥
জন্মবিবরণ যদি বাঞ্ছহ শুনিতে।
কহিতেছি শুন রাম সমাহিত চিতে॥
দ্বিতীয় প্রহর বেলা গগনে যখন।
মস্তক উপরি রবি বরষে কিরণ॥
মুনি-পত্নীগণ আসি কহিল আমারে।
যুবতী রমণী এক পড়ি গঙ্গাতীরে॥
হা! রাম! বলিয়া কান্দে ধূলায় ধূসরা।
শিরে করে করাঘাত হইয়া অধীরা॥
কথা শুনে বড় ব্যথা পাইয়া অন্তরে।
গেলাম জাহ্নবীতীরে অতি ত্বরা ক'রে॥
যোগবলে জানি রাম সব বিবরণ।
মিষ্ট ভাষে আগে তুষ্ট করি তাঁর মন॥
সঙ্গে করি আনিলাম আপন কুটীরে।
তদবধি মাতা মোর তথা বাস করে॥
পঞ্চমাস গর্ভবতী ছিলেন তখন।
যথাকালে প্রসবিলা এ দুটি রতন॥

শুনিতে শুনিতে রাম হইলা অধীর।
ঝরিতে লাগিল গণ্ড বহি আঁখি-নীর ॥
হা সীতে! জীবিতেশ্বরি! বলি ক্ষণে ক্ষণে।
ধরায় পড়েন রঘুনাথ অচেতনে ॥
মুনি বলে স্থির হও শান্ত কর মন।
সীতার সহিত পুন করাব মিলন ॥
অযোনিসম্ভবা সীতা জনক-ঝিয়ারী।
বহু ভাগ্যে মিলে রাম সীতা হেন নারী ॥
তব রূপ ধ্যান জ্ঞান অন্যে নাহি মতি।
ভুবন মাঝারে কেহ নাহি হেন-সতী ॥
অমূলক অপবাদ করিয়া শ্রবণ।
সেই সতী রমণীরে দিলে বিসর্জ্জন ॥
রাজা হয়ে হেন অবিচার কেবা করে।
ঘুষিবে অযশ তব অবনী ভিতরে ॥
আমি জানি সাধ্বী সতী জনক-দুহিতে।
কার সাধ্য পারয়ে তাঁহারে দোষ দিতে ॥
এত শুনি সভাস্থ সকলে এক বাক্যে।
অনুরোধ করে রামে লইতে সীতাকে ॥
প্রজাগণ কুশীলবে করি দরশন।
ভুলিয়া পূর্ব্বের কথা করয়ে রোদন ॥
কৌশল্যাদি রাণীগণ শুনে পরিচয়।
দাসী দিয়া কুশীলবে নিকটেতে লয় ॥
কোলে করি বুড়ী রাণী কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
সীতায় আনিতে রামে কয় হাতে ধ'রে ॥
সকলের মন বুঝি তবে রঘুনাথ।
মুনিরে বিনয়ে কহে যুড়ি দুটি হাত ॥
সীতার নিকটে আমি বড় অপরাধী।
কি উপায়ে আসিবেন কর তার বিধি ॥
মন বুঝি মুনিবর কহেন শ্রীরামে।
আপনি যাইব আমি সীতা-সন্নিধানে ॥
সামান্য রমণী নহে জনক-নন্দিনী।
পতি-আজ্ঞা লঙ্ঘন না করিবেন তিনি ॥
এত বলি যোগবলে তখনি মহর্ষি।
আপন আশ্রমে উপনীত হন আসি ॥
কুশীলবে না দেখিয়া মুনির সহিতে।
জিজ্ঞাসে জনক-সীতা কম্পিত স্বরেতে ॥
হাসি ঋষিরাজ তবে কহিলেন সব।
কুশলে আছেন মাগো তব কুশীলব ॥
রামের সহিত হইয়াছে পরিচয়।
তিল মাত্র কৌশল্যার কাছ ছাড়া নয় ॥
তব শোকে রামচন্দ্র হইয়া কাতর।
পাঠাইলা মোরে মাতঃ তোমার গোচর ॥
পতি-বাক্য অন্যথা না করে সতী নারী।
রাখহ পতির বাক্য সেই নীতি ধরি ॥
শত অপরাধ পতি করিলে সতীর।
সাধ্বী নারি নাহি লয় সে দোষ পতির ॥
তোমারে লইতে পাঠাইলা রঘুনাথ।
অযোধ্যায় চল মাতঃ ত্বরা মোর সাথ ॥
কথা শুনি জানকীর হৈল অভিমান।
নয়নের জলে গেল ভাসিয়া বয়ান ॥
পতি-বাক্য ঋষি-বাক্য অন্যথার নয়।
ভাবিয়া জনক-সুতা চিন্তিতহৃদয় ॥
মন বুঝি মুনি বলে চিন্তা ত্যজ মাত।
এক বাক্যে এ বিষয়ে সকলে সম্মত ॥
রামের যজ্ঞের সভা ভাবি দেখ মনে।
আইল সকল লোক ছিল যে যেখানে ॥
লক্ষ লক্ষ কণ্ঠ একেবারে তব নামে।
কাঁপাইল পুরী অনুরোধ করি রামে ॥
কান্দিল দেখিয়া প্রজাগণ কুশীলবে।
তোমারে লইতে গৃহে কহিল রাঘবে ॥
কৌশল্যাদি রাণীগণ হইয়া কাতরা।
রামে অনুরোধ করি কহিলেন তাঁরা ॥
এসেছি যে দশা দেখি অযোধ্যাপতির।
তোমার অভাবে তাঁর রবে না শরীর ॥
এতেক বচন যদি কহিল বাল্মীকি।
যাইতে সম্মতি প্রকাশেন চন্দ্রমুখী ॥
আনন্দে মহর্ষি তবে কহে শিষ্যগণে।
বাহকে শিবিকা সহ আনহ যতনে ॥

যতনে সীতায় সঙ্গে লয়ে মহামুনি।
অযোধ্যার অভিমুখে চলিলা তখনি॥
সভা করি বসিয়া আছেন রঘুপতি।
হেন কালে তথা উত্তরিলা সীতা সতী॥
গেরুয়া বসন অঙ্গে ভূষণ বিহীন।
প্রায় অনাহারে তনু অতিশয় ক্ষীণ॥
বিন্যাস অভাবে কেশ রুক্ষ অতিশয়।
এয়োতের চিহ্ন হস্তে লতার বলয়॥
সভার একটী পাশে দাঁড়াইলা সতী।
তপস্যা আইলা যেন হয়ে মূর্ত্তিমতী॥
দেখিয়া সকল লোক আপনা পাসরে।
পর্য্যায় ক্রমেতে রাম সীতায় নেহারে॥
তবে রামচন্দ্র বলে সম্বোধি সীতায়।
লোক-নিন্দা-ভয়ে ত্যজেছিলাম তোমায়॥
যে পরীক্ষা লঙ্কাপুরে করিলে প্রদান।
বানর রাক্ষস দেবগণ বিদ্যমান॥
সন্দেহ আমার মনে নাই তাহা দেখি।
মনে জানি সতী সাধ্বী তুমি শশিমুখি॥
কিন্তু মোর প্রজাগণ জানিবে কেমনে।
পরীক্ষার কালে তারা ছিলনা সেখানে॥
লোকের স্বভাব এই শুন গুণবতি।
অপ্রত্যক্ষে নাহি হয় তাদের প্রতীতি॥
পরীক্ষা না লয়ে যদি করিব গ্রহণ।
আবার কে কোন কথা কহিবে কখন॥
অতএব সদয় হইয়া মোর প্রতি।
পুনরায় পরীক্ষা প্রদান কর সতি॥
এতেক কহিয়া রাম নীরব হইল।
সীতার অন্তর দুঃখে জ্বলিয়া উঠিল॥
কৃতাঞ্জলি হয়ে দেবী ঊর্দ্ধ পানে চায়।
প্রণাম করয়ে সব দেবতার পায়॥
তবে ডাকি জননীরে কহেন কাতরে।
যদি আমি সতী হই অন্তরে বাহিরে॥

রামের পদে থাকে যদি মন।
তব কোলে স্থান মোরে দেহ মা এখন॥
দেখুক সভার লোক পরীক্ষা আমার।
সহিবে তনয়া তব কত বার বার॥
বিদীর্ণা হইয়া গ্রাস কর মা জননি।
জুড়াক তাপিত প্রাণ সীতা অভাগিনী॥
এইরূপে মনোদুখে কান্দিছেন সীতা।
হেন কালে বসুন্ধরা হইল কম্পিতা॥
দুই চারি বার কাঁপি ফাটিল ধরণী।
প্রকাশ পাইলা দেবী বিদ্যুৎবরণী॥
রত্ন-সিংহাসনে বসি দিক আলো করি।
উঠিলেন বসুমতী অলোক-সুন্দরী॥
এস মা কেন্দ না আর এস মোর কোলে।
এত বলি তনয়ারে কোলে লয় তুলে॥
তার পর কোথা গেল কেহ না দেখিল।
কেবল সুড়ঙ্গ-পথ পড়িয়া রহিল॥
আশ্চর্য্য মানিয়া লোকে করে হায় হায়।
কান্দি বলে কুশীলব গেলি মা কোথায়॥
মা বিনা আমরা যে গো অন্যে নাহি জানি।
কি দোষে ছাড়িয়া গেলি বল মা জননি॥
কার কাছে রব মাগো ব'লে তো গেলি না।
মোরা যে এ সংসারের কিছুই জানি না॥
চক্ষের আড়াল হ'লে সারা হ'তে কেন্দে।
ছেড়ে গেলে কেমনে পাষাণে বুক বেন্ধে॥
মা বলা ঘুচায়ে দিলে জনমের মত।
কি দোষ করিল কুশীলব পায়ে এত॥
জনমি না জানি মোরা পিতা যে কেমন।
সুখে ভাসিতাম হেরি তোমার বদন॥
সে সুখে বঞ্চিত করি গেলি মা কোথায়।
কার কাছে রব মোরা ব'লে যাগো আয়॥
লব বলে কুশ দাদা ও কথা হবে না।
মা ছাড়া থাকিতে কিছুতেই পারিব না॥
চল যাই সুড়ঙ্গে প্রবেশি দুই জনে।
এখনি মিলিব গিয়া জননীর সনে॥

এত বলি...

কান্দি রামচন্দ্র ধরি দুজনে কিন্তু।

সীতা-শোক-রূপ-সিন্ধু-তরঙ্গ-আঘাতে।
বিষম বিভ্রাট উপস্থিত অযোধ্যাতে॥
কুশীলবে কোলে করি কান্দে মহিষীরা।
বিলাপ করয়ে রাম হয়ে জ্ঞানহারা॥
লক্ষ্মণের সকরুণ রোদন শুনিয়া।
সভাস্থ সকলে কান্দে বিষণ্ণ হইয়া॥
প্রজাগণ অনুতাপানলে দগ্ধ হয়ে।
কান্দে জানকীর গুণ স্মরণ করিয়ে॥
হেন কালে দৈববাণী হয় অকস্মাৎ।
"সীতা-শোক সম্বরণ কর রঘুনাথ॥"
"তুমি বিষ্ণু-অবতার ভাবি দেখ মনে।"
"রাম রূপে জনমিলে রাবণ-নিধনে॥"
"সীতা রূপে পদ্মালয়া আইলা আপনি।"
"কার্য্য সাধি নিজস্থানে গেলেন জননী॥"
"ত্বরায় মিলন হবে আবার দুজনে।"
"ইহা ভাবি মনোদুখ ত্যজহ এক্ষণে॥"

ভরতাদির রাজ্যাভিষেক।

কৌশল্যাদি মহিষীরা সবে একে একে।
জীবন ত্যজিল ক্রমে জানকীর শোকে॥
শত্রুঘ্ন আপন রাজ্যে করেন প্রয়াণ।
ভ্রাতৃদ্বয়ে লয়ে রাজ্য পালেন শ্রীরাম॥
কিছু দিন পরে যুক্তি করিয়া অন্তরে।
ভরতে পাঠান রাম গন্ধর্ব্বনগরে॥
সিন্ধুর পশ্চিমে রাজ্য অতি মনোহর।
লজ্জা পায় যার কাছে অমর-নগর॥
অলকানগরী জিনি যাহার বৈভব।
তাহে অভিষেক করে ভরতে রাঘব॥
সুশিক্ষিত বহু সৈন্য দিয়া তার সনে।
বিদায় করেন রাম অতি শুভক্ষণে॥
রাজাজ্ঞা-লঙ্ঘনে হৈল দণ্ডের বিধান।
প্রজার অন্তরে ভয় ভক্তি বিদ্যমান॥

বাঁচিল যাহারা ...
যত জন ভরতের শরণ লইল।
দয়া করি সে সকলে ভরত ক্ষমিল॥
রাজপুরী অধিকার করি বীরবর।
স্থাপন করিল নিজ রাজ্য মনোহর॥
সুবিচারে বশীভূত করি প্রজাগণে।
স্থাপিল নগর অগণন স্থানে স্থানে॥
কৃষকগণের কষ্ট করিবারে দূর।
খনন করান খাল তড়াগ প্রচুর॥
বাণিজ্য বিস্তার হেতু সিন্ধুর উপর।
নির্ম্মাণ করান সেতু অতি মনোহর॥
বহুদূরব্যাপী রথ্যা সুপ্রশস্ত অতি।
নির্ম্মাণ করান রামানুজ মহামতি॥
রোপিল বৃক্ষের শ্রেণী পথের দুপাশে।
কূপাদি খনন করাইল ক্রোশে ক্রোশে॥
যোজন অন্তরে বিরচিল পান্থালয়।
স্থাপিল রক্ষক নিবারিতে দস্যু-ভয়॥
দরিদ্র অক্ষমে অন্ন করিতে প্রদান।
কত অন্ন-সত্র বসাইল স্থানে স্থান॥
অজন্মা হইলে দেশে কৃষিজীবিগণ।
বিধি হৈল কর-দায়ে পাইবে মোচন॥
লবণের শুল্ক-বিধি হইল রহিত।
মাদক-সেবনে দণ্ড হইল বিহিত॥
রাজব্যয়ে চতুষ্পাঠী হৈল গ্রামে গ্রামে।
মুক্তহস্ত মহারাজ সুশিক্ষার নামে॥
পরিশ্রমী বিবেচক ধর্ম্মনিষ্ঠ জনে।
বাছিয়া নিযুক্ত করে বিচার-আসনে॥
প্রতিমাসে গ্রামে গ্রামে ভেরীর ঘোষণা।
রাখিবে সকলে পরিষ্কার নিজ সীমা॥
গজ বাজী রথ রথী পদাতি বিস্তর।
চলিল ভরত সঙ্গে গন্ধর্ব্বনগর॥

অনুজ লক্ষ্মণে।
রামচন্দ্র মধুর বচনে॥
হইল দেখ রাজা মধুপুরে।
শত্রুঘ্ন
ভরত করিছে রাজ্য গন্ধর্ব্বনগরে॥
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম রাজ্য করিবে স্থাপন।
লভিবে সুযশ করি প্রজার পালন॥
তব পুত্র চন্দ্রকেতু অঙ্গদ কুমার।
রূপে গুণে শৌর্য্যে বীর্য্যে বিখ্যাত সংসার॥
দুই রাজ্যে অভিষেক করিব দুজনে।
একান্ত বাসনা এই করিয়াছি মনে॥
মনোনীত করি দুটি রাজ্য মনোহর।
সত্বরে সম্বাদ দিবে আমার গোচর॥
থাকিবে লইবে হেন স্থান সযতনে।
কোনরূপে পীড়া নাহি পায় কোন জনে॥
অগ্রজের আজ্ঞা পেয়ে সুমিত্রা-নন্দন।
কারুপদ নামে দেশ কৈলা নির্ব্বাচন॥
পশ্চিম অঞ্চলে এই দেশ মনোহর।
অঙ্গদে করিলা অভিষেক রঘুবর॥
চন্দ্রকান্ত নামে দেশ উত্তর অঞ্চলে।
চন্দ্রকেতু হৈল রাজা তাহে কুতূহলে॥
স্থাপিল নগর গ্রাম পল্লী শত শত।
অল্পকাল মধ্যে রাজ্য হইল বিস্তৃত॥
ধন ধান্যে পূর্ণ হৈল সকলের গৃহ।
সুখের সাগরে সবে ভাসে অহরহ॥
তবে রামচন্দ্র কুশীলব দুজনায়।
শুভক্ষণে অভিষেক কৈলা অযোধ্যায়॥
পুত্রে রাজ্যভার দিয়া নিশ্চিন্ত অন্তরে।
লক্ষ্মণের সহ সদা শাস্ত্রালাপ করে॥

রামের মহাপ্রস্থান।

এক দিন দাশরথি লক্ষ্মণের সঙ্গে।
প্রভাতে নিযুক্ত নানা শাস্ত্রের প্রসঙ্গে॥
হেন কালে এক ঋষি শিরে জটাভার।
তপ্ত কাঞ্চনের আভা শরীরে তাহার॥
আসি উপনীত হৈল রামের ভবনে।
দেখি উঠিলেন দুই ভাই সসম্ভ্রমে॥

কহিব তোমারে সংগোপনে।
আসিয়াছি আজি রাম আমি যে কারণে।
কিন্তু যত ক্ষণ আমি রব তব কাছে।
শঙ্কা হয় কথাবার্ত্তা অন্যে শুনে পাছে॥
অতএব কর রাম প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বেতে
আমা দোঁহে কেহ না ... হেথা হতে
যদি দেখে কিম্বা শুনে কথোপকথন
নিশ্চয় তোমার বধ্য হইবে সে জন॥
তথাস্তু বলিয়া রাম কহেন লক্ষ্মণে।
দ্বার রক্ষা কর ভাই অতি সাবধানে॥
তবে রাম গৃহ মধ্যে মুনিরে লইয়া।
বসিলেন দিব্যাসনে নিশ্চিন্ত হইয়া॥
যোগী বলে আসিতেছি ব্রহ্মার আদেশে।
সর্ব্বান্তক কাল আমি ধরি মুনি বেশে॥
ব্রহ্মা বলিলেন যাহা করিব কীর্ত্তন।
মন দিয়া রঘুনাথ করহ শ্রবণ॥
দেবের কল্যাণ আর জগতের হিতে।
গোলোক ত্যজিয়া তুমি আইলা মহীতে
বধিলে ভুবন-অরি বাধবা রাবণে।
কোন্ প্রয়োজনে আর রহিবে এখানে
দেবগণ ক্ষুণ্ণমন তোমা না দেখিয়া।
গোলোক রহেছে শূন্য দেখহ ভাবিয়া॥
বিলম্ব করিতে আর উচিত না হয়।
আপনার স্থানে ত্বরা চল দয়াময়॥
এইরূপে কথাবার্ত্তা যখন দুজনে।
দুর্ব্বাসা আসিয়া দ্বারে কহেন লক্ষ্মণে॥
সাক্ষাৎ করিব ইচ্ছা রামের সহিত।
উপায় করহ ত্বরা যে হয় বিহিত॥
রামের প্রতিজ্ঞা কৃরি ঋষিরে জ্ঞাপন।
অপেক্ষা করিতে তারে কহেন লক্ষ্মণ॥
শুনিয়া দুর্ব্বাসা কোপে জ্বলিয়া উঠিল।
অভিশাপ দিতে মুনি উদ্যত হইল॥
বিপদ ভাবিয়া তবে সুমিত্রা-কুমার।
তুচ্ছ করি বীরবর মৃত্যু আপনার॥
যথা রাম সনে কাল পুরুষ বসিয়া।
উপনীত হইলেন তথায় আসিয়া॥
কহিতে অগ্রজে দুর্ব্বাসার বিবরণ।
উঠিয়া চলিল কাল পুরুষ তখন॥
লক্ষ্মণের সঙ্গে তবে রাজীবলোচন।
দ্বারে গিয়া দুর্ব্বাসার বন্দিল চরণ।

[illegible]

মুনি বলে [illegible]

স্মরণ করিলে আমা অযোধ্যা নগরী ॥
শুনিয়া মুনির বাক্য কৌশল্যা-নন্দন ।
বিধিমতে দুর্ব্বাসার করান ভোজন ॥
তুষ্ট হয়ে যোগিবর গেল তপোবনে ।
প্রতিজ্ঞার কথা রাঘবের পড়ে মনে ॥
বিষাদে মলিন মুখ আঁখি ছল ছল ।
[illegible] সুরে [illegible] শরীর বিকল ॥
প্রাণের অধিক ভাই লক্ষ্মণ রতন ।
বধিবে কেমনে রাম তাহার জীবন ॥
না বধিলে সত্য নষ্ট প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন ।
উভয় সঙ্কটে রাম পড়িলা তখন ॥
শিরে হাত দিয়া ভাবে বিরস বদনে ।
হেন কালে উপনীত বশিষ্ঠ সেখানে ॥
মুনিরে কহিয়া সব উপদেশ চায় ।
কহ কি করিব মুনি ইহার উপায় ॥
মুনি কহে সত্যত্যাগ উচিত না হয় ।
সত্য-নাশে নষ্ট পূর্ব্বার্জ্জিত পুণ্যচয় ॥
[illegible] ক্রিয়া কর প্রতিজ্ঞা পালন ॥
বধের সমান ত্যাগ [illegible] বচন ॥
বশিষ্ঠের এ ব্যবস্থা পেয়ে রঘুনাথ ।
লক্ষ্মণে বর্জ্জন করিলেন অচিরাৎ ॥
কান্দিয়া সৌমিত্রি লয় চরণে বিদায় ।
তার পর সরযূনদীর কূলে যায় ॥
যোগাসনে বসি তথা করি প্রাণায়াম ।
শরীর ত্যজিয়া লভিলেন স্বর্গধাম ॥
অনুজের শোক রাম সহিতে না পারি ।
মহাপ্রস্থানের দিলা ঘোষণা প্রচারি ॥
ভরত শত্রুঘ্ন দোঁহে শুনি বিবরণ ।
অযোধ্যা নগরে আসি দিলা দরশন ॥
আছিল রাক্ষস কপি ভল্লুক যত ছিল ।
মিত্র রাজগণ সব আসিয়া জুটিল ॥

[illegible] ।
সরযূ নদীর তীরে করেন গমন ॥
স্বর্গে লইতে [illegible] লোক-পিতামহ ।
ইন্দ্রে পাঠাইলা কোটি [illegible] ॥
দেবেশে দেখিয়া [illegible] রাম আনন্দিত মন ।
সকলে লইয়া রথে করে আরোহণ ॥
মুহূর্ত্তে উত্তরে সবে আসি দেব-লোকে ।
দেখি দেবগণ পূর্ণ হইল পুলকে ॥
ব্রহ্মার আজ্ঞায় বিশ্বকর্ম্মা ত্বরা করি ।
রচিল বিচিত্র শত শত দিব্যপুরী ॥
রামের সহিত যত ছিল লোক জন ।
দেখি মনোহর গৃহ আনন্দে মগন ॥
প্রতিগৃহে শত শত অপ্সরী কিন্নরী ।
গন্ধর্ব সঙ্গীতে লয় প্রাণ মন হরি ॥
এক এক গৃহে প্রতিজনে প্রজাপতি ।
বসতি করিতে করিলেন অনুমতি ॥
তার পর বিষ্ণুলোকে রাঘবে লইয়া ।
উপনীত প্রজাপতি হইলা আসিয়া ॥
আপনার স্থানে আসি রাজীবলোচন ।
দেখিতে দেখিতে কৈলা স্বমূর্ত্তি ধারণ ॥
চতুর্ভুজে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শোভা ।
হৃদয়ে প্রকাশ মণি কৌস্তুভের প্রভা ॥
কনক কিরীট শিরে হীরক-খচিত ।
শত সূর্য্য যেন একেবারে সমুদিত ॥
সীতায় লইয়া বামে রত্ন-সিংহাসনে ।
বসিলেন রামচন্দ্র আনন্দিত মনে ॥
ভরত শত্রুঘ্ন আর সৌমিত্রি আসিয়া ।
তেজ রূপে রাম-অঙ্গে গেলেন মিশিয়া ॥
দেবগণ স্তব স্তুতি করিতে লাগিল ।
এইরূপে রামলীলা সমাপ্ত হইল ॥

উত্তর-কাণ্ড সমাপ্ত ।

রামায়ণ সম্পূর্ণ ।